রাজতরঙ্গিণী।

(কহ্লণ কৃত।)

উত্তরপাড়া, কলিকাতা সেন্ট্রাল, শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ ও নড়াইল
ভিক্টোরিয়া কলেজ সমূহের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত অধ্যাপক
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন

ও

শ্রীদুর্গানাথ শাস্ত্রী কাব্যরত্ন এম, এ,

অনুবাদক।

তৃতীয় খণ্ড।

অষ্টম তরঙ্গ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ।

কলিকাতা।

১৩১৯ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

অষ্টম তরঙ্গ

প্রৌঢ়াঃ কঞ্চুকিনো জরদ্বরবৃষঃ কুব্জস্তনাবহ্যাতি-
নিত্যাপ্তোপি বহিষ্কৃতঃ পরিকরঃ সোঽয়ং সমস্তোপ্যহো।
অর্দ্ধাঙ্গব্রতীকৃতাস্তগরলা চারিত্রচর্যাবিদা
সা ভিন্দ্যাদ্দুরিতং চরাচরগুরোরন্তঃপুরং পার্ব্বতী ॥ ১

ছন্নকোপপ্রসাদোঽভূৎকিঞ্চিৎকালং নবো নৃপঃ।
প্রাঙ্মন্থাদিব পাথোধিরবাঞ্ছিতবিষামৃতঃ ॥ ২

রমণী-হৃদয় রহস্যজ্ঞ, প্রেমিক শ্রেষ্ঠ, ভগবান বিশ্বগুরু মহাদেব শঙ্কর, পার্ব্বতী দেবীকে গৃহিণী রূপে নিজ দেহার্দ্ধে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়াই নবীনাদিগের চির অপ্রিয় অথচ নিজের নিত্যসহচর ভৃঙ্গীকে কুব্জ বলিয়া, বৃষটীকে জরাগ্রস্ত মনে করিয়া, সর্পগুলিকে বহু পুরাতন বলিয়া এবং নিজের তুষার ধবল কান্তিকেও কুৎসিৎ মনে করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন। এহেন দেবী পার্ব্বতী আমাদের অমঙ্গল বিনাশ করুন। ১

যেরূপ সমুদ্র মন্থনের পূর্ব্বে গরল ও সুধা সমুদ্রে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকাশ পায় নাই, সেইরূপ নবীন ভূপতি উচ্চল কিছুদিনের জন্য কাহারও প্রতি রোষ বা সন্তোষের ভাব প্রকাশ করেন নাই। ২

সোদরো ডামরৌঘশ্চ তস্যাভূতাং ভৃশোন্মদৌ।
মেঘস্যেব পুরোবাতাবগ্রহৌ স্ফূর্ত্তিহারণৌ॥ ৩
যৎকিঞ্চনবিধায্যাসীদ্‌ভ্রাতা যস্যৌবনোন্মদঃ।
রাজ্ঞো দুষ্প্রক্রিয়া দোঃস্থ্যকরী বাৎসল্যশালিনঃ॥ ৪
সোনিশং হি গজারূঢ়ো বিকোশাসিঃ পরিভ্রমন্।
আত্তসারাং মহীং পীতরসাং রবিরিবাকরোৎ॥ ৫
একীভূতানমূন্সর্ব্বান্ ডামরান্নির্দ্দহাগ্নিনা।
ইত্যুক্তং তেন নোর্বীভৃৎসদ্বৈকাগ্রো বচোগ্রহীৎ॥ ৬
দস্যবো মন্ত্রিসামন্তা দ্বৈরাজ্যেচ্ছুঃ সহোদরঃ।
ভূনিঃকোশেত্যভূৎকিং ন ভূপতেস্তস্য সংকটম্॥ ৭

যেরূপ প্রতিকুল পবন এবং গ্রীষ্মাধিক্য, জলদের স্ফূর্ত্তি হরণ করে; সেইরূপ উচ্ছল সহোদর সুস্‌সল এবং ডামরেরা নবীন রাজার প্রভাব হানি করিতেছিল। ৩

যৌবনমত্ত রাজভ্রাতা সুস্‌সল যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, বাৎসল্যবশতঃ রাজা কিন্তু কোন অপ্রীতিকর প্রতিকার করেন নাই। ৪

সুস্‌সল প্রতিদিন গজারূঢ় হইয়া উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিতেন এবং সূর্য্য যেরূপ ভূমির রস শোষণ করে, তিনিও সেইরূপ প্রজাদিগের অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন। ৫

ডামরদিগকে একমতাবলম্বী দেখিয়া সুস্‌সল রাজকে পরামর্শ দিয়াছিলেন—উহাদিগকে অগ্নিতে পুড়াইয়া মারা হউক। ধর্ম্মভীরু রাজা কিন্তু তাহার এই পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। ৬

মন্ত্রী ও সামন্তগণ দস্যুপ্রায়, সহোদর রাজ্যকামী, প্রজাবর্গ নিঃস্ব, সুতরাং রাজার সঙ্কটের অভাব ছিল না। ৭

অধিরাজ্যাভিষেকেণ সংকৃত্য ভ্রাতরং ততঃ।
পাতুং লোহরসংবদ্ধং প্রাহিণোন্মণ্ডলান্তরম্ ॥ ৮
দ্বিরদায়ুধপত্ত্যশ্বকোশামাত্যাদি স ব্রজন্।
নিনায় সর্ব্বং বাৎসল্যাদনিষিদ্ধোঽগ্রজন্মনা ॥ ৯
আশঙ্ক্য কোট্টভৃত্যেভ্যঃ প্রবেশে প্রত্যবস্থিতিম্।
উৎকর্ষজং প্রতাপাখ্যং সহ নিন্যেঽব্রবীচ্চ তান্ ॥ ১০
কুর্ব্বাণমমুং নৃপমহং প্রাতিহার্য্যং সমাচরন্।
নম্রাঃ স্বভৃত্যবত্তস্থুর্ভূভুজো ভূম্যনন্তরাঃ ॥ ১১
দিনানি সপ্ত সংরুদ্ধে মার্গে তদনুযায়িনাম্।
গায়নঃ কনকো লব্ধান্তরো দেশান্তরং যযৌ ॥ ১২

রাজা চন্দ্র লাতাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পরিতুষ্ট করত লোহর সংবদ্ধ অন্যান্য প্রদেশ রক্ষার জন্য তাহাকে প্রেরণ করিলেন। ৮

যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হস্তী, অস্ত্র, পদাতি, অশ্বারোহী ও অমাত্যাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ, বাৎসল্যবশতঃ তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই। ৯

সুস্সল আশঙ্কা করিলেন—কোট্ট দুর্গের সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নগর প্রবেশে বাধা দিতে পারে, এইজন্য তিনি উৎকর্ষ-পুত্র প্রতাপকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি দুর্গ রক্ষিগণের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—আমি এই প্রতাপকে রাজ্যেশ্বর করিয়া স্বয়ং তাহার প্রতিহারস্বরূপ কার্য্য করিব। এই কথা শুনিয়া তথাকার সামন্ত-ভূস্বামিগণ ভৃত্যবৎ অবনতমস্তকে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। ১০।১১

পথিমধ্যে তদীয় অনুচরগণের গন্তব্যপথ সাতদিনকাল রুদ্ধ ছিল। গীতবাদ্যবিশারদ গায়ন কনক এই অবকাশে দেশান্তরে প্রস্থান করেন।

বারাণস্যাং বিজহতা নির্ব্বেদাত্তেন জীবিতম্। ।
হর্ষভূভর্তৃভৃত্যেষু ব্যক্তং নিন্যে কৃতজ্ঞতা ॥ ১৩
উদ্ধ্বাধিরোহং দাক্ষিণ্যাদ্দস্যূনামুচ্চলঃ পুনঃ।
সেবাস্মৃত্যা সুধীঃ সেহে চন্দনো ভোগিনামিব ॥ ১৪
তথা জনকচন্দ্রেণ দর্পাদ্ব্যবহৃতং তদা।
রাজান্যে ডামরাশ্চাসন্যথা নষ্টপ্রভা ইব ॥ ১৫
অভয়স্যোরশাভর্তুস্তনয়ায়ামজীজনৎ।
রাজ্ঞ্যাং বিভবমত্যাং যং ভোজো হর্ষনৃপাত্মজঃ ॥ ১৬
জাতং মৃতদ্বিত্রপুত্রানন্তরং গুরুভিঃ শিশুম্।
আয়ুষ্কামৈস্তমাবদ্ধাভব্যভিক্ষাচরাভিধম্। ১৭
ব্যাদ্দমপ্যারিসংস্থানত্বক্ষেনাপ্রিয়োচিতম্।
ররক্ষ তদ্গিরা রাজা রাজ্ঞ্যাশ্চাঙ্কে সমার্পয়ৎ ॥ ১৮

তিনি বারাণসী ধামে নির্ব্বেদবশতঃ তনুত্যাগ করেন। হর্ষ নরপতির ভৃত্যবর্গ মধ্যে ইঁহারই কৃতজ্ঞতা সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। ১২।১৩

অপরদিকে চন্দনবৃক্ষ যেমন সর্পের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, সেইরূপ সুবুদ্ধি রাজা উচ্চল, ডামরদিগের কৃত পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়া, উচ্চপদ দানে পুরস্কৃত করিয়া নীরবে তাহাদের কৃত অপরাধ সহ্য করিয়াছিলেন। ১৪

তৎকালে জনক চন্দ্রও দর্পোদ্ধত হইয়া এরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহার ফলে রাজা ও ডামরদিগের প্রভাব যেন হতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫

উরশারাজ অভয়ের কন্যা রাজ্ঞী বিভবমতীর গর্ভে হর্ষরাজতনয় ভোজের এক পুত্র জন্মিয়াছিল। দুই তিনটী পুত্রের মৃত্যুর পর এই পুত্রটী জন্মগ্রহণ করায়, গুরুজনেরা পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনায়

তস্মাদায় স্বয়ং বাসৌ যাবদ্রাজ্যেকরোন্মনঃ।
তাবদ্ভাবেঙ্গিতজ্ঞো নীতিকৌটিল্যমুচ্চলঃ॥ ১৯
তুল্যোৎসাহাসহিষ্ণুত্বাদস্মৈ কুপ্যন্তু ডামরাঃ।
এষ এবাতিসংকারাজ্জবাস্তু বিশদাশয়ঃ॥ ২০
ইতি সংচিন্ত্য স দ্বারদিৎসাং তস্যোদঘোষয়ৎ।
যথা বিকারং প্রয়যুর্ভীমাদেবাদয়োঽখিলাঃ॥ ২১
তেষাং তস্য চ মাৎসর্যং যদাপর্যাপ্তিমাযযৌ।
তদাঽন্যোন্যাশ্রিতা ভৃত্যাঃ পণং চক্রুর্যুযুৎসবঃ॥ ২২

তাহার "ভিক্ষাচর" এই অভব্য নাম দিয়াছিলেন। উচ্চলের রাজ্যারোহণ কালে উক্ত শিশুর বয়স দুই বৎসর মাত্র ছিল। শত্রুকুলের একমাত্র বংশধর অবশ্য বধ্য হইলেও, জনকচন্দ্রেরই পরামর্শে উচ্চল তাহাকে বধ না করিয়া, তাহার লালন পালন জন্য রাজ্ঞী জয়ামতীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া ছিলেন। ১৬—১৮

জনকচন্দ্র উক্ত শিশুকে উপলক্ষ্য করিয়া, অথবা স্বয়ং, রাজ্য করিবার অভিপ্রায় করিবামাত্র ইঙ্গিতজ্ঞ উচ্চলও কূটনীতি অবলম্বন করিলেন। ১৯

রাজতুল্য উৎসাহ সম্পন্ন জনকচন্দ্রকে দেখিলে অশিষ্ট ডামরেরা তাহার উপর কুপিত হউক কিংবা সে সংকারাতিশয় দর্শনে আমাকে সরল হৃদয় ভাবুক, এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা ঘোষণা করিলেন— জনকচন্দ্রকে দ্বারাপতিত্ব দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে ভীমাদেব প্রভৃতি সমস্ত ডামর বিকৃত ভাবাপন্ন হইল। ২০।২১

যখন জনকচন্দ্র ও ডামরদিগের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা পরিবর্দ্ধিত হইল, তখন উভয় পক্ষের অনুচরেরা যুদ্ধ পণ করিয়াছিল। ২২

দিদৃক্ষুঃ ক্ষাপতিস্তেষাং সেতুপৃষ্ঠে রণং মিথঃ।
বার্যমাণোপি সচিবৈরারুরোহ চতুষ্কিকাম্ ॥ ২৩
দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্তে তু ডামরৈরুভয়াশ্রিতৈঃ।
অথ প্রারভ্যতাকস্মাৎসংরব্ধৈর্দারুণো রণঃ ॥ ২৪
সেতুদ্বয়াধ্বনা যুদ্ধে লগ্নে রাজ্ঞি সরিত্তটাৎ।
যোধা জনকচন্দ্রস্য শরবর্ষমবাকিরন্ ॥ ২৫
যাস্তঃ শরাঃ সসীৎকারাস্তেস্পৃষ্টনৃপবিগ্রহাঃ।
মগ্নাঃ স্তম্ভেষদৃশ্যন্ত কোপেনেব প্রকম্পিনঃ ॥ ২৬
আকৃষ্য দোর্ভ্যাং ভূপালং বলাদিব ততোনুগাঃ।
প্রবিশ্য মণ্ডপদ্বারং চক্রিরে নিহিতার্গলম্ ॥ ২৭

রাজা গোপনে থাকিয়া সেতুপৃষ্ঠে উভয় পক্ষের যুদ্ধ দেখিবার জন্য মন্ত্রীদিগের নিষেধ সত্বেও চৌতারার উপরে উঠিয়াছিলেন। ২৩

উভয় পক্ষের ডামরদিগের মধ্যে প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু পরে ক্রোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বিবাদ বাধিয়া গিয়াছিল। ২৪

সেতুর নিকটে যাইবার পথদ্বয় মধ্যে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন নদীর সৈকত হইতে জনকচন্দ্রের পক্ষীয় সৈন্যগণ উচ্চলকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। বাণগুলি রাজার গাত্রস্পর্শ করিতে না পারিয়াই যেন ক্রোধে শন্ শন্ শব্দে স্তম্ভে বিদ্ধ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। ২৫।২৬

তাহাতে রাজ অনুচরগণ ভীত হইয়া ভূপালকে ভুজবেষ্টনে উপর হইতে নিম্নে টানিয়া লইয়া দ্বারের অর্গল বদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ২৭

শস্ত্রং জনকচন্দ্রাত্মা ভীমাদেবাদয়োপিতে।
চতুষ্কিকায়াং চক্রুস্ততোন্যন্যং জিঘাংসবঃ ॥ ২৮
তুমুলে তত্রশস্ত্র্যাঙ্গং ভীমাদেবানুগোভিনৎ।
তীক্ষ্ণো জনকচন্দ্রস্য কালপাশাত্মজোর্জ্জুনঃ ॥ ২৯
স বীক্ষ্য স্বং ক্ষতং দ্রোহং প্রগক্তং ভূভুজা বিদন্।
পাদপ্রহারান্বিদধে ক্রোধাদ্দ্বারি নৃপৌকসঃ ॥ ৩০
অভগ্নে তত্র সংত্রাসাৎস্নানদ্রোণ্যন্তরং গতম্।
অধাবৎকৃষ্টশস্ত্রীকো ভীমাদেবো জিঘাংসয়া ॥ ৩১
স্তম্ভচ্ছন্নস্তদ্বিলোক্য তদেগহগণনাপতিঃ।
মধ্যং জনকচন্দ্রস্য কৃপাণেন দ্বিধা ব্যধাৎ ॥ ৩২

ইহার পর জনকচন্দ্র এবং ভীমাদেব স্ব স্ব অনুচরবর্গের সহিত উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পরস্পরের নিধন বাসনায় চতুষ্কিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ২৮

এই গোলযোগের সময় ভীমাদেবের দুর্দ্ধর্ষ সহচর কালপাশের পুত্র অর্জ্জুন অলক্ষে জনকচন্দ্রের দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল। ২৯

জনকচন্দ্র এইভাবে আহত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে রাজার ষড়যন্ত্রেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এই মনে করিয়া তিনি রাজার প্রাসাদে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৩০

কিন্তু দ্বার অভগ্ন রহিল দেখিয়া জনকচন্দ্র প্রাণ ভয়ে একটা স্নান-দ্রোণীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। ভীমাদেব তাহাকে হত্যা করিবার মানসে উন্মুক্ত অসি হস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। ৩১

একটি স্তম্ভের পশ্চাতে লুক্কায়িত ভীমাদেবের আয়ব্যয় লেখক,

তস্মিন্মুহূর্তে তদনুজৌ গগ্গসড্ডৌ প্রধাবিতৌ।
স এব করবালেনালক্ষিতোঽকৃত বিক্ষতৌ ॥ ৩৩

অবভজ্য তরুং বজ্রঃ সুচিরং নাবতিষ্ঠতে।
উদগ্রকর্ম্মা চ পুমান্নিহত্যাত্যুন্নতং রিপুম্ ॥ ৩৪

//স হি দ্বিভাদ্রে তন্মাসে হর্ষাস্তাহাদনন্তরম্।
অন্যূনানতিরিক্তৈর্দিবসৈস্ত্রিভিঃ পক্ষৈরহস্যত ॥ ৩৫

যদ্বোপকর্তুরপ্যেষ দ্রোহং যৎস্বামিনো ব্যধাৎ।
ঔৎকট্যাৎপাপমনস্তস্য ক্ষিপ্রমেব ক্ষয়ং যযৌ ॥ ৩৬

জনকচন্দ্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অসির দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছিল। ৩২

জনক চন্দ্রকে হত্যা করিবার পরও উক্ত ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় নাই। জনকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গগ্গ ও সড্ডকে ধাবিত হইতে দেখিয়া উক্ত ব্যক্তি উভয় ভ্রাতাকেই অস্ত্রাঘাতে আহত করিয়াছিল। ৩৩

যেমন বজ্র তরুশিরে পতিত হইয়া তাহার বিনাশ সাধনের পর অধিকক্ষণ অবস্থান করে না, তেমনি ভীমকর্ম্মা পুরুষও অত্যুন্নত শত্রুকে বিনাশ করিয়া অধিক দিন জীবিত থাকে না। ৩৪

এইরূপে জনকচন্দ্র, রাজা হর্ষের মৃত্যুর পরে তিন পক্ষ মাত্র জীবিত থাকিয়া ভাদ্র মাসে মল চান্দ্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ৩৫

কিংবা তিনি যে পরম উপকারক প্রভুর বিদ্রোহাচরণ করিয়া উৎকট পাপ করিয়াছিলেন, সেই পাপের ফলেই সহসা তাহার বিলয় ঘটিয়াছিল ইহাও মনে করা চলে। ৩৬

সান্তস্তোষে কোপশোকাবাবিষ্কুর্ব্বতি ক্ষ্মাভুজি।
ভীমাদেবঃ পলায়িষ্ট গগ্গস্তু ব্যশ্বসীন্নৃপে ॥ ৩৭

প্রহিতে লোহরং গগ্গে ক্ষতশ্লাঘয়িতুং ক্ষতম্।
ত্রস্তাস্তেন ব্যসৃজ্যন্ত স্বোর্বীংস্তেপি ডামরাঃ ॥ ৩৮

উপায়াপকৃতৈঃ প্রাপ্তরাজ্যং দস্যুভিরুজ্ঝিতম্।
এবং শনৈরবষ্টম্ভং ভেজে ভূপতিরুচ্চলঃ ॥ ৩৯

তেনাথ ক্রমশৈশ্বর্যেণ দিনৈরেব জিগীষুণা।
ত্যাজিতাঃ ক্রমরাজ্যান্তর্দুর্ঘরৈশ্যাদি ডামরাঃ ॥ ৪০

ততো মড়বরাজ্যং স প্রস্থিতো বিপ্রিয়প্রিয়ান্।
ডামরান্কালিয়মুখাগ্রঙ্কা শূলে ব্যপাদয়ৎ ॥ ৪১

ইল্লারাজোপি বলবাংস্তেন ক্রান্তক্ষিতিঃ ক্রমাৎ।
বলৈর্নগর এবোগ্রৈরবস্কন্দেন ঘাতিতঃ ॥ ৪২

অনকচন্দ্রের মৃত্যুতে রাজা অন্তরে পরিতুষ্ট হইয়াও বাহ্যভাবে কোপ ও শোক প্রকাশ করায়, ভীমাদেব ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং গগ্গ রাজাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়াছিল। ৩৭

রাজা গগ্গের ক্ষতারোগ্য জন্য তাঁহাকে লোহর দেশে যাইতে বলিয়া এবং ভীত ডামরদিগকে স্বদেশ যাইবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। ৩৮

নীতিজ্ঞ রাজা ভেদনীতির বলে ডামর দস্যুদিগকে কাশ্মীর হইতে অপসারণ পূর্ব্বক ক্রমশঃ স্বরাজ্যে সুস্থ হইয়া বসিলেন। ৩৯

এইরূপে রাজ্যের উপদ্রব শান্ত হইলে, তিনি ক্রমরাজ্যের জয়াভিলাষী হইয়া তত্রত্য ডামরগণকে এমন বশে আনিলেন, যে

প্রাগ্‌জন্মপ্রেমসংস্কারাদন্তরজ্ঞতয়াথবা।
তস্য পুত্র ইব প্রীতির্গগ্‌গে এব ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৩
ন সেহে নামমাত্রং যঃ কণ্টকানাং প্রিয়প্রজঃ।
নৃপো গগ্‌গায় চুক্রোধ সাপরাধায় ন ক্বচিৎ ॥ ৪৪
রাজ্যারম্ভেঽম্বুযুক্তেন ভীমাদেবেন ধীমতা।
উক্তে শুভাবহে শিক্ষে দ্বে স মন্ত্রবদস্মরৎ ॥ ৪৫
একয়া লোকবার্ত্তার্থং প্রাহ্ণাৎপ্রভৃতি নির্গতঃ।
বহিরুদ্দিশ্য বাহ্যালীরচারীদাদিনক্ষয়ম্ ॥ ৪৬
অন্যয়োত্থানশীলেন শ্রুত্বা নামাপি বৈরিণঃ।
অর্দ্ধরাত্রেঽপি যাত্রাভিতেনাচ্ছিদ্যত বিপ্লবঃ ॥ ৪৭

তাহারা তাহাদের অশ্বরোহী সৈন্যগুলিকে বিদায় দিতে বাধ্য হইল। তদনন্তর রাজা মড়ব রাজ্যে গমন করিয়া বিদ্রোহী কালিয় প্রভৃতি ডামরদিগকে শূলারোপিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ্যবর্দ্ধন-প্রয়াসী ইল্লারাজ রাজার আদেশে প্রকাশ্য নগর মধ্যে ক্ষুদ্র যুদ্ধে নিহত হইলেন। ৪০—৪২

পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতই হউক অথবা হৃদয়ের মর্ম্মাভিজ্ঞতা-বশতই হউক রাজা গগ্‌গকে, পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। যে প্রজাবৎসল রাজা, শত্রুদিগের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনিই শত অপরাধেও গগ্‌গের উপর কখন কুপিত হইতেন না। ৪৩,৪৪

রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে তিনি ভীমাদেবের নিকট হইতে যে দুইটি উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহা মন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। সেই উপদেশ দুইটিতে—(১) তিনি প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিবার

তস্যৈবাল্পধৈর্যস্য রাজ্ঞাং মধ্যে মনস্বিনঃ।
কার্পণ্যোপহতং বৃত্তং নাপ্যভূন্মলীমসম্ ॥ ৪৮
অস্যোচ্চলসদাচারজাহ্নবীজলমজ্জনাৎ।
কুনৃপোদীরণোদ্ভূতো গিরঃ পাপ্মাপনেষ্যতে ॥ ৪৯
তেনানুপচিতাঙ্গেন প্রায়শো বিনিবারিতাঃ।
অনূরুণেব সদ্‌দৃষ্টিধ্বংসিনো ধ্বান্তসঞ্চয়াঃ ॥ ৫০
প্রায়োপবিষ্টপ্রমহে দেহত্যাগপ্রতিজ্ঞয়া।
নিবদ্ধয়া প্রত্যবেক্ষাং ধর্ম্মাধ্যক্ষানকারয়ৎ ॥ ৫১

জন্য প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বাহিরে দরবার করিতেন। (১) যদি অর্দ্ধরাত্রিতেও শত্রুর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার দমনের জন্য ব্যবস্থা করিতেন। ৪৫—৪৭

রাজগণের মধ্যে ধীরপ্রকৃতি এবং বুদ্ধিমান মনস্বী রাজা উচ্চলের কোন কার্য্যই কার্পণ্যদোষযুক্ত বা পাপযুক্ত হয় নাই। ৪৮

আমার ইতিবৃত্ত কু-নৃপতিগণের পাপ চরিত্র বর্ণনে এতাবৎ কলুষিত হইয়াছিল এক্ষণে রাজা উচ্চলের সদাচাররূপ জাহ্নবীর পবিত্র জলে পূত হইবে। ৪৯

যদিও তাঁহার, স্বামি অমাত্যাদি সপ্ত রাজ্যাঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি অঙ্গহীন অরুণের উদয়ে বিলীয়মান অন্ধকারের ন্যায় তদীয় রাজ্যের সমস্ত আপদ নিবারিত হইয়াছিল। ৫০

রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যদি কেহ প্রায়োপবেশনে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। সুতরাং ধর্ম্মাধিকারগণ এ বিষয়ে সতত দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতেন। ৫১

নিশম্য কৃপণস্যার্ত্তং ক্রন্দিতং তদনিষ্টকৃৎ
বভূব তস্য স্বাত্মাপি নানিগ্রাহ্যো মহাত্মনঃ॥ ৫২
কার্ম্মিণো যস্য বা দোষাদার্ত্তাক্রন্দিতমুত্থিতৌ।
তস্য স্ববান্ধবাক্রন্দৈস্তং স্বন্ক্রুদ্ধে শশাম তৎ॥ ৫৩
অবলানুগ্রহব্যগ্রে তস্মিন্রাজনি সর্ব্বতঃ।
বাস্তব্যা বলিনস্তস্থুরবলাস্ত্বধিকারিণঃ॥ ৫৪
সোঽশ্বৈনৈকশ্চরন্রাজেত্যজ্ঞাত্বা কথিতং জনৈঃ।
যং যং স্বদোষমশ্রৌষীত্তং তং ত্বরিতমত্যজৎ॥ ৫৫
যেন কেনাপি সংপ্রাপ্তঃ প্রাপ্ত্যুপায়েন পার্থিবঃ।
অমোঘদর্শনঃ সোঽভূৎকল্পবৃক্ষ ইবার্থিনাম্॥ ৫৬

তিনি আর্ত্তব্যক্তির করুণ রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত শোকার্ত্ত হইতেন এবং নিজকে অনিষ্টকারী বুঝিলে স্বয়ং দণ্ডিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যদি কোন কর্ম্মচারীর দোষে কোন ব্যক্তি ক্লিষ্ট হইয়া রোদন করিত তাহাহইলে রাজা সেই কর্ম্মচারীর আত্মীয় স্বজনকে রোদন করাইয়া আর্ত্তের রোদন নিবারণ করিতেন। ৫২।৫৩

রাজা দুর্ব্বলদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে সতত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, পুরবাসীদিগকে বলবান, এবং রাজকর্ম্মচারীদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইত। ৫৪

রাজা একাকী ছদ্মবেশে অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণ করিতেন। সেই সময় প্রজারা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া যদি তাঁহার কোন দোষের বিষয় উল্লেখ করিত, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা পরিহার করিতেন। ৫৫

প্রার্থিগণ যে কোন উপায়েই হউক একবার রাজার সাক্ষাৎ

স্বধাবর্ষী প্রিয়ালাপপ্রীতিদায়ৈর্জ্জনপ্রিয়ঃ।
নাশকৎসেবকাংস্ত্যক্তুং বিশ্রম্ভভবনেষ্বপি ॥ ৫৭
শ্লাঘ্যশ্রমৈঃ প্রতিকলং তস্য সেবাবিধায়িভিঃ।
প্রাপ্তুং ত্রিচতুরান্বারান্ক্ষণদাস্বপি দর্শনম্ ॥ ৫৮
সেব্যমানঃ সদাক্ষিণ্যঃ ক্ষণেনৈব ফলপ্রদঃ।
কৈশ্চিদৈন্দ্রজালিকৈরুপ্তঃ শাখীব ন বভূব সঃ ॥ ৫৯
বার্ত্তব্যানাং নিশম্যার্ত্তিং তেন দৈন্যনিবারণম্।
চক্রে পিত্রেব পুত্রাণাং সংত্যক্তেতরকর্ম্মণা ॥ ৬০
স্বসংচিতানি সোম্যানি বিক্রীণানোল্পবেতনৈঃ।
দুর্ভিক্ষমুদগাদ্ধাবেব জঘান জনবৎসলঃ ॥ ৬১

পাইলেই তাহার রাজদর্শন বিফল হইত না। কেন না রাজা প্রার্থীর পক্ষে কল্পতরু তুল্য ছিলেন। ৫৬

রাজা বাক্যে স্বধাবর্ষী, প্রিয়ালাপী এবং বন্ধুবর্গের মধ্যে প্রণয়োপহার দাতা এবং লোকপ্রিয় ছিলেন। এইজন্য তিনি বিশ্রাম গৃহেও সেবক হীন হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ৫৭

সেবকেরা মনোমত পুরস্কার লাভ করিত বলিয়া, তাঁহার সেবা শ্লাঘনীয় বলিয়া মনে করিত এবং রাত্রিকালেও তিন চারি বার তাঁহার দর্শন পাইত। ৫৮

যেমন ঐন্দ্রজালিকের সদ্যরোপিত বৃক্ষ সদ্য ফল প্রসব করিয়া লোকের বিস্ময় বৃদ্ধি করে, সেইরূপ তিনিও সেবকদিগকে সদ্য সদ্য পুরস্কার দান করিতেন। ৫৯

প্রজাদিগের দুঃখের বার্ত্তা শুনিতে পাইলেই, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পুত্রদুঃখাপহারী পিতার ন্যায় দুঃখ নিবারণ করিতেন। ৬০

নিবার্য্য চৌর্য্যাচরণাৎকৃপার্দ্রস্তস্করানপি।
কোশাধ্যক্ষান্স বিদধচ্চকারাগর্হ্যজীবিকান্॥ ৬২
কঃ সংবিভাগ্যশ্ছেত্তব্যা বিপদঃ কস্য মণ্ডলে!
ইত্যন্বিষ্যন্সদৈকৈকং চারৈশ্চিন্তাপরোভবৎ॥ ৬৩
তস্যৈকোপ্যর্থ নৈস্পৃহ্যং নাম কোপি মহান্গুণঃ।
অনুশক্তো গুণৈরন্যৈস্তৈস্তৈ রাজ্ঞঃ পল্লবিতোভবৎ॥ ৬৪
স স্থিত্যৈ দণ্ডয়ন্দণ্ড্যানঘাশ্লেষভয়াদ্ধনম্।
তেষাং নাদত্ত সৎকর্ম্ম শুদ্ধয়ে তাংস্কারয়ৎ॥ ৬৫

কোন স্থানে দুর্ভিক্ষের সূচনা হইলেই প্রজাবৎসল রাজা স্ব সঞ্চিত খাদ্য শস্য অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতেন। ৬১

তিনি দয়াবশতঃ তস্করদিগকে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া, ধনাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের সদুপায়ে জীবিকার্জ্জনের পন্থা করিয়া দিতেন। ৬২

রাজ্য মধ্যে "কোন্ প্রজার সাহায্যের প্রয়োজন" "কোন্ সামন্ত-রাজের বিপদ নিবারণ আবশ্যক" প্রভৃতি নানা তথ্য দূতমুখে জানিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। ৬৩

রাজার ধনে নিস্পৃহত্ব নামক মহাগুণটি তাঁহার অন্যান্য গুণ গুলিকে পল্লবিত করিয়াছিল। ৬৪

তিনি দণ্ডবিধির মর্য্যাদা রক্ষার্থ অপরাধীদিগের অর্থদণ্ড করিতেন বটে, কিন্তু পাপস্পর্শ ভয়ে তাহা গ্রহণ করিতেন না—কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ৬৫

প্রস্তুতস্থার্থিনে দাতুং বস্তু তস্যৈকসংখ্যয়া।
সহস্রসংখ্যয়া দানশ্রদ্ধাগাৎপূর্ণতাং যদি ॥ ৬৬
শ্রূয়তেঽর্থী মুখ্যা মহ্যং দেহি দেহীতি গাং বদন্।
তথাস্মৈ দেহি দেহীতি বদন্দাতা স শুশ্রুবে ॥ ৬৭
অনুদাত্তং ক্ষিপ্তকালং ক্ষীণসংখ্যমসংকৃতম্।"
নেতৃদূতাদিনীতার্দ্ধং ন তদ্দত্তমদৃশ্যত ॥ ৬৮
উৎসবে দৈন্যবিচ্ছিন্ত্যৈ রঞ্জনে কার্য্যসাৎসে।
আলেখ্যলীনশাখীব ন সোঽভূৎফলোদ্ভবৎ ॥ ৬৯
উৎসবে শিবরাত্র্যাদৌ জনতাং সোঽসিচদ্ধনৈঃ।
গ্রহযোগে পয়ঃপূরৈর্মহেন্দ্র ইব মেদিনীম্ ॥ ৭০

রাজা কাহাকেও একটি দ্রব্য দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া, দানকালে প্রতিশ্রুতির সহস্রগুণ অধিক দান করিতেন। ৬৬

প্রার্থিগণের মুখ হইতে "আমাকে দেন আমাকে দেন" এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র রাজমুখ হইতে "ইহাকে দেও উহাকে দেও" শব্দ প্রতিনিয়ত শুনা যাইত। ৬৭

রাজার প্রদত্ত কোন বস্তুর মূল্যই অল্প ছিল না কিংবা কোন দ্রব্য বিলম্বে বা অল্প পরিমাণে বা অশ্রদ্ধার সহিত বিতরিত হইত না কিংবা কোন কর্ম্মচারী বা রাজদূত তাহার কোন অংশ আত্মসাৎ করিতে পারিত না। ৬৮

রাজা উৎসব সময়ে প্রজার দৈন্য দূর করণার্থ বহুপরিমাণে পারিতোষিক দিতেন। তিনি চিত্রিত বৃক্ষের ন্যায় ফলদানশূন্য ছিলেন না। ৬৯

ইন্দ্রদেব যেমন গ্রহযোগবিশেষে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত করেন

তাম্বুলদানব্যসনং পর্বার্দ্ধোৎসবতা তথা।
নাভূর্হর্ষনৃপস্যাপি তাদৃক্তস্যাস্ত যাদৃশী॥ ৭১
লোষ্টমাত্রাবশেষেপি লব্ধে নৃপপদে ব্যধাৎ।
স দানবিভ্রমাংস্তাস্তে ধনদেনাপি দুষ্করাঃ॥ ৭২
নির্ম্মাণলোঠনৈর্ধাম্নামজস্রং বাজিনাং ক্রয়ৈঃ।
কাশ্মীরকোপি চক্রে স ন মৃত্তস্করসাৎকনম্॥ ৭৩
অধবস্তধবনিযোগেন প্রাণবিশ্বাসনৈস্তথা।
বভূব সর্ব্বকৃত্যজ্ঞঃ প্রাণান্তরাত্মেব দেহিনাম্॥ ৭৪

সেইরূপ রাজা উচ্চল শিবরাত্রি ও অন্যান্য উৎসব সময়ে পারিতোষিক বৃষ্টি করিতেন। ৭০

তাম্বুল-বিতরণে-আসক্তি এবং উৎসবে অমিত ধনব্যয়িতা ইঁহার যেরূপ ছিল; হর্ষদেবের সময়েও তাহা দেখা যায় নাই। ৭১

যখন উচ্চল রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন মৃৎপিণ্ড মাত্র তাঁহার সিংহাসন ছিল কিন্তু তাহার দান শৌণ্ড্য দেখিয়া কুবেরও ঐরূপ ব্যাপার দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। ৭২

কাশ্মীর রাজবংশজাত হইয়াও, রাজা উচ্চল কখন বড় বড় মন্দির নির্ম্মাণে এবং লুণ্ঠনে; কিংবা অশ্বক্রয়ে স্বীয় ধন কখন মৃত্তিকা ও চৌরসাৎ করেন নাই। ৭৩

রাজা সকলদিকেই এবং সর্ব্ববিষয়েই মনোযোগ দেওয়ায় রাজ্য-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই সুবিদিত ছিলেন; এইজন্যই তিনি প্রজাদিগের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। ৭৪

ভোগানাজ্ঞোচিতান্বিপ্রা ভৈষজ্যং ব্যাধিপীড়িতাঃ।
বেতনং বৃত্তিহীনাশ্চ তস্মাৎসমুপলেভিরে॥ ৭৫
পিত্র্যোপরাগকেত্বাদিদুর্নিমিত্তাময়ার্ত্তিষু।
গোসহস্রাশ্বহেমাদিসংভবৈঃ সোভজদ্দ্বিজান্॥ ৭৬
নন্দিক্ষেত্রে পুরং কৃৎস্নং দগ্ধমুৎপাতবহ্নিনা।
পূর্ব্বাধিকগুণঃ তেন নবং রাজ্যে ব্যধীয়ত॥ ৭৭
শ্রীচক্রধরযোগেশস্বয়ংভূস্থানযোজনম্।
জীর্ণোদ্ধৃতিব্যসনিনা কৃতং তেন স্বকর্ম্মণা॥ ৭৮
হর্ষদেবেন যো নিন্যে শ্রীপরীহাসকেশবঃ।
পরিহাসপুরে তং স নবং নরপতির্ব্যধাৎ॥ ৭৯

কোন ব্রাহ্মণ পীড়িত হইলে, রাজার নিকটে রাজতুল্য ঔষধ ও পথ্য এবং জীবিকাহীন ব্রাহ্মণেরা বৃত্তি, প্রাপ্ত হইতেন। ৭৫

পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কিংবা শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি গ্রহশান্তি কালে এবং সূর্য্য চন্দ্রাদির গ্রহণ সময়ে রাজা সহস্র সহস্র গো অশ্ব এবং স্বর্ণাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন। ৭৬

দৈববিপাকে সমস্ত নন্দীক্ষেত্র নামক নগরটি দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি একপ নবীনভাবে সেই নগরটি পুনর্নির্ম্মাত করিয়াছিলেন, যে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা শোভাময় হইয়াছিল। ৭৭

ধার্ম্মিক রাজা জীর্ণমন্দিরসংস্কারে আসক্তি বশতঃ শ্রীচক্রধর, যোগেশ এবং স্বয়ম্ভূ স্থান পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। ৭৮

পূর্ব্বে হর্ষ নরপতির রাজত্বকালে শ্রীপরীহাসকেশবের মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে নরপতি পরিহাসপুরে উক্ত বিগ্রহের নবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ৭৯

প্রাগ্বর্ণিতশুক্তাবল্যা ভূষিতো হর্ষনীতয়া।
তেন ত্রিভুবনস্বামী নির্লোভেন মহীভুজা ॥ ৮০
জয়াপীড়াহৃতং হর্ষোৎপাটনে প্লুষ্টমগ্নিনা।
সিংহাসনং নবং চক্রে স রাজ্যককুদং নৃপঃ ॥ ৮১
লব্ধা অর্ধাধ্যারোহং ভর্ত্তুঃ প্রেমাতিদুর্লভম্।
সামান্যয়াপি দেবীত্বং জয়মত্যা ন দূষিতম্ ॥ ৮২
সা হ্যানৃশংস্যমাধুর্য্যত্যাগসংপ্রিয়ভাষিতৈঃ।
অন্তর্ভার্ত্তপরিত্রাণমুখৈর্ভব্যাভবদ্গুণৈঃ ॥ ৮৩
লব্ধভূপালবাল্লভ্যা নার্য্যঃ ক্রোধাৎপ্রজাসু যৎ।
রাক্ষস্য ইব ভঙ্গায় লাবণ্যললিতা অপি ॥ ৮৪

নির্লোভ রাজা পূর্ব্ববর্ণিত হর্ষানীত শুক্তাবলীর দ্বারা ত্রিভুবন স্বামীর মন্দির সুশোভিত করিয়াছিলেন। ৮০

রাজা জয়পীড়ের রাজত্বকালে যে রাজসিংহাসন রাজার বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল এবং রাজা হর্ষের পতন সময়ে যাহা ভস্মীভূত হইয়াছিল, তিনি পুনরায় বহুব্যয়ে সেই রাজসিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৮১

পতির প্রণয়বশতঃই রাজসিংহাসনের অর্দ্ধভাগিনী নীচকুলজাত জয়মতী অতি দুর্লভ "দেবী" পদবী লাভ করিয়াও তাহা দূষিত করেন নাই। ৮২

জয়মতি দয়া, মাধুর্য্য, সাধুজনপ্রিয়তা, নীতিকুশলতা, আর্ত্তজনের ক্লেশ হরণাদি প্রশংসনীয় গুণ সমূহে অলঙ্কৃত ছিলেন। ৮৩

প্রায়ই দেখা যায়, ভূপতির প্রণয় লাভ করিয়া বহুসংখ্যক

প্রিয়প্রজস্তায়মন্যো গুণঃ সর্ব্বগুণাগ্রণীঃ
উচ্চলস্যাপতেরাসীদর্থ নৈস্পৃহ্যশালিনঃ ॥ ৮৫
জিঘাংসবঃ পাপকামাঃ পরস্বাদায়িনশ্চ তাঃ।
রক্ষাংস্যধিকৃতা নাম তেভ্যো রক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৮৬
তেনেতিহাসিনীং নীতিং শ্রদ্দধানেন সর্ব্বদা।
যেন সংপঠতা শ্লোকং কায়স্থোন্মূলনং কৃতম্ ॥ ৮৭
যত্তে বিষূচিকাশূলন্যাসেভ্যঃ কিলেতরে।
মস্ত্যাশুকারিণো বিশ্বং প্রজারোগা নিয়োগিনঃ ॥ ৮৮
পিতরং কর্কটো হন্তি মাতরং হন্তি পুত্তিকা।
হন্তি সর্ব্বং তু কায়স্থঃ কৃতঘ্নঃ প্রাপ্তসংভবঃ ॥ ৮৯

রমণী, লাবণ্যবতী হইয়াও, একমাত্র প্রজাগণের প্রতি নিষ্ঠুরতাবশতঃ রাক্ষসীর ন্যায় রাজ্যনাশিনী হইয়া উঠে। ৮৪

ভূপতি উচ্চল অর্থ বিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার অপর একটি মহৎ গুণ ছিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে—"জিঘাংসু, খল হৃদয়, পরধনহারী শঠ রাক্ষসগণ, রাজ-কর্ম্মচারী" এই নাম হইয়া রাজ্যে প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করে। রাজা স্বীয় প্রজাগণকে এই রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন।" শাস্ত্রোক্ত এই নীতি বাক্য রাজা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতেন এবং তদনুসারে কায়স্থদিগের (রাজকর্ম্মচারীদিগের) উন্মূলন সাধন করেন। যেহেতু রাজ নিয়োজিত কর্ম্মচারী, বিসূচিকা, শূল, সন্ন্যাস প্রভৃতি আশু-বিনাশী রোগের অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রজাক্ষয়কারী মহামারী তুল্য রোগবিশেষ। কর্কট, জনককে বিনাশ করে, পিপীলিকা মাতাকে বিনাশ করে; কিন্তু রাজক্ষমতাপ্রাপ্ত কৃতঘ্ন কায়স্থ (কর্ম্মচারী) সকলকে বিনাশ করে।

গুণাজমর্পা স্ফুরতা যেনৈবোখাপ্যতে শঠঃ।
বেতাল ইব কায়স্থমেবাহন্তি হেলয়া ॥ ৯০
বিষবৃক্ষো নিয়োগী চ যদেবাশ্রিত্য বর্দ্ধতে।
চিত্রং করোতি তস্যৈব স্থানস্থানভিগম্যতাম্ ॥ ৯১
তেন তে ক্ষ্মাভূজা মানক্ষতিকার্যনিবারণৈঃ।
কারাপ্রবেশৈশ্চ খলাঃ শমং নীতাঃ পদে পদে ॥ ৯২
/কার্যাধিবার্য বহুশঃ সহেলাস্তান্মহত্তমান্।
ভগাস্তুত্রময়ং বাসঃ কারায়াং পর্য্যধাপয়ৎ ॥ ৯৩
সকার্ষ্যেবং হাস্যায় সভার্যং চারণোচিতম্।
অর্কাবয়ভূতভিক্ষুচধাবনং ডোম্বয়োধবৎ ॥ ৯৪
স প্রাংশুর্কেষ্টিতশ্মশ্রুরক্ষীবেণোৎফলন্ পুনঃ।
শূলহস্তঃ সজানুকঃ কেষাম্নাসীন্ন হাস্যকৃৎ ॥ ৯৫

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যদি শঠ কায়স্থকে উচ্চপদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করে, তাহা হইলে সেই কায়স্থই অবলীলাক্রমে বেতালের ন্যায় প্রভুকে আহত করে। নিয়োগী (কর্ম্মচারী) এবং বিষবৃক্ষ যাহার আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হয়, আশ্চর্য্যের বিষয় সেই আশ্রয়কেই স্থানচ্যুত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। পূর্ব্বোক্ত কারণে নরপতি উচ্চপদস্থ খলস্বভাব কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কাহারও পদাবনতি, কাহারও পদচ্যুতি, কাহারও বা কারাবাস ঘটাইয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮৫—৯২

মহত্তম সহেল প্রভৃতিকে পদচ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শণ-নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন। ৯৩

রাজা ভূতিভিক্ষুকে অপদস্থ করাইবার জন্য, সস্ত্রীক চারণদিগের

সশীর্ষদশনং সাম্যবাদহংস্রাবিটাম্বিতম্।
প্রিয়বেশ্যং কশ্চিদগ্রে নৃত্তবাদ্যমকারয়ৎ ॥ ৯৬
বদ্ধাঙ্গং শকটে নগ্নং ক্ষুরলূনার্দ্ধমস্তকম্।
অকারয়ৎসটাস্তচীনপিষ্টচ্ছটাঙ্কিতম্ ॥ ৯৭
তে কুষ্ঠখাদনৈর্ম্মুণ্ডমণ্ডনৈশ্চাঙ্কিতাভিধাঃ।
নিয়োগিনো ভ্রমমানাঃ সর্ব্বতঃ খ্যাতিমায়যুঃ ॥ ৯৮

বেশে সজ্জিত করিয়া পথে গান গাহিয়া বেড়াইতে এবং ডোম জাতীয় যোদ্ধাদিগের ন্যায় দৌড়াইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার দীর্ঘবপু জটিল শ্মশ্রু, প্রকাণ্ড পাগড়ী, হস্তে শূল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ উরু ও জানু দেখিয়া সকলেই হাস্য করিত। ৯৪।৯৫

অপর একজন বেশ্যাসক্ত রাজকর্ম্মচারীকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য তিনি, তাহাকে একটী বেশ্যা, একজন চাটুকার এবং একজন গায়ক সঙ্গে লইয়া নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া ও মস্তক হেলাইয়া নৃত্য ও বাদ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ৯৬

অপর একজন উৎপীড়ক রাজকর্ম্মচারীকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাহাকে নগ্নাবস্থায় উন্মুক্ত শকটে বন্ধন করতঃ, মস্তকের অর্দ্ধাংশ ক্ষুর মুণ্ডিত ও অপরার্দ্ধে চীনদেশীয় সিন্দুর মাখাইয়া নগর ভ্রমণ করাইতেন। ৯৭

এইরূপে দণ্ডিত রাজকর্ম্মচারীরা মৃৎভাণ্ডসহ পথে পথে নানাবিধ ক্রীড়া দেখাইতে বাধ্য হইত এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া তদুপরি এক একটা "অপনাম" লিখিয়া দেওয়া হইত এবং তাহারা সেই নামে জন সমাজে পরিচিত থাকিত। ৯৮

কার্যভ্রষ্টা মলক্লিষ্টক্ষীণবস্ত্রাবগুণ্ঠনাঃ।
সর্ব্বার্থিনো ব্যভাবাস্ত কেপ্যটন্তঃ প্রতিক্ষপম্ ॥ ৯৯
বৃথাবৃদ্ধাঃ সুখপ্রাপ্যং পাণ্ডিত্যং ভূর্জ্জবৎপরে।
মত্বা বালা ইবাচার্যগৃহে প্রারেভিরে শ্রুতম্ ॥ ১০০
কেপ্যুচ্চৈশ্চটস্বিকাকাঃ সাদরং স্তোত্রপাঠিনঃ।
কৃতানুপাঠাঃ স্বাপত্যৈঃ প্রাহুে লোকমহাসয়ন্ ॥ ১০১
মাতা স্বসা সুতা ভার্যা স্বাপি কৈরপ্যকার্যত।
সামন্তসেবনং কার্যপ্রাপ্ত্যৈ স্মরতসেবয়া ॥ ১০২
জাতকস্বপ্নশকুনস্থলক্ষণনিরীক্ষণম্।
কারয়ন্তিঃ শঠৈরন্তৈর্গণকাঃ পরিখেদিতাঃ ॥ ১০৩

এইরূপে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী পদচ্যুত হইয়া, মলিন ছিন্নবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া প্রতিরাত্রিতে ভিক্ষার্থ পর্য্যাটন করিত। ৯৯

আর কতিপয় বৃদ্ধ, বাল্য ও যৌবন অবহেলায় যাপন করিয়া, পাণ্ডিত্য অনায়াসলভ্য মনে করিয়া ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় আচার্য্য গৃহে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল। ১০০

আরও কতিপয় ব্যক্তি প্রভাত কালেই কতকগুলি বালক বালিকা সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ নানাবিধ ভঙ্গী সহকারে উচ্চৈঃস্বরে এমনভাবে শ্লোক পাঠ করিত, যাহা দর্শনে লোকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। ১০১

কতিপয় হীনচেতা পদচ্যুত কর্ম্মচারী কার্য্যপ্রাপ্তির জন্য স্বীয় মাতা, ভগিনী, কন্যা ও ভার্য্যাকে সামন্তগণের উপভোগার্থ পাঠাইয়া দিত। ১০২

আরও কতিপয় পদচ্যুত শঠ কর্ম্মচারী সর্ব্বদা দৈবজ্ঞদিগকে

পিশাচা ইব শুষ্কাস্যা রুক্ষশ্মশ্রুকচাঃ কৃশাঃ।
বদ্ধাঃ পরৈর্ব্যভাষ্যন্ত শৃঙ্খলামুখরাঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ১০৪
নৃপেণ কার্ব্বিণাং দর্পলিঙ্গনাশে বিপাটিতে।
অন্যোন্যজ্ঞাতিপরিজ্ঞানক্ষমত্বং সমজায়তে ॥ ১০৫
ভারতস্তবরাজাদিস্তোত্রপাঠমশিশ্রিয়ন্।
তে দুর্গোত্তারিণীবিদ্যাজপং চোদশ্রুলোচনাঃ ॥ ১০৬
ইত্থং দোঃস্থ্যোদয়ে দীর্ঘে মজ্জন্তো নিত্যদুর্জ্জনাঃ।
তস্মিন্রাজনি কায়স্থা ব্যলোক্যন্ত পদে পদে ॥ ১০৭
ভিন্নসন্ধানভূর্য্যর্থদানভোজ্যাদিঢৌকনৈঃ।
নহি মোহয়িতুং শক্যাঃ প্রাজ্ঞং তং তেঽন্যরাজবৎ ॥ ১০৮

জাতকোষ্ঠী, স্বপ্নদর্শন, দুর্নিমিত্ত লক্ষণ এবং শারীরিক লক্ষণাদি দেখাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত। ১০৩

কয়েদীদিগের রুক্ষকেশ ও শ্মশ্রু, শুষ্ক বদন, কৃশ দেহ এবং শৃঙ্খল বন্ধনজন্য শব্দায়মান চরণদ্বয় দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে পিশাচ মনে করিত। ১০৪

গর্ব্বিত কর্ম্মচারীদিগের রাজাজ্ঞায় পদচ্যুতি ঘটিলে দর্পনাশ হেতু তাহারা জ্ঞাতিদিগকে চিনিতে পারিয়াছিল। ১০৫

তাহারা তখন মহাভারতোক্ত স্তবরাজাদি স্তোত্র পাঠ এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে দুর্গোত্তারিণী মন্ত্র জপ করিত। ১০৬

তাঁহার রাজ্যকালে এইরূপে নিত্যদুষ্ট কায়স্থেরা (কর্ম্মচারীরা) দুর্ভাগ্য বশতঃ দীর্ঘকাল দুঃখসাগরে মগ্ন ছিল। ১০৭

রাজা প্রজ্ঞাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া অন্য রাজার ন্যায় তাঁহাকে কেহ শত্রুর সহিত সন্ধির উপায় দেখাইয়া বা

তান্ প্রজাকণ্টকান্দুষ্টান্নুত্থায়ক্ততানিশম্।
তৈস্তৈঃ শুচিভিরধ্যক্ষৈঃ স বিশালীয়রো বশান্ ॥ ১০৯

ভূতেশস্য যথা পুরী হুতবহপ্লুষ্টা ত্বদাজ্ঞাবলা-
ত্তুঙ্গং স্বাং শ্রিয়মাসসাদ সহসা তদ্বৎসমস্তামিমাম্।
“ত্বং কায়স্থকুটুম্বিরুষ্টিসচিবপ্রায়োপ পঞ্চানলী-
লীঢ়ামুচ্চলদেব নির্বৃতিসুখস্থিত্যৈ পুরীং স্বাং ক্রিয়াঃ ॥ ১১০

শিবরাত্র্যুৎসবে শ্লোকমমুং শিবরথাভিধঃ।
রিরাজ্ঞঃ পঠন্তেন হঠাৎসর্ব্বাধ্যক্ষো ব্যধীয়ত ॥ ১১১

ভূরি অর্থ প্রদান অথবা ভোজ্যাদি উপঢৌকন দিয়া মুগ্ধ করিতে পারিত না। ১০৮

স্থিরবুদ্ধি নরপতি এইরূপে প্রজাদিগের শত্রু, দুষ্ট কর্ম্মচারী-গুলিকে নিষ্কাশিত করিয়া সেইস্থলে পবিত্র স্বভাব, বিশ্বস্ত, যোগ্য ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিতেন। ১০৯

হে রাজন! (উচ্চল দেব) ভূতেশপুরী ভস্মসাৎ হইয়া, আপনার আজ্ঞায় যেমন স্বীয় সৌন্দর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ কায়স্থ (কর্ম্মচারী) রাজকুটুম্ব, অপ্রীতিকর রাজবিধান, দুষ্ট মন্ত্রী ও প্রায়োপবেশন এই পুরী পঞ্চবিধ অনলে পীড়িত প্রায় হইয়াছিল। আপনি তাহাদের উৎখাত করিয়া এক্ষণে সেই রাজধানীকে নিরুদ্বেগে সুব্যবস্থা দ্বারা সুখী করিতে আজ্ঞা করুন। ১১০

উক্ত শ্লোক শিবরথ নামা পণ্ডিত শিবরাত্রির উৎসবে পাঠ করায় রাজা তাঁহাকে সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ১১১

ব্যবহারানভিজ্ঞোপি কঞ্চিৎকালমদীদৃশৎ।
শুচিত্বাদার্যভাজঃ স ক্ষামনূকৃতযুগস্থিতিন্॥ ১১২
শীঘ্রদণ্ডশ্চমূচণ্ডতেজসস্তস্য ভূপতেঃ।
ক্রূরাগুদ্দিষ্ট কায়স্থাক্ষীমস্তির্বহুমতস্তত॥ ১১৩
নহি ক্ষুদ্রাথকায়স্থপিশাচাবিষ্টবৈরিণাম্।
শংসন্ত্যত্বরিতং দণ্ডং দণ্ডনীতিবিশারদাঃ॥ ১১৪
চিরেণ দণ্ডিতা হ্যেতে কুর্যুর্দণ্ডভৃদ্দ্রুবম্।
লব্ধান্তরাঃ প্রাণহরং কৃচ্ছ্রং কিঞ্চিৎপ্রশাসিতুঃ॥ ১১৫
দণ্ড্যানাং দণ্ড্যমানানাং পুত্রস্ত্রীমিত্রবান্ধবাঃ।
রাজ্ঞা বিচারশীলেন ন তেনোপক্রুতাঃ ক্বচিৎ॥ ১১৬

রাজা উচ্চল ব্যবহারশাস্ত্রে সাতিশয় পারদর্শী ছিলেন না বটে, কিন্তু আচারে বিচারে শুচি ছিলেন বলিয়া আর্য্যস্বভাব সজ্জনগণ তদীয় শাসনকালকে সত্যযুগের সহিত তুলনা করিতেন। ১১২

তিনি অতি সত্বর দণ্ডবিধান করিতেন ও অতীব তেজস্বী ছিলেন, ক্রূর কায়স্থ (কর্ম্মচারী)গণের উপরি তাঁহার ঐভাব লক্ষ্য করিয়া সুধীসমাজ তাঁহার আদরই করিত। ১১৩

দণ্ডনীতিবিদ্‌গণ কতিপয়স্থলে ক্ষিপ্রদণ্ডবিধানের প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—অলস, লুব্ধ কায়স্থ (কর্ম্মচারী) পিশাচাবিষ্ট ব্যক্তি ও রিপু; ১১৪

দণ্ড্য ঐ ব্যক্তিরা যদি সত্বরে দণ্ডিত না হয়, তবে তাহারা তৎকালমধ্যে দণ্ডদাতারই বিনাশ চেষ্টা করিয়া থাকে। ১১৫

ন্যায়-বিচার-পরায়ণ রাজা অপরাধীদিগকে দণ্ডিত করিতেন বটে কিন্তু তাহাদিগের জ্ঞাতি, পুত্র, স্ত্রী, কি মিত্র অপর কাহারও অনিষ্ট করিতেন না। ১১৬

কর্ণেন্দ্রপালোষ্টধরপ্রমুখাংস্তেন দুঃখদৈঃ।
কর্ম্মভিঃ ক্লিশ্যতাধ্বাপি পৈশুন্যস্য খিলীকৃতঃ॥ ১১৭
বিস্মৃতিং লব্ধরাজ্যানাং পূর্ব্বসংকল্পবাসনাঃ।
প্রয়ান্তি প্রাপ্তজন্মনাং গর্ভবাসস্পৃহা ইব॥ ১১৮
প্রাগ্রাজ্যাধিগমাৎকিঞ্চিৎসদসন্তদ্যাচিন্তয়ৎ।
রাজ্যে তন্ন বিসস্মার জাতিস্মর ইবোচ্চলঃ॥ ১১৯
দদর্শ শত্রোরদ্রোহাস্তাদ্রোহান্ত্বা পুরাত্মগান্।
কর্ত্তব্যানুগুণং তেষাং প্রতিপত্তিমদর্শয়ৎ॥ ১২০
স্বরেম্নোপপতিঃ পূর্ব্বপতিদ্রোহং কুযোষিতঃ।
পূর্ব্বস্বামারিতাং চাস্য কুভৃত্যস্তেশ্বরো জড়ঃ॥ ১২১

তিনি লোষ্টধর প্রমুখ চক্রান্তকারীদিগকে কঠোরদণ্ডে দাণ্ডত করিয়া খলতার পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১১৭

যেমন জননীজঠরে বাসকালে জীবের যে বাসনাসমূহ থাকে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জীব তাহা বিস্মৃত হয়, সেইরূপ রাজ্যলাভের প্রাকালে নৃপতিদিগের যে সমস্ত সুদৃঢ় সঙ্কল্প থাকে তাহা সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন হয়। ১১৮

কিন্তু উচ্চলরাজ জাতিস্মরের স্থায় রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে যে সকল সৎ অসৎ সঙ্কল্প মনে স্থান দিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হন নাই। ১১৯

যদি কেহ শত্রুপক্ষ হইয়া প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহিতা বর্জ্জিত অথবা স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিক দ্রোহভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহার বিদিত হইত তিনি যথোপযুক্ত দণ্ড ও পুরস্কার বিধান দ্বারাই তাহার পরিচয় দিতেন। ১২০

উপপতি যেমন কুলটা স্ত্রীলোকের পূর্ব্ব স্বামীর প্রতি বিশ্বাস

শেষাহিদেহান্মেদিন্তা সমং প্রজাপি রাজ্যভুৎ।
তস্মিন্‌পরিণতা নূনং কৃত্যাকৃত্যবিবেকভি ॥ ১২২
তথাহ্যেকস্ত বণিজো ব্যবহর্তু‍শ্চ সোঽভবৎ।
বিবাদে সংশয়ং ছিন্দন্নেবং স্বেয়াস্তগোচরে ॥ ১২৩
সৌহৃদারূঢ়সদ্ভাবে ব্যাপদোপধিকং ধনী।
ন্যাসীচকার দীন্নারলক্ষং কোপি বণিগ্‌গৃহে ॥ ১২৪
তেনোপযুজ্যমানা চ ব্যয়েষু বণিজঃ করাৎ।
কিয়ত্যাপি গৃহীতাভূদ্দত্তমাত্রাস্তরাস্তরা ॥ ১২৫
ত্রিংশদ্বিংশতিযাতাসু সমাসু ন্যাসধারিণম্‌।
গৃহীতশেষং দাতুং স ধনং প্রার্থয়তাথ তম্‌ ॥ ১২৬

ঘাতকতার কথা মনে করে না, তেমনি জড় বুদ্ধি রাজা ও পূর্ব্ব নরপতির বিপক্ষে বিদ্রোহী ভৃত্যের ব্যবহার স্মরণ রাখেন না। ১২১

রাজা উচ্চল যোগ্যাযোগ্যের বিচার সক্ষম ছিলেন বলিয়া মনে হয় তিনি নাগরাজ বাসুকীর নিকট হইতে পৃথিবীর ভার গ্রহণ কালে তাঁহার জ্ঞানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১২২

এক বণিকের অভিযোগে কোন সাক্ষী না থাকায় বিচারকদিগের মনে মামলার শুনানির সময়ে নানা সন্দেহ উদয় হইয়াছিল। রাজা উচ্চল সেই মোকদ্দমাটির সুন্দর নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। মামলাটি এই;—কোন সময়ে এক ধনী ব্যক্তি কোনরূপ সাক্ষী না রাখিয়া নিজের বন্ধু এক বণিকের নিকট একলক্ষ দিন্নার (মুদ্রা) গচ্ছিত রাখিয়াছিল। পরে উক্ত ধনী মধ্যে মধ্যে বণিকের নিকট হইতে সামান্য পরিমাণে টাকাও গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে ২০।৩০ বৎসর গত হইলে উক্ত

বণিক্‌তু কুক্কতী তস্ত স্তাসগ্রাসায় সোদ্যমঃ।
কালাপহারমকরোত্তৈস্তৈঃ কলুষধীর্মিষৈ ॥ ১২৭
স্রোতোভির্বাস্তমম্ভোধৌ লভ্যং মেঘমুখৈঃ পয়ঃ।
প্রাপ্তির্ভূয়স্ত নাত্যেব বণিগ্‌ভুক্তস্ত বস্তুনঃ ॥ ১২৮
তৈলস্নিগ্ধমুখঃ স্বল্পালাপো মৃদ্বাকৃতির্ভবন্‌।
স্তাসগ্রাসবিবাদোগ্রো বণিগ্ব্যাঘ্রায়িশষ্যতে ॥ ১২৯
বিবাদে শ্রেষ্টিনা শাঠ্যং শিতৈঃ প্রাক্‌সধ্যদর্শনৈঃ।
মুক্তং মুক্তং ত্রায়মানং প্রাণান্তেপি ন মুচ্যতে ॥ ১৩০

ধনী অবশিষ্ট অর্থের জন্ত বণিকের নিকট প্রার্থনা করে। কিন্তু বণিক উক্ত অর্থ অপহরণ মানসে নানা প্রকার ছলনায় বিলম্ব ঘটাইতে থাকে। নদী সমূহ সমুদ্রকে স্রোতোবেগে যে জল দান করিয়া থাকে অন্তরূপে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ সূর্য্যকিরণে সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া পরে মেঘরূপে বর্ষণ করে, কিন্তু এই দুর্বৃত্ত বণিকের গ্রাস হইতে অর্থ ফিরিয়া পাইবার কোন আশাই ছিল না। যখন কোন ব্যক্তি উক্ত বণিকের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিতে যাইত, তখন বণিক মিষ্টভাষী ও স্বল্পালাপী হইত এবং নম্র প্রকৃতি ধারণ করিত, কিন্তু গচ্ছিত অর্থ প্রত্যার্পণ কালে ব্যাঘ্রের মত ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিত। বেশ্যা, বণিক, রাজ কর্ম্মচারী এবং লেখক এই চারি শ্রেণী স্বভাবতঃই বঞ্চক, ইহার উপর যদি তাহারা গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা বিষধর অপেক্ষা ভীষণাকার ধারণ করে। উক্ত বণিক মোকদ্দমার সময়ে একান্ত বীতরাগ, দেয় মুদ্রা প্রত্যার্পণ করিয়া গোলযোগ মিটাইতে যেন একান্ত

নিসর্গবঞ্চকা বেশ্যাঃ কায়স্থো দিবিরো বণিক্।
গুরূপদেশোপস্কারৈর্বিশিষ্টাঃ সবিষাশিষোঃ॥ ১৩১
চন্দনাঙ্কালিকে শ্বেতাংশুকে ধূপাধিবাসিনি।
বিশ্বস্তঃ স্যাৎকিরাটে যো বিপ্রকৃষ্টেস্ত নাপদঃ॥ ১৩২
ললাটদৃক্পুটশ্রোত্রবক্ষস্তস্তচন্দনঃ।
ষড়্বিন্দুর্বৃশ্চিক ইব ক্ষণাৎপ্রাণান্তকৃদ্বণিক্॥ ১৩৩
পাণ্ডুশ্যামোষ্ঠধূম্রার্দ্রঃ সূচ্যাস্যো গহনোদরঃ।
তুম্বীফলোপমঃ শ্রেষ্ঠী রক্তং মাংসং চ কর্ষতি॥ ১৩৪
সোথ নিঃশেষিতস্বিবঃ ক্রুদ্ধো নির্বন্ধকারিণঃ।
গণনাপত্রিকাং তস্য সক্রভঙ্গমদর্শয়ৎ॥ ১৩৫
যদাদৌ শ্রেয়স ইতি ন্যস্তমশ্রেয়সে পদম্।
আন্তরেষতায়ে সেতোগৃহীতা বটশৃতি ছয়া॥ ১৩৬

অভিলাষী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রাণান্ত হইলেও সে দেয় অর্থ প্রত্যর্পণ করে নাই। ১২৩—১৩১

কপালে চন্দনাঙ্কিত, শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা, এবং সুগন্ধ বাসিত কিরাতকে যে বিশ্বাস করে তাহার বিপদ অতি নিকট। বণিক ললাটে, চক্ষু প্রান্তে, কর্ণমূলে, এবং বক্ষঃস্থলে চন্দন চিহ্ন ধারণ করিয়া ষড়বিন্দু চিহ্নিত বৃশ্চিকের ন্যায় ক্ষণমধ্যেই প্রাণ হরণ করে। ১৩২।৩৩

শ্রেষ্ঠীর হৃদয়ে অগ্নি, বাহিরে স্বেদজল, সূক্ষ্ম মুখ বৃহৎ উদর শ্বেত কৃষ্ণ তুম্বী ফলের ন্যায় আকৃতি। লোকের রক্ত মাংস শোষণই ইহার ব্যবসায়। ১৩৪

যখন বণিক দেখিল আর কোন ছল টিকিবে না, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া একটা হিসাব পত্র দাখিল করিয়া সেই ধনীকে

ছিন্নোপানৎকশহবন্ধে শতং চর্ম্মকৃতেঽর্পিতম্।
বিপাদিকাকৃতে দাস্যা নীতং পঞ্চাশতো ঘৃতম্॥ ১৩৭
স্ফোটনে ভাণ্ডভারস্য ক্রন্দন্ত্যাঃ কুম্ভকার্য্যর্পিতম্।
কুলাল্যা বহুশঃ পশ্য ভূর্জ্জে লগ্নং শতত্রয়ম্॥ ১৩৮
শিশুভ্যোস্য বিড়ালস্য ক্রীতাঃ পোষায় মূষিকাঃ।
স্বয়া শতেন বাৎসল্যাদুট্টাম্মৎস্যরসস্তথা॥ ১৩৯
চরণোদ্বর্ত্তনং সর্পিঃ শালিচূর্ণং চ সপ্তভিঃ।
ক্রীতং শতৈঃ শ্রাদ্ধপক্ষস্নানে চ ঘৃতমাক্ষিকম্॥ ১৪০
নীতং ক্ষৌদ্রার্দ্রকং কাসায়াশায়াদর্ভকেণ তে।
সোব্যক্তজিহ্বঃ কিং বেত্তি বক্তুং লগ্নং শতং ততঃ॥ ১৪১

বলিয়াছিল। গচ্ছিত টাকার সুদ দিবার কথা ছিল না, এবং এক সময়ে সেতু পার হইবার জন্য ৬০০ শত টাকা লইয়াছিলে। একটা ছিন্ন পাদুকা এবং চাবুক মেরামতের জন্য ১০০, শত টাকা এবং দাসীর পদতলে ক্ষতারোগ্য জন্য ৫০, টাকার ঘৃত ক্রয় করা হইয়াছে। এক সময়ে এক কুম্ভকার পত্নী কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলায় তুমি দয়া পরবশ হইয়া ৩০০, শত টাকা দিয়াছিলে। দেখ সমস্ত হিসাবই ভূর্জ্জপত্রে লিখিত আছে। তোমার বিড়াল শাবকদিগের আহার জন্য বাজার হইতে ইন্দুর ছানা, এবং মৎস্যের ঝোল ক্রয় করিবার জন্য ১০০, শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, পাক্ষিক শ্রাদ্ধের স্নান কালে মধু, ঘৃত, এবং বেসম এবং পদ তল মর্দ্দনের জন্য মাখন ক্রয় করিতে ৭০০, শত টাকা লাগিয়াছে। তোমার কনিষ্ঠ পুত্রের কাসি হইলে ১০০, শত টাকার আদা এবং মধু কিনিতে হইয়াছিল, শিশু এখনও কথা কহিতে পারে না, সত্য মিথ্যা কি করিয়া বলিবে? একটা

বৃষণোৎপাটকো ভিক্ষাচরস্তে হঠযাচকঃ।
যো বারিতো যদ্ধপটুস্তস্মৈ দত্তং শতত্রয়ম্ ॥ ১৪২
আনীতে ভট্টপাদানাং যদ্যং সর্ব্বব্যয়োপরি।
শতং শতদ্বয়ং ধূপশন্দামূলপলাণ্ডুষু ॥ ১৪৩
ইত্যাগুচিন্তাযুক্তাপরিহার্য্যব্যয়ানসৌ।
বৃদ্ধ্যৈকীকৃত্য গণনাং লাভেপি শনকৈর্ব্বাধাৎ ॥ ১৪৪
বর্ষমাসগ্রহতিথিপ্রত্যাবৃত্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
সংসারস্যেব তত্তাস্তং ন যযৌ নর্ত্তিতাঙ্গুলেঃ ॥ ১৪৫
স মূলগ্রহণং পিণ্ডীকৃত্যাথ সকলান্তরম্।
প্রসারিতৌষ্ঠস্তদ্বেত্রে মীলয়ন্নভ্যধাম্মৃদু ॥ ১৪৬
শল্যমুদ্ধর নিক্ষেপং নয়োল্লাসধনং স্থিরম্।
বিস্রম্ভদত্তং নির্দ্দিষ্টং দীয়তাং সকলান্তরম ॥ ১৪৭

কলহ পটু কোষোৎপাটক ভিক্ষুককে নিবারণ করিতে না পারিয়া ৩০০, শত টাকা দিয়াছিলে—দেখ সমস্তই লেখা আছে। এক সময়ে তোমার গুরুকে আনাইয়া, ধূপ ধুনা সন্দমূল এবং পলাণ্ডু দিয়াছিলে। তাহাতে আনুমানিক ১০০।২০০, ব্যয় হইয়াছিল—ইহারও হিসাব ধরিতে হইবে। এইরূপ দেয় অর্থের হিসাব করিয়া তাহার উপর সুদ ধরিয়াছিল। ইহার পর বর্ষচক্রের ন্যায় সে ক্রমাগত অঙ্গুলির পর্ব্ব গণনা করিতে করিতে অবশেষে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত ও ওষ্ঠ প্রসারিত করিয়া বলিয়াছিল—এই তোমার পূর্ণ হিসাব। ১৪৫—১৪৬

তুমি আমার শল্য উদ্ধার কর, তোমার ন্যস্তধন লইয়া যাও এবং যে "উল্লাস" (গৃহীত) ধন তুমি লইয়াছ, তাহা সুদ সমেত প্রত্যর্পণ কর। ১৪৭

তৎস ধর্ম্ম্যং বচো জাননৃক্ষণমুচ্ছ্বসিতোভবৎ।
ক্ষুরং ক্ষৌদ্রোপলিপ্তং তু ধাত্বা পশ্চাদতপ্যত ॥ ১৪৮
যুক্ত্যাপহ্নুতসর্ব্বস্বং ক্রোশানার্যমথার্থকঃ।
বিবাদে নাশকজ্জেতুং নাপি স্থেয়া বিচারকাঃ ॥ ১৪৯
স্থেয়ৈরনিশ্চিতন্যায়ং পুরো ন্যস্তং ততো নৃপঃ।
তদিত্থমিতি নিশ্চিত্য বণিজং তমভাষত ॥ ১৫০
অদ্যাপি ন্যাসদীন্নারাঃ সন্তি চেত্তৎপ্রদর্শ্যতাম্।
অংশঃ কিয়ানপি ততস্ততো বচ্মি যথোচিতম্ ॥ ১৫১
তথা কৃতে তেন বীক্ষ্য দীন্নারান্মন্ত্রিণোব্রবীৎ।
রাজভির্ভাবিনাং রাজ্ঞাং নাম্না টঙ্কঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥ ১৫২
ন চেৎকলশভূপালকালে ন্যাসীকৃতেষমী।
দীন্নারেষু কুতষ্টঙ্কা মন্নামাঙ্কা অপি স্থিতাঃ ॥ ১৫৩

তাহার এই বাক্য শুনিয়া ধনী মনে করিল—ইহা ন্যায্য প্রস্তাব। কিন্তু পরে যখন বুঝিতে পারিল—যে প্রস্তাবটি মধুমাখা ছুরিকা ব্যতীত আর কিছুই নহে—তখন তাহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। ১৪৮

অতঃপর বণিক কপটতাপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে বলিয়া ধনী রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে এই বিবাদে জয়লাভ করিতে পারিল না। বিচারকেরাও কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না; তখন বিচারকগণ "আমাদের দ্বারা মীমাংসা অসম্ভব" বলিয়া সমস্ত কাগজ পত্র রাজা উচ্চলের নিকটে প্রেরণ করিলেন। রাজাও "তাহা এইরূপ বটে" অবধারণ করিয়া বণিককে বলিলেন—যদি গচ্ছিত দিন্নারের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা আনিয়া দেখাও পরে আমি ইতি

নিক্ষিপ্তেনৈব লক্ষেণ বণিক্তস্মাদ্ব্যবাহরৎ।
বণিজো দ্রবিণেনায়মপ্যাত্তেনান্তরান্তরা॥ ১৫৪
তস্মাত্তদা যদেতেন গৃহীতং দীয়তাং ততঃ।
তদাপ্রভৃত্যস্তরাবল্লাভোহস্মৈ বণিজোর্থিনঃ॥ ১৫৫
স্বসনানেহংসশ্চৈব প্রভৃত্যস্মৈ প্রযচ্ছতু।
লক্ষাদথণ্ডিতাল্লাভং কিং বাচ্যং মৌলিকে ধনে॥ ১৫৬
অবধারয়িতুং শক্যং মাদৃশৈঃ সঘৃণৈরিয়ৎ।
শ্রীয়শস্করবদ্রৌক্ষ্যমীদৃক্ষেষু তু যুজ্যতে॥ ১৫৭

কর্ত্তব্যতা বিধান করিব। তদনুসারে কতকগুলি দিন্নার আনীত হইলে রাজা সেই গুলি পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজারা কখন ভাবী রাজাদিগের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করেন কিনা? যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে যে দিন্নার রাজা কলসের সময় গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, তাহাতে আমার নামাঙ্কিত মুদ্রা দেখা যায় কেন? ইহাতে অনুমান হয়—এই বণিক স্বপ্রয়োজনে গচ্ছিত লক্ষ দিন্নার ব্যবহার করিয়াছে এবং এই অর্থীও সময়ে সময়ে বণিকের নিকট যে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়াছে, তাহাতেও সেই অর্থ ব্যয় হইবার সম্ভাবনা সুতরাং যদি বাদী, প্রতিবাদী বণিককে গৃহীত দ্রব্যের মূল্য এবং তাহার সুদ দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এই বণিকও উক্ত লক্ষ মুদ্রার গচ্ছিত রাখার দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত সুদ দিতে বাধ্য হইবে। ইহার উপর মূলধনও দিতে হইবে। ১৪৯—১৫৬

মাদৃশ সদয় হৃদয় বিচারকের ইহাই ব্যবস্থা। কিন্তু ঈদৃশস্থলে শ্রীযশস্কর মহোদয়ের কঠোর বিচার প্রণালী প্রয়োজ্য। ১৫৭

বিবাদে সংদিহানস্ত যুক্তং ক্ষান্ত্যানুশাসনম্।
ভাব্যং দণ্ডধরাচারৈঃ প্রযুক্তকূসৃতেঃ পুনঃ॥ ১৫৮
অতিহার্য্যেষু শল্যেষু মহামর্ম্মগতেম্বিব।
সবিবাদেষু চোপেক্ষাং কালাপেক্ষী ব্যধান্নৃপঃ॥ ১৫৯
পথ্রথে পার্থিবস্তেথং নিশ্চোন্তং তস্য পালনম্।
প্রজাসু জাগরূকস্য মনোরিব মনস্বিনঃ॥ ১৬০
সথ্যং কারণনির্ব্যপেক্ষমিনতাহংকারহীনা সতী
ভাবো বীতজনাপবাদ উচিতোক্তিস্তুঃ সমস্তপ্রিয়ম্।
বিদ্যা বিভবান্বিতা তরুণিমা পারিপ্লবস্তোজ্ঝিতো
রাজস্বং বিকলঙ্কমত্র চরমে কালে কিলেত্যন্যথা॥ ১৬১

যদি কোন মোকদ্দমায় অর্থী এবং প্রত্যর্থীর ভ্রম প্রমাদ মাত্র প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বিচারক কঠোর দণ্ড দিবেন না, কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতারণার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, সেই ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন। ১৫৮

যে রাজা ক্ষেত্র বুঝিয়া সময়াতিপাত করেন, তিনি সন্দিগ্ধ বিচার স্থলে দেহের কোমল স্থল হইতে বিদ্ধ শরোদ্ধারের ন্যায় অতি ধীরতার সহিত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ১৫৯

এই বিচার ফল প্রকাশিত হইলে মহামতি মনুর ন্যায় রাজা উচ্চল "প্রজাপালনে সদাই জাগরূক" এই প্রশংসাবাদ উঠিয়াছিল। রাজা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই প্রজা পালন করিতেন, কাহারও অনুরোধে বা প্রশংসার আশায় করিতেন না। ১৬০

স্বার্থপরতাহীন সখ্য, গর্ব্বহীন শৌর্য্য, জনাপবাদ বর্জ্জিত সতীত্ব, সর্ব্বলোক রঞ্জন বাক্যপটুত্ব, প্রতিপত্তিশালিনী বিদ্যা, চপলতা বর্জ্জিত

যং তাদৃশোপি রাজেন্দ্রচন্দ্রমাঃ স কিলাভবৎ ।
মাৎসর্য্যাবেশবৈবশ্যাদ্দোষোল্কাবর্ষভীষণঃ ॥ ১৬২
ঔদার্য্যশৌর্য্যধীধৈর্য্যগুণতারুণ্যমৎসরঃ ।
বভূব সংখ্যাতীতানাং মানপ্রাণহরো নৃণাম্ ॥ ১৬৩
মানোন্নতৈশ্চ ভূয়োপি বাক্পারুষ্যরুষা হতৈঃ ।
লাঘবং প্রত্যুপালম্ভৈঃ পার্থিবোপ্যনুভাবিতঃ ॥ ১৬৪
প্রসুপ্তানাং ফণীন্দ্রাণামিব কোপোদ্ভবং বিনা ।
তেজোবিস্ফূর্জ্জিতং জ্ঞেয়ং নহি নাম শরীরিণাম্ ॥ ১৬৫
বিবিধে ভূতসর্গেস্মিন্ন চ কশ্চিৎস বিদ্যতে ।
বপুর্ব্বংশচরিত্রাদি যস্য দৈবৈর্ন দূষিতম্ ॥ ১৬৬

যৌবন, আর নিষ্কলঙ্ক রাজত্ব—এই যুগের শেষ কলিকালে এই সকল বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে । ১৬১

হায় ! এই রাজকুল চন্দ্রমা উচ্চল, তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়াও একমাত্র মাৎসর্য্য দোষেই উল্কাবর্ষী গ্রহের ন্যায় ভীষণরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন । ১৬২

তিনি কাহারও ঔদার্য্য, শৌর্য্য, ধৈর্য্য বা যৌবনের উদ্দামতা দেখিলেই ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন এবং তৎপ্রযুক্ত বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ এবং মান নাশ করিয়াছিলেন । তাঁহার পরুষবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া অনেক অভিমানী পুরুষও ঠিক উপযুক্ত প্রত্যুত্তরদানে রাজার মানহানি করিত । ইহা জানা উচিত নহে কি যে নিদ্রিত সর্পের ন্যায় কোন নিরীহ ব্যক্তিও পদাহত হইলে স্বীয় পরাক্রম বা তেজ প্রকাশে কুণ্ঠিত হয় না । এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতে এমন একটী পুরুষও

জাতিঃ পঙ্করুহাদ্বপুঃকপিলতাক্রান্তং শিরঃখণ্ডনং
প্রভ্রষ্টচ্ছুচিশীলতাদিবিগুণাচারপ্রদুষ্টং যশঃ।
বিশ্বস্রষ্টুরিতি প্রভূতবিষয়ব্যাপ্তিস্পৃশো দুঃসহা
দোষা যত্র পুরোস্ত তত্র কতমো নির্দ্দোষতোৎসেকভূঃ। ১৬৭
অবিচার্য্যেতি ভূপালঃ স চকারানুজীবিনাম্।
বংশচারিত্রদেহাদিদোষোদেঘাষণমন্বহম্॥ ১৬৮
অন্যোন্যদ্বেষমুৎপাদ্য সংখ্যাতীতা মহাভটাঃ।
যুদ্ধশ্রদ্ধালুনা তেন দ্বন্দ্বযুদ্ধেষু ঘাতিতাঃ॥ ১৬৯
মাসার্দ্ধদিনমাহেন্দ্রমহোৎসবসরেষু সঃ।
নিনায় যোধান্সংনদ্ধানন্যোন্যপ্রধনৈর্ধনম্॥ ১৭০

দৃষ্টিগোচর হয় না যাহার দেহে বেশ ভূষায় ও চরিত্রে কোনরূপ দোষ স্পর্শে নাই। ১৬৩—১৬৬

যিনি বিশ্বস্রষ্টা, তাঁহারই উৎপত্তি পঙ্কেজাত কমল হইতে তাঁহারই মূর্ত্তি শোণিতবর্ণে রঞ্জিত। তাঁহার একটী মস্তক ছিন্ন। তাঁহারই যশ, পবিত্রাচারাদি হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ায় দূষিত। যদি আদি পুরুষ এই সকল দুঃসহ দোষ দুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে কে আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে? ১৬৭

রাজাও বিচার না করিয়া অনুজীবিগণের বংশ, চরিত্র ও দেহাদি হইতে দোষ উদেঘাষণ করিতেন। ১৬৮

তিনি যোদ্ধাদিগের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ উৎপাদিত করিয়া দ্বন্দ্ব ঘটাইয়া অনেককে নিপাতিত করিয়াছিলেন। ১৬৯

প্রতিপক্ষেই মহেন্দ্র উৎসব দিনে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যোদ্ধাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত করিতেন। কখন এমন উৎসব

স নাভূদুৎসবঃ কশ্চিত্তদা যত্র নৃপাঙ্গনে।
ভূমির্ন সিক্তা রক্তেন হাহাকারো ন চোত্থযৌ॥ ১৭১
নৃত্যন্ত ইব নির্যাতা গৃহেভ্যো বংশশোভিনঃ।
বান্ধবৈর্নিন্যিরে যোধা লূনাঙ্গাঃ পার্থিবাঙ্গনাৎ॥ ১৭২
স্নিগ্ধশ্যামকচাংশ্চারুশ্মশ্রূনাকল্পশোভিনঃ।
হতানীক্ষ্য ভটান্‌রাজা মুমুদে ন তু বিব্যথে॥ ১৭৩
নার্যো রাজগৃহং গত্বা প্রত্যায়াতেষু ভর্তৃষু।
মেনিরে দিবসং লব্ধমনাস্থা নিত্যমন্তথা॥ ১৭৪
ভবেত্তত্তদহং কুর্যামিত্যহংক্রিয়য়া বদন্।
সাচিবামব্যাহতবাক্যৈস্তৈর্ভৃত্যৈরভিগ্রহৎ॥ ১৭৫

সংঘটিত হইত না, যাহাতে না রাজপ্রাসাদস্থিত প্রাঙ্গণভূমি হাহাকার শব্দেপূর্ণ ও রক্তপাতে আর্দ্র না হইত। ১৭০।১৭১

উচ্চবংশীয় বীরপুরুষেরা উৎসব দর্শনের উৎসাহে তথায় সমাগত হইয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফলে হতাঙ্গ হইয়া আত্মীয় স্বজন কর্তৃক গৃহে নীত হইত। ১৭২

স্নিগ্ধ শ্যাম কুন্তল, চারুশ্মশ্রু, সুবেশধারী বীরপুরুষগণকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হত দেখিলে রাজার মনে দুঃখ হইত না বরং তিনি পরিতুষ্ট হইতেন। ১৭৩

যাহাদের পতিগণ রাজভবনে গমন করিয়া অক্ষত শরীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিত, তাহাদের রমণীগণ সে দিনটাকে শুভদিন মনে করিত, কেননা ভবিষ্যতের জন্য তাহারা নিরাপদ ভাবিত না। ১৭৪

"আমি যাহা করিব, তাহাই হইবে" কাহারও প্রতিবাদ গ্রাহ্য

প্রবর্দ্ধমানাংস্তানেব বিদ্বেষকলুষাশয়ঃ।
হৃতাধিকারান্বিদধে বহুশশ্চ বিমানিতান্॥ ১৭৬

দঙ্কঃ কম্পনাধীশঃ প্রবৃদ্ধৌ তত্র সক্রুধি।
বিক্রুতো বিষলাটায়াং নিপত্য নিহতঃ খশৈঃ॥ ১৭৭

তেন স্ববর্দ্ধিতো দ্বারাধীশ্বরো রক্কাভিধঃ।
হৃতাধিকারো বিদধে বিভূতিং বীক্ষ্য ভূয়সীম্॥ ১৭৮

মাণিক্যসৈন্যপতিনা দ্বারেকস্মান্নিবারিতে।
খিন্নেন বিজয়ক্ষেত্রে চক্রে ব্রতপরিগ্রহঃ॥ ১৭৯

কম্পনাদ্যধিকারস্থাঃ প্রবীরাস্তিলকাদয়ঃ।
কাকবংশ্যা মার্দবেন তৎকোপং নান্বভাবিতাঃ॥ ১৮০

নহে এইরূপ অহঙ্কার করিয়া তিনি, অনেক ভৃত্যকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫

এই ঈর্ষ্যাই তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছিল। তিনি উচ্চ-পদস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত ও অবমানিত করিয়াছিলেন। ১৭৬

কম্পনাধিপতি বা প্রধান সেনাপতি দঙ্ক, রাজাকে তাহার পদোন্নতির জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া বিষলতায় পলায়ন করেন এবং তথায় খশদিগের হস্তে নিহত হন। ১৭৭

উচ্চলই স্বয়ং রক্ককে দ্বারাধিপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আবার তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ১৭৮

সেনাপতি মাণিক্য অকস্মাৎ দ্বাররক্ষা কার্য্য হইতে অপসারিত হওয়ায়, মনের খেদে বিজয়ক্ষেত্রে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিলকাদি কাকবংশীয় বীর পুরুষগণ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের অধিকার পাইয়াছিলেন; তাঁহারা নিতান্ত বিনয় নম্র ছিলেন বলিয়া রাজকোপে পতিত হয়েন নাই। ১৮০

ভোগসেনো নিরন্নুগঃ ক্ষীণবাসা ক্বতোভবৎ।
তেনাতিসেবাপ্রীতেন রাজস্থানাধিকারভাক্ ॥ ১৮১
যস্তেন্দ্রদ্বাদশীযুদ্ধে সান্দ্রসৈন্যোপি বিদ্রুতঃ।
ক্ষুদ্রবদগাগ্ গচন্দ্রোপি রৌদ্রমালোক্য বিক্রমম্ ॥ ১৮২
যেপি সড্ডাভিধানস্য পুত্রাঃ সামান্যশস্ত্রিণঃ।
তানড্ডচ্ছুড্ডব্যড্ডান্স মন্ত্রিণঃ সমপাদয়ৎ ॥ ১৮৩
পুত্রৌ বিজয়সিংহস্য তৎসেবাত্যক্তদুর্দশৌ।
তিলকো জনকশ্চাস্তামমাত্যশ্রেণিমধ্যগৌ ॥ ১৮৪
যমৈলাভায়বাণাদিমুখ্যা দ্বারাদিনায়কাঃ।
কস্তান্সমর্থঃ সংখ্যাতুং তড়িত্তরলসম্পদঃ। ১৮৫

ভোগসেন রাজার সতত সেবা করিতেন; কিন্তু উপযুক্ত অনুচর ও পরিচ্ছদাদি ছিল না; তজ্জন্য রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান ধর্ম্মাধিকারী পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮১

ইন্দ্রদ্বাদশী যুদ্ধে তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রম দেখিয়া গগ্ গ চন্দ্রও সসৈন্যে ক্ষুদ্রবৎ পলায়ন করিয়াছিলেন। ১৮২

সড্ ড নামক একজন সামান্য সৈনিক ছিল, তাহার রড্ ড, ছুড্ ড ও ব্যড্ ড নামে কতিপয় পুত্র ছিল; রাজা তাহাদিগকে মন্ত্রি-পদ দিয়াছিলেন। ১৮৩

বিজয়সিংহের পুত্রদ্বয় তিলক ও জনক অমাত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া রাজসেবা করিয়া দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। ১৮৪

দ্বার আদি কার্য্যাধিকারী—যম, ঐল, অভায় বাণ প্রমুখ বিদ্যুৎ তুল্য ক্ষণিক সম্পদশালীদিগের সংখ্যা কে করিতে পারে? ১৮৫

দ্বিত্রাঃ প্রশস্তকলশাদয়ঃ পূর্ব্বে তদন্তরে।
প্রাপুর্ব্বালক্রমান্তঃস্থজীর্ণানোকহবিভ্রমম্॥ ১৮৬
কন্দর্পঃ ক্ষ্মাভুজা দূতৈঃ সমানীতোপি নাদদে।
তস্যাসহনতাং বীক্ষ্য প্রার্থিতোপ্যধিকারিতাম্॥ ১৮৭
আস্থানাচারসংলাপব্যবহারাদি মণ্ডলে।
নবমেবাভবৎসর্ব্বং তস্মিন্নভিনবে নৃপে॥ ১৮৮
লক্ষ্মীঃ কার্ম্মণচূর্ণাঢ্যা বেশেব বশবর্ত্তিনঃ।
ধীরানপি বিধায়েয় করোত্যুন্মার্গবর্ত্তিনঃ॥ ১৮৯
সপিণ্ডানামপি ব্যক্তশীলবীক্ষণতৎপরা।
প্রেতত্বেব নরেন্দ্রশ্রীর্জাতিস্নেহাপকারিণী॥ ১৯০

প্রশস্ত কলশাদি দুই তিন জন পুরাতন কর্ম্মচারী এই নবীন ভৃত্য বর্গমধ্যে যেন উদ্যানস্থ নবতরুরাজি মধ্যস্থিত জীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ১৮৬

এই সময়ে দূত প্রেরণ করিয়া রাজা কন্দর্পকে পুনরানয়ন করেন; কিন্তু রাজকার্য্য গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়াও রাজার অসহিষ্ণুতা দেখিয়া তিনি আর রাজ কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। ১৮৭

নবীন ভূপতির রাজত্বকালে রাজসভা, আচরণ পদ্ধতি, তর্ক বিতর্ক আলাপাদি, এবং মোকদ্দমার বিচার প্রণালী প্রভৃতি যেন রাজ্যের সর্ব্বত্র নব নব বেশ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৮

যেরূপ বারবনিতা আভিচারিক সম্মোহন চূর্ণক দ্বারা মণ্ডিত হইয়া পুরুষকে বশীভূত করিয়া অপথে লইয়া যায়, সেইরূপ ধন সম্পদও মানুষকে অধীন করিয়া কুপথের পথিক করে। ১৮৯

যেরূপ প্রেতত্ব, সপিণ্ডদিগেরও (জাতি) চরিত্রাচরণাদি স্পষ্ট-

সমস্তসংপৎপূর্ণোপি যস্মাৎসুস্‌সলভূপতিঃ।
দধ্যৌ ভ্রাতুরবস্কন্দং রাজ্যাপহরণোদ্ধতঃ॥ ১৯১
অকস্মাদশৃণোচ্ছ্যেনমিব তং শীঘ্রপাতিনম্।
স্থানং বরাহবার্ত্তাখ্যমুল্লঙ্ঘ্যায়াতমগ্রজঃ॥ ১৯২
ক্ষিপ্রকারী বিনির্গত্য তমপ্রাপ্তপদং ততঃ।
নিপত্য সৈন্যৈর্ব্বহুলৈঃ সোপকারমকারয়ৎ॥ ১৯৩
বিদ্রুতস্যাস্পদে তস্য নানোপকরণৈশ্চ্যুতৈঃ।
তাম্বুলবেলাকূটৈশ্চ সামগ্রী সমভাব্যত॥ ১৯৪

রূপে দেখিতে পায় বলিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে তদ্গত স্নেহ বিদূরিত করে সেইরূপ রাজশ্রীও রাজজ্ঞাতিদিগের হৃদয় হইতে প্রীতি-স্নেহাদি দূরিত করিয়া থাকে। ১৯০

বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণেই রাজভ্রাতা সুস্‌সল সর্ব্ব সম্পদে পূর্ণ হইয়া ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যাহরণ অভিলাষে হঠাৎ যুদ্ধোদ্যম করিয়াছিলেন। ১৯১

অনুজ ভ্রাতা শ্যেনের ন্যায় তীব্রবেগে বরাহ বার্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া হঠাৎ আগত প্রায়, অগ্রজ (নৃপতি) এই বার্ত্তা পাইলেন। ১৯২

অনুজের আগমনবার্ত্তা পাইয়াই অগ্রজ উচ্চল অবিলম্বে সসৈন্যে নির্গত হইলেন; বরাহবার্ত্তস্থলে সুস্‌সল দৃঢ়মূল না হইতে হইতেই ভ্রাতৃহস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন। ১৯৩

অগত্যা সুস্‌সল পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; তিনি কিরূপ সামগ্রীসম্ভার ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া আসিয়াছিলেন; তৎপরিত্যক্ত শিবিরে তাম্বুলরাশি ও খাদ্যাদির পরিমাণেই তাহা অনুমিত হইয়াছিল। ১৯৪

কৃতকার্যপরাবৃত্ত্যা সাবরূঢ়োপি পার্থিবঃ।
প্রত্যাবৃত্তং সসশ্রৌণোদশ্বেত্যঃ ক্রুরবিক্রমম্ ॥ ১৯৫
গগ্গচন্দ্রস্তদাদেশাদগত্বা বহুলসৈনিকঃ।
চক্রে সুস্সলভূপালবলনির্দ্দলনং ততঃ ॥ ১৯৬
অসহ্যৈঃ সৌস্সলৈর্যোধৈরাহবায়াসনিঃসহৈঃ।
ক্লান্তির্ব্বিমানোদ্যানেষু দ্যুনারীণামমুচ্যত ॥ ১৯৭
ভর্তৃপ্রসাদস্যানৃণ্যং প্রাণৈর্যুধি সমর্পিতৈঃ।
রাজপুত্রৌ গতৌ তত্র সহদেবযুধিষ্ঠিরৌ ॥ ১৯৮
বরাশ্বান্সুস্সলানীকান্গগ্গস্তান্প্রাপ বিক্রুতান্।
চক্রে ভূরিতুরঙ্গস্য যৈর্ভূপস্যাপি কৌতুকম্ ॥ ১৯৯

নৃপতি উচ্চল বিজয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে সংবাদ পাইলেন—পরদিনই পরাক্রান্ত সুস্সল পুনরায় অভিযান করিয়া আসিতেছেন। ১৯৫

তখন রাজার আদেশ পাইয়া গগ্গ চন্দ্র বহুল সৈন্যসহকারে যাত্রা করিয়া সুস্সলের সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। ১৯৬

সুস্সল-যোধগণ সম্মুখ যুদ্ধে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া (যেন) বিশ্রামার্থ দিব্যাঙ্গনাদিগের গগনোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৯৭

সহদেব এবং যুধিষ্ঠির নামক রাজপুত্রদ্বয় সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রসাদ ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১৯৮

সুস্সলরাজের বাহিনী হইতে কতিপয় উৎকৃষ্ট অশ্ব পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে; গগ্গ সেইগুলি প্রাপ্ত হইয়া নরপতি উচ্চলের নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহার অসংখ্য অশ্ব থাকিলেও সেগুলি দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১৯৯

নিবিষ্টকটকং তং স শ্রুত্বা সেল্যপুরাধ্বনা।
ক্রমরাজ্যোন্মুখং যান্তং ক্রতমন্বসরন্নৃপঃ॥ ২০০
অন্বিষ্যমাণসরণিঃ প্রয়ত্নাদগ্রজন্মনা।
প্রবিবেশ দরদ্দেশং পরিমেয়পরিচ্ছদঃ॥ ২০১
দত্তমার্গং তস্য রাজা ডামরং লোষ্টকাভিধম্।
স সেল্যপুরভং হত্বা নগরং প্রাবিশত্ততঃ॥ ২০২
তস্মিন্দূরং গতে বৈরকলুষোপি স নাদদে।
ভ্রাতৃস্নেহৈরসংরম্ভং গ্রহীতুং লোহরং গিরিম্॥ ২০৩
কলহঃ কালিঞ্জরাধীশো দৌহিত্রীং পুত্রবদ্গৃহে।
যামবর্দ্ধয়ত স্নেহাদপুত্রঃ পিতৃবর্জ্জিতাম্॥ ২০৪

রাজা বার্ত্তা পাইলেন যে, সুস্সল ক্রমরাজ্যাভিমুখে যাইতেছেন; এবং সেল্যপুরা পথিমধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছেন; তৎক্ষণাৎ তিনিও তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ২০০

অগ্রজকে প্রতিবন্ধে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া, অনুজ সুস্সল অল্পসংখ্যক অনুচরসহ দরদদেশে প্রবেশ করিলেন। ২০১

সেল্যপুরীয় ডামর লোষ্টক সুস্সলকে অবাধে পথ ছাড়িয়া দেওয়াতে, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া তৎপরে রাজধানীতে প্রতিগত হইলেন। ২০২

সুস্সল দূরদেশে পলায়ন করিলে, নৃপতি ভ্রাতারপ্রতি বৈরাচরণ করিয়াও, তাঁহার প্রতি স্নেহবশতঃ, লোহররাজ্য বিনাযুদ্ধে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ২০৩

কালিঞ্জর অধিপতি রাজা কলহের পুত্র সন্তান ছিল না; তিনি স্বীয় দৌহিত্রী রাজা বিজয়পালের পিতৃহীনা কন্যা সর্ব্বগুণবতী মেঘ-

রাজ্ঞো বিজয়পালস্য সুতাং সুস্সলভূপতিঃ।
উপয়েমে স তাং শ্রীমানন্যাং মেঘমঞ্জরীম্॥ ২০৫
তস্য প্রভাবাধিষ্ঠানাচ্ছিশোরপি ন লোহরে।
শক্তিরাসীদ্বিরুদ্ধানামপি বাধায় বৈরিণাম্॥ ২০৬
ধীরঃ সুস্সলদেবোপি মার্গৈর্নির্গত্য দুর্গমৈঃ।
আসদন্ভূরিভির্মাসৈঃ স্বোর্ব্বীং দুর্গিরিবর্ত্মনা॥ ২০৭
প্রশান্তে ব্যসনে তস্মিন্ধীরস্যোচ্চলভূপতেঃ।
অল্পেপি ব্যসনাভাসা উৎপন্নধ্বংসিনোভবন্॥ ২০৮
ভীমাদেবঃ সমাদায় ভোজং কলশদেবজম্।
সাহায্যকার্য্যমানিন্যে দরদ্রাজং জগদ্দলম্॥ ২০৯

মঞ্জরীকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন; শ্রীমান্ রাজা সুস্সল মেঘমঞ্জরীকে বিবাহ করেন। কালিঞ্জর রাজার এরূপ প্রতাপ ছিল যে তাঁহার ভয়ে কোন শত্রু লোহরের একটা শিশুরও অনিষ্ট করিতে পারিত না। ২০৪—২০৬

এদিকে সুবুদ্ধি সুস্সলদেব অসংখ্য দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন এবং কয়েক মাস নানাস্থানে অতিবাহিত করিয়া পার্ব্বত্য-পথদিয়া পুনরায় স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ২০৭

সুস্সলাভিযান ও তৎসংক্রান্ত উপদ্রব প্রশমিত হইলে সুবিচক্ষণ উচ্চলরাজের শাসনকালে অচিরস্থায়ী অনেকগুলি গোলযোগ দেখা গিয়াছিল। ২০৮

ভীমাদেব, স্বর্গগত কলশদেবের পুত্র ভোজকে হস্তগত করিয়া স্বীয় দলপুষ্টির অভিপ্রায়ে দরদরাজ জগদ্দলকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। ২০৯

সহ্লো হর্ষমহীভর্তুর্দাসীপুত্রোহভবৎ।
ভ্রাতা দর্শনপালস্য সঞ্জপালস্তু তদ্বলম্॥ ২১০
নীতিজ্ঞেন ততো রাজ্ঞা সাম্নৈব দরদীশ্বরঃ।
আক্ষেপাদ্বারিতঃ প্রায়াৎপ্রত্যাবৃত্য নিজাং ভুবম্॥ ২১১
সহ্লস্তমথ্যগাচ্ছন্নং ভোজোবিক্ষৎস্বমণ্ডলম্।
ভেজে সুস্সলদেবস্য সঞ্জপালোনুজীবিতাম্॥ ২১২
গৃহীতার্থেন ভৃত্যেন নিজেনৈব প্রদর্শিতঃ।
ভোজঃ ক্ষিপ্রং নৃপাৎপ্রাপ নিগ্রহং তস্করোচিতম্॥ ২১৩
দেবেশ্বরাত্মজঃ পিথকোপি দ্বৈরাজ্যলালসঃ।
ডামরানাশ্রিতে রাজ্ঞি নির্যাতে ব্যত্রপদ্দিশঃ॥ ২১৪

রাজা হর্ষের এক দাসী পুত্র ছিল। তাহার নাম সহ্ল দর্শনপালের ভ্রাতা সঞ্জপাল তাহার সহায় হইয়াছিল। ২১০

কিন্তু নীতিজ্ঞ রাজা উচ্চলের সামপ্রয়োগে দরদীশ্বর শত্রুতায় বিরত হইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। ২১১

সহ্ল প্রচ্ছন্নভাবে তাহার অনুগমন করিলে ভোজও স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন সঞ্জপাল সুস্সলদেবের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিলেন। ২১২

কিন্তু ভোজের বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা রাজা উচ্চলের নিকট উৎকোচ লইয়া ভোজকে ধরাইয়া দেওয়াতে, ভোজ তস্করবৎ শাস্তি হইয়াছিলেন। ২১৩

দেবেশ্বরের পুত্র পিথও রাজ্যার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু নৃপতি ডামরসৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেই পিথ দূরদেশে পলায়ন করিলেন। ২১৪

বিচারপরিহারেণ ধাবন্তঃ সর্ব্বতো জড়াঃ।
তির্যঞ্চ ইব হাস্তায় প্রসিদ্ধিশরণা জনাঃ॥ ২১৫
মল্লস্থ রামলাখ্যোহং সুস্থুরাসং দিগন্তরে।
অট্টহৃদঃ কশ্চিদেবং চক্রিকাচতুরো বদন্॥ ২১৬
নিন্তে প্রবৃদ্ধিং ব্যামূঢ়ৈর্ব্বহুভির্বিপ্লবপ্রিয়ৈঃ।
ধনমানাদিদানেন ভূমিপৈস্তু ম্যনন্তরৈঃ॥ ২১৭
গ্রীষ্মে প্রবিষ্টঃ কশ্মীরানেকাকী ঘর্ম্মপীড়িতঃ।
ব্যধীয়ত ছিন্ননাসঃ পরিজ্ঞায় নৃপাহুগৈঃ॥ ২১৮
কটকে পর্যটন্নাজ্ঞঃ স এব দদৃশো পুনঃ।
স্বজাত্যুচিতভক্ষ্যাদিবিক্রয়ী সস্মিতং জনৈঃ॥ ২১৯

এইরূপে অনেকানেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পশুবৎ নির্বিচারে চারিদিকে পলায়নপর হইয়া কেবল হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। ২১৫

অট্টহৃদ নামক কুটিলনীতি চতুর একব্যক্তি এইরূপ রটনা করে যে আমি মল্লের পুত্র, আমার নাম রামল; আমি এতদিন দেশান্তরে বাস করিতেছিলাম। তাহার বাক্যে বিমোহিত হইয়া কতিপয় বিপ্লবপ্রিয় সামন্ত তাহার সহিত যোগদান করে। প্রতিবেশী সামন্তরাজারা তাহাকে ধন সম্পদ প্রদান ও রাজোচিত সম্মান দেখাইয়া বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। ২১৬ ২১৭

গ্রীষ্মকাল সমাগত হইলে ঐ ব্যক্তি একাকী কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করে; এবং গ্রীষ্মাধিক্যে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে; রাজার অনুচরগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধৃত করে এবং তাহার নাসিকা ছেদন করিয়া দেয়। ২১৮

সে যখন রাজকটকমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সে জাতীয়

মিথ্যৈব নীতিকৌটিল্যৈঃ ক্রিয়তে ভূদঘশ্রমঃ।
শক্যতেপরথা কর্তুং ন দৈবস্য মনীষিতম্॥ ২২০
শান্তাপি জ্বলতি ক্বাপি ক্বচিদ্দীপ্তাপি শাম্যতি।
দৈববাতবশাচ্ছক্তিঃ পুংসঃ কক্ষাগ্নিসংনিভা॥ ২২১
পলায়নৈর্নাপযাতি নিশ্চলা ভবিতব্যতা।
দেহিনঃ পুচ্ছসংলীনা বহ্নিজ্বালেব পক্ষিণঃ॥ ২২২

নাচ্ছিন্নবহ্নিবিষশস্ত্রশরপ্রয়োগৈ-
র্ন শ্বভ্রপাতরভসেন ন চাভিচারৈঃ।
শক্যা নিহন্তুমসবো বিধুরৈরকাণ্ডে
ভোক্তব্যভোগনিয়তোচ্ছ্বসিতস্য জন্তোঃ॥ ২২৩

ব্যবসায়ানুরূপ ভক্ষ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছিল, লোকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া উপহাস করিয়াছিল। ২১৯

লোকে সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য উন্নতির আশায় কতই না কুটিলনীতি অবলম্বন করে; কিন্তু তাহাদিগের এত পরিশ্রম বৃথা; কেননা দৈবের মনে যাহা আছে, তাহার অন্যথা কে করিবে? ২২০

যেমন দাবানল শান্ত হইয়াও কোথায়ও আবার বায়ুবশে জ্বলিয়া উঠে; কোথায় বা জ্বলিয়াও নিভিয়া যায়; সেইরূপ পুরুষশক্তিকেও অদৃষ্টবলে কখনও উদ্দীপিত কখন বা নির্ব্বাপিত দেখা যায়। ২২১

আরও দেখ, কেহ পলায়ন করিয়াও ভবিতব্যতার হাত ছাড়াইতে পারে না; যেমন পক্ষীর পুচ্ছে অগ্নি লাগিয়া থাকিলে কোথায়ও উড়িয়া যাইলেও তাহার নিস্তার থাকে না, সেইরূপ অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে। ২২২

যতদিন কর্ম্মফল ভোগের অবসান না হয়, ততদিন শত্রুর সহস্র চেষ্টাতেও জীবের জীবন যায় না। বহ্নিপ্রয়োগ, বিষদান, শস্ত্র প্রহার

ভিক্ষাচরঃ সমাদিষ্টবধো জয়মতীগৃহাৎ।
নক্তং বধ্যভুবং নিন্যে বধকৈঃ পার্থিবাজ্ঞয়া ॥ ২২৪
গ্রাব্ণি প্রস্ফোট্য নিক্ষপ্তো বিতস্তায়াং সমীরণৈঃ।
ক্ষিপ্তস্তটং ক্ষণং স্পন্দমানবক্ষাঃ কৃপালুনা ॥ ২২৫
দ্বিজেনৈকেন সংপ্রাপ্তশ্চিরাদুদ্গতচেতনঃ।
আসমত্যভিধানায়া জ্ঞাতির্দিদ্দেতি গৌরবাৎ ॥ ২২৬
শাহিপুত্রীভিরুক্তায়া দত্তশ্চতুরয়া তয়া।
নীতো দেশান্তরং গূঢ়ং ববৃধে দক্ষিণাপথে ॥ ২২৭

শরভেদন প্রভৃতি যাহা কিছু বধোপায় আছে, অকালে প্রয়োগ করিলে কিছুতেই প্রাণনাশ হয় না। ২২৩

ভিক্ষাচরের জীবনে উহা প্রমাণিত হইয়াছে। রাজা কতিপয় ঘাতককে আদেশ দেন, যেন রাজ্ঞী জয়মতীর গৃহ হইতে রাত্রিযোগে ভিক্ষাচরকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া হত্যা করা হয়; ঘাতকেরা তদনুসারে ঐ শিশুকে লইয়া যায় এবং পাষাণে আছাড় দিয়া মৃতবোধে বিতস্তার জলে ফেলিয়া দেয়। শিশুদেহ বায়ুবেগে চালিত হইয়া তটে নিক্ষিপ্ত হয় ও কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার বক্ষস্পন্দন করিতে থাকে। এমন সময় এক কৃপালু ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইয়া শিশুকে স্বগৃহে লইয়া যায়; তথায় তাহার সম্পূর্ণরূপে চেতনা সঞ্চার হয়। ২২৪।২২৫

তৎপরে ব্রাহ্মণ ঐ শিশুকে আশমতী নাম্নী মহিলার হস্তে প্রদান করেন; হর্ষরাজ-মহিষী শাহিপুত্রীরা গৌরব করিয়া রাজকুল-জ্ঞাতি আশমতীকে দিদ্দা নামে সম্বোধন করিতেন; সুচতুরা দিদ্দা সেই শিশুকে সঙ্গোপনে দাক্ষিণাত্যে লইয়া যান ও তথায় শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ২২৬।২২৭

স বৃত্তপ্রত্যভিজ্ঞোথ পুত্রবন্নরবর্ম্মণা।
মালবেন্দ্রেণ শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাভ্যাসমকার্য্যত ॥ ২২৮
অন্যদীয়ং ঘাতয়িত্বা তত্তুল্যবয়সং শিশুম্।
রক্ষিতো জয়মত্যেব স কিলেত্যপরেহব্রুবন্ ॥ ২২৯
দেশান্তরাগতাদ্দূতাত্তাং বার্ত্তামুপলব্ধবান্।
অত এবাভবত্তস্যা ভূভৃদ্বিগলিতাদরঃ ॥ ২৩০
বহিরপ্রতিভিন্দংস্তৎস ধীরো মার্গবর্ত্তিভিঃ।
চক্রে তদপ্রবেশায় সংবন্ধং পার্থিবৈঃ সমম্ ॥ ২৩১
ঈর্ষ্যামগোপয়ন্নার্যাঃ শঙ্কামচ্ছাদয়ন্নৃপোঃ।
স্বয়মন্তাভিগম্যস্থং করোতি হি জড়ো জনঃ ॥ ২৩২

মালবেন্দ্র নরবর্ম্মা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরিচয় জানিতে পারিলেন এবং স্বীয় রাজধানীতে রাখিয়া পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্রাদি বিদ্যা বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। ২২৮

রাজ্ঞী জয়মতী ভিক্ষাচরের তুল্যবয়স অন্য এক শিশুকে ঘাতকহস্তে সমর্পণ করিয়া, রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এরূপ একটা জনরবও শুনিতে পাওয়া যায়। ২২৯

রাজা বিদেশাগত দূতমুখে এই ব্যাপার অবগত হইয়া একার্য্য রাজ্ঞী জয়মতীর দ্বারা হইয়াছে মনে করিয়া, রাজ্ঞীর প্রতি ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠেন। ২৩০

কিন্তু মনোগত ব্যাপার কিছুমাত্র বাহিরে প্রকাশ না করিয়া, সুধীর নৃপতি কাশ্মীর-প্রান্ত-দেশীয় রাজন্যগণের সহিত এরূপ সন্ধিবন্ধন ও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলেন, যাহাতে উত্তরকালে ভিক্ষাচর কাশ্মীর-রাজ্যে প্রবেশ কালীন পথ না পান। ২৩১

ভিক্ষাচরে হতে বালং কঞ্চিদাদায় তৎসমম্।
তন্নাম্না খ্যাতিমনয়দ্দিদ্দেত্যপরেহব্রুবন্ ॥ ২৩৩
তথ্যেন সোহস্ত মিথ্যা বা প্রতিষ্ঠাং তাং তথাপ্তবান্।
যথা লঘুত্বমানেতুং ন দৈবেনাপ্যশক্যত ॥ ২৩৪
স্বপ্নেন্দ্রজালমায়ানামপি নির্ব্বিষয়া ইমাঃ।
কর্ম্মবৈচিত্র্যজনিতাঃ কাশ্চিদাশ্চর্য্যবিপ্রুষঃ ॥ ২৩৫
স রাজবীজী নাশায় বিশাং প্রচ্ছং ব্যবর্দ্ধত।
পুরগ্রামাদিদাহায় কক্ষান্তরিব পাবকঃ ॥ ২৩৬

যিনি নারীর নিকটে হৃদয়গত ঈর্ষ্যা গোপন না করেন; শত্রুর নিকট আন্তরিক আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন না রাখেন; তিনি মূঢ়জনের ন্যায় সহজে অপরের দ্বারা পরাভূত হইবার মত কার্য্য করেন। ২৩২

পক্ষান্তরে, অনেকের মুখে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভিক্ষাচরকে নিহত দেখিয়া, দিদ্দা অপর একটী তৎসদৃশ শিশুকে ভিক্ষাচর নামে দাক্ষিণাত্যে পরিচিত করাইয়া ছিলেন। ২৩৩

একথা সত্য হউক কিম্বা মিথ্যা হউক, কিন্তু মালবদেশে ভিক্ষাচর যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যশোলাঘব করা দৈবেরও অসাধ্য ছিল। ২৩৪

বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাক্তন কর্ম্মবশে যে সকল আশ্চর্য্যফল দেখা যায়, তাহা স্বপ্নের অগোচর, ইন্দ্রজালের অসাধ্য ও মায়ার অতীত। ২৩৫

সেই রাজবংশজাত ভিক্ষাচর গোপনভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, শুষ্ক লতাচ্ছিত গূঢ় অনলের ন্যায়, প্রজাকুলের বিনাশার্থ এবং নগর ও গ্রামাদির দাহনার্থই যেন রক্ষিত হইয়াছিল। ২৩৬

রোহত্যন্তিকসীমনি প্রতিবিষা বীরুদ্বিষক্ষ্মারুহঃ
কালে প্রাবৃড়ুপক্রতাচ্ছসলিলে মূর্চ্ছত্যগস্ত্যোদয়ঃ।
সর্গচ্ছেদবিধিক্ষমাস্নুদয়তো দৃষ্ট্বা কিলোপদ্রবা-
ন্সংধত্তে প্রতিকারকল্পনমহো দীর্ঘাবলোকী বিধিঃ॥ ২৩৭
অজায়ত বিপন্মজ্জজ্জগদুদ্ধরণক্ষমঃ।
তস্মিন্নেব ক্ষণে যস্মাৎস্সুস্সলক্ষ্মাপতেঃ সুতঃ॥ ২৩৮
তজ্জন্মকালাদারভ্য সর্বতো জয়মার্জ্জয়ন্।
নামান্বর্থং নৃপস্তস্য জয়সিংহ ইতি ব্যধাৎ॥ ২৩৯
শাস্তুঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধাখ্যা যথা সর্ব্বার্থসিদ্ধিভিঃ।
তথা তস্যাভিধান্বর্থা নাত্যজদ্রূঢ়িশক্ততাম্॥ ২৪০

বিষবৃক্ষের সন্নিকটেই বিষনাশিনী লতা জন্মিতে দেখা যায়; বর্ষার উপদ্রবে সলিলের স্বচ্ছতা নাশ হইলেই পুনরায় অগস্ত্যের উদয় হয় (অগস্ত্যোদয় হইলেই জল নির্ম্মল হয়); সৃষ্টিনাশকারী উপদ্রবসমূহ প্রাদুর্ভূত হইলেই, দীর্ঘদর্শী বিধাতা তৎসমূহের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য প্রতিকার কল্পনা করেন। ২৩৭

যেহেতু, ঠিক সেই সময়েই সুস্সল নরপতির একটি নবকুমার বিপদ সলিলে নিমগ্ন প্রায় জগতের উদ্ধারে সমর্থ হইয়াই (যেন) জন্মিয়াছিল। ২৩৮

এই শিশুর জন্মসময় হইতেই জয়শ্রী অর্জ্জিত দেখিয়া নৃপতি স্বীয় পুত্রের জয়সিংহ এই সার্থক নাম রাখিয়াছিলেন। ২৩৯

যেমন ধর্ম্মপ্রচারক শাক্য সিংহের অপর নাম সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, সর্ব্ব প্রকার সিদ্ধি লাভ হেতু সার্থক ও তাহাতেই রূঢ় হইয়া আছে,

সুত্রাং সকুঙ্কুমস্তাঙ্কে্যস্তদীয়স্তাভ্যুপাগতাম্।
বিলোকোচ্চলদেবোভূদ্বিমন্যুর্ভ্রাতরং প্রতি ॥ ২৪১
বালস্যৈবাঙ্ঘ্রিমুদ্রাস্তু বৈরং পিতৃপিতৃব্যয়োঃ।
নিবারয়ন্তী বিদধে সুস্থিতং মণ্ডলদ্বয়ম্ ॥ ২৪২
স স্বর্গিণঃ পিতুর্নাম্না ততঃ সুকৃতসিদ্ধয়ে।
চকারোচ্চলভূপালঃ পৈতৃকে স্থণ্ডিলে মঠম্ ॥ ২৪৩
গোভূমিহেমবস্ত্রান্নদাতা তস্মিন্মহোৎসবে।
আশ্চর্যকল্পবৃক্ষত্বং ত্যাগী সর্ব্বার্থিনামগাৎ ॥ ২৪৪
প্রসাদৈঃ প্রহিতৈস্তেন মহার্ঘৈঃ শ্লাঘ্যসংপদা।
মহান্তোপি দিগন্তেষু পার্থিবা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২৪৫

সেইরূপ জয়সিংহ এই শব্দার্থানুগত আখ্যাও সামান্য ভাবে ব্যবহৃত হইলেও রূঢ়ি শব্দের শক্তিচ্যুত হয় নাই। ২৪০

শিশুর কুঙ্কুম-রাগ-রক্ত চরণতলে চিহ্নাদি দেখিয়া উচ্চল রাজাও ভ্রাতার প্রতি বৈরভাব পরিত্যাগ করিলেন। ২৪১

বালকের চরণ চিহ্নই পিতা ও পিতৃব্যের শক্রতা বিদূরিত করিল; তখন উভয় রাজ্যই (কাশ্মীর ও লোহর) সুস্থভাবে রহিল। ২৪২

তদনন্তর স্বীয় বংশের ভাবী প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা করিয়া রাজা উচ্চল বাসভবনের উপরি স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে পুণ্যার্থে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিলেন। উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠাকালে মহোৎসব হইয়াছিল। দানশীল রাজা সর্ব্বপ্রকার প্রার্থীদিগকে গো, ভূমি স্বুবর্ণ বস্ত্র ও অন্নদান করিয়া অদ্ভুত কল্পতরুর ন্যায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২৪৩।২৪৪

উচ্চলের সম্পদের সীমা ছিল না, তিনি প্রান্তদেশীয় সামন্ত রাজগণকে ও অন্যান্য প্রদেশীয় রাজগণকে যে সকল মহামূল্য

ভর্তৃপ্রসাদাধিগতাং শ্রিয়ং নেতুং পরার্দ্ধ্যতাম্।
বিহারং সমঠং দেবী জয়মত্যপি নির্ম্মমে ॥ ২৪৬
কেষাংচিৎপূর্ব্বপুণ্যানাং বিরহেণ মহীভুজঃ।
হৃতাভীষ্টাভিধানোভূন্মঠো নবমঠাখ্যয়া ॥ ২৪৭
সুল্লাং স্বসারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্নস্থণ্ডিলে পিতুঃ।
বিহারোপি কৃতস্তেন নোচিতাং খ্যাতিমাযযৌ ॥ ২৪৮
মৃত্যোর্ম্মস্তকপাতিত্বং তস্যাকলয়তঃ কিল।
ন নিষ্ঠাং স্বপ্রতিষ্ঠাসু সংপ্রপেদে ব্যয়স্থিতিঃ ॥ ২৪৯

উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে তাঁহারা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। ২৪৫

দেবী জয়মতীও ভর্ত্তার প্রসাদে প্রচুর সম্পদ লাভ করিয়া স্বয়ং মঠ যুক্ত একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। ২৪৬

কিন্তু রাজার পূর্ব্বজন্মের কোন পাপ ছিল বলিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠটীকে লোকে "নব মঠ" বলিত, প্রকৃত নাম কেহই করিত না। ২৪৭

এমন কি তদীয় সোদরা সুল্লার নামেও নব মঠের নিকটে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নামানুরূপ খ্যাতি প্রাপ্ত হয় নাই। ২৪৮

হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে এই চিন্তা তাহার মনে উদিত না হওয়ায় সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিহারের নিত্য সেবার জন্য কোনরূপ স্থায়ী বৃত্তির বিধান করেন নাই। ২৪৯

কদাচিৎক্রমরাজ্যস্থো দ্রষ্টুমগ্নিং স্বয়ংভুবম্।
যযৌ বর্হপচক্রাখ্যং গিরিগ্রামং স ভূপতিঃ॥ ২৫০
তং কম্বলেশ্বরগ্রামাধ্বনা যান্তমবেষ্টয়ন্।
অকস্মাদেত্য তত্রত্যাশ্চৌরাশ্চণ্ডালশস্ত্রিণঃ॥ ২৫১
প্রজিহীর্ষু র্ভিরপ্যাশু তস্মিন্নত্যল্পসৈনিকে।
ন তৈঃ প্রহৃতমুদ্রোজো বষ্টম্ভস্তম্ভিতায়ুধৈঃ॥ ২৫২
অথ হারিতমার্গঃ স গহনে গিরিগহ্বরে।
ভ্রমন্নল্পানুযায়্যেকাং ক্ষণদামত্যবাহয়ৎ। ২৫৩
উচ্চচার ক্ষণে তস্মিন্স্কন্ধাবারেষু দুঃসহা।
নাস্তি রাজেতি দুর্ব্বার্ত্তা সর্ব্বতঃ ক্ষোভকারিণী॥ ২৫৪
কটকাগ্নিঃস্থতাত্মা বাত্যেব গিরিগহ্বরাৎ।
সা দুষ্প্রবৃত্তির্দীর্ঘত্বং পুরেবণ্য ইবাসদৎ॥ ২৫৫

কোন সময়ে রাজা স্বয়ম্ভু অগ্নি দেখিবার জন্য ক্রমরাজ্যে উপস্থিত ন, তথা হইতে বর্হ-চক্র নামক গিরি গ্রামে গমন করেন। ২৫০

যে সময়ে রাজা কম্বলেশ্বর গ্রামের পথে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তত্রত্য সশস্ত্র চণ্ডাল চৌরেরা তাঁহার উপর অস্ত্রঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের হস্ত স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। ২৫১—২৫৩

অনন্তর তিনি সেই দুর্গম গিরিগহ্বরে পথ ভ্রষ্ট হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণে যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ২৫৩

ইত্যবসরে সেনানিবাসে "রাজা নাই" এরূপ একটা গুজব প্রচারিত হওয়ায় সৈন্যদল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ২৫৪

যেমন গিরিগহ্বর হইতে সামান্য বাত্যা উঠিয়া ক্রমশঃ সমস্ত

নগরাধিকৃতস্তস্মিন্ক্ষণে চ্ছুড্ডাভিধোঽভবৎ।
শস্ত্রিণঃ কামদেবস্য কুল্যো রড্ডাদিদোদরঃ॥ ২৫৬
কৃত্বা পুরক্ষোভশান্তিং শস্ত্রোকঃ স নৃপাস্পদে।
প্রবিশ্য ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং কার্যশেষমচিন্তয়ৎ॥ ২৫৭
নৃপং কং কুর্ম্ম ইত্যেবং তাবিচিন্তয়তোঽব্রবীৎ।
সড্ডাভিধোঽপি কায়স্থঃ কুটুম্বিকুটিলাশয়ঃ॥ ২৫৮
যূয়মেব সুহৃদ্বন্ধুভৃত্যবাহুল্যাদুর্জ্জয়াঃ।
রাজ্যং কুরুত সংপ্রাপ্য রাষ্ট্রমেবমকণ্টকম্॥ ২৫৯
তেনৈবমুক্তাস্তে পাপা জাতরাজ্যস্পৃহাস্ততঃ।
সিংহাসনাধিরোহায় ক্ষিপ্রমাসন্নমুগ্ধতাঃ॥ ২৬০

অরণ্যকে বিচলিত করে, সেইরূপ এই সামান্য ঘটনা রাজধানী মধ্যে প্রচারিত হইয়া একটা বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছিল। ২৫৫

কামদেব নামক কোন সৈনিকের কুলজাত রড্ডাদির সহচর চ্ছুড্ডা নামক একব্যক্তি তৎকালে নগরাধিকারী ছিল। সে কোনরূপে নগরের চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজভবনে প্রবেশ করিয়া শেষ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিল। কাহাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করা হইবে" এই চিন্তায় যখন তাহারা ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে রাজকুটুম্বদিগের মধ্যে চক্রান্ত ঘটাইবার উদ্দেশে সড্ডা নামক একজন কায়স্থ বলিল—দেখ তোমরা এক্ষণে সুহৃদ, বন্ধু ও বহুল ভৃত্যবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায়, দুর্জ্জয় বল সম্পন্ন; অতএব এই অনায়াস-লব্ধ রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ কর। ২৫৬—২৫৯

তাঁহার এই কথা শুনিয়া সেই পাপিষ্ঠদিগের অন্তঃকরণে

শ্রীযশস্করদেবস্ত বংশ্যা এত ইতি শ্রুতিঃ।
তদন্বয়েভূৎসর্ব্বেষাং রাজ্যোৎসুক্যপ্রদায়িনী ॥ ২৬১
অত এবাভজংস্ক্রোধং তেষাং কুসুহৃদুক্তিভিঃ।
সা বাসনান্তঃসংলীনা সদাচারানপেক্ষিণাম্ ॥ ২৬২
কথং ন প্রতিভাত্বেষা সড্ডস্তাপি কুপদ্ধতিঃ।
ভারিকস্ত কুলে জাতো লবটস্ত হি সোধমঃ ॥ ২৬৩
ক্ষেমদেবাভিধানস্ত পুত্রোপ্যম্নিয়োগিনঃ।
ক্রূরাশয়ত্বমভজন্মহাসাহসিকোচিতম্ ॥ ২৬৪
চৌর্য্যেণ স্বর্ণভৃঙ্গারং হৃতবান্নৃপতের্গৃহাৎ।
সম্ভাবিতোপি গাম্ভীর্য্যাজ্ঞায়ি স কিলেঙ্গিতৈঃ ॥ ২৬৫

রাজ্যলিপ্সা জাগিয়া উঠিল এবং সত্বরে সিংহাসনে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল। ২৬০

এইরূপ জনপ্রবাদ আছে—ইহারা যশস্করদেবের বংশ সম্ভূত। এই বংশের উৎপন্ন সকলেরই রাজা হইবার ঔৎসুক্য জন্মিত। ২৬১

এইজন্যই এই সদাচার পরিভ্রষ্ট পাপিষ্ঠেরা কুবুদ্ধি মিত্রের বাক্যে রাজদ্রোহী হইত এবং সর্ব্বদাই অন্তরে রাজ্য বাসনা পোষণ করিত। ২৬২

সড্ড কেন এই কুকার্য্যকে মনে উদিত হইতে না দিবে? সে নরাধম, লবট নামক এক ভারবাহকের কুলে জন্মিয়াছিল। ২৬৩

ক্ষেমদেব নামক কোন ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর এক পুত্রও দুঃসাহসিক-সুলভ ক্রূরভাবাপন্ন হইয়াছিল। ২৬৪

ইতঃপূর্ব্বে রাজভবন হইতে সে একটা স্বর্ণভৃঙ্গার অপহরণ করে; আকার ইঙ্গিতে উহাকে সন্দেহ হয়, কিন্তু সে ধূর্ত্ত এরূপ গাম্ভীর্য্যভাব প্রকাশ করিয়াছিল যে আর ধরা পড়িল না। ২৬৫

সাসিধেনুর্নিরুক্কীযো বিহসন্নখিলান্নৃণাৎ।
রাজপুত্র ইবাত্মানং স ত্রৈলোক্যমমন্যত ॥ ২৬৬
তস্য চিন্তা কাচিদাসীৎসদা দোলায়তোঙ্গুলীঃ।
যা রাজ্যহেতুঃ ক্রূরেণ ফলেন সমভাব্যত ॥ ২৬৭
তদ্গিরা নিজসংকল্পাদপি তে রাজ্যলালসাঃ।
নৃপং জীবন্তমাকর্ণ্য ততোভূবন্‌হতস্পৃহাঃ ॥ ২৬৮
ন স্ফুরন্ন চ সংমীলন্ন বা সুপ্ত ইবানিশম্‌।
তেষাং চেতসি সংকল্পস্তদাপ্রভৃতি সোভবৎ ॥ ২৬৯
অসুস্থিরাদরেণাথ শনকৈঃ পৃথিবীভুজা।
নিক্ষিপ্তে মধ্যমাং বৃত্তিং রাজস্থানান্নিবার্য তে ॥ ২৭০

সে তরবারি লইয়া নগ্নশিরে বেড়াইত; সকল লোককেই হাস্য বিদ্রূপ করিত; যেন এক রাজপুত্র; সমস্ত ত্রৈলোক্যও তাহার পক্ষে যেন সামান্য বস্তু। ২৬৬

সে সর্ব্বদাই অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া কি এক চিন্তা করিত; তাহার যে রাজ্যলাভের জন্যই চিন্তা, তাহা তাহার কটুফলেই প্রমাণিত হইয়াছিল। ২৬৭

তাহার বাক্যে এবং নিজেদের সঙ্কল্পেও বটে, ছুড্ডাদিরা রাজ্যলোলুপ হইয়াছিল, কিন্তু যেমন সংবাদ আসিল, রাজা উচ্চল জীবিত আছেন, অমনি তাহারা হতাশ হইয়া পড়িল। ২৬৮

তদবধি তাহাদিগের চিত্তে রাজা হইবার সঙ্কল্প সর্ব্বক্ষণ জাগরূক ছিল, স্পষ্টতঃ বাহিরে প্রকটিত না হইলেও, দিবানিশি যেন, না সুপ্ত না উন্মীলিত, ভাবে থাকিত। ২৬৯

রাজার আদর ক্রমশঃ লোপ পাইল তাহারা রাজসভার কর্ম্ম হইতে পদচ্যুত হইল, সামান্য কার্য্যে রহিল মাত্র। ২৭০

প্রকৃত্যা রুক্ষবাগ্রাজা সর্ব্বেষামেব সর্ব্বদা।
তেষামপ্যকরোদত্রান্তরে মর্ম্মস্পৃশঃ কথাঃ॥ ২৭১
তে রাজ্যে হর্ষভূভর্ত্তুঃ পিতরি প্রময়ং গতে।
মাতুস্তারুণ্যমত্তায়া বিধবায়া গৃহেবসন্॥ ২৭২
তৈর্ম্মস্তাসত্তকো নাম শস্ত্রভৃৎপ্রাতিবেশ্মিকঃ।
সুহৃদ্ধতোথ বিশ্বস্তো জননীজারশঙ্কয়া॥ ২৭৩
অসতীমপি কিং নৈতে স্বগৃহ্ণন্নিতি ভূপতিঃ।
বিচার্য কোপাত্তন্মাতুর্নাসাচ্ছেদমকারয়ৎ॥ ২৭৪
তাং কথাং স নৃপস্তেষাং পরোক্ষমুদঘোষয়ৎ।
ক্ব পুত্রাশ্ছিন্ননাসায়া এদন্নিত্যন্বিয়েষ চ॥ ২৭৫

রাজা সকলকেই সর্ব্বদা রুক্ষ বাক্য বলিতেন; এই অবসরে তাহাদিগকেও মর্ম্মান্তিক বাক্য বলিতে লাগিলেন। ২৭১

হর্ষ রাজার শাসনকালে তাহাদিগের পিতার মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের বিধবা মাতা যৌবনমত্তা ছিল। তাহারা মাতার গৃহেই থাকিত। মস্তাসত্তক নামক সৈনিক তাহাদিগের প্রতিবেশী, বিশ্বস্ত ও সুহৃদ ছিল, উহারা ঐ ব্যক্তিকে জননীর জার মনে করিয়া বধ করে; ভূপতি এই ব্যাপারের তদন্ত করেন ও বিচার করিয়া স্থির করেন যখন উহাদের মাতা অসতী, তখন উহারা কেন তাহার নিগ্রহ করিল না, অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত রমণীর নাসা কর্ণ ছেদনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন। ২৭২—২৭৪

নৃপতি প্রায়ই তাহাদের অসাক্ষাতে ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, সেই ছিন্ননাসার পুত্রেরা কোথায়? ইহার উপর নাসিকা ছেদন ঘটনা স্বয়ং বর্ণনাও করিয়াছিলেন। ২৭৫

বৃহদ্গঙ্গাদিগঞ্জেশং কৃত্বা কার্যাদ্ব্যবারয়ৎ।
স কায়স্থকৃতান্তস্তং ভজল্লড্ডমপি প্রভুঃ॥ ২৭৬
পীড়িতস্তেন রৌদ্রেণ নিজোথ গণনাপতিঃ।
কোশোৎপত্ত্যপহর্ত্তারং তং নৃপায় ন্যবেদয়ৎ॥ ২৭৭
প্রবেশভাগিকপদে হৃতে রাজ্ঞা রুষা ততঃ।
স ক্রূরো রড্ডচ্ছুড্ডাদীন্ প্রৈরয়ৎ পূর্ব্বচিন্তিতে॥ ২৭৮
জিঘাংসবস্তে নৃপতিং প্রসঙ্গাপেক্ষিণঃ পরৈঃ।
সমগংসত দুষ্প্রজ্ঞৈরথ হংসরথাদিভিঃ॥ ২৭৯
প্রজিহীর্ষুভিরুর্ব্বীশং পীতকোশৈঃ সমেত্য তৈঃ।
চতুষ্পঞ্চানি বর্ষাণি নাবাপ্যবসরঃ ক্বচিৎ॥ ২৮০

কায়স্থদিগের পক্ষে কৃতান্ততুল্য নরপতি যদিও পূর্ব্বে সড্ডকে বৃহদ্গঙ্গাদি গঞ্জের অধিকার দিয়াছিলেন; অধুনা তাহাকে তৎপদ হইতে অপসারিত করিলেন। ২৭৬

অনন্তর একদিন সড্ডের অধীনস্থ হিসাবরক্ষক তৎকর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া রাজসমীপে নিবেদন করে যে, সড্ড বহুপরিমাণে রাজকোষ অপহরণ করিয়াছে। ২৭৭

রাজা তচ্ছ্রবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রবেশভাগিকের কর্ম্ম হইতে অপসারিত করিলেন; তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা সড্ড রড্ড-ছুড্ডাদিকে পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত রাজদ্রোহের পরামর্শে প্ররোচিত করিল। ২৭৮

তখন তাহারা রাজাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইল এবং হংসরথ প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় দুর্বুদ্ধি ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। ২৭৯

তাহারা কোশ পান করিয়া রাজহত্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল বটে

বহুভির্বহুধা ভিন্নৈর্বহুকালং বিচিন্তিতঃ।
ন ভেদমগমন্মন্ত্রঃ স চিত্রং লোকদুষ্কৃতৈঃ॥ ২৮১
তবৈতাং কুরুতে শঙ্খনৃপো মর্ম্মস্পৃশং কথাম্।
ইতি প্রত্যেকমুক্তা তে বিরাগং পার্থিবেভজন্॥ ২৮২
তৈরুরঃপার্শ্বপৃষ্ঠাদি গূঢ়ৈর্ব্বর্ম্মভিরায়সৈঃ।
প্রচ্ছাদ্য পার্থিবোজস্রমন্বসজ্রে জিঘাংসুভিঃ॥ ২৮৩
অসহো বিরহং সোঢ়ুং যাং প্রসাদয়িতুং ন কাম্।
রাজাপি সংদধে চেষ্টাং প্রাক্প্রাকৃতভুজঙ্গবৎ॥ ২৮৪
স্বভাববৈপরীত্যেন নাশচিহ্নেন স স্থিরাম্।
জয়মত্যা সকাপ্রীতিং তদাদাদ্বৎসরদ্বয়ম্॥ ২৮৫

কিন্তু চারি পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে কোন সময়ে রাজাকে প্রহার করিবার অবসর পায় নাই। ২৮০

বহুকাল হইতে এই ষড়যন্ত্র চলিতেছিল; অনেক লোকও ইহাতে যোগ দিয়াছিল; তাহাদিগের মধ্যে মতভেদও ছিল; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! পূর্ব্বে প্রজাদিগের দুর্ভাগ্য বশতই এই চক্রান্তের ব্যাপার প্রকাশ পায় নাই। ২৮১

"রাজা তোমাকেই ত সেই মর্ম্মভেদী বাক্য বলিয়াছেন" এই কথা তাহারা পরস্পরকে বলিয়া রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যাপারটি সজীব রাখিয়াছিল। ২৮২

রাজজিঘাংসুরা, সর্ব্বদাই স্ব স্ব উরু, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ লৌহ বর্ম্মাবৃত করিয়া সর্ব্বদা রাজার অনুসরণ করিত। ২৮৩

পূর্ব্বে যিনি জয়মতীর বিরহ সহনে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রাজা হইয়াও কত যত্নই না করিয়াছেন; সেই রাজা,

রক্ষাং ভিক্ষাচরস্তাহুর্নিমিত্তং তত্র কেচন।
কেচিত্তু, বিদ্যুৎসদৃশীং প্রেম্নাং তরলবৃত্তিতাম্ ॥ ২৮৬
অথ বর্তুলভূভর্তুরাত্মজা বিজ্জলাভিধা।
কৃতপাণিগ্রহাস্যাপাদাস্তভ্যং বসুধাভুজঃ ॥ ২৮৭
সংগ্রামপালে নৃপতৌ তস্মিন্নবসরে মৃতে।
তৎস্নুঃ সোমপালাখ্যঃ পিত্র্যং রাজ্যং সমাদধে ॥ ২৮৮
রাজ্যার্হমগ্রজং বদ্ধা সোভ্যষিচ্যত চাক্রিকৈঃ।
ইতি কোপাস্নরেন্দ্রোভূৎক্রুধ্যন্রাজপুরীং প্রতি ॥ ২৮৯

আজ দুই বৎসর ধরিয়া জয়মতীকে গভীর অশ্রদ্ধা দেখাইয়া আসিতে-ছেন; স্বভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তন বিনাশ কালের পূর্ব্ব লক্ষণ। ২৮৪।২৮৫

জয়মতীর প্রতি রাজার এতাদৃশ বীতরাগ হইবার কারণ, কেহ কেহ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে জয়মতী ভিক্ষাচরকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন; রাজা তাহা অবগত হইয়াই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েন। কোন কোন ভাবুকের মত এই, প্রেমের গতিই বিদ্যুৎ সদৃশ তরল; কোথাও চির স্থির থাকে না। ২৮৬

অনন্তর ভূপতি বর্ত্তুল দেশাধিপতির কন্যা বিজ্জলার পাণিগ্রহণ করিলেন, তিনি ভর্ত্তার সাতিশয় প্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলেন। ২৮৭

এই সময়ে রাজা সংগ্রামপালের মৃত্যু হয়; তৎপুত্র সোমপাল পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। ২৮৮

চক্রান্তকারীরা রাজার্হ তদীয় অগ্রজকে কারাবদ্ধ করিয়া সোম-পালকে অভিষিক্ত করিয়াছে, এই বার্ত্তা পাইয়া নরপতি রাজপুরীর রাজ্যের উপরি সক্রোধ হইয়াছিলেন। ২৮৯

লক্ষ্মীস্থৈর্য্যপ্রতিভুবঃ পুত্র্যাঃ পাণিমজিগ্রহৎ।
স্থাপঃ সৌভাগ্যলেখায়াঃ সোমপালেন রাজতা॥ ২৯০

অর্থিচিন্তামণেস্তস্য প্রীণতো নিখিলাঃ প্রজাঃ।
নানাব্যয়োর্জ্জিতো রেজে পশ্চিমঃ স মহোৎসবঃ॥ ২৯১

যাতে জামাতরি স্বাভূচ্চক্রে নিখিলতন্ত্রিণঃ।
নির্বৃত্তীঃ কিমপি ক্রুধান্দ্রুক্‌কুস্ত ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ২৯২

ভোগসেনোপি ভূপেন কালে তস্মিন্সমন্যুনা।
নিবারিতো দ্বারকার্য্যাৎসবৈরঃ সমপদ্যত॥ ২৯৩

বিক্রান্তঃ স হি কার্য্যস্থো নির্জ্জিতাখিলডামরঃ।
সুসললক্ষ্মাপতিং জেতুং প্রতস্থে লোহরং পুরা॥ ২৯৪

রাজা সোমপালের দ্বারা সুস্থিরা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় স্বীয় তনয়া সৌভাগ্যলেখার পাণিগ্রহণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। ২৯০

প্রজাবর্গের প্রীতি সম্পাদন জন্য এই বিবাহোৎসবে দানশীল রাজা প্রভূত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন। এই উৎসবই তাঁহার জীবনের শেষ উৎসব হইয়াছিল। ২৯১

তাঁহার জামাতা প্রস্থান করিবার পর, তিনি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তন্ত্রীদিগকে বৃত্তিচ্যুত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কর্ম্মচারী-দিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন। ২৯২

এই সময়ে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারপতি ভোগসেনকে দ্বার রক্ষা কার্য্য হইতে অপসারিত করায়, তিনিও তাঁহার শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ২৯৩

ভোগসেন অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন। তিনি দ্বারপতিত্বে নিযুক্ত থাকা কালীন ডামরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, সুসসলকে জয়

বাৎসল্যমিশ্রং বৈরেণ বারিতোঽথ মহীভুজা।
তৎপরীবাদমকরোচ্চ ক্রোধাবেত্য তচ্চ সঃ॥ ২৯৫
প্রাবেশয়ন্রড্ডছুড্ডমুখাস্ত সমন্নান্তরম্।
তমাদিমসুহৃদং বীরং তদা রাজ্ঞা বিমানিতম্॥ ২৯৬
বিমানিতা বিশলেচ্ছাঃ সংহৃতা হৃতবৃত্তয়ঃ।
ন তে বহিষ্কৃতাস্তেন যমরাষ্ট্রং জিগীষতা॥ ২৯৭
তান্ ভোগসেনবিক্রান্তসদ্ভাবান্ কুটিলাশয়ঃ।
সড্ডো নিনিন্দ বীরত্বাত্তং জানন্সরলান্তরম্॥ ২৯৮
উচে চাত্রৈব হিত্বাপি প্রাণান্ন্যাপাস্ততাং নৃপঃ।
ভোগসেনোঽন্যথা ভেদং কুর্যাদগহনাশয়ঃ॥ ২৯৯

করিবার জন্য লোহরে যাইতে চাহিয়াছিলেন। তখন রাজার সহিত সুস্সলের বিরোধ চলিলেও, ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তাহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাতে ভোগসেন রাজার নিন্দা করেন, কোন ক্রমে রাজা এই নিন্দাবাদ শুনিতে পাইয়া ভোগসেনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ২৯৪।২৯৫

রাজা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সুহৃদকে এইভাবে নিগৃহীত করায়, রড্ড এবং ছুড্ড সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। ২৯৬

রাজা যেন যমরাজ্য-জয়-প্রয়াসী হইয়াই নিগৃহীতদিগকে, বৃত্তিচ্যুত ও একনিষ্ঠ বিদ্রোহীদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন নাই। ২৯৭

কূটবুদ্ধি সড্ড ভোগসেনের বীরত্ব দর্শনে তাহাকে সরল প্রকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। এইজন্য তাহাকে দলভুক্ত করায়, সে রড্ড ও ছুড্ড প্রভৃতিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—"আমাদের

অন্যথাভূম সড্ডোক্তং ভোগসেনো যদব্রবীৎ।
কিঞ্চিদ্রহোঽস্মি বক্তেতি নৃপতিং ভেদলালসঃ॥ ৩০০
স তু কিং বক্ষি ন দ্বারং তব দাস্যামিতি ব্রুবন্।
ছত্রক্ষুপক্কপ্রণয়ং নিঙ্গে তমবমানয়ন্॥ ৩০১
প্রবোধাধায়িনো দ্বেষ্টি নির্য়তিপ্রণয়ীভবন্।
তপাত্যয়াহনিদ্রার্ত্ত ইব জন্তুর্গতস্মৃতিঃ॥ ৩০২
তন্নিশো যামিকা ভূত্বা স্বস্মিন্নারে ততোবিশন্।
তে রাজধানীং সংনদ্ধৈঃ স্বৈঃসৈন্যৈঃ সহ সংহতাঃ॥ ৩০৩

প্রাণ দিতে হয় সেও ভাল, তবুও অন্য রাজাকে বধ করিতে হইবে।" নতুবা সরলবুদ্ধি ভোগসেন ষড়যন্ত্রের কথা রাজার নিকটে প্রকাশ করিয়া দিবে। ২৯৮।২৯৯

সড্ডের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। ভোগসেন রাজার নিকটে এই বিদ্রোহবার্ত্তা প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—মহারাজ! গোপনে আপনাকে একটা কথা বলিব। উত্তরে রাজা বলিয়াছিলেন—তুমি আমাকে কি বলিবে? আমি তোমাকে কখনই পুনরায় দ্বারপতিত্বে নিয়োগ করিব না। রাজার এই অপমানসূচক বাক্যই তাহাকে বিদ্রোহীদলে যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছিল। ৩০০।৩০১

দিবসের উত্তাপ বিগত হইলে, যেমন নিদ্রাতুর ব্যক্তি সন্ধ্যা সমাগম বিস্মৃত হয় এবং কেহ তাহাকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয়, সেইরূপ রাজাও মৃত্যু আসন্ন বলিয়া ভোগসেনের প্রবোধ বাক্যে বিরক্ত হইয়াছিলেন। ৩০২

তন্ত্রীসৈন্যগণ প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব পালাক্রমে সুসজ্জিত অনুচরগণ সহিত রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। ৩০৩

স্বামিন্তাং যং স্বয়ং হন্মস্তং হন্তেত্যভিধায় চ।
প্রাবেশয়ন্নাত্তচিহ্নাংশ্চণ্ডালান্মণ্ডপান্তরম্ ॥ ৩০৪
ভুক্তোত্তরং স্থিতে রাজ্ঞি তে বাহ্যে মণ্ডপে স্থিতাঃ।
সরোষো নৃপ ইত্যুক্ত্বা সেবকোৎসারণং ব্যধুঃ ॥ ৩০৫
রাজা চ বিজ্জলাবেশ্ম যিয়াসুর্মণ্ডপান্তরাৎ।
দীপিকাভিঃ কৃতালোকো নির্যযৌ মদনালসঃ ॥ ৩০৬
মধ্যমং মণ্ডপং সড্ডো রুদ্ধান্বানরুণজ্জনান্ ॥ ৩০৭
অন্যৈরপ্যগ্রিমে দ্বারে নিরুদ্ধে সর্ব্ব এব তে।
জিঘাংসবঃ সমুত্থায় নৃপতিং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩০৮

ইত্যবসরে কতকগুলি চণ্ডালকেও তাহারা রাজভবনের অন্যতম গৃহে এইরূপ বলিয়া সঙ্কেত চিহ্ন দিয়া প্রবেশ করাইয়াছিল যে—"অদ্য রাত্রিতে আমরা যাহাকে প্রহার করিব, তোরাও তাহাকে মারিবি"। ৩০৪

রাজা নৈশভোজনের পর উপবেশন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে মণ্ডপের বাহিরে অবস্থিত তন্ত্রীসৈন্যগণ রাজভৃত্যবর্গকে বলিল—রাজা তোমাদের উপর কুপিত হইয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহার সম্মুখে যাইও না। ৩০৫

সেই সময় মদনালস রাজা মহিষী বিজ্জলার মন্দিরে গমন মানসে অন্তগৃহ হইতে দীপালোকধারী কয়েকজন অনুচর সহ বাহির হইলেন। ৩০৬

কতিপয় অনুচর সহিত তিনি যেমন মধ্যমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, অমনি সড্ড, রাজার পশ্চাদগামী অনুচরদিগের পথ বন্ধ করিবার জন্য প্রথম মণ্ডপের দ্বার রুদ্ধ করিয়াদিলেন। ৩০৭

সঙ্গে সঙ্গে অপর কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার সম্মুখভাগস্থ মণ্ডপেরও

বিজ্ঞপ্তিদম্ভাদেকেন রুদ্ধমগ্রে নিষেদুষা।
তং দ্বিজো দিয়জস্তেজঃ শঙ্খ্যা কৃষ্টকচোঽভিনৎ॥ ৩০৯
ততঃ কাঞ্চনগৌরাণি তস্যাঙ্গান্যসিধেনবঃ।
বহ্ব্যঃ সুমেরুশৃঙ্গাণি মহোরগ্য ইবাবিশন্॥ ৩১০
স দ্রোহো দ্রোহ ইত্যুক্ত্বা কেশান্‌কৃষ্টান্‌বিমোচয়ন্।
ক্রীড়াশস্ত্র্যাঃ কষাং রুদ্ধমুষ্টিং দন্তৈর্ব্যপাটয়ৎ॥ ৩১১
সুজনাকরনামা হি ভৃত্যঃ কট্টারকং বহন্।
তস্যাস্তিকাৎপলায়িষ্ট প্রহরৎসু বিরোধিষু॥ ৩১২

দ্বার রুদ্ধ করিয়াদিল। সেই সময়ে নৃপতিকে বধ করিবার জন্য সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিল। ৩০৮

দিয়ের পুত্র তেজ নামক একজন দ্বিজ, রাজার নিকটে আবেদন করিবার ছলে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পথরোধ করিল এবং হঠাৎ তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাত করিল। ৩০৯

বহুসংখ্যক সর্প যেমন কাঞ্চনময় সুমেরু শৃঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ রাজার তপ্তকাঞ্চনদেহে কৃষ্ণবর্ণ খড়্গগুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ৩১০

রাজা তখন "দ্রোহ" "দ্রোহ" শব্দ উচ্চারণ করতঃ সবলে নিজ কেশ ছাড়াইয়া লইলেন এবং ক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত তরবারির কোষ দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায়, দন্তের দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যেহেতু সুজনাকর নামে যে ভৃত্য অস্ত্র বহন করিতেছিল, গুপ্তঘাতকেরা রাজাকে বেষ্টন করিবার সময়েই সে পলায়ন করিয়াছিল। ৩১১।৩১২

অতো বালোচিতাং লঘ্বীং ক্ষুরিকাং স চকর্ষ তাম্।
মুষ্টাবর্গলিতা কোশাৎসা কৃচ্ছ্রেণ বিনির্যযৌ॥ ৩১৩
নির্যাতাস্ত্রঃ শক্রভিত্তৈস্ত্যক্তকেশো ববন্ধ তম্।
ধম্মিল্লমথ তাং শস্ত্রীং জানুবনূর্দ্ধান্তরর্পয়ন্॥ ৩১৪
নদিত্বা প্রহরংস্তেজস্তাদৃগ্বীর্যোঽপি সোঽভবৎ।
যেন ক্ষিতৌ নিপতিতঃ সর্ব্বমর্ম্মস্থিবাহতঃ॥ ৩১৫
অভিনচ্চ ততো রড্ডং প্রহরন্তং চ পৃষ্ঠতঃ।
নদন্‌সিংহ ইব ব্যড্ডং পরিবৃত্ত্য ব্যদারয়ৎ॥ ৩১৬
অন্যং চ শস্ত্রিণং কঞ্চিৎসবর্ম্মাণমপাতয়ৎ।
বিবেষ্টমানো যঃ প্রাণৈরচিরেণ ব্যযুজ্যত॥ ৩১৭

এই জন্যই তিনি বালকের ব্যবহার্য্য সেই ক্ষুদ্র ছুরিকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সেই ছুরিকা খানিও তাঁহাকে অতি কষ্টে বাহির করিতে হইয়াছিল। ৩১৩

রাজার তখন অস্ত্র বাহির হইবা পড়িয়াছিল। তথাপি তিনি অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত নিজ কেশ সংবদ্ধ করিয়া দুই জানুর মধ্যে ছুরিকা স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। পরে ভীষণ গর্জ্জন করতঃ সম্মুখে উপবিষ্ট তেজকে লক্ষ্য করিয়া ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন। তেজ এক আঘাতেই ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। সেই সময়ে রড্ড পশ্চাৎভাগ হইতে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া তাহাকেও অস্ত্রাহত করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি সিংহবিক্রমে ব্যড্ডকে ঞ

য়া আহত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মাবৃত একজন

লব্ধান্তরে প্রবাসায় তস্মিন্ধাবতি মণ্ডপঃ।
রক্ষিভির্ভূমিপালোয়মিত্যবুদ্ধা কবাটিতঃ ॥ ৩১৮
দ্বারমন্তৎপ্রসর্পন্স ক প্রয়াসীতি জল্পতা।
ছুড্ডেন রুদ্ধমার্গেণ খড়্গপাতৈরহন্যত ॥ ৩১৯
ভোগসেনং ততোপশ্যদ্দ্বারস্থান্তে সমুত্থিতম্।
দারুতূলিকয়া ভিত্তিমালিখন্তং পরাঙ্মুখম্ ॥ ৩২০
ভোগসেনেক্ষসে কস্মাদমুং ত্বমিতি বাদিনম্।
সোব্যক্তং কিমপি হ্রীতঃ প্রধাবন্তং জগাদ তম্ ॥ ৩২১
রথ্যাবট্টাভিধো দীপধরস্তিষ্ঠন্নিরায়ুধঃ।
অয়োদীপিকয়ারক্ষদ্ধন্তৈর্বিক্ষতোপতৎ ॥ ৩২২

শত্রুও তৎকর্তৃক নিহত হয়। এই সময়ে আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি মণ্ডপান্তরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রাজভৃত্যেরা ভ্রমক্রমে পূর্বেই দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিল। কাজেই তিনি অন্য দ্বারপথে গৃহ প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। এমন সময়ে ছুড্ড তাঁহার পথরোধ করিয়া "কোথায় যাও" বলিয়া খড়্গাঘাত করিল। রাজা আহত হইয়া দেখিলেন—ভোগসেন প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দারুতুলি দিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। তিনি ভোগসেনকে বলিলেন—তুমি কি ওকে দেখিতেছ? রাজা তখন পলায়ন করিতে-ছিলেন—লজ্জাবশতঃ অস্পষ্ট ভাষায় ভোগসেন কি উত্তর দিল তাহা তিনি শুনিতেই পাইলেন না। ইহার পর রাজার রাজবট্ট নামক নিরস্ত্র আলোকবাহী অনুচর শত্রুদলকে লৌহনির্মিত আলোক দণ্ড দ্বারা প্রহার করিল। শত্রুদলও তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করিল।

চাম্পেয়ঃ সোমপালাখ্যরাজপুত্রঃ ক্ষতাহিতঃ।
প্রহারৈঃ প্রাপ্তবৈক্লব্যো ন গর্হ্যাচারতামগাৎ॥ ৩২৩
পৌত্রঃ শ্রীশূরপালস্য রাজকাপত্যমজ্জকঃ।
বিদদ্রো শ্বেব সঙ্কোচ্য শস্ত্রীং পুচ্ছচ্ছটোপমাম্॥ ৩২৪
ততঃ প্রধাবন্প্রগ্রীবমারুরুক্ষুঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।
নিকৃত্তজানুশ্চণ্ডালৈরালিলিঙ্গ বসুন্ধরাম্॥ ৩২৫
তৎপৃষ্ঠে স্বং ক্ষিপন্দেহং প্রহারৈর্জ্জর্জ্জরীকৃতঃ।
শৃঙ্গারনামা কায়স্থো নির্দ্রোহো বারিতোরিভিঃ॥ ৩২৬
পুনরুত্থাতুকামস্য সর্ব্বে শস্ত্রাবলীর্দ্বিষঃ।
ন্যপাতয়ংস্তস্য কাল্যা নীলাব্জবরণস্রজম্॥ ৩২৭

সেই সঙ্গে চম্পাদেশীয় রাজপুত্র সোমপালও রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া দেহের বহুস্থানে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর অন্নের অমর্য্যাদা করেন নাই। শ্রীশূরপালের পৌত্র, রাজকের পুত্র অজ্জক প্রাণভয়ে সারমেয়ের ন্যায় লাঙ্গুল গুটাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই সময়ে রাজা উপরে যাইবার জন্য সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন, চণ্ডালেরা তাঁহার জানুদেশে অস্ত্রাঘাত করায় তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই অবস্থায় শৃঙ্গার নামক একজন রাজভক্ত কায়স্থ নিজ শরীর দ্বারা রাজদেহ আবৃত করিয়াছিল। শত্রুগণ তাহার দেহকে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। রাজা পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শত্রুদিগের অজস্র অস্ত্রপাত, যেন কালীদেবীর নীলপদ্মবরণমালার ন্যায় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ৩১৪—৩২৭

তিষ্ঠেৎকদাচিদ্ধূর্ত্তোয়মবিপন্নো বিপন্নবৎ।
কন্ধরামধমঃ সড্ডস্তস্তেতি স্বয়মচ্ছিনৎ॥ ৩২৮
কৃতঃ পদাপহরণং যস্য সোঽহমিতি ব্রুবন্।
ছিত্বাঙ্গুলীশ্চকর্ষাপি রত্নাঙ্কামূর্ম্মিকামসৌ॥ ৩২৯
একপাদস্থিতোপানৎস্রস্তমাল্যৈঃ শিরোরুহৈঃ।
ছন্নবক্ত্রঃ স দদৃশে সুপ্তো দীর্ঘভুজঃ ক্ষিতৌ॥ ৩৩০
পর্য্যাপ্তয়াস্য পর্য্যন্তে বীরবৃত্ত্যা মহৌজসঃ।
নির্দ্দোষতামীষদগান্নিস্ত্রিংশত্বং জনান্‌প্রতি॥ ৩৩১
সেবকঃ শূরটো নাম পূৎকুর্ব্বন্‌দ্রোহমুচ্চকৈঃ।
নির্গত্য ভোগসেনেন বহিঃ ক্রোধান্নিপাতিতঃ॥ ৩৩২

"এই ধূর্ত্ত মরণের ভান করিতে পারে" বলিয়া নরাধম সড্ড রাজার গ্রীবাচ্ছেদ করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার অঙ্গুলী চ্ছেদন করিয়া রত্নাঙ্গুরীয়ক বাহির করিবার সময়ে বলিতে লাগিল—আমি সেই, যাহাকে তুমি কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলে।" দীর্ঘবাহু রাজা ভূতলে পতিত হইলে কেশরাশিতে তাঁহার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কেশস্থ পুষ্পমালা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এক পদে পাদুকা ছিল। তদ্দর্শনে মনে হইয়াছিল তিনি যেন নিদ্রিত হইয়াছেন। ৩২৮—৩৩০

ওজস্বী রাজা কোন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি নৃশংস ব্যবহার করার জন্য যে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, জীবনের শেষে এই আলোক-সামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করায় তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। ৩৩১

রাজার শূরট নামক একজন ভৃত্য বাহিরে গমন করতঃ "রাজ-দ্রোহ রাজদ্রোহ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিল, ভোগসেন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিল। ৩৩২

প্রস্থিতো দয়িতাবাসং স দিষ্ট্যোহবশাদিব।
পন্থানং পৃথিবীনাথং কাল্যা জগ্রাহ বেশ্মনি॥ ৩৩৩

রাজ্যোদ্যানে নৃপতিমধুপা ভোগকিংজল্কলোলা-
শ্চেতো নানাবসনকুসুমশ্রেণিভিঃ প্রীণয়ন্তঃ।
হা ধিগ্দৈবানিলতরলয়া পাত্যমানা নিয়ত্যা
বল্ল্যেবৈতে কিমপি সহসা দৃষ্টনষ্টা ভবন্তি॥ ৩৩৪

তির্যগ্‌ভ্যস্ত্রিজগজ্জয়ী পরিভবং লঙ্কেশ্বরো লব্ধবান্-
প্রাপাশেষনৃপোত্তমঃ কুরুপতিঃ পাদাহতিং মূর্দ্ধনি।
ইত্যন্তে বহুমানহৃৎপরিভবঃ সর্ব্বস্য সামান্যব-
ত্তৎকো নাম ভবেন্মহানহমিতি ধ্যায়ন্‌ধৃতাহংক্রিয়ঃ॥ ৩৩৫

ধরণীপতি রাজা, প্রেয়সী মন্দিরে যাইতেছিলেন, ঠিক যেন পথ ভ্রমে মৃত্যুর মন্দির পথে চলিয়া গেলেন। ৩৩৩

রাজার সহিত মধুকরের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। কারণ রাজ্যরূপ, উদ্যানে মধুকরের ন্যায় রাজা ভোগরূপ পুষ্পরেণুর জন্য সদাই ব্যাকুল। মধুকর যেমন নিয়তই নানা ফুলে আকৃষ্ট, রাজাও তদ্রূপ নিত্য-নব পরিচ্ছদ-ধারণ-প্রয়াসী। আবার সামান্য কারণেই উভয়ের পতনেরও অবস্থা এক। সামান্য বায়ু হিল্লোলে লতিকার সহিত মধুকরের পতন যেমন দেখা যায়, সেইরূপ রূপ ভাগ্যচক্রের ক্ষণিক আবর্ত্তনে রাজারও পতন হইয়া থাকে। ৩৩৪

ত্রিভুবন বিজয়ী লঙ্কেশ্বর বানরের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন; নৃপতিকুলচূড়ামণি কুরুরাজ মস্তকে পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি চরমকালে সর্ব্বসম্মাননাশক পরাজয় সকলের পক্ষেই সমান

পরাসুমহিতৈস্ত্যক্তং তমনাথমিব প্রভুম্।
নগ্নং হুতাশসাৎকর্ত্তুং স্বচ্ছত্রগ্রাহিণোনয়ন্॥ ৩৩৬
ভুজৌ কণ্ঠে গৃহীত্বৈকঃ করাভ্যাং চরণৌ পরঃ।
তং ভুগ্নগ্রীবমালোলকুন্তলং রুধিরোক্ষিতম্॥ ৩৩৭
সশূৎকারব্রণং নগ্নমনাথমিব পার্থিবম্।
রাজধান্যা বিনিষ্কৃষ্টং স্বধত্তাং পিতৃকাননে॥ ৩৩৮
মহাসরিদ্বিতস্তান্তঃসংভেদদ্বীপভূতলে।
অহ্নায় বহ্নিসংস্কারং তে ভীতাস্তস্য চক্রিরে॥ ৩৩৯
ন হতো নাপি নির্দ্দগ্ধঃ স কেনাপি ব্যলোক্যত।
উড্ডীয়েব গতস্ত্বাশু নেত্রনির্ব্বিষয়োভবৎ॥ ৩৪০

তাহা হইলে "আমি মহান" এইরূপ চিন্তা করিয়া কে অহঙ্কার করিতে পারে? ৩৩৫

আততায়ীরা অনাথপ্রায় নরপতিকে গতপ্রাণ দেখিয়া প্রস্থান করিলে, রাজার ছত্রধারী ভৃত্যেরা অগ্নিসাৎ করিবার জন্য প্রভুর নগ্নদেহ লইয়া চলিল; কেহ রাজার ভুজদ্বয় ও গ্রীবা জড়াইয়া ধরিল কেহ বা দুই হস্তে চরণদ্বয় ধরিয়া, টানিয়া লইয়া চলিল। শবের গ্রীবা বক্র হইয়া ঝুলিতেছিল, কেশকলাপ দুলিতেছিল, সর্ব্বদেহ রুধিরপ্লুত, অনাবৃত দেহের ক্ষত স্থান দিয়া শোঁ শোঁ শব্দ বাহির হইতেছিল—স্বজন বান্ধবহীন রাজবপু, রাজধানীর সন্নিকটে প্রেত ভূমিতে এইরূপে নীত হইল। ৩৩৬—৩৩৮

মহাসরিৎও বিতস্তার সম্ভেদস্থানে (দ্বীপভূমিতে) তাহারা ভয়ে ভয়ে শীঘ্র বহ্নিসংস্কার করিয়া ফেলিল। ৩৩৯

রাজাকে কেহ হত্যা করে নাই কেহ দগ্ধ করে নাই, কেহ

ব্যতীতেন স বর্ষৈকচত্বারিংশতমায়ুষা।
সপ্তাশীত্যব্দপৌষস্য শুক্লষষ্ঠ্যাং ব্যযুজ্যত॥ ৩৪১
চক্রেথ সাসিকবচো রড্ডঃ শোণিতমণ্ডিতঃ।
শ্মশানাশ্মনি বেতাল ইব সিংহাসনে পদম্॥ ২৪২
শঙ্খরাজ ইতিক্রান্তং গর্দাবগ্রহবিগ্রহম্।
সকক্ষাবদ্ধমূলানামাস্থানাং তন্ন দিদ্যুতে॥ ৩৪৩
তস্যাবরোহতঃ সিংহাসনাদ্যোদ্ধুং পুরো যুধি।
বিক্রামন্তো বন্ধুভৃত্যা যুদ্ধভূমিমভূষয়ন্॥ ৩৪৪
তস্মিণৌ বট্টপট্টাখ্যৌ যুদ্ধা তদ্বান্ধবৌ চিরম্।
যোধাশ্চ কট্টহর্ষাস্থাঃ সিংহদ্বারেপতন্হতাঃ॥ ৩৪৫

দেখিতেও পায় নাই, যেন রাজা চক্ষুর অগোচরে কোন স্থানে হঠাং উড়িয়া গেলেন। ৩৪০

তিনি একচল্লিশ বৎসর বয়সে লৌকিকাব্দের সপ্তাশী বৎসরে (৪১৮৭) পৌষ মাসের শুক্লষষ্ঠীতে গতায়ু হয়েন। ৩৪১

অনন্তর খড়্গ কবচধারী রড্ড শোণিতাক্ত দেহে শ্মশান প্রস্তরোপরি বেতালের ন্যায় সিংহাসনে পদার্পণ করিল। ৩৪২

শঙ্খরাজ নাম ধরিয়া রড্ড তাহাতে উপবেশন করিলে সেই সিংহাসন গর্গরূপ অবগ্রহ পীড়িত হওয়ায় শুকতৃণপূর্ণ আবদ্ধমূল ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছিল। ৩৪৩

সে সিংহাসন হইতে যুদ্ধার্থ অবতরণ করিলে রাজার পরাক্রান্ত বন্ধু ভৃত্যগণ যুদ্ধভূমি শোভিত করিয়াছিল। ৩৪৪

তাঁহার বান্ধব বট্ট ও পট্ট নামক দুই জন তন্ত্রীসেনানায়ক বহুক্ষণ

রণরঙ্গনটো নৃত্যন্নিব রাজগৃহাঙ্গনে।
খড়্গাখেটকো রড্ডঃ খণ্ডয়ন্নহিতান্ বহূন্॥ ৩৪৬
দিশন্বিজয়সন্দেহমহিতানাঃ ক্ষণে ক্ষণে।
প্রহারৈঃ সুবহূন্ ভিত্বা স চিরেণাপতদ্রণে॥ ৩৪৭
রাজদ্রোহোচিতং তস্য নিহতস্যাপি নিগ্রহম্।
বৈশসত্যক্তমর্যাদো গর্গঃ কোপাদকারয়ৎ॥ ৩৪৮
দিদ্দামঠান্তিকে রাড্ডঃ পৌরৈর্ভস্মাশ্মবর্ষিভিঃ।
অবস্করপ্রণালান্তর্ন্যগবক্ত্রো ন্যপাত্যত॥ ৩৪৯

যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং বট গর্গ্যাদি বীরগণও সিংহদ্বার সমীপে ভূপতিত হইল। ৩৪৫

রাজভবনের প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে খড্গ-চর্ম্মধারী রড্ড শত্রু নিপাত করিয়া যেন যুদ্ধরঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে লাগিল। ৩৪৬

যাহাহউক রড্ড অস্ত্র প্রহারে বহুসংখ্যক শত্রু নিপাত করিয়া বিপক্ষের জয়লাভ সংশয়াকুল করিয়া তুলিয়াছিল বটে কিন্তু পরিশেষে যুদ্ধে নিহত হইল। ৩৪৭

গর্গ আসিয়া দেখিলেন রড্ড নিহত হইয়াছে, তথাপি তিনি বলিলেন মৃত হইলেও যখন ঐ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, তখন উহার মৃতদেহের উপরেই যথোচিত দণ্ড বিধান করিতে হইবে—ইহাতে লোকনিন্দার ভয় করিলে চলিবে না। ৩৪৮

অপরদিকে দিদ্দা মঠের নিকটে পুরবাসীরা রড্ডের মস্তকোপরি প্রস্তর ও ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বধ করতঃ তাহার মৃতদেহ পুরীষ পূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইহাতে তাহার মুখখানা পুরীষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ৩৪৯

তে গুল্ফদামভিঃ কৃষ্টাঃ স্থানে স্থানে প্রভুদ্রুহঃ।
তৎক্ষণং লোকথুৎকারপূজাং কৃত্যোচিতাং দধুঃ॥ ৩৫০
পলায্য প্রযযুঃ কাপি সড্ডং হংসরথাদয়ঃ।
মরণাভ্যধিকাং কঞ্চিৎকালং সোঢুং বিপদ্ব্যথাম্॥ ৩৫১
দৃপ্যন্নৃপরাজিতং গর্গং নষ্টে তদনুজে বিদন্।
ভোগসেনোথ তাং বার্ত্তামশৃণোৎপ্রলয়োপমাম্॥ ৩৫২
ব্যাবৃত্য প্রত্যবস্থাতুকামঃ পশ্যন্নৃপলায়িনঃ।
যোধান্স্বৈঃ সহিতঃ কৈশ্চিত্ততঃ কাপি ভয়াদগাৎ॥ ৩৫৩

অপর কতকগুলি প্রভুদ্রোহীর গুল্ফে রজ্জু বন্ধন করিয়া পুরবাসীরা নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেকে উহাদের মুখের উপর "পাপের উপযুক্ত দণ্ড স্বরূপ" নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াছিল। ৩৫০

হংসরথ প্রভৃতি কতকগুলি রাজদ্রোহী প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া কোন নিভৃত প্রদেশে সড্ডের সহিত মিলিত হইয়াছিল, ইহার পর তাহাদের আর কোন সংবাদ না পাওয়া যাইলেও, তাহারা যে মরণের অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য আরও কিছুকাল বাঁচিয়াছিল তাহা জানা গিয়াছিল। ৩৫১

ভোগসেন পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিল যে "গর্গের অনুজ যুদ্ধে হত এবং গর্গ নিজে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে"। এই সংবাদে উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময়ে শুনিল যে "তৎপক্ষীয় হংসরথ প্রভৃতি বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে"। সংবাদ শ্রবণে ভোগসেন একেবারে প্রলয়োপস্থিত হইল মনে করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল। তথাপি একবার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছিল কিন্তু

ইত্থং নিহতবিধ্বস্তনায়কা দ্রোগ্ধৃসংহতিঃ।
স্বদোর্মাত্রসহায়েন গর্গচন্দ্রেণ সা কৃতা॥ ৩৫৪
সত্বং সাহসসিদ্ধিঃ চ নেতিহাসেষপি ক্বচিৎ।
অশ্রৌষং তাদৃশং যাদৃক্তস্যাস্তে স্ম প্রতাপিনঃ॥ ৩৫৫
নিশাং প্রহরমহ্নশ্চ রাজ্যং কৃত্বা স লব্ধবান্।
দ্রোহরচ্ছড্ডুশ্ব রাজাখ্যাং গতিং কুকৃতিনামগাৎ॥ ৩৫৬
যশস্করকুলে জন্ম দ্রোগ্ধৃভিস্তৈঃ প্রমাণিতম্।
ক্ষণভঙ্গ্যভজদ্রাজ্যং যস্মাদ্বর্ণটদেববং॥ ৩৫।

স্বপক্ষীয়গণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল এবং দুই চারিজন অনুচর সহ নিরুদ্দেশ হইল। ৩৫২।৩৫৩

এই প্রকারে একমাত্র বাহুবল সহায়ে গর্গ চন্দ্র সমস্ত রাজদ্রোহীকেও তাহাদের নেতৃগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে গর্গচন্দ্র যেরূপ প্রতাপ, শৌর্য্য, সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ বীরত্বের কথা ইতিহাসেও শুনা যায় না। ৩৫৪।৩৫৫

রড্ড শঙ্খরাজ নাম ধারণ করিয়া একরাত্রি ও পরদিবসের এক প্রহর কালমাত্র রাজত্ব করিয়া, রাজদ্রোহীদিগের ন্যায় কুগতি প্রাপ্ত অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ৩১৬

যশস্কর কুলজাত বলিয়া রড্ড প্রভৃতি যে গৌরব করিত, তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়, কেন না ইতঃপূর্ব্বে উক্ত বংশের বর্ণটদেব নামক একজন, সত্ত রাজা হইয়া সত্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। "সত্ত রাজত্ব ও সত্ত মৃত্যু" যেন উক্ত বংশের পরিচায়ক। ৩৫৭

দাবোদ্দীপনকূটযন্ত্রঘটনৈঃ সিংহাদিসংহারিণো
যান্তাকস্মিকগণ্ডশৈলপতনৈরন্তং কিরাতা বনে।
একেনৈব নয়ু প্রধাবতি জনঃ সর্ব্বোপি মৃত্যোঃ পথা
হন্তাহং নিহতোয়মেষ তু মিতং কালং বিভেদগ্রহঃ॥ ৩৫৮

স্বোদ্বাহে ললনৌঘমঙ্গলরবো যৈর্হর্ষ,লৈঃ শ্রূয়তে
দীনৈস্তৈর্দ্দয়িতাবিলাপ উদয়ন্নাকর্ণ্যতেস্তক্ষণে।
যোপি স্বন্নহিতং প্রহৃষ্যতি পরঃ স্বং স্বস্তমন্তে মুদো-
দ্ধতং সোপ্যবলোকয়ত্যহহ ধিঙ্ মোহোয়মান্ধ্যাবহঃ॥ ৩৫৯

কিরাতের দল বনমধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, ফাঁদ পাতিয়া ও নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে পশুরাজ ও অন্যান্য বলিষ্ঠ জন্তুদিগের হত্যা করিয়া পরে ফিরিবার সময়ে প্রস্তর চাপা পড়িয়া নিজেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেইরূপ সকল জীবই নিয়তই মৃত্যুর পথে ধাবিত হইতেছে—শুদ্ধ সময়ের পার্থক্যমাত্র। অতি সামান্য কালের জন্য লোকের মনে করে "আমি মারিয়াছি, ঐ মরিয়াছে"। ৩৫৮

যে ব্যক্তি নিজের বিবাহের সময় সানন্দঅন্তরে পুরোললনা-গণের মুখনিঃসৃত মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তিই মরণকালে প্রিয়তমা জায়ার রোদনধ্বনি শুনিয়া থাকে। এক ব্যক্তি অপরকে হত্যা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, হঠাৎ অন্য ব্যক্তি তাহাকে আহত করিলে, সে মনোদুঃখে ভূপতিত হইয়া অপরকে তাহারই হত্যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখে। এইরূপ চক্ষু-অন্ধকারী মোহকে ধিক্। ৩৫৯

সায়ং বিচিন্তিতো রাত্রৌ ফলিতোঽস্তত্র বাসরে।
দুর্বিপাকপ্রদাতাভূদ্দ্রোগ্ধৃণাং সাহসক্রমঃ॥ ৩৬০
অথ সিংহাসনস্যান্তঃ কার্যান্তে ত্যক্তবিগ্রহঃ।
গর্গঃ প্রক্ষালিতামর্ষশ্চক্রন্দ স্বামিনং চিরম্॥ ৩৬১
তস্মিন্রুদতি সর্ব্বোপি পৌরলোকো ভয়োজ্ঝিতঃ।
সংপ্রাপ্তাবসরো ভূপং ব্যলাপীল্লোকবৎসলম॥ ৩৬২
কারুণ্যোৎপত্তয়ে দত্বা কোশং জীবিতকাময়া।
জয়মত্যা তদাবাদি গর্গঃ কপটশীলয়া॥ ৩৬৩
কুরু মে সংবিদং ভ্রাতরিতি সত্বরমস্তু সঃ।
তৎপ্রক্রিয়াবচো জ্ঞাত্বা চিতিং তস্যা অকল্পয়ৎ॥ ৩৬৪

প্রভুদ্রোহীদিগের চিন্তাপ্রসূত বিষবৃক্ষ সদ্যঃ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। সায়াহ্নে রোপিত, রাত্রিতে ফলযুক্ত এবং পরদিন প্রভাতে সেই বিষময় ফল পক্ক হইয়াছিল। ৩৬০

মহামতি গর্গ নিজ কার্য্য সম্পাদনের পর, ক্রোধ শান্ত করিয়া স্বর্গগত প্রভুর জন্য বহুক্ষণ সিংহাসন তলে পড়িয়া রোদন করিয়াছিলেন। ৩৬১

তাঁহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়া রাজভক্ত পুরবাসীরা নির্ভয়ে জনপ্রিয় স্বর্গীয় রাজার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিল। ৩৬২

কিন্তু ধূর্ত্ত জয়মতীর তখনও জীবনের সাধ ছিল। সেইজন্য সে সহানুভূতি লাভের জন্য গর্গের হস্তে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া বলিল ভ্রাতঃ! আমার একটা উপায় কর। সরলমতি গর্গ ইহাতে মনে করিল—বুঝি স্বামীর সহগমন করিতে চাহিতেছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গর্গ চিতারোহণের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। ৩৬৩,৩৬৪

চিকুরনিচয়ে যৎকৌটিল্যং বিলোচনয়োশ্চ যা
তরলতরতা যৎকাঠিন্যং তথা কুচকুম্ভয়োঃ।
বসতি হৃদি তস্তাসাং পিণ্ডীভবন্নহু তা ইমা
গহনহৃদয়া বিজ্ঞায়ন্তে ন কৈশ্চন যোষিতঃ॥ ৩৬৫
দৌঃশীল্যমপ্যাচরন্ত্যো ঘাতয়ন্ত্যোপি বল্লভান্।
হেলয়া প্রবিশন্ত্যগ্নিং ন স্ত্রীষু প্রত্যয়ঃ কচিৎ॥ ৩৬৬
যুগ্যাধিরূঢ়া সা যাস্তী যাবন্মার্গে ব্যলম্বত।
অগ্রতো বিজ্জলা তাবন্নির্গত্য প্রাবিশচ্চিতাম্॥ ৩৬৭
অথ তস্যাশ্চিতারোহং কুর্ব্বত্যা ভূষণার্থিভিঃ।
লুণ্ঠকৈর্লুণ্ঠ্যমানায়া ব্যথা গাত্রেষু পপ্রথে॥ ৩৬৮

কেশ কলাপের কুটিলতা নয়নের চঞ্চলতা এবং স্তনের কঠিনতা এই তিনটি একত্র মিলিত হইয়া যে স্ত্রীলোকের অন্তরে বাস করে— তাহাদের মনের অন্ত পাওয়া কঠিন। যে রমণী স্বামীর নিকটে বিশ্বাসহন্ত্রী হইয়া অপরের দ্বারা স্বামীকে নিহত করে, সেইই আবার সহাস্যবদনে মৃত স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় আরোহণ করে। সুতরাং রমণীকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে নাই। ৩৬৫।৩৬৬

জয়মতী অনিচ্ছায় শ্মশান ভূমির দিকে অগ্রসর হইবার সময় পথে বিলম্ব করিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল যে রাণী বিজ্জলা তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রথমে চিতারোহণ করিল, তখন বাধ্য হইয়া তাহাকেও চিতার উপর উঠিতে হইল। সেই সময়ে লুণ্ঠনকারীরা তাহার অঙ্গ হইতে রত্নালঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য এমনভাবে টানাটানি করিয়াছিল, যে তাহার পঞ্জরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। ৩৬৭ ৩৬৮

সচ্ছত্রচামরে রাজ্ঞ্যৌ দহ্যমানে বিলোকয়ন্।
লোকঃ সর্ব্বোপি সাক্রন্দো দগ্ধদৃষ্টিরিবাভবৎ ॥ ৩৬৯
ঔচিত্যং তেন চ তদা নিক্ষেত্যত্তপবিত্রতাম্।
সর্ব্বৈর্গর্দর্থ্যমানোপি নোপাবিক্ষন্নৃপাসনে ॥ ৩৭০
সুতমুচ্চলদেবস্য বালমঙ্কে নিধিৎসতা।
রাজ্যেভিষেক্তুং তে কেচিত্তেনান্বিষ্যন্ত যত্নতঃ ॥ ৩৭১
লোকো যেষাং কেষাংচিত্ত্বমালোক্য সস্মিতঃ।
ভিক্ষামপ্যটিতুং জানে নৈষ জানাতি যোগ্যতাম্ ॥ ৩৭২

দুইটি মহারাণীর সহিত রাজার ছত্র ও চামর অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইতে দেখিয়া আকুলহৃদয় পুরবাসীরা শোকে হাহাকার করিয়াছিল এবং যন্ত্রণায় যেন তাহাদের চক্ষুগুলি দগ্ধ হইতেছে মনে হইয়াছিল। ৩৬৯

সেই সময় সমবেত পুরবাসীরা মহামতি গর্গকে রাজ সিংহাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু গর্গ তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নিজ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৭০

গর্গ, উচ্চলের পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ও সিংহাসনের ভার দিবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তবে যে সকল লোকের মধ্যে রাজযোগ্য ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তি ছিল, যাহাদের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করিয়া লোকে এখনও হাস্য করে। যাহাদের ভিক্ষায়ে উদর পূর্ত্তির সামর্থ ছিল না, অথচ তাহারাই যোগ্যব্যক্তি বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। ৩৭১ ৩৭২

রাজ্ঞ্যাং শ্বেতাভিধানায়াং মল্লরাজস্য যে সুতাঃ।
সহ্লণাদ্যাস্ত্রয়োঽভূবন্মধ্যমে প্রাক্ক্ষয়ং গতে॥ ৩৭৩

হস্তং জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠৌ দ্বৌ শেষৌ সহ্লণলোঠনৌ।
অদ্বিষ্টৌ শঙ্খরাজেন ভয়ান্নবমঠং গতৌ॥ ৩৭৪

নির্লজ্জৈনিহতাদ্দ্রোহস্থানপি বিহায় মিলিতৈঃ পুনঃ।
তন্ত্র্যশ্বারোহসচিবৈরানীতঃ কৃতচক্রিকৈঃ॥ ৩৭৫

দৃষ্ট্বা রাজ্যার্হমপ্রাপ্য কঞ্চিজ্জ্যায়াংস্তয়োস্তদা।
গর্গেণ রাজ্যে সংরক্তাদভ্যষিচ্যত সহ্লণঃ॥ ৩৭৬

হা ধিক্ চতুর্ণাং যামানামন্তরে নৃপতিত্রয়ী।
অহন্ত্রিযামে তত্রাসীদ্দৃষ্টা যা পুরুষায়ুষৈঃ॥ ৩৭৭

মল্লরাজ-রাজ্ঞী শ্বেতার গর্ভে সহ্লণ প্রভৃতি তিনটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে মধ্যমটীর শৈশবে মৃত্যু হওয়ায়, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জীবিত ছিল। বড্ড যখন শঙ্খরাজ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিল, সেই সময়ে সে উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় সহ্লণ এবং লোঠন নবমঠে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। বিদ্রোহের অবসানে কয়েকজন নির্লজ্জ তন্ত্রীসৈন্য, কয়েকজন সচিব এবং কতিপয় অশ্বারোহী উভয় ভ্রাতাকে লইয়া আসিয়াছিল। গর্গ উভয় ভ্রাতার মধ্যে সহ্লণকে জ্যেষ্ঠ দেখিয়া এবং উপযুক্ত বোধে তাহাকেই রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। ৩৭৩—৩৭৬

হা ধিক! চারি প্রহরের মধ্যে তিনটী রাজা তিন প্রহর রাজত্ব করিয়াছিল। যাহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই একটা অপরূপ দৃশ্যের উপভোগ করিয়াছিল বলিতে হইবে। আর এই সময়ের মধ্যে রাজ-ভৃত্যদিগকেও তিনটী নরপতির সেবা করিতে

যে সায়মুচ্চলনৃপং প্রাহ্নে রড্ডং সিষেবিরে।
মধ্যাহ্নে সহ্লণং প্রাপুর্দ্দৃষ্টান্তে রাজসেবকাঃ॥ ৩৭৮
অথ লোহরকোট্টস্থঃ সার্দ্ধেহ্নি গলিতে নৃপঃ।
সুস্সলো ভ্রাতৃমরণং শ্রুত্বা ভূদ্‌ভ্রান্তমানসঃ॥ ৩৭৯
গর্গেণ প্রহিতো দূতঃ স ক্রন্দন্নেবং ক্ষিপন্ ক্ষিতৌ।
ততস্তং বীতসন্দেহং চকারার্ত্তপ্রলাপিনম্॥ ৩৮০
আস্থাৎসহ্লণবৃত্তান্তপর্য্যন্তাং নাশৃণোৎকথাম্।
গর্গদূতাদ্ভ্রাতৃবধং স্বস্যাহ্বানং চ কেবলম্॥ ৩৮১
অশ্রদ্দধানস্তং শীঘ্রমরিচ্ছেদং সুদুষ্করম্।
তদাহ্বানায় গর্গো যং প্রাহিণোত্তং চলন্‌গৃহাৎ। ৩৮২

হইয়াছিল। যাহারা পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে রাজা উচ্চলের সেবা করিয়াছিল, তাহারাই প্রভাতে রড্ডের এবং মধ্যাহ্নে রাজা সহ্লণের সেবা করিয়াছিল। ৩৭৮।৩৭৮

রাজা উচ্চলের মৃত্যুর দেড় দিন পরে রাজ ভ্রাতা সুস্সল লোহর-কট্টে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পান। গর্গ দূত দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুস্সল জ্যেষ্ঠের মৃত্যু সম্বন্ধে নিসংশয় হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন এবং বিলাপোক্তি করিতে লাগিলেন। ৩৭৯।৩৮০

সুস্সল দূতের মুখ হইতে শুদ্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা এবং গর্গ কর্ত্তৃক তাঁহার আহ্বান সংবাদই শুনিয়াছিলেন—সহ্লণের অভিষেকের কথা শুনেন নাই। দূতমুখে "শত্রু নিপাত দুঃসাধ্য" এই কথা শুনিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি সারারাত্রি জ্যেষ্ঠের শোকে রোদন করিয়া প্রভাতে

আক্রন্দমুখরো ভূত্বা তাং রাত্রিমরুণোদয়ে।
কশ্মীরাভিমুখো যাত্রামসংভৃতবলোপ্যদাৎ ॥ ৩৮৩
অন্যোথ গর্গদূতস্তং পথি সংঘটিতোভ্যধাৎ।
কৃৎস্নমাবেদ্য বৃত্তান্তং নাগন্তব্যমিতি ব্রুবম্ ॥ ৩৮৪
ক্ষিপ্রং হতেষু দ্রোহেষু স্বব্যসংনিহিতেঙ্গুজঃ।
কৃতস্তু সহ্লণো রাজা কৃত্যমাগমনেন কিম্ ॥ ৩৮৫
শ্রুত্বেতি গর্গসন্দেশং কোপাদসহনো নৃপঃ।
অপ্রয়াণৈষিণো ভৃত্যান্বিহস্যৈবং বচোব্রবীৎ ॥ ৩৮৬
নাস্মাকং পৈতৃকং রাজ্যং যদি রিকৃথহরোনুজঃ।
সজ্জ্যায়সা ময়া চৈতদ্ভুজাভ্যামর্জ্জিতং পুনঃ ॥ ৩৮৭

অল্পসংখ্যক অনুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ৩৮১—৩৮৩

অনন্তর গর্গ প্রেরিত অপর দূত পথি মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া সমগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিল আপনার আগমন করা উচিত নহে; রাজদ্রোহীরা অতি সত্বরেই নিহত হইয়াছে, তাহার পর মহাশয় নিকটে উপস্থিত না থাকায় মহাশয়ের অনুজ সহ্লণকে রাজা করা হইয়াছে; এক্ষণ আপনার আগমনে আর কি কার্য্য হইবে? ৩৮৪।৩৮৫

দূতমুখে গর্গের এই বার্ত্তা পাইয়া রাজা কোপে অসহিষ্ণু হইয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে অতঃপর অভিযানে অনিচ্ছুক দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন—রাজ্য আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নহে, যে অনুজ ভ্রাতা তাহার অংশভাগী হইবে; আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও আমি বাহুবলেই ঐ রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছি, আমরা দুই ভ্রাতায়

রাজ্যং স্বীকুর্ব্বতোরস্যো ন দাতাভূত্তদাবয়োঃ
যেনাহৃতমিদং পূর্ব্বং স ক্রমঃ ক গতোঽধুনা ॥ ৩৮৮
ইত্যুক্ত্বাবিরতৈরেব বহন্নাসীৎপ্রয়াণকৈঃ।
দূতাংশ্চ পার্শ্বে গর্গস্য স্বীকৃত্যৈ প্রাহিণোদ্বহূন্ ॥ ৩৮৯
স কাষ্ঠবাটং সংপ্রাপ সহ্লণস্য হিতৈষিণা।
নির্গত্য গর্গচন্দ্রেণ চক্রে হুষ্কপুরে পদম্ ॥ ৩৯০
প্রবৃত্তায়াং বিভাবর্য্যাং দূতৈঃ কৃতগতাগতৈঃ।
তস্যাঙ্গীকৃতসামাপি গর্গো দ্রোহং ব্যধীয়ত ॥ ৩৯১
কার্য্যমধ্যগতো রাজা তথাপি প্রাহিণোত্তদা।
ধাত্রেয়ং ভ্রাতরং গর্গাভ্যর্ণং হিতহিতাভিধম্ ॥ ৩৯২

রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু আমাদিগকে কেহ দান করে নাই; পূর্ব্বে ইহা যেরূপে অর্জ্জিত হইয়াছে অধুনা সে পদ্ধতি কোথায় গেল? ৩৮৬—৩৮৮

এই বলিয়া অনবরত প্রয়াণ দ্বারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এবং গর্গচন্দ্রের নিকট বহুসংখ্যক দূত প্রেরণ করিলেন। ৩৮৯

সুস্সল কাষ্ঠবাট স্থানে উপনীত হইলে, সহ্লণের হিতৈষী গর্গ চন্দ্রও রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হুষ্কপুরে উপস্থিত হইলেন। ৩৯০

বিভাবরী সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষীয় দূতগণ গতায়াত করিতে লাগিল, গর্গচন্দ্র সাম (সন্ধি) করিতে অঙ্গীকৃত থাকিয়াও বিরোধের পরিচয় দিয়াছিলেন। ৩৯১

যাহাহউক, রাজা সুস্সল অধিক দূর আরব্ধ কৃত্যে অগ্রসর হইয়াছেন ভাবিয়া, গর্গচন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ও স্বীয়, ধাত্রীপুত্র ভ্রাতৃতুল্য হিতহিতকে গর্গের সমীপে প্রেরণ করিলেন। ৩৯২

ভোগসেনঃ ক্ষণে তস্মিন্নায়যৌ দৈবমোহিতঃ।
খশকাশ্বিরবনজান্মধ্যেকৃত্য নৃপান্তিকম্ ॥ ৩৯৩
সোঽভ্যর্ণং কর্ণভূত্যাখ্যমশ্বারোহং মহীপতেঃ।
বিসৃজ্য গর্গং জেষ্যামীত্যুক্ত্বা ভূল্লোভনোন্মতঃ ॥ ৩৯৪
কালাপেক্ষামপি ত্যক্ত্বা হন্তুং ভ্রাতৃদ্রুহং স তম্।
যোগ্যং প্রসঙ্গমন্বিষ্যন্নুক্তে লোকৈরসজ্জনঃ ॥ ৩৯৫
যস্য ভ্রাতৃদ্রুহঃ পার্শ্বে স ত্বমাশ্রিয়সে কথম্।
গর্গোঽপি তমুপালেভে দূতৈরিত্যাদি সংদিশন্ ॥ ৩৯৬
স তু মার্গাৎপলায্যায়ং তমসীতি বিলম্বকৃৎ।
দত্তাস্কন্দঃ ক্ষপাপায়ে তং সানুগমঘাতয়ৎ ॥ ৩৯৭

ঠিক সেই সময়ে যেন দৈবমোহিত হইয়াই ভোগসেন কতিপয় বিব বন দেশীয় খশ সৈনিককে মধ্যস্থ করিয়া রাজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৩৯৩

সে কর্ণভূতি নামক অশ্বসেনানায়ককে রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিল কর্ণভূতি রাজাকে এই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল যদি বলেন আমি গর্গকে পরাজিত করিব। ৩৯৪

সেই ভ্রাতৃহন্তাকে কবলে পাইয়া তিনি যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ না করিয়া অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন, ইহাতে লোকে তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল। ৩৯৫

গর্গচন্দ্রও দূতমুখে তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিয়াছিলেন,—যে আপনি যখন ভ্রাতৃহন্তাকে পার্শ্বে রাখিয়াছেন, তখন আপনার আশ্রয় কিরূপে লওয়া যায় ? ৩৯৬

কিন্তু তখন রাত্রি হইয়াছিল, যদি অন্ধকারে ভোগসেন পথ

পতন্রণং কর্ণভূতির্বীরবৃত্ত্যা ব্যরোচত।
তস্য বৈমাতুরো ভ্রাতা তেজঃসেনোপ্যন্যূনয়া ॥ ৩৯৮
তেজঃসেনস্তু শূলাগ্রে নৃপাদেশাদ্ব্যবেশ্যত।
মরিচো লবরাজস্য তনুজোশ্বপতেরপি ॥ ৩৯৯
অবষ্টম্ভেন ভূপোভূন্নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ।
নযোনাসিতুমপ্যাস্থা তাবদাসীন্ন তদ্বলে ॥ ৪০০
পুরোগোপি কৃতঃ পশ্চাত্তোত্তীতেহ্নি মহীভুজা।
স সজ্জপালস্তৎপার্শ্বমথাদায় যযৌ হয়ান্ ॥ ৪০১
তেষামাগতেঘবষ্টম্ভং যাতং কিঞ্চিচ্চ তদ্বলম্।
প্রাপ্তশ্চ গর্গসেনানীঃ স্বগাশ্বোনল্পসৈনিকঃ ॥ ৪০২

হইতেই পলাইয়া যায়, এই ভাবিয়াই রাজা তদ্বধে বিলম্ব করিতে ছিলেন। যেমন নিশাবসান হইল অমনি সানুচর ভোগসেনকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন। ৩৯৭

কর্ণভূতি রণমধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরোচিত শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তেজঃসেনও বীরত্বে ন্যূন ছিলেন না। রাজাজ্ঞায় তেজঃসেন শূলাগ্রে আরোপিত হন; অশ্বসেনানায়ক লবরাজের পুত্র মরিচও তদ্রূপ দণ্ড পাইয়াছিলেন। ৩৯৮।৩৯৯

রাজা সুস্সল ন্যায় বিচারে দণ্ডনীয়দিগের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রকাশে সর্ব্বদাই উৎসাহশীল ছিলেন। কিন্তু স্বীয় সৈন্যবলের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। ৪০০

রাজা যে সজ্জপালকে অগ্রগামী সৈন্যের নায়ক করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই সজ্জপাল কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া দিবাশেষে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ইহাদের আগমনে সৈন্যবলের কিঞ্চিৎ

তুরঙ্গমুখীক্ষ্য তানাপ্তৈর্নৃপোশ্বমধিরোপিতঃ।
উৎসেকশঠধীর্ব্বর্ম্ম র্চ্ছাচ্চ পরিধাপিতঃ॥ ৪০৩
গগনং শরভচ্ছন্নমিব কুর্ব্বন্নথাপতৎ।
শরাসারো রিপুবলাৎসর্ব্বতোচ্ছিন্নসন্ততিঃ॥ ৪০৪
হুঁকারং শরশূৎকারৈঃ কৃত্বা দ্রোহস্থ দুঃসহাঃ।
প্রাহরন্রাজকটকে সর্ব্বান্সর্ব্বায়ুধৈর্দ্বিষঃ॥ ৪০৫
হতবিক্ষতবিধ্বস্তসৈন্যঃ সাহসিকো নৃপঃ।
বেগাদপসসারৈকো মধ্যান্নির্গত্য বৈরিণাম্॥ ৪০৬
গর্জ্জৎসিন্ধুরথাশ্রাস্তনতুম্নতিরলঙ্ঘ্যত।
সবাজিনা তেন সেতুর্দুর্লঙ্ঘ্যঃ পত্রিণামপি॥ ৪০৭

বৃদ্ধি পাইল এবং সাহসও বাড়িল। এমন সময়ে গর্গের সেনানী সূর্য্য, বহু সৈন্য লইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল। ৪০১।৪০২

সুসসলের বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা উঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাজাকে বহু অনুরোধে বর্ম্ম পরিধান করাইয়া অশ্বে অধিরূঢ় করাইল। ৪০৩

শত্রুপক্ষ অজস্রধারে শর বর্ষণ করিয়া আকাশকে শরাভাচ্ছন্ন প্রায় করিয়া তুলিল। ৪০৪

শত্রুগণ রাজসৈন্যোপরি সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল এবং শন্ শন্ শব্দে শর সকল যেন রাজদ্রোহিতা সুপ্রকাশ করিতেছিল। ৪০৫

যাহাহউক সাহসিক রাজা, নিজ সৈন্যদলকে হত বিধ্বস্ত ও ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া শত্রুব্যূহ হইতে একাকী বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৪০৬

মৃত্যুভয়শূন্য রাজা অশ্বারোহণে যে সেতুর উপর দিয়া চলিয়া

সজ্জপালাদয়ো ছিন্নাঃ শেকুস্তমনুবর্ত্তিতুম্।
পৃষ্ঠলগ্না নিরুন্ধন্তঃ স্থানে স্থানে বিরোধিনঃ ॥ ৪০৮
বীরানকাভিধং বীরঃ স খশানাং নিবেশনম্।
ত্রিংশদ্বিংশৈঃ সমং ভৃত্যৈঃ প্রবিষ্টস্তত্যজেরিভিঃ ॥ ৪০৯
নিরম্বরৈর্নিরাহারৈস্তৈষ্ঠৈনৃকতিপয়ৈঃ সমম্।
স তত্র চিত্রমাক্রম্য নির্ভয়োদণ্ডয়ৎখশান্ ॥ ৪১০
ক্রমেণ চ হিমাপাতদুর্লঙ্ঘ্যাধ্বনি সঙ্কটে।
অবিপন্নো ভাগ্যযোগাৎপ্রযযৌ লোহরং পুনঃ ॥ ৪১১

গেলেন, তথায় নদীর ঘোর গর্জ্জন শ্রুত হইতেছিল এবং স্রোতোবেগে এবং অনবরত উন্নত অবনত হইতেছিল। কোন পক্ষীরও সাধ্য নহে যে, সেই সময়ে সেই সেতু অতিক্রম করে। ৪০৭

কিন্তু তখনও শত্রুরা পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিল। সজ্জপালাদি দুইতিনজন মাত্র রাজার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তাহারাই মাঝে মাঝে বিপক্ষদিগের গতিরোধ করিতেছিল। ৪০৮

বীরপুরুষ সুস্সল ২০।৩০ জন অনুচর সহ বীরানক নামক খশদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হইলে, শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হইল। ৪০৯

তাঁহার সঙ্গে যে কতিপয় অনুচর ছিল, তাহাদের বস্ত্র ও খাদ্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই অবস্থাতেও তিনি খশদিগের দণ্ড বিধানে কুণ্ঠিত হইলেন না। ৪১০

এই সময়ে প্রচণ্ড হিমপাতে গিরিসঙ্কট নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি যেন শুদ্ধ পরমায়ু বলে কোনরূপ বিপন্ন না হইয়া, লোহর রাজ্যে পুনরাগত হইলেন। ৪১১

পদে পদে প্রাপ্তমৃত্যুরায়ুঃশেষেণ রক্ষিতঃ।
তথাপ্যাসীৎস কশ্মীরপ্রাপ্তিমেব বিচিন্তয়ন্॥ ৪১২
বরাকং ধাত্রেয়মস্য প্রাপ্তগর্গো হিতহিতং ক্রুধা।
বিরুদ্ধধীর্ব্বিতস্তায়াং বদ্ধপাণ্যঙ্ঘ্রিমক্ষিপৎ॥ ৪১৩
তস্মিন্প্রক্ষিপ্যমাণেপ্যস্য ক্ষেমাখ্যঃ স্বা ক্ষিপন্পুরঃ।
দাসোপ্যোচ্চৈঃ পদারোহমধঃপাতেপি বদ্ধবান্॥ ৪১৪
রাজ্যপ্রদঃ ক্ষতারিশ্চ গর্গঃ প্রাপ্তোন্তিকং ততঃ।
প্রাপ সহলণরাজস্য সবিশেষমধীশতাম্॥ ৪১৫
স ভূভৃন্মন্ত্রিবিক্রান্তিহীনো রাজ্যমবাপ্তবান্।
চক্রভ্রমমিবাপশ্যৎসর্ব্বতো ভ্রান্তমানসঃ॥ ৪১৬

প্রতিপদে তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা ঘটিলেও কেবল দৈব বলে বাঁচিতে ছিলেন, কিন্তু তথাপি মন হইতে কাশ্মীর লাভের চিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই। ৪১২

গর্গ, সুস্সলের কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া দুর্বুদ্ধিবশতঃ তাহার ধাত্রীভ্রাতা হিতহিতের হস্তপদে রজ্জু বন্ধন করিয়া বিতস্তার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। ৪১৩

হিতহিতের প্রাণরক্ষার জন্য তাহার ক্ষেম নামক একজন ভৃত্য পূর্ব্বেই নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, সেও জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। ৪১৪

তদনন্তর রাজ্যপ্রদ, শত্রুক্ষয়কারী গর্গ, রাজা সহলণের নিকট গমন করিয়া সবিশেষ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ৪১৫

সহলণ রাজের বিচারশক্তি বা শৌর্য্য কিছুই না থাকাতে

ন মন্ত্রো ন চ বিক্রান্তির্ন কৌটিল্যং ন চার্জ্জবম্।
ন দাতৃতা ন লুব্ধত্বং তস্যোদ্রিক্তং কিমপ্যভূৎ॥ ৪১৭
তদ্রাজ্যে রাজধাম্নন্তর্মধ্যাহ্নেপি মলিম্লুচঃ।
লোকং মুমুষুরধ্বগসংচারস্ত কথৈব কা॥ ৪১৮
পঙ্গুরপ্যঙ্গনাকালং ক্রান্ত্যা যত্রাত্যবাহয়ৎ।
পুমানপ্যভবত্তত্র সাধ্বসধ্বস্তধীরসৌ॥ ৪১৯
যামন্ত সহ্লণোঽন্বেছ্যুর্ভেজে তাং লোঠনঃ স্ত্রিয়ম্।
সাধারণ্যং গতো রাজ্যভোগ ইত্যভবত্তয়োঃ॥ ৪২০

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে চক্রভ্রমের ন্যায় চারিদিকে দেখিতে ছিলেন। ৪০৬

কি মন্ত্রণা, কি শৌর্য্য, কি কুটিলতা, কি সরলতা কি দানশক্তি, কি লোভ কিছুই তাহার চরিত্রে স্পষ্টতর প্রকট হইতে দেখা যায় নাই। ৪১৭

তাহার রাজ্যকালে চৌরেরা যখন দিবাভাগেই তদীয় রাজভবনে প্রবেশ করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব চুরি করিতে লাগিল; পথিকদিগের বিষয় আর কি বলিব? ৪১৮

যেখানে এককালে একটা পঙ্গু রমণী (বিদ্দা) রাজ্য করিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে ইনি পুরুষ হইয়াও, ভয়ে বুদ্ধিলোপ জন্য রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। ৪১৯

সহ্লণ যে স্ত্রী লইয়া পূর্ব্বদিন রাত্রিবাস করিতেন, পররাত্রিতে কনিষ্ঠ লোঠন তাহাকে লইয়াই রাত্রিযাপন করিত। এইরূপে দুই ভ্রাতায় সাধারণভাবে রাজ্যভোগ করিয়াছিল। ৪২০

পুরুষাহৃদয়বিজ্ঞানবিহীনস্য প্রমাদ্যতঃ।
সর্ব্বোপি তস্য তত্ত্বজ্ঞৈর্ব্যবহারো ব্যহস্যত॥ ৪২১
শ্বশুরো লোঠনস্যোজস্হহস্তেন স্বাধীয়ত।
দ্বারে তাপসগোষ্ঠিষু যোগ্যো বিক্রমনিষ্ঠুরে॥ ৪২২
যঃ সুস্সলভয়োচ্ছেদমঙ্গীকুর্ব্বংস্তদাগমে।
স্বমন্ত্রলক্ষজাপেন সিদ্ধিং মন্ত্রক্ষণেভ্যধাৎ॥ ৪২৩
জিহ্মো গর্গাজ্ঞয়া রাজা তদপ্রিয়মপাতয়ৎ।
বদ্ধাশ্মানং বিতস্তায়াং বিম্বং নীলাশ্বডামরম্॥ ৪২৪
রাজানুগ্রাহকো গর্গস্তাংস্তান্ব্যাপাদয়ন্রিপূন্।
হালাহাডামরানভূরীন্দত্তভোজ্যানঘাতয়ৎ॥ ৪২৫

রাজা লোকের হৃদয় মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম ছিলেন এবং পদে পদে ভ্রম করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজ ব্যবহার দেখিয়া নীতিজ্ঞ লোকেরা হাস্যই করিত। ৪২১

তিনি লোঠনের শ্বশুর উজস্হহকে দ্বারাধিপতিত্ব দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাপসগোষ্ঠীর উপযুক্ত লোক ছিল। তাহাকে বীরোচিত দ্বারকার্য্যে নিযুক্ত করা হাস্যকর হইয়াছিল। ৪২২

উজস্হহ রাজাকে মন্ত্রণাকালে জানাইয়াছিল—যদি সুস্সল নরপতি আক্রমণ করিতে আসেন, আমি একলক্ষ বার মন্ত্র জপ করিয়া সে ভয় নিবারণ করিব। ৪২৩

কুটিলমতি রাজা, গর্গের আদেশে নীলাশ্বদেশীয় বিম্ব নামক ডামরকে গর্গের অপ্রিয় জানিয়াই প্রস্তর বন্ধন করিয়া বিতস্তায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ৪২৪

রাজার পৃষ্ঠপোষক গর্গ অনেকানেক শত্রু নিপাত করিয়া বহু সংখ্যক ডামরকে বিষান্ন দানে হত্যা করিয়াছিল। ৪২৫

রাজ্যকিঙ্কিংকরে গর্গায়ত্তজীবিতমৃত্যবঃ।
বহিশ্চাভ্যন্তরে চাসন্নল্পে বা পৃথবোপি বা॥ ৪২৬
কদাচিল্লহরাদ্দর্গে প্রবিষ্টেথ নৃপান্তিকম্।
চুক্ষোভ নগরে লোকঃ সর্ব্ব এব ভয়াকুলঃ॥ ৪২৭
তদা হ্যদচরদ্বার্ত্তা শূলাস্তারোপ্য নৌষু যৎ।
ক্রুধ্যন্‌গর্গোয়মায়াতো হন্তুং সর্ব্বান্নৃপাশ্রিতান্॥ ৪২৮
গর্ভিণীগর্ভপাতিন্যা অদৃশ্যা ভয়বার্ত্তয়া।
দ্বিত্রাণ্যহান্যস্বভাবি জনৈর্জ্বর ইবাখিলৈঃ॥ ৪২৯
ততস্তিলকসিংহাদ্যৈরুগ্রেকাদ্যাগদীয়ত।
অনবেক্ষ্য নৃপাদেশমস্কন্দো গর্গমন্দিরে॥ ৪৩০

রাজা রাজ্য শাসনে অক্ষম হওয়ায়, রাজবাটীর বাহিরের কি ভিতরের—কি ছোট কি বড় সকলেই নিজেদের জীবন গর্গের আয়ত্ত বলিয়া মনে করিয়াছিল। ৪২৬

গর্গ যেমন লোহর দুর্গ হইতে রাজধানী শ্রীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি নগরবাসীরা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। কারণ তাহার আগমনের পূর্ব্বে জনরব উঠিয়াছিল যে, তিনি কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। তিনি রাজানুগৃহীত ও সমগ্র রাজকর্ম্মচারীদিগকে হয় শূলে চড়াইয়া, না হয় জলে ডুবাইয়া বধ করিবেন। ৪২৭।৪২৮

দুই তিন দিন ধরিয়া লোকের মনে এমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে, তাহাতে অনেক গর্ভিণীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং লোকে যেন জ্বরাক্রান্তের ন্যায় কম্পিত হইতেছিল। ৪২৯

তদনন্তর তিলক সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন দুঃসাহসিক, নৃপতির

দেশশ্চাত্মাবগঃ কৃৎস্নো ধাবতি স্ম ধৃতায়ুধঃ।
প্রত্যগ্রহীত্তানখিলান্গর্গচন্দ্রস্ত্ববিহ্বলঃ ॥ ৪৩১
নির্লজ্জা দিলহভট্টারলককাস্ত্বাস্তুরঙ্গমৈঃ।
ভ্রাম্যস্তস্তত্রাদৃশ্যন্ত গর্গাবসথবীথিষু ॥ ৪৩২
নিষিষেধ ন তান্রাজা প্রত্যুতাস্কন্দদায়িনাম্।
লোঠনং কুণ্ঠশক্তীনাং তেষাং স্ফূর্ত্যৈ ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৪৩৩
তেনাপি যোধৈর্গর্গস্থ রুদ্ধমার্গেণ মন্দিরম্।
ন রুদ্ধং নাপি নির্দ্দগ্ধুং পারিতং দত্তবহ্নিনা ॥ ৪২৪
ধানুষ্কঃ কেশবো নাম মঠেশো লোঠিকামঠে।
অবাধতৈব নারাচৈস্তদ্যোধান্ঘাতয়ন্পরম্ ॥ ৪৩৫

আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই গর্গ মন্দিরে যাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল। ৪৩০

দেশের সকলেই উত্তেজিত হইয়া ধৃত অস্ত্র হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু গর্গচন্দ্র কিঞ্চিৎমাত্র বিহ্বল না হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। ৪৩১

দিহ্ল ভট্টারক এবং লকক প্রভৃতি কতিপয় নির্লজ্জ ব্যক্তি অশ্বারূঢ় হইয়া গর্গের বাসভবনের পথের উপর ভ্রমণ করিতেছিল। ৪৩২

এই ব্যাপারে রাজা কাহাকেও নিষেধ করেন নাই, প্রত্যুত বিগ্রহকারীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ স্বীয় ভ্রাতা লোঠনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪৩৩

গর্গের যোধেরা পথ রুদ্ধ করায় লোঠন, গর্গের বাসভবন অবরোধ বা অগ্নিদাহ করিতে পারেন নাই। কেবল লোঠিকা মঠের

প্রকাশেন সমং রাজলোকে বিরলতাং গতে।
সায়ং সানুচরো গর্গো হয়ারূঢ়ো বিনির্যযৌ ॥ ৪৩৬
সমন্তৈরপ্রতিহতো নিনায়ালহরং ব্রজন্।
বদ্ধোজস্হমস্বস্থমাসীনং ত্রিপুরেশ্বরে ॥ ৪৩৭
তাপসেন কিমেতেনেত্যুক্ত্বান্যেদ্যুর্মুমোচ তম্।
তং সুস্সলেপি বিধুরে নৃপতিং নোদপাটয়ৎ ॥ ৪৩৮
ক্ষণে ক্ষণে ভবদ্দেশস্ততঃ প্রভৃতি সর্ব্বতঃ।
গর্গাগমনসন্ত্রস্তপৌরার্গলিতমন্দিরঃ ॥ ৪৩৯
অথার্ত্তস্য মহীভর্তু র্গর্গসন্ধানমিচ্ছতঃ।
মহত্তমঃ সহেলোভূল্লহরে দূত্যমাচরন্ ॥ ৪৪০

অধিকারী কেশব নামক ধনুর্দ্ধর গর্গ সৈন্যের উপর নারাচ বর্ষণ করিয়া অনেককে নিহত করিয়াছিল। ৪৩৪।৪৩৫

রাজপক্ষের লোকেরা বিরল প্রায় হইলে সন্ধ্যার সময়ে গর্গ অনুচর বর্গের সহিত অশ্বারূঢ় হইয়া নির্গত হইলেন। কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। তিনি লহর পথে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়ে ত্রিপুরেশ্বরস্থিত পীড়িত উজস্হংকে বন্ধন করিয়া লইয়া যান। ৪৩৬।৪৩৭

এ নিরীহ ব্যক্তিকে রাখিয়া, কি ফল বলিয়া পরদিন তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী সুস্সল নরপতি বর্ত্তমান আছেন বলিয়া রাজা সহ্লণের উচ্ছেদ করিলেন না। সেই সময় হইতেই পুরবাসীরা গর্গের আগমন শুনিলেই সন্ত্রস্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহের দ্বার অর্গলিত করিত। ৪৩৮।৪৩৯

তখন রাজা নিতান্ত আর্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং গর্গের সহিত

তেনাঙ্গীকারিতো গর্গঃ কথঞ্চিৎকন্যকার্পণম্।
ভৃত্যাস্তু তেন সম্বন্ধং নৈচ্ছন্ভূতস্য ভূপতেঃ ॥ ৪৪১
ততঃ সুস্সলদেবেন সহ সন্ধিং নিবদ্ধবান্।
পশ্চাৎসম্প্রার্থ্যমানোপি সম্বন্ধং ন ব্যধত্ত সঃ ॥ ৪৪২
মণ্ডলে বিশরাকৃত্যমেবং যাতে নৃপোবধীৎ।
সড্ডং হংসরথং নোনরথং চাসাদিতাশ্চরৈঃ ॥ ৪৪৩
তানাগ্নিকণসূচ্যাদিপ্রবেশৈ রেষদুর্জ্জনঃ।
অত্যক্তানসুভির্ঘোরামবস্থামন্বভবৎ ॥ ৪৪৪

পুনর্মিলনাশায় লহরে স্বীয় মহত্তম সহেলকে দূত করিয়া প্রেরণ করিলেন। ৪৪০

সহেল অনেক উপরোধ অনুরোধ করিয়া গর্গকে স্বীকার করাইলেন যে, তিনি সহ্লণকে কন্যা দান করিবেন। কিন্তু প্রেততুল্য রাজার সহিত এরূপ সম্বন্ধ স্থাপন, তাহার অনুচরবর্গের মনঃপুত হইল না। ৪৪১

তদনন্তর গর্গ, সুস্সল দেবের সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন। ইহার পরেও সহ্লণ প্রেরিত দূতের মুখে অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সে সম্বন্ধ বন্ধন করিলেন না। ৪৪২

রাজ্যমধ্যে এইরূপ দ্বৈধ ভাব উপস্থিত হইলে, রাজা সড্ড, হংসরথ এবং মনোরথকে চর দ্বারায় ধৃত করিয়া বধ করেন। ৪৪৩

তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া তপ্ত শলাকা ও সূচী দ্বারা শরীরের নানা স্থানে বিদ্ধ করতঃ অসীম যন্ত্রণা দানে প্রাণবধ করা হইয়াছিল। ৪৪৪

ভোগসেনাঙ্গনাং মল্লামনুমেনে স যন্নৃপঃ।
অনুসর্তুং পতিং ছন্নং বসন্তীং সাধু তদ্ব্যধাং॥ ৪৪৫
তাদৃগ্‌দৃষ্টাপি বৈক্লব্যং শঙ্কিতেন তদন্তরে।
প্রমিথ্যো দিহ্লভট্টারো রসদানেন ভূভুজা॥ ৪৪৬
ন রাজবীজী নোচ্চণ্ডবিক্রমো বা বভূব সঃ।
শমিতো গূঢ়দণ্ডেন যত্তথা তেন পাপিনা॥ ৪৪৭
তং যা নিনিন্দানিঃশস্ত্রপৌরুষং তৎস্বসুস্তদা।
তস্যা বহ্নিপ্রবেশেন সিদ্ধং মানবতীব্রতম্॥ ৪৪৮
সোলেপাপি রাজ্যকালোভূদেবমাতঙ্কদুঃসহঃ।
দীর্ঘক্ষপাদৃশ্যমানদীর্ঘদুঃস্বপ্নসংনিভঃ॥ ৪৪৯

তিনি যে ভোগসেনের পত্নী নিভৃতবাসিনী মল্লাকে পতির অনুগমন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন—তাহা সৎকার্য্যই হইয়াছিল। ৪৪৫

রাজা স্বীয় দুর্ব্বলতা বুঝিয়াও শঙ্কাবশতঃ দিহ্লভট্টারককে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। ৪৪৬

ঐ ব্যক্তি রাজকুলজাত বা প্রচণ্ড বীর্য্যশালী ছিল না, তথাপি কেন যে রাজা তাহাকে এরূপ ভাবে গোপনে হত্যা করিয়া পাপ সঞ্চয় করিলেন, বলা যায় না। ৪৪৭

দিহ্লারভট্টের সহোদরা স্বীয় ভ্রাতাকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতেন। অভিমানবতী রমণী ভ্রাতার মৃত্যুতে বহ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৪৪৮

দীর্ঘ রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন-দর্শনকারীর অসহ্য যন্ত্রণা হইলেও নিদ্রাভঙ্গের পর যেমন আর কিছুই কষ্ট থাকে না, তেমনি রাজার রাজত্ব

কালবিৎসুস্সলো গর্গাদিদ্ধসংধিরপি ত্রসন্।
সুগুভ্ত্ত্বাগ্রে সজ্জপালং কাশ্মীরৌন্মুখ্যভাক্তত: ॥ ৪৫০
দ্বারেণ সহ দত্তার্থো লক্ষক: সহ্লভূভুজা।
বরাহমূলং সংপ্রাপ কথঞ্চিৎপ্রস্থিতিং ভজন্ ॥ ৪৫১:
গর্গ: স্মরন্নবস্কন্দং পশ্চাদভ্যেত্য নাশয়ন্।
বরাহমূলেন সমং তস্য সৈন্যমলুণ্ঠয়ৎ ॥ ৪৫২
বিদদ্রৌ স তু তদ্যোধৈর্হতৈশ্চ পরিষস্বজে।
অদিব্যৈর্মেদিনী দিব্যৈর্দেহৈস্তপ্সরসাং গণ: ॥ ৪৫৩

কাল স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও, প্রজারা দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ৪৪৯

কালবিদ্ সুস্সল, রাজা গর্গের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও মনে সামান্য মাত্র আশঙ্কা করিয়াও কাশ্মীর-গ্রহণাভিপ্রায়ে সজ্জপালকে তদভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ৪৫০

সহ্লণ ভূপতি লক্ষককে দ্বারপতির পদে নিযুক্ত করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করেন; তিনি কিন্তু কোন প্রকারে প্রয়াণমাত্র যাইয়াই বরাহমূল স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৪৫১

গর্গ লক্ষক কৃত আক্রমণ স্মরণ করিয়া, তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়াই আক্রমণ করিলেন, এবং তদীয় বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন; বরাহমূল নগরও তৎসঙ্গে লুণ্ঠিত হইল। ৪৫২

লক্ষক পলায়ন করিলেন; তাঁহার যোদ্ধারা নরদেহে ক্ষিতি আলিঙ্গন ও দিব্যদেহে অপ্সরোগণকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। ৪৫৩

নায়কে গলিতে শুদ্ধবৃত্তৈঃ সদ্বংশজৈর্ম্মহী।
পতিতৈ রুপ্পছুড্ডাদ্যৈর্ভূষিতা মৌক্তিকৈরিব ॥ ৪৫৪
আগচ্ছতা ছিন্নভীতিঃ সজ্জপালেন লক্ককঃ।
নিরাশ্রয়ঃ সংপ্রপেদে পার্শ্বঃ সুস্সলভূপতেঃ ॥ ৪৫৫
সোথ ভূভৃৎসজ্জপালে দূরং ক্রান্তরিপৌ গতে।
আজগামান্তিকং প্রাপ্তৈঃ প্রেরিতঃ পৌরডামরৈঃ ॥ ৪৫৬
সন্ধিং তব বিধাস্যামি সার্দ্ধং সুস্সলভূভুজা।
ইত্যুক্ত্বা সহ্লণং প্রায়াত্তদভ্যর্ণং সহেলকঃ ॥ ৪৫৭

নায়ক (মধ্যমণি) বিগলিত হইলে যেমন নির্ম্মল উৎকৃষ্ট জাতীয় মুক্তাফল পতিত হইয়া ভূমিকে শোভিত করে, সেইরূপ নায়ক লক্কক বিভ্রষ্ট হইলে, বিশুদ্ধ চরিত্র সদ্বংশজাত উপ্প, ছুড্ডাদি বীরগণ পতিত হইয়া রণস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ৪৫৪

লক্কক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন, সজ্জপাল আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া নিঃশঙ্ক করিলে, তিনি সুস্সল রাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। ৪৫৫

অনন্তর রাজা সুস্সল দেখিলেন, সজ্জপাল শক্রদিগকে আক্রমণ করিতে করিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন; তখন তিনিও স্বপক্ষগত পৌর ও ডামরদিগের প্রেরণায় শ্রীনগরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন। ৪৫৬

"আপনার সহিত সুস্সল রাজের সন্ধি ঘটাইয়া দিব" সহ্লণ রাজকে এই কথা বলিয়া মহত্তম সহেলও সুস্সল পার্শ্বে চলিলেন। ৪৫৭

কাঙ্ক্ষিতাভ্যুদয়ং পৌরৈশ্চাতকৈরিব বারিদম্।
অশিশ্রিয়ন্‌রাজবর্জ্জং সর্ব্ব এবোচ্চলানুজম্॥ ৪৫৮
গর্গস্য গৃহিণী ছুড্ডাভিধানাথ তদন্তিকম্।
কন্যকাদ্বয়মাদায় পরিণেতুমুপাযযৌ॥ ৪৫৯
উপযেমে স্বয়ং রাজা রাজলক্ষ্ম্যভিধাং ততঃ।
গুণলেখাং স্নুষাত্বেন স্বীচক্রে তৎকনীয়সীম্॥ ৪৬০
সহ্লণে সানুজেভ্যোত্য সজ্জপালেন বেষ্টিতে।
রাজাপি রাজসদসঃ সিংহদ্বারং সমাসদৎ॥ ৪৬১
সাক্ষাদ্বিরোধিভৃত্যেন দ্বারমেকেন পাতিতম্।
অভূন্মোঘঃ তমপ্রাপ্য সার্দ্ধং বৈরিমনোরথৈঃ॥ ৪৬২

চাতক যেমন জলদের অভ্যুদয় আকাঙ্ক্ষা করে, সেইরূপ পুরবাসীরা উচ্চলানুজের অভ্যুদয় কামনা করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সহ্লণরাজ ব্যতীত আর সমস্ত পুরবাসীই তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ৪৫৮

তখন ছুড্ডা নাম্নী গর্গগৃহিণী কন্যাদ্বয়কে লইয়া রাজার (সুস্সলের) সহিত তাহাদিগের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। ৪৫৯

তদনন্তর রাজা স্বয়ং রাজলক্ষ্মী নাম্নী গর্গতনয়াকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহার কনীয়সী সহোদরা গুণলেখাকে স্বীয় স্নুষারূপে প্রতিগ্রহ করিলেন। ৪৬০

সজ্জপাল যাইয়া সানুজ সহ্লণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন এবং রাজাও রাজভবনের সিংহদ্বারে উপনীত হইলেন। ৪৬১

বিপক্ষের কোন এক সৈনিক তাঁহার সমক্ষেই একটা কটক

সসৈন্যের্গলিতদ্বাররাজবেশ্মস্থিতে রিপৌ।
গর্গস্কন্দাবিশঙ্ক্যাসীচ্চকিতং সৌস্সলং বলম্ ॥ ৪৬৩
গর্গে বিতীর্ণকন্যেপি রাজসৈন্যমবিশ্বসৎ।
তস্থৌ স্থাতব্যমিত্যেব তৃণস্পন্দেপি শঙ্কিতম্ ॥ ৪৬৪
অস্তাভিলাষিণি দিনে তাদৃক্ত্রাসহতে বলে।
স্নেহাদদহতি ক্ষ্মাপে দুর্ভেদৌকঃস্থিতান্রিপূন্ ॥ ৪৬৫
প্রবিশ্য গ্রাম্নিভূগ্নকবাটেন তমোরিণা।
দ্বারং বিবৃত্যাঙ্গনস্থৈঃ সজ্জপালোগ্রহীদ্রণম্ ॥ ৪৬৬

ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন আঘাত লাগে নাই; সে দ্বার পাতন নিতান্ত নিষ্ফল হইয়াছিল; শত্রুদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল না। ৪৬২

শত্রু রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সসৈন্যে ভিতরে রহিয়াছে দেখিয়া সুস্সল সৈন্যের আশঙ্কা হইল, গর্গচন্দ্র এই সময়ে তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে। ৪৬৩

যদিও গর্গচন্দ্র কন্যাদান করিয়া সম্বন্ধ বদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি রাজসৈনিকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একটি পত্রমাত্র বিচলিত দেখিয়াও, চকিত ও ভীত হইয়া থামিতে হয় বলিয়াই যেন থামিয়া গেল। ৪৬৪

দিন শেষ হইয়া আসিল, সৈন্য সমুহ ভীতিগ্রস্ত; শত্রুরা দুর্ভেদ্য আবাসে অবস্থিত দেখিয়াও স্নেহ, প্রযুক্ত রাজা তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে পারিতেছেন না; এমন সময়ে সজ্জপাল, প্রস্তরাঘাতে গবাক্ষের কবাট ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া প্রাঙ্গণস্থ সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ৪৬৫।৪৬৬

তস্য নিশ্চিত্য পাতংগীং বৃত্তিং ভূমন্তরিব্রজে।
অনুপ্রবেশং বিদধে পদাতির্লককাভিধঃ ॥ ৪৬৭
দরদানয়নে কাষ্ঠবাটসঙ্কটবিক্রমে।
যস্তস্য সদৃশো যোধঃ প্রতিবিম্ব ইবাভবৎ ॥ ৪৬৮
স কেশবশ্চ স মঠাধীশস্তমনুসস্রতুঃ।
শৈনেয়মারুতী পার্থমিব প্রার্থিতসৈন্ধবম্ ॥ ৪৬৯
নির্গত্য মণ্ডপাল্লগ্নপ্রহারৈস্তৈঃ কথংচন।
বিবৃতে প্রাঙ্গ-দ্বারে ধীরো রাজাবিশংস্বয়ম ॥ ৪৭০
নির্ব্বিভাগে বর্ত্তমানে সংগরে সৈন্যয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রাঙ্গনে প্রমযুং প্রাপুর্ভূয়াংসস্তত্র শস্ত্রিণঃ ॥ ৪৭১

বহু শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট সঙ্গপালের দশা অগ্নিমুখে ধাবিত পতঙ্গের ন্যায় হইবে নিশ্চয় করিয়া, লক্কক নামক পদাতিকও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়াছিল। ৪৬৭

কাষ্ঠবাট গিরিসঙ্কটে দরদাক্রমণের সময় তৎসদৃশ যে বীর পুরুষেরা প্রতিবিম্বস্থিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, সেই কেশব এবং মঠাধীশ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিল; জয়দ্রথ-বধাভিলাষী পার্থের পশ্চাতে যেন শিনি-তনয় সাত্যকি, ও পবনাত্মজ ভীমসেন ধাবিত হইতেছেন। ৪৬৮,৪৬৯

ভীষণ আঘাতে প্রাঙ্গণদ্বার কোনরূপে উন্মুক্ত হইলে, সুধী রাজা মণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৪৭০

প্রাঙ্গণমধ্যে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মিশামিশি যুদ্ধ বাধিয়া গেল; বহু যোদ্ধা নিহত হইয়া ভূপতিত হইল। ৪৭১

সচিবঃ স্সহলরাজস্য পতঙ্গগ্রামজো দ্বিজঃ।
আজৌ প্রাপাজ্জকো নাম স্বঃস্ত্রীসম্ভোগভাগিতাম্ ॥ ৪৭২
কায়স্থেনাপি রুদ্রেণ লব্ধা গঞ্জাধিকারতাম্।
স্বামিপ্রসাদঃ সাফল্যং নিন্যে ত্যক্ত্বা তনুং রণে ॥ ৪৭৩
সায়ং বনস্পতির্লীনৈঃ খগৈর্ব্বাচালিতো যথা।
গ্রাবণি প্রবিষ্টে প্রোড্ডীননিঃশব্দবিহগোভবেৎ ॥ ৪৭৪
আযোধনোর্ব্বী বাচালা চক্রে চিত্রার্পিতেব সা।
তথা সুস্সলভূপেন তুরগস্থেন তর্জ্জিতা ॥ ৪৭৫
অনারূঢ়েঙ্গনান্তঃস্থে তস্মিন্সিংহাসনং ধ্বনিঃ।
সুস্সলো জয়তীত্যেবং ঢক্কাবাদ্যং চ শুশ্রুবে ॥ ৪৭৬

সহলরাজসচিব অজ্জক নামা পতঙ্গগ্রামীয় দ্বিজ যুদ্ধে পতিত হইয়া দিব্যাঙ্গনা সম্ভোগে অধিকারী হয়েন। ৪৭২

রুদ্র নামক যে কায়স্থ গঞ্জাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও সংগ্রামে তনুত্যাগ করিয়া প্রভু প্রসাদের সফলতা বিধান করিয়াছিল। ৪৭৩

যেমন সায়ংকালে বৃক্ষাবলী পক্ষীকলরবে মুখরিত হইলেও প্রস্তর নিক্ষেপ মাত্র একেবারে নির্জ্জন ভাব ধারণ করে, তেমনি যোদ্ধৃবৃন্দের কোলাহলে যে রণস্থল মুখরিত হইতেছিল অশ্বারোহণে আগত সুসসলের গর্জ্জন মাত্রই তাহা নীরব হইল। ৪৭৪'৪৭৫

তিনি সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে যখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময়ে ঢক্কানিনাদ সহ রব উঠিল—"সুসসল জয়ী হইয়াছেন"। ৪৭৬

মল্লরাজগৃহে তাদৃঙ্ নান্যস্যাপ্যুদপদ্যত।
অগাতাং তত্র বৈক্লব্যং যাদৃক্ সহ্লণলোঠনৌ ॥ ৪৭৭
আবদ্ধকবচাবশ্বারূঢ়াবালিঙ্গ্য সুস্সলঃ।
বালৌ যুবামিতি বদন্মুর্ত্তোত্যাজয়দায়ুধম্ ॥ ৪৭৮
আদিশ্য মণ্ডপেহন্যস্মিন্বন্ধযোশ্চ স্থিতিং তয়োঃ।
প্রাপ্তরাজ্যস্ততো রাজা বিবেশাস্থানমণ্ডপম্ ॥ ৪৭৯
ত্র্যহোনাংশ্চতুরো মাসাঙ্কৃত্বরাজ্যং স বন্ধ তন্।
সিতস্য সোষ্টাশীতেব্দে রাধস্য ত্রিতয়েহহনি ॥ ৪৮০
তেন সিংহাসনে ক্রান্তে ভাস্বতেব নভস্তলে।
ক্ষণাদেবাখিলো লোকঃ ক্ষোভমব্ধিরিবাত্যজৎ ॥ ৪৮১

সহ্লণ এবং লোঠন যেরূপ কাপুরুষত্ব দেখাইয়াছিল, মল্লরাজকুলে আর কেহই তাদৃশ কাপুরুষতা দেখায় নাই। ৪৭৭

তাহারা উভয়েই কবচধারী হইয়া অশ্বারোহণে সুস্সলকে আলিঙ্গন করিলেন। সুসসলও "তোমরা শিশু," অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি?" বলিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করাইলেন। এবং উভয়কে গৃহান্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া, রাজা হইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। ৪৭৮।৪৭৯

সহ্লণ তিন দিন কম চারিমাস রাজত্ব করিয়া ৪১৮৮ লৌকিক অব্দের বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে বন্ধনে পতিত হইয়াছিলেন। ৪৮০

সুস্সল সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেই সমস্ত লোক ক্ষণমধ্যে নিস্তব্ধ হইল। মার্ত্তণ্ডদেবকে নভোমণ্ডলে দীপ্যমান দেখিয়া সমুদ্রও স্থিরভাব ধারণ করিল। ৪৮১

বিকোশশস্ত্রঃ সদ্রোহাবেক্ষণক্ষোভতঃ সদা।
ব্যাধলোকে ব্যাত্তবক্ত্রো মৃগরাজ ইবাভবৎ॥ ৪৮২
ভ্রাতৃদ্রুহাং কুলচ্ছেদমন্বিষ্যান্বিষ্য কুর্ব্বতা।
ন তেন নীতিনিষ্ঠেন শিশবোপ্যবশেষিতাঃ॥ ৪৮৩
জনস্য বীক্ষ্য দৌর্জ্জন্যং ধৃষ্টাকারতাং বহন্।
স কার্যাপেক্ষয়াপ্যাসীন্ন ক্বাপ্যাহিতমার্দ্দিবঃ॥ ৪৮৪
বস্তুঃ স্বার্দ্রহৃদয়ঃ ক্রূরং দময়িতুং জনম্।
অবাস্তবং তত্তীমত্বাস্তিভিত্তিব্যাল ইবাদধে॥ ৪৮৫
কালবিৎসময়ত্যাগী প্রগল্ভঃ প্রতিভানবান্।
ইঙ্গিতজ্ঞো দীর্ঘদৃষ্টিঃ স এবান্যো ন কোপ্যভূৎ॥ ৪৮৬

যেমন ব্যাধগণের সম্মুখে পশুরাজ সিংহ বদন ব্যাদান করিয়া ভীতি প্রদর্শন করে, সেইরূপ নৃপতিও উন্মুক্ত কৃপাণ-করে শত্রুগণের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। ৪৮২

এক্ষণে কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়া ভ্রাতৃহন্তাদিগকে অন্বেষণ করিয়া সবংশে নিহত করিয়াছিলেন এমন কি তাহাদের শিশুরাও রক্ষা পায় নাই। ৪৮৩

তিনি দুর্জ্জনের দুর্জ্জনতা জানিতে পারিলে, কখনই কঠোরতা পরিত্যাগ করিতেন না, তবে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিলে, কখন কখন সামান্য মৃদুতা প্রকাশ করিতেন। ৪৮৪

বাস্তবিক তিনি কোমল হৃদয় ছিলেন। কেবল ক্রূরদিগকে দমন করিবার জন্যই প্রাচীরে চিত্রিত সর্পের ন্যায় অবাস্তব ভীষণ ভাব ধারণ করিতেন। ৪৮৫

তিনি উপযুক্ত কাল বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। যথা সময়ে দান

অধিকঃ কোপি কোপ্যূনঃ কোপি তস্য সমো গুণঃ।
দোষোথ বা পূর্ব্বজস্য স্বভাবৈক্যেপ্যদৃশ্যত ॥ ৪৮৭
অন্বকারি সমানেপি কোপে তৎপূর্ব্বজন্মনঃ।
কোপেন বিষমালর্কং তদীয়েন তু সারঘম্ ॥ ৪৮৮
ন বভূব স বেশাদৌ সাসূয়োনুচিতং পুনঃ।
স্থিতিভেদভয়াৎসেহে নোৎসেকমনুজীবিনাম্ ॥ ৪৮৯
নৈচ্ছৎস দ্বন্দ্বযুদ্ধাদিসন্ধানৈর্মানিনাং বধম্।
তস্মিন্ প্রমাদান্নির্ব্যূঢ়ে স্বদীয়ত কৃপাকুলঃ ॥ ৪৯০
বাক্‌পারুষ্যং নৃপস্যাসীদাত্তস্যাতঙ্কদুঃসহম্।
তস্য তু প্রণয়প্রায়ং হিংসাস্যাবাধবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৯১

করিতেন, প্রগল্‌ভ ও প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, ইঙ্গিত মাত্রেই কথা বুঝিতে পারিতেন এবং দূরদর্শী ছিলেন। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। ৪৮৬

স্বভাবতঃ তিনি অগ্রজের সদৃশ ছিলেন। তবে কোন কোন গুণ বা দোষ তাহাতে ন্যূন বা সমান দেখা যাইত। ৪৮৭

দুই ভ্রাতাই সমান ক্রোধী ছিলেন, তবে তাহার জ্যেষ্ঠের ক্রোধ সারমেয় বিষতুল্য এবং তাহার ক্রোধ মধুমক্ষিকার বিষের ন্যায় ছিল। ৪৮৮

তিনি অনুজীবিগণের গর্ব্ব দেখিয়া মর্য্যাদা ভঙ্গ ভয়ে রুষ্ট হইতেন, কিন্তু তাহাদের বেশাদিতে অনুচিত অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। ৪৮৯

তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধাদি প্রবর্ত্তন করাইয়া, কখন সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তবে কেহ প্রমাদ পূর্ব্বক ওরূপে নিহত হইলে বরং তিনি দয়ার্দ্র হইতেন। ৪৯০

রাজা উচ্চলের কর্কশ বচনে লোকের দুঃসহ কষ্ট হইত, ভয়েরও

তস্যার্থগৃধ্রোরুৎপাদো ভূয়ানাস্তে স্ম সম্পদাম্।
ত্যাগো বিগয়কালাদিনৈয়ত্যা তু মিতোভবৎ॥ ৪৯২
নবকর্ম্মাশ্ববাহুল্যপ্রিয়ে তস্মিন্দরিদ্রতাম্।
তত্যজুঃ কারবো বাজিবিক্রেতারশ্চ দৈশিকাঃ॥ ৪৯৩
দুঃসহব্যসনোৎপত্তৌ জিগীষোঃ প্রশমার্থিনঃ।
তস্যাসীদপরিত্যাজ্যং ন কিঞ্চিদ্বসুবর্ষিণঃ॥ ৪৯৪
তস্যেন্দ্রদ্বাদশী ভূরিপরার্দ্ধ্যাংশুকদায়িনঃ।
যথা নৃপস্য শুশুভে তথা নন্যস্য কস্যচিৎ॥ ৪৯৫

কারণ জন্মিত। কিন্তু সুস্সলের সপ্রণয় ব্যবহারে কাহারও কোন কষ্ট হইত না বা অপ্রিয় হইয়া কাহাকেও প্রাণ হারাইতে হয় নাই। ৪৯১

সুস্সল অর্থ সংগ্রহে সমধিক তৎপর ছিলেন এবং বিবিধ উপায়ে ধন সঞ্চয়ও করিয়াছিলেন। বিষয় এবং কালাদি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন বলিয়া উচ্চল অপেক্ষা মিতব্যয়ী ছিলেন। ৪৯২

তিনি নিত্য নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণে এবং অশ্বক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন। সেইজন্য তাঁহার রাজত্বকালে বৈদেশিক শিল্পী ও অশ্ব-বিক্রেতারা ধনশালী হইয়াছিল। ৪৯৩

প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষাদি দুঃসহ বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রশমন এবং সম্পূর্ণ উচ্ছেদ জন্য কোন সম্পদ ব্যয়েই তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। ৪৯৪

ইন্দ্র-দ্বাদশী উৎসবে ভূরি পরিমাণে বসন এবং ধন বিতরণে তাঁহার যেরূপ শোভা দেখা যাইত, এমন শোভা কখন দৃষ্ট হয় নাই। ৪৯৫

যথা প্রাগুচ্চলো রাজা সুপ্রাপঃ প্রিয়সেবকঃ।
স তথা সেবকৈরাসীদ্ভূয়া দুর্লভদর্শনঃ ॥ ৪৯৬
নোচ্চলাদপরস্যাসীদ্ব্যসনং হয়বাহনে।
নাস্যস্তু সুস্সলনৃপাদ্দাক্ষ্যং তত্র চ পপ্রথে ॥ ৪৯৭
শমমুৎপন্নমুৎপন্নং নিন্যে দুর্ভিক্ষমুচ্চলঃ।
রাজ্যে সুস্সলদেবস্য ন তৎস্বপ্নেপ্যদৃশ্যত ॥ ৪৯৮
কিমন্যদর্থিতৈঃ সোভূদগ্রজাদধিকো গুণৈঃ।
ত্যক্‌ত্বা ত্যাগার্দ্ধনৈস্পৃহ্যসুপ্রাপত্বানি কেবলম্ ॥ ৪৯৯
উচ্চলেঃ পালকো গর্গো যং রাজ্যে কর্ত্তুমৈহত।
সহস্রমঙ্গলস্তেন নির্বাস্যত স ক্রুধা ॥ ৫০০

রাজা উচ্চল যেমন পূর্ব্বে ভৃত্যগণের প্রিয় ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাহাদের দর্শন দিতেন, তিনি কিন্তু ভৃত্যদিগের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ দর্শন ছিলেন। ৪৯৬

উচ্চলের ন্যায় কোন রাজা অশ্বারোহণ প্রিয় ছিলেন না। কিন্তু সুস্সলের ন্যায় কাহাকেও অশ্বারোহণে সুদক্ষ দেখা যায় নাই। ৪৯৭

উচ্চলরাজ যেমন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিরাকরণ করিতেন। কিন্তু সুস্সলের রাজত্বে দুর্ভিক্ষ স্বপ্নেরও অতীত ছিল। ৪৯৮

তিনি সকল বিষয়েই উচ্চল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন কেবল দানে, অর্থ নিস্পৃহতায় এবং সুলভ দর্শনতায় তৎসদৃশ ছিলেন না। ৪৯৯

উচ্চল-পুত্রের অভিভাবক স্বরূপে যাহাকে গর্গ রাজ্য দানে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই সহস্র-মঙ্গলকে সুস্সল সরোষে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ৫০০

তস্মিন্‌ভদ্রাবকাশস্থে প্রাসনামা তদাত্মজঃ।
কাঞ্চনোৎকোচদশ্চক্রে ডামরৈঃ সহ চাক্রিকম্‌॥ ৫০১
অসংত্যজন্নুচ্চলজং পিতৃব্যেণার্থিতং শিশুম্‌।
প্রসঙ্গে তত্র গর্গোপি প্রাতিকূল্যমদর্শয়ৎ॥ ৫০২
প্রহিতানাং নরেন্দ্রেণ তৃণানামিব শস্ত্রিণাম্‌।
গর্গদাবাগ্নিদগ্ধানাং নিঃসংখ্যানামভূৎক্ষয়ঃ॥ ৫০৩
গর্গস্যালোপি বিজয়ঃ স দেবসরসোদ্ভবঃ।
প্রাতিলোম্যেন নৃপতিসৈন্যানাং কদনং ব্যধাৎ॥
রাজ্যপ্রাপ্তের্মাসমাত্রে দিনৈরপ্যধিকে গতে।
তেনোৎপিঞ্জেন রাজ্ঞোভূন্ন ধীরস্যাকুলং মনঃ॥ ৫০৫

যেহেতু সহস্র মঙ্গল ভদ্রাবকাশ স্থানে অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে তাহার পুত্র প্রাশ ডামরদিগকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া তাহাদের সহিত চক্রান্ত করিয়াছিল। ৫০১

ঐ সময়ে সুস্সল, উচ্চলের পুত্রকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গর্গচন্দ্র তাঁহার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। ৫৬২

রাজা গর্গের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দাবাগ্নি পতিত তৃণরাশির ন্যায় প্রভূত সৈন্য গর্গের হস্তে নিহত হইল। ৫০৩

প্রত্যুত গর্গচন্দ্রের শ্যালক দেবসরসবাসী বিজয় প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া অনেক রাজসৈন্য নিহত করিয়াছিল।

যদিও রাজা সুস্সল একমাস কয়েকদিন মাত্র রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই বিদ্রোহবার্তা শ্রবণে কিছুমাত্র ভীত হয়েন নাই। ৫০৫

সুরেশ্বর্য্যমরেশোর্ব্বীবিতস্তাসিন্ধুসংগমাঃ।
গর্গেণ রাজসৈন্যানাং কৃতাঃ কদনকাঙ্ক্ষিণঃ॥ ৫০৬
সংগ্রামে তুমুলেমাত্যৌ শৃঙ্গারকপিলৌ হতৌ।
কর্ণশূদ্রকনামানৌ তন্ত্রিণৌ চ সহোদরৌ॥ ৫০৭
নিহতানস্তসুভটসমূহান্তরলক্ষিতান্।
তাদৃশানপি নিষ্কৃষ্টুং নাসীৎকস্যাপি পাটবম্॥ ৫০৮
হর্ষমিত্রং কম্পনেশো ভূভর্ত্তুর্ম্মাতুলাত্মজঃ।
বিজয়েন হতানীকো বিদধে বিজয়েশ্বরে॥ ৫০৯
পুত্রো মঙ্গলরাজস্য তিহলো রাজন্যবংশজঃ।
তত্র তিক্কাকরমুখাস্তন্ত্রিণশ্চ প্রমিন্যিরে॥ ৫১০

বিতস্তা ও সিন্ধুনদের সঙ্গম স্থলের যে অংশে অমরেশ নামক বিগ্রহের মন্দির ছিল, সেই অংশের নাম সুরেশ্বরী। সেইস্থানেই রাজসৈন্যদল গর্গের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। ৫০৬

এই তুমুল সংগ্রামে শৃঙ্গার ও কপিল নামক দুইজন অমাত্য এবং কর্ণ ও শূদ্র নামক তন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ দুই সহোদর নিহত হইয়াছিল। ৫০৭

অসংখ্য বীরপুরুষ নিহত হইয়া রণভূমি পরিপূর্ণ করিয়াছিল। এই স্তূপাকার মৃতদেহ হইতে উক্ত চারিটী মৃতদেহ কেহ সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে নাই। ৫০৮

রাজার মাতুলেয় হর্ষমিত্র প্রধান সেনাপতি হইয়াও বিজয়েশ্বরের নিকটে যুদ্ধে বহু সৈন্য বিনষ্ট হইলে পর পরাস্ত হন। ৫০৯

মঙ্গলরাজের পুত্র রাজকুলসম্ভূত তিহল ও তিক্কাকর প্রমুখ তন্ত্রি-সেনানীরা এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ৫১০

রাজানীকে সজ্জপালঃ প্রবীরপ্রবরোঽভবৎ।
ভূরিসৈন্যেন গর্গেণ নাল্পসৈন্যোঽপি যো জিতঃ॥ ৫১১
সংত্যক্তে বিজয়ক্ষেত্রে লক্ককাদ্যৈর্বিসর্জ্জিতৈঃ।
ধীরো রাজা বলং ভগ্নং স্বয়ং গর্গোন্মুখং যযৌ॥ ৫১২
সোঽন্বিষ্য গর্গেণ হতানেযাধান্নাশীকৃতান্বহূন্।
নিরদাহয়দন্যেদ্যুস্তারসংখ্যৈশ্চিতাগ্নিভিঃ॥ ৫১৩
বলিনা ভূভুজা গর্গঃ পীড্যমানঃ শনৈঃশনৈঃ।
ততঃ স্বকসতীর্দগ্ধ্বা ফলাহাভিমুখোঽভবৎ॥ ৫১৪
স তত্র রত্নবর্ষাখ্যং গিরিদুর্গং সমাশ্রিতঃ।
হতাশ্বোঽনুচরৈস্ত্যক্তো নৃপেণাঽদূরেঽষ্ট্যত॥ ৫১৫

সজ্জপাল অত্যল্প সৈন্য লইয়া গর্গচন্দ্রের বিশাল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করেন; তথাপি পরাজিত হয়েন নাই, ইহাতে রাজ-কটক মধ্যে তাঁহারই বীরত্ব খ্যাতি সম্যক প্রথিত হয়। ৫১১

লক্কক প্রমুখ সেনানায়কগণ বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে প্রাজ্ঞ রাজা, বিচ্ছিন্ন সেনাদল পুনরায় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া স্বয়ং গর্গকে আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। ৫১২

গর্গ যুদ্ধে হত বীরগণের দেহ অন্বেষণ করিয়া অগ্নি সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন, তৎপরদিন অসংখ্য চিতা জ্বলিতে দেখা গেল। ৫১৩

মহাবল রাজার আক্রমণে গর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় বাসভবন অনলসাৎ করিয়া ফলাহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৫১৪

তথায় রত্নবর্ষ নামক গিরিদুর্গ আশ্রয় করিলে তদীয় অনুচরগণ একে একে সরিয়া পড়িল; অশ্বারোহীরাও রাজহস্তে পড়িল এবং স্বয়ং রাজা অদূরে দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। ৫১৫

অশ্বারূঢ়েন তত্রাপি সজ্জপালেন বেষ্টিতঃ।
চরণৌ শরণীচক্রে রাজ্ঞো দত্বোচ্চলাত্মজম্॥ ৫১৬
অস্তিকস্থং নৃপে কর্ণকোষ্ঠজং মল্লকোষ্ঠকম্।
বিরুদ্ধং রুদ্ধবত্যাশু গর্গো বিশ্বাসমাযযৌ॥ ৫১৭
গৃহীতপ্রণতিস্তস্য নষ্টেষু বিজয়াদিষু।
শমিতোপপ্লবো রাজা বিবেশ নগরং শনৈঃ॥ ৫১৮
গত্বাথ লোহরে গুপ্তে বদ্ধা সহ্লণলোঠনৌ।
স কহ্লসোমপালাদ্যৈ রেমে সংসেবিতো নৃপঃ॥ ৫১৯
ভূয়ঃ প্রবিষ্টঃ কশ্মীরান্সেব্যঃ সর্ব্বাতিশায়িভিঃ।
গর্গং প্রসাদৈরনয়ৎ প্রকৃষ্টিমধিকাধিকৈঃ॥ ৫২০

সেখানেও সজ্জপাল রাজার পরে যাইয়াই দুর্গ বেষ্টন করিলেন তখন গর্গ উপায়ান্তর না দেখিয়া, উচ্চলাত্মজকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়া রাজার চরণে শরণাগত হইলেন। ৫১৬

এই সময়ে গর্গ, কর্ণকোষ্ঠ-তনয় মল্লকোষ্ঠকে বিদ্রোহী বলিয়া অবরুদ্ধ করায় রাজার বিশ্বাসভাজন হয়েন। ৫১৭

বিজয়ী বীর বিজয়াদি অনুদিষ্ট হইলে, গর্গ রাজ সমীপে নিতান্ত বিনীত হইয়া পড়িলেন; রাজাও তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন। ৫১৮

অনন্তর রাজা লোহর রাজ্যে গমন করিয়া সহ্লণ ও লোঠনকে তথায় কারারুদ্ধ রাখিয়া কলহ ও সোমপালাদি কুটুম্বগণের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। ৫১৯

সর্ব্বগুণাকর রাজা পুনরায় স্বরাজে প্রতিগমন করিয়া গর্গকে সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইলেন। ৫২০

গ্রীষ্মার্কপ্রতিমে তস্মিন্হ্লাদিনাবস্থচক্রতুঃ।
মহাদেবী কুমারশ্চ ক্রমচ্ছায়াবনানিলৌ॥ ৫২১
ডামরৌ দেবসরসোদ্ভবৌ বিজয়গোত্রিণৌ।
বৃহট্টিকস্তথা সূক্ষ্মটিকো বেলাঃ প্রচক্রতুঃ॥ ৫২২
সানাথ্যকাঙ্ক্ষিণৌ পার্থিবস্য প্রবিশতঃ পুরঃ।
লোকপুণ্যে তস্থতুস্তৌ ক্রন্দদ্ভিঃ স্বানুগৈঃ সমম্॥ ৫২৩
বিজয়ে গর্গসংবন্ধাংসদাক্ষিণ্যো মহীপতিঃ।
সদাচারং পরিত্যজ্য বেত্রিভিস্তাবতাড়য়ৎ॥ ৫২৪
তৌ মানিনশ্চ তদ্ভৃত্যাঃ কৃষ্টশস্ত্রাস্ততো ব্যধুঃ।
সাহসং সুমহৎসৈন্যে প্রহরন্তো মহীপতেঃ॥ ৫২৫

রাজা গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী। কিন্তু রাজ্ঞী ও রাজকুমার শ্রান্তিহারিণী তরুচ্ছায়া ও সুশীতল বন পবনের প্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৫২১

যে সময়ে রাজা লোকপুণ্যস্থলে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে বৃহৎ টিক এবং সূক্ষ্ম টিক নামক বিজয়ের দুইজন জ্ঞাতি ডামর-আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়. গর্গের সহিত সম্পর্ক থাকায় বিজয়ের প্রতি রাজা সদয় ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে এই দুই জনের প্রতি রূক্ষ ব্যবহার করেন, এমন কি স্বীয় বেত্রধারীদিগের দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার পর্য্যন্ত করান। ইহাতে অভিমানী ডামরেরা এবং তাহাদিগের অনুচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া দুঃসাহস সহকারে বিপুল রাজ-সৈন্যকে প্রহার করিতে থাকে। ভোগদেব নামক শ্বপাক রাজাকে

শ্বপাকো ভোগদেবাখ্যঃ কৃপাণ্যা প্রাহরন্নৃপম্।
ধীরো গজ্জকনামা চ করবালেন পৃষ্ঠতঃ॥ ৫২৬
সাবশেষতয়া ভূপস্যায়ুষো মোঘতাং যযুঃ।
দ্বিষৎপ্রহৃতয়ো বাহতুরগী তু ব্যপদ্যত॥ ৫২৭
নৃপস্যান্তরয়ন্বৈরিপ্রহৃতিং বাণবংশজঃ।
নিহতস্তত্র শৃঙ্গারসীহঃ সাদী শসস্তকঃ॥ ৫২৮
সৈনিকৈস্তৈর্বৃহট্টিক্কাভোগদেবাদয়ো হতাঃ।
সূক্ষ্মটিকস্তু নিস্তীর্ণো হেতুর্ভাবিনি বিপ্লবে॥ ৫২৯
শূলে ব্যাপাদিতা গজ্জকাদয়ো দ্রোহসংশ্রিতাঃ।
সন্দেহিতাসুরিত্যাসীদ্রাজা গর্গানুকূল্যভাক্॥ ৫৩০

তরবারি প্রহার করে, ও পশ্চাৎ হইতে দৃঢ়চেতা গজ্জক করবাল আঘাত করে। ৫২২—৫২৬

রাজার পরমায়ু অবশিষ্ট ছিল বলিয়া উঁহাদের শস্ত্রাঘাত নিষ্ফল হয়, কিন্তু তাঁহার বাহন তুরঙ্গী হত হইয়াছিল। ৫২৭

বাণবংশীয় শৃঙ্গার শিহ নামক একজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী পুরুষ শত্রুর অস্ত্রঘাত ব্যর্থ করিয়া রাজাকে রক্ষা করিয়া স্বয়ং নিহত হন। ৫২৮

বৃহৎ টিক্ক, আভোগদেব এবং অন্যান্য সকলে রাজসৈন্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়, কেবল সূক্ষ্ম টিক্ক পলায়ন করিয়া ভবিষ্যতে বিদ্রোহী হইবার জন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল। ৫২৯

রাজদ্রোহলিপ্ত বলিয়া গজ্জকাদি শূলে আরোপিত হইয়াছিল। গর্গানুকূল্যই রাজার এই প্রাণশঙ্কটের কারণ। ৫৩০

ন ভবেৎপবিপাতেপি প্রলয়ঃ সময়ং বিনা।
প্রসূনমপ্যাহনহন্তি জন্তোঃ প্রাপ্তাবধেঃ পুনঃ ॥ ৫৩১

জ্বালাভিরৌর্ব্বদহনস্ত পয়োধিমধ্যে
ন ম্লানতামপি হি যানি মুহুঃ স্পৃশন্তি।
তাম্বেব যান্তি বিলয়ং কিল মৌক্তিকানি
কান্তাকুচেষু যুবভাবভুবোষ্মণাপি ॥ ৫৩২

প্রাক্সেবামপি বিস্মৃত্য পরোৎসেকাসহিষ্ণুনা।
মণ্ডলাৎসজ্জপালাদ্যা নিরবাস্যন্ত ভূভুজা ॥ ৫৩৩

সম্বন্ধী কাকবংশ্যানাং যশোরাজাভিধস্ততঃ।
সহস্রমঙ্গলাভ্যর্ণং রাজ্ঞা নির্ব্বাসিতো যযৌ ॥ ৫৩৪

সময় না হইলে, বজ্রপাতে মৃত্যু হয় না। আর আয়ু শেষ হইলে পুষ্পাঘাতে মরিয়া যায়। ৫৩১

যে মুক্তাফল জলধি মধ্যে থাকিয়া বাড়বানলে কিছুমাত্র মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, সেই মুক্তাফল যুবতী রমণীর স্তনোপরি থাকিয়া বিরহ জ্বালার প্রভাবে বিলীন হইয়া যায়। ৫৩২

রাজা কাহারও ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিতেন না, এইজন্য সজ্জপালাদির পূর্ব্ব-কার্য্য গৌরব বিস্মৃত হইয়া, তাহাঁদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ছিলেন। ৫৩৩

কাকবংশীয় দিগের সম্পর্কীয় যশোরাজ, রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসিত হইয়া সহস্রমঙ্গলের নিকটে উপস্থিত হন। সহস্রমঙ্গলও যশোরাজকে ও তৎসদৃশ নির্ব্বাসিত বীরপুরুষগণকে পাইয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং সমৃদ্ধিশালী ছিলেন বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া

তমস্তাংশ্চ বিনির্যাতান্দেশাদ্গৃহ্ণন্সমৃদ্ধিমান্।
ঐচ্ছল্লকপ্রতিষ্ঠঃ স রাজ্ঞঃ প্রত্যভিযোগিতাম্॥ ৫৩৫

তৎপুত্রঃ কান্দমার্গেণ বিবিক্ষুঃ প্রাপসৈনিকৈঃ।
যশোরাজে ক্ষতে প্রাসঃ প্রত্যাবৃত্য যযৌ ভয়াৎ॥ ৫৩৬

অথান্যেষ্বপি ভৃত্যেষু রাজ্ঞা নির্বাসিতেষু সঃ।
মৌলিকেষু প্রথাং যাবত্তথাবদুপলব্ধবান্॥ ৫৩৭

উপরাগে নবে সজ্জে পার্ব্বতীয়াস্ত্রয়ো নৃপাঃ।
চাম্পেয়ো জাসটো বজ্রধরো বল্লাপুরাধিপঃ॥ ৫৩৮

রাজা সহজপালশ্চ বর্তুলানামধীশ্বরঃ।
যুবরাজৌ ত্রিগর্ত্তোর্ব্বীবল্লাপুরনরেন্দ্রয়োঃ॥ ৫৩৯

বল্হ আনন্দরাজশ্চ পঞ্চ সঙ্ঘটিতাঃ ক্বচিৎ।
প্রস্থানার্থং কৃতপণাঃ কুরুক্ষেত্রমুপাগতাঃ॥ ৫৪০

উঠেন। তিনি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ইহাই প্রকৃত সময় মনে করিলেন। ৫৩৪।৫৩৫

তাহার পুত্র প্রাস, কান্দবর্ত্ম দিয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু রাজসৈন্যের হস্তে যশোরাজকে ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৫৩৬

অন্যান্য রাজভৃত্য পূর্ব্বোক্তরূপে নির্ব্বাসিত হইয়া সহস্রমঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তিনি উহাদের লাভ করিয়া বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া পড়েন। ৫৩৭

এইরূপে একটা নূতন বিপ্লবসজ্জা উপস্থিত হইলে চম্পাধিপতি যাসট্ট, বল্লাপুরাপতি বজ্রধর এবং বর্ত্তুলাধিপতি সহজপাল নামক তিনজন পার্ব্বতীয় রাজা এবং ত্রিগর্ত্তের রাজ্যের বহ্ল ও আনন্দরাজ

আসমত্যাপ্রিতং তাবদভোত্য নরবর্ম্মণঃ।
প্রাপুর্ভিক্ষাচরং তেন দত্তপাথেয়কাঞ্চনম্ ॥ ৫৪১
স জাসটেন সম্বন্ধিস্নেহাদ্বিহিতসৎকৃতিঃ।
নীতোঽন্যৈশ্চ প্রথাং ভূপৈর্বল্লাপুরমথাযযৌ ॥ ৫৪২
দেশাদ্বিনির্গতৈর্বিম্বপ্রমুখৈর্বর্দ্ধিতপ্রথে।
তস্মিন্ প্রাপ্তে সহস্রস্য প্রতিষ্ঠা লঘুতামগাৎ ॥ ৫৪৩
পৌত্রোঽয়ং হর্ষদেবস্য ক এতে রাজ্য ইত্যথ।
উক্ত্বা ত্যক্ত্বা সহস্রাদীংস্তমেবাশিশ্রিয়ঞ্জনাঃ ॥ ৫৪৪

নামক যুবরাজদ্বয়—এই পাচ জন কোন স্থানে মিলিত হইয়া দেশ ভ্রমণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাত্রাকরতঃ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ৫৩৮—৫৪০

আশমতী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মালবাধিপতি নরবর্ম্মা আশ্রিত-ভিক্ষাচরকে পাথেয় স্বরূপ বহু স্বর্ণ দান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন। ভিক্ষাচর কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উক্ত পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ৫৪১

জাসট সম্বন্ধ স্নেহ-বশতঃ তাঁহার বহু সৎকার করিলেন এবং অন্যান্য রাজারাও জাসটের ন্যায় তাঁহার সৎকার করায়, ভিক্ষাচর গৌরবান্বিত হইয়া বল্লাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৫৪২

এই সময়ে বিম্ব প্রভৃতি আরও কয়েকজন দেশত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহারাও ভিক্ষাচরের সহিত যোগদান করায় তিনি বর্দ্ধিত গৌরব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এই গৌরবে কিন্তু সহস্র-মঙ্গলের গৌরব অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া গেল। "ভিক্ষাচর রাজা হর্ষদেবের পৌত্র ইহারা রাজ্যের কে" ? এই কথা বলিয়া অনেকে সহস্র-মঙ্গলকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরের দলে যোগদান করিয়া ছিল। ৫৪৩।৫৪৪

কৃতজ্ঞভাবমুৎসৃজ্য সম্বন্ধিস্নেহমোহিতঃ।
দর্যকো রাজপুত্রস্তং রাজ্ঞানির্ব্বাসিতোপ্যগাৎ॥ ৫৪৫
পুত্রঃ কুমারপালস্য তৎপিতুর্ম্মাতুলস্য সঃ।
বৃদ্ধিং সুস্সলদেবেন পুরা নিন্যে হি পুত্রবৎ॥ ৫৪৬
প্রেরিতো যুবরাজেন জাসটেন চ কন্যকাম্।
বল্লাপুরেশঃ প্রদদৌ ভিক্ষবেপ স পদ্মকঃ॥ ৫৪৭
তদ্দেশঠক্কুরো ভূপান্সজ্ঘটয্যাথিলাংস্ততঃ।
তমৈচ্ছদ্গয়পালাখ্যঃ কর্ত্তুং পৈতামহে পদে॥ ৫৪৮
তাং বার্ত্তাং শ্রুতবান্রাজা যাবদাসীৎসমাকুলঃ।
গয়পালো হতস্তাবদ্গো ত্রজৈশ্ছদ্মনা বলী॥ ৫৪৯

রাজপুত্র দর্যক, রাজা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন, তিনিও কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া স্বজন-স্নেহে মোহিত হইলেন। কারণ ভিক্ষাচরের পিতার মাতুল কুমারপালের পুত্র। রাজা সুস্সলদেব ইহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ৫৪৫।৫৪৬

বল্লাপুরাপতি পদ্মক, যুবরাজ বহ্ল এবং জাসটের অনুরোধে স্বীয় কন্যাকে ভিক্ষাচরের করে অর্পণ করিলেন। ৫৪৭

সেই দেশের ঠাকুর গয়পাল অন্যান্য সামন্ত ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া ভিক্ষাচরকে তাহার পিতামহের সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৫৪৮

এই সকল সংবাদ পাইয়া রাজা সুস্সল অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অপরদিকে পরাক্রান্ত গয়পাল, হঠাৎ জ্ঞাতিদিগের ষড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। ৫৪৯

পদ্মকে তানুপ্রতিগতে যোদ্ধুং প্রধনমধ্যগঃ।
ভিক্ষাচরচমূধুর্যো দর্বকোপি ব্যপদ্যত ॥ ৫৫০
তেন প্রধাননাশেন ততো ভিক্ষাচরো যযৌ।
অকিঞ্চিৎকরতাং মেঘ ইবাবগ্রহবারিতঃ ॥ ৫৫১
আসনত্যাং প্রয়াতায়াং ক্ষীণে পাথেয়কাঞ্চনে।
শ্বশুরোপি যযৌ তস্য শনৈর্মন্দোপচারিতাম্ ॥ ৫৫২
চতুষ্পঞ্চানি বর্ষাণি তিষ্ঠন্নাসটমন্দিরে।
গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রং স ততঃ ক্লেশাৎসমাসদৎ ॥ ৫৫৩
ঠক্কুরো দেঙ্গপালোথ চন্দ্রভাগাতটাশ্রয়ঃ।
দত্ত্বা সুতাং বল্পিকাখ্যাং তং নিনায় নিজান্তিকম্ ॥ ৫৫৪

গয়পালের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া পদ্মক, গয়পালের আত্মীয় স্বজনকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাচরের প্রধান সেনাপতি দর্বকও তাহার সহগমন করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি বিপক্ষ হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ৫৫০

এইরূপে ভিক্ষাচরের প্রধান সহায়তাকারীরা এইভাবে নিধন প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নিদাঘকালীন জলদের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। ৫৫১

এই সময়ে আশমতি গতায়ু হইলেন ও ভিক্ষাচর, পাথেয় স্বরূপ যে কাঞ্চন পাইয়াছিলেন, তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্বশুরেরও যত্নের অভাব পরিলক্ষিত হইল। ৫৫২

ভিক্ষাচার কায়ক্লেশে অন্ন ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চারি পাঁচ বৎসর কাল আসটের বাটীতে অবস্থান করিলেন। ৫৫৩

তদনন্তর চন্দ্রভাগা-তটবাসী দেঙ্গপাল নামক একজন ঠাকুর

প্রাপ্তসৌখ্যা বসংস্তত্র কঞ্চিৎকালং ভয়োজ্ঝিতঃ।
স রাজবীজী দৈন্যেন শৈশবেন চ তত্যজে ॥ ৫৫৫
তদন্তরে সাহসিকঃ প্রাসঃ সাহসিকন্মদঃ।
গতাগতানি কুর্ব্বাণঃ সংরম্ভমনয়ন্নৃপম্ ॥ ৫৫৬
স সিদ্ধপথমার্গেণ বিবিক্ষুর্ব্বিপ্লবোন্মুখঃ।
স্বৈরেব ভৃত্যৈর্ভর্ত্তুর্ব্বদ্ধা পাশৈঃ সমর্পিতঃ ॥ ৫৫৭
তত্রোঽপিঞ্জে পরং সত্ত্বং সজ্জপালস্য প্রপ্রথে।
খিন্নোঽপি দ্রোহবিমুখো যৎস দেশান্তরং যযৌ ॥ ৫৫৮

ভিক্ষাচরকে লইয়া আসিয়া বপ্পিকা নাম্নী কন্যাদান করেন, এবং নিজালয়ে রাখিয়া দেন। ৫৫৪

এই রাজপুত্র তথায় কিছুকাল নির্ভয়ে ও সুখে বাস করিয়া দৈন্য ও শৈশব মুক্ত হয়েন। ৫৫৫

এই সময়ে সহস্র-মঙ্গলের পুত্র প্রাশ পুনঃ পুনঃ উদ্ধতভাবে যাতায়াত করিয়া রাজার ক্রোধ পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। ৫৫৬

কাশ্মীর রাজ্যের বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে প্রাশ যখন সিদ্ধপথ নামক গিরিপথ দিয়া আগমন করিতেছিলেন, সেইসময়ে তাঁহারই দলস্থ সৈনিকেরা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকটে লইয়া গিয়াছিল ৫৫৭

এই বিপ্লবকালে সজ্জপালেরই সাধুতা প্রশংসিত হইয়াছিল। রাজার ব্যবহারে তিনি দুঃখিত হইলেও, সর্ব্বপ্রকার দ্রোহ পরাঙ্মুখ হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। ৫৫৮

তস্মিঞ্ছূরে কুলীনে চ কিং বাচ্যং স দিগন্তরে।
শৌর্য্যেণৈব যশোরাজঃ পপ্রথে যত্তদদ্ভুতম্ ॥ ৫৫৯
অথ রাজা নিবার্য্যাস্যান্সহেলাদীন্মহত্তমান্।
সর্ব্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌরকাভিধম্ ॥ ৫৬০
স তাপসস্য সম্বন্ধী কস্যচিদ্বিজয়েশ্বরে।
সেবয়া লোহরস্থস্য তস্য বাল্লভ্যমাযযৌ ॥ ৫৬১
শমিতে পূর্ব্বকায়স্থবর্গে তেন ততঃ ক্রমাৎ।
নীতঃ সর্ব্বাধিকারিত্বং সোন্যামেব স্থিতিং ব্যধাৎ ॥ ৫৬২
অশেষকর্ম্মস্থানেভ্যো বৃত্তিং রাজোপজীবিনাম্।
নিবার্য্য কোষভরণং তেনাকার্যনিশং প্রভোঃ ॥ ৫৬৩

এই মহাত্মা বীরপুরুষের কথা কি বলিব? তাঁহার প্রতাপে যশোরাজ ভিন্ন রাজ্যে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৫৫৯

অনন্তর রাজা, সহেল প্রমুখ প্রাচীন মহত্তমদিগকে পদচ্যুত করিয়া গৌরক নামক কায়স্থকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ৫৬০

গৌরক, বিজয়েশ্বর স্থিত কোন সন্ন্যাসীর জ্ঞাতি ছিল। যখন রাজা লোহরে ছিলেন, তখন গৌরক তাঁহার অনেক প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। ৫৬১

রাজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কায়স্থগণকে কর্ম্ম হইতে অবসৃত করিয়া, ইহাকেই প্রধান মন্ত্রীরপদ প্রদান এবং রাজ্যের শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৫৬২

রাজভৃত্যেরা পূর্ব্বে নানাউপায়ে বৃত্তি গ্রহণ করিত, তিনি সে সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজকোষ সতত পূর্ণ ছিল। ৫৬৩

প্রদিয়া পাপ মিনত্তু নাজ্ঞাসি ক্রুরতা জনৈঃ।
মধুরিমা বিষস্যেব শক্তিঃ প্রাণাপহারিণী॥ ৫৬৪
অথাৎকৃপণবিত্তং স পূর্ব্বসঞ্চিতনাশকৃৎ।
বিশুদ্ধে নৃপতেঃ কোশে হিমে হিমমিবাম্বুদঃ॥ ৫৬৫
কোশঃ কৃপণবিত্তেন প্রবিষ্টেন হি দূষিতঃ।
ভুজ্যতে ভূমিপালানাং তস্করৈরথবারিভিঃ॥ ৫৬৬
লোভাভ্যাসেন ভূয়োপি সঞ্চিন্বন্‌কোশমদ্ভুতম্‌।
আস্তে স্ম লোহরাগিরৌ প্রহিতস্বর্ব্বসম্পদঃ॥ ৫৬৭
গৌরকাশ্রয়িভির্ব্বট্টপঞ্জকাদৈর্নিয়োগিভিঃ।
বিধীয়তে স্ম নিস্সারা মহোৎপাতৈরিব ক্ষিতিঃ॥ ৫৬৮

যেমন প্রাণান্তকারী তীব্র হলাহল মধুর অন্নের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহার কটুতা উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ গৌরকের বাহ্য ব্যবহারে তাহার অন্তরের ক্রূরতা প্রকাশিত হয় নাই। ৫৬৪

পার্ব্বত্য তুষার যেমন, বারিপাতে দূষিত হয় সেইরূপ রাজার ন্যায়োপার্জ্জিত পবিত্র ধনরাশি, গৌরকের অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধনদ্বারা দূষিত হইয়াছিল। যেহেতু রাজাদের ধনভাণ্ডার অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিপূরিত হইলে, তাহা অচিরে শত্রু বা দস্যুর কবলিত হয়। ৫৬৫।৫৬৬

রাজা এইরূপে অর্থগৃধ্নু হইয়া বহুধন সঞ্চয় করিয়া লোহর দুর্গে রাখিয়া আসিলেন। ৫৬৭

বট্ট পঞ্জক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা গৌরকের বুদ্ধিতে মহান্‌ উৎপাতের ন্যায় দেশকে ধনহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। ৫৬৮

উচ্চলস্থাপতৌ শান্তে মূর্দ্ধারূঢ়শিলোপমে।
অবাধন্ত পুনর্লোকং ব্যাধা ইব নিয়োগিনঃ॥ ৫৬৯
প্রশস্তকলশস্যান্তে তদ্ভ্রাতৃতনয়ঃ পরম্।
কায়স্থঃ কনকো নাম শ্লাঘ্যামকৃত সম্পদম্॥ ৫৭০
নানাদিগন্তরায়াতো দুর্ভিক্ষপতিতো জনঃ।
যেনাবিচ্ছিন্নসত্রেণ শান্তব্যাপদ্ব্যধীয়ত॥ ৫৭১
সম্রাড়ুচ্চলস্যান্তে যেষাং তত্ত্বপরীক্ষণম্।
ত এব চক্রিরে রাজ্ঞা প্রমত্তেনাধিকারিণঃ॥ ৫৭২
দ্বারে তিলকসিংহঃ স তাদৃক্তেন ব্যধীয়ত।
রাজস্থানে চ জনকঃ কাণস্তস্য সহোদরঃ॥ ৫৭৩

এই অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে রাজা উচ্চল ভীষণ প্রস্তর স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আবার তাহারা ব্যাধের ন্যায় লোকপীড়ক হইয়াছিল। ৫৬৯

তবে প্রশস্তকলসের মৃত্যুর পর, তাহার একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র, কনক নামক কর্ম্মচারী স্বীয় ধনের সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। ৫৭০

তিনি একটী অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তথায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকেরা নানাদেশ হইতে আসিয়া ভোজ্য দ্রব্যাদিদ্বারা প্রাণধারণ করিত। ৫৭১

উচ্চলের মৃত্যুতে যাহাদের চরিত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল, সেই সকল লোককেই অসৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা নানাকর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৫৭২

এমন কি তিলকসিংহের ন্যায় ব্যক্তিকেও তিনি দ্বারাধিপতিত্ব

প্রতাপৈর্নৃপতেস্তৌক্ষ্ণৈঃ করমাক্রান্তমণ্ডলঃ।
জিতাম্বারাধিপঃ সোপি স্বীচকারোরশাধিপাৎ॥ ৫৭৪
কাকবংশস্য তিলকঃ ক্ষ্মাভৃত্তা দত্তকম্পনঃ।
নিন্যে প্রকম্পমহিতান্ প্রকম্পন ইব দ্রুমান্॥ ৫৭৫
গ্রাম্যশস্ত্রভৃতা শেডরাজস্থানাধিকারিণা।
নৃপপ্রতাপৈরহিতাঃ সজ্জকেনাপি নির্জ্জিতাঃ॥ ৫৭৬
কাকবংশাশ্রয়াৎ প্রাপ্তরাজদ্বারেণ ধীমতা।
অট্টমেলকভৃত্যেনাপ্যবাপীহৈন মন্ত্রিতা॥ ৫৭৭

এবং তাহার একচক্ষুহীন জনক নামক ভ্রাতাকে প্রধান বিচারকের পদ দিয়াছিলেন।৫৭৩

এই তিলক দ্বারাধিপতি হইয়া উরশার রাজার রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। ৫৭৪

এই কাকবংশীয় তিলক ক্রমে রাজঅনুগ্রহে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকম্পন পবনের ন্যায় শত্রুরা তাহাকে দেখিয়া কম্পিত হইত। ৫৭৫

ধন্য রাজার প্রতাপশ্রী! এমন কি গ্রাম্যসৈনিক সজ্জক শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া রাজদরবারে পরিদর্শকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৭৬

কাকবংশীয়দিগের প্রধান সৈনিকপুরুষ বিজ্ঞ অট্টমেলক উঁহাদের অনুগ্রহে রাজ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৫৭৭

এবং স্বাহংক্রিয়াত্যক্তগুণাপেক্ষেণ মন্ত্রিণঃ।
কুর্ব্বতোচ্চাবচাংস্তেন কশ্চিৎকালোত্যবাহ্যত ॥ ৫৭৮
বিতস্তাপুলিনে সোথ কর্ত্তুং প্রারভতোন্নতম্।
স্বস্য শ্বশ্র্বাশ্চ পত্ন্যাশ্চ নাম্না সুরগৃহত্রয়ম্ ॥ ৫৭৯
উৎপাতবহ্নিনা দগ্ধো নিঃসঙ্খ্যধনদায়িনা।
তেন দিদ্দাবিহারোপি নূতনত্বমনীয়ত ॥ ৫৮০
পুরীমট্টিলিকাং জাতু স প্রয়াতোহন্তিকস্থিতৈঃ।
আপ্তৈঃ প্রৈর্য্যত কল্হাদ্যৈর্গর্গোচ্ছেদায় ভূপতিঃ ॥ ৫৮১
গার্গিঃ কল্যাণচন্দ্রাখ্যস্তানতিক্রম্য হি স্ফুরন্।
মৃগয়াদিক্ষণে তেষামসূয়ামুদপাদয়ৎ ॥ ৫৮২

এইরূপে রাজা কিছুকাল মর্য্যাদা বা গুণের বিচার না করিয়া যাহাকে তাহাকে মন্ত্রিত্ব দিয়াছিলেন। ৫৭৮

অনন্তর তিনি বিতস্তা তীরে নিজের, স্ত্রীর ও শাশুড়ীর নামে তিনটী সুবৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৫৭৯

দিদ্দামঠ হঠাৎ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। রাজা অপরিমিত ধনব্যয়ে তাহার পুনর্গঠন করিয়াছিলেন। ৫৮০

যাহাহউক এক সময়ে তিনি অট্টিলিকা নামক ক্ষুদ্র নগরে গমন করেন, তথায় পার্শ্বস্থিত কহ্লাদি অন্তরঙ্গেরা তাঁহাকে গর্গের উচ্ছেদ জন্য পরামর্শ দিয়াছিল। ৫৮১

কারণ গর্গের পুত্র কল্যাণচন্দ্র উঁহাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালিতার পরিচয় দিতেন এবং মৃগয়াকালে সমধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতেন বলিয়া উঁহাদের অন্তরে ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল। ৫৮২

সর্ব্বাভ্যধিকসামর্থ্যং তং নিগ্রাহ্যং নিবেদ্য তে।
নিত্যোপজপনৈর্গর্গে বিক্রিয়ামনয়ন্ নৃপম্ ॥ ৫৮৩
বদ্ধা স্থাং লোহরে ভূভৃদিচ্ছতি ক্ষেপ্তুমিত্যথ।
গর্গঃ শশঙ্কে ভৃত্যেন রাজ্ঞা চৈকেন বোধিতঃ ॥ ৫৮৪
ততঃ স সসুতস্তত্র পলায্য স্বভুবং যযৌ।
দিনৈর্ভূপোপি সংপ্রাপ্তঃ প্রবিবেশ স্বমণ্ডলম্ ॥ ৫৮৫
অন্যোন্যশঙ্কয়া ভেদং যাতয়ো রাজগর্গয়োঃ।
চক্রিকৈঃ কৃতসঞ্চারৈর্বৈরং প্রৌঢ়িমনীয়ত ॥ ৫৮৬
শ্যালং গর্গস্য বিজয়ং স্নেহলেশবশংবদঃ।
সমীপাৎসত্যজন্রাজা পশ্চাত্তাপেন পস্পৃশে ॥ ৫৮৭

"গর্গ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, অতএব তাহাকে নিগৃহীত করা কর্ত্তব্য," এই কথা তাহারা রাজার কর্ণে পুনঃপুনঃ জপাইয়া রাজার চিত্ত কলুষিত করিয়াছিল। ৫৮৩

রাজা গর্গকে লোহরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক, এই কথা একজন ভৃত্য এবং কোন সামন্ত রাজার মুখে শুনিয়া গর্গ শঙ্কিত হইলেন। ৫৮৪

অতএব গর্গ পুত্রসহ তথা হইতে পলায়ন করিয়া স্বস্থানে পঁহুছিলেন, কিয়দ্দিন পরে রাজাও নিজ রাজ্যে চলিয়া যান। ৫৮৫

রাজা ও গর্গের মধ্যে অবিশ্বাস জন্মিলে, চক্রান্তকারীরা, পুনঃপুনঃ রাজা ও গর্গের পক্ষে যাতায়াত করিয়া একটী বিরোধ ঘটাইয়া তুলিল। ৫৮৬

গর্গের শ্যালক বিজয়কে রাজা কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন, এজন্য

কারায়াং গর্গশত্রুর্যস্তেন পূর্বং ন্যধীয়ত।
স মল্লকোষ্টকস্তস্মিন্‌কালেমুচ্যত বন্ধনাৎ ॥ ৫৮৮
নিবদ্ধযৌনসংবন্ধং ডামরৈরপরৈঃ সমম্‌।
তং কারয়িত্বা সামর্থ্যো নিনায় বলিত্বাং নৃপঃ ॥ ৫৮৯
শনৈর্যুদ্ধায় নির্যাতে রাজসৈন্যেথ পূর্ববৎ।
গর্গেণ কদনং চক্রে যোধানামমরেশ্বরে ॥ ৫৯০
তত্র সর্বাতিশায়িন্যা বীরবৃত্ত্যা নৃপাশ্রিতঃ।
শমালাডামরঃ প্রাপ প্রথ্যাং পৃথ্বীহরঃ পরম্‌ ॥ ৫৯১
রণে দ্বারপতের্গর্গনির্জিতস্য পলায়নে।
শৌর্যং তিলকসিংহস্য প্রাপ সর্বোপহাস্যতাম্‌ ॥ ৫৯২

তাহাকে স্বসমীপ হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করিয়াছিলেন। ৫৮৭

ইতঃপূর্বে গর্গের শত্রু বলিয়া মল্লকোষ্টককে রাজা কারারুদ্ধ করেন, এক্ষণে তাহাকে মুক্তি দিলেন। এবং অনুগ্রহবশতঃ তাহাকে অপর ডামরদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া প্রতাপান্বিত করিয়া তুলিলেন। ৫৮৮।৫৮৯

পূর্ববৎ রাজসৈন্য ক্রমশঃ যুদ্ধার্থ গর্গের অভিমুখে প্রস্থান করিলে, গর্গচন্দ্র তাহাদিগকে অমরেশ্বরস্থলে পরাভূত করিলেন। ৫৯০

এই যুদ্ধে রাজপক্ষীয় ডামর শমালা দেশীয় পৃথ্বীহর সর্বাপেক্ষা শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ৫৯১

কিন্তু দ্বারপতি তিলকসিংহ গর্গকর্তৃক পরাস্ত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া যে শৌর্য্য প্রকাশ করেন তাহাতে সকলেই হাস্য করিয়াছিল। ৫৯২

হতশেষাঃ ক্ষতাঃ শস্ত্রবস্ত্রাদি ত্যাজিতা ভটাঃ।
তদীয়া গর্গচন্দ্রেণ কারুণ্যাৎকেপি রক্ষিতাঃ ॥ ৫৯৩
বহ্নিসাৎক্রিয়মাণেষু বীরদেহেষু সর্ব্বতঃ।
রাজসৈন্যে চিতাগ্নীনাং গণনা কাপি নাভবৎ ॥ ৫৯৪
কৃষ্টসৈন্যেন রাজ্ঞাথ গর্গো নির্দ্দগ্ধমন্দিরং।
সংত্যজ্য লহরং প্রায়াদিগিরিং ধূড়াবনাভিধম্ ॥ ৫৯৫
গিরিমূলোপবিষ্টৈস্তু ভূপতেঃ সৈনিকৈঃ সমম্।
তেষু তেহকরোদ্রিত্যং গিরিমার্গেষু সংগরম্ ॥ ৫৯৬
কূটযুদ্ধৈর্নৃপানীকং প্রতিরাত্র্যুপতাপয়ন্।
রণে ত্রৈলোক্যরাজাদিপ্রমুখাংস্তন্ত্রিণোবধীৎ ॥ ৫৯৭

হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা আহত হইয়া শস্ত্র বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলে, গর্গচন্দ্র কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রাণভিক্ষা দিয়াছিলেন। ৫৯৩

যখন বীরগণের দেহ সংকার হইতেছিল, তখন কত চিত' জ্বলিয়া ছিল, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। ৫৯৪

রাজা যখন স্বয়ং সৈন্য চালনা করিলেন, তখন গর্গচন্দ্র স্বভবন ভস্মীভূত করিয়া লহর পরিত্যাগ করিয়া ধূড়াবন নামক পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। ৫৯৫

তথায় রাজসৈন্যের সহিত গিরিসঙ্কটে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, রাজসৈন্য শৈলের পাদদেশ ব্যাপিয়া রহিল। ৫৯৬

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈশযুদ্ধে রাজসৈন্যকে তিনি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন; ত্রৈলোক্যরাজ নামক তন্ত্রী সেনাপতি নিহত হইলেন। ৫৯৭

ফাল্গুনে হিমসম্ভারভীমে পরিমিতানুগঃ।
স ধীরো রাজ্ঞ্যপি রিপৌ ন ধৈর্যেণ ব্যযুজ্যত ॥ ৫৯৮
ধৈর্যবান্‌কাকবংশ্যস্তু তিলকঃ কম্পনাপতিঃ।
পরং শিখরিশৃঙ্গস্থং সঙ্কোভূত্তং প্রধাবিতুম্‌ ॥ ৫৯৯
পীড়িতস্তেন সংপ্রেষ্য স্বভার্যাং তনয়ান্তিকম্‌।
নিন্যেহনুকূলতাং ভূপং প্রসাদাচ্ছাদিতক্রুধম্‌ ॥ ৬০০
গূঢ়মন্যুর্নৃপঃ সন্ধিং বদ্ধা প্রচলিতস্ততঃ।
তং মল্লকোষ্ঠকং বৃদ্ধিং নিনায় ন পুনঃ শমম্‌ ॥ ৬০১
সেহেথ লহরে ত্রিত্রান্মাসানবিশদে নৃপে।
স মল্লকোষ্ঠকাসহ্যস্পর্দ্ধাং নীচবিমাননাম্‌ ॥ ৬০২

ফাল্‌গুন মাস, দারুণ তুষারপাত, স্বয়ং রাজা সেনানায়ক, তথাপি গর্গচন্দ্র অত্যল্প সৈন্য লইয়াও অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৫৯৮

কেবল কাকবংশীয় তিলক প্রধান সেনাপতি হইয়া তাঁহাকে শৈলোপরি পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ৫৯৯

গর্গচন্দ্র যখন নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন, আর কোন উপায় নাই দেখিলেন তখন স্বীয় পত্নীকে তনয়ার নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। রাজাও প্রসন্ন-ভাব দেখাইয়া ক্রোধ গোপন করিলেন। ৬০০

রাজার অন্তরে বিলক্ষণ ক্রোধ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সন্ধি বন্ধন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মল্লকোষ্টকে খর্ব্ব না করিয়া তাহার প্রতাপ বর্দ্ধিতই করিলেন। ৬০১

অনন্তর দুই তিন মাস লহরে থাকিয়া তিনি মল্লকোষ্টকের

তন্মধ্যে নৃপতির্গূঢ়ং বিভেদং তদ্বলং নয়ন্।
তদীয়ানকরোদ্ভৃত্যান্কর্ণাদীন্স্বহিতাবহান্ ॥ ৬০৩

স খিন্নো নীচদায়াদসমশীর্ষিকয়াথ তৈঃ।
প্রেরিতঃ পার্থিবাভ্যর্ণং সদারতনয়োবিশৎ ॥ ৬০৪

স্নাতুং প্রবৃত্তঃ পার্শ্বস্থং স্নানদ্রোণ্যুপরিস্থিতঃ।
অথৈকদা তমাক্ষিপ্যাশস্ত্রমত্যাজয়ন্নৃপঃ॥ ৬০৫

কুর্যাদাস্থামবষ্টম্ভে কোন্যঃ পৌরুষগর্ব্বিতঃ।
আক্ষেপসময়ে সোপি যৎক্লৈব্যং ভীরুবত্যধৌ ॥ ৬০৬

স্পর্দ্ধা নীচকৃত অবমাননার ন্যায় সহ্য করিলেন, কেননা রাজা অপ্রসন্নই ছিলেন। ৬০২

ইহার মধ্যে নরপতি গোপনে গর্গ সৈন্যমধ্যে ভেদ জন্মাইয়া তদীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। ৬০৩

নগণ্য সম্বন্ধীদিগের সহিত সমান পদবীতে অবনত হইতে হয় দেখিয়া গর্গচন্দ্র অতিশয় খিন্ন হইলেন, এবং স্বীয় বনিতা ও পুত্রদিগের পরামর্শে তদুপরি পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যগণের অনুরোধে তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৬০৪

একদিন রাজা স্নানদ্রোণীর উপরি দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় পার্শ্বস্থিত গর্গকে দেখিয়া তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহার অসি ত্যাগ করাইলেন। ৬০৫

যখন গর্গের ন্যায় বীরপুরুষ এতাদৃশ তিরস্কৃত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করিলেন তখন আর কে বীরত্বের অভিমান করিবে? ৬০৬

উৎখাতরোপিতনৃপঃ ক স্ম সোঽভিমানঃ
কার্পণ্যভাগিতরলোকসমা ক বৃত্তিঃ।
যদ্বাবশং নটয়তি প্রকটং বিধাতু-
রিচ্ছৈব যন্ত্রগুণপঙ্‌ক্তিরিবাত্র জন্তুম্‌ ॥ ৬০৭

অশকন্নাধি যে দ্রষ্টুমপি তং নাশু তে শঠাঃ।
কেপি রাজপ্রিয়া বাহূ গ্রন্থিবদ্ধৌ তদা ব্যধুঃ ॥ ৬০৮

শ্রীসংগ্রামমঠাভ্যর্ণমন্দিরস্থা নৃপে স্বয়ম্‌।
সংপ্রাপ্তে প্রাঙ্গণং যুদ্ধাৎকল্যাণাদ্যা ব্যরংসিষুঃ ॥ ৬০৯

জীবন্তং পিতরং শ্রুত্বা বিদেহো গর্গনন্দনঃ।
সান্ত্ব্যমানঃ স্বয়ং রাজ্ঞা কৃচ্ছ্রাচ্ছস্ত্রং সমার্পয়ৎ ॥ ৬১০

যে গর্গচন্দ্র এক নৃপতিকে উৎপাত করিয়া অন্যকে তৎস্থলে আরোপিত করিয়াছিলেন; এখন সে অভিমান বা কোথায়? আর দৈন্যগ্রস্ত ইতর লোকেরই তুল্য প্রাণ ভিক্ষা করাই বা কোথায়? অথবা এজগতে জীবগণ বিধাতার ইচ্ছায় যন্ত্রচালিত পুত্তলের ন্যায় অবশ ভাবে এই সংসার রঙ্গমঞ্চে প্রকট অভিনয় করিয়া থাকে। ৬০৭

যে পামরেরা রণক্ষেত্রে গর্গচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিতে সাহস পাইত না, সেই রাজানুগ্রহে ধৃষ্ট ভৃত্যেরা তাঁহার বাহুদ্বয় রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। ৬০৮

কল্যাণ প্রমুখ বীরগণ শ্রীসংগ্রাম মঠের মন্দিরে অবস্থিত ছিল; রাজাকে স্বয়ং প্রাঙ্গণভূমিতে আসিতে দেখিয়া তাহারা যুদ্ধে বিরত হইয়াছিল। ৬০৯

গর্গনন্দন বিদেহ শুনিলেন, পিতা জীবিত আছেন, এবং রাজাও স্বয়ং সান্ত্বনা বাদ প্রদান করিতেছেন তখন বহুকষ্টে অস্ত্রত্যাগ করিলেন। ৬১০

গর্গঃ সদারতনয়ো রাজৌকস্যেব ভূভুজা।
উপাচর্যত দাক্ষিণ্যাদ্বদ্ধো ভোগৈর্নিজোচিতৈঃ॥ ৬১১
গার্গিঃ পলায্য যাতোপি চতুষ্কং নিজমন্দিরাৎ।
অবর্ণভাজা কর্ণেন দৃষ্ট্বা রাজ্ঞঃ সমর্পিতঃ॥ ৬১২
রূঢ়চ্ছন্নপ্রকোপস্ত প্রসাদস্ত মহীভুজঃ।
অন্তঃশুদ্ধিবিহীনস্ত ব্রণস্যেব ন নিশ্চয়ঃ॥ ৬১৩
দরদ্রাজে মণিধরে দিদৃক্ষাবাগতে নৃপঃ।
তৎসঙ্গমায় নির্যাতো গর্গং ভৃত্যৈরঘাতয়ৎ॥ ৬১৪
দ্বিত্রান্মাসাংস্তোঽনুভূতকারাগারস্থিতির্নিশি।
সজ্ঞা ত্রিভিঃ সুতৈঃ কণ্ঠবদ্ধরজ্জুর্ন্যপাত্যত॥ ৬১৫

রাজা রাজভবনের একদেশে স্ত্রীপুত্রসহ গর্গকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সদয়ভাবে স্বজনোচিত ভোজ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া গর্গের উপযুক্ত সৎকার করিয়াছিলেন। ৬১১

গর্গের পুত্র বন্দীবাস হইতে পলায়ন করিয়া চতুষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। দুর্বৃত্ত কর্ণ সেই স্থান হইতে তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকটে লইয়া গিয়াছিল। ৬১২

যেমন ক্ষতের ভিতরে পূযরক্ত স্বত্বেও তাহার বাহিরের আবরণের দৃঢ়তা দর্শনে লোকে নীরোগ মনে করে, সেইরূপ অনেকে রাজার অন্তরস্থ ক্রোধের ব্যাপার না জানিয়া বাহ্য প্রসন্নতায় মুগ্ধ হয়। এক্ষেত্রে রাজা গর্গের পুত্রকে কোনরূপ দণ্ড দেন নাই। এই ঘটনার পরই দরদরাজ মণিধরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজা, রাজধানী ত্যাগ করিলে, গর্গের তিন চার মাস কারা যন্ত্রণা ভোগের পর

নিষ্ঠাং বিম্বমুখান্নিন্যে যথৈব স নৃপানুগৈঃ।
তথৈব কণ্ঠবদ্ধাশ্মা সপুত্রোক্ষিপ্যতাম্ভসি ॥ ৬১৬
তং চতুর্নবতে বর্ষে হত্বা ভাদ্রপদে নৃপঃ।
সুখেচ্ছুঃ প্রত্যুত প্রাপ দুঃখমুদ্ভূতবিপ্লবঃ ॥ ৬১৭
কল্হে কালিঞ্জরাধীশে মহাদেব্যাশ্চ মাতরি।
মল্লাভিধায়াং শান্তায়াং স ততোভূৎসুতঃখিতঃ ॥ ৬১৮
তন্মধ্যে নাগপালাখ্যঃ সোমপালস্য সোদরঃ।
তেন প্রতাপপালাখ্যে হতে বৈমাতুরেঽগ্রজে ॥ ৬১৯

এক রাত্রিতে রাজ-অনুচরগণ গর্গ ও তাহার তিনটী পুত্রের গলদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া হত্যা করিয়াছিল। ৬১৩—৬১৫

ইতঃপূর্ব্বে গর্গ যেমন বিম্ব প্রমুখ বীরগণকে হত্যা করিয়া পরে মৃতদেহে প্রস্তর বন্ধন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজ-অনুচরেরাও গর্গ ও তাহার পুত্রদের মৃতদেহে পাষাণ বন্ধন করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। ৬১৬

লৌকিকাব্দের ৯৪ বৎসরে অর্থাৎ ৪১৯৪ অব্দে ভাদ্র মাসে গর্গকে নিহত করিয়া রাজা নিজেকে নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, অনেক দুঃখই পাইয়াছিলেন। ৬১৭

কালিঞ্জরাধিপতি কহ্লন এবং মহিষীর মাতা মল্লাদেবীর মৃত্যুতে রাজা বড়ই শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৬১৮

ইতিমধ্যে সোমপাল, তাহার অমাত্যের সাহায্যে বৈমাত্রের ভ্রাতা প্রতাপপালকে হত্যা করে। নাগপাল ঐ অমাত্যের প্রাণনাশ করে। পাছে সোমপাল এই কারণে কোন অনিষ্ট করে, এইজন্য

শঙ্কিতস্তন্নিহন্তারং হন্তামাত্যং পলায়িতঃ।
ত্যক্তস্বদেশঃ শরণং যযৌ সুস্‌সলভূভুজম্ ॥ ৬২০
ক্রুদ্ধঃ স কারণাত্তস্মাৎপ্রণয়ং বশবর্ত্তিনঃ।
অগৃহ্নন্সোমপালস্য নিশ্চিকায়াভিষেণনম্ ॥ ৬২১
নিশ্চিত্য সর্ব্বোপায়ানামসাধ্যং বিধুরং নৃপম্।
স ভিক্ষাচরমানিন্যে তস্য বল্লাপুরাদ্রিপুম্ ॥ ৬২২
নিশম্যানীতদায়াদং তং প্রকোপাকুলো নৃপঃ।
দত্তাস্কন্দোবিশত্তীব্রতেজা রাজপুরীং ততঃ ॥ ৬২৩
দত্বা রাজ্যে নাগপালং সোমপালে পলায়িতে।
সপ্ত মাসান্স তত্রাসীত্তাংস্তান্সংত্রাসয়ন্রিপূন্ ॥ ৬২৪

নাগপাল প্রাণভয়ে স্বদেশ ছাড়িয়া রাজা সুস্‌সলের আশ্রয়ে পলাইয়া আসিয়াছিল। ৬১৯।৬২০

এই ঘটনায় রাজা সুস্‌সল এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সোমপাল একান্ত বশ্যতা স্বীকার করিয়া নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইলেও, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া তদ্‌বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়াছিলেন। ৬২১

সোমপাল যখন দেখিল নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণেও রাজার ক্রোধের উপশম হইল না, তখন সে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী ভিক্ষাচরকে বল্লাপুর হইতে আনয়ন করে। ৬২২

জ্ঞাতি শত্রুকে আনিয়াছে শুনিয়া রাজা সুস্‌সল অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তীব্র তেজে যুদ্ধারম্ভ করিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ৬২৩

তখন সোমপাল পলায়ন করিল, রাজা নাগপালকে রাজ্য দিয়া ক্রমাগত সাতমাস কাল শত্রুদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন। ৬২৪

রাজ্ঞাং বজ্রধরাদীনাং রাজা বজ্রধরোপমঃ।
সেবাবসরদানেন প্রসাদবিবশোত্তবৎ ॥ ৬২৫
ভ্রাম্যতাং চন্দ্রভাগাদিসরিত্তীরেষু সর্ব্বতঃ।
তৎসৈন্যানাং মুখমপি দ্রষ্টুং শেকুর্ন বৈরিণঃ ॥ ৬২৬
অগ্রগাম্যভবত্তস্য তিলকঃ কম্পনাপতিঃ।
পৃথ্বীহরো ডামরশ্চ মার্গরক্ষণদীক্ষিতঃ ॥ ৬২৭
ধার্ম্মিকো নৃপতিব্রহ্মপুরীং দেবগৃহাংশ্চ সঃ।
মণ্ডলং দ্বিষতো রক্ষন্প্রপেদে মৌলিকং ফলম্ ॥ ৬২৮
তস্যেন্দ্রবিভবস্যাস্তৎসামগ্র্যং বর্ণ্যতে কিয়ৎ।
আযযাবশ্বঘাসোপি সৈন্যে যস্য স্বমণ্ডলাৎ ॥ ৬২৯

সাক্ষাৎ বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজা, বজ্রধর প্রভৃতি সামন্ত রাজগণকে প্রসন্নভাবে সাহচর্য্যের আদেশ দিলেন। ৬২৫

যখন তাঁহার সৈন্যগণ চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীতীরে কুচকাওয়াজ করিত, তখন শত্রুরা, তাহাদের তেজোদ্দীপ্ত মুখের প্রতি চাহিতেও পারিত না। ৬২৬

প্রধান সেনাপতি তিলক, সৈন্যদলের পুরোভাগে গমন করিতেন এবং পৃথ্বীহর ডামর পথরক্ষায় নিযুক্ত ছিল। ৬২৭

ঐ রাজ্যের প্রতি দ্বেষ ভাব থাকিলেও ধার্ম্মিক রাজা তত্রত্য ব্রহ্মপুরী ও দেবালয় সমূহের রক্ষা বিধান করিয়া মৌলিক ফল লাভ করিয়াছিলেন। ৬২৮

ইন্দ্রতুল্য বিভবশালী রাজার সামগ্রী সম্ভারের কি বর্ণনা করিব? তাঁহার সৈন্যদলের অশ্বের আহার্য্য ঘাসও স্বরাজ্য হইতে আনয়ন করা হইত। ৬২৯

তত্র প্রসঙ্গে তস্যাপ্তীভবন্সুজনবর্দ্ধনঃ।
দূরস্থস্থানংরূঢ়িং গৌরকস্যোপরি ক্রুধম্ ॥ ৬৩০

রাষ্ট্রগুপ্ত্যৈ স্বয়ং রাজ্ঞা স্থাপিতঃ স স্বমণ্ডলে।
অজ্ঞায়ি পৈশুনাশুদ্ধবুদ্ধিনা নিখিলার্থহৃৎ ॥ ৬৩১

তৎসম্বন্ধেন জনকং স নিন্দন্নগরাধিপম্।
মনস্তিলকসিংহস্য তদ্ভ্রাতুরুদবেজয়ৎ ॥ ৬৩২

হৃতাধিকারং কৃত্বাথ ক্রুদ্ধঃ পর্ণোৎসসম্ভবম্।
অনন্তাধিপমানন্দাভিধং দ্বারাধিপং ব্যধাৎ ॥ ৬৩৩

সোমপালাদয়ঃ শ্লাঘ্যাস্তদা প্রকৃতয়োঽভবন্।
রাজ্ঞস্তথাস্থিতস্যাপি ন যাঃ সবিধমায়যুঃ ॥ ৬৩৪

ঐ স্থানে অবস্থান কালে সুজনবর্দ্ধন নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বড়ই অন্তঃরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি দূরস্থিত গৌরকের প্রতি রাজার ক্রোধ উদ্দীপন করে। ৬৩০

রাজা, নিজরাজ্য সুরক্ষিত করিবার জন্য গৌরককে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ মনে করিলেন যে, সে রাজ-কোষের সমস্ত ধন অপহরণ করিতেছে। ৬৩১

রাজা এই প্রসঙ্গে নগরাধিপতি জনককে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তাহাতে উহার ভ্রাতা তিলকসিংহের চিত্ত বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ৬৩২

তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করতঃ পর্ণোৎস সম্ভূত আনন্দ নামক অনন্তাধিপকে দ্বারাধিপতি নিযুক্ত করিলেন। ৬৩৩

সোমপাল রাজার প্রকৃতিবর্গ, সে সময়ে প্রশংসার কার্য্য করিয়াছিল। রাজা ঐভাবে অবস্থান করিলেও তাহারা রাজার সহিত যোগদান করে নাই। ৬৩৪

স পঞ্চনবতে বর্ষে বৈশাখেথ স্বমণ্ডলম্।
প্রবিশন্নাগপালোপি রাজ্যাদ্ভ্রষ্টস্তমন্বগাৎ ॥ ৬৩৫
দুঃসহাতঙ্কদূতেন লোভেন ক্ষোভিতস্ততঃ।
অদণ্ডয়চ্চ বাস্তব্যাননয়চ্চাল্পতাং ব্যয়ম্ ॥ ৬৩৬
নিবার্য গৌরকং কার্য্যাৎকার্য্যিণস্তৎসমাশ্রিতান্।
তস্ত দণ্ডয়তঃ, সর্ব্বে বিরাগং মন্ত্রিণো যযুঃ ॥ ৬৩৭
অকাণ্ডে ব্যবহারেষু স বিপর্য্যাসিতেম্বভূৎ।
অবসন্নধনো গাঢ়ামপ্রৌঢ়্যা নবমন্ত্রিণাম্ ॥ ৬৩৮
সৌবর্ণীরিষ্টিকাঃ কৃত্বা প্রাহিণোল্লোহরান্তরে।
কাঞ্চনাদ্রিপ্রতীকাশান্স্বর্ণরাশীনঢৌকয়ৎ ॥ ৬৩৯

লৌকিকাব্দের ৪১৯৫ বৎসরে বৈশাখ মাসে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিগত হইলেন। তৎপরেই নাগপালও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া উপস্থিত হইল। ৬৩৫

আসন্ন ভীতির পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ উৎকট ধনলোভ রাজার চিত্ত বিকার ঘটাইল। পুরবাসীদিগের অর্থ দণ্ড বিধান এবং স্বীয় ব্যয় হ্রাস করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ৬৩৬

রাজা গৌরককে এবং তাহার অধীন কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করেন, ইহাতে মন্ত্রীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৬৩৭

হঠাৎ শাসনকার্য্যে বিপর্য্যয় ঘটায়, তাঁহার রাজকোষে তাদৃশ ধনাগম হইল না, কারণ নূতন মন্ত্রিগণ রাজস্ব বিষয়ে তাদৃশ সুনিপুণ ছিল না। ৬৩৮

তিনি স্বর্ণ ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া লোহরে পাঠাইয়াছিলেন এবং পর্ব্বত তুল্য রাশিকৃত স্বর্ণও তথায় সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ৬৩৯

অথ দণ্ডয়িতুং গর্গভৃত্যান্দণ্ডাধিকারিণাম্ ।
লহরেঽকৃত গর্গস্য মন্ত্রিণং সজ্জকাভিধম্ ॥ ৬৪০
তং দণ্ডভীতৈর্গর্গস্য সেবকৈরাশ্রিতস্ততঃ ।
বিশ্বস্তমবধীৎক্রুধ্যচ্ছদ্মনা মল্লকোষ্ঠকঃ ॥ ৬৪১
লহরে বিপ্লুতে রাজা বৈমাত্রমথাগ্রজম্ ।
মল্লকোষ্ঠস্যার্জ্জুনাখ্যং ববন্ধ সবিধস্থিতম্ । ৬৪২
হস্তং চ সড্ডচন্দ্রস্য পুত্রং গোত্রিণমপ্যসৌ ।
বদ্ধা ব্যধাদ্বিদ্দকাখ্যং তস্য তদ্ভ্রাতরং হিতম্ ॥ ৬৪৩
পূর্ব্ববৈরং স্মরন্সূর্যং সপুত্রং তং পরাস্তথা ।
ববন্ধানন্দচন্দ্রাদীন্নীত্যুল্লঙ্ঘনমাচরন্ ॥ ৬৪৪

তিনি গর্গের অনুচরদিগকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে, সজ্জ নামক এক জন মন্ত্রীকে লহরে দণ্ডাধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ৬৪০

গর্গের অনুচরেরা দণ্ডের ভয়ে সজ্জকের আশ্রয় গ্রহণ করায় সে মনে করিল—আর কোন ভয়ের কারণ নাই। এই সময়ে মল্লকোষ্টক ছদ্মবেশে তাহাকে বধ করিয়াছিল। ৬৪১

লহর রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে রাজা মল্লকোষ্টকের বৈমাত্র ভ্রাতা অর্জ্জুনকে নিকটে পাইয়া কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৬৪২

বিদ্দক নামক এক ব্যক্তির স্বগোত্রীয় ও সড্ডচন্দ্রের পুত্র হস্তকে এবং বিদ্দকের এক ভ্রাতাকে রাজা কারারুদ্ধ করিয়া তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ৬৪৩

রাজা পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ করিয়া সপুত্র সূর্য্যকে এবং নীতি লঙ্ঘন করিয়া আনন্দচন্দ্র প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৬৪৪

নির্গতে লহরং মল্লকোষ্টকে হিদ্রুতে ততঃ।
আরোপ্যার্জ্জুনকোষ্টং তং শূলে কোপাদ্বাপাদয়ৎ ॥ ৬৪৫
নিবেশ্য সৈন্যং তত্রাথ প্রবিষ্টস্য পুরং যযুঃ।
ডামরা নিখিলাস্তস্য বৈরং বিশ্বস্তঘাতিনঃ ॥ ৬৪৬
ক্রুদ্ধনৃপৃথ্বীহরাংাপি কৃতসেবায় মন্ত্রিভিঃ।
আদিষ্টৈঃ কম্পনেশাস্তৈরবস্কন্দমদাপয়ৎ ॥ ৬৪৭
কথঞ্চিৎস তু নিস্তীর্ণো জয়ন্তীবিষয়ৌকসঃ।
বন্ধোঃ ক্ষীরাভিধানস্য প্রবিবেশোপবেশনম্ ॥ ৬৪৮
দিবেহবন্তিপুরাদীনাং পুরাণামন্তরেণ তম্।
ব্রজন্তং বিধুরং কেচিন্নাশকন্বাধিতুং দ্বিষঃ ॥ ৬৪৯

তদনন্তর তিনি লহর অভিমুখে নির্গত হইবামাত্র মল্লকোষ্টক পলায়ন করিলেন। তাহাতে রাজা কুপিত হইয়া অর্জ্জুন কোষ্টকে শূলে দিয়া বধ করেন। ৬৪৫

তথায় উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য রাখিয়া রাজা শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হইলে বিশ্বাসঘাতক ডামরেরা তাঁহার শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। ৬৪৬

ইতঃপূর্ব্বে পৃথ্বীহর রাজকার্য্যে যথোচিত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী হওয়ায় রাজা তদুপরি কুপিত হইয়া প্রধান সেনাপতিকে ও অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন ৬৪৭

পৃথ্বীহর অতি কষ্টে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া জয়ন্তীবাসী ক্ষীর নামক একজন আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ৬৪৮

রাজবিদ্রোহী পৃথ্বীহর দিবাভাগেই অবন্তীপুর ও অন্যান্য শহরের

তদ্বৈধুর্যবিধানং তৎপ্রজাসংহারকার্যভৃৎ ।
প্রমাদাদ্ভূপতেঃ ক্রুদ্ধবেতালোত্থাপনোপমম্ ॥ ৭৫০
ক্ষীরোথ তীক্ষ্ণধীর্বৃদ্ধঃ সহ পৃথ্বীহরেণ সঃ ।
অচোকয়চ্ছমালাসান্তরেষ্টাদশ ডামরান্ ॥ ৭৫১
অভেদ্যসংঘাংস্তাঞ্জেতুং নির্যাতো বিজয়েশ্বরম্ ।
ন্যযুঙ্‌ক্ত ভূভৃৎসংগ্রামস্তিলকং কম্পনাপতিম্ ॥ ৭৫২
সংগ্রামৈঃ খণ্ডশঃ কুর্বন্ স তানতুল্যবিক্রমঃ ।
বিদ্রাবয়ামাস রয়ৈঃ পুরোবায়ুরিবাম্বুদান্ ॥ ৭৫৩

মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার গতির প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। ৭৪৯

রাজার নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে দেশে যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল ভয়ঙ্কর বেতালের মুক্তিদানের ন্যায় তাহাতে তাঁহার প্রজা বর্গের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। ৭৫০

ক্ষীর বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট মনের দৃঢ়তা ছিল। তিনি পৃথ্বীহরের সহিত মিলিত হইয়া সমানশালা গ্রামে ১৮ জন ডামরকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ৭৫১

রাজা, একতাসূত্রে আবদ্ধ ডামরদিগকে পরাজিত করিবার জন্য বিজয়েশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়া বুঝিলেন যে ইহাদের দল সহজে ছত্রভঙ্গ হইবে না, সেই জন্য তিনি প্রধান সেনাপতি কম্পনাধিপতি তিলককে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ৭৫২

প্রতিকূল পবন তাড়নে যেমন জলদরাশি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে তেমনি তিলক যুদ্ধে ডামরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিল। ৭৫৩

সংমানাবসরে তস্য জিত্বায় তস্য ডামরান্।
প্রবেশং প্রত্যুত নৃপো ন প্রাদাদবমানকৃৎ ॥ ৬৫৪

স ভগ্নমানো নগরং প্রবিষ্টে নৃপতৌ ততঃ।
খিন্নঃ স্ববেশ্মন্যবসৎস্বামিকার্যে নিরুদ্যমঃ ॥ ৬৫৫

সংপ্রাপ্তাঃ সমণীর্ষিকাং বিসদৃশৈস্তল্যৈর্নিরুদ্ধোদয়া
বৈরে বিদ্বিষতাং কৃতাধুরি পদং সন্ধৌ বহিঃ স্থাপিতাঃ।
কার্যান্তেহদ্ভুতকর্মকৌশলকৃতাবজ্ঞা বিরাগস্পৃশঃ
সর্পাকীর্ণমিবাশু বেশ্ম গৃহিণো ভৃত্যাস্ত্যজন্তি প্রভুম্ ॥ ৬৫৬

ডামরযুদ্ধজয়ী তিলক যুদ্ধান্তে যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার সম্বর্দ্ধনা করা দূরে থাকুক তিনি তাহাকে নিজের সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া অপমানিত করিয়াছিলেন। ৬৫৪

পরে রাজা যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া তিলক দুঃখিতান্তঃকরণে নিজ গৃহে রাজকার্যে উদাসীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৫৫

যে রাজকর্ম্মচারী নিম্নপদস্থ পুরুষের সমপদবীতে অবনীত হয়, সমযোগ্য পদে উন্নীত হইতে না পায়, বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে শত্রু সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়, এবং সন্ধিবন্ধন হইলেই বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে, গুরুতর কার্য্যভার পাইয়া যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া সমাদরের পরিবর্ত্তে অবজ্ঞার ভাজন হয়, সে ভৃত্য বিরাগভরে সসর্প গৃহত্যাগী গৃহস্থের ন্যায় স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়াই থাকে। ৬৫৬

ত্যক্তকার্যানুসন্ধানে তস্মিন্সর্বত্র ডামরাঃ।
সংভূতিং বিক্রিয়াং নিন্যুঃ কৃষিং ক্ষয়ঘনা ইব ॥ ৬৫৭
আতঙ্কোদ্বেজিতৈর্বিপ্রৈঃ কৃতপ্রায়ৈঃ পুরে পুরে।
বহ্নৌ হুতস্বভির্ঘোরা কুকীর্ত্তিরুদপদ্যত ॥ ৬৫৮
উপসর্গেণ তুরগাঃ করভাশ্চ ক্ষয়ং গতাঃ।
স্থবেদয়ন্মণ্ডলস্য প্রত্যাসন্নমহাভয়ম্ ॥ ৬৫৯
প্রত্যাসন্নাশুভা কম্পং ভয়েন জনতা দধে।
আসন্নবজ্রপতনা বাতেনেব ক্রমাবলিঃ ॥ ৬৬০
অথ ষণ্ণবতাব্দস্য প্রারম্ভে ডামরাবলিঃ।
উষ্ণস্পৃষ্টা হিমানীব বভূবাপতনোন্মুখী ॥ ৬৬১

তাঁহাকে (তিলককে) রাজকার্য্যে উদাসীন দেখিয়া ডামরেরা চারিদিকে কৃষিবিনাশী শুষ্ক মেঘের ন্যায় রাজার সামগ্রী সম্ভার নষ্ট করিতে লাগিল। ৬৫৭

নগরে নগরে ব্রাহ্মণেরা আতঙ্কে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রায়োপবেশন করিতে লাগিল এবং বহ্নিতে দেহাহুতি দিয়া রাজার মহতী কুকীর্ত্তি উৎপন্ন করিয়াছিল। ৬৫৮

অশ্ব, উষ্ট্র, অশ্বতর প্রভৃতির মধ্যে একটা মারীভয় উপস্থিত হইয়া লোকের মনে একটি আসন্ন প্রায় মহাভীতির সঞ্চার করিয়া দিল। ৬৫৯

কি একটা অশুভ উপস্থিত প্রায় ভাবিয়া, বজ্র পতনের পূর্ব্বে যেমন বৃক্ষাবলী বায়ুবেগে কম্পিত হয়, লোকেও ভয়ে তেমনি কম্পমান হইতেছিল। ৬৬০

লৌকিকাব্দের (৪১)৯৬ বৎসরের প্রারম্ভে প্রচণ্ড গ্রীষ্মতাপে

প্রথমং দেবসরসাদ্বিপ্লবপ্রসরস্ততঃ।
মুখ্যং ব্যথাবহো গণ্ড ইব পাকং ব্যদর্শয়ৎ॥ ৬৬২
এককার্যক্ষমানীয় টিক্কাদীন্ স্বগোত্রজাবলী।
স্কামস্থং বিজয়োভোত্য রাজানীকমবেষ্টয়ৎ॥ ৬৬৩
তত্র কায়স্থপুত্রোপি স্কামস্থানীকনায়কঃ।
সংরম্ভং নাগবট্টাখ্যঃ সেহে তস্য চিরং যুধি॥ ৬৬৪
কথঞ্চিদথ ভূপেন প্রার্থিতঃ কম্পনাপতিঃ।
নির্যযৌ স্বামিদৌরাত্ম্যাসংস্মৃতিশ্লথসৌষ্ঠবঃ॥ ৬৬৫
বিজয়েন সমং তস্য বদ্ধমূলেন সংযুগে।
সন্দেহং প্রাণবৃত্তিশ্চ জয়শ্রীশ্চানকৃষ্টয়োঃ। ৬৬৬

বিগলিত হিম প্রপাতের ন্যায় রাজ্যমধ্যে ডামরেরা আগত প্রায় হইয়া উঠিল। ৬৬১

গণ্ডদেশে সুস্পষ্ট পাক প্রথম ব্রণের ন্যায় দেবসরস স্থলেই বিপ্লবের সূচনা দেখা গিয়াছিল। ৬৬২

মহাবল বিজয়, টিকাদি স্বগোত্রীয়গণকে একযোগে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন, এবং অভিযান করিয়া শিবির সন্নিবিষ্ট রাজসেনাকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত করিলেন। ৬৬৩

রাজসেনানায়ক কায়স্থপুত্র নাগবট্ট বহুকাল বিপুলবিক্রমে বিজয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। ৬৬৪

তখন রাজা অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া প্রধান সেনাপতি তিলককে যুদ্ধে পাঠাইলেন কিন্তু প্রভুর দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার উৎসাহ শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। ৬৬৫

তখন বিজয় সেখানে একরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিলেন; তাঁহার

প্রবৃদ্ধিং মল্লকোষ্ঠেপি প্রযাতে লহরান্তরে।
বৈশাখে নির্যযৌ রাজা গ্রামং খল্যোরকাভিধম্ ॥ ৬৬৭
সৈনিকাঃ শত্রুভিস্তস্য ভ্রামিতাস্তত্র রাত্রিষু।
অরতিং নিন্থিরে ঘোরৈঃ স্বপ্নৈরিব মুমূর্ষবঃ ॥ ৬৬৮
বাহুমাত্রসহায়েন সর্ব্বশক্তিমতাং বরঃ।
যেন হর্ষনরেন্দ্রোপি বিধুরেণোদপাট্যত ॥ ৬৬৯
ভুরীস্বারাজ্জিতবতো বিক্রমেণ মহীমিমাম্।
সাহসানাং ন সংখ্যাস্তি জামদগ্ন্যস্য যস্য বা ॥ ৬৭০
স সংকুচিতবিক্রান্তিঃ কালস্য বলবত্তয়া।
তত্র ভগ্নবলোঽকস্মাদ্বাযুজ্যত জয়শ্রিয়া ॥ ৬৭১

সহিত যুদ্ধে তিক্কের জীবিতাশা ও জয়াশা সংশয়িত হইয়া উঠিল। ৬৬৬

যখন মল্লকোষ্ঠও লহরে প্রবল হইয়া উঠিল, তখন রাজা বৈশাখ মাসে রাজধানী ছাড়িয়া খল্যোরক নামক গ্রামাভিমুখে নির্গত হয়েন। ৬৬৭

যেরূপ মুমূর্ষু লোকে বিকট স্বপ্ন দেখিয়া অস্বস্তি ভোগ করে সেইরূপ রাজসৈনিকেরাও রাত্রিকালে শত্রুর ভয়ে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ক্লেশ পাইয়াছিল। ৬৬৮

যে মহাবল সুস্সল বাহুমাত্র সহায়ে হর্ষ নরপতিকে যুদ্ধে নিপীড়িত করিয়াছিলেন যিনি অমিত বিক্রমে বহুবার এইদেশ জয় করিয়াছিলেন, যাঁহার তুলনায় জামদগ্ন্যের শৌর্য্যও পর্য্যাপ্ত বোধ হয় না, সেই রাজা সুস্সল বলীয়ান কালের হস্তে নিতান্ত হীন বিক্রম

ততঃ পলায়িতে তস্মিন্নকস্মাদেত্য সজ্জকম্।
হাড়িগ্রামস্থিতো বীরং ভঙ্গং পৃথ্বীহরোনয়ৎ॥ ৬৭২
পলায়িতস্যানুসরংস্তস্য পৃষ্ঠং স নিষ্ঠুরঃ।
প্রতাপী নগরাভ্যর্ণে দগ্ধা নাগমঠং যযৌ॥ ৬৭৩
স চান্যে চ ততঃ ক্রুরা ডামরাঃ সর্বতোনয়ন্।
রাজ্ঞো রাজাশ্রিতানাং চ চরকেভ্যস্তুরঙ্গমান্॥ ৬৭৪
নিস্ত্রিংশতাং তীব্রকোপস্ততো ভূপঃ সমাশ্রয়ন্।
অভাগ্যভাগিনাং যোগ্যামাললম্বে কুপদ্ধতিম্॥ ৬৭৫
নীবীং পৃথ্বীহরস্যাথ হত্বা ডামরমন্তিকম্।
পৃষ্ঠস্যার্থিং সন্তোজ্যামিব রাত্রৌ ব্যসর্জয়ৎ॥ ৬৭৬

হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সৈন্য ভঙ্গীয়ান হইল, তিনি জয়শ্রী হারাইলেন। ৬৬৯—৬৭১

রাজা সে স্থান হইতে পলায়ন করিলে হাড়িগ্রামস্থিত পৃথ্বীহর হঠাৎ আসিয়া বীরবর সজ্জককে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন। ৬৭২

এবং পলায়মান সজ্জকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে, মহাপ্রতাপী পৃথ্বীহর নগরোপান্তে উপনীত হয়েন ও তত্রত্য নাগমঠ ভস্মীভূত করেন। ৬৭৩

তিনি ও অন্যান্য ক্রুর ডামরেরা সর্বস্থান হইতে রাজকীয় অশ্ব সকল অপহরণ করিতে লাগিলেন। ৬৭৪

ইহাতে রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া হইয়া দুর্ভাগ্যগ্রস্ত জনোচিত কুপথের পথিক বৎ নির্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ৬৭৫

পৃথ্বীহরের প্রতিভূ ডামরকে নিকটে পাইয়া হত্যা করেন এবং

বিসৃজ্য ভ্রাতরং হঙ্কং বিদ্দকস্ত তথৈব সঃ।
অন্যেষাং প্রাহিণোৎপার্শ্বং ভ্রাতৄনপুত্রাংশ্চ বিপ্লুতঃ॥ ৬৭৭
মাতরং জয়কাখ্যস্ত সিকিয়াগ্রামবাসিনঃ।
বিচ্ছিন্নকর্ণঘ্রাণাং চ কৃত্বাভ্যর্ণং ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ৬৭৮
সপুত্রং সূর্য্যকং শূলেধিরোপ্য নগরেপরান্।
তুরীয়ধ্যানবধ্যাংশ্চ ক্রোধাক্রান্তো ন্যপাতয়ৎ॥ ৬৭৯
কালস্যেবোগ্রশস্যাথ তস্য সর্ব্বেপি শঙ্কিতাঃ।
আভ্যন্তরাশ্চ বাহ্যাশ্চ বিরাগং প্রতিপেদিরে॥ ৬৮০

তাহার মৃত দেহের সঙ্গে কিছু ধন রাখিয়া দিয়া ভোজ্য দ্রব্যবৎ রাত্রি-কালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ৬৭৬

তিনি বিদ্দকের ভ্রাতা হঙ্ককে বধ করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্দকের নিকটে, এবং অন্যান্য ডামরদিগের ভ্রাতা ও পুত্রকে বধ করিয়া তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ৬৭৭

সিকিয়া গ্রামবাসী জয্যকের মাতার নাসা কর্ণচ্ছেদন করিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন। ৬৭৮

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সপুত্র সূর্য্যকে শূলে আরোপিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন এবং বধ্য ও অবধ্য বিচার না করিয়া আরও অনেককে নিপাত করিয়াছিলেন। ৬৭৯

রাজা যখন ক্রোধের বশে যমের ন্যায় ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করিলেন সেই সময়ে রাজ্যের ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত কর্ম্মচারী সশঙ্ক হইয়া রাজার উপরি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। ৬৮০

যেনৈবানীতিমার্গেণ হারিতং হর্ষভূভুজা।
নিন্দন্নপ্যাদধে তং স রাজ্যে ব্যবহরন্স্বয়ম্ ॥ ৬৮১
প্রবিষ্টানাং যুদ্ধে গহনকবিকর্ম্মপ্রণয়িনাং
প্রসক্তানাং দ্যূতে নরপতিধুরায়াং বিহরতাম্।
তটস্থস্যৈ বক্তুং স্খলিতমসকৃৎসোঽর্হতি পরং
প্রয়োগে বৈকল্যং স্বয়মবিকলো যো ন ভজতে ॥ ৬৮২
তীব্রপ্রযত্নো নৃপতিস্তত্রাপি বিহিতোদ্যমঃ।
নিনায় মল্লকোষ্টাদীন্কিঞ্চিন্মন্দপ্রতাপতাম্ ॥ ৬৮৩
অথানিনায় বিজয়ো বিবলাটাধ্বনা শনৈঃ।
নপ্তারং হর্ষদেবস্য তং ভিক্ষাচরমন্তিকম্ ॥ ৬৮৪

যে নীতির অনুবর্ত্তন করিয়া রাজা হর্ষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি ইতঃপূর্ব্বে সেই নীতির নিন্দা করিলেও এক্ষণে সেই নীতির অনুসরণ করিলেন। ৬৮১

যিনি তটস্থ থাকিয়া অর্থাৎ কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া কেবল কার্য্যদর্শন মাত্র করেন, যাঁহার কোন বিষয়ে একবারও পদস্খলন হয় নাই, যিনি স্বয়ং অবিকল থাকিয়া কার্য্য সাধন সময়ে একবারও বিফলতা প্রাপ্ত হয়েন না তাঁহার পক্ষেই, যুদ্ধনিরত যোদ্ধার, মহাকাব্য রচয়িতা কবির, দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তচিত্ত জনের, ও রাজ্যভারগ্রাহী নরপতির ত্রুটি, এবং ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন বা কার্য্যসমালোচনা শোভা পায়। ৬৮২

তথাপি নরপতি সুসল তীব্র প্রযত্নে ও প্রবল উদ্যমে মল্ল কোষ্টাদির কিঞ্চিৎ প্রতাপ হ্রাস করিয়াছিলেন। ৬৮৩

অনন্তর বিজয়, হর্ষদেবের পৌত্র ভিক্ষাচরকে বিবলাটা বর্ত্ম দিয়া ক্রমে ক্রমে স্বসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন। ৬৮৪

বিবিক্ষন্দেবসরসং কম্পনাপতিনা ততঃ।
বিদ্রাব্যমাণঃ শ্বভ্রাগ্রাৎপ্রধাবন্সোপতৎক্ষিতৌ॥ ৬৮৫
পরিজ্ঞায় হতস্তাথ স তস্য বিজয়ী শিরঃ।
বিসসর্জান্তিকং রাজ্ঞঃ ফলং জয়তরোরিব॥ ৬৮৬
তদপ্যত্যদ্ভুতং কর্ম্ম ভঞ্জন্ভূভুৎকৃতঘ্নতাম্।
ন তস্য তুষ্টস্তুষ্টাব ন চকার চ সংক্রিয়াম্॥ ৬৮৭
অবজ্ঞানঘ্নঘানামুং শ্বভ্রাখ্যঃ কম্পনাপতিঃ।
তত্র কস্মাত্তবোৎসেক ইতি তং সন্দিদেশ চ॥ ৬৮৮
সর্ব্বপ্রকারং তিলকঃ কৃতঘ্নং নৃপতিং বিদন্।
অথ জাতবিরাগঃ স দ্রোহৌন্মুখ্যং সমাদধে॥ ৬৮৯

বিজয় দেবসরস প্রদেশে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইলে, প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে বিতাড়িত করেন, এবং পলায়ন কালে শ্বভ্র অর্থাৎ শৈল শিখর হইতে ভূপতিত হইয়াছিলেন। বিজয়ের বিজেতা প্রধান সেনাপতি বিজয়কে তদবস্থায় হত দেখিয়া তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া বিজয়-তরু-লব্ধ-ফল স্বরূপ রাজার নিকট প্রেরণ করেন। ৬৮৫।৬৮৬

কিন্তু কৃতঘ্ন নরপতি সেনাপতির তাদৃশ অদ্ভুত বিক্রমে তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করেন নাই, এবং কোন পুরস্কারও দেন নাই, বরং তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে বলিয়া পাঠাইলেন শ্বভ্র নামক কম্পনাপতি উঁহাকে (বিজয়কে) বধ করিয়াছে, তাহাতে তোমার এত গর্ব্ব কেন? ৬৮৭।৬৮৮

ইহাতে তিলক, নৃপতিকে সর্ব্বপ্রকারে কৃতঘ্ন জানিয়া বিরাগ পরবশ হইয়া বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া পড়িলেন। ৬৮৯

সত্যং স্যাদবনিপালভ্যো ভজেদ্বৈমুখ্যমেব চেৎ।
দ্রোহেচ্ছ্যা স তু তয়া যথাবগ্রাহ্যনামতাম্॥ ৬৯০

নেযাশ্রিতমথবোচিতক্রমাকৃতং
নাতিপ্রিয়াঃ প্রতিপদং সমদাং বস্তু।
মানোন্নতাস্তু বিহিতং স্বগুণৈঃ কৃতজ্ঞে-
স্ত্যক্তুাপ্যসূনপরহিতং ঘটয়ন্তি সন্তঃ॥ ৬৯১

পটং বহ্নিস্পর্শজ্বলিতমহিদষ্টাং স্বচমরৈঃ
শ্রুতিং যাতং মন্ত্রং পতননিরতাং জীর্ণবসতিম্।
অসেবাজ্ঞং ভূপং ব্যসনবিমুখং স্নিগ্ধমজহ-
ন্ন ধীরোপ্যুত্থানোপহতমহিমা শর্ম লভতে॥ ৬৯২

কিন্তু যদি তিনি বিরাগভরে রাজকার্য্যে বিমুখমাত্র হইতেন তাহা হইলে কোন ভদ্রলোক তাঁহার নিন্দা করিতে পারিতেন না; কিন্তু রাজদ্রোহী হওয়ায় তাঁহার নাম গ্রহণও যে অকর্ত্তব্য হইতে চলিল। ৬৯০

অপার্থ্যমাণ পরমতে অনুমোদন অথবা সময় বুঝিয়া উপযুক্ত প্রতিকার উচিত বলিয়া লৌকিক নীতি প্রিয় বিজ্ঞগণ যাহাই বলুন, উন্নতচেতা সম্ভ্রান্ত পুরুষেরা স্বীয় গুণের উপযুক্ত মর্য্যাদা হইতেছে দেখিলে অর্থাৎ গুণগ্রাহী কৃতজ্ঞ পুরুষেরা তাঁহাদের প্রকৃত প্রশংসা করিতেছেন দেখিলে, প্রাণপাত করিয়াও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। ৬৯১

অনলে দহ্যমান বস্ত্র, সর্পদষ্ট স্বক, শত্রুর কর্ণপথগত মন্ত্রণা, পতনোন্মুখ গৃহ, ভৃত্যের গুণ গ্রহণে অক্ষম নরপতি, এবং বিপৎকালে বিমুখ স্বজনবর্গকে যে বুদ্ধিমান পুরুষ, উত্থানকালেই নিজ মহিমা নষ্ট

ইত্যুপায়ং পরিত্যজ্য ন্যায্যং যে প্রভবে ক্রুধি।
দ্রোগ্ধারঃ কথিতাস্তেভ্যঃ কেহন্যে পাপীয়সাং ধুরি॥ ৬৯৩
জন্মন্যেকোপকারিত্বং পিত্রোঃ সর্ব্বত্র চ প্রভোঃ।
অধিকাঃ পিতৃঘাতিভ্যঃ পাপিনঃ স্বপ্রভুদ্রুহঃ॥ ৬৯৪
নিহতে বিজয়ে শান্ত ভাবেষন্যেষ্বপি।
নাজ্ঞায়ি কস্যচিৎস্বাস্থ্যং তত্ত্বজ্ঞেনাস্তরাত্মনঃ॥ ৬৯৫
কঞ্চিৎক্ষণং সোপসৃতঃ প্রত্যুতোপ্রোপতাপকৃৎ।
বিপ্লবপ্রসরো জাতঃ সংর্ব্বেহস্য ইবোন্মদঃ॥ ৬৯৬

হইতে দেখিয়াও তাহা পরিত্যাগ না করেন তাঁহার ভাগ্যে কখন সুখ লাভ হয় না। ৬৯২

নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ প্রভু কোন কারণে রোষ পরবশ হইলে উল্লিখিত ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন না করিয়া, যাহারা প্রভুদ্রোহী হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপী কাহাকে বলিব? ৬৯৩

জন্মহেতুমাত্রই মাতাপিতা উপকারী; কিন্তু ভৃত্যের পক্ষে প্রভু সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়েই উপকারক, এজন্য পিতৃঘাতী অপেক্ষা প্রভুদ্রোহী অধিক পাপী। ৬৯৪

বিজয় নিহত হইলে এবং অপরাপর বিপ্লবকারীদিগের প্রভাব হ্রাস হইলে, তত্ত্বদর্শী লোকেরা কাহারও চিত্ত স্বাস্থ্য দেখিতে পান নাই। ৬৯৫

যেমন যুদ্ধকালে উন্মত্ত মেষ, একবার আক্রমণ করে, ও তৎপরেই কয়েক পদ পিছাইয়া যায়, পুনর্ব্বার আক্রমণ করে, সেইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের তরঙ্গও একবার বেগে আসিতেছিল এবং একবার সরিয়া যাইতেছিল। ৬৯৬

আনিনীষুস্ততো মল্লকোষ্ঠং ভিক্ষাচরং পুনঃ।
বিষলাটাং তস্য পার্শ্বং নিজং সৈন্যং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৬৯৭
কম্পনেশস্তমায়ান্তং দ্রোহাপ্যাবেদয়ংস্ততঃ।
রাজা স্তবেধি তদ্রোবাদেবং চ সমদিশ্যত ॥ ৬৯৮
এনং বর্ত্মস্বলুন্ধাতে ত্যজ হন্যামহং ততঃ।
পুরোগতং মৃগব্যাস্তঃ সৃগালমিব বাজিভিঃ ॥ ৬৯৯
দৈবাত্যকার্যমর্ম্মজ্ঞভাবেপি বিধিচোদিতঃ।
কর্ত্তব্যে তত্র শাঠ্যং স নৃপতিঃ প্রত্যপদ্যত ॥ ৭০০
মর্ম্মরাজমুখাদেবং লব্ধা দ্রোহাখ্য ডামরান্।
তিলকোকারয়চ্ছৈলমার্গৈর্ভিক্ষাচরানুগান্ ॥ ৭০১

মল্লকোষ্ঠক পুনর্ব্বার ভিক্ষাচরকে আনাইবার অভিপ্রায়ে, বিষলাটায় তাহার নিকট স্বীয় সৈন্য প্রেরণ করে। ৬৯৭

অন্তরে দ্রোহভাব থাকিলেও প্রধান সেনাপতি, "ভিক্ষাচর আসিতেছেন" এই সংবাদ রাজসমীপে পাঠাইলেন। কিন্তু রাজা রোষভরে বলিয়া পাঠাইলেন, উঁহাকে আসিতে দেও, উঁহার পথ রোধ করিও না, তাহার পর আমি উঁহাকে মৃগয়া মধ্যে পতিত সম্মুখাগত শৃগালের ন্যায় বিনাশ করিব। ৬৯৮।৬৯৯

রাষ্ট্রবিপ্লবকালে যাহা কর্ত্তব্য, রাজা তাহার মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু দৈববশে প্রকৃত কর্ত্তব্য স্থলে রাজা শঠতা অবলম্বন করিলেন। ৭০০

অনন্তর প্রভুদ্রোহী তিলক রাজমুখের উক্তরূপ অনুকূল আদেশ পাইয়া, ডামরদিগকে গিরিপথে ভিক্ষাচরের অনুবর্ত্তী হইতে সুযোগ করিয়াদিল। ৭০১

স্থানে স্থানে ততঃ প্রাপ কর্ণোপকর্ণিকা।
জনানাং যা খ্যাতিহেতুর্ভিক্ষো রাজ্ঞস্তু ভীতিদা॥ ১০২
নাসংস্কৃতং বক্তি শিলা ভিনত্ত্যেকেষুণা দশ।
অশ্রান্তো যোজনশতং যাত্যায়াতি চ সঞ্চরন্॥ ১০৩
ইত্যাদি তাদৃঙ্ মাহাত্ম্যভিক্ষুস্তত্যানয়জ্জনঃ।
নিখিলান্‌পলিতশ্বেতলম্বকূর্চ্চোপি কৌতুকম্॥ ১০৪
ভবিষ্যন্নিব সাম্রাজ্যস্যৈক একোর্দ্ধভাগ্‌ভাক্।
বার্ত্তামব্যাবহর্ত্তাপি ভিক্ষোরুচেন্বিয়েষ চ॥ ১০৫
সরিৎস্নানগৃহে স্নাস্তো বৃদ্ধাঃ ক্ষীণনিয়োগিনঃ।
রাজবেশ্মস্থগণিকা নামমাত্রং নৃপাত্মজাঃ॥ ১০৬

তখন স্থানে স্থানে লোকে যেরূপ কাণাকাণি করিতে লাগিল তাহাতে ভিক্ষাচরের প্রতিপত্তি ও রাজার ভীতিই বাড়িয়া উঠে। ১০২

"ভিক্ষাচর অসংস্কৃত বাক্য বলেন না, এক বাণে দশটি শিলা ভেদ করিতে পারেন, পদব্রজে শত যোজন পথ অশ্রান্তভাবে যাতায়াত করিতে পারেন" ইত্যাদি ভিক্ষাচরসদৃশ লোকের মাহাত্ম্য-খ্যাপক স্তুতিবাক্য বলিয়া, জরাপলিত ধবল-কেশ-লম্বিত-শিরা বৃদ্ধেরাও সকল লোকের কৌতূহল বৃদ্ধি করিতেছিল। ১০৩।১০৪

অচিরেই ভিক্ষাচর সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভাগী হইবে বলিয়াই যেন, সকল লোকই, ভিক্ষু সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে ও রটাইতে ব্যগ্র হইয়া ছিল; তাহারা কিন্তু বাস্তবিক রাজ্যব্যাপারের কোন ধারই ধরিত না। ১০৫

রাজ্য মধ্যে বিপ্লব ঘটিতেছে দেখিয়া কয়েক শ্রেণীর লোকের মনে বড়ই আমোদ জন্মে—বিপ্লবের কথা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে

স্বভাবদুর্জ্জনাঃ কেচিদ্যোধাশ্চোচ্চাশ্বকাঙ্ক্ষিণঃ।
কারয়ন্তোপ্যুপাধ্যায়াঃ শিষ্যান্ স্ফিককষণং নখৈঃ॥ ১০৭
বৃদ্ধাঃ সুরৌকোনর্ত্তক্যো দেবপ্রাসাদপালকাঃ।
বণিজো ভুক্তনিক্ষেপাঃ পুস্তকশ্রুতিতৎপরাঃ॥ ১০৮
প্রায়োপবেশকুশলাঃ পারিষদ্যদ্বিজাতয়ঃ।
শস্ত্রিণঃ কার্ষকপ্রায়া নগরোপান্তডামরাঃ॥ ১০৯
সুখয়ন্তঃ স্বমন্ত্রাংশ্চ কিমপ্যুৎপিঞ্জবার্ত্তয়া।
এতে প্রায়েন দেশেঽস্মিন্ পার্থিবোপপ্লবপ্রিয়াঃ॥ ১১০
প্রবর্দ্ধমানয়া ভিক্ষাচরাগমনবার্ত্তয়া।
বেপমানোঽভবল্লোকো যযৌ চিন্তাং চ ভূপতিঃ॥ ১১১

নদীতীরে, স্নান গৃহে, বৃদ্ধ কর্ম্মচ্যুত নিয়োগীরা স্নান করিতে করিতে, রাজভবনে রাজ গন্ধমাত্র কুমার নামধারীরা, অত্যুচ্চ ঘোটকারোহণ প্রয়াসী দুঃশীল সৈনিকেরা, পড়ুয়াদিগকে নখ দিয়া স্ফিক (পাছা) কণ্ডূয়ন করাইতে করাইতে পাঠশালায় গুরুমহাশয়েরা দেবালয়ের বৃদ্ধা নর্ত্তকীরা বা এবং তত্রত্য সেবাইতেরা, গচ্ছিতধন-গ্রাসকারী সুতরাং পুরাণ শ্রবণ পরায়ণ বণিকেরা; প্রায়োপবেশন-কুশল পুরোহিত গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণেরা, এবং শস্ত্রধারী কৃষকপ্রায় নগরোপকণ্ঠবাসী ডামরেরা বিপ্লবের বার্ত্তা শুনিয়া ও শুনাইয়া পরস্পরের কর্ণ সুখ জন্মাইতেছিল। রাজার বিপদ শুনিলে এদেশে প্রায় এই প্রকার লোকেই প্রীতি পাইয়া থাকে। ১০৬—১১০

ভিক্ষাচর আসিয়াছে এই জনরব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, তখন লোকে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, রাজারও চিন্তা জন্মিল। ১১১

পৃথ্বীহরস্তরুচ্ছন্নে গিরিকচ্ছে বসন্নথ।
রাজানীকং বভঞ্জাজৌ নির্গত্যাতুলবিক্রমঃ॥ ৭১২
অনন্তকাকয়োর্ব্বংশ্যাবানন্দদ্বারনায়কৌ।
চক্রে তিলকসিংহং চ মন্ত্রিণস্ত্রীন্‌পলায়িনঃ॥ ৭১৩
নিহতে বিজয়ে জ্যেষ্ঠে শুক্রষষ্ঠ্যাং পরাভবম্।
তমাষাঢ়স্য নৃপতিঃ প্রাপ্যাভূদ্বিবশঃ পুনঃ॥ ৭১৪
উৎপ্লুকিতৈর্গবাং বৃক্ষমূর্দ্ধারোহেণ ভোগিনাম্।
পিপীলককুলস্যাণ্ডোপসংক্রান্ত্যেব বর্ষণম্॥ ৭১৫
প্রত্যাসন্নং স রাজাথ দুর্নিমিত্তৈরুপদ্রবম্।
বিচিন্ত্যাধাতমুচিতং কর্ত্তব্যং প্রত্যপদ্যত॥ ৭১৬

অতুলবিক্রম পৃথ্বীহর বৃক্ষাচ্ছন্ন গিরি-সানুতে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, এক্ষণে বহির্গত হইয়া রাজসৈন্য আক্রমণ করিয়া ঘোরযুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। ৭১২

এই যুদ্ধে অনন্ত ও কাকবংশীয় দুই আনন্দ দ্বারনায়ক, এবং তিলক সিংহ এই তিন মন্ত্রী পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন। ৭১৩

জ্যেষ্ঠ মাসে বিজয় নিহত হয়; কিন্তু আষাঢ় মাসে শুক্লাষষ্ঠীতে পরাভূত হইয়া রাজা পুনর্ব্বার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ৭১৪

গরুর উল্লম্ফন দেখিয়া, সর্পের বৃক্ষশিরে আরোহণ দেখিয়া এবং পিপীলিকাদিগের ডিম্ব সঙ্ক্রমণ দেখিয়া, লোকে যেমন আসন্ন বৃষ্টি অনুমান করে, সেইরূপ রাজাও বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দেখিয়া বিপদ উপস্থিত প্রায় নিশ্চয় করিয়া ইতঃপূর্ব্বেই কালোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৭১৫।৭১৬

তৃতীয়েহ্নি শুচেঃ শুক্লে ততঃ প্রাস্থাপয়ৎস্থতম্।
দেবীমন্যংকুটুম্বং চ স কোটং লোহরং পটুঃ॥ ৭১৭
তানন্থব্রজতস্তস্য সেতুভঙ্গাৎপরিচ্যুতাঃ।
লোষ্টদ্বিজাতয়ো বিপ্রা বিতস্তায়াং বিপেদিরে॥ ৭১৮
স তেন দুর্নিমিত্তেন খিন্নো হুষ্কপুরান্তিকম্।
অনুগম্যাথ তান্দ্বিত্রৈর্দ্দিনৈর্ভূয়োবিশৎপুরম্॥ ৭১৯
বিনা পুত্রেণ দেব্যা চ স ততঃ প্রত্যপদ্যত।
প্রতাপেন চ লক্ষ্যা চ পরিত্যক্ত ইবান্যতাম্॥ ৭২০
স মন্ত্রো ব্যাপদি শুভঃ প্রত্যাভাত্তস্য তদ্বশাৎ।
অভ্যন্তরপ্রকোপেপি সর্ব্বাভ্যুদয়ভাগভূৎ॥ ৭২১

আষাঢ়ের শুক্লতৃতীয়ায় কৃত্যপটু রাজা, লোহরকোটে স্বীয় মহিষী, তনয় এবং অন্যান্য কুটুম্বদিগকে প্রেরণ করেন। এবং স্বয়ং তাহাদের পশ্চাৎ প্রস্থান করেন। কিন্তু পথিমধ্যে, বিতস্তার সেতু ভগ্ন হওয়ায় নদীতে পড়িয়া গিয়া লোষ্ট দ্বিজাতি বিপ্রেরা প্রাণ হারায়। ৭১৭,৭১৮

এই দুর্ঘটনায় মনঃখিন্ন হইয়া রাজা হুষ্কপুর পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রাদির অনুগমন করেন; অনন্তর দুই তিন দিন পরে পুনর্ব্বার শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হয়েন। ৭১৯

পত্নী-পুত্র-বিরহিত হওয়ায় রাজা শ্রীভ্রষ্ট ও প্রতাপশূন্যবৎ ভাবান্তর-প্রাপ্ত হইলেন। ৭২০

ঈদৃশ বিপৎকালে তাঁহার কোপ-জ্বলিত-অন্তঃকরণে এই সুবুদ্ধির উদয় হওয়াতেই, স্ত্রীপুত্রাদিকে লোহরে প্রেরণ করাই উত্তম পরামর্শ বলিয়া স্থির করেন। উত্তরকালে ইহাতেই পুনর্ব্বার তিনি ভাগ্যোদয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৭২১

স্বয়মুত্থাপিতানর্থঃ সোপি হর্ষনরেন্দ্রবৎ।
অদ্যাপি সাম্রাজ্য নীত্যা তয়া সাম্রাজ্যভোগভাক্ ॥ ১২২
শ্রাবণে লাহরৈর্যোধৈরানীয় বলশালিনাম্।
ভিক্ষুর্মড়বরাজ্যানাং ডামরাণামথার্প্যত ॥ ১২৩
তেপি জন্যা ইব বরং শ্বশুরালয়সংনিভম্।
প্রাবেশয়ংস্তং লহরমন্বয়াস্তঃ সসৈনিকাঃ ॥ ১২৪
সভাজয়িত্বা তান্মল্লকোষ্ঠমুখ্যা নিজাং ভুবম্।
ব্যসর্জ্জয়ন্‌কম্পনেশপ্রমাথায় পৃথুশ্রিয়ঃ ॥ ১২৫
সর্ব্বতঃ পরচক্রেণ পর্য্যাপততি পার্থিবঃ।
সংগ্রহীতুং প্রববৃতে পদাতীনতুলব্যয়ঃ ॥ ১২৬

শ্রীহর্ষদেব যেরূপ স্বীয় দোষেই অনর্থ উত্থাপিত করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, রাজা সুস্‌সল ও স্বয়ং উৎপাত ঘটাইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু সুনীতি প্রয়োগ বলেই অদ্যাপি আত্মরূপে সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন। ১২২

লহর দেশীয় ডামরেরা শ্রাবণ মাসে ভিক্ষুকে লইয়া আইসে; তৎপরে তাহারা মড়বদেশীয় বলশালী ডামরদিগের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করে ১২৩

যেমন বিবাহবেশে বর, শ্বশুরালয় যাইবার সময় বরযাত্রীরা মহাসমারোহে তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ লহরবাসী ডামরেরা সসৈন্যে মহোৎসাহে ভিক্ষাচরকে লইয়া গিয়াছিল। ১২৪

মল্লকোষ্ঠ প্রমুখ নেতারা আঢ্য ডামরদিগের সংকার সম্ভাষণাদি করিয়া তাহাদিগকে স্বস্ব ভূমিতে পাঠাইয়া প্রধানসেনাপতির বলহ্রাস করিবার জন্য বিদায় দিয়াছিল। ১২৫

যখন রাজা দেখিলেন সকল দিক হইতেই শত্রুরা তাঁহাকে

তস্মিন্দুর্ব্যসনে রাজ্ঞি বসুবর্ষিণি সর্ব্বতঃ।
অকারি শস্ত্রগ্রহণং শিল্পিশাকটিকৈরপি ॥ ১২৭
নগরে সৈন্যপতয়ঃ প্রতিমার্গমকারয়ন্।
তুরগারূঢ়সংনাহান্ব্যায়ামসমরোন্মুখান্ ॥ ১২৮
ময়গ্রামস্থিতে ভিক্ষাবমরেশ্বরবাসিভিঃ।
রাজসৈন্যৈঃ সমং যুদ্ধমগৃহ্যন্ত লাহরাঃ ॥ ১২৯
তৈর্হিরণ্যপুরোপান্তে প্রবদ্ধারব্ধসংগরৈঃ।
শ্রীবিনায়কদেবাদ্যা রাজসেনাধিপা হতাঃ ॥ ১৩০
আদ্য এব রণে যাতাঃ রাজানীকাদ্বিরোধিনঃ।
লব্ধা বরাশ্বানায়াতামমন্যন্ত নৃপশ্রিয়ম্ ॥ ১৩১

চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া পদাতি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১২৬

এই দুর্দ্দিনে রাজা অকাতরে ধন বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া কারিগর সূত্রধর প্রভৃতি শ্রমজীবীরাও শস্ত্র ধরিয়া সৈনিক সাজিয়াছিল। ১২৭

ক্ষুদ্র সেনানায়কেরা শ্রীনগরের প্রত্যেক রাজপথ মধ্যে সুসজ্জ সমরোন্মুখ অশ্বারোহীদিগকে সামরিক ব্যায়াম করাইতেছিল। ১২৮

যখন ভিক্ষু ময়গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন শহরবাসী ডামরেরা অমরেশ্বরে আসিয়া সমাবেশিত রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করে। ১২৯

তাহারা হিরণ্যপুর সন্নিকটে ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেই শ্রীবিনায়কদেব প্রভৃতি রাজকীয় সেনানীগণ নিহত হয়েন। ১৩০

সংগ্রাম আরম্ভ হইবার সময়েই রাজসৈন্য হইতে একটী সুলক্ষণা

রাজধান্যন্তিকে ক্ষিপ্তিকাখ্যায়াঃ সরিতস্তটে।
পৃথ্বীহরশ্চকারাজাবশেষসুভটক্ষয়ম্ ॥ ১৩২

তিলকে বিজয়েশস্থেপ্যাগৃহ্যন্ত্যেত্য ডামরাঃ।
মহৎসরিত্তটে যুদ্ধং খড়্গাবীহোলড়োকসঃ ॥ ১৩৩

তে রুদ্ধনগরা দাহং ক্বাপি ক্বাপি চ লুণ্ঠনম্।
বান্তব্যানাং বিদধিরে বিনদন্তো দিবানিশম্ ॥ ১৩৪

নির্যৎসতূর্যপৃতনাঃ প্রবিশচ্ছস্ত্রবিক্ষতাঃ।
ক্রন্দদ্ধতার্ত্তনিবহাঃ প্রধাবদ্ভগ্নসৈনিকাঃ ॥ ১৩৫

ঘোটকী ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে; শত্রুরা সেইটি পাইয়া মনে করিল এইবার রাজলক্ষ্মী করতলগত হইল। ১৩১

রাজভবনের সমীপে ক্ষিপ্তিকা নাম্নী ক্ষুদ্র নদীর তটে পৃথ্বীহর আসিয়া ঘোরতর যুদ্ধ বাধায় এবং বহু যোদ্ধার প্রাণ নাশ করে। ১৩২

যদিও তিলকসিংহ সসৈন্যে বিজয়েশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি খড়্গাবী ও হোলাডাবাসী ডামরেরা মহাসরিৎ নদীতট অধিকার করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল। ১৩৩

তাহারা শ্রীনগর অবরোধ করিয়া কোন কোন স্থলে অগ্নি-সংযোগ করে, এবং ঘোর নিনাদ করিয়া দিবানিশি অধিবাসীদিগের গৃহ লুণ্ঠন করিতে থাকে। ১৩৪

রাজপথের একদিকে একদল সৈন্য তূরী, ভেরী, ঢকা প্রভৃতি রণবাদ্য বাজাইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইতেছে, অন্যদিকে কোন বাহিনী শস্ত্রক্ষত হইয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কোথায়ও যুদ্ধে হত সৈনিকদিগের স্বজনেরা ঘোর রোলে ক্রন্দন করিতেছে, কোথায়ও বা পরাজিত সেনাদল পলায়ন করিতেছে, কোন পথে ব্যাপার

প্রসরৎপ্রেক্ষিনিবহা বহদ্বাণুগভারিকাঃ।
সঞ্চার্যমাণসংনাহাঃ কৃষ্যমাণতুরঙ্গমাঃ ॥ ৭৩৬
আসন্নপান্তসংমর্দ্দপ্রসরৎপাংসবোনিশম্।
দিনে দিনে রাজপথা উপপ্লববিশৃঙ্খলাঃ ॥ ৭৩৭
প্রতিপ্রত্যূষগায়াৎস্থ সর্ব্বাস্তেণ বৈরিষু।
অদ্য ধ্রুবং জিতো রাজেত্যজ্ঞায়ি প্রতিবাসরম্ ॥ ৭৩৮
ধীরঃ কঃ সুস্সলাদন্যো ন যঃ প্রত্যভিযোগিনাম্।
কৃচ্ছ্রেণাপি স্বরাষ্ট্রেণ ক্রষ্টুং ধৈর্য্যাদপার্য্যত ॥ ৭৩৯
ব্রণপট্টাঞ্চনঃ শল্যোদ্ধারং পথ্যধনার্পণম্।
শস্ত্রক্ষতানাং সততং কারয়ন্স ব্যলোক্যত ॥ ৭৪০

কি দেখিবার নিমিত্ত দলে দলে লোক বাহির হইতেছে, রাশি রাশি বাণ বহিয়া ভারবাহকেরা চলিয়াছে, চর্ম্ম বর্ম্মাদি লইয়া কত লোক যাইতেছে, কেহ কেহ অশ্বগুলিকে টানিয়া চলিতেছে, গন্তাস্থদিগের আনুসঙ্গিকগণের চরণ মর্দ্দনে অনবরত ধূলি উড়িতেছে; এইরূপ প্রতিদিন রাজপথে বিপ্লবকালীন বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ হইতেছিল। ৭৩৫—৭৩৭

প্রতিদিন রজনী প্রভাত হইবামাত্র শত্রুরা সদলবলে আসিয়া পড়ে, আর লোকে মনে করে, আজি রাজা পরাজিত হইলেন। ৭৩৮

ঈদৃশ ক্ষেত্রে সুধীর মহাবীর সুস্সল ভিন্ন কে তাদৃশ শত্রু প্রতিরোধে সমর্থ ছিল? তাঁহার রাজ্যের এই বিষম দুঃসময়েও কিছুতেই তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে নাই। ৭৩৯

তিনি সর্ব্বদা সেনানিবাসে ও রাজ ভবনে থাকিয়া আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতেন; ক্ষতস্থানে বন্ধনার্থ বস্ত্রাদি দান

প্রবাসবেতনপ্রীতিদায়ভৈষজ্যদত্তিভিঃ।
শশ্বিল্লোকে নরপতের্নিঃসংখ্যোভূদ্ধনব্যয়ঃ॥ ৭৪১
যুদ্ধ এব বিপন্নানাং ক্ষতানাং চ স্ববেশ্মসু।
নিত্যং নরতুরঙ্গাণাং সহস্রাণি ক্ষয়ং যযুঃ॥ ৭৪২
তুরঙ্গবহুলৈর্হন্যমানা নৃপবলৈস্ততঃ।
লাহরা মল্লকোষ্ঠাদ্যা মন্দোদ্রেকত্বমাযযুঃ॥ ৭৪৩
ভিন্নৈরাভ্যন্তরৈরেব দত্তমন্ত্রাঃ সুরেশ্বরীম্।
তে নিন্যুর্ভিক্ষুমন্নেন তন্মার্গেণ যুযুৎসবঃ॥ ৭৪৪

করিতেন, অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা শল্যোদ্ধার করাইয়া পথ্যাদির জন্য অর্থ দান করিতেন। ৭৪০

দূরস্থানে যুদ্ধে যাইতে হইলে সৈনিকেরা অধিক পরিমাণে বেতন পাইত; কৃতকার্য্যের জন্য পুরস্কার পাইত এবং পীড়িত ও আহত-দিগের চিকিৎসার্থ ঔষধাদিতে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন। ৭৪১

রণভূমে দলে দলে সৈন্য মরিতে লাগিল, শিবিরে ও রাজভবনেও অনেকে আহত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, বহুসংখ্যক অশ্বও বিনষ্ট হইল। ৭৪২

রাজপক্ষীয় বহুসংখ্যক অশ্বারোহীসৈন্য বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিল; তাহাতে মল্লকোষ্ঠ প্রভৃতি লহর বীরেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়ে। ৭৪৩

তাঁহার অন্তরঙ্গ মন্ত্রীদিগের মধ্যে কতিপয় গৃহভেদী শত্রুপক্ষকে পরামর্শ দেওয়ায় তাহারা ভিক্ষুকে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়া সুরেশ্বরীর নিকটে লইয়া আইসে, সেইস্থলে তাহাদের যুদ্ধ করা অভিপ্রায় ছিল। ৭৪৪

সেতুনা স্বল্পপার্শ্বেন ধান্বিপ্রায়ৈঃ সরোন্তরে।
অবাপি বৈর্জ্জয়োমোচি বাজিভ্যশ্চ ভঙ্গং রণে ॥ ৭৪৫
দ্রোগ্ধাথ কম্পনেশঃ স নিঃসন্ধিবিজয়েশ্বরে।
বলিতাং ডামরান্বিক্ষে মন্দোদ্রেকং স্ফুরন্নণে ॥ ৭৪৬
লবস্থলোকো মা জ্ঞাসীদশক্তিং মেথ গচ্ছতঃ।
পৃষ্ঠে নিপত্য মা কার্ষীব্যথাং চেতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ৭৪৭
স প্রভাবং দর্শয়িতুং প্রাপ্তস্ত বিজয়েশ্বরম্।
অজ্জরাজস্ত সেনায়াং ব্যাবৃত্য প্রস্থিতোভবৎ ॥ ৭৩৮
সার্দ্ধাং শতদ্বয়ীং তস্ত যোধানাং হতবানপি।
সংত্যজ্য বিজয়ক্ষেত্রং দ্রোহক্রুদ্ধনগরং যযৌ ॥ ৭৪৯

হ্রদের মধ্য দিয়া যে সেতু ছিল, তাহার পরিসর অল্প থাকায় শত্রু-পক্ষীয় ধানুকেরা সহজেই জয়লাভ করে; কারণ সেখানে রাজপক্ষীয় সাদী সৈন্যেরা যুদ্ধে কিছুই করিতে পারে নাই। ৭৪৫

ইত্যবসরে বিজয়-ক্ষেত্র-স্থিত প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যুদ্ধে সম্যক্ উৎসাহ প্রকাশ না করায়, ডামরেরা প্রবল হইয়া উঠে। ৭৪৬

প্রধান সেনাপতি রাজবিদ্রোহের অভিপ্রায়ে বিজয়েশ্বর পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পাছে লবন্যের লোকেরা তাঁহাকে শক্তিহীন মনে করে এবং পশ্চাৎ দিক হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া অনিষ্ট করে, এই চিন্তা করিয়া তিনি বিজয়েশ্বর অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন, শুনিলেন অজ্জরাজ সসৈন্যে বিজয়েশ্বরে উপস্থিত হইয়াছেন; তথায় স্বীয় প্রভাব প্রদর্শনার্থ অজ্জরাজের সৈন্য আক্রমণ করিয়া প্রায় আড়াই শত যোদ্ধা নিহত করেন, কিন্তু তথাপি প্রভুর অহিত সাধন মানসে বিজয়েশ্বর ছাড়িয়া শ্রীনগরে চলিলেন। ৭৪৭—৭৪৯

পথি নাবসরন্ ভীত্যা ভঙ্ক্তুং ডামরাঃ কচিৎ।
নদন্তোদ্রিশিরোরূঢ়া মার্গান্ সর্ব্বাংশ্চ তত্যজুঃ॥ ৭৫০
ত্যক্ত্বা মড়বরাজ্যং স প্রবিষ্টো ব্যসনাতুরম্।
পূর্ব্বচেষ্টাং স্মরন্ ভূপং জহাস কৃতসৎক্রিয়ম্॥ ৭৫১
ইতরামাত্যবৎ স্থামস্থিতোথ ন নিজোচিতম্।
রণে প্রাদর্শয়ৎকিঞ্চিৎসাক্ষিভূত ইব স্থিতঃ॥ ৭৫২
ততো মড়বরাজ্যাত্তে সমস্তা এব ডামরাঃ।
অভ্যেত্য প্রত্যপদ্যন্ত তাং মহাসরিতস্তটীম্॥ ৭৫৩
উপায়াঃ সামভেদাদ্যা রিপুচক্রে প্রয়োজিতাঃ।
রাজ্ঞো বিফলতাং জগ্মুর্ব্বহিরাপ্তৈঃ প্রকাশিতাঃ॥ ৭৫৪

পথিমধ্যে ডামরেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই; তাহারা ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া শৈল শিখরে থাকিয়া কেবল ঘোররব করিত। ৭৫০

যখন তিনি মড়ব রাজ্য ছাড়িয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন তখন বিপন্ন রাজা তাঁহার যথোচিত সংকার করিলেও তিনি মনে মনে রাজার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ৭৫১

অনন্তর অন্যান্য অমাত্যেরা স্ব স্ব সেনানিবাসে গমন করিলে তিনিও স্বীয় শিবিরে চলিলেন, কিন্তু যুদ্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও উৎসাহ দেখাইলেন না, উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন। ৭৫২

তদনন্তর মড়ব রাজ্য হইতে সমস্ত ডামরেরা এককালে আসিয়া মহাসরিৎ নদীর তটদেশ অধিকার করিয়া বসিল। ৭৫৩

শত্রুচক্র ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে রাজা যে সমস্ত সাম দান ভেদাদি

ক্রান্তস্তস্তমহীপালমণ্ডলস্যাপি ভূপতেঃ।
ফলং দোর্বিক্রমস্যাগ্র্যমাসীন্নগররক্ষণম্ ॥ ৭৫৫
অমরেশে দ্বারপতিঃ সার্দ্ধং তস্থৌ নৃপাত্মজৈঃ।
রাজানবাটকোপান্তে রাজস্থানীয়মন্ত্রিণঃ ॥ ৭৫৬
দূরদ্বীপান্তরগতা ইব স্বীচক্রিরে নৃপাৎ।
তে প্রবাসধনং ভূরি ন চাযুধ্যন্ত কুত্রচিৎ ॥ ৭৫৭
কটকা বিপ্লবাং সর্ব্বে পর্য্যায়েণ জয়াজয়ৌ।
লেভিরে বিজয়াদন্যন্ন তু পৃথ্বীহরঃ ক্বচিৎ ॥ ৭৫৮

নীতি প্রয়োগ করিলেন, তাহা অন্তঃরঙ্গ মন্ত্রীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রকাশিত হওয়ায় বিফল হইল। ৭৫৪

যে রাজা বাহুবলে ইতঃপূর্ব্বে অনেকানেক রাজার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বীয় রাজধানী শ্রীনগর রক্ষাকার্য্যই তদীয় ভুজবিক্রমের একমাত্র পরিচায়ক স্থান হইয়াছিল। ৭৫৫

দ্বারপতি, রাজকুমারদিগকে লইয়া অমরেশে রহিলেন; রাজদরবারের মন্ত্রীরা "রাজনবাটিকার" প্রান্তদেশে অবস্থান করিলেন। ৭৫৬

রাজার নিকটে তাহারা দূরদেশগামী সৈনিকের ন্যায় অধিক পরিমাণে প্রবাসধন (ভাতা) লইয়াছিল সত্য, কিন্তু কোথায়ও যাইয়া যুদ্ধ করে নাই। ৭৫৭

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যত যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধেরা কখন জয় কখন বা পরাজয় প্রাপ্ত হয়, কেবল পৃথ্বীহর সকল যুদ্ধেই জয়লাভ করেন। ৭৫৮

মধুমত্তেন তেনাজৌ বেতালেনৈব বল্গতা।
প্রায়ো বরাবরাঃ সর্ব্বে গ্রস্তা নৃপচমূভটাঃ ॥ ৭৫৯
উদয়স্তেচ্ছটিকুলোদ্ভূতস্তৈকস্ত পপ্রথে।
যুবদেশুস্তাপি শৌর্যমেকস্মিংস্তু তদাহবে ॥ ৭৬০
পৃথ্বীহরস্যাপজাহ্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধাভিমানিনা।
প্রহৃত্য কৃষ্টকূর্চেন করাগ্রেনাসিবল্লরী ॥ ৭৬১
যুদ্ধে পুরোপকণ্ঠেষু বর্ত্তমানে শরাহতাঃ।
স্ত্রীবালাদ্যা অপি বধং প্রমাদাৎপ্রতিপেদিরে ॥ ৭৬২
এবং জনক্ষয়ে ঘোরে বর্দ্ধমানে কিমপ্যভূৎ।
অনুৎসাহান্নৃপো গেহাদপি নির্গন্তুমক্ষমঃ ॥ ৭৬৩

মধুপান মত্ত বেতালের ন্যায় রণরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে পৃথ্বীহর রাজপক্ষীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুযোধের প্রাণ হরণ করেন। ৭৫৯

পৃথ্বীহরের সহিত যুদ্ধে ইচ্ছটীকুলোৎপন্ন উদয়, কিশোর বয়স্ক হইয়াও সবিশেষ পরাক্রমের পরিচয় দিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ৭৬০

দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে উদয় বলপূর্ব্বক পৃথ্বীহরের হস্ত হইতে অসি কাড়িয়ালন এবং কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার করেন। ৭৬০

নগরের উপকণ্ঠে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে স্ত্রী এবং বালকেরাও শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ৭৬২

এইরূপ ঘোরতর লোকক্ষয় হইতে থাকিলেও আশ্চর্য্যের বিষয় কোন কারণে রাজা নিরুৎসাহ হইয়া রাজভবন হইতে বাহির হইতে পারেন নাই। ৭৬৩

তস্মিন্নিরুদ্ধসঞ্চারে সোমপালস্তদন্তরে।
অলুণ্ঠয়চ্চাটলিকাং লব্ধরন্ধ্রো দদাহ চ ॥ ৭৬৪
সিংহে গজাহবব্যগ্রে তদ্গুহাগ্রপরিগ্রহে।
সময়ো গ্রামগোমায়োঃ পৌরুষস্যাপরোস্তি কঃ ॥ ৭৬৫
রাষ্ট্রদ্বয়োপমর্দ্দেন রাজা নিঃসদৃশেন সঃ।
তেন ত্রপাবিধেয়োভূৎস্বমপি দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ৭৬৬
সর্ব্বানৌচিত্যবহুলঃ সর্ব্বব্যসনদুঃসহঃ।
সর্ব্বদুঃখময়ঃ কালস্তস্যাবর্ত্তত কোপি সঃ ॥ ৭৬৭
তথাপ্যস্খলিতে তস্মিন্ হিতব্যাজাদ্ধিতাপহঃ।
রাজানবাটিকাবিপ্রৈঃ প্রায়শ্চক্রে বিরাগিভিঃ ॥ ৭৬৮

ইত্যবসরে, রাজাকে নিরুদ্ধ দেখিয়া সোমপাল ছিদ্র পাইয়া অট্টালিকা আক্রমণপূর্ব্বক দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। ৭৬৪

যখন সিংহ, গজযুদ্ধে ব্যগ্র থাকে তখন শৃগালের পক্ষে তাহার গুহা মুখ অধিকারের প্রকৃত সময়। পৌরুষ দেখাইবার ইহা অপেক্ষা আর কি সুযোগ আছে? ৭৬৫

কাশ্মীর এবং লোহর এই দুই রাজ্যের যুগপৎ পরাভবে রাজা সুস্সল এরূপ লজ্জিত হইয়া পড়েন যে নিজ মুখ দেখিতেও কুণ্ঠিত হইতেন। ৭৬৬

রাজা সুস্সলের এই কালটী সর্ব্বপ্রকারে দুঃখময়, সর্ব্ববিধ বিপদ পূর্ণ এবং অঘটন ঘটনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৭৬৭

ঈদৃশ দুঃসময়েও তিনি কথঞ্চিত স্থির ছিলেন, কিন্তু কতকগুলি অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ হিতসাধনচ্ছলে রাজানবাটিকায় প্রায়োপবেশন করিয়া অমঙ্গল ঘটাইয়াছিল। ৭৬৮

প্রার্থয়ন্তে স্ম তে যুদ্ধে তটস্থাস্তব মন্ত্রিণঃ।
গৃহীত্বা নীবিরেভ্যো লোহরাদ্রৌ বিসৃজ্যতাম্॥ ৭৬৯
স চেত্তাপ্য ইবৈভিশ্চিরাসনে স্থায়িতাং গাত।
কো দস্যুগ্রঃ পরৈর্নীতং প্রত্যাসম্ম শরৎফলম্॥ ৭৭০
ন প্রত্যবৈৎসীত্তাটস্থ্যং যৎকালাপেক্ষয়া নৃপঃ।
তস্মিংস্তৈর্দর্শিতে শঙ্কাং নিখিলা মন্ত্রিণো দধুঃ॥ ৭৭১
শক্তিস্তৃণং কুব্জয়িতুং ন যেষাং স তদর্থিভিঃ।
বিসূত্রব্যবহারস্তং নিন্যে রাজা শঠদ্বিজৈঃ॥ ৭৭২
কর্ম্মস্থানোপজীব্যুগ্রপারিসদ্যাদিসংকুলা।
তৎপার্শ্বাংপ্রসবৌ বুদ্ধিমঞ্জা সেনেব বৈরিণাম্॥ ৭৭৩

তাহারা নরপতির নিকটে এই প্রার্থনা করিল—মহারাজ আপনার মন্ত্রিগণ যুদ্ধকার্য্যে উদাসীন, অতএব উহাদের প্রতিভূ লইয়া লোহর গিরি রাজ্যে প্রেরণ করুন। নচেৎ এইরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লব যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে যখন শারদ (হৈমন্তিক) শস্য শত্রুরা অপহরণ করিবে, তখন কে আমাদের দিবে? ৭৬৯—৭৭০

নৃপতি সময় প্রতীক্ষা করিয়া মন্ত্রীদিগের এই প্রকার ঔদাসীন্য উপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহা প্রকাশ করায় মন্ত্রীরা ভীত হইয়াছিল। ৭৭১

ইতঃপূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণদিগের একটি তৃণ বক্র করিবার শক্তি ছিল না, সেই সদাপ্রার্থী শঠ বিপ্রদিগের কথায় রাজার কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। ৭৭২

কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী এবং কতিপয় উগ্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ এই সময়ে রাজাকে এইরূপ ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল যে, তদ্দর্শনে তাঁহাকে অপর একদল নূতন শত্রু দ্বারা বেষ্টিত মনে হইয়াছিল। ৭৭৩

তৎসান্ত্বনক্ষণে তৈস্তৈঃ প্রমাদৈর্দেখিতৈরগাৎ।
দেশো ব্যাকুলতাং কৃচ্ছ্রং লুণ্টিশ্চাঘটতোৎকটা ॥ ৭৭৪
অদৃষ্টপার্থিবাস্থানৈঃ শঠৈরব্যবহারিভিঃ।
উচে তৈঃ সান্ত্বয়ন্রাজা দুঃস্থিতস্তত্তদপ্রিয়ম্ ॥ ৭৭৫
লবণ্যবিপ্লবাদ্রাজ্ঞঃ সোধিকো বিপ্লবোভবৎ।
গলরোগঃ পাদরোগাদিব তীব্রব্যথাবহঃ ॥ ৭৭৬
কাঞ্চনোৎকোচদানেন তন্মধ্যেধিকচক্রিকাম্।
কাঞ্চিৎস্বীকৃত্য স প্রায়ং কথঞ্চিদ্বিন্তবীবরৎ ॥ ৭৭৭
বিজয়ো বর্ণসোমাদিশস্ত্রিবংশ্যো হঠাৎপুরম্।
প্রবিশন্ভিক্ষুসেনানীরশ্বারোহৈরহন্যত ॥ ৭৭৮

ইহাদের সান্ত্বনা বিধান করিতে যাইয়া রাজা যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে দেশের লোকের দুর্দ্দশা বাড়িল এবং লুণ্ঠন কার্য্য অবাধে চলিতে লাগিল। ৭৭৪

যে পামরেরা পূর্ব্বে কখন রাজ দরবার দেখে নাই, রাজ-ব্যবহারা যাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহারা৭, দুঃখার্ত্ত রাজা যখন তাহাদের সান্ত্বনা দিতে আসিলেন তখন তাঁহাকে অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছিল। ৭০৫

যেমন পদতলের পীড়া অপেক্ষা গলদেশের পীড়া অধিকতর কষ্টকর সেইরূপ লবণ্য-বিপ্লব অপেক্ষা রাজার পক্ষে এই দেশ-বিপ্লব অধিক-তর কষ্টকর হইয়াছিল। ৭৭৬

রাজা চক্রান্তকারীদিগের মধ্যে কোন কোন ব্রাহ্মণকে উৎকোচ দানে, কাহাকেও বা অর্থাদি দানে প্রতিশ্রুত হইয়া, কোন প্রকারে প্রায়োপবেশন কথঞ্চিৎ বিনিবারিত করিয়াছিলেন। ৭৭৭

বর্ণসোমাদি সৈনিকবংশীয় বিজয় নামক ভিক্ষাচরের সেনাপতি

তেনাত্তিরভসাৎস্থানং ভিত্বা প্রবিশতা পুরম্।
প্রায়শঃ কৃত এবাভূত্তদা রাজ্যবিপর্যয়ঃ॥ ৭৭৯
ঈষন্মন্দপ্রতাপেন সংশ্লেষপি ভূপতেঃ।
পৃথ্বীহরেণ সন্ধিৎসা ভেদেচ্ছোঃ সংপ্রকাশিতা॥ ৭৮০
তস্মিন্নুর্বে জিগীষুণাং সন্ধিৎসৌ ভূভুজা সমম্।
দ্বয়েপি সৈনিকাঃ শান্তং তমমংসত বিপ্লবম্॥ ৭৮১
রাজ্ঞা নাগমঠাপান্তমানেতুং প্রহিতাস্ততঃ।
ত্রীনমাত্যান্স বিশ্বস্তানাগচ্ছন্নপ্যনাবধীৎ॥ ৭৮২
ধাত্রেয়ো মম্মকো গুঙ্গো দ্বিজো রামশ্চ বারিকঃ।
তেষাং তিলকসিংহস্য পার্শ্বে ভূত্যাস্ত্রয়ো হতাঃ॥ ৭৮৩

হঠাৎ নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্বারোহীসৈন্য হস্তে বিনষ্ট হয়। ৭৭৮

সে যেরূপ প্রবল বেগে নগরের স্থানবিশেষ ভগ্ন করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে জনসাধারণ মনে করিয়াছিল এইবার বুঝি রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ৭৭৯

পৃথ্বীহর লবন্যদিগের মধ্যে ঈষৎ পরিমাণে প্রাধান্য হারাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। রাজাও বিপক্ষপক্ষের মধ্যে ভেদ জন্মে এরূপ ইচ্ছা করিতেছিলেন, সুতরাং যখন শত্রুদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত বিজয়ী পৃথ্বীহর সন্ধি করিতে উদ্যত, জানিলেন তখনই সন্ধির জন্য আদেশ দিলেন। তখন উভয়পক্ষের সৈনিকেরা মনে করিয়াছিল এইবার বিপ্লবের শান্তি হইল। ৭৮০।৭৮১

তাহাকে আনিবার জন্য রাজা তিনজন বিশ্বস্ত অমাত্যকে নাগমঠের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পৃথ্বীহর আসিতে আসিতে

নীবির্দ্দিতো গৌরকস্তু হতো ভূভূপতিং স্মরন্।
ইষ্টে স্বাক্রন্দিনি পরৈঃ প্রহৃতং করুণোত্থিতৈঃ ॥ ৭৮৪
তদ্বৈশসং শ্রুতবতো দেশঃ সর্ব্বো বিরাগকৃৎ।
রাজধাস্ত্যন্তরে রাজ্ঞো দুরুক্তিমুখরোঽভবৎ ॥ ৭৮৫
ইষে শুক্লচতুর্দ্দশ্যাং তদ্বিপর্য্যস্তমণ্ডলম্।
অতিবাহয়িতুং কষ্টং দিনমাসীন্মহীপতেঃ ॥ ৭৮৬
অথ সঞ্জাতবৈরুব্যো নেদমস্তীতি চিন্তয়ন্।
কিং কৃত্যমিত্যসদৃশং নপি পপ্রচ্ছ ভূপতিঃ ॥ ৭৮৭

উঁহাদের বধ করেন। এইরূপে রাজার ধাত্রী পুত্র মম্মক, গুণ্ম নামক ব্রাহ্মণ, রাম নামক একজন কর্ম্মচারী, এবং উঁহাদের সহিত তিলকের তিনটী ভৃত্যও তাহার দ্বারা হত হইয়াছিল। ৭৮২।৭৮৩

রাজা, গৌরককে শত্রুদের নিকটে প্রতিভূ স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। গৌরক তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। গৌরকের যে সকল সংচর তাহার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল, তাহারাও নির্দ্দয় শত্রুদিগের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছিল। ৭৮৪

ইহাদের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেশের আপামরসাধারণ অতিমাত্র অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এমন কি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বাক্য বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ৭৮৫

আশ্বিন মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশীতে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। দেশের সমস্ত লোক রাজবিরুদ্ধে অসন্তোষের তুমুল নিনাদ উত্থাপন করিয়াছিল। সেদিন রাজার অতিকষ্টে যাপিত হইয়াছিল। ৭৮৬

এই সময়ে রাজার এরূপ বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল যে, তিনি ভাল

বিষমে বর্ত্তমানস্য তস্য কশ্চিৎস নাভবৎ।
অন্তর্জহাস যো নান্তরাত্মনান তুতোষ বা॥ ৭৮৮
তমপি ব্যসনাপাতং তস্য সোঢ়বতস্ততঃ।
অভজন্ত ক্রমাদ্ভৃত্যাঃ প্রতিপক্ষসমাশ্রয়ম্॥ ৭৮৯
কম্পনেশস্য বিম্বাখ্যো ভ্রাতা দ্বৈমাতুরো হি তান।
সমাশ্রয়দ্দ্বারকার্য্যং তদ্দত্তং প্রত্যপদ্যত॥ ৭৯০
গূঢ়ং জনকসিংহেন দূতান্প্রেষয়তানিশম্।
ভিক্ষবে ভ্রাতৃতনয়া বাগ্দত্তা নিরবর্ত্তাত॥ ৭৯১
অসিবাজিতনুত্রাদি হৃত্বা ভিক্ষাচরান্তিকম্।
অশ্ববারা ব্যভাবান্ত প্রয়ান্তঃ প্রতিবাসরম্॥ ৭৯২

মন্দ বিবেচনা শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অযোগ্য ব্যক্তি দিগকেও ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। রাজার এই অবস্থা দর্শনে রাজ্যে এমন কেহ ছিল না, যে না হাস্য করিয়াছিল এবং মনে মনে সন্তুষ্ট না হইয়াছিল। ৭৮৭।৭৮৮

রাজা যখন উপস্থিত বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সেই সময়ে রাজভৃত্যেরা অবসর বুঝিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিল। ৭৮৯

রাজার প্রধান সেনাপতি তিলকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিম্ব শত্রুদলে যোগদান করিয়া তাহাদের দ্বারাধিপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৯০

জনকসিংহ ক্রমাগত ভিক্ষুর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। ৭৯১

প্রত্যহ রাজার শত শত অশ্বারোহী সৈন্য, অসি, অশ্ব, বর্ম্ম এবং অন্যান্য সজ্জা সমেত রাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরের পক্ষে যোগ দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ৭৯২

কিমন্যদ্ব্যক্তমেবাহ্নি যেবসন্ পার্থিবান্তিকে।
অলক্ষ্যন্তাগ্রতো ভিক্ষোস্তে নিশায়াং গতত্রপাঃ ॥ ৮৯৩
ইতো যাতি ততশ্চৈতি লোকো ব্যক্তমতন্ত্রিতঃ।
ইতি রাজনি কুণ্ঠাজ্ঞে কোপ্যজৃম্ভত বিপ্লবঃ ॥ ৭৯৪
ডামরৈঃ শরদুৎপত্তৌ নীতায়াং সর্ব্বতস্ততঃ।
কান্দিশীকোভবল্লোকঃ কৃৎস্নো ধনজনোজ্ঝিতঃ ॥ ৭৯৫
প্রয়াতে স্বসলনৃপে স্বর্ণপূর্ণামিমাং মহীম্।
ভিক্ষুঃ কুর্য্যাদিতি মৃষা লোকস্যাসীদ্বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৭৯৬

যাহারা দিবাভাগে রাজার পক্ষে থাকিয়া তাঁহার গুণগান করিত তাহাদিগকেই আবার রাত্রিকালে নিলর্জ্জভাবে, প্রকাশ্যে ভিক্ষাচরের সভায় যোগদান করিতে দেখা যাইত। ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? ৭৯৩

রাজ-শাসন অবজ্ঞা করিয়া যখন রাজকর্ম্মচারীরা এইরূপ স্বাধীনভাবে গতায়াত করিতে লাগিল, তখন একটা নূতন আপদ উপস্থিত হইল। ৭৯৪

যখন ডামরেরা শারদ শস্য লুণ্ঠন করিয়া, চলিয়া গেল, তখন দেশের লোকে স্ব স্ব দ্রব্যসম্ভার, ধন সম্পত্তি ও আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার স্থিরতা রহিল না। ৭৯৫

"সুস্সল নরপতি প্রস্থান করিলে ভিক্ষু আবার এই দেশকে স্বর্ণ পূর্ণ করিয়া ফেলিবে" লোকের মনে এইরূপ একটা অমূলক ধারণা জন্মিয়াছিল। ৭৯৬

ক দৃষ্টা ত্যাগিতা ভিক্ষোঃ কুতো বাতস্তসম্পদঃ।
পরার্দ্ধবর্ষ নৈবেতি গতানুগতিকো জনঃ॥ ৭৯৭

সংবৃশ্যতে পরিবৃতা চিরমম্বরেণ
রেখা স্বয়ং ন খলু যা শশিনো নবস্য।
তস্যাং জনঃ প্রকুরুতে নতিমম্বরার্থী
ধিগ্‌লুব্ধতামপসরৎসদসদ্বিচারাম্॥ ৭৯৮

বিজয়ে রাজবর্গ্যাণাং ভুগ্নগ্রীব ইবাভবৎ।
ভিক্ষুপক্ষজয়ে লোকো হৃষ্যন্নাসীদ্বিশৃঙ্খলঃ॥ ৭৯৯

দ্বিজকৌলেয়কন্যায়ো রাজডামরসঙ্ঘয়োঃ।
হতোন্যোন্যভয়ভ্রশ্যদ্বৈরয়োরুদজৃম্ভত॥ ৮০০

কোথায় বা ভিক্ষুর দানশীলতা দেখা গিয়াছিল? কিরূপেই বা সম্পদ লাভ হইবে? মূঢ় গতানুগতিক লোকে ইহা একবারও চিন্তা করে নাই। ৭৯৭

নবোদিত শশীকলা বহুক্ষণ অম্বরে পরিবৃত থাকে না, অম্বর-প্রার্থী ব্যক্তি প্রণাম করিতে করিতেই তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়। সুতরাং এরূপ সদসদ্‌বিবেচনা হীন লোভকে ধিক্। ৭৯৮

রাজপক্ষীয় সৈন্যদল যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিত, তখন দেশের লোকেরা অধোবদনে অবস্থান করিত, আর যখন ভিক্ষুর পক্ষ জয়লাভ করিত, তখন তাহারা উল্লাসে নৃত্য করিত। ৭৯৯

রাজা এবং ডামরদিগের মধ্যে উভয়েই পরস্পরকে ভয় করিয়া কিয়ৎকালের জন্য বৈরিতা স্থগিত রাখিল। দ্বিজ সারমেয় উপাখ্যানের দৃষ্টান্ত সদৃশ, রাজা অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে ভেদ দেখিয়া

রাজাভ্যন্তরভেদেন রাজ্ঞঃ স্থৈর্যেণ চারয়ঃ।
ঐচ্ছন্‌পলায়িতুং ভীতা অজ্ঞাতান্যোন্যনিশ্চয়াঃ॥ ৮০১
বান্ধবানপি তুব্রুক্ষুনবিশ্বস্তো বিদন্‌ নৃপঃ।
স্থিতৌ পলায়নে বাপি শ্রদ্দধে ন স্বজীবিতম্‌॥ ৮০২
তং মহাব্যসনে বাসঃস্বর্ণরত্নাদিবর্ষিণম্‌।
নাভ্যনন্দন্‌গৃহীতার্থা নিনিন্দুঃ শস্ত্রিণঃ পরম্‌॥ ৮০৩
নষ্টোয়ং নৈষ ভবিতেত্যভীতের্জ্জল্পতো জনাৎ।
বচো রোগী ভিষক্ত্যক্ত ইব শৃণ্বন্স বিব্যথে॥ ৮০৪
অপ্যগ্রোপস্থিতং কিঞ্চিত্তদাদেশেন ঢৌকয়ন্‌।
সবিলাসং সগর্ব্বং চ তৈর্মেক্ষিষ্টানুগব্রজঃ॥ ৮০৫

শ্রীনগর হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অন্যপক্ষে শত্রুরাও রাজার স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া ভীত হইল। কোন পক্ষেই অপরের অন্তরের ভাব ঠিক জানিতে পারে নাই। ৮০০।৮০১

যখন রাজা দেখিলেন স্বজনেরাও দ্রোহভাবাপন্ন, সুতরাং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজধানীতে অবস্থান অথবা পলায়ন কোনটিই জীবন রক্ষার পক্ষে নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই। ৮০২

এতাদৃশ ঘোর বিপদে পড়িয়াও রাজা সৈন্যদিগকে বস্ত্র, স্বর্ণ রত্নাদি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিলে উহারা গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট হইত না প্রত্যুত তাঁহার নিন্দাই করিত। ৮০৩

"রাজা এইবার পালাইবেন, আর থাকিবেন না," ইত্যাকার লোক মুখের স্পষ্ট নির্ভীক বচন শুনিয়া, ভিষক্‌ পরিত্যক্ত রোগীর ন্যায় রাজা অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতেন। ৮০৪

তাঁহার সহচারী ভৃত্যেরা কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আদেশ

সোঽপ এবাভবত্তস্মিন্‌ক্ষণে সাহসিকোপ্যহো।
স্বগৃহাদপি নির্গন্তুং নাশকদ্ভয়াকুলঃ॥ ৮০৬
যাবদৈচ্ছন্‌স্বভেদাচ্চলিতুং ডামরব্রজাঃ।
স্বৈরৈব শস্ত্রিভিস্তাবন্নিন্যে ভূভৃদ্বিহ্বলভাম্‌॥ ৮০৭
তে কৃষ্টশস্ত্রা দ্বারাণি রুন্ধন্তো নৃপমন্দিরে।
প্রবাসবিত্তে লব্ধব্যে প্রায়ং চক্রুঃ পদে পদে॥ ৮০৮
দদজ্জনং ধনেশশ্রীর্দ্দেয়াদপ্যধিকং নৃপঃ।
তেষামভিমতো নাভূদবমানাভিলাষিণাম্‌॥ ৮০৯

পাইলে তৎক্ষণাৎ পালন করিত বটে, কিন্তু তাঁহার দিকে সবিলাস সগর্ব্ব কটাক্ষও করিত। ৮০৫

অন্য সময়ে তিনি কি সাহসী পুরুষই ছিলেন, কিন্তু যেন কেমন আর একপ্রকার হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন কি তিনি এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে নিজ বাটী হইতে বাহির হইতে পারিতেন না। ৮০৬

যখন ডামরদিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, তাহারা চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইতেছিল তখন রাজার নিজ সৈন্যেরাই বিশৃঙ্খলতা ঘটাইতেছিল। ৮০৭

তাহারা উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে রাজভবনের দ্বার রোধ করিয়া, দলে দলে মিলিত হইয়া প্রবাস-কালোচিত অতিরিক্ত বেতন পাইবার জন্য প্রায়োপবেশন করিতে লাগিল। ৮০৮

ধনেশের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন রাজা তাহাদিগকে উচিতাধিক ধন প্রদান করিলেও তাহাদিগের মনঃপুত হইত না, প্রত্যুত তাঁহার অভিনন্দন না করিয়া অবমাননা করিতে অভিলাষ করিত। ৮০৯

মর্ত্তুং চিচলিষুস্তীর্থমৃণিকৈরিব সাময়ঃ।
স রুদ্ধা নিখিলৈর্দ্দেয়ং দাপিতোথ গতত্রপৈঃ॥ ৮১০
স্থানপালৈরপি প্রায়কৃদ্ভিরাক্রম্য দাপিতঃ।
ধনং সুবর্ণভাণ্ডাদি চূর্ণীকৃত্য বিশৃঙ্খলৈঃ॥ ৮১১
সবৃদ্ধবালং নগরং ততঃ ক্ষুভ্যৎক্ষণে ক্ষণে।
সোভূদব্ধিমিবোদ্বৃত্তং ন সংস্থাপয়িতুং ক্ষমঃ॥ ৮১২
একদা প্রাতরেবান্তে রুদ্ধদ্বারঃ স শস্ত্রিভিঃ।
সর্ব্বতঃ ক্ষোভমাগচ্ছন্নগরং স ব্যলোকয়ৎ॥ ৮১৩
ততঃ ক্ষোভং শময়িতুং জনকং নগরাধিপম্।
পুরভ্রমার্থমাদিশ্য চলিতুং ক্ষণমৈক্ষত॥ ৮১৪

যেমন নির্লজ্জ উত্তমর্ণেরা তীর্থ-ক্ষেত্রাভিমুখী মুমূর্ষু রোগীর পথ রোধ করিয়া প্রাপ্য আদায় করে, সেইরূপ তাহারাও রাজাকে পীড়াপীড়ি করিয়া স্ব স্ব প্রাপ্য আদায় করিয়াছিল। ৮১০

দেবালয়ের উচ্ছৃঙ্খল সেবাইতেরা ও প্রায়োপবেশন করিয়াছিল তাহারা রাজাকে বেষ্টন করিয়া বলপূর্ব্বক স্বর্ণভাণ্ডাদি চূর্ণ করিয়া ধন আদায় করে। ৮১১

ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় সমগ্র নগর আবালবৃদ্ধের ঘোর রোলে প্রতিক্ষণে আন্দোলিত হইতেছিল, রাজা কোনক্রমে তাহা সুস্থির করিতে পারিলেন না। ৮১২

একদিন প্রাতঃকালে দেখিলেন কতিপয় সৈনিক রাজভবনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে, আর সমস্ত নগরে কোলাহল হইতেছে। ৮১৩

তখন নগরাধ্যক্ষ জনককে আদেশ দিলেন, নগর মধ্যে পরিভ্রমণ

কথঞ্চিদ্দানমানাভ্যাং তানাবর্জ্যাপি শস্ত্রিণঃ।
সাবরোধঃ স সংনদ্ধো রাজধান্যা বিনির্যযৌ॥ ৮১৫
অঙ্গনাত্তুরগারূঢ়ো বহির্যাবন্ন নির্যযৌ।
রাজধান্যন্তরে লুণ্ঠিস্তাবৎপ্রারম্ভি তস্করৈ॥ ৮১৬
অরুদন্‌কেপি কেপ্যুচ্চৈরনদন্‌কেপ্যলুণ্ঠয়ন্‌।
তদ্ভৃত্যান্‌রাজ্যমুৎভৃজ্য তস্মিন্‌ব্রজতি শস্ত্রিণঃ॥ ৮১৭
বিশৃঙ্খলত্রপাকোপশঙ্কাভিঃ শস্ত্রিণাং নৃপঃ।
সহস্রৈঃ পঞ্চষৈরাসীদ্ধ্রজন্নমুগতোধ্বনি॥ ৮১৮
বর্ষে ষণ্ণবতে কৃষ্ণষষ্ঠ্যাং মার্গে বিনির্গতঃ।
যামমাত্রাবশেষেহ্নি সভৃত্যো দ্রোহবিহ্বলঃ॥ ৮১৯

করিয়া কোলাহল নিবৃত্ত কর, এবং তিনি স্বয়ংও বাহির হইবার জন্য সময় দেখিতে লাগিলেন। ৮১৪

তদনন্তর সৈন্যদিগকে ধনদান ও প্রিয় বচন দ্বারা কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া বিদায় করিলেন এবং স্বয়ং বর্ম্মপরিহিত হইয়া অন্তঃপুরিকা-দিগকে লইয়া রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৮১৫

তিনি প্রাঙ্গণ হইতে অশ্বারূঢ় হইয়া বহির্বাটীতে যাইতে না যাইতেই তস্করেরা অন্তর্ভবনে লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছিল। ৮১৬

রাজ্য ত্যাগ করিয়া রাজা প্রস্থান করিলে, তদীয় সৈনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ রোদন করিতেছিল, কেহ বা ঘোর নিনাদ করিতেছিল, আর কতকগুলি সৈন্য রাজভৃত্যদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছিল। ৮১৭

রাজা প্রস্থান করিলে পাঁচ ছয় সহস্র সৈনিক রোষে, ভয়ে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পদবী অনুসরণ করিয়াছিল। ৮১৮

লৌকিকাব্দের ৪১৯৬ বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে

নির্জৈর্হয়ভৃত্তিরশ্বাদি ত্যজ্যমানঃ পদে পদে।
স প্রতাপপুরং প্রাপ ক্ষপায়ামল্পসৈনিকঃ॥ ৮২০
তিলকস্য পুরো গত্বা প্রাপ্তস্যাগং চ বিশ্বসন্।
তত্র বন্ধোরিবাশ্রুণি চিরং দুঃখোহ্বগোমুচৎ॥ ৮২১
দ্রোহং ন কুর্যাদেবং মে চিন্তয়িত্বেতি সত্বরম্।
বেশ্ম হুষ্কপুরেহন্যেদ্যুস্তস্য চ প্রাবিশৎস্বয়ম্॥ ৮২২
তদ্গৌরবেণ স্নানাদি কৃত্বৈচ্ছৎসৈন্যসংগ্রহম্।
প্রবিশ্য ক্রমরাজ্যং স কর্তুং ভূয়ো জনোৎসুকঃ॥ ৮২৩

দিবসের একপ্রহরমাত্র বেলা অবশিষ্ট থাকিতে, কর্ম্মচারীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় বিহ্বলচিত্তে, রাজা সুস্সল ভৃত্যবর্গ লইয়া শ্রীনগর পরিত্যাগ করেন। ৮১৯

তদীয় অনুচরদিগের অধিকাংশই অশ্বাদি লইয়া প্রতিপদেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় অতি অল্পসংখ্যক ভৃত্যসহ তিনি রাত্রিকালে প্রতাপপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। ৮২০

তথায় তিলকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে নিজের বন্ধুর ন্যায় বিশ্বাস করিয়া রাজা হৃদয়-ব্যথায় কাতর হইয়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন। ৮২১

এই ঘটনার পরদিনই রাজা সুস্সল তিলকের দ্বারা অনিষ্ট সাধিত হইতেও পারে বিবেচনায়, হুষ্কপুরের ভবনে গমন করিলেন। ৮২২

রাজা তথায় তিলকের অনুরোধে স্নানাহার করিয়া, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৮২৩

গূঢ়ং যুযুৎস্থন্‌কল্যাণবাড়াদীনথ ডামরান্।
আনীয় স পুরস্তস্য ধৈর্যভ্রংশমকারয়ৎ ॥ ৮২৪
গৃহাত্তেন তয়া যুক্ত্যা নিষ্ক্রান্তঃ স ততো যযৌ।
স্বীকুর্বন্‌স্বর্ণদানেন দস্যুন্মার্গবিরোধিনঃ ॥ ৮২৫
প্রয়াস্তং ততঃ এবৌজ্ঝীত্তিলকস্তৎসহোদরঃ।
প্রয়াণমেকমানন্দো দাক্ষিণ্যাদন্বগাত্তু, তম্ ॥ ৮২৬
ভৃত্যত্যক্তঃ স দানেন বিক্রমেণ চ উৎকরান্।
অগাম্মার্গেণ শময়ন্নায়ুঃশেষেণ রক্ষিতঃ ॥ ৮২৭

কিন্তু তিলক, কল্যাণবাট প্রভৃতি যুদ্ধার্থী ডামরদিগকে গোপনে আনয়ন করিয়া রাজার সম্মুখস্থ পথ রোধ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছিলেন। ৮২৪

রাজা, তিলকের কুটিল নীতির প্রয়োগ দেখিয়া হুষ্কপুর হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ডামরদস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। দস্যুদিগকে তিনি বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া অব্যাহতি পাইলেন। ৮২৫

তিনি কিয়ৎদূর গমন করিলে তিলক তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিলকের ভ্রাতা করুণহৃদয় আনন্দ, রাজার সহিত এক প্রয়াণপথ গমন করিয়াছিলেন। ৮২৬

ইহার পর হইতে রাজার সহিত অন্য কোন অনুচর ছিল না, তিনি পথিমধ্যে দস্যুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কখন নিজ বাহুবলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কখন বা অর্থের দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। ৮২৭

ত্রাণং সিংহনখা ক্রমাদ্রিগহনস্তারাদরণ্যস্থ যে
তেষাং বালগলাশ্রয়াদপি ভবেৎকালাতিবাহঃ ক্রমাৎ।
যে দন্তাঃ করিণাং রণপ্রহরণং তেপ্যাপ্নুর্দীব্যতাং
ক্রীড়ায়াং করতাড়নানি ন দৃঢ়া শৌর্যস্থ রূঢ়িঃ কচিৎ॥ ৮২৮

জন্তুনাং বিক্রমত্যাগযশঃপ্রজ্ঞাদয়ো গুণাঃ।
ভবে চিত্রস্বভাবেস্মিন্ ভবেয়ুরভঙ্গুরাঃ॥ ৮২৯

ভাস্বানপ্যোগ্রাস্তুত্তাং ভিন্নাবস্থাং দিনে দিনে।
তাং তামায়াতি জন্তুনাং কঃ প্রভাবেষু নিশ্চয়ঃ॥ ৮৩০

অশক্নুবন্নট্টলিকামরিপ্লুষ্টাং নিরীক্ষিতুম্।
মন্যুনিঃশব্দসৈন্যোদ্রিমারুরোহ স লোহরম্॥ ৮৩১

যে সিংহের প্রখর নখর ভয়ে শত্রুকুল ঘনবৃক্ষাবলী সমাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়, কালবশে সেই সিংহের নখই বালকের গলদেশে শোভা পায়; এবং যে হস্তীদন্তের ভীষণতা দর্শনে শত্রুকুল ভীতি প্রাপ্ত হইত, কালবশে সেই হস্তীদন্ত পাশাক্রীড়ায় পাশারূপে পরিণত হইয়া ক্রীড়কের হস্ত পেষণ সহ্য করে। সেইজন্য মনে হয় শৌর্য্য একস্থানে দীর্ঘস্থায়ী নহে। ৮২৮

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারে কাহারও যশ, প্রজ্ঞা, দানশীলতা, এবং বিক্রম প্রভৃতি গুণ সকল কখন চিরস্থায়ী হয় না। ৮২৯

যখন মহাপ্রতাপশালী সূর্য্যের তেজই দিনে দিনে বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানবের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ে কি আশ্চর্য্য আছে? ৮৩০

তিনি লোহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শত্রুগণ অট্টালিকাগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সৈন্যগণ মনের খেদে অবস্থান করিতেছে। তিনি এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। ৮৩১

স্বং কলত্রমপি দ্রষ্টুং তত্রাপিত্রপয়াক্ষমঃ।
শয়নীয়বিমুক্তাঙ্গস্তপ্যতে স্ম দিবানিশম্॥ ৮৩২
দত্তদীপাদনির্গচ্ছন্নন্তর্গেহাদ্দিনেষ্বপি।
দাক্ষিণ্যাদ্দর্শনং প্রাদাদ্ভৃত্যানাং ভোজনক্ষণে॥ ৮৩৩
বিলেপনানি নাস্প্রাক্ষীন্নারুরোহ তুরঙ্গমান্।
গীতনৃত্তাদি নৈক্ষিষ্ট সুখগোষ্ঠীর্ন চাদদে॥ ৮৩৪
তাম্যংস্তাটস্থ্যমৌখর্যতৈক্ষ্ণ্যদ্রোহাদি দর্শিতম্।
একৈনৈকেন চ স্মৃত্বা স্মৃত্বা দেব্যৈ ন্যবেদয়ৎ॥ ৮৩৫
অন্বগাৎস্বাং ভুবং ত্যক্ত্বা যামেতেন্বগুরিত্যপি।
নিন্যে বৃদ্ধিং পরার্ধ্যশ্রীঃ স দাক্ষিণ্যাদ্ধনার্পণৈঃ॥ ৮৩৬

রাজা লজ্জাবশতঃ মহিষীর দিকে চাহিয়া দেখিতে সক্ষম হন নাই; এবং দিবারাত্র শয্যায় গাত্র ঢালিয়া মনোদুঃখে অবস্থান করিতেন। ৮৩২

তিনি রাজপ্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিতেন দিবাভাগে সেই কক্ষে প্রদীপ জ্বলিত। রাজা শুদ্ধ আহারকালে অনুচরদিগকে দেখা দিতেন। ৮৩৩

তিনি অঙ্গে গন্ধ দ্রব্য বিলেপন, অশ্বে আরোহণ, গীত বাদ্যে যোগ-দান এবং কোন প্রকার উপকথা শ্রবণ করিতেন না। ৮৩৪

তিনি ঘৃণাভরে রাজভৃত্যবর্গের ঔদাসীন্য, মুখরতা, নিষ্ঠুরতা, রাজদ্রোহিতা স্মরণ করিয়া কাতর হইতেন এবং রাজমহিষীর নিকট গল্প করিতেন। ৮৩৫

লোহর রাজ্যে যেমন তিনি ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তেমন তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট দয়াও ছিল। তাঁহার অনুচরেরা জন্মভূমি ত্যাগ

কশ্মীরেষু গতে তস্মিংস্তত্রৈবাখিলমন্ত্রিণঃ।
পুরাণরাজধান্যগ্রে সসৈন্যাঃ সমগংসত ॥ ৮৩৭
মন্ত্র্যশ্বারোহসামন্ততন্ত্রিপৌরাদিসংমতঃ।
তেষাং জনকসিংহোভূদগ্রণীর্নগরাধিপঃ ॥ ৮৩৮
স ভিক্ষোর্মল্লকোষ্টাদ্যৈরাপ্তৈঃ কৃতগতাগতৈঃ।
বিশ্বাসায় সুতভ্রাতৃসুতৌ নীবিং প্রদাপিতঃ ॥ ৮৩৯
প্রাবর্ত্তত ভয়ভ্রশ্যৎস্ত্রীবালাদ্যাবৃতে পুরে।
অরাজকাথ রজনী সর্ব্বভূতভয়াবহা ॥ ৮৪০

করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়াছে স্মরণ করিয়া, তিনি তাহাদের আশাতীত ধন দান করিয়াছিলেন। ৮৩৬

রাজা কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, তত্রত্য মন্ত্রিসমাজ পুরাতন রাজবাটীর পুরোভাগে সসৈন্যে সমবেত হইয়াছিলেন। ৮৩৭

মন্ত্রীসমাজ, অশ্বারোহী ও তন্ত্রী সৈন্যবর্গ, নগরবাসী এবং সামন্ত রাজগণ একমত হইয়া দ্বারপতি জনকসিংহকে তাহাদের অগ্রণী করিয়াছিলেন। ৮৩৮

এই সময়ে ভিক্ষাচরের অন্তরঙ্গ মল্লকোষ্টাদি, প্রতিনিয়ত যাতায়াত করিয়া জনকসিংহকে ভিক্ষুর পক্ষাবলম্বনে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং তিনিও নিজের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া ভিক্ষাচরের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। ৮৩৯

তখন রাজধানীতে সর্ব্বভূত ভয়ঙ্করী অরাজকতা-রজনী উপস্থিত হইল। নগরবাসী স্ত্রী ও বালকেরা ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ শত্রু কর্ত্তৃক হত হইল, কাহারও সর্ব্বস্ব

নিহতাঃ কেপি মুষিতাঃ কেপি কেপ্যরিভিঃ পুরে।
দগ্ধাগারা ব্যধীয়ন্ত দুর্ব্বলা রাজবর্জ্জিতে॥ ৮৪১
সৈন্যৈরন্যেদ্যুরুন্মাদৈর্নিরুদ্ধাখিলদিক্‌পথঃ।
সিন্দুরারুণপুণ্ড্রাশ্বসাদিমণ্ডলমধ্যগঃ॥ ৮৪২
বিকোশশস্ত্রকদলীষণ্ডদুর্লক্ষ্যবিগ্রহঃ।
মৃগেন্দ্র ইব লোকস্য ভয়কৌতূহলাবহঃ॥ ৮৪৩
বীরপট্টাঞ্চলশ্লিষ্টৈর্যৌবনোদ্রেচিতৈঃ কচৈঃ।
অবদ্ধৈঃ শোভিতঃ পৃষ্ঠে জয়শ্রীবন্ধশৃঙ্খলৈঃ॥ ৮৪৪
কুণ্ডলদ্যোতিনা স্নিগ্ধধবলায়তদৃষ্টিনা।
প্রত্যগ্রশ্মশ্রুণা চারু চন্দনোল্লেখশোভিনা॥ ৮৪৫

কাহারও গৃহ ভস্মীভূত হইল। রাজ্যে রাজা না থাকিলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ৮৪০।৮৪১

পরদিন উন্মত্ত সৈন্যগণ নগরের সমস্ত পথরোধ করিয়া ঘোররবে অগ্রসর হইল; তৎপশ্চাতে রক্তবর্ণ ত্রিপুণ্ড্রকধারী অশ্বারোহী সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধভাবে যাত্রা করিল। ভিক্ষাচর এই সৈন্যদলের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও সৈন্যদলের নিষ্কাষিত তরবারির আবরণে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। কেশরী যেমন দর্শকের ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করে, ভিক্ষাচরকে দর্শনে লোকের মনেও সেইরূপ ভয় ও বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছিল। যৌবনশ্রীসম্পন্ন ভিক্ষাচরের মস্তকে উষ্ণীষ ছিল এবং কেশগুলি জয়লক্ষ্মীকে বন্ধন করিবার জন্যই যেন শৃঙ্খল-স্বরূপ তাহার পৃষ্ঠের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভিক্ষুর কর্ণের কুণ্ডল, আয়ত লোচনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ললাটের লোহিত চন্দন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর পরম শোভমান

তাম্রাধরেণ বক্ত্রেণ শ্রীসাংনিধ্যাধিকত্বিষা।
পক্ষপাতি বিপক্ষাণামপি সংপাদয়ন্মনঃ ॥ ৮৪৬
অসের্ব্বিকোশস্যান্তঃস্থাং শ্রিয়মশ্বেন বল্গতা।
কেসরচ্ছটয়া চারু চামরেণেব বীজয়ন্ ॥ ৮৪৭
পদে পদে নিবৃত্তাশ্বঃ সামন্তৈরুপপাদিতাম্।
স্বীকুর্ব্বন্নর্হণাং ভিক্ষুঃ প্রবিশন্নগরং ততঃ ॥ ৮৪৮
তস্যার্ভকস্য ধাত্রীব পৃষ্ঠস্থো মল্লকোষ্ঠকঃ।
প্রযয়াবপ্রগল্ভস্য সর্ব্বকার্য্যোপদেষ্টৃতাম্ ॥ ৮৪৯
অয়ং পিতুঃ প্রিয়স্তেভূত্ত্বমস্যাঙ্কে বিবর্দ্ধিতঃ।
রাজ্যস্যায়ং মৃগমিতি প্রত্যেকং সমদর্শয়ৎ ॥ ৮৫০

হইয়াছিল। সম্ভবতঃ জয়লক্ষ্মীর সান্নিধ্য হেতু তাহার মুখের শোভা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এমন কি শত্রুপক্ষীয়েরাও সে মুখ দর্শনে শত্রুতা পরিহার পূর্ব্বক তাহার পক্ষাবলম্বন করিতে চাহিত। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বটি নৃত্য করিতে করিতে গমন করিতেছিল এবং তাহার স্কন্ধদেশস্থ কেশর, সুচারু চামরের ন্যায় যেন উন্মুক্ত-তরবারী-স্থিত লক্ষ্মীকে ব্যজন করিতেছিল। ভিক্ষাচর এই-ভাবে অগ্রসর হইবার সময়ে মাঝে মাঝে সামন্ত রাজগণের প্রদত্ত উপহার ও সম্ভাষণ গ্রহণ জন্য থামিতে ছিলেন। এইভাবে রাজা, মহাসমারোহে নগর প্রবেশ করিলেন। ৮৪২—৮৪৮

ভিক্ষাচর রাজকার্য্যে অপ্রগলভ ছিলেন বলিয়া, মল্লকোষ্ঠ অপোগণ্ড শিশুর ধাত্রীর ন্যায় সদাই তাহাকে উপদেশ দান করিতেন। ৮৪৯

ভিক্ষাচর সমক্ষে পরিচিত করিবার সময়ে মল্লকোষ্ঠ ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইনি তোমার পিতার বন্ধু ছিলেন, কাহাকেও

গৃহং জনকসিংহস্য প্রাকন্যাবাপ্তয়েবিশৎ।
রাজলক্ষ্মীং স সংপ্রাপ্তুং রাজধানীং ততঃ পরম্॥ ৮৫১
দূরনষ্টে কুলে তেন পুনরুদ্রেচিতে যযৌ।
বদ্ধাস্থো গর্ভগেপত্যে স্ত্রীজনোনবহাস্যতাম্॥ ৮৫২
দৃষ্টেন তাদৃশা ভিক্ষোরিতিবৃত্তেন শত্রুষু।
চিত্রস্থেষ্বপি সাশঙ্কা নোপহাস্যা জিগীষবঃ॥ ৮৫৩
প্রাবর্ত্তন্ত ধনাধীশশ্রিয়ঃ সুস্‌সলভূপতে।
কোষেণ নীতশেষেণ বিলাসা নবভূপতেঃ॥ ৮৫৪

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইনি তোমায় ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, কাহা-কেও বলিলেন—ইনিই এই রাজ্যের মূল। এইভাবে সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ৮৫০

তিনি প্রথমে জনকসিংহের কন্যাকে গ্রহণ করিবার জন্য জনক সিংহের বাটীতে গিয়াছিলেন; এবং পরদিন রাজলক্ষ্মীকে লাভ করিবার জন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮৫১

ভিক্ষাচর, যখন বহু পূর্ব্বে নষ্ট-রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া রাজকুলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন, তখন সন্তান গর্ভস্থ হইলেই যদি স্ত্রীলোকে তাহার উপরি অত্যধিক আস্থা স্থাপন করে তাহাতে হাসিবার বিষয় কি হইতে পারে? ৮৫২

ভিক্ষাচরের অদ্ভুত ইতিহাস শ্রবণ করিয়া যদি জয়াভিলাষী বীরগণ চিত্রলিখিত শত্রু-প্রতিকৃতি দেখিয়াও শঙ্কিত হয় তাহা হইলেও হাস্যাস্পদ হইবে না। ৮৫৩

রাজা সুস্‌সল কুবেরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন—তিনি ধন

বাজিবর্ম্মাসিভূয়িষ্ঠাং রাজলক্ষ্মীং বিভেজিরে।
রাজডামরলুণ্ঠাকমন্ত্রিণো যন্ত্রণোজ্ঝিতাঃ॥ ৮৫৫
পুরে স্বর্গ ইবাস্বাদং ভোগানামুপলেভিরে।
দস্যবো গ্রামভোগার্হাঃ পিশাচ ইব গহ্বরাঃ॥ ৮৫৬
আস্থানে ন বভৌ ভূভৃদ্‌গ্রামীণৈঃ সর্ব্বতো বসন্।
প্রলম্বকম্বলপ্রায়বিলাসাবরণৈঃ সমম্॥ ৮৫৭

রত্নাদি লইয়া লোহরে প্রস্থান করিলেও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই নবীন ভূপতির ভোগবিলাস সাধন হইতে লাগিল। ৮৫৪

রাজসম্পদের অভাব ছিল না অশ্ব, বর্ম্ম, অসি ও চর্ম্ম রাজলক্ষ্মীর চির ধর্ম্ম, নিত্যসহচর, যখন অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসনের দৃঢ়-শৃঙ্খল খসিয়া পড়ে, তখন যন্ত্রনির্ম্মুক্ত অবয়বগুলি বেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, কে কোথায় পড়ে, কাহার কি উদ্দেশ্য, পরিণামে কি দাঁড়ায় কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। রাজা সুস্‌সলের রাজধানী পরিত্যাগ ও তৎপরে ভিক্ষুর রাজধানীতে প্রবেশ দুইটী ঘটনা পর পর ঘটিয়াছিল, পূর্ব্বটিতে একজনের অভাবে দেশ অরাজক, পরটিতে রাজলক্ষ্মীর অনেক গুলি নায়ক, বিভাগক্রমে রাজ সম্পদের ভক্ষক, রক্ষক আকারে উপস্থিত; অবশ্য রাজা, মন্ত্রী, সৈন্য ও সাক্ষীর বেশে কেহ সিংহাসন, কেহ কোষাগার কেহ অশ্ব, কেহ অসিচর্ম্ম হস্তগত করিল। কে কাহাকে ভয় করে? যে যাহা পারিল, সে তাহা লইল। গ্রাম্যগুহাবিহারী পিশাচসংঘসদৃশ দস্যুদল শ্রীনগরের নন্দনবনে আজি অপূর্ব্ব ভোগ সুধার আস্বাদ লাভ করিল। হায় অদৃষ্ট! ৮৫৫।৮৫৬

আহা, দরবারের কি শোভাই হইয়াছিল। রাজা ভিক্ষু বার

ভিক্ষাচরস্যাসংভাব্যপ্রাদুর্ভাবতয়া প্রথাম্।
ডামরা অবতারোঽয়মিত্যস্যাং নিন্থিরে প্রথাম্॥ ৮৫৮
রাজ্যস্থানস্যদৃষ্টস্য কর্ত্তব্যেষু মুমোহ সঃ।
অদৃষ্টকর্ম্মেব ভিষগ্‌ ভৈষজ্যস্য পদে পদে॥ ৮৫৯
শনৈর্জ্জনকসিংহেন কৃতভ্রাতৃসুতার্পণম্।
কম্পনাধিপতির্দ্দত্তকন্যোপি তমশিশ্রিয়ৎ॥ ৮৬০
জুঙ্গো রাজপুরীয়স্য রাজ্ঞঃ কটকবারিকঃ।
পাদাগ্রাধিকৃতোদ্রাক্ষীৎস্বার্থমর্থং ন তু প্রভোঃ॥ ৮৬১

দিয়া বসিয়াছেন, চারিদিকে লম্বমান কম্বলবস্ত্র গ্রাম্য সভাসদগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে! পল্লীবাসী কৃষকের কম্বল ভিন্ন অন্য পরিচ্ছদ সম্বল আর কি আছে? ৮৫৭

ভিক্ষাচরের অসম্ভাবিত রূপে রাজ্যাধিকার লাভে যে অলৌকিক-ভাবের প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে ডামরেরা চারিদিকে রটনা করে যে ভিক্ষু একটা নূতন অবতার। ৮৫৮

যেমন নূতন বৈদ্য ঔষধের ক্রিয়া ফল কখন প্রত্যক্ষ না করিয়া চিকিৎসা করিতে গিয়া পদে পদে সাঙ্ঘাতিক ভ্রম করিয়া বসে, সেইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব-রাজব্যবহার ভিক্ষুও রাজ্যশাসনের ব্যবস্থায় প্রতিপদে অব্যবস্থা ঘটাইয়াছিল। ৮৫৯

জনক সিংহ ভ্রাতুস্পুত্রীকে ভিক্ষুর হস্তে অর্পণ করিয়া যেমন সুযোগ্য নগরাধ্যক্ষ পদবী লাভ করেন। তাঁহার পদবী অনুসরণ করিয়া সেইরূপ কম্পনেশ (প্রধান-সেনাপতি) তিলকও স্বীয় কন্যাদান করিয়া ভিক্ষুর আশ্রয়লাভ করিলেন। ৮৬০

রাজপুরীর রাজার সামরিক কর্ম্মচারী জুঙ্গ পাদাগ্রবিভাগে যেমন

সর্ব্বাধিকারিণং রাজলক্ষ্মীর্বিম্বমশিশ্রিয়ৎ।
রাজশব্দস্তৈব পাত্রমভূদ্ভিক্ষাচরঃ পরম্‌॥ ৮৬২
বেশ্যাযত্তীকৃতৈশ্বর্যঃ প্রাকৃতাচারভাগপি।
অন্তরঙ্গঃ সদসতোঃ কিঞ্চিদ্বিম্বস্তদাভবৎ॥ ৮৬৩
দ্বৈমাতুরো দর্যকস্য ভ্রাতা সাশ্চর্যশৌর্যভূঃ।
নৃপান্তরঙ্গজ্যেষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠপালোপ্যশিশ্রিয়ৎ॥ ৮৬৪
মন্ত্রিণো ভূতভিশ্‌শাদ্যাস্তস্য পৈতামহা অপি।
লক্ষ্মীসরোজিনীভৃঙ্গা বহবোস্যে জজৃম্ভিরে॥ ৮৬৫

উন্নীত হইলেন, তেমনি প্রভুর স্বার্থ বা হিতসাধন অপেক্ষা নিজের স্বার্থ সাধনেই স্ববুদ্ধির কার্য্য দেখিয়াছিলেন। ৮৬১

রাজলক্ষ্মী বিম্ব সর্ব্বাধিকারীকে (প্রধানামাত্য) সকল বিষয়ের অধিকারী দেখিয়া, তাঁহাকেই সর্ব্বথা আশ্রয় করিলেন। পরন্তু রাজশব্দের উল্লেখ সময়ে কেবল ভিক্ষাচরকেই "পাত্র" (রাজা) বলা হইত বটে। ৮৬২

বিম্ব স্বীয় ধন সম্পৎ বারবনিতাদিগের হাতে তুলিয়া দিয়া এবং ইতর লোকের ন্যায় আচার অবলম্বন করিয়াও সৎ ও অসতের প্রভেদ কিছু কিছু সে সময় বুঝিতেন—আশ্চর্য্য বটে। ৮৬৩

দর্য্যকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জ্যেষ্ঠপাল অদ্ভুত শৌর্য্যশালী ছিলেন বলিয়া রাজার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ৮৬৪

তাঁহার পিতামহের আমলেরও ভূতভিশ্‌শ প্রভৃতি মন্ত্রী মহাশয়েরা লক্ষ্মী কমলিনীর চির সহচর মধুকরের ন্যায়, অনেকেই ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। ৮৬৫

মুগ্ধে রাজ্ঞি প্রমত্তেষু মন্ত্রিষুগ্রেষু দস্যুষু।
উত্থানোপহতং রাজ্যং নবত্বেপি বভূব তৎ ॥ ৮৬৬
স্ত্রীভির্নবনবাভিশ্চ ভোজ্যৈঃ প্রাজ্যৈশ্চ বঞ্চিতঃ।
ভিক্ষুর্নৈক্ষিষ্ট কর্ত্তব্যং সুখানুভবমোহিতঃ ॥ ৮৬৭
স সুখানুভবপ্রাবৃন্নিদ্রাঙ্কো বিজয়োদ্যমে।
স্বৈঃ প্রেরিতঃ সভামধ্যে স্বপ্তুমৈচ্ছন্মদালসঃ ॥ ৮৬৮
দর্পেণ সচিবে বাচং কথয়ত্যনুকম্পিকাম্।
ন স চুক্রোধ মুগ্ধস্তু পিতরীবান্বরজ্যত ॥ ৮৬৯

রাজা চতুর নহেন, মন্ত্রীরা রাজকার্য্যে অসাবধান, ডামর সৈন্য লুণ্ঠনপ্রিয় সুতরাং নবীন রাজ্য, (জীর্ণ পুরাতন নহে)—তথাপি যেমন উত্থান(—)অমনি পতনের লক্ষণগুলি প্রকাশ করিল। ৮৬৬

নিত্য নব নব নারী বিহার ও প্রচুর ঘৃতান্ন আহার করিয়া ভিক্ষাচর সুখ সাগরে ডুবিয়া গেলেন, রাজকর্ম্ম দেখিবেন কখন? ৮৬৭

বর্ষাকালে নিদ্রা শীঘ্র শেষ হয় না; কর্ত্তব্য কর্ম্মের উদ্যমও থাকে না। যে রাজা ভোগসুখের গভীর হ্রদে নিমগ্ন, তাঁহার বিজয় চেষ্টা জন্মেই না। ভিক্ষুর অন্তরঙ্গ সভাসদেরা যদি কোন ক্রমে তাহাকে সভামধ্যে লইয়া যাইত, মদালসে ভিক্ষুর সিংহাসনেই ঘুমাইবার ইচ্ছা হইত। ৮৬৮

উদ্ধত সচিবেরা কথোপকথন কালে গুরুগম্ভীর ভাবে, স্নেহ দেখাইয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিত। নির্ব্বোধ রাজার তাহাতে ক্রোধ ত হইতই না, প্রত্যুত তাহাদিগকে পিতৃতুল্য ভাবিয়া অনুরাগই জানাইতেন। রাসজম্মান ও আত্মমর্য্যাদা বোধ না থাকিলেই এইরূপ ঘটে। ৭৬৯

নিম্নপ্রতিষ্ঠৈঃ সেব্যমানো বেশ্যোচ্ছিষ্টৈর্বিশিষ্টবৎ।
অষ্টচেটোচিতাশ্চেষ্টা বিটৈঃ প্রৈর্যত সেবিতুম্‌ ॥ ৮৭০
পানীয়রেখাপ্রতিমস্থৈর্যস্তাখিলবস্তুষু।
তস্যাপ্রমাণবচসঃ সেবাং প্রণয়িনো জহুঃ ॥ ৮৭১
যদূচুঃ সচিবাস্তত্তানন্ববোচন্ন ভূভৃতঃ।
বচঃ শুষিরগর্ভস্য তস্য কিঞ্চিৎসমুত্থয়ৌ ॥ ৮৭২
সচিবৈঃ স্বগৃহান্নীত্বা দত্তভোজ্যঃ স মুগ্ধধীঃ।
ধনী বিপন্নপিতৃক ইব প্রমুষিতো বিটৈঃ ॥ ৮৭৩

গণিকার উচ্ছিষ্টভোজী, তিরস্কৃত, ইহসংসারে স্থানশূন্য বিট, লম্পটেরা রাজার প্রিয়সেবক হইয়া পড়িল। তাহারা অশিষ্টপ্রায় অল্পশিক্ষিত রাজাকে অসৎ কার্য্যে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়াছিল। ৮৭০

রাজার প্রতিজ্ঞা জলের রেখার মত স্থিতিহীন এবং আদেশ গাম্ভীর্য্যহীন ছিল। এইজন্য তাঁহার অনুচরেরা কোন আদেশেই কর্ণপাত করিত না। ৮৭১

তাঁহার সচিবেরা যাহা বলিত, তিনি তাহাই বলিতেন, তাঁহার নিজের কোন মতামত ছিল না। ইহা দেখিয়াই তাঁহাকে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া মনে হইত। ৮৭২

দুষ্ট মন্ত্রীরা রাজাকে, রাজভবন হইতে অন্যত্র লইয়া যাইয়া, পিতৃহীন উচ্ছৃঙ্খল ধনী সন্তানদিগের নিকট হইতে যেমন চাটুকারেরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, সেইরূপ তাঁহাকেও কিছু খাইতে দিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ৮৭৩

আহারমুষ্টিং বিশ্বস্য গৃহে বিশ্বনিতম্বিনী।
তস্যাশ্বস্যেব বড়বা রাগিণোগ্রগতাহরৎ॥ ৮৭৪
বঞ্চয়িত্বা দৃশৌ পত্যুর্দ্দর্শিতৈঃ স্মেরয়া তয়া।
কুচকক্ষকটাক্ষৈঃ স লুপ্তধৈর্য্যো ব্যধীয়ত॥ ৮৭৫
পৃথ্বীহরো মল্লকোষ্টশ্চান্যোন্যোদ্ভূতমৎসরৌ।
ক্ষোভং ব্যধত্তাং স রকৌ রাজধান্যাঃ ক্ষণে ক্ষণে॥ ৮৭৬
স্বয়ং রাজ্ঞা সুতোদ্বাহং গৃহ্ণানৃগব্ধাপি কারিতৌ।
তাবন্যোন্যমুপেক্ষেতাং ন মন্যুং বিক্রমোন্মদৌ॥ ৮৭৭
অথ পৃথ্বীহরগৃহাৎকৃতোদ্বাহঃ স্বয়ং নৃপঃ।
জামাতামর্ষেণ সুস্পষ্টং মল্লকোষ্ঠেন তত্যজে॥ ৮৭৮

ঘোটকের নিকট হইতে ঘোটকী যেমন শস্য ভক্ষণ করিলে, ঘোটক অনুরাগ বশতঃ কিছুই বলে না, সেইরূপ বিশ্বের স্ত্রী রাজার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতেই খাদ্য দ্রব্য অপহরণ করিত, অথচ তিনি কিছুই বলিতেন না। ৮৭৪

বিশ্বের স্ত্রী স্বামীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে কুচযুগল দেখাইয়া, বাহু উত্তোলন করিয়া এবং কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া দিয়াছিল। ৮৭৫

পৃথ্বীহর ও মল্লকোষ্ট পরস্পরের ঈর্ষ্যা করিত। তাহারা রাজসভা মধ্যে এমন উচ্চরবে কলহ করিত যে, তদ্দ্বারা সভাস্থল ধ্বনিত হইত ৮৭৬

রাজা, এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য উভয়কে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া পরস্পরের পুত্র কন্যার বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিবাদের কিছুতেই সমাপ্তি হয় নাই। ৮৭৭

অনন্তর রাজা, পৃথ্বীহরের ঘর হইতে একটী কন্যাকে বিবাহ করিয়া

ক্রুদ্ধঞ্জনককাণোপি সম্বন্ধাপেক্ষয়োজ্ঝিতঃ।
বিরাগমোজানন্দাদীংস্ত্রে ব্রাহ্মণমন্ত্রিণঃ॥ ৮৭৯
তটস্থো দ্রোগ্ধৃদুর্ব্বুদ্ধিপ্রায়ভৃত্যবিধেয়ধীঃ।
বিস্রব্ধব্যবহারত্বং চ যয়ৌ নৃপঃ॥ ৮৮০
ডামরস্বামিকে লোকে প্রাভবৎকো ন বিপ্লবঃ।
ব্রাহ্মণ্যা ধর্ষণং যত্র শ্বপাকেভ্যোপি লেভিরে॥ ৮৮১
অরাজকেথবা ভূরিরাজকে মণ্ডলে তদা।
সমস্তব্যবহারাণাং স্ফুটং তুত্রোট পদ্ধতিঃ॥ ৮৮২
দীন্নারা ভৈক্ষবে রাজ্যে নিষ্প্রচারাঃ পুরাতনাঃ।
তচ্ছতেন তু নব্যানামশীতেরভবৎক্রয়ঃ॥ ৮৮৩

আনেন। ইহাতে মল্লকোষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকাশ্যে রাজার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮৭৮

একচক্ষুহীন জনকচন্দ্র, রাজার সহিত সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া ওজানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণের মনে রাজবিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্মাইয়া দিয়াছিল। ৮৭৯

রাজা সততই বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট অনুচরদিগের পরামর্শ মত কার্য্য করিতেন এবং স্বয়ং সকল কার্য্যেই উদাসীন থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত অসমঞ্জস ব্যবহার জন্য লোকের কাছে নিন্দিত হইতেন। ৮৮০

যে দেশে ডামরদিগের প্রভুত্ব এবং চণ্ডালে ব্রাহ্মণীর উপর অত্যাচার করে, সে দেশে বিপ্লবের অভাব কোথায়? ৮৮১

দেশ অরাজক অথবা বহুরাজক হইলে সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া যায়। ৮৮২

ভিক্ষুর রাজ্যকালে পুরাতন দিন্নারের প্রচলন বন্ধ হইয়াছিল।

রাজপুর্য্যধ্বনা বিম্বং সসৈন্যমথ পার্থিবঃ।
লোহরং প্রাহিণোৎকর্তুং সুস্‌সলাস্কন্দমুন্মদঃ ॥ ৮৮৪
তুরুষ্কসৈন্যমানিন্যে সোমপালেন সোন্বিতঃ।
সাহায়কায় সল্লারে বিম্বয়ে মিত্রতাং গতে ॥ ৮৮৫
সন্দর্শ্য পাশমেতেন বদ্ধা দ্রক্ষ্যামি সুস্‌সলম্‌
ইত্যেক একোশ্বারোহস্তুরুষ্কৈঃ সমকথ্যত ॥ ৮৮৬
কাশ্মীরকখশম্লেচ্ছয়োধব্যতিকরোঽভবৎ।
ন কেষাং নাম সম্ভাব্যো বিশ্বোৎপাটনপাটবঃ ॥ ৮৮৭
ভিক্ষাচরঃ প্রয়াতে তু বিম্বে বিগলিতাঙ্কুশঃ।
ন কাসামব্যবস্থানাং মূঢ়ঃ স্থানমজায়ত ॥ ৮৮৮

সুতরাং পুরাতন ১০০ শত দিন্নারের বিনিময়ে ৮০টী নূতন দিন্নার ক্রয় করিতে হইত। ৮৮৩

এই সময়ে উদ্ধত রাজা, বিম্বককে রাজপুরীর পথে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া লোহরে সুস্‌সলকে পরাজিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ৮৮৪

মল্লার এবং বিম্বয় বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, বিম্বের দলে যোগ দান করিল এবং সোমপাল তুরস্ক সৈন্যসহ তাহাদের সাহায্যার্থ আগমন করিল। ৮৮৫

প্রত্যেক তুরস্ক অশ্বারোহী এক এক গাছি রজ্জু প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল—এই রজ্জুর দ্বারা সুস্‌সলকে বাঁধিয়া আনিব। ৮৮৬

কাশ্মীরী, খশ এবং ম্লেচ্ছ বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া যখন বিশ্ব উৎপাটন করিতে পারে, তখন তাহাদের অসাধ্য কি আছে? ৮৮৭

বিম্ব প্রস্থান করিলে মূঢ় ভিক্ষাচর নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িলেন। তখন কোন্‌ অত্যাচার না অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৮৮৮

স নিমন্ত্র্য নিজং নীতো গৃহং বিম্বাবরুদ্ধয়া।
ভোগসম্ভোগদানেন ধর্ষণ্যা পর্যতোষ্যত ॥ ৮৮৯
কার্যাপেক্ষাপি তস্যাসীন্ন মন্ত্রিস্ত্রীসমাগমে।
কৌলীনভীতেরাসন্ননিপাতস্য কথৈব কা ॥ ৮৯০
আদ্যূনানুগুণং ভোজ্যং কুম্ভকাংস্যাদিবাদনম্।
তত্র প্রাকৃতকামীব ন স জিহ্রায় শীলয়ন্ ॥ ৮৯১
শনৈঃ শনৈস্ততো নষ্টাবষ্টম্ভস্য মহীপতেঃ।
কালে ভোজ্যমপি প্রাপ্যং নাসীদ্গলিতসংপদঃ।
তাদৃক্প্রলোভক্রৌর্যাদিক্রান্তো যঃ প্রাগগর্হ্যত।
স সুস্সলোথ লোকানামভিনন্দ্যক্ষমাবয়ৌ ॥ ৮৯৩

বিম্বের রক্ষিতা, রাজাকে গৃহে লইয়া যাইয়া নানা প্রকার প্রীতি-ভোজের এবং সম্ভোগের দ্বারা পরিতুষ্ট করিত। ৮৮৯

রাজা যখন উক্ত রক্ষিতার নিকটে থাকিতেন, তখন রাজকার্য্য বিস্মৃত হইতেন। যাঁহার নিপাত আসন্ন, তাহার লোকনিন্দার ভয় কোথায়? ৮৯০

সেই রক্ষিতার বাটীতে আকণ্ঠ ভোজন করিতে এবং মৃৎ ও কাংস নির্ম্মিত বাদ্য বাজাইতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন না। ৮৯১

ক্রমে মহীপতির দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত রহিল না, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল। এমন কি ক্ষুধার সময় ভোজ্যদ্রব্য মিলিত না। ৮৯২

পূর্ব্বে লোকে রাজা সুস্সলের অর্থগৃধ্নতা এবং নিষ্ঠুরতা দেখিয়া নিন্দা করিত, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষাচরের কাণ্ড দেখিয়া তাহারা সেই সুস্সলের প্রশংসা করিতে লাগিল। ৮৯৩

ধনমানাদিনাশং যা বিরক্তাস্তস্য চক্রিরে।
কাঙ্ক্ষন্তি স্ম ঘনোৎকণ্ঠাস্তা এবাগমনং প্রজাঃ॥ ৮৯৪
প্রত্যক্ষদর্শিনোঽপ্যাপি সাশ্চর্য্যা বয়মত্র যৎ।
তাং প্রজাঃ কোপিতাঃ কেন কেন ভূয়ঃ প্রসাদিতাঃ॥ ৮৯৫
ক্ষণাদ্বৈমুখ্যমায়ান্তি সাংমুখ্যং যান্তি চ ক্ষণাৎ।
ন হেতুং কঞ্চিদীক্ষন্তে পশুপ্রায়াঃ পৃথগ্‌জনাঃ॥ ৮৯৬
তে মল্লকোষ্ঠজনকাদয়ো দূতৈর্ব্বিসর্জ্জিতৈঃ।
ত্যক্তরাজ্যং পুনর্ভূপং জয়োদ্যমমজিগ্রহন্॥ ৮৯৭
অক্ষোস্থবাগ্রহারেঽথ লোকৈষ্টিকস্য লুণ্ঠিতে।
তত্রত্যা ব্রাহ্মণাঃ প্রায়ং নৃপমুদ্দিশ্য চক্রিরে॥ ৮৯৮

যে প্রজারা বিরাগভরে সুস্সলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার ধন মানাদি বিনাশ করিয়াছিল—তাহারাই সুস্সলের পুনরাগমন সাগ্রহে প্রার্থনা করিতেছিল। ৮৯৪

আমরা স্বচক্ষে সকলই দেখিয়াছি। প্রজারা যে কিসের জন্য অসন্তুষ্ট এবং কিসের জন্য প্রসন্ন হয় তাহা অবগত হওয়া আমারই পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয়। ৮৯৫

সাধারণ প্রজারা পশুতুল্য, তাহারা কারণের অপেক্ষা না করিয়াই অল্পেই প্রতিকূল এবং অল্পেই অনুকূল হইয়া থাকে। ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ৮৯৬

তখন মল্লকোষ্ঠ, জনক প্রভৃতি মন্ত্রীরা সুস্সলের নিকটে গোপনে দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইল—আপনি যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার পুনরুদ্ধারে যত্নবান হউন। ৮৯৭

টিক্কের লোকেরা অক্ষসুবা অগ্রহার দেবালয়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন

তৈশ্চান্যৈশ্চাগ্রহারৈশ্চ সংশ্রিতৈর্ব্বিজয়েশ্বরে।
রাজানবাটিকাপ্রায়ো নগরেপি ব্যবিক্ষত ॥ ৮৯৯
ওজনন্দাদিভির্ম্মুখ্যৈর্দ্বিজৈরুত্তেজিতাস্ততঃ।
গোকুলেপি ব্যধুঃ প্রায়ং ত্রিদশালয়পর্ষদঃ ॥ ৯০০
যুগ্যার্পিতৈঃ সিতচ্ছত্রবস্ত্রচামরশোভিভিঃ।
বিবুধপ্রতিমাবৃন্দৈঃ সর্ব্বতশ্ছাদিতাঙ্গনঃ ॥ ৯০১
কাহলাকাংস্যতালাদিবাদ্যক্ষোভিতদিঙ্মুখঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বো দদৃশে পারিষত্ত্বসমাগমঃ ॥ ৯০২

করিলে, তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ রাজার উপর বিরক্ত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। ৮৯৮

অন্যান্য দেবালয়ের অধিকারী ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া বিজয়েশ্বরে সমাগত হইয়াছিল এবং ঐ প্রায়োপবেশন শ্রীনগরে রাজানুবাটীকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৮৯৯

ওজানন্দাদি ব্রাহ্মণ নেতাদিগের উত্তেজনায় দেবালয়ের সেবাইত পুরোহিত গোষ্ঠী ব্রাহ্মণেরাও গোকুল নামক স্থানে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল। ৯০০

গোকুল নামক দেবমন্দিরের সংলগ্ন ভূভাগে প্রায়োপবেশন জন্য বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমবেত হওয়ায়, সে স্থানটীর শোভা অতি মনোহর হইয়াছিল। দোলার উপরে স্থাপিত, বিচিত্র বসন মণ্ডিত, শ্বেত ছত্র শোভিত ও সুচারু চামর ব্যজনিত শত শত দেবমূর্ত্তি গুলিরও অনুপম শোভা হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে এমন শোভা আর কখন নয়নগোচর হয় নাই। তথায় কাড়া, কাংস্য ও করতাল প্রতিনিয়ত বাদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতেছিল। ৯০১।৯০২

তে সান্ত্ব্যমানা ভূভর্তুর্দূতৈরুৎসেকবাদিনঃ।
ন বিনা লাম্বকূর্চং নো গতিরিত্যব্রুবন্বচঃ ॥ ৯০৩
তে হেলয়া লম্বকূর্চাখ্যয়া সুস্সলভূপতিম্।
তং নির্দ্দিশন্তোমন্যন্ত ক্রীড়াপুত্রকসংনিভম্ ॥ ৯০৪
প্রায়ং প্রেক্ষিতুমায়াতৈঃ পৌরৈঃ সহ দিনে দিনে।
অমন্ত্রয়ত কাং কাং ন ব্যবস্থাং পর্ষদাং গণঃ ॥ ৯০৫
নৃপাপাতভয়াৎক্ষোভং মুহুর্মুহুরুপাগতৈঃ।
পারিষদ্যৈশ্চ পৌরৈশ্চ যোদ্ধ্যমাস্থীয়তোদ্ধতম্ ॥ ৯০৬

রাজা তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেও অসংযতবাক্ ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিল—সেই দীর্ঘশ্মশ্রু (সুস্সল) ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই। ৯০৩

রাজা সুস্সলকে "লাম্বকূর্চ" বলিয়া উল্লেখ করিবার সময়ে হয়ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ক্রীড়নক স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। নতুবা রাজার "অপনাম" করিবেন কেন? এই প্রায়োপবেশনকারী ব্রাহ্মণগণকে দেখিবার জন্য শ্রীনগরবাসীরা দলে দলে গোকুলে সমবেত হইয়াছিল আর পুরোহিতেরাও তাহাদিগের সহিত কোন পরামর্শই বা না করিয়াছিল? সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাচরের সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও তাহাদের মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল। অবশেষে নগরবাসীরা এবং পুরোহিতেরা একত্র মিলিত হইয়া উদ্ধত-ভাবে বলিল—যদি একান্তই রাজা আসেন, তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ করিব। ৯০৪—৯০৬

বশ্যং জনকসিংহস্য নগরং তন্মতেন তৎ।
সজ্জং সুস্সলদেবস্য কৃৎস্নমানয়নেঽভবৎ॥ ৯০৭
প্রায়াদ্বারয়িতুং পূর্ব্বমগ্রহারদ্বিজান্নৃপঃ।
প্রযযৌ বিজয়ক্ষেত্রং তত্রাসীচ্চ হতোদ্যমঃ॥ ৯০৮
তন্মধ্যে নিখিলাংস্তত্র ডামরাংস্তিলকোব্রবীৎ।
ব্যাপাদয়েতি তৎ তচ্চ সদ্বৈকাগ্র্যো ন সোগ্রহীৎ॥ ৯০৯
রাজ্ঞ এব মুখাদ্বুদ্ধা লবন্যাস্তদ্বিশশ্বসুঃ।
তস্মিন্পৃথ্বীহরমুখাস্তত্রসুস্তিলকাৎপুনঃ॥ ৯১০
ভাগিনেয়ং প্রয়াগস্য ক্ষত্তারং লক্ষকাভিধম্।
বন্ধুমৈচ্ছন্নৃপোসিগ্ধং প্রযযৌ স তু সুস্সলম্॥ ৯১১

শ্রীনগরের অধিবাসীরা জনকসিংহের বশীভূত ছিল। সেইজন্য যখন জনক সিংহ রাজা সুস্সলকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন সকলেই সমর্থন করিয়া সুসজ্জ হইল। কারণ ভিক্ষাচর, ব্রাহ্মণগণের প্রায়োপবেশন নিবারণ জন্য বিজয়ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় বিফল মনোরথ হন। তথায় তিলক সিংহ ভিক্ষুকে বলিলেন— আপনি ডামরদিগকে বধ করুন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা শান্ত হইবেন। রাজা ভিক্ষু কিন্তু সে পরামর্শ সমীচীন মনে করিলেন না। ৯০৭—৯০৯

পৃথ্বীহর প্রভৃতি ডামর-প্রধানেরা রাজমুখ হইতে এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিলেন বটে, কিন্তু তিলকের ভয়ে ভীত হইলেন। ৯১০

ভিক্ষাচর, প্রয়াগের ভাগিনেয় লক্ষক ক্ষত্তার উপরে কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে চাহেন। লক্ষক প্রাণভয়ে সুস্সলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ৯১১

ততঃ প্রবিশ্য নগরং সান্নিপাত্যাখিলং জনম্।
অকারণবিরক্তানাং পৌরাণাং প্রদদৌ সভাম্॥ ৯১২
যুক্তমপ্যুক্তবাংস্তত্র হতোক্তিঃ শঠবুদ্ধিভিঃ।
পৌরৈঃ স চক্রে নাস্ত্যেব ভেষজং বিপ্লবস্পৃশাম্॥ ৯১৩
অত্রান্তরে সোমপালবিম্বাদ্যা লহরে স্থিতাঃ।
যোদ্ধুং সুস্সলভূপং তে সর্ব্বে পর্ণোৎসমায়যুঃ॥ ৯১৪
তং চ পদ্মরথো নাম রাজা কালিঞ্জরেশ্বরঃ।
মৈত্রীং সংস্মৃত্য কল্লাদ্যৈরায়যৌ তৎকুলোদ্ভবঃ॥ ৯১৫
সোথ শুক্লত্রয়োদশ্যাং বৈশাখে বলিভিঃ সমম্।
তৈর্ম্মানী সুস্সলো রাজা সংগ্রামং প্রত্যপদ্যত॥ ৯১৬

অনন্তর ভিক্ষাচর শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অকারণ-বিরক্ত প্রজামণ্ডলীকে লইয়া একটী সভা করেন। সভাস্থলে তিনি সুযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিলেও, তাহা কাহারও প্রীতিপদ হয় নাই বিদ্রোহ-বিষ যাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের নিরাময়ের কোন ঔষধই নাই। ৯১২।৯১৩

অন্যত্র সুস্সলের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত বিম্ব ও সোমপালাদি বীরগণ লহর হইতে পর্ণোৎসে উপস্থিত হইল। এই সময়ে কলিঞ্জর রাজ, সুস্সলের পূর্ব্ব মৈত্রতা স্মরণ করিয়া জ্ঞাতি কল্লাদিকে সঙ্গে লইয়া তাহার পক্ষে যোগদান করিলেন। ৯১৪।৯১৫

অনন্তর রাজা সুস্সলও বৈশাখ মাসে শুক্ল ত্রয়োদশীতে উক্ত বলদৃপ্ত বীরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পর্ণোৎস ক্ষেত্র সমীপে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজা সুস্সল এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই নিজ

প্রেক্ষকৈর্বর্ণ্যতেঽন্যাপি স পর্ণোৎসান্তিকে রণঃ।
তস্যাদ্ভুতোঽবমানাগ্নিক্ষালনপ্রথমক্ষণঃ॥ ৯১৭
কৃতোঽপ্যেত্য নিজস্ফারস্ততঃ প্রভৃতি ভূপতিম্।
তমশূন্যং পুনশ্চক্রে মৃগেন্দ্র ইব কাননম্॥ ৯১৮
ভগ্নস্খলিতপাশানাং কালপাশৈঃ সমাগমম্।
স চকার তুরুষ্কাণাং ক্ষণাৎপুষ্কলবিক্রমঃ॥ ৯১৯
মাতুলং সোমপালস্য নিন্যে কবলতাং বলী।
রণে তৎকোপবেতালো বিতোলাসরিতস্তটে॥ ৯২০
কিমন্যদন্যসৈন্যঃ স বহূনপি স তান্ব্যধাৎ।
হতবিক্রুতবিধ্বস্তয়থাত্মপরিপন্থিনঃ॥ ৯২১

কলঙ্ক জ্বালা মোচনের প্রথম অবসর পাইয়াছিলেন। যেমন বনমধ্যে সিংহ প্রবেশ করিলে সেই বন, তাহার বিক্রম দ্বারা পরিপূরিত হয়, সেইরূপ এই যুদ্ধে সুসসল স্বাভাবিক পূর্ব্ব শৌর্য্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ৯১৬–৯১৮

যুদ্ধারম্ভের অল্পক্ষণ পরেই রাজা সুসসলের বিপুল বিক্রমে তুরস্ক দেশীয় সৈন্যদলের হস্ত হইতে পূর্ব্বসংগৃহীত রজ্জুগুলি খসিয়া পড়িল এবং তাহারাও চিরতরে কালপাশে বদ্ধ হইল। ৯১৯

বিতোলা নদীর তটে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সোমপালের মাতুল, রাজার ক্রোধরূপ-বেতালের কবলগত হইয়া নিহত হইয়াছিল। ৯২০

আত্মা যেমন একক হইয়াও শুদ্ধ বিবেক বলে সংখ্যাধিক্য স্বত্বেও ষড়রিপুর দমন করিয়া থাকে, তেমনি রাজা সুসসলের সৈন্য সংখ্যা শত্রুদলের অপেক্ষা অল্প হইলেও, তিনি নিজ বিক্রমে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। ৯২১

কাশ্মীরকাণামৌচিত্যং কিং নাভূৎস্বামিনো দ্রুহঃ।
একস্য যে রণং নষ্টাঃ কুকীর্ত্তিমপরস্য চ ॥ ৯২২
তুরুষ্কৈঃ সহ যাতেথ সোমপালে গতত্রপাঃ।
বিম্বং কাশ্মীরকাস্ত্যক্ত্বা রাজান্তিকমশিশ্রিয়ন্ ॥ ৯২৩
হ্যো ধনূংষি শিরাংস্যদ্য নময়ন্তোদ্ভুতাশয়াঃ।
কুলপ্রভোঃ পুরঃ স্পষ্টং ন তে ধৃষ্টা ললজ্জিরে ॥ ৯২৪
আগচ্ছিত্তিস্ততঃ পৌরৈর্ডামরৈশ্চ সমং নৃপঃ।
প্রাতস্তে দিবসৈস্ত্রিভিঃ কশ্মীরাভিমুখঃ পুনঃ ॥ ৮২৫

এই যুদ্ধে কাশ্মীরিদিগের কি কীর্ত্তিই না ঘোষিত হইয়াছিল। কারণ তাহার পূর্ব্বতন রাজা সুস্‌সলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া একপক্ষে যেমন কলঙ্কভাজন হইল, অপরপক্ষে পরাজিত হইয়াও নবরাজা ভিক্ষাচরের অপযশই ঘোষণা করিল। ৯২২

তুরস্ক সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়নকালে সোমপাল তাহাদের সহগমন করিয়াছিল। এক্ষণে কাশ্মিরী সৈন্যেরা বিম্বকে ত্যাগ করিয়া রাজা সুস্‌সলের পক্ষে যোগদান করিল। ব্যবহার দেখিয়া ইহাদের নির্লজ্জ বলিয়া মনে হইয়াছিল। কারণ কল্য যাহারা কার্ম্মুক অবনত করিয়া শর বর্ষণ করিয়াছিল, অদ্য আবার তাহারাই মস্তক অবনত করিয়া রাজ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ৯২৩।৯২৪

শ্রীনগরের অধিবাসিবর্গ ও ডামরেরা রাজার সহিত যোগ দিবার তিন দিন পরেই রাজা পুনরায় শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৯২৫

রাজপুত্রঃ সাহদেবিঃ কহ্লণো বিশতঃ প্রভোঃ।
ডামরানৃক্রমরাজ্যস্থান্সংগৃহ্নাগ্রেসরোভবৎ ॥ ৯২৬
য এব প্রথমং রাজসৈন্যাদ্ভিক্ষুমশিশ্রিয়ৎ।
স এব বিম্বো রাজানং তমুৎস্বজ্য সমাযযৌ ॥ ৯২৭
অন্যে জনকসিংহস্য সংমতা মন্ত্রিতন্ত্রিণঃ।
প্রত্যুদ্যান্তো বলোক্যন্ত নৃপতিং নিরপত্রপাঃ ॥ ৯২৮
কাণ্ডিলেত্রাভিধগ্রামজন্মা শস্ত্রী সুলক্ষণঃ।
ভাঙ্গিলে কশ্চিদভবচ্ছুন্যে ক্রান্তোপবেশনঃ ॥ ৯২৯
ভিক্ষুর্ব্বিতীর্ণমার্গং তং সুস্সলান্তিকগামিনঃ।
লোকস্যাত্রান্তরে জেতুং সহ পৃথ্বীহরো যযৌ ॥ ৯৩০

সহদেব তনয় রাজপুত্র কহ্লন, ক্রমরাজ্যস্থিত ডামরদিগকে সংগ্রহ করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইল। ৯২৬

যে বিম্ব প্রথমে রাজা সুস্সলের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই বিম্বই ভিক্ষুকে পরিত্যাগ করিয়া সুস্সলের পক্ষে যোগদান করিল। অন্যান্য নির্লজ্জ মন্ত্রী এবং তন্ত্রিসেনানীগণকে জনক সিংহের অভিমতানুসারে সুস্সলের প্রত্যুদ্গমন করিতে সমবেত হইতে দেখা গেল। ৯২৭ ৯২৮

কাণ্ডিলেত্র গ্রামজাত কোন সুলক্ষণাক্রান্ত বীরপুরুষ ভাঙ্গিল প্রদেশটী রাজ শূন্য দেখিয়া অধিকার করিয়াছিল। সুস্সলের সৈন্যদলকে ঐ ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে স্বরাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে দিয়াছিল। এই অপরাধে ভিক্ষু, তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য পৃথ্বীহরের সহিত তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ৯২৯।৯৩০

জিতবাংস্তং ববন্ধেচ্ছাং নিহন্তুং সুস্সলোন্মুখম্।
ক্রোধাজ্জনকসিংহং চ বার্ত্তাং তাং সংবিবেদ সঃ ॥ ৯৩১
নগরস্থেন তেনাথ পৌরাশ্বারোহতন্ত্রিণঃ।
সংঘটয্যাখিলান্ ভিক্ষোঃ প্রাতিপক্ষ্যমগৃহ্যত ॥ ৯৩২
জানংস্তেনাবৃতং রাজ্যং ততো ভিক্ষাচরো নৃপঃ।
পৃথ্বীহরেণানুগতো নগরং সহসাবিশৎ ॥ ৯৩৩
সেতৌ সদাশিবাগ্রস্থে তৎসৈন্যৈঃ সহ সংগরম্।
দৃপ্যজ্জনকসিংহোথ সান্ত্ব্যমানোপি সোগ্রহীৎ ॥ ৯৩৪
দৃষ্টং জনকসিংহস্য যোধানাং বল্লতাং মদাৎ।
অবিশঙ্ক্য পরাভূতিং মুহূর্ত্তং সুভটায়িতম্ ॥ ৯৩৫

ভিক্ষু তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সুস্সলের আশ্রয়প্রার্থী জনক-সিংহকেও কারারুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জনক সিংহ সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুরোবাসী, অশ্বারোহী ও তন্ত্রী সৈন্যকে একত্র করিয়া ভিক্ষাচরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েন। ৯৩১।৯৩২

তখন ভিক্ষাচর মনে করিলেন জনকসিংহ রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, হয়ত সিংহাসন অধিকার করিতে পারে। এই মনে করিয়া পৃথ্বীহরের অগ্রে সহসা নগর প্রবেশ করিলেন এবং জনকচন্দ্রকে সান্ত্বনাবাদ প্রদান করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধৃষ্ট জনক সিংহ তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং সদাশিবের সম্মুখস্থিত সেতুর উপরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জনক সিংহের সৈন্যগণ কোনরূপে পরাজয়ের আশঙ্কা না করিয়া ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়াছিল। এমন সময়ে পৃথ্বীহর স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র অলকের সহিত অপর একটী সেতু সাহায্যে নদীপার হইয়া জনক সিংহের

অলকেন সমং পৃথ্বীহরস্তদ্ভ্রাতৃসূনুনা।
অল্পেন সেতুনা তীর্ত্বা তস্য সৈন্যমনাশয়ৎ॥ ৯৩৬
তন্ত্র্যশ্বারোহপৌরেষু বিক্রতেষু সবান্ধবঃ।
নক্তং জনকসিংহোথ পলায্য লহরং যযৌ॥ ৯৩৭
ভিক্ষুপৃথ্বীহরৌ প্রাতস্তৎপৃষ্ঠগ্রহণোদ্যতৌ।
তৎপশ্চাত্তেশ্ববারাস্তাঃ পৃষ্ঠা ভূয়োপ্যাশিশ্রিয়ন্॥ ৯৩৮
ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্রং স্বকক্ষান্তর্ব্বিবুধপ্রতিমা ভয়াৎ।
তে পারিষদ্যবিপ্রাস্তাঃ প্রায়মুৎসৃজ্য বিক্রতাঃ॥ ৯৩৯
শূন্যাদি স্মরযুগ্যানি রক্ষন্তঃ কেপি ভিক্ষুপঃ।
প্রায়ান্নিবৃত্তা বয়মিত্যুক্তবন্তো ন বাধিতাঃ॥ ৯৪০

সৈন্য বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। যখন জনক সিংহ দেখিলেন তন্ত্রীসৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য ও পুরোবাসীরা পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনিও রজনী যোগে সবান্ধবে লহর রাজ্যে পলায়ন করিলেন। যখন ভিক্ষু এবং পৃথ্বীহর জনক সিংহের পশ্চাৎ ধাবন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন জনকসিংহের পক্ষীয় অশ্বারোহীরা পুনরায় রাজপক্ষে যোগ দিয়া ভিক্ষাচরের অনুগমন করিল। ৯৩৩—৯৩৮

তখন পুরোহিত গোষ্ঠী ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়া প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করিয়া দেবমূর্ত্তিগুলিকে তাড়াতাড়ি স্ব স্ব কুক্ষিগত করিয়া পলায়ন করিল। ৯৩৯

তন্মধ্যে কতিপয় পুরোহিত শূন্য দোলার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ভিক্ষুকে বলিয়াছিল—"মহারাজ আমরা প্রায়োপবেশন করি নাই" এই কথা শুনিয়া ভিক্ষু তাহাদের অব্যাহতি দিয়াছিলেন। ৯৪০

হ্যো জানকে তৈক্ষবেহস্থ বল্গত্তুরঙ্গমান্।
দৃষ্টবন্তো বয়ং সৈন্যে সাদিনোঽত্রাপি সাদ্ভুতাঃ॥ ৯৪১
ভিক্ষুরাজপ্রদীপেন দ্যোতিতঃ ক্ষণভঙ্গিনা।
পিতৃব্যেনাধিকারেণ শ্যালস্তিলকসিংহজঃ॥ ৯৪২
গতে জনকসিংহেহথ প্রতিপক্ষানুসারিণাম্।
বিধাতুং বেশ্মভঙ্গাদি লব্ধং ভিক্ষুমহীভুজা॥ ৯৪৩
অত্রান্তরে হুষ্কপুরে নীতেষু তিলকাদিষু।
ভঙ্গং সুল্‌হণসিম্বাদ্যৈঃ সমেতানন্তসৈনিকৈঃ॥ ৯৪৪
অগ্রাগ্রাতৈর্মল্লকোষ্টজনকাদ্যৈঃ সসৈনিকৈঃ।
অপরৈরপি সামন্তৈর্বলবাহুল্যশালিভিঃ॥ ৯৪৫

গতকল্য যে সকল অশ্বারোহী জনকসিংহের পক্ষে থাকিয়া লম্ফ ঝম্প করিয়াছিল, অদ্য তাহারাই জনক সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। ৯৪১

ভিক্ষুর শ্যালক তিলক সিংহের পুত্র, রাজা ভিক্ষুর আদেশে পিতৃব্য পরিত্যক্ত দ্বারাধিকারের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু উভয়ের জ্যোতিই অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। জনক সিংহের পলায়নের পর ভিক্ষুর আদেশে অন্যান্য শত্রুদলভুক্ত অমাত্যগণের বাসভূমি চূর্ণ করা হইয়াছিল। ৯৪২।৯৪৩

ইত্যবসরে সুহ্লণ, শিম্ব প্রভৃতি বীরগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে হুষ্কপুরে সমবেত হইয়া তিলকাদি বীরগণকে পরাস্ত করিলে, রাজা সুস্সল মল্লকোষ্ট জনক প্রভৃতি সেনানীগণকে এবং অপরাপর সামন্তরাজগণকে বহুসৈন্যসহ অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং দুই তিন দিনের মধ্যে স্বয়ং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঐ প্রদেশ

অন্বীয়মানো নিবসৈন্দিবৈরাক্রান্তমণ্ডলঃ।
বিশল্লহরমার্গেণ বিপক্ষালক্ষিতোপতৎ॥ ৯৪৬
নগরাপণবীথ্যন্তর্হয়ারোহমুখান্ পুরঃ।
দ্রোহয়োধানুপায়াতাংস্তদৈবোজ্ঝিতসাধ্বসঃ॥ ৯৪৭
বেষ্টিতালম্বকূর্চেন বক্ত্রেণ ভ্রুকুটীভৃতা।
কোপকম্পিতভারেণ ফুল্লনাসাপুটস্পৃশা॥ ৯৪৮
কাংশ্চিৎসংতর্জ্জয়ন্নিন্দন্নন্যান্মগ্নাংস্তথাপরান্।
তীব্রাতপশ্যামবপুস্তাম্যৎকাল ইবোল্বণঃ॥ ৯৪৯
আশীর্ঘোষকৃতাং পুষ্পবর্ষিণাং পুরবাসিনাম্।
পূর্ব্বাপকারিণাং শ্রেণীষবজ্ঞান্যস্তলোচনঃ॥ ৯৫০

আক্রমণ করিয়া, লহর গিরিবর্ত্ম দিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহার অতর্কিত আক্রমণ পূর্ব্বাহ্ণে জানিতে পারে নাই। ৯৪৪—৯৪৬

কতিপয় অশ্বরোহী ও পদাতি সৈনিক শ্রীনগরের বিপণী শ্রেণীর মধ্যপথে আসিতেছিল; মহাবীর সুস্সল তাহাদিগকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়াই বিপক্ষ পক্ষীয় জানিতে পারিয়া নির্ভয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। দীর্ঘশ্মশ্রুব্যাপ্ত ভ্রুকুটী-কুটিল মুখ ক্রোধে আরক্ত হইল, তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাহাকেও ভৎর্সনা, এবং কাহাকেও তাড়না করিলেন, কাহাকেও পরাজিত ও পলায়নপর দেখিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। তদীয় দীর্ঘদেহ তীব্র আতপ তাপে শ্যামবর্ণ দেখাইতেছিল, তৎকালে তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সাক্ষাৎ কালান্তক রুদ্র মনে হইতেছিল। যে পুরবাসীরা ইত্যগ্রে তাঁহার প্রভূত অপকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে রাজপথের উভয় পার্শ্বে

স্কন্ধমাত্রোপরিন্যস্তং কবচং হেলয়া দধৎ।
কেশানস্তশিরস্ত্রাণনিঃসৃতান্ধূলিধূসরান্॥ ৯৫১
পক্ষ্মমালাং চ বিভ্রাণঃ সকোশাসিস্তুরগিণাম্।
আকৃষ্টখড়্গানালানামন্তর্বল্গত্তুরঙ্গমঃ॥ ৯৫২
সসিংহনাদৈরুদ্দামৈর্ভেরীভাংকারনির্ভরৈঃ।
বলৈর্ভরিতদিক্কোশঃ সুস্সলঃ প্রাবিশৎপুরম্॥ ৯৫৩
ষড়্ভিঃ সদ্বাদশদিনৈর্মাসৈর্জ্যৈষ্ঠে সিতেঽহনি।
স সপ্তনবতাব্দস্য তৃতীয়ে পুনরাযয়ৌ॥ ৯৫৪
রাজধানীমপ্রবিষ্টো ভিক্ষুং পূর্বপলায়িতম্।
অন্বিষ্যন্ক্ষিপ্তিকাতীরে সলবন্যো ব্যলোকয়ৎ॥ ৯৫৫

শ্রেণী উচ্চৈঃস্বরে আশীর্বচন উচ্চারণ ও তদুপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল, তিনি তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিলেন। তাঁহার স্কন্ধদেশের উপরি শ্লথভাবে কবচ ন্যস্ত ছিল; মস্তকে শিরস্ত্রাণ থাকিলেও তৎপার্শ্ব দিয়া ধূলি ধূসরিত কেশ-কলাপ দেখা যাইতেছিল; নয়নের পক্ষ্মমালা ও ধূলি-মলিন হইয়াছিল কিন্তু উন্মুক্ত কৃপাণধারী শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহিগণের মধ্যস্থিত দৃপ্ত তুরঙ্গ পৃষ্ঠে সমাসীন সুস্সল রাজ, সৈনিকের উদ্দাম সিংহনাদ ও তুরী, ভেরী, ঢক্কার ভৈরব রবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া (লৌকিকাব্দ ৪১৯৭ সাতানব্বুই অব্দে দুইমাস বার দিনের পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় পুনর্ব্বার শ্রীনগরে সমাগত হইলেন। ৯৪৭—৯৫৪

সুস্সলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভিক্ষু পলায়ন করিলে, তিনি, পৃথ্বীহরের জ্ঞাতি, সিংহকে ক্ষতবিক্ষতাবস্থায় বন্দী করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করেন। রাজা সুস্সল রাজভবনে প্রবেশ না

সরিৎপারং রিপৌ প্রাপ্তে স সপৃথ্বীহরো গতঃ।
মার্গে লবন্যৈর্মিলিতৈরন্যৈঃ সাকং ন্যবর্ত্তত॥ ৯৫৬
তং বিদ্রাব্য রণে রাজা বদ্ধা প্রহৃতিবিক্ষতম্।
সিংহং পৃথ্বীহরজ্ঞাতিং রাজধানীমথাবিশৎ॥ ৯৫৭
উপভোগৈঃ সপত্নস্য তৎকালনিঃসৃতস্য সা।
অঙ্কিতা মানিনস্তস্য বেশ্মেবোদ্বেগদাভবৎ॥ ৯৫৮
ভিক্ষুঃ সংত্যজ্য কশ্মীরান্সহ পৃথ্বীহরাদিভিঃ।
গ্রামং পুষ্পাণনাডাখ্যং সোমপালাশ্রয়ং যযৌ॥ ৯৫৯
প্রস্থিতে ডামরান্সর্ব্বান্রাজা স্বীকৃত্য তু ব্যধাৎ।
খের্যাং বট্টাত্মজং মল্লং হর্ষামত্রং চ কম্পনে॥ ৯৬০

করিয়া পূর্ব্ব-পলায়িত ভিক্ষুর সন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন—ভিক্ষু ক্ষিপ্তিকা নদীতীরে লবন্যদিগের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। শত্রুগণ নদী পার হইয়াছে দেখিয়া পৃথ্বীহর ও ভিক্ষু পলায়ন করেন। পরে পথিমধ্যে অন্যান্য লবন্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৯৫৫—৯৫৭

অচির-পলায়িতশত্রুপরিত্যক্তা রাজধানী, অভিমানী সুস্সলের প্রীতিপ্রদা হয় নাই। ৯৫৮

ভিক্ষু, পৃথ্বীহর প্রভৃতির সহিত কাশ্মীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পাণনাড়া গ্রামে সোমপালের রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। ৯৫৯

তদনন্তর রাজা সুস্সল সমস্ত ডামরকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন এবং বট্টপুত্র মল্লকে খেরির অধিকার এবং হর্ষমিত্রকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন। ৯৬০

পূর্ব্বাপকারং স্মরতো দেশকালানপেক্ষিণঃ।
পূর্ব্ববিদ্বেষিণস্তস্য ন কৃপাং প্রতিপেদিরে॥ ৯৬১
ভিক্ষুসংপর্কজং গন্ধমপি সোঢুমশক্নুবন্।
ভৃত্যেভ্যঃ খণ্ডশঃ কৃত্বা হেমাৎসিংহাসনং দদৌ॥ ৯৬২
অনয়োপার্জ্জিতাং ত্যক্তুমনীশা ডামরাঃ শ্রিয়ম্।
সমন্যোশ্চ নৃপাদ্ভীতা নাত্যজন্বিপ্লবোদ্যমম্॥ ৯৬৩
ভিক্ষুস্তু রাজ্যবিভ্রষ্টঃ সুহৃদো বিষয়ে বসন্।
উৎসাহং সোমপালস্য দানমানৈঃ পুনর্দধৌ॥ ৯৬৪
বিম্বঃ সাহায়কপ্রার্থী বিস্ময়স্যান্তিকং গতঃ।
তস্মিন্নিরোধিভির্বদ্ধে রণে ধীরস্তনুং জহৌ॥ ৯৬৫

তিনি পূর্ব্বকৃত অপকার স্মরণ করিয়া দেশকালের অপেক্ষা না করিয়াই পূর্ব্ব বিদ্বেষ্টাগণের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন নাই। ৯৬১

ভিক্ষুর গন্ধও তাঁহার সহ্য হইত না। রাজসিংহাসন ভিক্ষুর দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সেখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ভৃত্যবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ৯৬২

ডামরেরা অসদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থ ত্যাগে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, অথচ রাজার ক্রোধের বিষয়ও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না। এই জন্য তাহার হৃদয়ে একটা দ্রোহভাব পোষণ করিতে লাগিল। ৯৬৩

কিন্তু ভিক্ষু রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সোমপালের আশ্রয়ে বাস করিয়া তৎ প্রদত্ত ধনমানে পুনরায় বলসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। ৯৬৪

বিম্ব সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিস্ময়ের নিকটে গমন করেন। কিন্তু শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিস্ময় বন্দীকৃত হন এবং বীরবর বিম্ব যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। ৯৬৫

ভিক্ষাচরো বিম্বশূন্যো ভজন্দুর্নয়পাত্রতাম্।
অনৈষীদবরুদ্ধাত্বং তৎপ্রিয়াং তাং গতত্রপঃ॥ ৯৬৬
নিপত্য স্বল্পসৈন্যোপি ততঃ শূরপুরে বলী।
জিত্বা পৃথ্বীহরো বট্টাত্মজং ব্যদ্রাবয়দ্রণাৎ॥ ৯৬৭
তস্মিন্ পলায়িতে ভিক্ষুং পুনরানীয় সোবিশৎ।
ভুবং মড়বরাজ্যানাং দস্যূনাং স্বচিকীর্ষয়া॥ ৯৬৮
তত্রত্যৈর্ম্মল্লজয়্যাদৈর্ডামরৈঃ স্বীকৃতৈঃ সমম্।
জগাম বিজয়ক্ষেত্রং বিজেতুং কম্পনাপতিম্॥ ৯৬৯
জিতস্তেনাহবে হর্ষমিত্রো নিহতসৈনিকঃ।
বিজয়েশ্বরমুৎসৃজ্য ভীতোবন্তিপুরে যযৌ॥ ৯৭০

ভিক্ষাচর বিম্বের অবর্ত্তমানে দুর্নীতিপরায়ণ হন, এমন কি বিম্ব প্রিয়াকে স্বীয় অবরোধবাসিনী করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। ৯৬৬

তদনন্তর পরাকান্ত পৃথ্বীহর স্বল্পমাত্র সৈন্য সহায়েই শূরপুরে পতিত হইয়া বট্টাত্মজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বট্টাত্মজ পলায়নে বাধ্য হইয়াছিল। ৯৬৭

মল্ল পলায়ন করিলে পৃথ্বীহর পুনরায় ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া দস্যুদিগকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৯৬৮

তত্রত্য মল্ল, যজ্জাদি ডামরদিগকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া প্রধান সেনাপতি হর্ষমিত্রকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে বিজয় ক্ষেত্রে গমন করিলেন। যুদ্ধে বহু সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় হর্ষমিত্র পরাস্ত হন, এবং ভীতিপ্রযুক্ত বিজয়েশ্বর হইতে অবন্তীপুরে পলায়ন করেন। ৯৬৯।৯৭০

বিজয়ক্ষেত্রজাস্তত্তৎপুরগ্রামোদ্ভবা অপি।
জনা ভয়েন প্রাবিক্ষন্নথ চক্রধরান্তিকম্॥ ৯৭১
যোবিচ্ছিশুপশুস্ত্রীহিধনোপেতৈরপূর্যত।
স্থানং তত্তৈশ্চ রাজ্ঞশ্চ যোধৈঃ সাশ্বধবাজিভিঃ॥ ৯৭২
অবারূঢ়ৈরথ স্পষ্টৈঃ লোকেঽল্লুণ্ঠনলালসৈঃ।
তেভৈক্ষবৈরবেষ্ট্যন্ত কটকৈর্ব্যাপ্তদিক্তটৈঃ॥ ৯৭৩
তান্দারুময়রপ্রোষদ্বারংগুপ্তে সুরৌকসঃ।
অঙ্গনে স্থিতো হন্তুং বদ্ধুং বা নাশকন্দ্বিষঃ॥ ৯৭৪
তদন্তরস্থিতং দগ্ধুং কর্পূরাখ্যং স্ববৈরিণম্।
কশ্চিৎকতিস্থলীগ্রামজন্মা নির্গুটডামরঃ॥ ৯৭৫

বিজয়ক্ষেত্র ও তন্নিকটবর্ত্তী নগর এবং জনপদবাসীরা ভয়ে চক্রধরে (বিষ্ণুমন্দিরে) পলায়ন করিল এবং স্ত্রী, শিশু, পশু, ধন, এবং শস্যরাশি দ্বারা প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল. সঙ্গে সঙ্গে রাজ সৈন্যেরাও অশ্ব এবং অস্ত্রের দ্বারা কতকাংশ পূর্ণ করিল। ৯৭১।৯৭২

লুণ্ঠন-প্রয়াসী ভিক্ষুচরের সৈন্যগণ সকল দিক ব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উক্ত স্থানটী বেষ্টন করিয়া ফেলিল ৯৭৩

উক্ত দেবালয়ের প্রবেশ পথ কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় এবং অধিবাসীরা মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত হওয়ায় অবরোধকারী সৈন্যদল তাহাদের নিহত করিতে পারে নাই। ৯৭৪

কতিস্থলি গ্রামজাত জনকরাজ নামক কোন পাপিষ্ট নির্গুট ডামরের, কর্পূর নামক একজন বিশিষ্ট শত্রু, উক্ত দেবালয় মধ্যে আশ্রয়

পাপো জনকরাজাখ্যস্তত্রাগ্নিমুদদীদিপৎ।
মৃঢ়স্তাদৃগপর্যন্তজন্তুসংহারনির্ঘৃণঃ॥ ৯৭৬

তমাপতন্তং জ্বলিতং জ্বলনং বীক্ষ্য সর্ব্বতঃ।
ভূতগ্রামস্য সুমহান্‌হাহাকারঃ সমুত্থয়ৌ॥ ৯৭৭

বিশৎকৃতান্তবাহাশ্বিভিয়েব ছিন্নবন্ধনৈঃ।
অশ্বৈরসূচীসঞ্চারা ভ্রমদ্ভির্জ্জঘ্নিরে জনাঃ॥ ৯৭৮

প্রাচ্ছাদ্যত বর্দ্ধজ্বালাকরালৈর্ধূমরাশিভিঃ।
ব্যোম পিঙ্গকচশ্মশ্রুজালৈর্নক্তংচরৈরিব॥ ৯৭৯

নির্ধূমস্য বিসারিণ্যো জ্বালা হব্যভূজো দধুঃ।
সংতাপদ্রুতহেমাভ্রস্নুবর্ণলহরীভ্রমম্॥ ৯৮০

লইয়াছিল। ঐ দুষ্ট তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্য দেবালয়টিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। পাপাত্মা-একজনের জন্য যে শত শত ব্যক্তির প্রাণ নাশ হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করে নাই। ৯৭৫।৯৭৬

চারিদিক হইতে প্রচণ্ড অগ্নিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই বিপুল জনসংঘের মধ্যে একটা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বগুলি শমন-বাহন মহিষের ন্যায় অগ্নি দর্শনে ভীত হইয়া বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করতঃ সেই ঘন সন্নিবিষ্ট মানবরাজিকে পদতলে দলিত করিয়াছিল। ক্রমে অগ্নি-সমুত্থিত ধূমরাশি আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছিল বোধ হইতেছিল যেন কোন অতিকায় পিঙ্গলবর্ণ কেশ ও শ্মশ্রুধারী রাক্ষস চতুর্দ্দিকে দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে। পরে নির্ধূম অগ্নির শিখা চারিদিকে বিস্তৃত হইলে, মনে হইল যেন হেম মেঘগুলি অগ্নির উত্তাপে গলিত হইয়াই হেম-বৃষ্টি করিতেছে।৯৭৭-৮০

সন্তাপবিক্রুতব্যোমচারিমৌলিপরিচ্যুতাঃ।
রক্তোষ্ণীষা ইব ভ্রেমুর্জ্বালাভঙ্গা নভোঙ্গনে ॥ ৯৮১
দীর্ঘদারুগ্রন্থিভঙ্গজন্মা চটপটারবঃ।
তাপপ্রকাথ্যমানাভ্রগঙ্গাঘোষ ইবোত্থয়ৌ ॥ ৯৮২
স্ফুলিঙ্গৈঃ প্লোষবিত্রস্তজন্তুজীবিতসংনিভৈঃ।
অগ্রাহি গহনব্যোমমার্গভ্রমণসংভ্রমঃ ॥ ৯৮৩
শকুনৈঃ শাবসঙ্ঘারশোকাদাক্রন্দিভির্নভঃ।
মানুষৈর্দ্দহ্যমানৈশ্চ ভূমির্মুখরিতাভবৎ ॥ ৯৮৪
ভ্রাতৄন্ভর্তৄন্পিতৄন্পুত্রানালিঙ্গ্যাক্রন্দনির্ভরাঃ।
ভীমীলিতদৃশো নার্যো নিরদহ্যন্ত বহ্নিনা ॥ ৯৮৫

কোন সময়ে অগ্নির শিখা এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে তদ্দর্শনে মনে হইল বিমানচারী পুরুষদিগের শিরঃস্থিত লোহিত বর্ণ উষ্ণীষগুলি ভ্রষ্ট হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ৯৮১

সুদীর্ঘ দারুখণ্ডের গ্রন্থিগুলি ফাটিয়া যখন চট্ চট্ শব্দ হইতেছিল, তখন মনে হইয়াছিল যেন আকাশগঙ্গার জল উত্তপ্ত হইয়া ভীষণ শব্দ করিতেছে। ৯৮২

সেই প্রবল অগ্নির শত শত স্ফুলিঙ্গ দর্শনে মনে হইয়াছিল, বুঝি জীবসমূহের আত্মাগুলির অগ্নিতাপ অসহ্য হওয়ায়, তাহারা অগ্রেই শূন্যে গমন করিতেছে। ৯৮৩

দহ্যমান-শাবক-বিরহে-কাতর পক্ষিণীরা শূন্যে কলরব করিতেছিল আর ভূতলে অগ্নিদাহে মৃত আত্মীয় স্বজন বিরহে মানবেরা হাহাকার করিতেছিল। ৯৮৪

পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী প্রভৃতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভয়-নিমীলিতনেত্র শত শত রমণীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। ৯৮৫

তদন্তরাৎসাহসিকা যে কেচিন্নিরয়াসিষুঃ।
বহিস্তে নিহতাঃ ক্রুরৈর্ডামরৈর্ম্মৃত্যুচোদিতৈঃ॥ ৯৮৬
তাবন্তো জন্তবস্তত্র ব্যপদ্যন্ত হদা ক্ষণাৎ।
ম্রিয়া এব ন যে দগ্ধাস্তাবতাপি কৃশানুনা॥ ৯৮৭
অন্তঃশান্তেষু সর্ব্বেষু বহিঃশান্তেষু হন্তৃষু।
ক্ষণাদেব প্রদেশঃ স নিঃশব্দঃ সমজায়ত॥ ৯৮৮
বহ্নেঃ কহকহাশব্দো তূষ্ণীভূতার্চিষঃ পরম্।
স্বিন্নতশ্চ শবৌঘস্য শ্রুতঃ সিমসিমাধ্বনিঃ॥ ৯৮৯
বিলীনাসৃগ্বসামেদোনিঃষ্যন্দাঃ সরণীশতৈঃ।
প্রসস্রুর্ব্বিস্রগন্ধশ্চ যোজনানি বহুন্যগাৎ॥ ৯৯০

দুই পাঁচজন প্রাণের দায়ে কোনপ্রকারে এই ভীষণ অগ্নির হইতে উদ্ধার পাইয়া বাহিরে আসিলেও, ডামরেরা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিয়াছিল। ৯৮৬

এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের প্রারম্ভে অগ্নি সন্তাপে ঘর্ম্মাক্ত ও শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ৯৮৭

দেবালয়ের অন্তর্দেশস্থ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে তথাকার হাহাকার হঠাৎ নিবারিত হইল, এবং বাহিরের শত্রুকুলও ক্লান্ত হওয়ায় নিস্তব্ধ হইল। ফলে স্থানটি একেবারে নীরব হইয়া গেল। ৯৮৮

তখন সেখানে নির্ব্বাপিত প্রায় বহ্নির মধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের কচিৎ চট্‌পট্‌ শব্দ এবং দগ্ধ শবদেহের মধ্য হইতে বাষ্পের বহির্গমন-জনিত সিম্, সিম্ শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই ছিল না। ৯৮৯

দেবালয়ের শত শত পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া রক্ত, বসা, মেদ,

একা স্বশ্রবসঃ কোপাদ্দ্বিতীয়ো দস্যুবিপ্লবাৎ।
ঈদৃগ্ হুতবহাবাধো ঘোরশ্চক্রধরে ভবৎ॥ ৯৯১
ভূতগ্রামস্য সংহারঃ সংবর্ত্ত ইব বহ্নিনা।
তাদৃক্ ত্রিপুরদাহে বা খাণ্ডবে তত্র বাভবৎ॥ ৯৯২
পুণ্যেঽহ্নি শুক্লদ্বাদশ্যাং নভসঃ কুকৃতং মহৎ।
তদ্ভিক্ষুঃ কৃতবান্রাজ্যলক্ষ্ম্যা ভাগ্যৈশ্চ তত্যজে॥ ৯৯৩
সকুটুম্বেষু দগ্ধেষু তদানীং গৃহমেধিষু।
পুরগ্রামসহস্রেষু গৃহাঃ শূন্যত্বমায়যুঃ॥ ৯৯৪
মজ্ঝাখ্যো ডামরশ্চিরং শবান্নৌনাগরোত্তবঃ।
প্রীতিং প্রাপ্তৈস্তদীয়ার্থৈঃ কাপালিক ইবাযয়ৌ॥ ৯৯৫

মাংস গলিতাবস্থায় বাহির হইয়াছিল এবং শবদেহের প্রাণান্তকর দুর্গন্ধ শত শত যোজন ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ৯৯০

উক্ত চক্রধর দেবালয়ে দুইবার অগ্নিদাহে এই মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম অগ্নি—স্বশ্রবার কোপে এবং দ্বিতীয় বহ্নি—ডামরদিগের জন্য উত্থিত হইয়াছিল। ৯৯১

ঈদৃশ অগ্নিকাণ্ড পুরাকালে ত্রিপুর দহন সময়ে এবং খাণ্ডবদহনকালে সংঘটিত হইয়া বহুজীবের বিনাশের কারণ হইয়াছিল। ৯৯২

শ্রাবণ মাসের পুণ্য তিথি শুক্ল দ্বাদশীতে ভিক্ষু এই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করায় রাজ্যলক্ষ্মী ও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন। ৯৯৩

সহস্র সহস্র গৃহস্থ স্ব স্ব কুটুম্বগণের সহিত ভস্মীভূত হওয়ায় ঐ সকল গ্রাম নগর জনশূন্য হইয়াছিল। ৯৯৪

নৌনগরের মজ্ঝ নামক ডামর দগ্ধক্ষেত্রে শত শত শবদেহ

অবরূঢ়োথ বিজয়ক্ষেত্রং ভিক্ষাচরস্ততঃ।
লব্ধ্বা নাগেশ্বরং পাপং যাতনাভিরমীমরৎ॥ ৯৯৬
গর্হ্যং পৈতামহে দেশে কিং নাসীত্তস্য চেষ্টিতম্।
পিতৃদ্রুহঃ স তু বধঃ সর্ব্বপ্রীতিকরোভবৎ॥ ৯৯৭
গৃহিণী হর্ষমিত্রস্য পত্যৌ ত্যক্ত্বা পলায়িতে।
পৃথ্বীহরেণ সংপ্রাপ্তা বিজয়েশাঙ্গনান্তরাৎ॥ ৯৯৮
নিমিত্তভূতমেতাদৃক্প্রজাসংহারবৈশসম্।
স্বং নিন্দন্সুস্সলো রাজা ততো গোদ্ধুং বিনির্গযৌ॥ ৯৯৯
সংবেগাৎপাপ্মনঃ শীঘ্রং নিরয়ক্লেশভুক্তয়ে।
প্রাপ্তো জনকরাজেন বধোবন্তিপুরান্তিকে॥ ১০০০

অনুসন্ধানের পর অভীষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াই কাপালিকের স্থায় চলিয়া গেল। ৯৯৫

তদনন্তর ভিক্ষাচর বিজয় ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরকে ধৃত করত অশেষ যন্ত্রণা দিয়া বধ করেন। ৯৯৬

তাঁহার পিতামহের রাজ্যে আসিয়া তিনি কি নিন্দনীয় কার্য্যই না করিয়াছেন? কিন্তু তিনি পিতৃহন্তা নাগেশ্বরের প্রাণ বধ করায় সকলেই প্রীত হইয়াছিল। ৯৯৭

হর্ষমিত্র পত্নী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে তদীয় গৃহিণী বিজয়েশ দেবালয় প্রাঙ্গণ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি সেইখানে অবস্থান করিবার সময় পৃথ্বীহরের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। ৯৯৮

তদনন্তর রাজা সুস্সল "আমার নিমিত্ত এতাদৃশ প্রজাক্ষয় হইল" এইরূপ অধিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। ৯৯৯

নরকস্থ হইয়া শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলে ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য জনকরাজ অবন্তীপুরের সমীপে শত্রুহস্তে নিহত হন। ১০০০

যৎকৃতে ক্রিয়তে মর্ম্ম লোকান্তরসুখান্তকম্।
স মূঢ়ৈঃ স্থূলভাপায়ঃ কায়শ্চিত্রং ন গণ্যতে॥ ১০০১
কম্পনাধিপতিং সিম্বঃ কৃত্বা ডানরমণ্ডলম্।
চকর্ষ বিজয়ক্ষেত্রাদগতোপি ততো নৃপঃ॥ ১০০২
শমালাং প্রযযৌ পৃথ্বীহরো মড়বরাজ্যতঃ।
বিজিত্য মল্লকোষ্ঠেন ত্যাজিতো নিজমণ্ডলম্॥ ১০০৩
ক্ষিপ্তাঃ কেচিদ্বিতস্তায়াং কেচিচ্চক্রধরাঙ্গনে।
অক্রিয়ন্তাগ্নিসাৎকৃষ্টুমশক্যা বহবঃ শবাঃ॥ ১০০৪
ক্রমরাজ্যেথ কল্যাণবাড্যাদীন্রল্‌হণোজয়ৎ।
আনন্দোনন্তজস্তত্র ততো দ্বারাধিপোভবৎ॥ ১০০৫

যে দেহের প্রীতি উদ্দেশ্যে পরকালের সুখ নাশক পাপকর্ম্ম করে, আশ্চর্য্যের বিষয়, মূঢ়েরা সেই দেহ যে ক্ষণভঙ্গুর, ইহা মনেই করে না। ১০১

তদনন্তর রাজা সুস্সল শিম্বকে প্রধান সৈনাপত্য দিয়া বিজয় ক্ষেত্র এবং অন্যান্য স্থান হইতে ডামর সমূহকে অপসারিত করিলেন। ১০২

পৃথ্বীহর মড়ব রাজ্য হইতে শমালায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মল্ল কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হন। ১০৩

চক্রধরপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিবার সময়ে বহুসংখ্যক শবদেহ বাহির করিতে না পারায় সেইখানেই অগ্নিসংকারে ভস্মীভূত করা হইল এবং কতকগুলিকে বিতস্তা নদীর জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ১০০৪

অনন্তর বীরবর রল্‌হণ, কল্যাণ বাড্ডাদিকে ক্রমরাজ্যে পরাস্ত করেন। অনন্তজাত আনন্দ দ্বারাধিপতি নিযুক্ত হইলেন। ১০০৫

শূলে প্রমাপিতং সিংহং নয়নপৃথ্বীহরো বলী।
সার্দ্ধং জনকসিংহাদ্যৈরবুধ্যৎক্ষিপ্তিকাতটে ॥ ১০০৬
তীর্থং প্রস্থাপ্যমানেষু বিপন্নাস্থিষিহান্বহঃ।
ভাদ্রে মাস্যেকমবলাক্রন্দিতক্রোন্দদিক্পথম্ ॥ ১০০৭
হতবীরাবলাক্রান্তমুখরে নগরান্তরে।
পৃথ্বীহরাহবে সর্ব্বৈর্দ্দিবসৈরন্বকারি তৎ ॥ ১০০৮
অথাগতো যশোরাজশ্যালঃ শূরো দিগন্তরাৎ।
শ্রীবকো বিদধে রাজ্ঞা খেরীকার্য্যাধিকারভাক্ ॥ ১০০৯
অপ্রিয়ং স লবন্যানাং তেপি বা তস্য নাচরন্।
কালং তু গূঢ়সৌহার্দ্দৈরন্যোন্যস্য ব্যবীবহন্ ॥ ১০১০

পরাক্রান্ত পৃথ্বীহর শূলারোপিত মৃত সিংহকে লইয়া গেলেন এবং ক্ষিপ্তিকা নদীতটে জনকসিংহাদির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১০০৬

ভাদ্রমাসের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে কাশ্মীরবাসীরা মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি তীর্থে নিক্ষেপ করে এবং সেই দিনে বাটীর স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দন করিয়া থাকে। পৃথ্বীহরের সহিত যুদ্ধে প্রত্যহ শত শত বীর নিহত হইতে লাগিল এবং তদ্রূপ প্রত্যহই স্ত্রীলোকদিগের ক্রন্দনে নগর পরিপূরিত হইতেছিল। ১০০৭।১০০৮

অনন্তর যশোরাজের শ্যালক বীরবর শ্রীবক দেশান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে খেরী কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু তিনি লবন্যদিগের কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করেন নাই, লবন্যেরাও তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই। বরং গোপন ভাবে উভয় পক্ষেই প্রীতির আদান প্রদান চলিয়াছিল। ১০০৯।১০১০

পুনরাশ্বযুজে রাজা শমালাং নির্গতস্ততঃ।
পরৈর্ম্মনীমুষগ্রামে যুধি ভঙ্গমনীয়ত॥ ১০১১
নিত্যাভ্যাসেন যুদ্ধানাং লব্ধোৎকর্ষো ন্যদর্শয়ৎ।
সর্ব্ববীরাগ্রণীর্ভিক্ষুস্তৎপূর্ব্বং তত্র বিক্রমম্॥ ১০১২
তুক্কদ্বিজাদয়ো মুখ্যা ভিক্ষুপৃথ্বীহরাদিভিঃ।
আসারাপাতবিবশা নিহতাঃ সোস্সলে বলে॥ ১০১৩
প্রধানবীরভূয়িষ্ঠে সৈন্যদ্বন্দ্বে ন কোপ্যভূৎ।
স বীরশ্চরতঃ সংখ্যে ভিক্ষোর্যৈক্ষিষ্ট যো মুখম্॥ ১০১৪
পৃথ্বীহরস্য ভিক্ষোশ্চ সংগ্রামে ভূরিবার্ষিকে।
কাদম্বরীপতাকাখ্যে দ্বে অশ্বে পীতপাণ্ডুরে॥ ১০১৫

তদনন্তর রাজা পুনরায় আশ্বিন মাসে শমালা অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া মনিমুস গ্রামে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নিয়ত যুদ্ধাভ্যাসে ভিক্ষুর রণপাণ্ডিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, এই যুদ্ধে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রম প্রকাশ করেন। ১০১১।১০১২

সুস্সলের পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে দ্বিজ তুক্ক প্রভৃতি বীরগণ হঠাৎ ভীষণ বারিপাতে অবসন্ন হইয়া ভিক্ষু ও পৃথ্বীহরের হস্তে নিহত হন। ১০১৩

উভয় পক্ষেই বলবীর্য্যশালী বহু যোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যখন ভিক্ষাচর দর্পভরে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন কেহই তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইতে সাহসী হয় নাই। ১০১৪

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। পৃথ্বীহর এবং ভিক্ষুর কাদম্বরী ও পতাকা নামে পীত ও পাণ্ডুরবর্ণের দুইটী ঘোটকী

আস্তামত্যদ্ভুতে যাভ্যামনেকতুরগক্ষয়ে।
ন বিপন্নং প্রহৃতিভির্নাশ্বভাব্যথবা ক্লমঃ ॥ ১০১৬
সৈন্যানাং সংকটে ত্রাণমশ্রান্তিরবিকত্থনঃ।
অভূৎক্লেশসহো বীরো নান্যো ভিক্ষাচরাৎকচিৎ ॥ ১০১৭
যোধানাং সৌস্সলে সৈন্যে বিদ্রবেষু ন কশ্চন।
ত্রাণং বভূব তেনৈতে বহবো বহুধা হতাঃ ॥ ১০১৮
নবেষু ডামরানীকাঃ কেচিদ্ভগ্নেষু সৈনিকাঃ।
ভিক্ষাচরগজেন্দ্রেণ কলভা ইব পালিতাঃ ॥ ১০১৯
নাস্ত্যুত্থানশীলত্বং দৃষ্টং পৃথ্বীহরাত্তদা।
স্বয়ং যো ভৈক্ষবে দ্বারে জজাগার প্রতিক্ষপম্ ॥ ১০২০

ছিল। বহু শত তুরঙ্গ নিধন প্রাপ্ত হইলেও, এই দুই তুরঙ্গী সংগ্রামে বিপন্ন বা অবসাদগ্রস্ত হয় নাই। ১০১৫।১০১৬

স্বপক্ষীয় সেনাগণকে কোন স্থানে সঙ্কটাপন্ন দেখিলে তাহাদের উদ্ধার জন্য অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে, আত্মশ্লাঘা না করিয়া ক্লেশ সহ্য করিতে ভিক্ষাচরের তুল্য অন্য বীর দেখা যায় নাই। ১০১৭

সুস্সলের বাহিনী মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে ভগ্নীয়ান সৈন্যদলকে উৎসাহ বাক্যে সংযত করিয়া রাখে এবং সঙ্কট সময়ে রক্ষা করে। এই কারণে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য হত হইয়াছিল। ১০১৮

শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে কতকগুলি ডামর সৈন্য পরাজিত হইলে ভিক্ষাচর, যূথপতি যেমন শাবকদিগকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ১০১৯

সে সময়ে পৃথ্বীহর ভিন্ন আর ন বীরপুরুষের তাদৃশ

ততঃ প্রভৃত্যভূদেগাপ্তা পুরঃ পশ্চাচ্চ সর্ব্বদা।
বিশ্বেদেব ইব শ্রাদ্ধে যুদ্ধে ভিক্ষুর্মহাভটঃ॥ ১০২১
আহবে সাহসং কুর্ব্বন্সর্ব্বতঃ সোভ্যধান্নিজান্।
এবমস্খলিতস্থৈর্যমুপপত্তিমসংত্যজন্॥ ১০২২
ন মে রাজ্যায় যত্নোয়ং পর্য্যাপ্তং দুর্যশঃ পুনঃ।
কৃত্যে প্রসক্তং পূর্ব্বেষাং ব্যবসায়ং ব্যপোহিতুম্॥ ১০২৩
অনাথা ইব তে নাথা বিশাং ব্যাপাদনক্ষণে।
জ্ঞাত্বা নষ্টং কুলং নাথবন্তো্যা নূনং স্পৃহাং দধুঃ॥ ১০২৪

মহোদ্যম ও প্রভুভক্তি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি স্বয়ং ভিক্ষুর শয়নগৃহের দ্বারদেশে জাগিয়া থাকিতেন। ১০২০

সেই সময় হইতেই মহাবীর ভিক্ষু শ্রাদ্ধে রক্ষাকারী বিশ্বদেবের ন্যায় যুদ্ধে, সম্মুখে পশ্চাতে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই রক্ষক হইয়াছিলেন। ১০২১

প্রত্যেক যুদ্ধের প্রারম্ভে বীরবর ভিক্ষু অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে যুক্তিযুক্ত বাক্যে সেনাদলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—আমি রাজ্যপ্রয়াসী নহি, শুদ্ধ আমার পিতা পিতামহের নামে যে কলঙ্ক অর্পিত হইয়াছে, তাহাই দূর করিতে যাইতেছি। ১০২২।১০২৩

আমার পিতা পিতামহ তোমাদের স্বর্গীয় প্রভুরা অনাথের ন্যায় মৃত্যুকালে স্বীয়কুল নির্ম্মূল ভাবিয়া, সনাথদিগের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিয়াই আমি সুদৃঢ় নিশ্চয়ে এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি। আমি নিজে যেমন দুঃখ পাইতেছি তেমনি জ্ঞাতিদিগকেও প্রতিনিয়ত দুঃখ দিতেছি। ১০২৪।১০২৫

ইতি মত্বা সোঢ়কণ্ঠশ্চেষ্টে সুদৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
দূয়মানোঽস্মি দায়াদদুঃখদায়ী দিনে দিনে॥ ১০২৫
নাপ্ত্যেবাপ্রাপ্তকালস্য বিপত্তিরিতি জানতঃ।
কস্য সাহসবৈমুখ্যমুৎপদ্যেত যশোর্থিনঃ॥ ১০২৬
কিং কার্য্যগতিকৌটিল্যোক্তৈক্তেনাথবা কথম্।
ন বদামঃ প্রতিজ্ঞায় স্বয়মার্ষেধ্বনি স্থিতিম্॥ ১০২৭
সোৎকর্ষপেক্ষৈকুষাস্তিক্ষোরশঙ্কিষত ডামরাঃ।
ততো দায়াদবিচ্ছেদং নাস্যাকৃষত জাতুচিৎ॥ ১০২৮
প্রাগ্রাজ্যাধিগমাদ্রাজ্ঞামন্যেষাং রাজবীজিনঃ।
চিন্তয়ন্তো ব্যবহৃতিং ব্যুৎপদ্যন্তে শনৈঃ শনৈঃ॥ ১০২৯
পিতুঃ পিতামহস্যাথ ন দৃষ্টং তেন কিঞ্চন।
অত এবাভজন্মোঽহং রাজ্যং সংপ্রাপ্তবান্পুরা॥ ১০৩০

সময় না আসিলে কাহারও মৃত্যু হয় না। ইহা জানিয়া কোন্ যশঃপ্রার্থী বীরপুরুষ যুদ্ধকালে বিক্রম প্রকাশে পরাঙ্মুখ হয়? ১০২৬

কার্য্য সাধনার্থ কূটনীতি প্রয়োগের কথায় কি প্রয়োজন, অথবা তাহা প্রকাশ করিলেই বা দোষ কি? যখন আমরা ঋষি-নির্দ্দিষ্ট পথে সরলভাবে চলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন বলিব না কেন? ১০২৭

ভিক্ষুর মুখে এইরূপ পুরুষোচিত উৎকৃষ্ট বাক্য শুনিয়া ডামরেরা ভীত হইল। সুতরাং তাহারা তাহার পর কোন যুদ্ধে তদীয় জ্ঞাতি সুস্সলকে বিনাশ করিতে আর ইচ্ছা করে নাই। ১০২৮

রাজকুলসম্ভূত ব্যক্তিগণ রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে অপরাপর নরপতির রাজব্যবহার অনুশীলন করিয়া অল্পে অল্পে রাজনীতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজা ভিক্ষাচর পিতা পিতামহের

তৎস ভূয়োপি চেদীক্ষেৎকৈব বার্ত্তা বিপাটনে।
সাপেক্ষং বীক্ষিতুং জানে ন দৈবেনাপ্যশক্যত॥ ১০৩১
জানঁল্লবন্তকৌটিল্যং প্রমাদাৎস হতেহিতে।
প্রাপ্স্যাং রাজ্যমিত্যাশাং বদ্ধাহাস্তত্যবাহয়ৎ॥ ১০৩২
দস্যুনাং সুস্সলো রাজা মেনে তৎস্বহিতং মতম্।
জিগীষোর্নীতিক্রান্তোঃ প্রযুক্তো লিপ্তরন্তরম্॥ ১০৩৩
যুদ্ধে স্বান্স স্মরন্বৈরং নাপাসীত্তেন তেভজন্।
নাস্মিন্বিশ্বাসমেতস্মাদ্ধেতোর্নাপ্তাভবজ্জয়ঃ॥ ১০৩৪

কোন রাজ-ব্যবহার স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন নাই, এইজন্যই ইতঃপূর্ব্বে রাজ্যলাভ করিয়াও তিনি শাসনকার্য্যে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন। যদি তিনি পুনর্ব্বার রাজ্য পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার অকালে সিংহাসন-চ্যুতির কথা কেহ মুখে আনিতে পারিত না; এই সময়ে তাঁহার যেরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, বুঝি দৈবও তাঁহার দিকে অবজ্ঞায় কটাক্ষ করিতে পারিত না। ১০২৯—১০৩১

তিনি লবণ্যদিগের কুটিলতার বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি বিপক্ষ (সুস্সল) কোনরূপে নিহত হইলে, পুনর্ব্বার রাজ্য পাইতে পারি এই মুগ্ধ আশায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ১০৩২

ডামর দস্যুদিগের দ্বৈধীভাব রাজা সুস্সলের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল মনে হইয়াছিল; কারণ তিনি বিজয় লাভের জন্য কূটনীতি প্রয়োগ এবং শৌর্য্য প্রকাশ উভয়ই অবলম্বন করিতেছিলেন। ১০৩৩

রাজা সুস্সল স্বপক্ষীয় যোধগণের পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ করিয়া যুদ্ধকালে তাহাদিগের সঙ্কট উপস্থিত দেখিলেও রক্ষা করিবার জন্য

ইত্থং নানামতৈঃ পক্ষপ্রতিপক্ষকৃপৈক্ষিতম্।
রাষ্ট্রং নিখিলমেবাগাৎসর্ব্বতঃ শোচনীয়তাম্ ॥ ১০৩৫
যৎসংবন্ধাদ্বিটপিনিবহৈর্নিগ্রহব্যগ্রবন্ধ-
ব্যাধপ্রত্তানলপরিভবঃ ক্লেশোপি নব্যস্বভাবি।
হা দিগ্দন্তী বিঘটনপরঃ সোপি মাতঙ্গমীষাং
লভ্যং শ্রেয়োবিধিবিধুরিতৈর্নান্যতো ন স্বতোপি ॥ ১০৩৬
দ্বৈরাজ্যে প্রভবত্যেবমকাণ্ডাপতিতৈর্হিমৈঃ।
বিবশং সুস্‌সলক্ষ্মাভৃদজয়দ্ভৈক্ষবং বলম্ ॥ ১০৩৭

সম্যক্ চেষ্টা করিতেন না, সুতরাং তাঁহার সেনানীগণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। এইকারণেই রাজা সুস্‌সলের জয় হয় নাই। ১০৩৪

এই প্রকারে নানা মত হওয়ায়, সমগ্র দেশেই কি পক্ষ কি বিপক্ষ উভয় দিকে উপেক্ষার ভাব দেখিয়া সর্ব্বথা শোচনীয় দশায় পতিত হইল! ১০৩৫

যে হস্তী ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে বন্য ব্যাধেরা ব্যগ্র হইয়া অরণ্য মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়া বৃক্ষকুলের মহাক্লেশ উৎপাদন করে, সেই হস্তীই মদমত্ত হইয়া সেই বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া থাকে, হায়! বিধাতা যাহাদিগের প্রতিকূল, তাহারা কি স্বজন কি পরজন, কাহারও নিকটে শ্রেয়লাভ করিতে পারে না। ১০৩৬

রাজশক্তির ঈদৃশ দ্বৈধাবস্থায়, একদা ভিক্ষুপক্ষীয় যোধেরা অকস্মাৎ হিমপাত বশতঃ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলে, ক্ষিতিপতি সুস্‌সল তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ১০৩৭

পুষ্পাণনাড়ং ভূয়োপি ভিক্ষুপৃথ্বীহরৌ গতৌ।
অন্যৈর্লবন্যৈর্ভর্তুর্নতির্দত্তকরৈঃ কৃতা॥ ১০৩৮
সিংহোপি কম্পনাধীশো ব্যধাদ্বিজিতডামরঃ।
সর্ব্বাং মড়বরাজ্যোর্ব্বীং বীরঃ শমিতবিপ্লবাম্॥ ১০৩৯
তাবত্যাপি বিপক্ষাণাং শান্ত্যা শীতলতাং গতঃ।
পূর্ব্ববৈরং স্বপক্ষাণাং প্রাদুশ্চক্রে স ভূপতিঃ॥ ১০৪০
জিঘাংসৌ কথিতে রাজন্যুল্‌হণেন পলায়িতঃ।
মল্লকোষ্টঃ সোপি কোপাদ্রাজ্ঞা রাষ্ট্রাৎপ্রবাসিতঃ॥ ১০৪১
অনন্তাত্মজমানন্দং বদ্ধা দ্বারাধিকারিণম্।
ব্যধত্ত সৌন্ধবং প্রজ্জিনামানং রাজবীজিনম॥ ১০৪২

ভিক্ষু এবং পৃথ্বীহর পুনর্ব্বার পুষ্পাণনাড়ায় গমন করিলেন, অন্যান্য লবন্যেরা রাজা সুস্সলকে প্রণতি পূর্ব্বক কর প্রদান করিল। ১০৩৮

প্রধান সেনাপতি মহাবীর সিংহ ডামরদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত মড়ব রাজ্যের বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। ১০৩৯

বিপক্ষদিগকে নির্জ্জিত করিয়া রাজা সুস্সল কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া স্বপক্ষীয় বীরগণের পূর্ব্ব বৈর স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইলেন। ১০৪০

উল্‌হণ মল্লকোষ্টকে এই সংবাদ দেন যে, রাজা তোমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে মল্লকোষ্ট ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন, রাজা কুপিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ১০৪১

তদনন্তর রাজা, অনন্ত-পুত্র আনন্দ দ্বারাধিকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া, তৎপদে প্রজ্জি নামক সিন্ধুদেশাগত রাজকুলসম্ভূত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। ১০৪২

গতোথ বিজয়ক্ষেত্রং সিম্বেন সহিতোবিশৎ।
নগরং তং চ বিশ্বস্তং বদ্ধা কারাগৃহেক্ষিপৎ ॥ ১০৪৩
অনুস্মৃতিমহাবাত্যাপ্রেরিতোমর্ষপাবকঃ।
আচচাম ক্ষমাবারি তস্য ভৃত্যান্দিধক্ষতঃ ॥ ১০৪৪
সিংথকনসিংহাভ্যামনুজাভ্যাং সহাবধীৎ।
শূলেধিরোপ্য সিম্বং স রোষাবেশবিলুপ্তধীঃ ॥ ১০৪৫
কম্পনে শ্রীবকং চক্রে সুজ্জিং প্রজ্জেঃ সহোদরম্।
বদ্ধা জনকসিংহং চ রাজস্থানে ন্যয়োজয়ৎ ॥ ১০৪৬
আপ্তাশ্চ মন্ত্রিণশ্চাসংস্তস্য বৈদেশিকাস্ততঃ।
স্বদেশজস্তু সোভূদ্যো লোহরস্থং তমন্বগাৎ ॥ ১০৪৭

অনন্তর রাজা বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথা হইতে সিম্বের সহিত পুনর্ব্বার শ্রীনগরে প্রত্যাগত হইয়াই উক্ত বিশ্বস্ত বীরকে কারারুদ্ধ করেন। ১০৪৩

পূর্ব্ব-বৈরিতা-স্মরণ-রূপ মহাপবনে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত ক্রোধাগ্নি তদীয় ভৃত্যগণকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে রাজার হৃদয়স্থিত ক্ষমা-সলিল শোষণ করিয়া ফেলিয়াছিল। ১০৪৪

প্রচণ্ড ক্রোধে রাজার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল; তিনি, সিম্ব ও তাঁহার অনুজদ্বয় সিংহ এবং থকন সিংহকে শূলে দিয়া বধ করেন। ১০৪৫

তিনি শ্রীবককে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জনকসিংহকে কারারুদ্ধ করিয়া প্রজ্জির সহোদর সুজ্জিকে রাজস্থানে ধর্ম্মাধিকরণে প্রাড়্‌বিবাকের পদে নিযুক্ত করিলেন। ১০৪৬

এখন হইতে বৈদেশিকেরাই তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃৎ ও অমাত্য

অথ সর্ব্বেপি মাশঙ্কান্তং ত্যক্ত্বাশিশ্রিয়ন্‌রিপূন্‌।
শতৈকীয়ঃ কশ্চিদাসীদ্রাজধান্যাং নৃপাশ্রিতঃ॥ ১০৪৮

তেনাপ্রতিসমাধেয়ো ভূয়ঃ শান্তেপ্যুপদ্রবে।
ইত্থমুদ্ভাবিতোনর্থো ন পুনর্যঃ শমং যযৌ॥ ১০৪৯

একাক্ষেপেপরেপি স্যুর্যত্র ভৃত্যা বিশঙ্কিতাঃ।
তত্রাপরাধে প্রাজ্ঞস্য রাজ্ঞোবজ্ঞৈব শস্যতে॥ ১০৫০

মাঘেথ মল্লকোষ্ঠাদ্যৈস্তৈরাহুতাঃ পুনরায়যুঃ।
তে শূরপুরমার্গেণ ভিক্ষুপৃথ্বীহরাদয়ঃ॥ ১০৫১

হইল, স্বদেশীয়ের মধ্যে যাহারা তাঁহার সঙ্গে লোহরে গমন করিয়াছিল, কেবল তাহারাই রহিল। ১০৪৭

এই কারণে সকলেই ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রু-পক্ষ আশ্রয় করিতে লাগিল; শতেকের মধ্যে হয়ত একজন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রাজধানীতে ছিল। ১০৪৮

দেশের উপদ্রব শান্ত হইলেও, তিনি এইরূপে যে অনর্থ উৎপাদন করেন, তাহার প্রতিকার অসাধ্য হইয়া পড়ে এবং উহা পুনর্ব্বার নিবৃত্তও হয় নাই। ১০৪৯

যেখানে একজনকে অভিযুক্ত করিলে অপরাপর কর্ম্মাধিকারীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে ভৃত্যের অপরাধে অবজ্ঞা প্রকাশই প্রাজ্ঞ রাজার পক্ষে প্রশস্ত। ১০৫০

অনন্তর মাঘ মাসে, মল্লকোষ্ঠাদির আহ্বানে সাহস পাইয়া, ভিক্ষু ও পৃথ্বীহর এবং অন্যান্য সকলে শূরপুর গিরিবর্ত্ম দিয়া আসিয়া পড়ে। ১০৫১

বিতস্তাপরিখাক্ষিপ্তা ভূরগম্যা দ্বিষামিয়ম্।
ইতি প্রায়ান্নবমঠং ত্যক্ত্বা রাজগৃহং নৃপঃ॥ ১০৫২
বর্ষেষ্টানবতে চৈত্রে ডামরেষু যুযুৎসুষু।
অভ্যেত্য মল্লকোষ্টেন প্রাগেবাগ্রাহি সংগরঃ॥ ১০৫৩
সোশ্ববারৈঃ সহ রণং চকার নগরান্তরে।
নৃপাবরোধৈঃ সৌধাগ্রাদালোকিতমথাকুলৈঃ॥ ১০৫৪
ভিক্ষুণা ক্ষিপ্তিকাতীরে স্কন্ধাবারো ন্যবধ্যত।
.... ॥ ১০৫৫
নৃপোদ্যানাদ্দমান্নিন্যুরিন্ধনায় মহানসে।
দূর্বাঙ্কুরান্মন্দুরাভ্যো বাহভোজ্যায় ডামরাঃ॥ ১০৫৬

তখন রাজা সুস্সল প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নবমঠে গমন করিলেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন এই স্থান প্রায় চারিদিকে বিতস্তা নদীদ্বারা পরিখার ন্যায় বেষ্টিত, এখানে শত্রুরা সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১০৫২

লৌকিকাব্দের ৪১৯৮ বৎসরে চৈত্রমাসে ডামরেরা যুদ্ধাভিলাষী হইলে মল্লকোষ্ট অগ্রসর হইয়া প্রথমেই যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ১০৫৩

তিনি (মল্লকোষ্ট) যখন নগর মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন রাজার অবরোধবাসিনীরা সৌধচূড়া হইতে ভয়ব্যাকুলিত-নয়নে যুদ্ধ দেখিতেছিল। ১০৫৪

ভিক্ষু ক্ষিপ্তিকা তীরে কটক সন্নিবেশ করিলেন...... ১০৫৫

ডামর দস্যুরা রাজোদ্যান হইতে রন্ধন কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষ ছেদন করিয়া আনিতে লাগিল। রাজ-মন্দুরা হইতে অশ্ব ও ভারবাহী পশুর খাদ্যোপযোগী ঘাস আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। ১০৫৬

পৃথ্বীহরস্তু সংগৃহ্নন্দস্যূন্মড়বরাজ্যজান্।
চকার বিজয়ক্ষেত্রে যাবৎকটকসংগ্রহম্ ॥ ১০৫৭
তাবৎপ্রজ্জিমুখান্মল্লকোষ্টযুদ্ধায় ভূপতিঃ।
আদিশ্যাদাদবস্কন্দং বৈশাখে সাহসোন্মুখঃ ॥ ১০৫৮
অকস্মাৎপতিতে তস্মিন্‌হতাবষ্টস্তবিক্ষতাঃ।
প্রয়যুঃ সেতুমুল্লঙ্ঘ্য জীবশ্বস্তাঃ কথঞ্চন ॥ ১০৫৯
নগরং মল্লকোষ্টাজিব্যগ্রে প্রজ্জাবথাবিশৎ।
পৃথ্বীহরানুজঃ সুজ্জিং নির্জ্জিত্য মনুজেশ্বরঃ ॥ ১০৬০
পরং পারং বিতস্তায়াঃ সেতুচ্ছেদাদনাপ্লুবৎ।
অর্ব্বাচি তীরে স গৃহান্দগ্ধ্বাগাৎক্ষিপ্তিকাং ততঃ ॥ ১০৬১

যখন পৃথ্বীহর মড়ব রাজ্যের দস্যুদিগকে সংগ্রহ করিয়া বিজয়-ক্ষেত্রে এক কটক সঞ্চয় করিতেছিলেন, তখন রাজা সুস্‌সল, প্রজ্জি প্রমুখ বীরগণকে মল্লকোষ্টের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে আদেশ দিয়া বৈশাখ মাসে, স্বয়ং অসীম সাহসে পৃথ্বীহরকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। রাজাকে হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া পৃথ্বীহরের সৈন্যেরা ভয়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক হত ও ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং বহুকষ্টে সেতু পার হইয়া "প্রাণে বাঁচিলাম" বলিয়া প্রভূত লাভ মনে করিয়াছিল। ১০৫৭—১০৫৯

ইহার পরে মল্লকোষ্টের সহিত প্রজ্জির তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়, এই অবকাশে পৃথ্বীহরের অনুজ ভ্রাতা মনুজেশ্বর সুজ্জিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু বিতস্তার সেতু ভগ্ন দেখিয়া তিনি নদী পার হইতে পারিলেন না কেবল নদীতটের নিকটস্থিত কতিপয় গৃহদাহ করিয়া ক্ষিপ্তিকাভিমুখে গমন করিলেন। ১০৬০।৬১

লবন্যৈর্নগরং প্রাপ্তং মত্বা সুস্সলভূপতিঃ।
আযযৌ বিজয়ক্ষেত্রাৎসৈন্যমুত্থাপ্য বিহ্বলঃ॥ ১০৬২
অহংপূর্ব্বিকয়ারাতিশঙ্কার্তৈশ্চ নিজৈর্ব্বলৈঃ।
পীড়িতস্তস্য গম্ভীরাসিন্ধুসেতুরভজ্যত॥ ১০৬৩
স কৃষ্ণষষ্ঠ্যাং জ্যৈষ্ঠস্য তত্রাসংখ্যশ্চমূচয়ঃ।
যথাগ্নিনা চক্রধরে তথা তত্রাম্ভসা মৃতঃ॥ ১০৬৪
ভুজমুত্থম্য শময়ন্সৈন্যানাং সম্ভ্রমং নৃপঃ।
ত্রস্তৈর্দ্রুতৈস্তথা পৃষ্ঠে পতিতঃ সরিদন্তরে॥ ১০৬৫

লবন্যেরা শ্রীনগরে আসিয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া রাজা সুস্সল নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন, এবং বিজয়ক্ষেত্র হইতে সমস্ত সৈন্য উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। ১০৬২

কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তদীয় সৈন্যগণ শত্রুভয়ে ভীত হইয়া সকলেই ভাবিল যে অগ্রে সেতুপার হইবে সেই বাঁচিবে ইহা মনে করিয়া "আমি আগে যাই আমি আগে যাই" করিয়া ব্যগ্রতাবশতঃ তাহারা গম্ভীর নদীর সেতুর উপর এরূপ জনতা করিয়াছিল যে, তাহাদিগের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া সেতুটী ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১০৬৩

চক্রধরে যেরূপ অগ্নিকাণ্ডে বহুলোক বিনিষ্ট হইয়াছিল সেইরূপ জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে রাজার অসংখ্য সৈন্য নদীজলে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১০২৪

রাজা সুস্সল দুই হাত তুলিয়া সন্ত্রস্ত সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিতে আদেশ দিতেছিলেন, এমন সময়ে ভয়ে পলায়মান কতিপয় সৈনিক তাঁহার পৃষ্ঠে পতিত হওয়ায়, তিনি নদীজলে পড়িয়া যান। যাহারা সন্তরণে অনভ্যস্ত—তাহারা জলে পড়িলে নিকটে

অনভ্যস্তাম্বুতরণৈরাশ্লিষ্য ক্রড়িতোসকৃৎ।
তরদাযুধবিদ্ধাঙ্গঃ স নিস্তীর্ণঃ কথঞ্চন ॥ ১০৬৬
অনুত্তীর্ণং বলং ত্যক্ত্বা পারে সামন্তসংকুলম্।
সহস্রাংশেন সৈন্যস্য তীর্ণেনানুগতো যযৌ ॥ ১০৬৭
সংত্যক্তানন্তসৈন্যোঽপি সোবষ্টম্ভময়ো যযৌ।
প্রবিশ্য নগরং মল্লকোষ্ঠমুখ্যান্রণেগ্রহীৎ ॥ ১০৬৮
বিজয়স্যাথ জননী সিল্লাখ্যা স্বামিনোজ্ঝিতম্।
নিনায় দেবসরসং সৈন্যং তদ্বিজয়েশ্বরাৎ ॥ ১০৬৯
সাথ পৃথ্বীহরেণৈত্য হতা তত্রোপবেশনে।
টিকশ্চ দত্তো ভূপালসৈন্যং বিদ্রাবিতং চ তৎ ॥ ১০৭০

যাহাকে পায় তাহাকে জড়াইয়া ধরে, এই কারণে রাজা বহুবার জলমগ্ন হইয়া এবং সন্তরণশীল সৈনিকের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কোন ক্রমে তীরে উঠিয়া বাঁচিলেন। ১০৬৫।১০৬৬

যে সমস্ত সামন্ত রাজা ও সৈনিকগণ নদী পার হইতে পারে নাই, তাহারা অপর পারেই রহিয়া গেল; রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। সমগ্র সৈন্যের সহস্রাংশ মাত্র নদী পার হইতে সমর্থ হয়। তাহারাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ১০৬৭

বিপুল সেনাবল পরিভ্রষ্ট হইয়াও রাজা সাহস মাত্র সম্বল করিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়াই মল্লকোষ্ঠ প্রমুখ বীরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। ১০৬৮

অনন্তর বিজয়ের মাতা সিল্লা নাম্নী রমণী রাজার পরিত্যক্ত সেই সৈন্যমণ্ডলীকে বিজয়েশ্বর হইতে দেব-সরস স্থানে লইয়া যান। ১০৬৯

তাহাতে পৃথ্বীহর উক্ত রমণীকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়া

পরং ব্যায়ামবিদ্যাবিদ্বিক্রতে লিখিলে বলে।
দ্বিজঃ কল্যাণরাজাখ্যঃ সমরেঽভিমুখো হতঃ ॥ ১০৭১
মন্ত্রিডামরসামন্তসংকুলাৎসোস্‌সলাদ্বলাৎ।
পৃথ্বীহরেণাগৃহ্যন্ত বন্ধ বৃন্দানি শস্ত্রিণাম্ ॥ ১০৭২
অনুগাংস বিতস্তাগ্রং যাবত্তাদ্বিক্রতাদ্বলাৎ।
ওজানন্দদ্বিজাদীংশ্চ বন্ধা শূলে ব্যপাতয়ৎ ॥ ১০৭৩
মন্ত্রিণো জনকশ্রীবকাদ্যা রাজাত্মজাস্তথা।
তীর্থাদ্রিং বিষলাটায়াঃ শরণং প্রযযুঃ খশান্ ॥ ১০৭৪
ইত্থং পৃথ্বীহরো লব্ধজয়ঃ সংগৃহ্য ডামরান্।
জিগীষুর্ভিক্ষুণা সাকং নগরোপান্তমাযযৌ ॥ ১০৭৫

সেই স্থলে টিক্ককে নিবেশিত করেন এবং রাজসৈন্যকে বিতাড়িত করেন। ১০৭০

যখন রাজপক্ষের প্রায় সকল সৈন্যই পলায়ন করিল তখন অস্ত্রবিদ্যাবিৎ কল্যাণরাজ নামক ব্রাহ্মণই সম্মুখ সমরে হত হয়েন। ১০৭১

রাজা সুস্‌সলের বাহিনীমধ্যে অসংখ্য ডামর, মন্ত্রী, সেনাপতি ও সামন্ত রাজগণ থাকিলেও পৃথ্বীহর যুদ্ধ করিয়া, তন্মধ্য হইতে বহু সৈনিককে বন্দী করিয়াছিলেন। ১০৭২

যৎকালে তিনি পলায়মান রাজসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিতস্তাতীর পর্য্যন্ত গমন করেন, তখন ওজানন্দাদি দ্বিজগণ তদীয় হস্তে বন্দী হইয়া পড়ে ও শূলারোপিত হইয়া নিহত হয়। ১০৭৩

জনকসিংহ, শ্রীবক প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং কতিপয় রাজপুত্র পলাইয়া বিষলাটার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া খশদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১০৭৪

ভূয়োপি মানুষাশ্বৌঘসংহর্ত্তা সর্ব্বতস্ততঃ।
রণঃ প্রববৃতে প্রাগ্বৎপুরে রুদ্ধস্য ভূপতেঃ॥ ১০৭৬
নির্ন্নিরোধঃ পথানেন নৃপাবসথ ইত্যভূৎ।
সৈন্যে মড়বরাজ্যানাং স্বয়ং পৃথ্বীহরোগ্রণীঃ॥ ১০৭৭
তত্তৎসামন্তকুলজৈর্ব্বীরৈঃ কাশ্মীরকৈর্ভটৈঃ।
সমেতং ডামরকুলং দুর্জ্জয়ং সর্ব্বতোভবৎ॥ ১০৭৮
কাশ্মীরকাঃ শোভকাস্থাঃ কাকবংশ্যাঃ সহস্রশঃ।
প্রখ্যাতা ভৈক্ষবে পক্ষে রল্লাস্থাশ্চাপরেস্ফুরন্॥ ১০৭৯

এইরূপে পৃথ্বীহর জয়লাভ করিয়া ডামরদিগকে সংহার করিলেন এবং রাজ্যজয়েচ্ছায় ভিক্ষুর সহিত শ্রীনগরের সন্নিকটে চলিলেন। ১০৭৫

রাজা সুস্সল পূর্ব্ববৎ নগর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব্ববৎ উভয় পক্ষের বহুসৈন্য ও অশ্বাদি তুমুল যুদ্ধে বিনষ্ট হইতে লাগিল। ১০৭৬

এই পথে যাইলে নির্ব্বিঘ্নে রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে ভাবিয়া পৃথ্বীহর মড়বরাজ্যের ডামরদিগের অগ্রণী হইয়া চলিলেন। ১০৭৭

ডামরেরা সামন্ত রাজবংশীয় বীরগণ ও কাশ্মীর যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হওয়ায় নিতান্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। ১০৭৮

শোভক নামক কাশ্মীরিগণ এবং সহস্র সহস্র কাকবংশীয় বীরগণ ও রল্লাদি অপরাপর যোদ্ধারা ভিক্ষাচরের বাহিনী মধ্যে সবিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। ১০৭৯

নদতঃ স্ববলাদ্বাদ্যতুমুলং শৃণ্বতোহপ্যয়ং।
পৃথ্বীহরেণাগণ্যন্ত বাদ্যভাণ্ডানি কৌতুকাৎ॥ ১০৮০
হিত্বা তূর্য্যথ তূর্য্যাদি পরিচ্ছেত্তুং স কৌতুকী।
শ্বপাকদুন্দুভীভাণ্ডশতানি দ্বাদশাশকৎ॥ ১০৮১
তথা বিনষ্টসৈন্যোহপি ত্রিংশদ্বিংশৈর্নৃপাত্মজৈঃ।
মিতৈঃ স্বদেশজৈশ্চারীন্প্রতিজগ্রাহ সুস্সলঃ॥ ১০৮২
রাজস্থাবিচ্ছটিকুলোদ্ভূতাবুদয়ধন্যকৌ।
চম্পাবল্লাপুরাধীশাবুদয়ব্রহ্মজজ্জলৌ॥ ১০৮৩
তেজোমল্লহণহংসানাং ধুর্য্যো হরিহড়ৌকসঃ।
ক্ষত্রিকাভিঞ্জিকাস্থানসব্যরাজাদয়স্তথা॥ ১০৮৪

স্বপক্ষ সৈনিকের সিংহনাদ রণবাদ্য সহ মিশ্রিত হইয়া তুমুল কোলাহল উৎপাদন করিল; পৃথ্বীহর তাহা শুনিয়া কৌতুকে উৎসব বাদ্য মনে করিতেছিলেন। ১০৮০

তিনি কৌতুকবশতঃ বহুসংখ্যক তুরীভেরী ব্যতীত শ্বপাকদিগের বারশত ঢকা প্রভৃতি বাদ্যভাণ্ড গণনা করিয়াছিলেন। ১০৮১

রাজা সুস্সলের বহু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তিনি বিশ ত্রিশ জন রাজপুত্র ও কতিপয় স্বদেশজ সৈন্য লইয়া শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন। ১০৮২

ইচ্ছটি কুলোৎপন্ন উদয় ও ধন্যক নামা রাজস্থদ্বয়, চম্পাধিপতি উদয় ও বল্লাপুরাপতি ব্রহ্মজজ্জল, হরিহড় নিবাসী মল্লহণ হংসদিগের প্রধান পুরুষ তেজ এবং ক্ষত্রিকাভিঞ্জিকা স্থানীয় সব্যরাজ প্রভৃতি বীরগণ ডামরবংশোৎপন্ন নীলাদি বিড়ালপুত্রেরা ও রামপাল এবং তাঁহার যুবাপুত্র সহজিক ও অপরাপর বহুকুলজাত বীরগণ পরমাহ্লাদে

বিড়ালপুত্রো নীলাস্থা ভাবুকাব্বয়সম্ভবাঃ।
রামপালঃ সহজিকো যুবা তস্য চ নন্দনঃ॥ ১০৮৫
নানাবংশ্যাঃ পরেপ্যুগ্রসংগ্রামব্যগ্রতাজুষঃ।
পুরোপরোধসংনদ্ধানরুন্ধন্সর্ব্বতো রিপূন্॥ ১০৮৬
তনূজনির্ব্বিশেষেণ রিল্হণেন মহীভুজঃ।
রণাগ্রেসরতাপ্রাহি বিজয়াদ্যৈশ্চ সাদিভিঃ॥ ১০৮৭
স্বয়মুত্তমিনা রাজ্ঞা বর্ম্মণেব নিজৌ ভুজৌ।
সুজ্জিপ্রজ্জী পাল্যমানাংভৃতাং রণকর্ম্মঠৌ॥ ১০৮৮
তাভ্যাং সাধারণীকুর্ব্বন্রাজ্যোৎপত্তিং মহীপতিঃ।
স মহাব্যসনে তস্মিন্সম্যগ্গূঢ়ধুরোভবৎ॥ ১০৮৯
তৎপক্ষা ভাগিকশরদ্ভাসিমম্মুনিমুঙ্কটাঃ।
কলশাদ্যাশ্চ কুশলা বিপক্ষক্ষোভণেভবন্॥ ১০৯০

ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া যেখানে যেখানে শত্রুরা পুর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল সেই সেই স্থানে তাহাদিগের প্রবলবেগে প্রতিরোধ করিতেছিলেন। ১০৮৩—১০৮৬

যুদ্ধকালে রাজার পুত্রতুল্য রিল্হণ ও বিজয় প্রভৃতি অশ্বারোহী শূরগণ সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়াছিল। ১০৮৭

যুদ্ধদুর্ম্মদ সুজ্জি ও প্রজ্জি রাজার দুই বাহু স্বরূপ ছিলেন; রাজা স্বয়ং তাহাদিগের রক্ষার্থ বর্ম্ম-স্বরূপ হইয়াছিলেন। ১০৮৮

রাজা যেমন এই দুই বীরপুরুষকে রাজত্বের তুল্য-ভোগী করিয়াছিলেন, এই বিষম সঙ্কটে তাহারাও সেইরূপ সমগ্র ভার অকপটে বহন করিয়াছিল। ১০৮৯

রাজপক্ষীয় ভাগিক, শরদ্ভাসি, মম্মুনি, মুঙ্কট এবং কলশাদি বীরগণ অরাতি মর্দ্দনে কৃতি হইয়াছিল। ১০৯০

ভূভর্ত্তু ষ্টক্কবিষয়ে লবরাজস্য নন্দনঃ।
আসীৎকমলিয়শ্চাস্য সংগ্রামাগ্রেসরঃ প্রভোঃ॥ ১০৯১
প্রহারং বলিনস্তস্য চামরধ্বজশোভিনঃ।
প্রভিন্নস্যেব নাগস্য হয়ারোহা ন সেহিরে॥ ১০৯২
অনুজঃ সজ্জিকঃ পৃথ্বীপালো ভ্রাতুঃ সুতোস্য চ।
পাঞ্চালৌ ফাল্গুনস্যেব পার্শ্বরক্ষত্বমায়যুঃ॥ ১০৯৩
এতাবদ্ভির্ভূত্যরত্নৈ রাষ্ট্রেপি কুপিতেজয়ৎ।
ভূরিস্বর্ণার্পণোপাত্তৈর্বাজিভিশ্চ মহীপতিঃ॥ ১০৯৪
তত্র তত্রাহবে সোপি বভ্রামাসংভ্রমো নৃপঃ।
উৎসবে গৃহমেধীব মণ্ডপে মণ্ডপে স্বয়ম্॥ ১০৯৫

রাজার টক্কভূমির শাসনকর্ত্তা লবরাজ নন্দন কমলয়ও প্রভুর অগ্রগামী সেনাদলের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। ১০৯১

নব মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় এই কিশোর-বয়স্ক বলবান বীর যখন চামরধ্বজ শোভিত হইয়া শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বিপক্ষের অশ্বারোহীরা কোনক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। ১০৯২

যেমন পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনের পার্শ্বরক্ষক ছিলেন, সেইরূপ কমলিয়ের অনুজ সজ্জিক এবং তাঁহার ভ্রাতৃনন্দন পৃথ্বীপাল তাঁহার উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল। ১০৯৩

রাজার প্রকৃতিবর্গ বিদ্রোহিভাবাপন্ন হইলেও তিনি পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যরত্নগুলির বীরপণায় এবং বহু স্বর্ণব্যয়ে সংগৃহীত অশ্বারোহীদিগের সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হইলেন। ১০৯৪

গৃহস্থ যেরূপ উৎসব সময়ে গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করে, রাজা সুসলও সেইরূপ নির্ভয়ে সংগ্রাম স্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন। ১০৯৫

তস্য হি বসনং ত্রাসহেতুঃ প্রাভূদুপক্রমে।
প্রবৃদ্ধিং প্রাপ্তমভবদ্ধৈর্য্যদায্যথ ধীমতঃ॥ ১০৯৬
ক্লৈব্যাকুত্তয়মাপাতে মধ্যপাতে ন তাদৃশম্।
করক্ষিপ্তং যথা শীতং মজ্জনে ন তথা পয়ঃ॥ ১০৯৭
বৈরিসৈন্যতমো যত্র যত্র জ্যোৎস্নেব নির্যযৌ।
সিতাসিতা চ ভূভর্ত্তুস্তত্র তত্রাশু বাহিনী॥ ১০৯৮
একদা কৃতসংকেতাস্তুল্যমাহবমেলকে।
মহাসরিতমুত্তীর্য ডামরা নগরেপতন্॥ ১০৯৯

রাজা বাস্তবিক বিপদের সূত্রপাত সময়ে ভীতি-বিহ্বল হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন বিপদ ঘোরতর হইয়া উঠিল তখন ধীমান্ রাজার ধৈর্য্য ও শৌর্য্য বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। ১০৯৬

হঠাৎ ভয় উপস্থিত হইলে অনেকেই বিমূঢ় হইয়া পড়ে, কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়িলে আর সে বিহ্বলতা থাকে না; শীতল জল কেহ গাত্রে ছড়াইয়া দিলে যেমন শীত বোধ হয়, জলে মগ্ন হইলে তেমন শীত বোধ হয় না। ১০৯৭

রণস্থলের যে যে প্রদেশে শত্রুগণ নিবিড় অন্ধকারের ন্যায় দেখাইতেছিল, সেই সেই প্রদেশেই উৎসাহ-সম্পন্ন তেজোদীপ্ত স্বপক্ষের বাহিনী সূর্য্যরশ্মির ন্যায় নির্গত হইতেছিল। ১০৯৮

উভয় পক্ষ তুল্য সাহসে যুদ্ধ করিতেছিল, এমন সময়ে ডামরেরা সঙ্কেত অনুসারে মহাসরিত নদী পার হইয়া, শ্রীনগরে নিপতিত হইল। ১০৯৯

অসীমনগরস্থানবিভক্তকটকো নৃপঃ।
পরিমেয়াশ্ববারস্তান্নিরশতঃ স্বয়মাত্রবৎ ॥ ১১০০
নাভজজ্ঞামরানীকস্তেন বিদ্রাবিতো ধৃতিম্।
হেমন্তমরুতা কীর্ণপর্ণরাশিরিবেরিতঃ ॥ ১১০১
আনন্দঃ কাককুলজো লোষ্টশাহ্যনলাদয়ঃ।
অন্যে চ ডামরানীকে খ্যাতা ভূভৃত্তটৈর্হতাঃ ॥ ১১০২
লগ্নাভিঘাতানানীতান্রাজ্ঞঃ ক্রূরস্য দৃক্‌পথম্।
বহুন্নিজঘ্নুশ্চণ্ডালা ইব রাজোপজীবিনঃ ॥ ১১০৩
ভয়াদ্গোপাদ্রিমারূঢ়াশ্চাপরে ভৈক্ষবাস্ততঃ।
আসন্নভৃত্যবোভুবনকটকৈর্বেষ্টিতা দ্বিষাম্ ॥ ১১০৪

বিস্তীর্ণ নগরের নানাস্থানে রাজসৈন্য বিভাগক্রমে অল্প অল্প সংখ্যায় বিভক্ত ছিল, ডামরদিগকে নগর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজা স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। ১১০০

যেমন হেমন্ত পবনে বিচলিত শুষ্কপত্র চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ ডামরেরা রাজার দ্বারা বিতাড়িত হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। ১১০১

ডামরচমূ মধ্যে কাককুলজাত আনন্দ, লোষ্টশাহি এবং অনলাদি বীরগণ রাজপক্ষীয় সৈনিকদিগের হস্তে নিহত হয়েন। ১১০২

চণ্ডালবৎ রাজানুচরেরা আহত ডামরদিগকে নিষ্ঠুর রাজার সম্মুখে আনিয়া বধ করিয়াছিল। ১১০৩

তাহার পরে ভিক্ষু-পক্ষীয় অপরাপর সৈনিকেরা ভয়ে গোপাদ্রি পর্ব্বতে আশ্রয় লইল। কিন্তু সেখানেও রাজসৈন্যদল তাহাদিগকে

যো মার্গো দুর্গমঃ পত্রিণোপি ত্রাতুং ততঃ স তান্।
তত্র ব্যাপারয়ামাস ভিক্ষুর্মানী তুরঙ্গমান্ ॥ ১১০৫
কথঞ্চিৎপত্রিণা বিদ্ধগ্রীবস্তস্যাগ্রহীন্মুহুঃ।
পার্শ্বে পৃথ্বীহরো রূঢ়িং দ্বিত্রাশ্চান্তে মহাভটাঃ ॥ ১১০৬
বেলাদ্রিভির্ভিরিবোদ্বৃত্তৈঃ সিন্ধৌ বৈর্দ্বিষতাং বলে।
রুদ্ধে গোপাচলং ত্যক্ত্বা তেঽন্যানারুরুহুর্গিরীন্ ॥ ১১০৭
অথোদতিষ্ঠদ্বামেন রাজানীকস্য বাহিনী।
মল্লকোষ্টস্য পত্ত্যশ্বক্ষোভিতাশেষদিক্তটা ॥ ১১০৮

বেষ্টিত করিয়া ফেলিলে, তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ১১০৪

তখন তাহাদিগের রক্ষার্থ মহামানী ভিক্ষু সাদী সৈন্য লইয়া পক্ষীরও দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবর্ত্ম দিয়া অগ্রসর হইলেন। ১১০৫

পৃথ্বীহরের গ্রীবাদেশে একটী তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি ও আর দুই তিন জন যোদ্ধা ভিক্ষুর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া শৈলারোহণ করিয়াছিলেন। ১১০৬

যেরূপ উন্নত বেলাভূমি উদ্দাম সাগরতরঙ্গকে তীর অতিক্রম করিতে দেয় না, সেইরূপ শত্রুসৈন্যেরা গিরি আরোহণে বাধা পাইয়া গোপাচল পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য গিরি শিখরে উঠিয়া পড়িল। ১১০৭

অনন্তর রাজ-অনীকিনীর বামপার্শ্ব দিয়া মল্লকোষ্টের বাহিনী উঠিয়া পড়িল। তদীয় পদাতি ও সাদী সৈন্যের কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়াছিল। ১১০৮

অরিপৃষ্ঠগ্রহব্যগ্রৈস্তিষ্ঠন্ স্বৈর্বর্জিতো বলৈ।
তদাজ্ঞায্যখিলৈরেব হতো রাজেত্যসংশয়ম্॥ ১১০৯
আপাতং সুস্সলো রাজা যাবত্তস্যা বিসোঢ়বান্।
তাবৎসাবরজঃ প্রজ্জিরাজগাম রণাঙ্গনম্॥ ১১১০
আষাঢ়বহুলাষ্টম্যাং স হয়ারোহমেলকঃ।
নিজশস্ত্রধ্বনিপ্রত্তসাধুবাদো মহানভূৎ॥ ১১১১
তাভ্যাং সংশামিতো যুদ্ধে সপুত্রঃ সসমীরণঃ।
দাবো নভোনভস্যাভ্যামিব প্রাপাম্বুবৃষ্টিভিঃ॥ ১১১২
সংগ্রামবহুলে কালে তাদৃগন্যো ন কোপাভূৎ।
যাদৃক্ষ দিবসো বীর্যশৌটীর্যনিকষোপলঃ॥ ১১১৩

রাজপক্ষীয় সৈন্তেরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং রাজা সৈন্তদল হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন, সকলেই মনে করিল এইবার রাজা নিশ্চয়ই হত হইয়াছেন। ১১০৯

রাজা সুস্সল কোনরূপে মল্লকোষ্টের বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিলেন, ইত্যবসরে সানুজ প্রজ্জি রণক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। ১১১০

আষাঢ় মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অশ্বারোহীদিগের তুমুল সংগ্রাম হয়, বীরগণের স্ব স্ব শস্ত্রের ঝনঝনা শব্দেই মহান্ সাধুবাদ উঠিয়াছিল। ১১১১

দাবানলের সহিত সমীরণ যোগ দিলেও যেমন শ্রাবণ ভাদ্রের বারিধারায় তাহা শীঘ্রই প্রশমিত হয়, সপুত্র মল্লকোষ্টও সেইরূপ ভুজ্জি প্রজ্জির হস্তে সত্বরে পরাভূত হইলেন। ১১১২

উক্ত সময়ে বহু যুদ্ধই সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু গোপাদ্রির যুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে বীরগণের শৌর্য্যবীর্য্যের পরীক্ষা হইয়াছিল। ১১১৩

অনীকিনী লাহরী সা বিলম্বেনায়াযাবিতি।
যেষামুৎপাটনেচ্ছূনাং নাভবদ্বস্তমেলকঃ ॥ ১১১৪
অন্যোন্যস্ত পরিজ্ঞাতা দিবসে তত্র সংকটে।
ভিক্ষোর্ভূমিভৃতা শক্তির্ভূমিভর্তুশ্চ ভিক্ষুণা ॥ ১১১৫
ততো মড়বরাজ্যাংস্তান্যোদ্ধুং তত্রৈব নির্দিশন্।
ক্ষিপ্তিকারোধসা যুদ্ধমেত্য পৃথ্বীহরোগ্রহীৎ ॥ ১১১৬
দিগন্তরাদথায়াতো যশোরাজো মহীভুজা।
মণ্ডলেশ্বরতাং নিন্যে রিপূন্প্রতি জিহীর্ষুণা ॥ ১১১৭
খেরীকার্যে পুরা তস্ত লবন্যা দৃষ্টবিক্রমাঃ।
রণেষু মুখমালোক্য শতশঃ প্রচকম্পিরে ॥ ১১১৮

লাহর চমূ অনতিবিলম্বে রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতেই, বিদ্রোহীরা রাজসৈন্য দলনে সমর্থ হয় নাই। ১১১৪

এই গিরি সঙ্কটের যুদ্ধেই রাজা সুস্সল ও ভিক্ষু উভয়েই পরস্পরের শক্তির পরিচয় পাইলেন। ১১১৫

অনন্তর পৃথ্বীহর মড়ব দেশীয় সেনাগণকে তাহাদিগের স্ব স্ব স্থানে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং ক্ষিপ্তিকা নদীর তটদেশে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ১১১৬

এই সময়ে যশোরাজ বিদেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা শত্রু-জয়াভিলাষে তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বরের পদে নিযুক্ত করিলেন। ১১১৭

যৎকালে যশোরাজ খেরী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে লবন্যেরা তাঁহার বিক্রমের পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে রণক্ষেত্রে তাঁহার মুখ দেখিয়া তাহারা ভয়ে শত শত বার কম্পিত হইতেছিল। ১১১৮

কুঙ্কুমালেপনচ্ছত্রহয়াদিপ্রতিপত্তিদঃ।
সর্ব্বেষামভিনন্দ্যস্তং তং রাজা স্বমিবানয়ৎ ॥ ১১১৯
দীর্ঘে পপ্রবয়াপ্যেষ দুঃস্থিতঃ স্বাস্থ্যলিপ্সয়া।
জনো ববন্ধ তত্রাস্থাং নববৈদ্য ইবাতুরঃ ॥ ১১২০
জ্যায়াংসং পঞ্চচন্দ্রাখ্যং শেষাণাং গর্গজন্মনাম্।
নৃপতির্ম্মল্লকোষ্ঠস্য প্রাতিপক্ষ্যে ন্যযোজয়ৎ ॥ ১১২১
শিশুশ্ছুড্ডাখ্যয়া মাত্রা পালিতঃ স শনৈঃ শনৈঃ।
আশ্রীয়মাণোহনুচরৈঃ পিত্র্যৈঃ কিঞ্চিৎপ্রথাং যযৌ ॥ ১১২২
যশোরাজানুযাতেন রাজ্ঞা জন্যেষু নির্জ্জিতাঃ।
কেচিত্তৎপক্ষমভজন্ ভগ্নাঃ কেচিচ্চ ডামরাঃ ॥ ১১২৩

রাজা তাঁহাকে কুঙ্কুম আলেপন, ছত্র অশ্ব ও বহু সম্মান প্রদান করিয়া সকলের চক্ষে আত্মতুল্য সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিলেন। ১১১৯

লোকে যেমন বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া রোগ অসাধ্য না হইলে, নূতন বৈদ্য দেখিলে আশ্বাসিত হয় এবং তাহার উপর শ্রদ্ধালু হয়, যশোরাজকে দেখিয়া সকলের প্রতীতি জন্মিল এইবার তাহাদিগের বহুকাল ব্যাপী দুর্দ্দিন শীঘ্রই দূর হইবে। ১১২০

পঞ্চচন্দ্রকে মল্লকোষ্টের প্রতিপক্ষে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত করিলেন। তদনন্তর রাজা, গর্গের মৃতাবশিষ্ট পুত্রদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পঞ্চচন্দ্র নিতান্ত কিশোরবয়স্ক যুবা, তখনও তদীয় জননী ছুড্ডার তত্ত্বাবধানেই ছিলেন, তিনি ক্রমে পিতার অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া কথঞ্চিত প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। ১১২১।১১২২

রাজা ডামরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন। যশোরাজ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন; ডামরেরা পরাভূত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল কেহ কেহ রাজ পক্ষে আসিয়া যোগ দিল। ১১২৩

স ভিক্ষুঃ প্রযযৌ পৃথ্বীহরঃ স্বমুপবেশনম্।
মল্লকোষ্টোন্মুখো রাজা নির্জগামামরেশ্বরম্॥ ১১২৪
অত্রান্তরে মল্লকোষ্টো বিসৃজ্য নিশি তস্করান্।
সদাশিবান্তিকে শূন্যাং রাজধানীমদাহয়ৎ॥ ১১২৫
পৃথ্বীহরেণ ভূয়োপি যোদ্ধুমাগচ্ছতাসকৃৎ।
প্রজ্জিসুজ্জিমুখা যুদ্ধমকুর্বন্‌ক্ষিপ্তিকাতটে॥ ১১২৬
বারং বারং লবস্তঃ স নগরে নির্দ্দহন্‌গৃহান্।
প্রায়ঃ শূন্যত্বমনয়দ্বিতস্তাতীরমুত্তমম্॥ ১১২৭
তত্র তত্র রণান্‌কুর্ব্বন্‌প্রাণসন্দেহদায়িনঃ।
আচক্রামাথ নৃপতির্লহরং বহুলৈর্ব্বলৈঃ॥ ১১২৮

পৃথ্বীহর ভিক্ষাচরকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, রাজা তখন মল্লকোষ্টের অভিমুখে অমরেশ্বরে চলিলেন। ১১২৪

এই অবসরে মল্লকোষ্ট কতিপয় তস্করকে নিশিযোগে প্রেরণ করিয়া সদাশিবের সমীপস্থিত শূন্য রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত করাইয়া ছিলেন। ১১২৫

পুনর্ব্বার পৃথ্বীহর কয়েকবার যুদ্ধ করিতে আসিলে, প্রজ্জি ও সুজ্জি প্রমুখ বীরগণ তাঁহার সহিত ক্ষিপ্তিকা তটে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১১২৬

এই লবস্ত বারংবার শ্রীনগরে আসিয়া বহুসংখ্যক গৃহ দগ্ধ করিয়া যান এবং বিতস্তা তীরস্থিত উত্তমোত্তম স্থানগুলি প্রায় জন-শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১১২৭

তাহার পর রাজা নানাস্থানে প্রাণসংশয়প্রদ যুদ্ধ করিয়া বহু সৈন্য লইয়া লহর আক্রমণ করিলেন। ১১২৮

সিন্ধুং তরন্তো নিঃসেতুং দৃতিভঙ্গাত্ত্বযুর্জ্জলে।
মন্দিরং কন্দরাজাত্যাস্তদীয়াঃ সমবর্ত্তিনঃ॥ ১১২৯
দরদ্দেশং যযৌ মল্লকোষ্ঠো রাজ্ঞা নিরাকৃতঃ।
সপুত্রাপ্যভজচ্ছুড্ডা প্ররোহং লহরান্তরে॥ ১১৩০
আনিন্থিরে জয্যকেন লবন্যেন নৃপান্তিকম্।
বিষলাটান্তরাত্তেথ জনকশ্রীবকাদয়ঃ॥ ১১৩১
লহরারব্ধ্যাতিক্রান্তনিদাঘঃ শরদাগমে।
শমালাং নির্যযৌ রাজা যশোরাজান্বিতস্ততঃ॥ ১১৩২
ভগ্নং পৃথ্বীহরত্রাসাৎসৈন্যং রক্ষন্মনীমুখে।
আজৌ সজ্জাত্মজো ডোম্বনামা রাজসুতো হতঃ॥ ১১৩৩

সিন্ধুনদীতে সেতু বন্ধন না করিয়াই চর্ম্মভাণ্ড (ভিস্তি) অবলম্বন পূর্ব্বক নদী পার হইবার সময় ভিস্তি ফাটিয়া যাওয়ায়, রাজপক্ষীয় কন্দরাজ প্রভৃতি যমমন্দিরে উপনীত হয়েন। ১১২৯

রাজার আক্রমণে মল্লকোষ্ঠ পরাজিত হইয়া দরদ দেশে পলায়ন করিলে, সপুত্রা ছুড্ডা লহররাজ্যে ক্ষমতাশালিনী হইয়া উঠিলেন। ১১৩০

অনন্তর লবন্য জয্যক বিষলাটা হইতে জনকসিংহ শ্রীবকাদিকে রাজসমীপে আনয়ন করেন। ১১৩১

অনন্তর রাজা লহর-ব্যাপার শেষ করিতে করিতে গ্রীষ্মকাল শেষ হইল; শরদাগমে যশোরাজকে লইয়া শমালাভিমুখে নির্গত হইলেন। ১১৩২

পৃথ্বীহরের ভয়ে পলায়িত রাজসৈন্য রক্ষা করিবার সময় সজ্জাত্মজ ডোম্ব নামক রাজপুত্র মনীমুখের যুদ্ধে নিহত হন। ১১৩৩

যুদ্ধং সুবর্ণসানুর্গ্রামশূরপুরাদিষু।
কুর্ব্বন্‌ সুশর্ম্মনৃপঃ প্রাপ পর্য্যায়েন জয়াজয়ৌ॥ ১১৩৪
শ্রীকল্যাণপুরাত্ভঙ্গং নীতে পৃথ্বীহরাদিভিঃ।
শ্রীবকে নাগবট্টাস্ত্যা যুধি প্রাপুঃ প্রমাপণম্‌॥ ১১৩৫
পৌষে সুবর্ণসানুরান্নিহন্তং মাতুরন্তিকম্‌।
টিক্কং স দেবসরসং ব্যসৃজদ্গর্গবল্লভাম্‌॥ ১১৩৬
স্বেন রাজ্ঞশ্চ সৈন্যেন সহিতা সা জিতাহিতা।
অকস্মাত্তত্র টিক্কেন নিপত্য নিহতা যুধি॥ ১১৩৭
স স্ত্রীবধং বাধাৎপাপী দ্বিতীয়মপি নির্ঘৃণঃ।
বিশেষঃ কোঽথবা তির্য্যঙ্‌ম্লেচ্ছতস্কররক্ষসাম্‌॥ ১১৩৮

রাজা সুসর্ম্মা, সুবর্ণ সানুর গ্রামে শূরপুরে ও অন্যান্য স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া কখন জয় কখন পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৩৪

পৃথ্বীহরের আক্রমণে শ্রীবক পরাস্ত হইয়া শ্রীকল্যাণপুর হইতে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। নাগবট্ট প্রমুখ বীরগণ তাহাতে প্রাণত্যাগ করেন। ১১৩৫

পৌষ মাসে, সুবর্ণ সানুর হইতে পৃথ্বীহর টিক্ককে গর্গ পত্নী ছুড্ডার বধার্থ দেব-সরসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ছুড্ডা বীররমণী ছিলেন, তিনি স্বীয় সৈন্য ও রাজসৈন্যের সাহায্যে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু টিক্ক সহসা তথায় আসিয়া ছুড্ডাকে নিহত করে। ১১৩৬.৩৭

মহাপাপী নিষ্ঠুর টিক্ক এই দ্বিতীয়বার স্ত্রীবধ করিল। অতঃপর পশু, ম্লেচ্ছ, তস্কর ও রাক্ষস হইতে তাহার আর কি প্রভেদ রহিল? ১১৩৮

অবলাং স্বামিনীং হস্তমানাং ত্যক্ত্বা পলায়িতাঃ।
চিত্রং পশুপমাঃ শস্ত্রং স্বীচক্রুর্লাহরাঃ পুনঃ॥ ১১৩৯
ঈষৎপ্রাগাগতং শম্যাং ভূয় এবোত্থিতং নৃপঃ।
জ্ঞাত্বা মড়বরাজ্যং স প্রযযৌ বিজয়েশ্বরম্॥ ১১৪০
মল্লরাজতনূজানাং নিজা জিহ্বৈব দুর্জ্জনা।
বভূব প্রভবিধ্বংসে ব্যাপদাপাতদূতিকা॥ ১১৪১
প্রায়শ্চালনীতনে কালে ভৃত্যাস্তিতউবৃত্তয়ঃ।
দর্শয়ন্তি সমুৎসার্য সারং দোষতুষগ্রহম্॥ ১১৪২
আবাল্যাৎসংস্তুতাশ্লীলবচঃপরুষভাষিতৈঃ।
নির্গৌরবৈর্যশোরাজো রাজ্ঞি তস্মিন্ব্যরজ্যত॥ ১১৪৩

আর অবলা স্বামিণীকে শত্রু হস্তে ফেলিয়া যাহারা পলায়ন করিয়াছিল, সেই পশু-প্রায় নিলর্জ্জ লবণ্যেরা পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করিল কিরূপে? কি আশ্চর্য্য! ১১৩৯

কিয়ৎকাল পুর্ব্বে মড়ব রাজ্যে কিঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, যখন রাজা শুনিলেন, তথায় পুনর্ব্বার বিদ্রোহ উপস্থিত, তিনি তৎক্ষণাৎ বিজয়েশ্বরে প্রস্থান করিলেন। ১১৪০

মল্লরাজ পুত্রদিগের জিহ্বাই দুষ্ট সরস্বতীর আবাস স্থান; তাঁহাদিগের প্রভুত্বের অবসান এই দুষ্ট-জিহ্বার ব্যবহারেই জানা যাইত। ১১৪১

আধুনিক সময়ে ভৃত্যগণ প্রায়ই চালুনি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দেখা যায়, যাহা কিছু সার তাহা নিম্নে ফেলিয়া দেয়, উপরে দোষরূপ তুষ-গুলিই গ্রহণ করে। ১১৪২

রাজা সুস্সল বাল্যকাল হইতেই অশ্লীল এবং নিষ্ঠুর বাক্য

স দুর্জ্জাতির্মহাসৈন্যযুতো বন্তিপুরস্থিতঃ।
অশুভজ্ঞস্তত উত্থায় প্রতিপক্ষসমাশ্রয়ম্ ॥ ১১৪৪
বৈরিপক্ষগতে তস্মিন্বলৈঃ সর্ব্বোত্তমৈঃ সমম্।
বিহ্বলো বিজয়ক্ষেত্রাৎপলায়িষ্ট মহীপতিঃ ॥ ১১৪৫
ধিগ্রাজ্যং যৎকৃতে সোপি সেহে প্রাণান্নিরক্ষিষুঃ।
মুষ্ণদ্ভিশ্চৌরচণ্ডালপ্রায়ৈঃ পরিভবং পথি ॥ ১১৪৬
মাঘে পলায্য নগরং প্রবিষ্টঃ স বথাভিধে।
ভৃত্যে দ্রোগ্ধর্যশঙ্কিষ্ট স্বেষামপি তনূরুহাম্ ॥ ১১৪৭
কাশ্মীরিকে জনেশেষে নিরাশে নির্ভরাং ততঃ।
অঙ্কন্যস্তোত্তমাঙ্গোভূৎপ্রজ্জিপক্ষে ক্ষমাপতিঃ ॥ ১১৪৮

প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন। উক্তরূপ গৌরব-নাশক বাক্য শুনিয়া যশোরাজ রাজার উপর বিরক্ত হয়েন। ১১৪৩

দুর্জ্জন যশোরাজ অবন্তিপুরে বিপুল সৈন্যসহ অবস্থান করিতেছিলেন তিনি সসৈন্যে তথা হইতে উঠিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। ১১৪৪

যশোরাজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষ গত হইলে, রাজা বিহ্বল হইয়া বিজয়ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। ১১৪৫

পথিমধ্যে চৌর-চণ্ডালেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ, এবং যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিলেও, "যে রাজ্যের জন্য তিনি প্রাণে বাঁচিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সে রাজ্যকেই ধিক্। ১১৪৬

রাজা মাঘ মাসে পলাইয়া গিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করেন। তথায় বথ নামক ভৃত্যকে বিশ্বাসঘাতক দেখিয়া তাঁহার স্বীয় কেশকলাপেও বিশ্বাস রহিল না। ১১৪৭

যখন কাশ্মীরী লোকমাত্রেই তাঁহার অবিশ্বাস জন্মিল, তখন এক মাত্র প্রজ্জির ক্রোড়েই তিনি মস্তক ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ১১৪৮

মুদ্রিতা রুদ্রপালাদিপূর্ব্বরাজাত্মজপ্রথা।
প্রজ্জিনা বিক্রমত্যাগনয়দ্রোহাদিভির্গুণৈঃ ॥ ১১৪৯
তেনৈব বর্ধিতামুত্র দেশে বিশদকীর্ত্তিনা।
কালদৌরাত্ম্যলুঠিতা প্রতিষ্ঠা শস্ত্রশাস্ত্রয়োঃ ॥ ১১৫০
অমন্ত্রয়ত সংগম্য যশোরাজস্তু ভিক্ষুণা।
নেচ্ছন্তি ডামরা রাজ্যং তব বিক্রমশঙ্কিতাঃ ॥ ১১৫১
উৎপাদ্য পুনরুৎপিঞ্জং সাধিষ্ঠানবলা বয়ম্।
রাজ্যং স্বয়ং গ্রহীষ্যামো যাস্যামো বা দিগন্তরম্ ॥ ১১৫২
ইতি তৈর্মন্ত্রিতে ছুড্ডাং হতাং শ্রুত্বা দরৎপুরাৎ।
আগত্য মল্লকোষ্ঠোপি প্রাবিশৎস্বোপবেশনম্ ॥ ১১৫৩

প্রাজ্জির বিক্রম, দানশীলতা, নীতি, ও রাজভক্তি প্রভৃতি গুণে পূর্ব্বাগত রুদ্রপাল প্রভৃতি রাজপুত্রদিগের খ্যাতি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ১১৪৯

তাৎকালিক দুর্ব্ব্যবহারে শস্ত্র ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। নির্ম্মলকীর্ত্তি প্রজ্জির গুণে উহা এদেশে পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১১৫০

কিন্তু যশোরাজ ভিক্ষুর সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন "তোমার বিক্রম দেখিয়া ডামরেরা ভীত; এইজন্য তাহারা তোমার রাজ্য কামনা করে না।" অতএব "আমরা পুনরায় নূতন বিপ্লব ঘটাইয়া রাজধানীর সৈন্যবল লইয়া স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ করিব অথবা দেশান্তরে চলিয়া যাইব। ১১৫১।৫২

যখন তাঁহারা এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছিলেন তখন মল্লকোষ্ঠ, ছুড্ডা হত হইয়াছে শুনিয়া দরদপুর হইতে আসিয়া স্বস্থানে প্রবেশ করেন। ১১৫৩

বর্ষোথ দুস্তরঃ খ্যাত একান্নশতসংখ্যয়া।
সর্ব্বভূতান্তকৃল্লোকে প্রাবর্ত্তত সুদারুণঃ॥ ১১৫৪
বসন্তে ডামরাঃ সর্ব্বে প্রাগ্বন্মার্গৈর্নিজৈর্নিজৈঃ।
আগত্য ভূয়ো ভূপালং নগরস্থমবেষ্টয়ন্॥ ১১৫৫
ধীরঃ সুস্সলদেবোপি পুনরাসীদ্দিবানিশম্।
নিঃসীমসমরস্তোমারম্ভসংরম্ভভাজনম্॥ ১১৫৬
দাহলুণ্ঠনসংগ্রামকর্ম্মশৌণ্ডৈঃ স ডামরৈঃ।
প্রাগ্বিপ্লবেভ্যোপ্যধিকো বিপ্লবঃ পর্যবর্দ্ধত॥ ১১৫৭
মহাসরিৎপথে নির্নিরোধে তস্থুর্বিবিক্ষবঃ।
নগরং তে যশোরাজভিক্ষুপৃথ্বীহরাদয়ঃ॥ ১১৫৮

তাহার পর লোকক্ষয়কারী দারুণ দুঃসহ উনশত বৎসর (লৌকিক অব্দ ৪১৯৯) আসিয়া উপস্থিত হইল। ১১৫৪

তদনন্তর বসন্তকাল আসিলে ডামরেরা নিজ নিজ গিরিপথ দিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার শ্রীনগরস্থিত ভূপালকে পূর্ব্ববৎ বেষ্টন করিল। ১১৫৫

নির্ভীক রাজা সুস্সল পুনর্ব্বার দিবানিশি অসীম সমরতরঙ্গের উচ্ছ্বাসভাজন হইয়া পড়িলেন। ১১৫৬

ডামরেরা অনবরত পুরবাসীদিগের গৃহদাহন তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, বর্ত্তমান বিপ্লব পূর্ব্ব-বিপ্লব অপেক্ষা প্রবলতর বোধ হইয়াছিল। ১১৫৭

নগর প্রবেশের পক্ষে মহাসরিৎ পথ অপেক্ষাকৃত বিঘ্নহীন দেখিয়া যশোরাজ, ভিক্ষু, পৃথ্বীহর প্রভৃতি সকলেই উক্ত স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। ১১৫৮

ততঃ কতিপুচিহ্ন্যহ্নাহেষু যাতেষু সংগরে।
নিজেনৈব যশোরাজঃ পরকীয়ভ্রমাদ্ধতঃ ॥ ১১৫৯
কষ্যাত্মজেন হি সমং বিজয়াখ্যেন সাদিনা।
সৌস্সলে ন তু সংগ্রামে পরাবৃত্তৈঃ প্রদর্শয়ন্ ॥ ১১৬০
বিপ্রলব্ধৈঃ স বর্ণাশ্বকবচাবেক্ষণাম্লিজৈঃ।
শূলায়ুধিভিরুদ্ধামৈঃ শূলাঘাতৈরহন্যত ॥ ১১৬১
ভিক্ষো রাজ্যং সমর্থোয়ং দাতুং হর্তুং ততশ্চ নঃ।
ভীত্যা তৈর্ডামরৈরেব স ঘাতিত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১১৬৩
যথৈব তেন বিশ্বস্তঃ স্বামী দ্রোহেণ বঞ্চিতঃ।
তথৈব প্রাপ বিশ্বস্তঃ ক্ষিপ্রমেব বধং মৃধে ॥ ১১৬৩

কয়েক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ইতোমধ্যে যশোরাজ স্বপক্ষীয়ের হস্তে শত্রুভ্রমে নিহত হন। তাহার কারণ এই, কষ্যা-পুত্র বিজয় নামক সুস্সলপক্ষীয় অশ্বারোহীর সহিত যশোরাজ যুদ্ধ করিতে করিতে যেমন অশ্ব ফিরাইয়া আসিতেছিলেন, তৎ পক্ষীয় কতিপয় বর্ষাধারী সৈনিক তাঁহার বর্ণ, অশ্ব, ও কবচ দেখিয়া তাঁহাকে বিজয় মনে করিয়া বর্শাঘাত করে। তিনি তাহাতেই প্রাণত্যাগ করেন। ১১১৫৯—১৬১

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে "যশোরাজ ভিক্ষুকে রাজ্য দিতে সমর্থ। এবং তৎপরে আমাদিগকেও বিনাশ করিতে পারেন" এই রূপ আশঙ্কা করিয়া ডামরেরাই তাঁহাকে বধ করে। ১১৬২

যশোরাজ যেরূপ বিশ্বাসকারী প্রভুকে বঞ্চিত করিয়া বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ বিশ্বস্তভাবেই স্বজন হস্তে যুদ্ধকালে নিহত হন। ১১৬৩

পৃথ্বীহরস্তত্র তত্র যোধয়িত্বাথ ডামরান্।
ক্ষিপ্তিকারোধসা ভূয়োভেত্য সংগ্রামমগ্রহীৎ ॥ ১১৬৪
তত্রাধিষ্ঠানযোধানাং ভিক্ষুপক্ষোপজীবিনাম্।
পৌরুষং স্বপরোৎকর্ষপরিভাবি ব্যভাব্যত ॥ ১১৬৫
বহ্নিদানমহাযোধসংহারাদ্যৈরুপদ্রবৈঃ।
একমেকমহস্তত্রানেহস্যাসীদ্ভয়াবহম্ ॥ ১১৬৬
অতপত্তরণিস্তীক্ষ্ণমভীক্ষ্ণং ভূরকম্পত।
ববৃদ্রুমাদীনভঞ্জন্তো মহোৎপাতপ্রভঞ্জনাঃ ॥ ১১৬৭
পবনোত্থাপিতৈঃ পাংশুকূটৈর্দ্দধে মহোদ্ধতৈঃ।
ব্যোম্নি প্রোত্তুস্তনস্তম্ভভঙ্গিনির্ঘাতদারিতে ॥ ১১৬৮

অনন্তর পৃথ্বীহর ডামরদিগকে নানাস্থানে যুদ্ধার্থ আদেশ দিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার ক্ষিপ্তিকাতটে আসিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ১১৬৪

তথায় রাজধানীর যোধগণ ভিক্ষুপক্ষে থাকিয়া যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করে তাহাতে শত্রুপক্ষীয় অসমসাহসী শূরগণের অপেক্ষাও তাহাদের শৌর্য্য সমধিক প্রতিপন্ন হয়। ১১৬৫

এই সময়ে বহ্নি প্রয়োগে, মহাহবে বীরগণের সংহারে এবং নানা বিধ উৎপাতে প্রত্যহ লোকের মনে বিভীষিকা জন্মিতেছিল। ১১৬৬

এই সময় সূর্য্যের দারুণ উত্তাপ, ঘন ঘন ভূমিকম্প, হঠাৎ প্রবল ঝটিকায় মহীরুহ সকলের উৎপাটন দেখা গিয়াছিল এবং প্রবল বায়ুবলে ধূলিপটল উঠিয়া গগন আচ্ছাদিত করিতেছিল ও প্রচণ্ড নির্ঘাত শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছিল। ১১৬৭।১১৬৮

জ্যেষ্ঠস্য শুক্লৈকাদশ্যাং প্রবৃত্তেথ মহারণে।
কাষ্টীলে ডামরা বহ্নিমেকস্মিন্ প্রদদুর্গৃহে ॥ ১১৬৯
সোগ্নির্ব্বা মারুতোদ্ধূতঃ প্রসরন্বৈদ্যুতোথ বা।
জজ্বালৈকপদে কৃৎস্নং নগরং নিরবগ্রহঃ ॥ ১১৭০
দৃষ্টস্তনানীমেতাবদ্গজব্যূহ ইবাপতৎ।
মাক্ষিকস্বামিনো ধূমো বৃহৎসেতৌ যদুত্থিতঃ ॥ ১১৭১
অথেন্দ্রদেবীভবনবিহারং সহসাগমৎ।
ততো নগরভূজ্জ্বালং ক্ষণাৎসর্ব্বমদৃশ্যত ॥ ১১৭২
ন ভূমির্ন দিশো ন দ্যৌর্ধূমধ্বান্তে ব্যভাব্যত।
হুড়ুক্কামুখচর্ম্মাভো দৃশ্যাদৃশ্যোভবদ্রবিঃ ॥ ১১৭৩

অনন্তর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ডামরেরা কাষ্টিলার একটী গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। বায়ু-বশেই অগ্নি বর্দ্ধিত হয় কিম্বা বিদ্যুৎ-অগ্নি চারিদিকে ব্যাপিয়া থাকে; যাহাহউক অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র নগরে সেই অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কোনও প্রকারেই নিবারিত হয় নাই। তখন দৃষ্ট হইল মাক্ষিক-স্বামী (ক্ষুদ্র দ্বীপাকার স্থান) হইতে যে ধূমরাশি গজ-ব্যূহের ন্যায় বৃহৎ সেতুর উপরে উঠিতেছিল সেইসময়েই ইন্দ্রদেবী ভবন বিহারে সহসা অগ্নি লাগিল; অমনি সমস্ত নগর ক্ষণমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। ১১৬৯—১১৭২

ধূমান্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল, কি স্থল, কি দিক্, কি আকাশ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই; হুড়ুক্কা মুখচর্ম্মের ন্যায় সূর্য্যদেব একবার দৃশ্য একবার অদৃশ্য হইতেছিলেন। ১১৭৩

ধূমান্ধকারসংছন্নাস্ততঃ প্রজ্বলতাগ্নিনা।
অপুনর্দ্দর্শনায়েব মুহূর্ত্তাবিষ্কৃতা গৃহাঃ ॥ ১১৭৪
বিতস্তাদৃশ্যতোজ্জ্বালবেশ্মাশ্লিষ্টতটদ্বয়া।
রক্তাক্তোভয়ধারেব কৃতান্তস্যাসিবল্লরী ॥ ১১৭৫
ব্রহ্মাণ্ডোর্ধ্বকবাটান্তসংস্পর্শাৎপতিতোন্নতৈঃ।
জ্বালাকলাপৈঃ সংবৃদ্ধৈর্হৈমচ্ছত্রবনায়িতম্ ॥ ১১৭৬
উচ্চাবচৈর্য্যতো জ্বালাশৃঙ্গৈর্হেমাদ্রিসংনিভঃ।
বহ্নির্ধূমচ্ছলান্মূর্দ্ধ্নি বভারাম্বুধরাবলিম্ ॥ ১১৭৭
আবির্ভবন্তো জ্বালাভ্যো গৃহাশ্চক্রুর্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ।
অদগ্ধায়ত ইত্যাশাং বিমুগ্ধগৃহমেধিনাম্ ॥ ১১৭৮

প্রথমতঃ গৃহ সকল ধূমাচ্ছন্ন ছিল, পরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেই দৃষ্টিগোচর হইল। এই শেষবার মাত্র গৃহগুলি দেখা গিয়াছিল। ১১৭৪

বিতস্তার উভয় তীরে অগ্নিময় গৃহগুলি দেখিয়া মনে হইল কৃতান্তের খড়্গের উভয় ধারে শোণিত লিপ্ত রহিয়াছে। ১১৭৫

অগ্নিশিখাসমূহ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধ কবাট প্রান্ত স্পর্শ করিয়া পতিত ও উত্থিত হইতেছিল দেখিয়া বোধ হইল যেন স্বর্ণছত্রের অরণ্য উৎপন্ন হইয়াছে। ১১৭৬

উচ্চ নীচ অগ্নিশিখাসমূহ মেরুপর্ব্বতের ন্যায় ধূমস্বরূপ ঊর্দ্ধভাগে যেন মেঘমালা ধারণ করিয়াছিল। ১১৭৭

মধ্যে মধ্যে অনলালোকে বাসভবন দৃষ্টিগোচর হওয়ায় গৃহস্বামীরা ঐ গৃহগুলি দগ্ধ হয় নাই এইরূপ আশা করিতেছিল। ১১৭৮

জলিতৈস্তাপিতজলা বিতস্তা পতিতৈর্গৃহৈঃ
ঔর্ব্বোষ্মবেদনাক্লেশং বিবেদ সরিতাং প্রভোঃ ॥ ১১৭৯
দীপ্তপক্ষৈঃ খগৈঃ সাকং জ্বলিতা বালপল্লবাঃ।
উদ্যানদ্রুমষণ্ডানাং ব্যোমোড্ডয়নমাদধুঃ ॥ ১১৮০
সুধাসিতাঃ সুরগৃহা জ্বালাসংবলিতা বভুঃ।
ক্ষয়সংধ্যাম্বুদাশ্লিষ্টহিমাদ্রিশিখরভ্রমম্ ॥ ১১৮১
নৃস্নানাবাসনৌসেতুকদম্বৈঃ প্লোষশঙ্কয়া।
অপাস্তৈর্নগরস্যান্তর্যযুর্নদ্যোপি শূন্যতাম্ ॥ ১১৮২
কিমন্যন্মঠদেবৌকোগৃহহট্টাদিবির্জ্জিতম্।
নগরং ক্ষণমাত্রেণ দগ্ধারণ্যমজায়ত ॥ ১১৮৩

বহুসংখ্যক গৃহদগ্ধ হইয়া বিতস্তায় পড়িয়া নদীজল উষ্ণ করিয়া ফেলিল। সরিৎপতি সমুদ্র বাড়বানলে কি ক্লেশ অনুভব করেন তাহা বিতস্তা জানিতে পারিয়াছিলেন। ১১৭৯

উদ্যানস্থিত বৃক্ষশাখা জ্বলিতে জ্বলিতে আকাশে উঠিতেছিল। তত্রস্থ বিহঙ্গকুলের পক্ষও জ্বলিতেছিল। ১১৮০

সুধাধবলিত সমুন্নত দেবালয়গুলিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বোধ হইল যেন হিমালয় শিখরে প্রলয়কালীন সান্ধ্যমেঘমালা শোভা পাইতেছে। ১১৮১

নগর মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্রনদী ছিল, তাহাতে স্নানার্থ কুটীর, নৌকা-সেতু-সমূহ যাহা ছিল, তৎসমুদয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে আশঙ্কায় স্থানান্তরিত করায়, নদীগুলিও যেন জনশূন্য হইয়াছিল। ১১৮২

ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ক্ষণমাত্রেই শ্রীনগর—মঠ,

লোষ্টাবশেষে নগরে ধূমশ্যামী নিরাস্পদঃ।
উচ্চৈরেক্ষো বৃহদ্‌বৃক্ষো দৃষ্টো দগ্ধক্রমোপমঃ॥ ১১৮৪
সৈন্যেষু জ্বলিতাবাসত্রাণায় চলিতেষ্বথ।
শতমাত্রেণ যোধানাং যুতো ভূভৃদজায়ত॥ ১১৮৫
পারং গন্তুং বিতস্তায়াশ্ছিন্নসেতুং তমক্ষমম্।
লব্ধরন্ধ্রা দ্বিষোনন্তা নিহন্তুঃ পর্য্যবারয়ন্॥ ১১৮৬
পুরঃ দগ্ধং সমুৎপন্নং প্রজা নষ্টাশ্চ চিন্তয়ন্।
আসন্নং মরণং রাজা নির্ব্বিগ্নো বহ্বমন্যত॥ ১১৮৭
প্রস্থাস্নুমথ তং প্রত্যন্মুখমাশঙ্ক্য বিক্রতম্।
সংক্ষিতোচ্চৈঃ কমলিয়ঃ ক্ব দেবেত্যব্রবীদ্বচঃ॥ ১১৮৮

দেবমন্দির, লোকালয়, বিপনী প্রভৃতি বর্জ্জিত হওয়ায় একটি ভস্মীভূত অরণ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। ১১৮৩

শ্রীনগর এক্ষণে মৃত্তিকাস্তূপ মাত্রে পরিণত হইল। কেবল মাত্র ধূম-কৃষ্ণ গৃহ-হীন বৃহদবৃক্ষের উন্নত বিগ্রহ দাবদগ্ধ ক্রমের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ১১৮৪

অনন্তর সৈনিকগণ তাহাদের দাহ্যমান আবাস রক্ষার্থ নানাদিকে প্রস্থান করিলে রাজার নিকটে একশত যোদ্ধা মাত্র রহিল। ১১৮৫

রাজা, সেতুভগ্ন হওয়ায় বিতস্তার পরপারে যাইতে অক্ষম হইলেন এই ছিদ্র পাইয়া শত্রুরা তাঁহাকে নিহত করিবার আশায় বেষ্টিত করিয়াছিল। ১১৮৬

নগর ভস্মীভূত, প্রজা পলায়িত, এবং নিজের দশাও শোচনীয়; এইরূপ চিন্তায় রাজার আসন্ন মরণও শ্রেয় বোধ হইতেছিল। ১১৮৭

রাজা ভাবিতে ভাবিতে যেমন প্রস্থানোন্মুখ হইলেন, অমনি

সংরম্ভস্মিতবিদ্যোতিচন্দনোল্লেখমাননম্।
পরিবর্ত্ত্য নিরুদ্ধাশ্বো ধীরঃ স তমভাষত ॥ ১১৮৯
তদদ্য করবৈ ভূমেঃ কৃতে হম্মীরসংগরে।
চকার রাজা ভিজ্জো যৎসোভিমানী পিতামহঃ ॥ ১১৯০
কুতস্ত্যোপোষ দায়াদো যদ্ভ্রাতাস্মাকমস্মি বা।
স হর্ষদেবোপশ্যন্নঃ কার্যশেষং পলায়িতঃ ॥ ১১৯১
কো নাম মানিনাং পঙ্‌ক্তৌ প্রবিষ্টোঽন্তে নিজাং ভুবম্।
অসিক্তাং স্বাঙ্গরক্তেন...ব্যাঘ্রঃ ক্ষিতিমিবোজ্ঝতি ॥ ১১৯২
ইত্যুক্ত্বোদঞ্চয়ন্নশ্বামুৎক্ষিপ্তাগ্রমুখং হয়ম্।
সংপ্রষ্টুমিচ্ছুঃ পাণিভ্যাং কৃপাণমুদনাময়ৎ ॥ ১১৯৩

কতিপয় লোক কমলিয়কে ইঙ্গিতে জানাইল রাজা পলায়ন করিতেছেন।
কমলিয় তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন "দেব কোথায় চলিয়াছেন" ? ১১৮৮

অমনি নির্ভীক রাজা অশ্ব সংযত করিয়া চন্দন-চর্চ্চিত, তেজোরঞ্জিত, স্মিত-শোভিত মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "তোমার মানধন পিতামহ রাজা ভিজ্জ হম্মীর সংগ্রামে স্বীয় ভূমিরক্ষাকল্পে যাহা করিয়াছিলেন, আমি অদ্য তাহাই করিব। ১১৮৯

"এই ভিক্ষাচর কোথা হইতে আসিয়া, কিরূপে আমাদের দায়াদ (জ্ঞাতি রাজ্যাধিকারী) হইল ? রাজা হর্ষদেব পলায়ন কালে দেখিয়াছিলেন আমি ও আমার ভ্রাতা কি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলাম। ১১৯০

মানধনদিগের পঙ্‌ক্তিস্থিত কোন্ রাজা শেষকালে স্বদেহ শোণিতে রঞ্জিত না করিয়া নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারে ? ব্যাঘ্র

ততো নিগৃহ্য বল্গায়াং বাজিনং লবরাজজঃ।
উচে ভৃত্যেষু সংস্কগ্রে প্রবেশার্হা ন ভূভুজঃ॥ ১১৯৪
প্রহারবিক্লবস্তিষ্ঠন্‌গৃহাদেকোভ্যুপায়যৌ।
সংকটে তত্র ভূভর্তুঃ পৃথ্বীপালোহন্তিকং পরম্‌॥ ১১৯৫
কৌলপুত্র্যং স্তবংস্তস্য বাৎসল্যাদেব ভূপতিঃ।
স্বস্যাত্তনিষ্ক্রিয়াং মেনে সেবাবিক্রত্যুপক্রিয়াম্‌॥ ১১৯৬
অথ স্থিতাস্ত্রিভির্ব্যূহৈ রহিতাস্তেকিরঞ্চশরান্‌।
হস্তং বামেন তে যোধাঃ সর্ব্বে বাহনতুর্ম্মদাঃ॥ ১১৯৭

কখন কি রক্তাক্ত না হইয়া নিজ গাত্র চর্ম্ম উৎপাটিত করিতে দেয়?" ।১১৯১।১১৯২

রাজা এই কথা বলিয়া অশ্বের বল্‌গা ছাড়িয়া দিলেন, অশ্বও সম্মুখভাগ উন্নত করিল, যেন দুইহস্তে অশ্বস্কন্ধ স্পর্শ করিবার জন্যই রাজা কৃপাণ উত্তোলন করিলেন। ১১৯৩

তখন লব-রাজতনয় কমলিয় বল্‌গা ধরিয়া অশ্বের গতিরোধ করিলেন এবং বলিলেন, সেবক বিদ্যমানে ভূপতির অগ্রগামী হওয়া শোভা পায় না। ১১৯৪

পৃথ্বীপাল শস্ত্রাহত হইয়া পীড়িত অবস্থায় গৃহে ছিলেন, রাজার ঈদৃশ সঙ্কটকালে তিনিই একাকী রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ১১৯৫

ভূপাল, বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার আভিজাত্যের প্রশংসা করিয়া মনে করিলেন এই বীর পুরুষই কালোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া আমার ঋণ হইতে মুক্তি পাইল। ১১৯৬

অনন্তর শত্রুরা তিন স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিল। যোদ্ধারা অশ্বারোহণ করিয়া অতি গর্ব্বিত হইয়া বামভাগে

স প্রেরয়ংশ্চ তুরগং দৈবাত্তস্থ চ তাদৃশঃ।
সহস্রাণ্যপি ভূরীণি ব্যধীয়স্ত বিরোধিনাম্ ॥ ১১৯৮
অল্পসৈন্যো দ্বিষৎখড়্গমণ্ডলপ্রতিবিম্বিতঃ।
নৃপঃ সাহায়কায়াতবিশ্বরূপ ইবাবভৌ ॥ ১১৯৯
কলবিঙ্কানিব শ্যেনঃ কুরঙ্গানিব কেসরী।
একো ব্যদ্রাবয়দ্ভূরীনরীন্ সুস্সলভূপতিঃ ॥ ১২০০
নিপত্য পত্তীন্ স্কানানখুরাগ্রাণ্যপি বাজিনাম্।
প্রাহরংস্তে হয়ারোহা ব্যূহব্যাহতরংহসঃ ॥ ১২০১

অরাতি নিপাতে ব্যগ্র হইল। রাজা দৈবগৃহীতের ন্যায় সর্ব্বত্র অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এবং শত্রুপক্ষীয় বহু সহস্র সৈন্য নিপাত করিলেন। ১১৯৭।৯৮

নৃপতির সৈন্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প; তিনি রণস্থলে বেগে বিচরণ করিতে করিতে অরাতিদিগের স্বচ্ছ খড়্গাফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়া—কৌরব সমর স্থিত পার্থের সাহায্যে আগত ভগবান বিষ্ণুর ন্যায় সহস্র-মূর্ত্তি বিশ্বরূপের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ১১৯৯

রাজা সুস্সল একাকীই বহু বৈরীকে বিমুখ করিয়াছিলেন, এক শ্যেন বহু কপোতকে বিতাড়িত করে, এক সিংহ দর্শনে মৃগযূথ বেগে পলায়ন করে। ১২০০

সাদী সৈন্যের জনতা এক এক স্থলে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে তাহারা অগ্রসর হইবার পথ না পাইয়া পশ্চাদগামী হইতে লাগিল তাহাতে ব্যূহস্থিত পদাতিক সৈনিকেরা অশ্ব পদতলে পড়িয়া অনেকেই হতাহত হইল। ১২০১

বিদ্বিতজ্বলনজ্বালাঃ সর্ব্ব এব মহাভটাঃ ;
হস্তব্যাশ্চ হতাশ্চাসন্নস্রস্রোতোরুণা ইব ॥ ১২০২
স দিবাং কদনং কৃত্বা দিনস্যান্তে ন্যবর্ত্তত।
বাষ্পায়মাণস্তোকাশং হব্যাসেনেঙ্গিতং পুরম্ ॥ ১২০৩
তাদৃশেপ্যক্ষিতে তস্মিন্নগ্র্যাশাগৌরবং দ্বিষঃ।
স চৌম্মীন্দ্রমণীয়স্য বিনাশাজ্জীবিতাদরম্ ॥ ১২০৪
জাগ্রৎস্বপংশ্চলংস্তিষ্ঠন্স্নানশ্ননথ সোরিভিঃ।
নির্গচ্ছন্নিত্যমাহুতো ন কৈরবাষ্পমীক্ষিতঃ ॥ ১২০৫

অগ্নিশিখাজ্যোতি সৈনিকদিগের দেহে প্রতিফলিত হওয়ায় বোধ হইতেছিল যেন আহত অনাহত সকল মল্লই রক্তাক্ত কলেবর হইয়াছে। ১২০২

নৃপতি দিবাবসানে শত্রু মর্দ্দন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন রাজধানী ভস্মীভূত এবং অল্পসংখ্যক গৃহই অগ্নি কবল হইতে রক্ষা পাইয়াও শ্রীহীন হইয়াছে, তখন নয়নজল সংবরণ করিতে পারেন নাই। ১২০৩

ঈদৃশ দুরবস্থাতেও তিনি রণে পরাজিত হন নাই কিন্তু রমণীয় শ্রীনগরের ধ্বংস দেখিয়া কি শত্রু জয়ে কি নিজ জীবনে তাঁহার আর আদর রহিল না। ১২০৪

স্বপ্নে, জাগরণে, উত্থানে, উপবেশনে, স্নানে ভোজনে, এবং নিত্য নিত্য শত্রুর আহ্বানে বহির্গমনে কোন সময়েই তাঁহাকে সজল নয়ন ভিন্ন দেখা যায় নাই। ১২০৫

বহ্নিনির্দ্দগ্ধসর্ব্বান্নসংভারে মণ্ডলেখিলে।
দুঃসহঃ সহসৈবাথ ঘোরো দুর্ভিক্ষ আয়য়ৌ॥ ১২০৬
দীর্ঘবিপ্লবসংক্ষীণমঞ্চয়া ডামরেৰ্ব্বহিঃ।
উত্তদ্ধোৎপত্তয়ো রুদ্ধসঞ্চারা দগ্ধমন্দিরাঃ॥ ১২০৭
অনাপ্নুবন্তো বিধুরে বাঞ্ছি রাজকুলাদ্ধনম্।
দুর্ভিক্ষে তত্র সামন্তা অপি ক্ষিপ্রং প্রপেদিরে॥ ১২০৮
বহ্নিনির্দুগ্ধশেষাণি বেশ্মান্যন্নাভিলাষিভিঃ।
বুভুক্ষার্ত্তৈর্জ্জনৈর্দ্দত্তো দদাহাগ্নির্দ্দিনে দিনে॥ ১২০৯
সরিতাং সেতবো বারিসংসেকাচ্ছুনবিগ্রহৈঃ।
দুর্গন্ধাঃ কুণপৈ রুদ্ধঘ্রাণৈস্তীর্ণাস্তদা জনৈঃ॥ ১২১০

সমস্ত অন্ন-ভাণ্ডার এককালীন অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় সহসা দুঃসহ ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ১২০৬

সুদীর্ঘ বিপ্লবে পুরবাসীদিগের সঞ্চিত খাদ্যও নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহার উপর তাহাদিগের বাসগৃহ দগ্ধ হইয়া গেল, নগর বহিঃস্থিত শস্যাদি ডামরেরা লুণ্ঠন করিতেছিল, বাহির হইতে নগর প্রবেশের পথও রুদ্ধ করিয়াছিল। ১২০৭

পুরবাসী সম্ভ্রান্ত লোকেও বিপন্ন রাজকুল হইতে কোনরূপ অর্থ সাহায্য না পাওয়ায় দুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত হইয়াছিল। ১২০৮

সেই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের পর যে যে গৃহ অবশিষ্ট ছিল, বুভুক্ষা পীড়িত লোকেরা আহার্য্য সংগ্রহ অভিলাষে তাহাতেও অগ্নি সংযোগ করিতে থাকায় প্রতিদিনই অগ্নিকাণ্ড হইতেছিল। ১২০৯

নদীকূলে পতিত, স্ফীত শটিত শবদেহ হইতে বিকট দুর্গন্ধ

নির্ম্মাংসনরকঙ্কালকপালশকলাকুলা।
উবাহ সর্ব্বতঃ শ্বেতা ক্ষিতিঃ কাপালিকব্রতম্ ॥ ১২১১
কৃচ্ছ্রসঞ্চারিণোর্কাংশুশ্যামক্ষামোচ্চবিগ্রহাঃ।
ব্যভাব্যস্ত বুভুক্ষার্ত্তা দগ্ধস্থাণুনিভা জনাঃ ॥ ১২১২
অথ প্রবন্ধযুদ্ধেন দিনৈঃ কাপিষুণা ক্ষতঃ।
পৃথ্বীহরো মৃত ইতি শ্রুতির্মিথ্যৈব পপ্রথে ॥ ১২১৩
গাঢ়প্রহারবিবশে তস্মিন্প্রচ্ছাদিতে জনৈঃ।
তাং বার্ত্তাং শ্রুতবান্রাজা নন্দানন্দ চোদ্ধতম ॥ ১২১৪
ধীরেব পুংশ্চলী ব্যাজোৎসুক্যসংদর্শনেন তম্।
জয়শ্রীর্লোভয়ন্ত্যাসীন্ন তু ভেজে সমুৎসুকম্ ॥ ১২১৫

উঠিতেছিল, সেতু পার হইবার সময়ে নাসিকা রুদ্ধ না করিয়া কেহ যাইতে পারিত না। ১২১০

ক্ষুধার্ত্ত শীর্ণ দীর্ঘকায় জনগণ সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায়, অতিকষ্টে পরিভ্রমণ করিতেছিল। ১২১১

অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে। এই সময় একটা মিথ্যা জনরব উঠিল যে, পৃথ্বীহর শরাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ১২১২

প্রকৃতপক্ষে পৃথ্বীহর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তদীয় অনুচরগণ সঙ্গোপনে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে রাজা সুস্সল প্রীতি লাভ করিয়া উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ১২১৩

সুচতুরা গণিকার ন্যায় জয়শ্রী তাঁহাকে কৃত্রিম অনুরাগ দেখাইয়া প্রলোভিত করিতেছিলেন মাত্র, বাস্তবিক তাঁহার বাসনা চরিতার্থ করেন নাই। ১২১৫

একান্তবামহৃদয়ো বিধিরানুকূল্যং
মিথ্যা প্রদর্শ্য বিশিনষ্ট্যনুবদ্ধি দুঃখন্
অন্ধীকরোতি ভূশমভ্রমগং জ্বলস্তঃ
ভাস্বন্মহৌষধিভিদে প্রকটয্য বজ্রম্ ॥ ১২১৬

দীর্ঘদুঃখানুভূত্যন্তে যদীয়াগমনোৎসবম্।
তপঃফলমিব স্মাভূৎকাঙ্ক্ষমাসীন্মনোরথৈঃ ॥ ১২১৭

বাৎসল্যোনাম্বিতং প্রেম গৌরবেণ প্রিয়ং বচঃ।
ঔচিত্যেন চ দাক্ষিণ্যং সাপত্যমিব যা দধে ॥ ১২১৮

অল্পোপকরণীভূতবিভূতির্গৃহিণী প্রিয়া।
তস্মিন্কালে মহাদেবী বিপেদে মেঘমঞ্জরী ॥ ১২১৯

বিধির হৃদয় একান্ত প্রতিকূল; সময়ে সময়ে মিথ্যা আনুকূল্য দেখাইয়া প্রলোভিত করে মাত্র; কিন্তু ক্ষণকাল পরে দুঃখরাশি আনিয়া ফেলে; অন্ধকারেও যে মহৌষধী সকল দীপ্তি পায় তাহাদিগের বিনাশার্থই প্রচণ্ড বজ্র জ্বলিয়া উঠিয়া, অন্ধকার বিনাশ করিয়া জলদ হইতে পতিত হয়। কিন্তু হায়! পরক্ষণে ঘোরতর অন্ধকারে চক্ষু আবৃত হইয়া যায়। ১২১৬

তপস্বী তপঃফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘকাল যেমন তপঃ ক্লেশ সহ্য করে, রাজাও সেইরূপ দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করিয়া রাজ্ঞী মেঘমঞ্জরীর সমাগম আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, রাজ্ঞীর হৃদয়ে, প্রেমে বাৎসল্য, প্রিয় বচনে গৌরব, কঠোর সময়োচিত কর্ত্তব্য দয়া, সহজাত সন্তানের ন্যায় বাস করিত; মহাদেবী মেঘমঞ্জরী রাজার প্রেয়সী, গৃহিনী ও সম্পদ্‌স্বরূপা ছিলেন; এই বিপদের সময়েই রাণী মেঘমঞ্জরী প্রাণত্যাগ করেন। ১২১৭—১২১৯

বিনোদশূন্যনির্ব্বিণ্ণঃ লোকযাত্রং জগদ্বিদন্।
প্রাণে রাজ্যেন বা কৃত্যং ম স কিঞ্চিন্নিরৈক্ষত ॥ ১২২০
সা ভর্তুর্ব্বাসনোদন্তৈঃ কৃশা কাশ্মীরসংমুখী।
ঔৎসুক্যাদ্দত্তযাত্রাসীচ্ছান্তা ফুল্লপুরান্তিকে ॥ ১২২১
পূর্ব্বং তদ্দর্শনাশায় দুর্ব্বার্ত্তায়াস্ততোতিথিঃ।
ভবন্নতোধিকং রাজা দুঃখবেগেন পস্পৃশে ॥ ১২২২
রাজ্ঞীমজ্ঞাতপারুষ্যাত্তয়াদূষিতভক্তয়ঃ।
অনুসস্রুশ্চতস্রস্তাঃ পরিবারবরস্ত্রিয়ঃ ॥ ১২২৩
অপ্রত্যক্ষে ক্ষয়েপ্যস্যা ভক্ত্যাদ্রিকণ্ঠমত্যজন্।
তেজো নামাভবৎসূদো বন্দ্যো ভৃত্যান্তরেষ্বধিকম্ ॥ ১২২৪

রাজা দেখিলেন জগতে চিত্ত বিনোদনের উপায় কিছুই নাই, সুতরাং লোকযাত্রায়ও উদাসীন হইয়া পড়িলেন, প্রাণরক্ষার্থ বা রাজ্যরক্ষার্থ কিছুতেই কোন কর্ত্তব্য দেখিতে পাইলেন না। ১২২০

রাজ্ঞী (লোহরে থাকিয়া) পতির দুর্দ্দশার সংবাদ পাইয়া কাশ্মীর (শ্রীনগর) অভিমুখে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে ফুল্লপুরে গতাসু হন। ১২২১

রাজ্ঞী আসিতেছেন এই সংবাদে রাজা সাতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া উঠেন, পরে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অধিক বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন। ১২২২

রাজ্ঞীর অন্তঃপুরবাসিনী যে চারিজন মহিলা তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগিনী ছিলেন তাঁহারা রাজ্ঞীর অনুগমন করেন। ১২২৩

তন্মধ্যে তেজ নামক সূপকারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুভক্তি দেখাইয়াছিল; মহিষীর মৃত্যুকালে তেজ নিকটে ছিল না, পরদিন আসিয়া–

স হৃৎসংনিহিতোঽস্মিন্নস্থ্যাঘাতো নিজং শিরঃ।
তচ্চিতোপান্তরক্ষেন ভঙ্ক্ত্বা প্রাবপ্রাবিশন্নদীম্॥ ১২২৫
আহবাহ্বানসংরম্ভৈঃ শোকবিস্মৃতিকারিণঃ।
রাজ্ঞো দ্বিষঃ কার্যবশাদুপকারিত্বমাযযুঃ॥ ১২২৬
স রাজ্যমথ নিক্ষেপ্তুকামো নির্বিণ্ণমানসঃ।
বৃৎক্রান্তশৈশবং পুত্রমানিন্যে লোহরাচলাৎ॥ ১২২৭
মণ্ডলেশ্বরতাং প্রজ্জের্ভ্রাতৃবাঃ ভাগিকাভিধম্।
নীত্বা চ গুপ্তিমকরোল্লোহরে কোষদেশয়োঃ॥ ১২২৮
বরাহমূলং সংপ্রাপ্তমগ্রাগ্রাতঃ প্রিয়ঃ সুতম্।
আশ্লিষ্য বিবশো রাজা বভূবানন্দশোকয়োঃ॥ ১২২৯

মহিষীর চিতাপার্শ্বে পাষাণে শির বিদীর্ণ করিয়া নদীজলে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ১২২৪।২৫

একমাত্র শত্রুগণের আহ্বান শুনিলেই রাজা সকল শোক বিস্মৃত হইয়া বীররসে ভাসিতেন, সুতরাং এসময়ে তাঁহার শত্রুরাই বরং তাঁহার উপকারী হইয়াছিল। ১২২৬

রাজার অন্তঃকরণে ঔদাসীন্য জন্মিল, তখন বিগত শৈশব পুত্রের উপরি রাজ্যভার দিবার অভিপ্রায়ে লোহর অচল হইতে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। ১২২৭

ভাগিক নামক প্রজ্জির ভ্রাতৃ-তনয়কে মণ্ডলেশ্বরের পদে নিযুক্ত করিয়া লোহর রাজ্য ও তত্রত্য ধনাগারের রক্ষা বিধান করেন। ১২২৮

রাজা প্রিয়পুত্রের দর্শন বাসনায় অগ্রগামী হইয়া চলিলেন। বরাহমূলে পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ হইল, পুত্রালিঙ্গন করিয়া রাজা যুগপৎ শোক ও আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। ১২২৯

রাজসূনুস্ত্রিভির্বর্ষৈঃ প্রত্যাযাতঃ স্বমণ্ডলম্।
স পশ্যন্‌পিতরং চান্তরসুস্থিতমতপ্যত॥ ১২৩০
খেদনম্রাননো লোষ্টাবশেষং সোবিশৎপুরম্।
অম্বুলম্বোম্বুদো দাবনির্দ্দগ্ধমিব কাননম্॥ ১২৩১
রাজ্যেভ্যষিঞ্চদাষাঢ়স্যাদ্যেহ্নি জনকোথ তম্।
অবাদীদ্রাজ্যতন্ত্রং চ কৃৎস্নমুক্ত্বাস্রুগদ্গদঃ॥ ১২৩২
শ্রান্তাঃ পিতৃপিতৃব্যাস্তে ন যাং বোঢ়ুমশক্নুবন্।
ধুরমুদ্বহ তাং বীর ত্বয়ি ভারোয়মর্পিতঃ॥ ১২৩৩
সাম্রাজ্যপ্রক্রিয়ামাত্রপাত্রং পুত্রং নৃপো ব্যধাৎ।
ন ত্বার্পিপদধীকারং তস্মিন্দৈববিমোহিতঃ॥ ১২৩৪

রাজকুমার তিন বৎসর পরে কাশ্মীরে প্রত্যাগত হইলেন, পিতার দুরবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে সন্তাপ পাইলেন, প্রবাসীর দেশ দর্শন-আনন্দ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। ১২৩০

খেদনম্রবদনে রাজকুমার মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন। যেন জলভারাবনত জলধর দাবদগ্ধ কাননোপরি ভাসিয়া চলিয়াছে। ১২৩১

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, জনক সুসল, কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন; এবং রাজ তন্ত্র সম্বন্ধে নীতি পরিচালনের উপদেশ দিয়া বাস্পগদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"বৎস, তুমি বীর, তোমার পিতা ও পিতৃব্য যে রাজ্যভার বহনে শ্রান্তি হেতু অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এক্ষণে তোমার উপর সে ভার অর্পিত হইতেছে তুমি উহা বহন কর।" ১২৩২।১২৩৩

নরপতি পুত্রকে সর্ব্ববিধ রাজোচিত আচার অনুষ্ঠানের পাত্র মাত্র

অভিষেকবিধাবেব রাজসূনোঃ শমং যযুঃ।
পুরোপরোধাবগ্রাহব্যাধিচৌরাদ্যুপদ্রবাঃ ॥ ১২৩৫
সংপন্নসস্যা চ তথা দেবী সংববৃতে মহী।
দুর্ভিক্ষং শ্রাবণে মাসি যথাবৎপ্রশমং যযৌ ॥ ১২৩৬
অত্রান্তরে সিংহদেবো রণে কুর্ব্বন্নরিক্ষয়ম্।
কর্ণেজপৈর্জ্জনয়িতুর্দ্রোগ্ধায়মিতি সূচিতঃ ॥ ১২৩৭
কোপাদবিমৃশংস্তত্ত্বং স বন্ধুং তং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
কন্যাত্মজং রাজসূনুস্তত্ত্ব প্রাগেব বুদ্ধবান্ ॥ ১২৩৮

করিলেন, কিন্তু মোহবশতঃ রাজোচিত শাসনাধিকার প্রদান করেন নাই। ১২৩৪

রাজকুমারের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, পুরমধ্যে গমনাগমনের পথ মুক্ত হইল, অনাবৃষ্টি দূর হইল, মহামারী প্রশমিত হইল, চৌর্য্য ও অন্যান্য উৎপাত শান্ত হইল। ১২৩৫

শ্রাবণ মাসেই শস্য সম্পদে বসুন্ধরাদেবী পূর্ণা হইলেন, এবং যথা নিয়মে সুভিক্ষও দেখা দিল। ১২৩৬

অল্পদিনের মধ্যেই নবীন রাজা সিংহদেব, যুদ্ধে শত্রু মর্দ্দনে কৃতকার্য্য হইলেন, কিন্তু শঠ কর্ণেজপেরা গোপনে রাজা সুসসলকে ইঙ্গিতে জানাইল, সিংহদেব পিতৃদ্রোহী! ১২৩৭

ঐ বিষয়ে সবিশেষ তদন্ত না করিয়াই রাজা কন্যাগর্ভজ রাজপুত্র বিজয়কে আদেশ দিলেন, "রাজকুমার সিংহদেবকে কারারুদ্ধ কর" কিন্তু রাজকুমার তৎপূর্ব্বেই এ ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন। ১২৩৮

কোপস্মিতোৎকটস্তাগ্রে স তস্থাপ্রতিভোভবৎ।
নিনায় রক্ষামাত্রেণ পার্থিবাজ্ঞামমোঘতাম্॥ ১২৩৯
অভুক্তবান্মনস্তাপাৎপ্রত্যয়োৎপত্তয়ে পিতুঃ।
সাকং তেন সুতোঽন্যেদ্যুর্গন্তুং প্রাবর্ত্ততান্তিকম্॥ ১২৪০
আক্ষেপ্তুং শঙ্কিতোশক্য ইতি মত্বা স মন্ত্রিভিঃ।
মার্গান্নিবর্ত্তয়ত তং পিতা মিথ্যা প্রসাদয়ন্॥ ১২৪১
অন্তস্তু নিশ্চিকায়েতি প্রবিশ্যাতর্কিতাগমঃ।
বদ্ধৈনং স্থাপয়িষ্যামি কারায়ামিতি সোনিশম্॥ ১২৪২

রাজকুমারের উৎকট ক্রোধেও মুখে হাসির রেখা দেখিয়া বিজয় অপ্রতিভ হইলেন; কেবল রাজাজ্ঞা-পালন-মাত্র উদ্দেশ্যে রাজকুমারের প্রহরী রূপে রহিলেন। ১২৩৯

তিনি সেদিন মনের দুঃখে আহার করিলেন না। পরদিন বিজয়ের সহিত পিতৃ সন্নিধানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, পিতার অন্তকরণে বিশ্বাস উৎপাদন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। ১২৪০

রাজার মনে আশঙ্কা হইল, কুমারকে অপরাধী প্রমাণ করিতে পারা যাইবে না, এ বিষয়ে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া—কুমার আসিতেছেন শুনিয়া, পথিমধ্যে দূতমুখে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া কুমারকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ১২৪১

কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নিশ্চয় করিলেন—একদিন অতর্কিত ভাবে যাইয়া কুমারের বাস ভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিব এবং কারাগারে রাখিয়া দিব।"১২৪২

ধিগ্রাজ্যং যৎকৃতে পুত্রাঃ পিতরশ্চেতরেতরম্।
শঙ্কমানা ন কুত্রাপি সুখং রাত্রিষু শেরতে॥ ১২৪৩
পুত্রপত্নীসুহৃদ্‌ভৃত্যা যেষাং শঙ্কানিকেতনম্।
বিস্রম্ভভূর্ভূপতীনাং কস্তেষামিতি বেত্তি কঃ॥ ১২৪৪
সাহাভিধানপ্রখ্যাতকুগ্রামোপান্তবাসিনঃ।
খলপালস্য তনয়ঃ স্থানকাখ্যস্য কস্যচিৎ॥ ১২৪৫
শৈশবে পাশুপাল্যেন বর্দ্ধিতো ডামরোদ্ভবৈঃ।
গৃহীতশস্ত্রং তন্নিত্যং ক্রমাট্টিকস্য লব্ধবান্॥ ১২৪৬
প্রথমাদ্বাৎপ্রভৃত্যাত্তদূত্যো ভূভর্তুরাপ্ততাম্।
প্রয়য়াবুৎপলো নাম বৈরিবিচ্ছেদমিচ্ছতঃ॥ ১২৪৭

যে রাজ্যহেতু পিতা ও পুত্র পরস্পরকে আশঙ্কা করিয়া রাত্রিকালে কোথায়ও সুখে শয়ন করিতে পারে না, সে রাজ্যকেই ধিক? ১২৪৩

যদি পুত্র, পত্নী, সুহৃৎ, ভৃত্যও রাজাদিগের আশঙ্কার ক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে কে জানে তাহাদিগের বিশ্বাস পাত্র কে? ১২৪৪

সাহিয়া নামে একটি কুপল্লীর প্রান্তে স্থানক নামক কোন খল-পালক (খোলা বা শস্য মর্দ্দনস্থান-রক্ষক) বাস করিত। তাহার পুত্র উৎপল—সে শৈশবে ডামর-সন্তানদিগের পশুপালকের কার্য্য করিত। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সৈনিকের কার্য্যে শিক্ষিত হয়, এবং ক্রমে টিকের অধীনে নিত্য অবস্থান করিয়া দৌত্যকর্ম্ম করিতে থাকে। এই ব্যক্তিই উত্তর কালে রাজা সুস্সলের বিশ্বাসভাজন হয়, এবং শত্রু-পক্ষের মধ্যে ভেদ সাধনের উদ্দেশ্যে রাজার নিয়োগ পালন করিতে থাকে। ১২৪৫—৪৭

স হি ভিক্ষাচরং টিক্কমথ ব্যাপাদয়েত্ত্বমুম্।
জগাদাঙ্গীকৃতৈশ্বর্যদানষ্টিকোপবেশনে॥ ১২৪৮
কৃতপ্রতিশ্রবং তস্মিন্নর্থে তং চ মহর্দ্ধিভিঃ।
দানৈরুপাচরদ্গঞ্জপতিনাম্নাপ্যয়োজয়ৎ॥ ১২৪৯
ভোগলোভপ্রভুদ্রোহচিন্তাদোলায়মানধীঃ।
স কার্যং পরিহার্যং বা ন কৃত্যং নিশ্চিকায় তৎ॥ ১২৫০
প্রাসোষ্টাপত্যমত্রান্তস্তদ্বধূঃ কার্যতো নৃপঃ।
ততশ্চ প্রাহিণোত্তস্মৈ পিতেব প্রসবোচিতম্॥ ১২৫১

একদিন রাজা সুস্সল তাহাকে বহু পুরস্কার এবং উচ্চপদের প্রলোভন দেখাইয়া বলেন—টিক্-ভবনে অবস্থিত ভিক্ষাচরকে বধ করিতে হইবে, এবং পরে টিক্ককেও ঐ পথে পাঠাইতে হইবে। ১২৪৮

উৎপল "যে আজ্ঞা" বলিয়া উক্ত কার্য্যে প্রতিশ্রুত হইলে, রাজা তাহাকে বহুমূল্য পারিতোষিক প্রদান করিয়া গঞ্জাধিপতি (কোষাধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত করিলেন। ১২৪৯

একপক্ষে রাজদত্ত প্রচুর সম্পদ্ভোগের লোভ এবং অপর পক্ষে স্বীয় প্রভুর দ্রোহ করা, কোনটী করণীয়, কোনটী পরিহরণীয় এই চিন্তায় তাহার চিত্ত দোলায়মান হইতেছিল। সে কোনটিই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিল না। ১২৫০

এই সময়ে তাহার পত্নী একটী সন্তান প্রসব করে, রাজা পিতার ন্যায় প্রসূতির প্রয়োজনীয় নানারূপ দ্রব্যাদি তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। ১২৫১

সা তস্যাত্যুপচারস্য কারণং পরিশঙ্কিতা।
পতিং পপ্রচ্ছ নির্ব্বন্ধাৎসোপি তস্যৈ ব্যবর্ণয়ৎ ॥ ১২৫২
ন কার্য্যঃ স্বামিনো দ্রোহঃ কৃতে বাস্মিন্স সুস্সলঃ।
ত্বামেব শনকৈর্হন্যাদ্দ্রোগ্ধায়মিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১২৫৩
বরং স এব বিশ্বাস্য ব্যাপাদ্যস্তত্র চেদধঃ।
ভবেত্তে স্বামিপুত্রাদিকুটুম্বং স্যাদ্বিভূতিভাক্ ॥ ১২৫৪
ভার্য্যয়েতি প্রের্য্যমাণঃ স নিশ্চয়বিপর্য্যয়ে।
টিক্কং বিহিতবৃত্তান্তং কৃত্বা বদ্ধোদ্যমঃ কৃতঃ ॥ ১২৫৫
গতাগতানি কুর্ব্বাণে দ্রুহ্যস্মিন্নথ পার্থিবঃ।
স পুত্র ইব বিশ্বাসং যযৌ দৈববিমোহিতঃ ॥ ১২৫৬

উক্ত রমণী রাজার আদরাতিশয় দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া "এত আদরের কারণ কি" জানিবার নিমিত্ত স্বামীকে সাগ্রহে অনুরোধ করিলে উৎপল সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিল। ১২৫২

"প্রভুদ্রোহী হওয়া উচিত নহে, যদি তাহা কর, তাহাহইলে এই রাজা সুস্সলই তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বিনাশ করিবেন।" "বরং রাজা সুস্সলকেই বিশ্বাস জন্মাইয়া বিনাশ কর, তাহা হইলে তোমার প্রভু ও তৎপুত্র এবং কুটুম্বেরা ধনশালী হইবে তাহাতে তোমারও লাভ আছে।" পত্নীর উক্তরূপ বাক্য শুনিয়া তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল; তখন টিক্ককে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া পত্নীর বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইল। ১২৫৩—১২৫৫

বিশ্বাসঘাতক উৎপল তখন উভয়স্থলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল, রাজা যেন দৈববিমূঢ় হইয়াই তাহাকে পুত্রের ন্যায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। ১২৫৬

বিপর্য্যস্তা মতিঃ পুত্রে বিশ্বাসো বৈরিসংশ্রিতে।
জায়তে ক্ষীণভাগ্যানাং কো নাম ন বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১২৫৭
বৈঃধৈয়ৈঃ স্বার্থলোভান্ধৈর্য্যদ্বানর্থসমাগমঃ।
সরঘোপদ্রবং ক্ষৌদ্রলুব্ধৈরিব ন চিন্ত্যতে ॥ ১২৫৮
তং পীড়িতং প্রজ্জিনা চ রাজ্ঞা চাবনতিং ততঃ।
উৎপলোকারয়ট্টিকং নীবীং চাদাপয়ৎসুতম্ ॥ ১২৫৯
রাজাথ দেবসরসং জিতঃ সংত্যজ্য কার্ত্তিকে।
বাস্ত্রকাখ্যমগাদ্গ্রামং খেরীবিষয়বর্ত্তিনম্ ॥ ১২৬০
স কল্যাণপুরাভ্যর্ণে রণৈস্তৈস্তৈর্বিলক্ষতাম্।
ভিক্ষুকোষ্টেশ্বরমুখানপি নিন্যে মহাভটান্ ॥ ১২৬১

সৌভাগ্য অস্তেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস দূরীভূত, এবং শত্রুর ভৃত্যে বিশ্বাস সঞ্জাত হয়, তখন সর্ব্ববিধ আপদ আসিয়াই উপস্থিত হয়। ১২৫৭

স্বার্থান্ধ মূর্খ লোকেরা পরিণামে কি অনর্থ ঘটিবে তাহা চিন্তা না। মধু-লোভী কখন কি মক্ষিকা দংশন ভয়ে বিরত হয়? ১২৫৮

রাজা ও প্রজ্জি কর্ত্তৃক টিক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া পড়িলে, উৎপল তাহাকে অবনতি স্বীকার করাইয়া টিক-পুত্রকে রাজার বিশ্বাসার্থ প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া দিল। ১২৫৯

অনন্তর রাজা কার্ত্তিক মাসে আয়ত্তীকৃত দেব সরস পরিত্যাগ করিয়া—খেরী রাজ্যস্থিত বাস্ত্রক নামক গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ১২৬০

তিনি কল্যাণপুর সমীপে কতিপয় খণ্ডযুদ্ধে ভিক্ষু, কোষ্টেশ্বর প্রমুখ বীরগণকে পরাজিত করিলেন। ১২৬১

মধ্যাদ্ভিক্ষাচরাদীনাং স্থুজ্জিঃ কাককুলোদ্ভবম্।
জীবগ্রাহং মহাবীরং যুধি জগ্রাহ শোভকম্॥ ১২৬২
ভবকীয়স্য কৃত্যাদৌ বিজয়স্য পরাভবম্।
ভূভুজা তদ্‌গৃহা দগ্ধাঃ কল্যাণপুরবর্ত্তিনঃ॥ ১২৬৩
দগ্ধে বড়োসকে ভিক্ষাচরো নষ্টাশ্রয়ো ব্যধাৎ।
ত্যক্ত্বা তাং শ্মাংশমালায়াং গ্রামে কাকরুহে স্থিতিম্॥ ১২৬৪
অনুজো ভবকীয়স্য বিজয়স্য ভয়ান্নৃপম্।
সংশ্রিতস্তেন তুগ্রেণ বদ্ধা কারাগৃহেঽর্পিতঃ॥ ১১৮৫
ভূরিসৈন্যানুগং শূরপুরে বিন্যস্য রিল্হণম্।
আস্কন্দা৷ ক্বনীং রাজা চক্রে রাজপুরীমপি॥ ১২৬৬

বীরবর স্থুজ্জি রণক্ষেত্রে কাকবংশীয় মহাবীর শোভককে জীবিতাবস্থাতেই ভিক্ষাচর প্রভৃতির সমক্ষে বন্দী করেন। ১২৬২

ভূপতি প্রথমে ভবক-পুত্র বিজয়কে পরাভূত করেন পরে কল্যাণ-পুরস্থিত তদীয় গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ১২৬৩

বড়োসক দগ্ধ হইলে ভিক্ষাচর আশ্রয় শূন্য হইয়া পড়িলেন, অগত্যা তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া শমালাতে কাকরুহ গ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১২৬৪

ভবকের পুত্র বিজয়-সহোদর প্রাণভয়ে রাজার শরণ লইলেও উগ্র প্রকৃতিক রাজা তাহাকে বন্ধন করিয়া কারাগৃহে পাঠাই-লেন। ১২৬৫

রাজা প্রভূত সৈন্যসহ রিল্হণকে শূরপুরে সন্নিবেশিত করিলেন, তাহাতে রাজপুরী প্রতিক্ষণে আক্রমণাশঙ্কা করিতে লাগিল। ১২৬৬

ইত্থমুদ্দণ্ডয়া বৃত্যা খণ্ডিতোচ্চণ্ডডামরঃ।
স্তোকাবশেষং সোপশ্যৎকর্ত্তব্যমরিনির্জ্জয়ম্॥ ১২৬৭
ভিক্ষাচরো লবন্যাশ্চ শক্তিক্ষয়মুপাগতাঃ।
বিদেশগমনং ভীতা রিপৌ বলিনি মেনিরে॥ ১২৬৮
কিমপ্যভাগ্যাবতারৈর্ভিক্ষুপক্ষজুষাং যতঃ।
জীবতামপ্যনুল্লাসান্নির্জীবত্বমিবাযয়ৌ॥ ১২৬৯
স সোমপালকৌটিল্যং স্মরন্কুর্বাং হিমাত্যয়ে।
শ্মশানোর্বীং রাজপুরীমিতি ধ্যায়ন্ন্যবর্ত্তত॥ ১২৭০
শান্তপ্রায়স্বদেশোর্বীবিপ্লবস্য মহীপতেঃ।
তস্যার্ণবাস্তক্রমণপ্রতীতিঃ সমভাব্যত॥ ১২৭১

এইরূপ প্রচণ্ড বিক্রম অবলম্বন করিয়া উচ্চণ্ড ডামর বল খণ্ডিত করিয়া রাজা বৈরি-বিজয় ব্যাপারের অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে দেখিলেন। ১২৬৭

ভিক্ষাচর এবং লবন্যেরা বলক্ষয় দেখিয়া ও প্রতিপক্ষকে প্রভূত বল সম্পন্ন বুঝিয়া বিদেশ গমন করা শ্রেয় মনে করিলেন। ১২৬৮

ভিক্ষুপক্ষীয় লোকেরা বিবিধ দুর্দৈব দেখিয়া জীবিতাবস্থাতেই জীবন্মৃতবৎ উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১২৬৯

তখন ভূপতি, সোমপালের কপট ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—শীতের অবসানেই রাজপুরীপ্রদেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিয়া—তৎপরে স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইব। ১২৭০

যখন মহীপতি স্বরাজ্যের বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশান্ত করিলেন, তখন লোকের মনে প্রতীতি জন্মিল, রাজা সাগরান্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সমর্থ। ১২৭১

শতৈকীয়ো যোবশিষ্টো বিপ্লবক্ষয়িতে জনে।
বর্ষং বর্ষং স তদ্রাজ্যে যুগদীর্ঘং ত্বমন্যত॥ ১২৭২
অসুখত্রাসদারিদ্র্যপ্রিয়নাশাদি বৈশসৈঃ।
স রাজ্যকালঃ সর্ব্বস্য পরিতাপাবহো হ্যভূৎ॥ ১২৭৩
নরঃ পৌরুষনৈষ্ঠুর্য্যশঠত্বেন করোতি কিম্।
বিধাতৃবৃত্তিবৈচিত্র্যপরাধীনাসু সিদ্ধিষু॥ ১২৭৪
পুরোভূতং কিঞ্চিৎপরিহরতি রাশিং তম ইব
ব্যতীতে কস্মিংশ্চিদ্ধরিরিব বিবৃত্যাস্যতি দৃশম্।
সমুল্লঙ্ঘ্যাসন্নং ক্বচন নৃপতিং দর্দুর ইব
ক্রমেৎস্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ স্ফুটমিতি গতীনামনিয়মঃ॥ ১২৭৫

কিন্তু এই বিপ্লবকালে দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রায় শতেকের মধ্যে একজন মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল—তাহারা বিপ্লবকালের এক এক বৎসরকে এক এক যুগ মনে করিত। ১২৭২

বাস্তবিক তদীয় রাজ্যকাল সকল লোকেরই ক্লেশকর হইয়াছিল—দুঃখ, ভয়, দারিদ্র, ও প্রিয়জনবিরহ প্রভৃতি কোন আপদেরই অভাব ছিল না। ১২৭৩

যখন সিদ্ধিলাভ বিধাতার বিচিত্র বিধানের অধীন, তখন মানুষে পরুষাকার, কি নিষ্ঠুরতা, কিংবা কুটিলতা অবলম্বন করিয়া কি করিতে পারে? ১২৭৪

দৈবের গতি অতি বিচিত্র! ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। তমোরাশির ন্যায় কিছু সম্মুখে পড়িলে লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়, সম্মুখ হইতে অতীত হইলে সিংহের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া সেদিকে চাহিয়া

বিশ্বাসনিহতান্নিন্দন্নুচ্চলাদীন্‌পুরাবসৎ।
নিত্যং বিকোশশস্ত্রো যঃ পুরাবিদ্ভ্যো নিশম্য চ ॥ ১২৭৬
বিদূরথাদিবৃত্তান্তং নাদাৎকেলিক্ষণে ক্রুবন্‌।
স্ত্রীষু সংভুজ্যমানাস্থ বিশ্বাসবিশদাং দৃশম্‌ ॥ ১২৭৭
স বন্ধাবিব নির্ব্বন্ধাদ্বিশশ্বাস যদুৎপলে।
তত্র সংভাব্যতে কেন দৈবাদন্যো বিমোহকৃৎ ॥ ১২৭৮
টিক্কাদয়ো ভূমিপতেঃ সুজ্জের্ব্বান্যতমে হতে।
ত্বাং তুল্যকার্যকর্তারং বিদ্ম ইত্যূচুরুৎপলম্‌ ॥ ১২৭৯
সুজ্জির্ন ব্যশ্বসীত্তস্মিন্স জিঘাংসুস্তু ভূভুজম্‌।
তত্র তত্রাভবৎসজ্জঃ প্রসঙ্গং নাসদৎপুনঃ ॥ ১২৮০

দেখে; নরপতিকে সমীপাগত দেখিলে ভেকের ন্যায় লম্ফ দিয়া অঙ্ক কাহারও মুখে পড়িয়া থাকে। ১২৭৫

যে সুস্‌সল নরপতি পুরাবিদ্‌গণের মুখে বিদূরথ প্রভৃতির উপাখ্যান শুনিয়া সর্ব্বদাই তাহা অবৃত্তি করিতেন, এবং উচ্চল-রাজ ও অন্যান্য ভূপতির অতিবিশ্বাস হেতু পতন ঘটিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের নিন্দা করিতেন, সর্ব্বদা কৃপাণ উন্মুক্ত রাখিতেন এমন কি সম্ভোগের সময়ও নারীগণের প্রতি বিশ্বাসের বিমল দৃষ্টি কখন ক্ষেপণ করিতেন না, সেই রাজাই যে উৎপলকে বন্ধুর ন্যায় দৃঢ়বিশ্বাস করিলেন, ইহাতে দৈব ভিন্ন বুদ্ধিমোহের হেতু আর কি সম্ভবে? ১২৭৬—১২৭৮

টিক্কাদিরা উৎপলকে বলিয়াছিল যদি তুমি কোন ক্রমে রাজা সুস্‌সল অথবা সুজ্জি এই উভয়ের একজনকেও বধ করিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে তুল্যকর্ম্মকারী বলিয়া মনে করিব। ১২৭৯

সুজ্জি উৎপলকে বিশ্বাস করিত না। উৎপল রাজকে বিনাশ

প্রতিশ্রুতবিলম্বেন সমন্যোরথ ভূপতেঃ।
প্রত্যয়োৎপত্তয়ে দেবসরসান্নীবিমাত্মজম্‌ ॥ ১২৮১
ব্যাঘ্রপ্রশস্তরাজাদীংস্তীক্ষ্ণাংশ্চাত্মসরান্‌পরান্‌।
আদায় কার্যমেতৈর্মে সিধ্যেদিত্যুক্তবান্নৃপম্‌ ॥ ১২৮২
উচ্চিত্যোচ্চিত্য সেনাভ্যো গৃহীতৈঃ সাহসক্ষমৈঃ।
শতৈঃ সমং ত্রিচতুরৈঃ পত্তীনামেকদাযযৌ ॥ ১২৮৩
সময়ান্বেষিণো হন্তুস্তস্যাসন্নস্থ সর্ব্বদা।
প্রিয়াহারাদিদানেন হন্তান্তঃপ্রীতিকার্যভূৎ ॥ ১২৮৪

করিবার জন্য সর্ব্বত্র সসজ্জ থাকিত কিন্তু কোন সুযোগ পাইত না। ১২৮০

ইহার পরে ভূপতি দেখিলেন উৎপল স্বীয় প্রতিশ্রুতি (টিক্কা ও ভিক্ষাচরের প্রাণনাশ) পালনে অযথা বিলম্ব করিতেছে, ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তখন উৎপল তাঁহার প্রত্যয় উৎপাদন মানসে নিজ পুত্রকে দেবসরস হইতে আনাইয়া রাজসমীপে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া কহিলেন—মহারাজ! ব্যাঘ্র ও প্রশস্ত রাজাদি বীরগণ আমার ন্যায় অসম সাহসী, দুষ্কর কার্য্য সাধনে পটু—ইহাদিগের দ্বারা অভিপ্রেত সাধন করিতে পারিব। এক সময়ে রাজা ও উৎপল, সৈন্যমণ্ডলী হইতে তিন চারি শত দুষ্কর-কর্ম্ম-কুশল সৈনিক বাছিয়া লইয়া—টিক্কদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজাকে বিনাশ করিবার জন্য যখন নরহন্তা উৎপল সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল, হায়! রাজা সুস্সল তখন তাহাকে নানাবিধ সুখাদ্য প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেছিলেন। ১২৮১—১২৮৪

তুরগং মন্দুরাচক্রবর্ত্ত্যাখ্যং নগরস্থিতম্।
অস্বস্থমুল্লাঘয়িতুং তুরগব্যসনী নৃপঃ॥ ১২৮৫
স লক্ষক প্রতীহারকষ্যাত্মজমুখান্নিজান্।
পার্শ্বাদ্বিসৃষ্টবানাসীৎক্ষণে তস্মিন্মিতানুগঃ॥ ১২৮৬
শৃঙ্গারো লক্ষকাপত্যং নিশম্যাপ্তৈর্নিবেদিতম্।
ব্যধাচ্ছ্রুতিপথে রাজ্ঞস্তদুৎপলচিকীর্ষিতম্॥ ১১৮৭
বিরুদ্ধে বন্ধুধীর্দৃষ্টহিংসারম্ভেপি সংভবেৎ।
আসন্নজীবিতান্তস্য জন্তোঃ স্থনাপশোরিব॥ ১২৮৮
স শাপো গান্ধার্যাস্তদপি সরুষো ভাষিতমৃষে-
স্ত উৎপাতাশ্চক্ষুঃ স্বয়মপি তদভৌমং প্রকটয়ন্।
কুলান্তে তত্রাপাক্ষমমকৃত বৈকুণ্ঠমপি ত-
দ্বিদন্নপ্যজ্ঞত্বং ক ইব ভবিতব্যস্য কুরুতাম্॥ ১২৮৯

মন্দুরা-চক্রবর্ত্তী নামে রাজার একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব ছিল, অশ্বটি পীড়িত অবস্থায় শ্রীনগরে থাকে। অশ্বানুরাগী রাজা উক্ত পশুর পীড়ানিবারণার্থ প্রতিহার লক্ষক ও কষ্যাতনয় বিজয় প্রভৃতি আত্মীয় রক্ষিগণকে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। অত্যল্পমাত্র সৈনিক তদীয় পার্শ্বে রহিল, এই লক্ষক-পুত্র শৃঙ্গার বিশ্বস্ত চর মুখে উৎপলের দুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া, তাহা রাজার কর্ণগোচর করেন। কিন্তু যাহার মৃত্যু আসন্ন সে শত্রুকে হননোদ্যত দেখিয়াও বন্ধু মনে করে, বধ্যশালায় পশুও ঘাতককে ঠিক ঘাতক মনে করে না। ১২৮৫—১২৮৮

ভগবান বৈকুণ্ঠপতিও যখন গান্ধারীর যদুকুল ধ্বংস শাপ, দুর্ব্বাসা ঋষির সরোষ বাক্য ও বিবিধ দুর্নিমিত্তদর্শনের পরে স্বীয় অলৌকিক

মিথ্যৈতদিত্যধিক্ষিপ্য ক্ষিতিপালঃ প্রদর্শয়ন্।
তমঙ্গুল্যোৎপলাদীংস্তানগ্রস্থানেবমব্রবীৎ ॥ ১২৯০
দ্রোগ্ধুঃ সুতোভবদ্ভোগাদনিচ্ছন্ স্বাস্থ্যমেষ মে।
ত্বাং দুষ্টমুৎপলাচষ্টে স্বেনান্যৈর্ব্বাথ চোদিতঃ ॥ ১২৯১
তে ছাদয়ন্তঃ স্মেরাস্যা ধার্ষ্ট্যেন ভয়বৈকৃতম্।
বক্তি দেবো যদস্মাভির্ব্বাচ্যমিত্যেবমূচিরে ॥ ১২৯২
নির্যাতেষথ তেষীষৎসাশঙ্ক ইব নিশ্চলান্।
দ্বাস্থেনাকারয়দ্দিত্রানন্তিকে মুখ্যশস্ত্রিণঃ ॥ ১২৯৩

দৃষ্টি সত্ত্বেও, স্বীয় কুলরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন অন্য কোন্ পুরুষ ভবিতব্যের অন্যথা করিতে পারে? ১২৮৯

রাজা সুস্সলও শৃঙ্গারকে "একথা মিথ্যা" বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন, এবং তাহারদিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া, উৎপল প্রভৃতির সমক্ষেই বলিতে লাগিলেন—উৎপল! এই বিশ্বাসঘাতকের সুত (শৃঙ্গার) বাঞ্ছা করে যে, আমি তোমাদিগের সাহায্যে সুখ লাভ না করি, এই নিমিত্ত আত্মবুদ্ধিতেই হউক অথবা অন্য কাহারও পরামর্শ মতই হউক এব্যক্তি বলিতেছে কিনা, তুমি উৎপল, আমার অনিষ্টকারী।" তখন ধূর্ত্তগণ হাস্যমুখে মনের উদ্বেগ ও আশঙ্কা গোপন করিয়া বলিল—মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমাদিগের তাহাই বক্তব্য। ১২৯০—১২৯২

কিন্তু তাহারা চলিয়া যাইলে, রাজার মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা উদিত হইল। দ্বাররক্ষককে আদেশ দিলেন—দুই তিন জন কর্ম্মঠ সৈনিককে আসিতে বল। ১২৯৩

উন্মনাশ্চ কিমপ্যাসীদ্বিনিঃশ্বস্য স চিন্তয়ন্।
সাশ্রুশ্চ ন রতিং লেভে নৃত্তগীতাদিদর্শনে ॥ ১২৯৪
মেনে বৈদেশিকপ্রায়ান্নাপ্তানপি স্মৃতভ্রমঃ।
পুণ্যক্ষয়ে পিপতিষুর্বৈমানিক ইবাম্বরাৎ ॥ ১২৯৫
রাজান্তরঙ্গাঃ সাশঙ্কাঃ প্রভৌ শাঠ্যেন মোহিতে।
পুৎকারমৈচ্ছন্দাতারমস্যং কেচিদচেতনাঃ ॥ ১২৯৬
অয়মেব স কালস্য বলাৎকবলনগ্রহঃ।
বিদন্তোপি যদায়ান্তি জন্তবঃ কৃত্যমূঢ়তাম্ ॥ ১২৯৭
সর্ব্বান্তরক্ষপেষ্বস্তচক্ষুষো দিবসদ্বয়ম্।
উৎপলাদ্যাশ্চ সাশঙ্কাঃ কথমপ্যত্যবাহয়ন্ ॥ ১২৯৮

তৎকালে তিনি সাতিশয় উন্মনা হইয়া উঠিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল, নয়নে অশ্রু দেখা দিল, চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন, নৃত্যগীতে মন আরাম পাইল না। ১২৯৪

তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নিজ জনকে পরদেশীয় মনে করিতেছিলেন। যেন পুণ্য ক্ষয়ে স্বর্গবাসী, স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতেছেন। ১২৯৫

রাজার অন্তরঙ্গেরাও ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা ভাবিল, শঠের হস্তে পড়িয়া রাজা বুদ্ধি হারাইয়াছেন। আহা! যদি কেহ আসিয়া এক্ষণে প্রাণ দান করে। ১২৯৬

যখন মানুষ স্বীয় কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া অকর্ত্তব্য করিয়া বসে, এবং অকর্ত্তব্য বুঝিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তখন বুঝিতে হইবে মৃত্যুর কবলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। ১২৯৭

উৎপল ও তাহার সহকারীরা সন্দেহে, আশঙ্কায় দুই দিন নিদ্রা যাইতে পারে নাই—সুযোগ অন্বেষণেই ব্যস্ত ছিল। ১১

রহঃক্ষণপ্রার্থিনস্তাংস্তৃতীয়েহ্ন্যব্রবীন্নৃপঃ।
স্নাত্বা প্রত্যুষে তদ্‌দ্যং ভোক্তুং যাত মুহুর্গৃহম্ ॥ ১২৯৯
দেবতার্চনপর্যন্তমবসায়াহ্নিকং বিধিম্।
আজুহাবোৎপলং দূতৈর্মধ্যাহ্নেঽথ রহঃস্থিতঃ ॥ ১৩০০
কার্যসিদ্ধিং শ্রদ্দধানো বৈজন্যাদ্রাজসদ্মনঃ।
রাজ্ঞোঽভ্যর্ণং স সাশঙ্কদ্বাস্থরুদ্ধানুগোঽবিশৎ ॥ ১৩০১
প্রাবেশয়দ্দ্বারি রুদ্ধং ব্যাঘ্রং তদনুজং নৃপঃ।
শেষাণামপি ভৃত্যানামাদিদেশ বহিঃস্থিতিম্ ॥ ১৩০২
বিলম্বমানেষ্বাপ্তেষু কেষুচিৎসরুষো বচঃ।
সত্যং তত্তোঽগ্রয়াবাস্তাং সোত্র দ্রোগ্ধা য ইত্যপি ॥ ১৩০৩

তৃতীয় দিনে রাজা প্রত্যুষে স্নান করিয়া রন্ধ্রান্বেষীদিগকে বলিলেন তোমরা স্ব স্ব গৃহে গিয়া ভোজন কর। ১২৯৯

পরে দেবপূজাদি আহ্নিককৃত্য সমাপন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন সময়ে উৎপলকে বিরলে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দূতমুখে আহ্বান করিলেন। ১৩০০

রাজসদন নির্জ্জন প্রায় দেখিয়া উৎপলের হৃদয়ে কার্য্যসিদ্ধির আশা জন্মিল ও রাজসমীপে উপস্থিত হইল। সন্দিগ্ধ দৌবারিক তাহার অনুচরদিগকে ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ১৩০১

উৎপলানুজ ব্যাঘ্রকে দৌবারিক প্রবেশ করিতে দেয় নাই, রাজা স্বয়ং তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন এবং অপরাপর ভৃত্যদিগকে বাহিরে থাকিতে আদেশ করিলেন। ১৩০২

যখন কতিপয় আপ্ত ব্যক্তি গৃহমধ্যেই রহিয়া গেল এবং বাহিরে

তাম্বূলদায়কঃ প্রৌঢ়বয়াস্তেনাবশেষিতঃ।
সাংধিবিগ্রহিকো বিদ্বান্‌রাহিলাশ্চান্তিকে পরম্‌॥ ১৩০৪
দূতৌ টিকস্যাঘদেবতিষ্টবৈশ্যাভিধাবুভৌ।
তত্র প্রসঙ্গাদাসাতামজ্ঞাতোৎপলসংবিদৌ॥ ১৩০৫
বাড়োৎসঃ সুখরাজাখ্যো ডামরো ভিক্ষুসংমতঃ।
প্রয়াস্যতি প্রভোদৃষ্টা পাদৌ তৎকার্যসিদ্ধয়ে॥ ১৩০৬
ইত্যুক্তবাংস্তেষ্বহঃসু তং নৃপং নাতিদূরগম্‌।
সসৈন্যং ডামরং চক্রে স্বস্য ত্রাণার্থমুৎপলঃ॥ ১৩০৭

যাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন রাজার মুখ হইতে সরোষে এই সত্যবাক্য উচ্চারিত হইল—সে "যে রাজদ্রোহী সেই এখানে থাকিবে। ১৩০৩

বৃদ্ধ তাম্বুল-বাহক এবং রাষ্ট্রসচিব রাহিল এই দুইজন মাত্র রাজার নিকটে থাকিবার আদেশ পাইল। ১৩০৪

অঘদেব এবং তিষ্টবৈশ্য নামক টিক প্রেরিত দূতদ্বয় উৎপলের ষড়যন্ত্রের ব্যাপার জানিত না—তাহারাও কোন প্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিল। ১৩০৫

বাড়োৎসবাসী সুখরাজ নামক এক ডামর ভিক্ষাচরের আশ্রিত ছিল। উৎপল তাহাকে সসৈন্যে রাজধানীর নিকটে কয়েক দিন রাখিয়া রাজসমীপে এরূপভাবে জ্ঞাপন করে, যে মহারাজ ইহার দ্বারা আমাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে—এক্ষণে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া স্বকার্য্য সাধনার্থ যাত্রা করিবে"—বাস্তবিক উৎপল আত্মরক্ষার্থই তাহাকে সাবধানে অদূরে রাখিয়াছিল। ১৩০৬।১৩০৭

তথাচৈনং তস্থিবাংসং কৃত্যমস্ত্যমুনেতি চ।
উক্ত্বা প্রশস্তরাজং তং পার্শ্বং প্রাবেশয়ৎকৃতম্॥ ১৩০৮
প্রবিষ্টো নির্জ্জনং বাহ্যমাকলয্য স মণ্ডপম্।
অলক্ষ্যমাণব্যাপারো দ্বারমর্গলিতং ব্যধাৎ॥ ১৩০৯
স্নানার্দ্রকেশং শীতালুতয়া প্রাবারবেষ্টিতম্।
কৃত্বা কৃৎস্নং বপুঃ ক্লিষ্টশস্ত্রীকং বিষ্টরোপরি॥ ১৩১০
আসীনং বীক্ষ্য নৃপতিং প্রসঙ্গো নেদৃশো ভবেৎ।
বিজ্ঞপ্তিং কুরু ভূভর্তুরিত্যূচে ব্যাঘ্র উৎপলম্॥ ১২১১
স তয়া সংজ্ঞয়া ব্যগ্রঃ পাদপ্রণতিকৈতবাৎ।
রাজ্ঞোগ্রমেত্য তচ্ছস্ত্রীং বিষ্টরস্থামপাহরৎ॥ ১৩১২

রাজাকে এই অবস্থায় পাইয়া উৎপল সত্বরে প্রয়োজনচ্ছলে রাজাদেশে প্রশস্তরাজকে তথায় আনাইল। ১৩০৮

প্রবেশকালে বাহ্য মন্দির নির্জ্জন দেখিয়া সে অলক্ষ্যভাবে দ্বার অর্গলা বদ্ধ করিল। ১৩০৯

রাজা স্নান করিয়াছিলেন, তখনও কেশ আর্দ্র ছিল, শীত বোধ হওয়ায় সর্ব্বদেহ বস্ত্রাবৃত করিয়াছেন—উন্মুক্ত খড়্গ আসনে পড়িয়া আছে, তাঁহাকে এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া ব্যাঘ্র বলিল, উৎপল! তোমার যে আবেদন আছে, রাজাকে জানাও এমন সুযোগ আর হইবে না। ১৩১০।১১

ব্যাঘ্রের সঙ্কেত অনুসারে উৎপল প্রণামচ্ছলে রাজার সমীপস্থ হইয়া আসনস্থিত শস্ত্রটি প্রথমেই সরাইয়া লইল। ১৩১২

বিকোশাং চাকরোৎপশ্যংস্তাং তথোদ্‌ভ্রান্তলোচনঃ।
প্রাহ স্ম হা ধিকিং দ্রোহ ইতি যাবদ্বচো নৃপঃ॥ ১৩১৩
প্রাহরৎপ্রথমং তাবৎসব্যে প্রার্শ্বে ত্বয়ৈব সঃ।
তস্য প্রশস্তরাজেন মূর্দ্ধনি প্রহৃতং ততঃ॥ ১৩১৪
ব্যাঘ্রেণাথ ক্ষতং বক্ষস্তাভ্যামেবাসকৃত্তদা।
প্রহৃতং তত্র স পুনঃ প্রাহরন্ন দ্বিরুৎপলঃ॥ ১৩১৫
পূর্ব্বয়ৈব প্রহৃত্যা হি চ্ছিন্নপার্শ্বাস্থিমালয়া।
মেনে রুষ্টান্ত্রতন্ত্রীকং স তং প্রোষিতজীবিতম্॥ ১৩১৬
গত্বা তমোরিং পুৎকর্তুমিচ্ছন্ব্যাঘ্রেণ রাহিলঃ।
পৃষ্ঠে কৃতাহতির্দ্বিত্রা নালিকা নোজ্ঝিতোসুভিঃ॥ ১৩১৭

তাঁহাকে তরবারি উন্মুক্ত করিতে দেখিয়া রাজা বিভ্রান্ত-নয়নে বলিয়া উঠিলেন—হা ধিক্ রাজদ্রোহ! তখন উৎপল সেই অস্ত্রেই তাহার বামপার্শ্বে আঘাত করিল, তাহার পর প্রশস্তরাজ রাজার মস্তকে প্রহার করিল। ব্যাঘ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে অস্ত্রবিদ্ধ করিল, এইরূপে দুইজনে রাজাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল। উৎপল কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আঘাত করে নাই। কারণ প্রথম আঘাতেই রাজার বামপার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অন্ত্র বাহির হওয়াতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। ১৩১৩—১৩১৬

এই সময়ে রাহিল গবাক্ষের নিকট যাইয়া চীৎকার করিতে থাকায় ব্যাঘ্র তাহার পৃষ্ঠে এরূপ অস্ত্রাঘাত করে যে দুই তিন নাড়িকা মাত্র স জীবিত ছিল। ১৩১৭

তাম্বুলদায়কস্ত্যক্ত্বা করঙ্গাস্থজ্জকো ব্রজন্।
দীনো নিজেভ্যঃ কারুণ্যাদুৎপলেনৈব রক্ষিতঃ ॥ ১৩১৮
অন্তঃসমুত্থিতে ক্ষোভে বাহ্যমণ্ডপবর্ত্তিভিঃ।
টিক্ককাদ্যৈঃ কৃতা লুণ্ঠির্দ্রোহগৃহ্যৈরুদায়ুধৈঃ ॥ ১৩১৯
উৎপলো নিহতো রাজ্ঞেত্যবেত্য কটকস্থিতৈঃ।
বহিঃস্থান্‌হন্যমানান্‌স্বান্‌সমাশ্বাসয়িতুং ততঃ ॥ ১৩২০
রক্তার্দ্রশস্ত্রং সন্দর্শ্য তমোরের্বপুরুৎপলঃ।
উচে ময়া হতো রাজা ন ত্যাজ্যাতশ্চমূরিতি ॥ ১৩২১
তচ্ছ্রুত্বা দুঃশ্রবং রাজভৃত্যাঃ ক্বাপি ভয়াদ্যযুঃ।
দ্রোহানুগাস্ত্বঙ্গনাস্থুর্লব্ধোল্লাসা ব্যধুঃ স্থিতিম্ ॥ ১৩২২

সুদীন যজ্জক তাম্বুল করঙ্ক ফেলিয়া পলাইতেছিল, উৎপল দয়া করিয়া স্বীয় ভৃত্যাদিগের হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার করে। ১৩১৮

গৃহ মধ্যে যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, তখন টিক্ক পক্ষীয় লোকেরা চক্রান্তকারীদের সহিত মিলিত হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। ১৩১৯

রাজহস্তে উৎপল নিহত হইয়াছে এইকথা শুনিয়া রাজসৈনিকেরা উৎপলের বহিঃস্থ অনুচরদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিল। তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য উৎপল গবাক্ষের নিকট আসিয়া স্বীয় দেহ ও রক্তাক্ত শস্ত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিল "আমি রাজাকে বধ করিয়াছি, তদীয় সৈন্যকে পলাইতে দিও না।" ১৩২০।১৩২১

এই দুঃসংবাদ শ্রবণে রাজভৃত্যেরা যে যে দিকে পারিল, পলাইয়া গেল, যাহারা রাজদ্রোহীদিগের পক্ষপাতী ছিল কেবল তাহারাই সানন্দে প্রাঙ্গণে রহিয়া গেল। ১৩২২

নির্যান্তো মণ্ডপাত্তীক্ষ্ণা নিজঘ্নুর্নাগকাভিধম্।
দ্বারাৎপ্রবিষ্টং নিকৃষ্টকৃপাণীকং নৃপানুগম॥ ১৩২৩
ভূপালশয্যাপালস্য ত্রৈলোক্যাখ্যস্য সেবকঃ।
নিন্দন্দ্রোহং টিক্ককাদ্যৈর্হতৈশ্চৈকো ব্যপাদিত॥ ১৩২৪
উৎকৃষ্টং নষ্টসত্ত্বানাং মধ্যে রাজানুজীবিনাম্।
সখেটকাসিং ধাবন্তং ভাবুকান্বয়ভূষণম্॥ ১৩২৫
দৃষ্ট্বা সহজপালাখ্যং পার্শ্বদ্বারেণ নির্যযুঃ।
তীক্ষ্ণাঃ স স্বপতদ্ভূমৌ তদ্ভৃত্যপ্রহৃতিক্ষতঃ॥ ১৩২৬
জাতে কুকীর্ত্তিকালুষ্যপাত্রে রাজাত্মজব্রজে।
বৈলক্ষ্যক্ষালনং সিদ্ধং তস্য স্বক্ষতজৈঃ পরম্॥ ১৩২৭

ঘাতকেরা বাহিরে যাইবার সময় নাগক নামক রাজানুচরকে সশস্ত্রাবস্থায় দ্বার-প্রবিষ্ট দেখিয়া নিহত করেন। ১৩২৩

রাজ শয্যাপালক ত্রৈলোকের একটী সেবক রাজ দ্রোহীদিগের নিন্দাবাদ করায় টিক্কানুচরেরা তাহার প্রাণ বিনাশ করে, একটি দ্বার-পালও ঐ সময়ে নিহত হয়। ১৩২৪

যখন গুপ্ত ঘাতকেরা দেখিল ভাবুক-কুলভূষণ সহজপাল খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হতোৎসাহ রাজানুচর মধ্যে বীরত্ব দেখাইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাহারা একটি ক্ষুদ্র পার্শ্ব-দ্বার দিয়া নিক্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার অনুচরেরা সহজপালকে ভূমিশায়ী করিল। ১৩২৫।১৩২৬

সহজ পালের শোণিতেই রাজপুত্র কুলের কলঙ্ক কালিমা বিধৌত হইয়াছিল। ১৩২৭

হতবৈদেশিকসংবাদিদেহো রাজাত্মজভ্রমাৎ।
বিদ্বান্দ্বিজন্মা নোনাখ্যস্তীক্ষ্ণপক্তৈঃ পুরো গতঃ ॥ ১৩২৮
অক্ষতান্ ব্রজতো বীক্ষ্য তীক্ষ্ণান্ গ্রামান্তরোন্মুখান্।
চিত্রার্পিতা ইব ক্রোধান্নাধাবন্ কেপি শস্ত্রিণঃ ॥ ১৩২৯
রাজবংশ্যা মহীপালপ্রীতিপাত্রপথা যযুঃ।
স্থগয়ন্তোঙ্গনং স্থূলকায়া জনবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৩৩০
তা স্তান্ কাপুরুষান্ হর্ষদেবোদন্তাৎ প্রভৃত্যলম্।
স্মৃত্বা চ কীর্ত্তয়িত্বা চ কৃতভারগ্রহা ইব ॥ ১৩৩১
জাতহস্তকৃতসংস্পর্শাঃ যেষাং নামগ্রহণসাহসম্ ॥ ১৩৩২

বৈদেশিকদিগের তুল্যাকৃতি নোনক নামক এক বিদ্বান ব্রাহ্মণও রাজপুত্র ভ্রমে ঘাতকানুচরদিগের সম্মুখে পড়িয়া নিধন প্রাপ্ত হন। ১৩২৮

গুপ্ত-ঘাতকদিগকে অক্ষতশরীরে গ্রামান্তর অভিমুখে পলাইতে দেখিয়াও রাজসৈনিকেরা চিত্রার্পিতের ন্যায় ক্রোধে অবশ, অচল হইয়া রহিল, শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিল না। ১৩২৯

তাহার পর রাজ-প্রসাদ-পুষ্ট-বপু রাজ-জ্ঞাতিরা আসিয়া সেই জনশূন্য প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ১৩৩০

রাজা হর্ষদেবের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকানেক নরাধমদিগের বর্ণনায় আমরা ভারবাহীদিগের ন্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; তাহাদিগের বর্ণনা বা নাম স্মরণও কর্ত্তব্য নহে। তাহারা যে সকল দুষ্কার্য্য সাধনপূর্ব্বক পাপিষ্ঠের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছে, অতঃপর তাহা আর উল্লিখিত হইবে না। ১৩৩১।১৩৩২

অঙ্গনাদ্‌ গুপ্তাকুটিং মন্ত্রানাং পৌরুষং মহৎ।
পাপিনঃ কেপি তন্মুখ্যা দদৃশুঃ স্বামিনঃ হতম্‌॥ ১৩৩৩
অধরেণাস্রসংস্কারলেশাবেশপ্রকম্পিনা।
বদন্তং দন্তদৃষ্টেন স্বান্তস্থাস্তেনুতপ্ততাম্‌॥ ১৩৩৪
বঞ্চিতঃ কথমেষোঽহমিতি নামেতি চিন্তয়া।
নিঃস্পন্দে জীবিতান্তেপি তথৈব দধতং দৃশৌ॥ ১৩৩৫
শ্যামায়মানং বাষ্পেণ ব্রণবক্ত্রে ক্ষতক্ষতা।
অন্তঃপ্রশান্তামর্ষাগ্নিশেষধূমলতাত্বিষা॥ ১৩৩৬
আননস্থাস্ফুটীভূতচন্দনোল্লেখকুঙ্কুমম্‌।
সক্তয়া লিখিতস্যেব ঘনক্ষতজলাক্ষয়া॥ ১৩৩৭

প্রাঙ্গণে সমাগত পাপাত্মদিগের মধ্যে প্রধান কয়েকজন অঙ্গন হইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করা পৌরুষের কার্য্য মনে করিল এবং তথায় নিহত প্রভুর প্রাণহীন দেহ দর্শন করিল।

তাহারা দেখিল, তখনও রাজার মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে, রক্তাক্ত ওষ্ঠাধর যেন কম্পিত হইতেছে, দশন-দষ্ট অধরে যেন অন্তরের অনুতাপ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নয়নের তারা স্থির, নিস্পন্দ, দেখিয়া মনে হইতেছিল—রাজা তখনও হৃদয়ে ধ্যান করিতেছেন—হায় আমি কতদূর প্রতারিত হইয়াছি? শোণিত-প্রবাহ ক্ষতস্থান হইতে বেগে নির্গত হইয়া ক্ষতমুখে জমাট বাঁধিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে—যেন অন্তরস্থ ক্রোধানল প্রশমিত হওয়ায় শেষাংশ ধূমরাশির আকারে পরিণত হইয়াছে। আহত মুখমণ্ডলে লাক্ষাবৎ রুধির সংলিপ্ত থাকায় কুঙ্কুম চন্দন রেখা বিলুপ্ত প্রায় দেখাইতেছিল; তাঁহার কেশকলাপ শীতল শোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া

আগ্মানাম্রজটীভূতকেশং নগ্নং ভুবি চ্যুতম্।
পর্য্যস্তপাণিচরণং স্কন্ধাগ্রালম্বিকংধরম্ ॥ ১৩৩৮
তং বীক্ষ্য নোচিতং কিঞ্চিদাচেরুস্তে নরাধমাঃ।
বৈজন্মস্য ফলং ভুঙ্ক্ষ্বেত্যাবেগাদধিচিক্ষিপুঃ ॥ ১৩৩৯
লব্ধা তুরঙ্গে যুগ্যে বা ন তৈর্নীতশ্চিতাগ্নিসাৎ।
কর্ত্তুং ন বা পারিতঃ স প্রাণত্রাণায় ধাবিতৈঃ ॥ ১৩৪০
আস্তাং বিলম্বসাধ্যং বা কর্ষ্মৈতদভ্রাষ্ট্রদারুণাৎ।
সজ্জাগ্নি চাগ্নিসাদ্গেহমপি কশ্চিচ্চ নাকরোৎ ॥ ১৩৪১
রাজবাজিনমেকৈকং তেহধ্যারুহ্য পলায়িতাঃ।
নির্লুণ্ঠিতস্তু কটকো ব্রজন্গ্রামেষু ডামরৈঃ ॥ ১৩৪২

জটার ন্যায় হইয়াছিল, হস্ত পদ প্রসারিত, স্কন্ধদেশ গ্রীবালম্বিত এবং দেহ ভূতলে নগ্নাবস্থায় শয়ান ছিল। ১৩৩৪—১৩৩৮

নরাধমেরা তদবস্থায় পতিত রাজকলেবর দেখিয়া তৎকালোচিত কোন কার্য্যই করে নাই, প্রত্যুত "অশিষ্টতার ফলভোগ কর" বলিয়া আবেগভরে নিন্দাই করিয়াছিল। ১৩৩৯

রাজার শব ঘোটকাপোরি বন্ধন অথবা শিবিকায় স্থাপন পূর্ব্বক সৎকারার্থ শ্মশানে লইয়া যাইতে কেহই পারিল না, সকলেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ পলায়নপর হইল। ১৩৪০

যদি বল শ্মশানে সৎকার করা বিলম্বসাধ্যব্যাপার, তথাপি কতক-গুলি জ্বলন্ত কাষ্ঠ শবদেহের উপরি চাপাইয়া দিলেও হইত, অথবা নিকটে যখন অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে সেই গৃহেই অগ্নি সংযোগ করিলেও সৎকার শেষ হইত; নরাধমেরা তাহাও করে নাই। ১৩৪১

রাজার এক একটী অশ্ব যে যেমন পারিল লইয়া পলায়ন করিল।

ন পুত্রঃ পিতরং পুত্রং পিতা বা প্রত্যপালয়ৎ।
ভূতং হতং লুণ্ঠিতং বা প্রচলন্সহিমেধ্বনি ॥ ১৩৪৩
ন কোপি শস্ত্রভৃৎসোভূৎস্মৃত্বা মানোন্নতিং পথি।
পরৈরাক্ষিপ্যমাণো যঃ শস্ত্রং বস্ত্রং চ নাত্যজৎ ॥ ১৩৪৪
লবরাজযশোরাজদ্বিজৌ ব্যায়ামবেদিনৌ।
কান্দশ্চ রাজা নিহতা বীরবৃত্ত্যা ত্রয়ঃ পরম্ ॥ ১৩৪৫
অদূরাদুৎপলাদ্যাস্তু কটকং বীক্ষ্য বিদ্রুতম্।
প্রবিষ্টাবাট্টং ছিত্ত্বা শিরো নিন্যুর্মহীপতেঃ ॥ ১৩৪৬

সৈনিকেরাও গ্রামে গ্রামে পলায়নকালে ডামর দস্যুদিগের হস্তে সর্ব্বস্ব হারাইল। ১৩৪২

তাহাদিগের প্রাণের ভয় কতদূর তাহা বর্ণনা করা যায় না, সেই দুর্গম তুষারময় পথে পলাইবার সময় পিতা পুত্রকে, কি পুত্র পিতাকে দস্যু পীড়িত ও নিহত হইতে দেখিয়াও রক্ষার্থ চেষ্টা করে নাই। ১৩৪৩

পলায়নকালে শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে, পথি মধ্যে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বীয় মর্য্যাদা পরিহার পূর্ব্বক শস্ত্র, বস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই। ১৩৪৪

অস্ত্রবিদ্যায়-বিশারদ লবরাজ ও যশোরাজ নামক ব্রাহ্মণদ্বয় এবং কান্দরাজ এই তিনজন বীরকার্য্য করিয়া দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন। ১৩৪৫

উৎপল ও তৎসহচরেরা নিকটে ছিল; যখন দেখিল রাজসৈন্য ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে, তখন তাহারা নির্ভয়ে রাজার আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজার শিরচ্ছেদন করতঃ ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল। ১৩৪৬

গতেষু দেবসরসং তেষু ছিন্নশিরা নৃপঃ।
হতশ্চৌর ইব প্রাপ গ্রাম্যাণাং প্রেক্ষণীয়তাম্ ॥ ১৩৪৭
এবং দ্রোহৈস্তৃতীয়াব্দামাবাস্যায়াং স ফাল্গুনে।
পঞ্চপঞ্চাশতঃ বর্ষানায়ুষোতীতবান্হতঃ ॥ ১৩৪৮
বিলাসশয়নস্থস্য সিংহদেবস্য সা শ্রুতৌ।
প্রেমাখ্যোনৈত্য দুর্বার্তা ধাত্রীয়েণ ব্যধীয়ত ॥ ১৩৪৯
সংভাব্যতে যোন্নুভাবঃ সশস্ত্রস্যাপ্রিয়শ্রুতৌ।
হৃতশস্ত্রোপি তং প্রাপ স তদা পিতৃবৎসলঃ ॥ ১৩৫০
মোহলুপ্তস্মৃতিঃ স্থিত্বা চিরাল্লব্ধচেতনঃ।
ততদ্দুঃখাহতধৃতির্বিললাপ স্ফুটাস্ফুটম্ ॥ ১৩৫১

দেবসরসে রাজার মস্তকহীন দেহ গ্রামবাসীদিগের একটি দেখিবার বস্তু হইল ; তাহারা যেন কোন প্রসিদ্ধ চৌরের শরীর লইয়া কৌতুক করিতেছিল। ১৩৪৭

লৌকিকাব্দের চারি হাজার দুইশত তিন বৎসরে—ফাল্গুন মাসে অমাবস্যায়, রাজা সুসসল পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। ১৩৪৮

রাজকুমার সিংহদেব সুখাসনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় ধাত্রীপুত্র প্রেম এই দুঃসংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর করে। ১৩৪৯

পিতৃ-বৎসল জয়সিংহ নিরস্ত্র থাকিলেও এই অপ্রিয় সংবাদে সশস্ত্র বীরের উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৩৫০

মোহবশতঃ তদীয় স্মৃতি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, পরে কথঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া শোকবিহ্বলচিত্তে গদ্গদ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ১৩৫১

মদর্থং কুর্ব্বতা রাজ্যং প্রযত্নাদপকণ্টকম্।
অধমে কিং মহারাজ ত্বয়াত্মা পরিভাবিতঃ॥ ১৩৫২
অহেতোঃ পশ্যতঃ শত্রূনস্তে বৈরবিশুদ্ধয়ে।
অপি তে মানিনোগচ্ছংস্তাত সংভাবনাভুবন্॥ ১৩৫৩
ত্বয়া নিষেদিতে বৈরে পিতা ভ্রাতা চ তে দিবি।
নির্ম্মন্যুঃ সংপ্রতি ত্বং তু বর্ত্তসে মন্যুদুঃস্থিতঃ॥ ১৩৫৪
অনরণ্যকৃপদ্রোণজামদগ্ন্যাদিষু স্পৃহাম্।
কুল্যক্ষালিতবৈরেষু মা কার্ষীঃ কাঞ্চন ক্ষণম্॥ ১৩৫৫
শোচ্যস্তদাশ্রয়ো মন্যুরহং শোধয়িতা নৃপ।
দূয়ে ন তত্র যাতং যত্রৈলোক্যমভিযোজ্যতাম্॥ ১৩৫৬

"হা পিতা, হা মহারাজ, আমার জন্যই রাজ্য নিষ্কণ্টক করিতে আপনার এত যত্ন। হায়, কেন আপনি অধমের হস্তে এরূপ নিগৃহীত হইলেন? ১৩৫২

"অবশেষে শত্রুর সহিত বৈরভাব দূরীকরণার্থ যখন শত্রুপক্ষীয়ের সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন—তখন কেন নিরস্ত্র হইয়া তাহাদিগকে সম্মান দেখাইতেছিলেন? ১৩৫৩

"আপনি আপনার পিতার ও ভ্রাতার শত্রুদিগের বধ সাধন করিয়া স্বর্গস্থ পিতা ও ভ্রাতার চিত্ত-দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, অধুনা আপনি স্বয়ংই দুঃস্থচিত্তে রহিয়াছেন। ১৩৫৪

"অনরণ্য, কৃপ দ্রোণ ও জমদগ্নি প্রভৃতি আত্মীয়গণ বৈর-নির্যাতন দ্বারা তাঁহাদিগের ক্রোধ শান্তি করিয়াছেন, আপনি আর সস্পৃহ-লোচনে উক্ত মহাত্মাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না, অচির কালমধ্যেই আমি আপনার শত্রুগণের বধ সাধন করিব—ত্রিভুবন

বাৎসল্যোৎপুলকস্মেরং স্নিগ্ধোক্তিমধুরং মুখম্।
মদ্দর্শনে যদাসীত্তে তন্মে পুর ইবাধুনা ॥ ১৩৫৭
ইতি চান্যচ্চ বিলপন্‌গাম্ভীর্যালক্ষ্যবৈকৃতঃ।
হ্রীশোকভয়মূকান্স দদর্শাপ্তান্‌পিতুঃ পুরঃ ॥ ১৩৫৮
অশিক্ষয়ত যন্মন্যুর্দাক্ষিণ্যং নিরুরোধ তৎ।
তথাপ্যেবং স তানূচে কিঞ্চিদাক্ষেপকর্কশম্ ॥ ১৩৫৯
কোশৌঃ সদ্বংশতাং বীক্ষ্য কুকৃতঃ সংক্রিয়াং গতাঃ।
ধিগ্‌ভবন্তশ্চ শস্ত্রং চ তাতস্যান্তে বিপর্যয়ম্ ॥ ১৩৬০

যদি আক্রমণ করিতে হয় আমি তাহাও করিব—আপনার ক্ষোভ অনাবশ্যক। ১৩৫৫।১৩৫৬

আমি এখনও আপনার সেই বাৎসল্য পূর্ণ আহ্লাদে রোমাঞ্চিত, স্মিত-শোভিত মুখমণ্ডল যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি। আপনার স্নেহ মধুর বাক্য যেন এখনও—শুনিতেছি। ১৩৫৭

এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি এরূপ গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের বিকার বাহ্যাকারে লক্ষ্য হইত না; যখন তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ তৎসমীপে আগমন করিলেন—তিনি বহুযত্নে মনের ক্ষোভ গোপন করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লজ্জা, দুঃখ ও ভয়ে মন্ত্রীদিগের মুখে বাক্য স্ফুরণ হইতেছিল না। ১৩৫৮

ক্ষোভ রোষের বাক্য সৌজন্যের দ্বারা নিবারিত হইল; তথাপি কিঞ্চিৎ ভৎর্সনাসহ রূঢ় ভাষায় তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ১৩৫৯

আমার পিতা আপনাদিগকে সদ্বংশজাত বিবেচনায় ধনমানাদি

যস্মাৎপিতৃব্যো নিহতে কৃতমুচ্ছিষ্টজীবিভিঃ।
মান্যানাং ভবতাং সিদ্ধং হা ধিক্তদপি নাধুনা॥ ১৩৬১
ইত্যুপালম্ভমানস্তান্দ্বিত্রৈরন্তিকমাগতৈঃ।
স্বকৈরমাত্যৈঃ কর্ত্তব্যশ্রুতয়েবহিতঃ কৃতঃ॥ ১৩৬২
প্রস্থানং লোহরে কেচিদূচুঃ সংত্যজ্য মণ্ডলম্।
ত্বরাং চ তত্র রাত্র্যন্তে বদন্তো ভৈক্ষবং ভয়ম্॥ ১৩৬৩
গর্গাত্মজং পঞ্চচন্দ্রমালম্ব্য লহরস্থিতম্।
বৈরাজ্যাচরণায়ান্যে ধীরপ্রায়া বভাষিরে॥ ১৩৬৪

দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুকালে, আপনারা ও আপনাদের শস্ত্র উভয়ই বিপরীত ধর্ম্ম আচরণ করিতেছে, ধিক্ আপনাদের শস্ত্রে! ধিক আপনাদিগকে!! ১৩৬০

হা ধিক! আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইলে উচ্ছিষ্ট-ভোজী চণ্ডালেরা যাহা করিয়াছিল আপনারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াও, তাহা এখন করিতেছেন না? ১৩৬১

এইরূপে যখন তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুই তিনজন আপ্ত মন্ত্রী নিকটে আসিয়া উপস্থিত কর্ত্তব্যের দিকে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল। ১৩৬২

কেহ কেহ সত্বরে কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া লোহরে যাইতে পরামর্শ দিল। কারণ রাত্রি প্রভাত হইলেই ভিক্ষাচর আসিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। ১৩৬৩

অপর দুই একজন বুদ্ধিমানের ন্যায় প্রস্তাব করিল—গর্গ-পুত্র পঞ্চচন্দ্র লহরে আছেন, তাঁহার সাহায্য লইয়া রাজ্যোদ্ধারার্থ যুদ্ধ করা হউক। ১৩৬৪

নহি স্বগৃহবন্তিক্ষোর্ব্বিবিক্ষোর্ন রাস্তরম্ ।
অজ্ঞায়ি প্রত্যবস্থাং কেনাপ্যসতি সুস্সলে ॥ ১৩৬৫
আত্মন্যসংভাবনয়া তাদৃশাং মন্ত্রিণাং নৃপঃ ।
সান্তঃখেদং শ্বো বিধেয়ং দ্রক্ষ্যথেত্যব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৩৬৬
কালাপেক্ষাপরিত্যক্তপিতৃব্যাপত্তিদুঃস্থিতঃ ।
স কোশাদিষথাদিক্ষদ্রক্ষিণস্ত্রাণদীক্ষিতান্ ॥ ১৩৬৭
ইতশ্চেতশ্চ বভ্রম্যমাণৈঃ প্রোস্থৎপ্লুতস্বরম্ ।
অন্যোন্যাখ্যায়িভির্লোকৈঃ পুরং মুখরতামগাৎ ॥ ১৩৬৮
মত্তবেতালমালেব কালরাত্র্যাকুলেব চ ।
বভূব সা যামবতী সর্ব্বভূতভয়াবহা ॥ ১৩৬৯

সুস্সলের অবর্ত্তমানে ভিক্ষু শ্রীনগর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশোদ্যত হইলে, তাহাকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে ইহা কেহ মনেও করে নাই। ১৩৬৫

জয়সিংহ স্বীয় বিক্রমে মন্ত্রিগণের এইরূপ অনস্থা বুঝিতে পারিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন—এক্ষণে যাহা বিধেয়, কল্য তাহা দেখিতে পাইবেন। ১৩৬৬

সময়োচিত কর্ত্তব্য সাধনার্থ তিনি পিতৃশোক হৃদয়েই গুপ্ত রাখিলেন, কণ্ঠ শস্ত্রীদিগকে ধনাগার রক্ষার্থ বিশেষরূপে আদেশ দিলেন। ১৩৬৭

সেই রাত্রিতে নগরবাসীরা ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল এবং উচ্চৈঃস্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে থাকায় নগরটী কোলাহলময় হইয়া উঠিল—যেন কালরাত্রি উপস্থিত, বেতালগণ মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—সকল লোকের মনে বিষম ভয় জন্মিয়াছিল। ১৩৬৮।৬৯

দীপৈর্নির্ব্বাতনিষ্কম্পৈশ্চিন্তাস্পন্দৈশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
তিষ্ঠন্‌পরিবৃতো রাজা স্বান্তরেবমচিন্তয়ৎ ॥ ১৩৭০
নির্দ্বারে সম্মম্যগ্রমারুতে শূন্যবেশ্মনি ;
তাতোপি নিহতঃ শূন্যে ময়ি জীবত্যনাথবৎ ॥ ১৩৭১
কষ্টমেতাদৃশাসহ্যবৈশসক্ষালনাবধি।
কথং গোষ্ঠীষু শক্ষ্যামি দ্রষ্টুং মানবতাং মুখম ॥ ১৩৭২
বিরোধিবশবর্ত্তিভ্যো দেশেভ্যঃ সৈন্যনায়কঃ।
স হিমৈরেব দুর্লঙ্ঘ্যৈঃ কথমেষ্যতি বর্ত্মভিঃ ॥ ১৩৭৩
ইত্থং বিমৃষতস্তস্য তত্তত্তীব্রাভিষঙ্গিণঃ।
যযৌ ভীতিমতো ভীমা কথঞ্চিৎসা নিশীথিনী ॥ ১৩৭৪

সমস্ত রজনী নিবাত নিষ্কম্প দীপমালা রাজভবন আলোকিত করিয়াছিল, চিন্তাকুল অমাত্য'গণ রাজাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিল। রাজা মনে মনে ভাবিতে ছিলেন—হায় আমি সর্ব্বশূন্য হইয়া জীবিত আছি এবং তদবস্থায় আমার পিতাও অনাথের ন্যায়, মুক্তদ্বার, অন্ধকারময়, সচ্ছন্দ-পবন-তাড়িত জনশূন্য গৃহে নিহত হইয়া রহিয়াছেন। এতাদৃশ অসহনীয় অপমান যতদিন ক্ষালন করিতে না পারিব ততদিন সম্ভ্রান্ত জনগণের মুখাবলোকনে কিরূপে সমর্থ হইব ? ইহা কি কষ্টকর। আমার সৈন্যাধ্যক্ষও কিরূপেই বা শত্রু-বিজিত প্রদেশ হইতে দুর্লঙ্ঘ্য হিমাচ্ছন্ন গিরিপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইবে ? ১৩৭০—১৩৭৩

এই প্রকার নানাবিধ দুঃখ, ভয়, বিপদ চিন্তা করিতে করিতে রাজার সেই ভীষণ দুঃখ নিশি কোনরূপে প্রভাত হইল। ১৩৭৪

প্রাতশ্চতুষ্কিকাং পৌরসমাশ্বাসায় নির্গতঃ।
নষ্টং কটকমন্বেষ্টুং সোশ্বারূঢ়ানসর্জ্জয়ৎ ॥ ১৩৭৫
মার্গানসূচীসঞ্চারৈস্তুষারৈর্ব্বিবরোজ্ঝিতান্।
আশ্লিষ্টবসুধামেঘাঃ কর্তুং প্রারেভিরে ততঃ ॥ ১৩৭৬
নামাপ্যলব্ধ্বা সৈন্যস্য মোঘসৈন্যেষু দূরতঃ।
নিবৃত্তেষু নিযুক্তেষু বিমৃষ্য নৃপতিঃ ক্ষণম্ ॥ ১৩৭৭
যদ্যদ্যেনাহৃতং তত্তৎপরিত্যক্তং ময়াধুনা।
দত্তং চারীঞ্শ্রিতবতামভয়ং সাগসামপি ॥ ১৩৭৮
ইত্যাজ্ঞাং ভ্রময়ামাস পটহোদ্ঘোষণৈঃ পুরে।
সাশীর্ঘোষাস্ততঃ পৌরাস্তত্রারজ্যন্ত সর্ব্বতঃ ॥ ১৩৭৯

প্রাতঃকালেই তিনি পুরবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে চতুষ্কিক হইতে নির্গত হইলেন—এবং পলায়িত সৈন্যের অন্বেষণ জন্য অশ্বারোহীদিগকে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন। ১৩৭৫

তদনন্তর—ভূতল স্পর্শী মেঘ হইতে অনবরত তুষারপাতে পথ সমস্ত পূর্ণ হইয়া গেল। ১৩৭৬

পূর্ব্ব প্রেরিত অশ্বারোহী সৈন্যেরা বিবিধ পথক্লেশ পাইয়া ফিরিয়া আসিল, পলায়িত সৈন্যের কোন বার্ত্তাই পাওয়া গেল না, তখন রাজা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া নগর মধ্যে ঢক্কানিনাদসহ এইরূপ ঘোষণার আদেশ দিলেন, "যদি কেহ কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে এখন হইতে তাহাতে আমার কোন স্বত্ব রহিল না, যদি কেহ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া অপরাধ করিয়াও থাকে, তাহাদিগকে আমি অভয় দিতেছি" এই ঘোষণায় পুরবাসীরা আনন্দধ্বনি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল এবং রাজার অনুরাগী হইয়া উঠিল। ১৩৭৭—১৩৭৯

অনন্তরনৃপাচারবৈধর্ম্ম্যোৎকারকল্পয়া।
তয়া সোনঘয়া বৃত্ত্যা ফলং সদ্যোঽনুভাবিতঃ॥ ১৩৮০
শতাদপ্যূনসংখ্যৈর্য্যঃ স্থিতবাননুগৈঃ সমম্।
অনুরাগঘনৈর্লোকৈস্তৎকালং পর্য্যবার্য্যত॥ ১৩৮১
প্রিয়োক্ত্যাবেদনং প্রীতিদায়োপায়ঃ প্রভোঃ পুরঃ।
ভজল্লৌকস্থাগ্র্যমন্ত্রিপদবীং লক্ষকোগ্রহীৎ॥ ১৩৮২
রাজ্যং শয্যাং নয়ত্যেবং প্রাজ্ঞে রাজ্ঞি নয়ক্রমৈঃ।
যাতি মধ্যংদিনে ভিক্ষুর্ব্বিভিক্ষুঃ পুরমাযয়ৌ॥ ১৩৮৩

ঈদৃশক্ষেত্রে পূর্ব্বপূর্ব্ব নরপতিগণের যে আচরণ দৃষ্ট হইয়াছিল, রাজা জয়সিংহ তদ্বিপরীত পন্থার অনুসরণ করায় সদ্যঃ সুফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন! ১৩৮০

অভয়বাণী ঘোষণার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার একশত অপেক্ষাও ন্যূন সংখ্যক অনুচর ছিল, উক্তরূপ ঘোষণার পরেই সমস্ত পৌরলোক আন্তরিক অনুরাগ ভরে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করে। ১৩৮১

মিষ্টবচনে লোককে কিরূপে আপ্যায়িত করিতে হয়, প্রীতিউপহার দ্বারা কিরূপে লোক বশীভূত করিতে হয়, লক্ষক তাহা উত্তমরূপ জানিতেন এজন্য তিনিই প্রভুর সম্মুখে প্রধান মন্ত্রীর পদবী গ্রহণ করিলেন। ১৩৮২

এইরূপে প্রাজ্ঞ রাজার সুনীতিক্রমে পরিচালিত রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ভিক্ষাচর শ্রীনগর প্রবেশ মানসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৩৮৩

তস্য ডামরপৌরাশ্ববারলুণ্ঠাকসংকুলঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বো দদৃশে সৈন্যব্যতিকরস্তদা॥ ১৩৮৪
হতং শ্রুত্বা রিপুং রাজ্যোৎসুকঃ স নগরং ব্রজন্।
রাজা কাকাত্মজেনেতি তিলকেনাভ্যধীয়ত॥ ১৩৮৫
হতঃ সমস্তবিদ্বেষ্যঃ স দৈবাদ্যদি সুস্‌সলঃ।
কথং প্রকৃতয়ো জহ্যাগুণবন্তং তদাত্মজম্॥ ১৩৮৬
পুরপ্রবেশে কা রাজংস্তস্মাদেকমহস্ত্বরা।
এহি পদ্মপুরং যামো মার্গং রোদ্ধুং বিরোধিনাম্॥ ১৩৮৭
আগচ্ছন্তো নষ্টসৈন্যাঃ সুজ্জিমুখ্যা মহাভটাঃ।
নিহতা যদি বা রুদ্ধাস্তত্র সায়ুধবাহনাঃ॥ ১৩৮৮

ভিক্ষাচরের বাহিনীর ন্যায় আর কাহারও এরূপ বিচিত্র সৈন্য সমাবেশ দেখা যায় নাই, তাহাতে ডামর, পৌর, অশ্বারোহী, ও লুণ্ঠন পরায়ণ দস্যু বহুল পরিমাণে ছিল। ১৩৮৪

যখন ভিক্ষাচর শুনিলেন শত্রু সুস্‌সল নিহত হইয়াছে, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া, সিংহাসন লাভার্থ শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন—দেখিয়া কাকতনয় তিলক তাঁহাকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রাজন্! যদিও দৈবক্রমে সর্ব্ব লোকের অপ্রিয় সুস্‌সল নিহত হইয়াছে, তথাপি প্রজালোকে তদীয় গুণবান্ পুত্র জয়সিংহকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে দিনেকের মধ্যে পুরপ্রবেশার্থ এত ত্বরান্বিত হইতেছেন কেন? পদ্মপুর আগমন করুন, আমরা শত্রুগণের গতিপথ রোধ করিতে যাইতেছি। সুজ্জি প্রমুখ মহাবীরগণের সৈন্য প্রায়ই পলায়িত—যদি তাহারা আসিয়া পড়ে, হয়

প্রবিষ্টোসি ততো স্বস্তশস্ত্রো দ্বিত্রৈর্দিনৈর্ধ্রুবম্।
নগরং নগরৌকোভিঃ স্বয়মভ্যর্থিতাগমঃ॥ ১৩৮৯

অলমেভৈর্জ্জরন্মন্ত্রৈর্ব্বদন্ত ইতি চক্রিরে।
স চ কোষ্ঠেশ্বরাদ্যাশ্চ স্মেরাস্তস্যাবধীরণাম্॥ ১৩৯০

রাজ্যং বিদদ্ভিঃ সংপ্রাপ্তাংস্তাংস্তাঞ্ছাসনপট্টকান্।
ক্রুক্তমর্থয়মানৈশ্চ বিলম্বং কারিতো নিজৈঃ॥ ১৩৯১

অতো বহুহিমাপাতবিবশাশেষসৈনিকঃ।
আসদন্নগরোপান্তং সময়েন স তা.তো॥ ১৩৯২

আমাদিগের হস্তে নিহত হইবে, না হয়, বাহন অস্ত্রাদিসমেত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহার পর আপনি দেখিবেন দুই দিনের মধ্যে আপনি নির্ব্বিঘ্নে নগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, পুরবাসীরা স্বয়ং আপনার শুভাগমনে অভ্যর্থনা করিতেছে। ১৩৮৫—১৩৮৯

কিন্তু তিলকের প্রস্তাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোষ্ঠেশ্বর প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি হাস্য মুখে বলিল এ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ লোকের আর মন্ত্রণার প্রয়োজন নাই। ১৩৯০

ইহার উপরি ভিক্ষাচরের নিজের লোকেরাই রাজ্য হস্তগত হইয়াছে মনে করিয়া অবিলম্বে আমাদিগের শাসন-পট্টক (বিবিধ অধিকারে) দেওয়া হউক বলিয়া অযথা বিলম্ব ঘটাইল। ১৩৯১

অনন্তর অত্যধিক হিমপাত হেতু বহুসংখ্যক সৈন্য নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, কোনক্রমে ভিক্ষাচর শ্রীনগর উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। ১৩৯২

এতস্মিন্নন্তরে লব্ধে নিঃসৈন্যস্য সসৈনিকঃ।
গর্গাত্মজঃ পঞ্চচন্দ্রো নৃপতেঃ পার্শ্বমাযযৌ ॥ ১৩৯৩
হতস্বামিপরিত্যাগমন্যুক্ষালনকাঙ্ক্ষিভিঃ।
রাজপুত্রৈঃ সমং সোথ বীরো যোদ্ধুং বিনির্যযৌ ॥ ১৩৯৪
অসংভাবনসংগ্রামান্বীক্ষ্য তান্‌ভিক্ষুসৈনিকাঃ।
যাবৎপ্রারেভিরে যোদ্ধুং তাবৎকিমপি সর্ব্বতঃ ॥ ১৩৯৫
ক্ষণেনৈব যযুর্ভঙ্গং তাংস্তান্বীক্ষ্য হতান্নিজান্‌।
ন সংস্তম্ভয়িতুং শেকুঃ স্বচমূশ্চ পলায়িনীঃ ॥ ১৩৯৬
সেনানাথাশ্চ যে মুখ্যা ভিক্ষুপৃথ্বীহরাদয়ঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বং সংত্রাসং তেপ্যাশস্ত্রিবদায়যুঃ ॥ ১৩৯৭

ইত্যবসরে গর্গপুত্র পঞ্চচন্দ্র সসৈন্যে সৈন্যসহায়শূন্য জয়সিংহের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৩৯৩

অনন্তর মহাবীর পঞ্চচন্দ্র যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন—বহুসংখ্যক রাজপুত্রও তাঁহার অনুগামী হইলেন—তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা নিহত প্রভুকে পরিত্যাগ করায় যে পাপস্পর্শ হইয়াছে এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ১৩৯৪

ভিক্ষাচরের সৈন্যেরা উঁহাদিগকে অসম্ভাবিতরূপে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া—যেমন যুদ্ধারম্ভ করিল অমনি স্বপক্ষীয় কতিপয় যোধার বিনাশ দর্শনমাত্র কে কোন্‌ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পলায়মান সৈন্যকে কেহ স্থির করিয়া রাখিতে পারিল না, এমন কি ভিক্ষু, পৃথ্বীহর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানায়কও অদৃষ্ট পূর্ব্ব কাপুরুষবৎ ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিজ নিজ বাহিনী সংযত রাখিতে পারিলেন না। ১৩৯৫—৯৭

বিদ্রবংস্তোহ্নুযাতাঃ স্যুস্তে চেদ্দূরং নৃপানুগৈঃ।
তন্নূনমবশিষ্যেত ক্ষণাদেব ন কিঞ্চন॥ ১৩৯৮
বৈমুখ্যং তেষু যাতেষু চিরাৎসাংমুখ্যমাযযৌ।
নবভূভৃৎপ্রভাবেন নগরে বিধুরে বিধিঃ॥ ১৩৯৯
অন্যথা কলিতো লোকেরন্যথা দৈবযোগতঃ।
ইত্থং রাজ্ঞোদ্বয়োরাসীদ্বিজয়াবজয়ক্রমঃ॥ ১৪০০
কঞ্চিন্নিপাতয়তি বদ্ধপদং ক্ষণেন
কঞ্চিৎপরং পিপতিষুং নয়তি প্ররূঢ়িম্।
সংকল্পনির্বিষয়চিত্রতরানুভাব
ওঘোস্তসামিব তটীং পুরুষং বিধাতা॥ ১৪০১

যদি রাজপক্ষীয় যোধগণ বিপক্ষদিগের পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। ১৩৯৮

ভিক্ষুপক্ষীয়েরা রণে বিমুখ হইলে বিধি যেন বহুকালপরে দুঃস্থ নগরবাসীদিগের প্রতি অনুকূল হইলেন—ইহাতে নবীন ভূপতির প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল। ১৩৯৯

লোকে ভাবিয়াছিল একরূপ, বিধাতা ঘটাইলেন অন্যরূপ—এই প্রকারে ভূপতিদ্বয়ের পর্য্যায় ক্রমে জয় ও পরাজয় দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৪০০

বিধাতার আশ্চর্য্যশক্তি মানবের চিন্তারও অতীত, কখন কোন সুদৃঢ়পদ পুরুষও ক্ষণমধ্যে ভূপতিত, আবার কোন পতিতপ্রায় পুরুষও দৃঢ়পদে পুনরুত্থিত। জলস্রোত এক তট ভাঙ্গিয়া অন্য তট গঠিত করিতেছে। ১৪০১

অথ তত্তৎভয়হান্‌শান্তঃ সুজ্জির্দিনাত্যয়ে।
দাবব্যাপ্তাদ্রিনিক্রান্তো নিঃসহোহহিরিবাযযৌ॥ ১৪০২
মেধাচক্রপুরগ্রামস্থিতঃ শ্রুত্বা হতং নৃপম্‌।
স হি সংমন্ত্র্য রাত্র্যন্তর্নোত্তস্থাববসৎপরম্‌॥ ১৪০৩
রিল্‌হণাদীন্‌স্থিতাঞ্‌শূরপুরাদৌ সৈন্যনায়কান্‌।
প্রতীক্ষমাণস্তৈঃ সাকং নির্ব্বাণং নগরেবিশৎ॥ ১৪০৪
তমিস্রায়াং প্রত্যভিজ্ঞাকৃতে তেষামনশ্বরান্‌।
স্বাবাসপৃষ্ঠে জ্বলতো দীপানাস্থাপয়ত্ততঃ॥ ১৪০৫
বৈমত্যাত্তে তু পত্তীনাং বিক্রতানাং পৃথক্‌ পৃথক্‌।
নিশি কাপি পরিভ্রষ্টা ন তৎকটকমায়যুঃ॥ ১৪০৬

তদনন্তর দিবাবসানে সুজ্জি সমাগত হইলেন—দাবাগ্নি ব্যাপ্ত শৈল কন্দর হইতে যেন শ্রান্ত অজগর বহুকষ্টে বাহির হইল। পথিমধ্যে সুজ্জিকে নানা সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। ১৪০২

তিনি মেধাচক্রপুরে অবস্থানকালে নৃপতির নিধন বার্ত্তা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রণার পর স্থির করেন সে রাত্রিতে তথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, সুতরাং অভিযান করেন নাই। ১৪০৩

রিল্‌হণাদি সেনানায়কগণ শূরপুর প্রভৃতি স্থানে থাকায় সুজ্জি তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা আসিলেই সকলে মিলিত হইয়া নির্বিঘ্নে নগরে প্রবিষ্ট হইবেন। ১৪০৪

অন্ধকার রাত্রিতে আবাস স্থান নির্ণয় করা কঠিন বিবেচনায়, তিনি স্বীয় বাসগৃহের উপরিভাগে সর্ব্বক্ষণ দীপাবলী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৪০৫

কিন্তু সৈনিকদিগের মধ্যে মত দ্বৈধ হওয়ায় পৃ ক পৃথক থ

প্রত্যূষে প্রচলংস্তৈস্তৈঃ পৃষ্ঠলগ্নৈঃ স ডামরৈঃ।
ন মুহূর্ত্তমপি ত্যক্তঃ প্রহরদ্ভিরিতস্ততঃ॥ ১৪০৭
বৃদ্ধস্ত্রীবালভূয়িষ্ঠান্সহপ্রস্থায়িনো জনান্।
যয়ৌ রক্ষন্ পুরঃ কৃত্বা পশুপালঃ পশূনিব॥ ১৪০৮
পঞ্চাশতা হয়ারোহৈঃ সহ ব্যাবৃত্য তিষ্ঠতা।
কঞ্চিৎক্ষণং তেন রক্ষা তেষাং কর্তুমশক্যত॥ ১৪০৯
দ্রাক্ষাষণ্ডক্রমব্যূহসংবাধেধ্বন্যসাধ্বসৈঃ।
বাধ্যমানোরিভির্লোকং সোত্যাক্ষীত্তু পদে পদে॥ ১৪১০

অবলম্বনহেতু প্রকৃত পথ হারাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষেরা সে রাত্রিতে কোথায় যাইয়া পড়িল, সুজ্জির সেনা নিবাসে আসিতে পারে নাই। ১৪০৬

তিনি প্রত্যূষেই যাত্রা করিলেন কিন্তু ডামর দস্যুরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার অনুসরণ করিতে বিরত হয় নাই তাহারা সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিত। ১৪০৭

সুজ্জির সহযাত্রীর অধিকাংশই বৃদ্ধ, বালক, ও স্ত্রীলোক থাকায় তিনি তাহাদিগকে অগ্রভাগে রাখিয়া সাবধানে পশুপাল রক্ষকের ন্যায় রক্ষা করিয়া চলিলেন। ১৪০৮

পঞ্চাশজন সাদী সৈন্যের সাহায্যে পৃষ্ঠলগ্ন শত্রুদিগের উপরি আপতিত হইয়া কিয়ৎকাল সকলের রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪০৯

দ্রাক্ষালতায় ও মহীরুহে সমাচ্ছন্ন দুর্গম পন্থা অতিক্রম করিবার সময়ে নির্ভীক শত্রুর পশ্চাদাক্রমণে, প্রতিপদে তাঁহার লোক ক্ষয় হইয়াছিল। ১৪১০

হতস্য স্বামিনঃ স্বামিসূনোশ্চ ব্যসনস্থিতেঃ।
অনৃণ্যকাঙ্ক্ষিণা তেন নত্র হ্যাত্মৈব রক্ষিতঃ॥ ১৪১১
যেষাং প্রাণপরিত্যাগে নিশ্চয়ং বদ্ধতামপি।
ন যোগ্যকালাপেক্ষাস্তি কিং তৈর্হিংস্রপশূপমৈঃ॥ ১৪১২
হন্তুং তমষ্টমায়ান্তং রুদ্ধা পদ্মপুরান্তিকম্।
অবসণ্ডামরাঃ ক্রূরাঃ খড়ূবীবিষয়ৌকসঃ॥ ১৪১৩
খেরীতলালশাগ্রামাদুত্থায় পৃথুসৈনিকঃ।
ব্রজংস্তেনায়য়ৌ তত্র প্রসঙ্গে শ্রীবকঃ পথা॥ ১৪১৪
তমনষ্টানুগং সুজ্জিরসাবিতি বিশঙ্কিতাঃ।
নিপত্য তে বিদধিরে হতলুণ্ঠিতসৈনিকম্॥ ১৪১৫

নিহত প্রভুর ও দুস্থ প্রভুপুত্রের ঋণপরিশোধার্থ তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে, তিনি নিজেই প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। ১৪১১

যাহারা প্রাণপরিত্যাগে কৃতসংকল্প যদি তাহারা তজ্জন্য উপযুক্ত-কালের প্রতীক্ষা না করে, তবে সেই হিংস্রপশুপ্রায় ব্যক্তির জীবনে কি প্রয়োজন? ১৪১২

খড়ূবী অঞ্চলের ক্রূর ডামরেরা পদ্মপুর প্রান্তে অবস্থান করিতে-ছিল, তাহাদের অভিপ্রায় ছিল ঐস্থানে সৈন্যহীন সুজ্জিকে আবদ্ধ করিয়া নিহত করিবে। ১৪১৩

ঘটনাক্রমে শ্রীবক বহুসৈন্যসহ খেরীতলালশ গ্রাম হইতে ঐ পথেই আসিয়া পড়েন। ১৪১৪

শ্রীবকের সুসংযত অনুযাত্রিক দেখিয়া ডামরেরা সুজ্জি ভ্রমে আক্রমণ করিল ও সৈন্যধ্বংস করিয়া সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইল। ১৪১৫

মেরুশ্চ সজ্জনশ্চাশ্বব'রৌ তত্রাহবে হতৌ।
ক্ষতো বট্টাত্মজো মল্লো দিবসৈর্যো ব্যপদ্যত॥ ১৪১৬
উদীপবিহতশ্বভ্রবহৎসলিলসংকটম্।
উদীপপূরবালাখ্যং স্থানং তত্র ক্ষণেভবৎ॥ ১৪১৭
যুদ্ধা যুদ্ধা প্রচলতস্তত্র পদ্মপুরাদ্বহিঃ।
রুদ্ধসৈন্যস্য বিশিখঃ শ্রীবকস্যাবিশদ্গলম্॥ ১৪১৮
প্রহারবিবশো নাসৌ সুজ্জিস্ত্বেতি ডামরৈঃ।
স নির্লুণ্ঠ্য পরিত্যক্তঃ পূর্ব্বমৈত্র্যানুরোধতঃ॥ ১৪১৯
লুণ্ঠিতশ্রীবকানীককোশভারগ্রহানতৈঃ।
তৈঃ কৈশ্চিচ্চলিতৈরাসীৎসুজ্জের্মার্গোনুপদ্রবঃ॥ ১৪২০

এই আহবে মেরু ও সজ্জন নামক সাদীপতিদ্বয় নিহত হয়, বট্ট তনয় মল্লও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কয়েকদিন পরে গতাসু হয়। ১৪১৬

উদীপপুরবাল নামক স্থানটী বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ায় নিতান্ত দুর্গম বিধায় শ্রীবক সৈন্যের তাদৃশ্য দুরবস্থা ঘটে। ১৪১৭

পদ্মপুর সন্নিকটে শ্রীবক সৈন্যেরা যুদ্ধ করিতে করিতে উক্ত উদীপপুরে যাইতে ছিল, এমন সময় শ্রীবকের গ্রীবাদেশে একটী তীর বিদ্ধ হয়। ১৪১৮

যখন ডামরেরা দেখিল শ্রীবক, সুজ্জি নহে, তখন তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক পূর্ব্বসংচর বোধে আহতকে দয়া করিয়া প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছিল। ১৪১৯

যে সময়ে ডামরেরা শ্রীবক বাহিনী লুণ্ঠনে ব্যাপৃত ছিল, সেই অবসরে সুজ্জি নিরাপদে সে পথ অতিক্রম করেন। ১৪২০

প্রস্থিতে পথিকেকস্মাত্তস্ত্রেষুৎসাদয়ত্বনে।
আয়ুঃশেষো মৃগেন্দ্রস্য বিদধ্যাদধ্বশোধনম্॥ ১৪২১
নিঃশব্দসৈন্যো নির্যাতঃ সুজ্জিঃ পদ্মপুরান্তরে।
উদীপশ্বভ্রসবিধং সংপ্রাপ্তোজ্ঞায়ি ডামরৈঃ॥ ১৪২২
পদাতিকোশশস্ত্রাদি মুষ্ণতঃ সোনবেক্ষ্য তান্।
তীর্ত্বা শ্বভ্রং বাজিগম্যাং সাশ্বপরো ভুবং যযৌ॥ ১৪২৩
ততঃ পুরং প্রশান্তারিভয়ং দূরাদ্বিরোধিনঃ।
ভ্রূভঙ্গতর্জ্জনীকম্পরূক্ষালাপৈরতর্জ্জয়ৎ॥ ১৪২৪
সংত্রস্তৈস্তৈশ্ছত্রমাত্রং তৈস্ত্যক্তমাদায় চ দ্রুতম্।
প্রবিশ্য নগরং সাশ্রুর্নৃপতে পার্শ্বমাযযৌ॥ ১৪২৫

সিংহের দীর্ঘ পরমায়ু থাকিলে ব্যাধ বিস্তৃত বাগুরা ও শবমুখে অপর কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়ে। ১৪২১

সুজ্জি যখন নিঃশব্দ সৈন্য সঙ্গারে পদ্মপুর অতিক্রম করিয়া বন্যা প্লাবিত উদীপপুরে উপনীত হইলেন তখন ডামরেরা জানিতে পারে। ১৪২২

ডামরেরা তাঁহার রসদ, অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে লাগিল, সুজ্জি সে দিকে দৃকপাত না করিয়া জলাভূমি অতিক্রম করিয়া অশ্ব চালন যোগ্য কঠিন ভূমিতে উপনীত হইলেন। ১৪২৩

অবশেষে শত্রুভয় অপগত দেখিয়া, দূর হইতে অরাতিদিগকে ভ্রূভঙ্গে তর্জ্জনী হেলন ও ভৎর্সনা বাক্যে ত্রাসিত করিয়া চলিলেন। ১৪২৪

শত্রুরা শঙ্কা প্রযুক্ত ছত্র লইয়া যায় নাই, সুজ্জি সেই ছত্রমাত্র লইয়া নগরে সত্বর প্রবিষ্ট হইলেন—পরে সজল নয়নে রাজার সম্মুখে চলিলেন। ১৪২৫

জ্যায়সি ভ্রাতরীবাগ্রং তস্মিনপ্রাপ্তে জহৌ নৃপঃ।
দুঃখোষ্ণৈরশ্রুভিঃ সার্দ্ধং বৈরিব্যাপাতসাধ্বসম্ ॥ ১৪২৬
মহত্তমোনন্তসূনুরানন্দস্তত্র বাসরে।
লোচনোড্ডারকগ্রামে ডামরৈঃ প্রচলন্‌হতঃ ॥ ১৪২৭
তত্তন্মঙ্গল্যদণ্ডাদিদুঃসহায়াসকারণাৎ।
স বিপৎপতিতো নাভূৎকস্যাপি করুণাবহঃ ॥ ১৪২৮
ভাসাভিধঃ সুজ্জিভৃত্যো লোকপুণ্যাৎপলায়িতঃ।
শ্রান্তোবন্তিপুরেবিক্ষদবন্তিস্বামিনোঙ্গনম্ ॥ ১৪২৯
কম্পনোদ্‌গ্রাহকঃ ক্ষেমানন্দঃ স চ তদন্তরে।
অমর্ষণৈরবেষ্ট্যেত ডামরৈর্হোলডোদ্ভবৈঃ ॥ ১৪৩০

রাজা তাহাকে সমাগত দেখিয়া, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে কনিষ্ঠের ন্যায় দুঃখতপ্ত অশ্রুজল মোচন করিয়া অরাতিশঙ্কা বিসর্জ্জন দিলেন। ১৪২৬

সেই দিবসেই অনন্ত পুত্র, মহত্তম আনন্দ লোচনোড্ডারক গ্রামে অভিযানকালে—ডামর হস্তে নিহত হন। ১৪২৭

মহত্তম আনন্দ রাজ্যমধ্যে মাঙ্গল্যকর্ম্ম উপলক্ষে শুল্ক ধার্য্য করিতেন উহাতে প্রজারা পীড়া বোধ করিত। এজন্য তাঁহার মৃত্যুতে কেহ শোক প্রকাশ করে নাই। ১৪২৮

ভাস নামক সুজ্জির জনৈক ভৃত্য লোকপুণ্য হইতে পলাইয়া যায় সে শ্রান্ত হইয়া অবন্তিপুরে অবন্তিস্বামীর মন্দির প্রাঙ্গণে আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৪২৯

কম্পনোদ্‌গ্রাহক ক্ষেমানন্দও উক্ত মন্দিরে অবস্থিত ছিল, হোলডা অঞ্চলের ক্রুর ডামরেরা উভয়কেই অবরুদ্ধ করে। ১৪৩০

ইন্দুরাজোপি সেনানীঃ কুলরাজকুলোদ্ভবঃ।
টিক্কং তদ্বেষ্টিতো ধ্যানোড্ডারং ব্যাজাদশিশ্রিয়ৎ ॥ ১৪৩১
পিঙ্কদেবাদয়োন্তেপি বহবঃ সৈন্যনায়কাঃ।
অত্যজন্‌ক্রমরাজ্যান্তর্ডামরৈঃ কৃতবেষ্টনাঃ ॥ ১৪৩২
পাতে বনস্পতেঃ শাখা ইব তন্নীড়বিচ্যুতাঃ।
ইত্থং হতাঃ ক্ষতাশ্চাসংস্তত্র তত্র নৃপানুগাঃ ॥ ১৪৩৩
নিষ্পাদত্রা হিমপ্লুষ্টচরণা নগ্নবিগ্রহাঃ।
ক্ষুৎক্ষামা বহবোভূবন্মার্গেষু গলিতাসবঃ ॥ ১৪৩৪
ন ব্যলোক্যত মার্গেষু তদা নগরগামিষু।
পলালচ্ছন্নদেহেভ্যো মানুষেভ্যঃ পরঃ ক্বচিৎ ॥ ১৪৩৫

কুলরাজ বংশীয় সেনানায়ক ইন্দুরাজকে টিক্ক ধ্যানোড্ডার নামক স্থানে অবরোধ করিলে, ইন্দুরাজ টিক্কপক্ষে যোগ দিবার ভান করেন। ১৪৩১

পিঙ্কদেব প্রভৃতি অন্যান্য সেনাপতিরাও ক্রমরাজ্য পরিত্যাগ না করায় ডামরদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। ১৪৩২

তরুরাজ নিপতিত হইলে শাখাস্থিত কুলায়বাসী পক্ষিশাবকগুলি যেমন স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, রাজপক্ষীয় সেনানায়কগণ নানাস্থানে তদ্রূপ হতাহত হইতেছিল। ১৪৩৩

অনেকেই তুষারাচ্ছন্ন পথে নগ্নপদে নগ্নদেহে চলিতে চলিতে ক্ষুৎপীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। ১৪৩৪

শ্রীনগর যাইবার পথ মধ্যে পলালাচ্ছাদিত মানুষ ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় নাই। ১৪৩৫

ঘাসং বিলাসবাসত্বং তেপি চিত্ররথাদয়ঃ।
নিন্যুর্যৈরচিরেণৈব মহামাত্যৈর্ভবিষ্যতে॥ ১৪৩৬
দ্বিতীয়েপি দিনে রুদ্ধসংচারাঃ পত্রিণামপি।
তুষারবর্ষিণো মেঘা ন মুহূর্ত্তং ব্যরংসিষুঃ॥ ১৪৩৭
বনপূর্ব্বাভিধগ্রামস্থিতস্য কটকান্নিজান্।
ভিক্ষোর্নিক্ষিপ্য ধন্যোথ সিংহদেবমশিশ্রিয়ৎ॥ ১৪৩৮
নিশম্য কৃতসংস্কারং নৃপং তদনুযায়িনম্।
সর্ব্বেপি ভৈক্ষবাস্তস্থুঃ সৈনিকা নগরোন্মুখাঃ॥ ১৪৩৯
মন্দপ্রতাপে দায়াদে সংপ্রাপ্তাবসরাস্ততঃ।
রাজ্যশ্চতস্রো রাজানমনুমর্ত্তুং বিনির্যযুঃ॥ ১৪৪০

যে চিত্ররথ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অল্পদিন পরেই মন্ত্রী পদবী লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহারাও তৃণবসন অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৪৩৬

পরদিনেও মেঘ হইতে এরূপ তুষারপাত হইতেছিল যে পক্ষীও উড়িতে পারে নাই। ১৪৩৭

ভিক্ষু বনগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেনানী ধন্য স্বীয় বাহিনী ত্যাগ করিয়া সিংহদেবের পক্ষে আসিয়া যোগ দিলেন। ১৪৩৮

ভিক্ষুপক্ষীয় সৈনিকেরা শুনিতে পাইল, রাজা সিংহদেব সকলকেই আশ্রয় ও পুরস্কার দিতেছেন, তখন তাহারা ভিক্ষুকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক হইল। ১৪৩৯

দিন দিন ভিক্ষুর প্রতাপ খর্ব্ব হইতেছিল, তখন অবসর বুঝিয়া রাজার মহিষী চতুষ্টয়, অনুমৃতা হইবার জন্য বিনির্গত হইলেন। ১৪৪০

পরাপাতভয়াচ্ছীতাপাতাচ্চ বিবশৈর্জ্জনৈঃ।
ন তা নেতুমশক্যন্ত দূরস্থং পিতৃকাননম্॥ ১৪৪১
চক্রিরে স্কন্দভবনোপান্তে দেহাংশ্চিতাগ্নিসাৎ।
তে সত্বরং ততস্তাসামদূরে রাজসদ্মনঃ॥ ১৪৪২
রাজ্ঞী চম্পোদ্ভবা দেবলেখা তরললেখয়া।
স্বস্রা সহাবিশদ্বহ্নিং রূপোল্লেখাবধির্ব্বিধেঃ॥ ১৪৪৩
গুণোজ্জ্বলা জজ্জলা সা সুতা বল্লাপুরোদ্ভবা।
গগগাত্মজা রাজলক্ষ্মীরপি বহ্নৌ ব্যলীয়ত॥ ১৪৪৪
মত্বা হিমব্যপায়ান্তং রাজ্যরোধং নিজপ্রভোঃ।
ডামরা নবভূভর্ত্তুর্হিমরাজাভিধাং ব্যধুঃ॥ ১৪৪৫

একে শত্রুর আক্রমণ ভয়, তাহার উপরি ভীষণ বরফ পাত হেতু অবসন্ন জনগণ তাঁহাদিগকে দূরস্থিত শ্মশান ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই। ১৪৪১

রাজ প্রাসাদের অনতিদূরেই স্কন্দভবন বিহারের নিকটবর্ত্তী স্থানেই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগের দেহ সৎকার করিল। ১৪৪২

বিধাতার রূপসৃষ্টির সীমা-স্বরূপা চম্পাধিপসুতা রাজ্ঞী দেবলেখা স্বীয়স্বসা তরললেখার সহিত বহ্নি প্রবেশ করেন। ১৪৪৩

অশেষ গুণবতী বল্লাপুরানৃপ তনয়া জজ্জলা এবং গগগাত্মজা রাজলক্ষ্মীও অনলে দেহদান করিলেন। ১৪৪৪

যাবৎকাল হিম ঋতুর অবসান না হয়, তাবৎকালই নবীন ভূপতি সিংহদেব, ভিক্ষুর প্রতিযোগিতায় নিজ সিংহাসন রক্ষায় সমর্থ হইবেন ভাবিয়া, ডামরেরা তাঁহার "হিমরাজ" আখ্যা দিয়াছিল। ১৪৪৫

দদর্শ সৌস্সলং মুণ্ডমথ ভিক্ষুরুপাগতম্।
গাঢ়ামর্ষাগ্নিসংদীপ্তৈর্দৃক্পাতৈর্নির্দহন্নিব ॥ ১৪৪৬

কোষ্টেশ্বর জ্যেষ্ঠপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োদ্যতাঃ।
অসহাসন্ন তাং বৈরাজ্জতা তেন বারিতাঃ ॥ ১৪৪৭

নগরং হিমবৃষ্ট্যন্তে স যিয়াসুর্যুযুৎসয়া।
তাটস্থ্যেনাহিতাক্রুষ্টান ভৃত্যাএক্তাপ্যাব্রবীদ্বচঃ ॥ ১৪৪৮

প্রসহ্য প্রাপ্স্যাং রাজ্যমিতি পৃথ্বীহরে সতি।
হতে তু তস্মিন্দায়াদে বিপন্নাং স্যাং পতিৰ্ভূবঃ ॥ ১৪৪৯

ইত্যাচিন্তয়মেতত্তু দৈবাৎসংজাতমন্যথা।
রাজ্যস্থাশাপি বিরতা হতে প্রত্যুত যন্ত্রিপৌ ॥ ১৪৫০

ভিক্ষুর নিকটে সুস্সলের মুণ্ড আনীত হইলে তিনি বিষম বিদ্বেষ দীপ্ত দৃষ্টিপাতে যেন উহা দগ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪৪৬

কোষ্টেশ্বর জ্যেষ্টপাল প্রভৃতি অনেকেই উহা অগ্নিসাৎ করিতে উদ্যত হইলে, অসহ্য বৈরিতা হেতু বিরাগভরে ভিক্ষাচর তাহাদিগকে সংকার করিতে দেন নাই। ১৪৪৭

হিমাবসান দেখিয়া ভিক্ষাচর যুদ্ধাভিলাষে শ্রীনগরাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন—কিন্তু স্বপক্ষীয়দিগের ঔদাসীন্য দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৪৪৮

"দেখ, পৃথ্বীহর জীবিত থাকিলে আমি বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিতে পারিব, অথবা জ্ঞাতি সুস্সল নিহত হইলে আমি সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বিধির ইচ্ছায় প্রতিপক্ষ সুস্সল হত হইল, অথচ আমার রাজ্য প্রাপ্তি ঘটিল না; এক্ষণে সুখভোগমাত্র-সার সিংহাসনে আর আমার প্রয়োজন নাই, শত্রু

কিং রাজ্যেনাথ বা কৃত্যং ভোগমাত্রোপযোগিনা।
জিগীষোরুচিতঃ কস্ত মমেবাঙ্কস্য সেৎস্যতি ॥ ১৪৫১
মুণ্ডং স্বপাতয়দ্ভূমৌ যঃ পূর্ব্বেষাং পুরা মম।
সিংহদ্বারে মদীয়েস্ত তন্মুণ্ডং বর্ত্ততে লুঠৎ ॥ ১৪৫২
দশমাসান্মদাপ্তানাং সুখচ্ছেদং ব্যধত্ত যঃ।
তত্তদ্দুঃখং স তু ময়া দশাব্দানন্নুভাবিতঃ ॥ ১৪৫৩
এবং নির্ব্যূঢ়কর্ত্তব্যতয়া নেষ্যাম্যবক্যতাম্।
উপশান্তমনস্তাপঃ সুস্থিত্যা শেষনাসুখঃ ॥ ১৪৫৪
ইত্যাদ্যুক্ত্বা গতষ্টিক্কাভ্যর্ণং তং প্রণতং হ্যদাৎ।
প্রীত্যা সহেমঘটিকশ্বেতচ্ছত্রাদি ভাজনম্ ॥ ১৪৫৫

বিজয়েচ্ছুর পক্ষে আমার অপেক্ষা আর কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে? এই দেখ, যে ব্যক্তি আমার পিতা পিতামহের মুণ্ডপাত করিয়াছিল তাহারই মুণ্ড আমার ভবনের সিংহদ্বারে ভূমি লুঠিত হইতেছে। যে পূর্ব্বে দশমাস মাত্র আমার পূর্ব্বপুরুষগণের সুখোচ্ছেদ করিয়াছিল, আমি দশ বৎসর ধরিয়া তাহাকে অশেষবিধ কষ্ট দিয়াছি। এইরূপে অবশ্য কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া আমার মনস্তাপ দূর করিয়াছি এক্ষণে জীবনের অবশিষ্টকাল সুখশান্তিতে যাপন করিব।" ১৪৪৯—১৪৫৪

এইরূপ বাক্য প্রয়োগের পরে ভিক্ষাচর টিক্ক সমীপে গমন করিলেন টিক্ক প্রণত হইলেন, ভিক্ষু প্রীতিভরে তাঁহাকে একটি কনককুম্ভ, শ্বেত-ছত্র এবং অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ১৪৫৫

তদ্বিস্রম্ভেণ রাজ্ঞ্যাশাপিশাচ্যোদিতয়া পুনঃ।
গৃহীতোঽভ্যেত্য শীতার্ত্তস্তস্থাবন্তর্ব্বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৪৫৬
অত্যন্তানুচিতং চান্তর্লবন্যৈঃ সংবিধিৎসুভিঃ।
রক্ষিতং রক্ষিণো হন্ত হতক্ষ্মাভৃৎকলেবরম্ ॥ ১৪৫৭
বিপক্ষাশ্রয়ণেঽপ্যস্মিন্স্বামিনোঽন্তে কিমীদৃশী।
দশা শরীরস্যেত্যন্তঃ কৃতজ্ঞত্বেন চিন্তয়ন্ ॥ ১৪৫৮
দিদৃক্ষাব্যাজতঃ সজ্জকাখ্যো নগরশস্ত্রভৃৎ।
আয়াতো বাষ্টুকাঃ গোপ্তৄন্যক্কৃত্যাগ্নিসাদ্ব্যধাৎ ॥ ১৪৫৯
স চতুর্নবতাব্দবাদারভ্যাগাদিতচ্ছলৈঃ।
ভূতৈরধিষ্ঠিতস্তিষ্ঠন্প্রজাসংহারকার্যকৃৎ ॥ ১৪৬০

টিক্কের আশ্বাসে পুনরায় আশা পিশাচী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি শীতার্ত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪৫৬

নিহত রাজ দেহের অন্তবিধ অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে—লবন্যেরা নৃপের শব রক্ষা করিতেছিল। সজ্জক নামক একজন নগর রক্ষক বিপক্ষ পক্ষভুক্ত হইলেও কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিন্তা করিল এই রাজশরীরের অন্তিম দশা কিরূপ হইল, ইহার গতি করিতে হইবে এই চিন্তা করিয়াই শব দেখিবার ছলে তথায় প্রবেশপূর্ব্বক রক্ষীদিগকে পরাজিত করিয়া বাষ্টুক (শব) দাহ করিয়াছিল। ১৪৫৭—১৪৫৯

লৌকিকাব্দের (চারিসহস্র একশত) চুরানব্বুই বৎসরে সুস্সলের দেহে রন্ধ্র পাইয়া প্রেত প্রবেশ করে, ভূতাধিষ্ঠিত সুস্সল প্রজা সংহার করিতেছিলেন—এক দেবতাবিষ্ট পুরুষের মুখে এই প্রকার

দেবতাধিষ্ঠিতাবিষ্টদেহিবাক্যাদিতি শ্রুতিঃ।
ভাবিতদ্বধসংবাদজনিতপ্রত্যয়োদ্ভয়ৌ॥ ১৪৬১
তদীয়ানন্তথাম্বেন চ্ছেত্তা ভ্রাময়িতা চ যঃ।
ৎস্মুণ্ডস্যাস্য স পুমাংল্লব্ধঃ সুপ্তো মৃতস্তথা॥ ১৪৬২
ভিক্ষুঃ কাপুরুষাচারহতোচিত্যো ব্যসর্জ্জয়ৎ।
প্রাচণ্ড্যাখ্যাতয়ে মুণ্ডমথ রাজপুরীং রিপোঃ॥ ১৪৬৩
উচ্চলাত্মজয়া তত্র দেব্যা সৌভাগ্যলেখয়া।
নেতৄন্‌পিতৃব্যমুণ্ডস্য জিঘাংসন্ত্যা নিজানুগৈঃ॥ ১৪৬৪
রাজপুর্য্যামাকুলত্বং নীতয়ামাসসাদ তৎ।
তদ্ভর্ত্তুঃ সোমপালস্য দূরস্থস্যান্তিকং চিরাৎ॥ ১৩৬৫

বাণী নির্গত হয়, যাহাতে সুসলের ভাবী মৃত্যু সংবাদও ছিল, রাজার মৃত্যুতে লোকে দৈববাণীর সাফল্যে বিশ্বাস করিল—দৈববাণীর শেষাংশও আশ্চর্য্যরূপে ফলিয়াছিল। যে নরাধম সুসলের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল সে নিদ্রাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৪৬০—১৪৬২

অনন্তর ভিক্ষাচর কাপুরুষের ন্যায় কদর্য্য আচরণবশতঃ শিষ্টাচার পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় প্রচণ্ডভাব প্রকাশার্থ বিপক্ষ সুসলের ছিন্নমুণ্ড রাজপুরী-পতির নিকটে প্রেরণ করিলেন। ১৪৬৩

তথাকার রাজ্ঞী উচ্চলাত্মজা দেবী সৌভাগ্যলেখা স্বীয় ভৃত্যদ্বারা পিতৃব্যমুণ্ডের বাহকদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করায় রাজপুরীতে অশান্তি উৎপন্ন হয়, তৎপরে দূরদেশস্থ তদীয়ভর্ত্তা রাজা সোমপালের নিকটে উহা অবশেষে প্রেরিত হয়। ১৪৬৪.৬৫

আদীনাস্তমধুক্ষৈব্যগ্রাম্যধর্ম্মাদিকর্ম্মসু।
তিরশ্চ ইব শোচ্যস্ত নেয়বুদ্ধেঃ খশপ্রভোঃ॥ ১৪৬৬
সভ্যৈরুচ্চাবচং তত্র কর্ত্তব্যং পরিচিন্তিতম্।
স্বোচিতং ব্যঞ্জিতৌচিত্যানৌচিত্যং নিরবগ্রহৈঃ॥ ১৪৬৭
নাগপালস্ত সৌভ্রাত্রং লব্ধা ভ্রাতুঃ স্থিতোক্তিকে।
সেহে মুণ্ডাবশেষস্ত নোপকর্তুর্বিমাননাম্॥ ১৪৬৮
সুদীর্ঘদর্শিনোপ্যস্তে কশ্মীরেভ্যঃ পরাভবম্।
বিশঙ্ক্যোচুঃ সর্ব্বথেদং সৎকার্য্যং বঃ শিরঃ প্রভোঃ॥ ১৪৬৯
ক্রিয়তে যে তু নিয়তেরস্তথাত্বং সনাথতাম্।
বিনিহন্ত হরেদৃষ্টাঃ কুর্বন্তো যত্র জম্বুকাঃ॥ ১৪৭০

খশরাজ সোমপাল মধুপানমত্ত ও গ্রাম্যধর্ম্মে পশুবৎ আচরণ করিতেন, তাঁহার দশা নিতান্ত শোচনীয় ছিল, তিনি পরের বুদ্ধিতে চালিত হইতেন। তাঁহার মন্ত্রীরা উচ্চনীচ সকলেই সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মন্ত্রণা দিলেন, সুস্সলের মুণ্ডের একটা ব্যবস্থা হইল। ১৪৬৬।৬৭

কিন্তু সে সময়ে নাগপাল, ভ্রাতার সহিত তথায় সৌভ্রাত্রে বাস করিতেছিলেন, তিনি স্বীয় উপকারী প্রভুর মস্তকের অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৪৬৮

যাহারা দূরদর্শী মন্ত্রী তাহারাও বলিল, ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে কাশ্মীরাধিপতি কুপিত হইতে পারেন—অতএব আমাদিগের সার্ব্বভৌম প্রভুর মস্তকের অচিরেই সৎকার করা উচিত। ১৪৬৯

যেখানে শৃগালকে সিংহের অভিভাবক দেখাযায়—সেখানে বিধির বিধিও পরিবর্ত্তিত বুঝিতে হইবে। ১৪৭০.

তদ্‌গোপালপুরে কালাগুরুচন্দনদারুভিঃ।
কাষ্ঠৈর্নিষ্ঠাং শিরো নিন্যে বীতিহোত্রেহথ শত্রুভিঃ ॥ ১৪৭১
যথা প্রাপ্তিভ্রংশা ধরণিপতিভাবস্য বিবিধা
যথা হ্রাসোল্লাসা অপি সমরসীমাসু বহুশঃ।
যথা তত্তদ্দীর্ঘব্যসনবিনিপাতানুভবনং
তথা দৃষ্টস্তস্য প্রমযসমযোপ্যদ্ভুততরঃ ॥ ১৪৭২
কস্তাপরস্য তস্যেব লেভিরে বহ্নিসংক্রিয়াম্‌!
একত্রেতরগাত্রাণি মুণ্ডমন্যত্র মণ্ডলে ॥ ১৪৭৩
টিক্কাদয়োথ নগরং যান্তোবন্তিপুরাধ্বনা।
তত্র হন্তুং ব্যলম্বন্ত ভাসাদীন্‌পূর্ববেষ্টিতান্‌ ॥ ১৪৭৪

গোপালপুর স্থলে শত্রু কর্ত্তৃক সুস্‌সলের ছিন্নশির কৃষ্ণাগুরু ও চন্দন কাষ্ঠে ভস্মীভূত করা হইল। ১৪৭১

যেমন রাজা সুস্‌সল নানা প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সমর ক্ষেত্রে যেরূপ অনেকবার তাঁহার জয় পরাজয় দেখা গিয়াছিল, এবং তিনি দীর্ঘকাল দুঃখ ও দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন। তদীয় নিধন কালেও সেইরূপ অদ্ভুত প্রকার সঙ্ঘটন দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৪৭২

একস্থানে মস্তকের সংকার, অপর স্থানে দেহের অপরাংশের দাহ—তাঁহার ন্যায় অপর কাহারও দেখা যায় নাই। ১৪৭৩

যখন টিক্ক প্রভৃতি শ্রীনগরাভিমুখে অবন্তিপুর পথে অভিযান করে তখন ভাস এবং অপর কতিপয় রাজপক্ষীয় সেনানী পূর্ব্ব হইতে তথায় অবরুদ্ধ ছিল, উহাদিগের বিনাশার্থ টিক্ক প্রয়াশ স্থগিত করে। ১৪৭৪

যুদ্ধাগ্ন্যুদ্দীপনগ্রাবপ্রহারচ্ছেদকারিভিঃ।
ন তে জেতুমশক্যন্ত তৈঃ প্রযত্নপরৈরপি॥ ১৪৭৫
স্থিতৈর্মহাশ্মপ্রাকারগুপ্তে সুরগৃহাঙ্গনে।
তৈর্হন্যমানাস্তে স্থাতুং গন্তুং বা নাভবনক্ষমাঃ॥ ১৪৭৬
এবং প্রাপ্তবিলম্বেষু তেষু লব্ধান্তরঃ সুধীঃ।
স্বীচকার প্রদানেন খড়ুবীডামরান্নৃপঃ॥ ১৪৭৭
গৃহীতনীবিনা তেষাং সুজ্জিঃ প্রায়োজি সত্বরম্।
তেন ভাসাদিমোক্ষায় পঞ্চচন্দ্রাদিভিঃ সমম্॥ ১৪৭৮
প্রাপাবন্তিপুরং যাবন্ন স তাবত্তদগ্রগান্।
কয্যাত্মজাদীনালোক্য ভঙ্গং টিক্কাদয়ো যযুঃ॥ ১৪৭৯

ঘোর যুদ্ধ, অগ্নিপ্রয়োগ, শিলাক্ষেপণ ও প্রাচীর ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও টিক অবরুদ্ধদিগকে পরাস্ত করিতে পারে নাই। ১৪৭৫

দেবালয় বৃহৎ পাষাণ প্রাচীরে সুরক্ষিত ছিল, সুতরাং প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ লোকের প্রহারে আক্রমণকারীরা হতাহত হইয়া তথায় তিষ্ঠিতে বা পলাইতে সমর্থ হয় নাই। ১৪৭৬

যৎকালে অরাতিগণ অনন্তপুর দেবালয় আক্রমণে ব্যাপৃত ছিল তখন রাজা সিংহদেব উৎকোচ প্রদানে খাড়ুবী ডামরদিগকে হস্তগত করেন। ১৪৭৭

ডামরদিগকে প্রতিভূদানে স্বীকৃত করিয়া সিংহদেব সুজ্জিকে পঞ্চচন্দ্রের সাহচর্য্যে ভাসাদির উদ্ধারার্থ—সত্বরে নিয়োগ করেন। ১৪৭৮

সুজ্জি অবন্তিপুর যাইবার পূর্ব্বেই, অগ্রগামী সেনাপতি কয্যাত্মজ বিজ্জকে দেখিয়াই টিক্কাদি রণে ভঙ্গ দিল। ১৪৭৯

দেবাগারাদ্বিনির্যাতা ভাসাদ্যাস্তে চ বিদ্বিষাম্।
ভগ্নানামনুগান্‌হত্বা সুজ্জেরন্তিকমাযযুঃ॥ ১৪৮০
লব্ধপ্রতাপে নগরং প্রবিষ্টে কম্পনাপতৌ।
আয়যাবিন্দুরাজোপি টিকং সংত্যজ্য সানুগঃ॥ ১৪৮১
চক্রে চিত্ররথশ্রীবভাসাদীনপি ভূপতিঃ।
পাদাগ্রদ্বারখের্যাদিকর্মস্থানাধিকারিণঃ॥ ১৪৮২
যথা পূর্বমধীকারানজহৎসুজ্জিরপ্যভূৎ।
প্রতীহারমুখপ্রেক্ষী কা কথেতরমন্ত্রিণাম্॥ ১৪৮৩
প্রতীহারোপি নিঃসীমডামরগ্রামসংমতঃ।
তচ্ছেদচক্রিকাং কুর্বন্নগাদ্রাজ্ঞঃ প্রতীক্ষ্যতাম্॥ ১৪৮৪

তখন ভাস ও অন্যান্য সকলে দেবালয় হইতে নিক্রান্ত হইয়া পলায়মান অরি সৈন্যের অনুগামীদিগকে নিহত করিয়া সুজ্জির সহিত মিলিত হয়। ১৪৮০

যখন কম্পনাধিপতি (প্রধান সেনাপতি) মহাপ্রতাপে শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন, তখন ইন্দুরাজও টিকের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। ১৪৮১

অনন্তর রাজা, চিত্ররথ, শ্রীবক, ভাস প্রভৃতিকে যথাক্রমে পাদাগ্র বিভাগে, দ্বার পতিত্বে এবং খেরী কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। ১৪৮২

সুজ্জির পূর্ব্বাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিলেও যখন তাঁহাকে প্রতীহার লক্ষকের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল তখন অন্যান্য সচিবের কথা আর কি আছে। ১৪৮৩

রাজা স্বয়ংই প্রতীহার লক্ষকের মুখাপেক্ষা করিতেন; কারণ সমগ্র ডামর চক্র প্রতীহারকে সম্মান করিত; যেহেতু প্রতীহার

স নাসীদস্যুহৃদ্ব্যূহে কোপি তৎপ্রেরণেন যঃ।
নাশিশ্রিয়ন্নৃপং নো বা বভূবাশ্রয়ণোন্মুখঃ॥ ১৪৮৫

নিহ্নুতেশিত্বসদৃশস্ফূর্তির্ধূর্তো মহীপতিঃ।
আহারমপ্যনাসাদ্য তন্মতং ন ন্যষেবত॥ ১৪৮৬

ইত্থং নগরমাত্রান্তর্লব্ধপাদপ্রসারিকঃ।
সোঽবতিষ্ঠ সমাসন্নফলং কল্পলয়ন্নয়ম্॥ ১৪৮৭

সংঘটয্যাখিলান্ ভিক্ষুর্ডামরান্ বিজয়েশ্বরে।
অথাতিষ্ঠদধিষ্ঠানং জিগীষুঃ শিশিরাত্যয়ে॥ ১৪৮৮

অদৃষ্টপূর্ব্বং স্বচমূচক্রৈক্যং বীক্ষ্য ডামরাঃ।
ভিক্ষোর্হস্তগতং রাজ্যং মত্বাশঙ্কিবতাথ তে॥ ১৪৮৯

ডামরদিগের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছিলেন। ১৪৮৪

শত্রুব্যূহের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে লক্ষকের প্ররোচনায় রাজ পক্ষে যোগদান, বা যোগ দিবার চেষ্টা করে নাই। ১৪৮৫

ধূর্ত্ত নরপতি স্বীয় প্রভুভাব এমন গোপন করিতেন যে প্রতীহারের অভিমতি ভিন্ন ভোজন পর্য্যন্ত করিতেন না। ১৪৮৬

এইপ্রকারে শ্রীনগর মধ্যে রাজা অবাধ অধিকার স্থাপন পূর্ব্বক নীতি প্রয়োগের আসন্ন প্রায় ফল পুষ্ট করিতেছিলেন। ১৪৮৭

অপরদিকে ভিক্ষু ও সমস্ত ডামরসৈন্য মিলিত করিয়া বিজয়েশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন—তাঁহার ইচ্ছা—শীতঋতুর অবসানেই শ্রীনগর জয় করিবেন। ১৪৮৮

ডামরেরা স্বদলের মধ্যে ঈদৃশ ঐক্য দেখিয়া মনে করিল এইবার কাশ্মীর রাজ্য ভিক্ষুর হস্তগত হইল—ইহাতে তাহারা শঙ্কিত চিত্তে

একৈকস্তেষ ধীশৌর্যমিত্রামিত্রাদি দৃষ্টবান্।
নোচ্ছিন্দ্যাৎপ্রাপ্তরাজ্যঃ কিমাস্কন্দেষু গৃহান্তরাৎ॥ ১৪৯০
ইতি সংমন্ত্র্য তে রাজ্যং সোমপালায় দিৎসবঃ।
দূতান্নিগূঢ়ং প্রাহিণ্বন্সোপি দূতং ব্যসর্জয়ৎ॥ ১৪৯১
আকারচারবৈকৃব্যৈঃ পশুতুল্যস্ত তস্য তৈঃ।
রাজ্যভোগা অভঙ্গা নো ভবিষ্যন্তীত্যচিন্ত্যত॥ ১৪৯২
ভোগলোভোজ্জিতৌচিত্যদস্যুসংঘচিকীর্ষিতম্।
দেশেস্ম পাপাৎপাপীয়ে দৈবান্ন সমপাদি তৎ॥ ১৪৯৩
দাসত্বস্যাপ্যযোগ্যো যো রাজ্যে স ইত্যাস্তাং ত্রপান্বিতঃ।
শক্যেত পাতুং দেশোয়ং কিমীষদপি তাদৃশা॥ ১৪৯৪

ভাবিল, এই ভিক্ষাচর আমাদিগের প্রত্যেকের বুদ্ধি, বিক্রম, মৈত্রী, বৈরিতা, প্রভৃতি চরিত্র সবিশেষ অবগত হইয়াছেন, যখন তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন তখন আমাদিগের উচ্ছেদ করিতে কেন না চেষ্টা করিবেন তাহারা এইরূপ গুপ্ত মন্ত্রণার পরে রাজা সোমপালকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকটে গূঢ়চর প্রেরণ করে; রাজা সোমপালও প্রত্যুত্তরসহ দূত পাঠাইয়া দেন। ১৪৮৯—১৪৯১

ডামরেরা মনে করিল আকারে, আচারে সোমপাল পশুতুল্য, সুতরাং তাহার শাসন কালে আমাদিগেরই অবাধে রাজ্যভোগ ঘটিবে। ১৪৯২

কিন্তু দৈবের ইচ্ছায় এরাজ্যে তাদৃশ কষ্টাৎ কষ্টতর অবস্থা ঘটে নাই ভোগলোভপরায়ণ দস্যু সমবায়ের—অবৈধ অভিলাষ পূ হয় নাই। ১৪৯৩

কিঙ্করের কর্ম্মেও অযোগ্য তাদৃশ কাপুরুষ কখন ক্ষণকালও

শালীনপলালপুরুষোবত্তি যঃ কৃশানু-
দগ্ধাননশ্চটকপেটকভীতিদানৈঃ।
ত্রাতুং স কাননতরুস্থিতো বিদধ্যাৎ-
কিং তত্র ভঞ্জনকৃতাং বনকুঞ্জরাণাম্॥ ১৪৯৫

ভিক্ষোর্নৈদিষ্টতাং দিষ্টবুদ্ধির্য়াজাক্ততো ভজন্।
তদ্দূতো ডামরান্‌গূঢ়ং নীবিদানোস্তভান্বধাৎ॥ ১৪৯৬

বৈশাখেথ কৃতারম্ভস্তদা সংভাবিতস্বরঃ।
নির্গত্য নগরাৎস্নুজ্জির্গম্ভীরাতীরমাযযৌ॥ ১৪৯৭

তস্যাভিযোগঃ শ্লাঘ্যোভূত্তোদ্ধুং যৎসমবায়িনঃ।
একাকী তাবতো বীরানূরীকৃত্য স নির্যযৌ॥ ১৪৯৮

এই রাজ্যপালন করিতে সমর্থ হয়? লজ্জায় কথা তুলিয়া ফল কি? ১৪৯৪

তৃণ নির্ম্মিত দগ্ধমুখ নরমূর্ত্তি ধান্য ক্ষেত্রে রাখিয়া লোকে চটক পক্ষীকুলকেই ত্রাসিত করিতে পারে, কিন্তু বনতরুবিনাশী করিকুলের কি করিবে? ১৪৯৫

সোমপাল প্রেরিত দূত ভিক্ষু সমীপে থাকিয়া "দেব! দেবতা আপনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন" এইরূপ হর্ষ খ্যাপনচ্ছলে তদীয় বিশ্বাস উৎপাদন করতঃ গোপনে ডামরদিগের নিকট প্রতিভূ গ্রহণ করিতেছিল। ১৪৯৬

অনন্তর বৈশাখমাসে সুজ্জি শ্রীনগর হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ক্ষিপ্র গতিতে গম্ভীরা নদীতটে উপস্থিত হইলেন। ১৪৯৭

বহুসংখ্যক সম্মিলিত সাহসী বীরের সহিত যুদ্ধে একাকী অগ্রসর হওয়া সুজ্জির পক্ষে অতীব গৌরবের কথা। ১৪৯৮

অন্তঃপাতে সাহসানাং নাদ্ভুতং তদ্বিধেবশাৎ।
জীয়তে লক্ষমেকেন লক্ষৈরেকোথবা যুধি ॥ ১৪৯৯
পারং তরীতুং নিঃসেতোঃ সরিতোপারয়ন্নসৌ।
পারে পরশ্মির্ন্নহিতানপশ্যচ্ছরবর্ষিণঃ ॥ ১৫০০
দ্বিত্রা নিশাঃ স তে চাসংস্তস্থাং সিন্ধোস্তটদ্বয়ে।
রুদ্ধাঃ সংনাহিনোঽন্যোন্যরন্ধ্রাবেক্ষণদীক্ষিতাঃ ॥ ১৫০১
অথাবন্তিপুরান্নৌভিরানীতাভিরবন্ধয়ৎ।
সেতুং সাশ্বোতরৎসুজ্জিরারুহ্য তরণীং স্বয়ম্ ॥ ১৫০২
তরন্তমেব তং দৃষ্ট্বা যোধৈঃ কতিপয়ৈঃ সমম্।
দ্বিষচ্চমূর্ম্মরুল্লোলা ক্রমালীবাভবচ্চলা ॥ ১৫০৩

বীরোচিত দুঃসাহসিক ব্যাপারে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, বিধির ইচ্ছায় একজন লক্ষজনকে পরাজিত করে, আবার লক্ষজন মিলিয়া একজনকে পরাস্ত করে। ১৪৯৯

সুজ্জি সেতুর অভাবে নদী পার হইতে সমর্থ হন নাই, দেখিতে পাইলেন, অপর পারে থাকিয়া শত্রুরা তাঁহার উদ্দেশে শর বর্ষণ করিতেছে। ১৫০০

এইরূপ উভয়পক্ষই দুইতিন রাত্রি নদীর দুই তটে অবস্থিত রহিল। উভয় দলই সসজ্জ অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ অপেক্ষা করিতে ছিল। ১৫০১

অনন্তর সুজ্জি অবন্তিপুর হইতে নৌকা আনাইয়া সেতু বন্ধন করিলেন, এবং অশ্বসহ স্বয়ং তরণীতে আরোহণ করিলেন। ১৫০২

কতিপয় সৈনিকের সহিত সুজ্জিকে নদী পার হইতে দেখিয়া— শত্রুপক্ষীয় বাহিনী পবনচালিত তরুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ১৫০৩

দৃষ্টং মুহূর্তাদেতাবদারূঢ়ঃ স চ যত্তটম্।
বদ্ধশ্চ সেতুস্তীর্ণাশ্চ যোধা ভগ্নাশ্চ বিদ্বিষঃ॥ ১৫০৪
ন খড়্গী ন হয়ারোহো নাপি শূলী ন চাপভৃৎ।
ব্যাবৃত্য প্রেক্ষিতুং কশ্চিদশকদ্বিদ্রুতাদ্বলাৎ॥ ১৫০৫
নিবদ্ধবধ্রশৌথিল্যাল্লোলপল্যয়নে হয়ে।
কোষ্টেশ্বরস্যাশ্ববারা ব্যলম্বন্তান্তরে ক্ষণম্॥ ১৫০৬
নির্যন্ত্রা তেপি পর্যাণং সুজ্জো পশ্চাৎপ্রধাবিতে।
বাতোদ্ভূতং রজশ্চক্রমিব ক্ষিপ্রং তিরোদধুঃ॥ ১৫০৭
হতলুণ্ঠিতবিধ্বস্তধ্বজিনীকা বিরোধিনঃ।
ধ্যানোড্ডারাদিষু গ্রামেষ্বমিলন্‌খণ্ডশো গতাঃ॥ ১৫০৮

দেখা গেল মুহূর্ত্তমধ্যে সুজ্জি পরপারে উপনীত, সেতু সম্বদ্ধ, সৈনিকেরা নদী উত্তীর্ণ এবং শত্রুপক্ষ ছিন্নভিন্ন। ১৫০৪

কি কৃপাণধারী, কি অশ্বারোহী, কি বর্ষাধারী, কি ধানুষ্ক কেহই পলায়মান সৈন্যের মধ্য হইতে মুখ ফিরাইয়া শত্রুর দিকে চাহিতে পারে নাই। ১৫০৫

কোষ্টেশ্বর যে অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন তাহার বধ্র (পেটী) কোল পড়িয়াছিল, এজন্য তদীয় সাদী সৈন্যেরা পলায়নে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়াছিল। ১৫০৬

তাহারা দেখিল সে সুজ্জি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে—অমনি সত্বরে পর্য্যান (জিন) কষিয়া ঘূর্ণীবায়ুতে ধূলিচক্রের ন্যায় নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল। ১৫০৭

শত্রুপক্ষীয় সৈনিকেরা নিহত, লুণ্ঠিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল—কয়েক দল ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ধ্যানোড্ডার প্রভৃতি গ্রামে পলাইয়া বাঁচিল। ১৫০৮

বিজয়েশাগ্রগং তীর্ত্বা বিতস্তাসেতুমাগতঃ।
ভাসোপি দস্যূন্ বিদধে পলায়নপরায়ণান্ ॥ ১৫০৯
উষিত্বা বিজয়ক্ষেত্রে তদানেত্যাকৃপাগতে।
কম্পনেশে যযুস্ত্যক্ত্বা ধ্যানোড্ডারং বিরোধিনঃ ॥ ১৫১০
তত্র স্থিত্বা দিনৈঃ কৈশ্চিৎস দেবসরসোন্মুখঃ।
শিশ্রিয়ে ভেদনির্যাতৈরেত্য টিকস্য গোত্রিভিঃ ॥ ১৫১১
জয়রাজযশোরাজৌ তন্মুখ্যৌ ভোজকাত্মজৌ।
প্রবিশ্য দেবসরসং ব্যধাট্টিকোপবেশনে ॥ ১৫১২
যযুর্বিনষ্টসংঘাতাস্তস্মিন্ পশ্চাৎপ্রধাবিতে।
ভিক্ষাদয়ঃ শূরপুরং স্বোর্বীং কোষ্টেশ্বরাদয়ঃ ॥ ১৫১৩

বিজয়েশ্বর পুরস্থিত বিতস্তাসেতু পার হইয়া ভাসও আসিয়া পড়িলেন—তাঁহার আক্রমণেও শত্রুরা পলায়ন পর হইল। ১৫০৯

প্রধান সেনাপতি বিজয়ক্ষেত্রে একরাত্রি যাপন করিয়া পরদিন যেমন ধ্যানোড্ডারে আসিয়া পড়িলেন, অমনি শত্রুরা সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। ১৫১০

তিনি কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া দেবসরস অভিমুখে গমনোদ্যত হইলে টিক গোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি স্বপক্ষত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয়। ১৫১১

দেবসরসে উপনীত হইয়াই প্রধান সেনাপতি, জয়রাজ এবং যশোরাজ নামক ভোজপুত্রদিগকে টিকের উপবেশস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫১২

তিনি ভিক্ষু ও কোষ্ঠেশ্বরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলিলেন, কোষ্ঠেশ্বর প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিতে প্রস্থান করিল। ১৫১৩

গর্হাং মহাভয়ে সোমপালদূতঃ পলায়িতঃ।
দাস্যাঃ সুতেন প্রহিতঃ কুত্রাস্মীতি প্রভোর্ব্যধাৎ॥ ১৫১৪
স হি তাদৃঙ্মহারম্ভক্ষোভসাধ্যোন্নতীচ্ছুতাম্।
তস্য সিংহীস্পৃহাক্রান্তগোমায়ুবদমস্তত॥ ১৫১৫
প্রমাদাৎস্বামিনো রাজ্যং চিরং নষ্টং মিতৈর্দিনৈঃ।
সুজ্জিঃ প্রসাধ্য প্রদদাবেবং স স্বামিসূনবে॥ ১৫১৬
শমালাদীনপি ব্যচান্দানোপায়েন ডামরান্।
পৌরাংশ্চ ভিক্ষাশ্রয়িণো রাজা ভেত্তুং প্রচক্রমে॥ ১৫১৭
রাজ্ঞঃ পরীক্ষ্য সামর্থ্যমথ কুর্ম্মো যথোচিতম্।
ইতি সর্ব্বাভিসারেণ তে সংমন্ত্র্য রণং দদুঃ॥ ১৫১৮

সোমপাল প্রেরিত দূতবর মহাভয়ে পলায়নপর হইয়া "হায় এই দাসীপুত্র আমাকে কোথায় পাঠাইয়াছে" বলিয়া স্বীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন। ১৫১৪

মহাব্যাপার সাধ্য তদীয় প্রভুর দুরাশা, সিংহীর উপযুক্ত উচ্চাভিলাষগ্রস্তা শৃগালীর ন্যায় হাস্যাস্পদ মনে করিতেছিল। ১৫১৫

প্রভুর নীতিভ্রমবশতঃ যে রাজ্য বহুকাল নষ্টপ্রায় হইয়াছিল—মহাবীর সুজ্জি সেই রাজ্য কতিপয় দিবস মধ্যেই প্রভুপুত্রের করায়ত্ত করিয়া দিলেন। ১৫১৬

রাজা উৎকোচ দানাদি রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন করিয়া—শমালা প্রভৃতি স্থানে বিক্রান্ত ডামরদিগকে হস্তগত করিতে উপক্রম করিলেন—ভিক্ষুপক্ষীয় পৌরগণের পক্ষেও উক্ত উপায় প্রয়োজিত হইল। ১৫১৭

অগ্রে রাজার বলপরীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে, এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাহারা সমবেত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। ১৫১৮

রজোজবনিকালক্ষ্যভটৌঘনটতাণ্ডবঃ।
দামোদরেঽভূৎসংগ্রামঃ স বীরগ্রামঘস্মরঃ॥ ১৫১৯
কোষ্টেশ্বরবশং যাতং রক্ষতা পিতরং ক্ষতম্।
লব্ধাঃ সহজপালেন শ্লাঘাঃ প্রকৃতিভিঃ সমম্॥ ১৫২০
শ্রমস্তত্রাবিশেষোঽভূদ্রাজ্ঞো ভিক্ষাচরস্য চ।
ভিক্ষুস্তনন্যসংবেদ্যং বিবেদাত্মপরাজয়ম্॥ ১৫২১
ততঃ প্রভৃতি যঃ প্রাতঃ স ন সায়মদৃশ্যত।
যোঽস্য বা ন পরেদ্যুঃ স সৈনিকো ভৈক্ষবে বলে॥ ১৫২২
এবং ত্যক্ত্বা পরান্পৌরডামরেষু নৃপান্তিকম্।
প্রযাৎসু লাভসৎকারানুচিতানপ্রাপ্নুবৎসু চ॥ ১৫২৩

দামোদর নামক স্থানে এই তুমুল সংগ্রাম ঘটে। ইহাতে অসংখ্য বীর নিহত হয়। ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন যোধগণকে দেখিয়া বোধ হইল যেন রণভূমে জবনিকার অন্তরালে নটেরা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ১৫১৯

সহজপালের পিতা আহত হইয়া কোষ্টেশ্বরের বন্দী হইলে—পুত্র সহজপাল বীর বিক্রমে পিতাকে মুক্ত করেন; ইহাতে-তিনি ও তদীয় প্রজাবর্গ যশোলাভ করেন। ১৫২০

এই রণক্ষেত্রে ভিক্ষাচর ও রাজা সিংহদেব তুল্যবিক্রমে তুল্য শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষাচর ইতঃপূর্ব্বে ঈদৃশ পরাজয় আর কখনও প্রাপ্ত হন নাই। ১৫২১

ইহার পর সায়ংকালে যে সৈনিককে ভিক্ষুর পার্শ্বে দেখা যাইত—রাত্রিশেষে তাহাকে সেখানে আর দেখা যায় নাই, অন্য যে ভিক্ষুর নিকটে—সে পরদিন অদৃশ্য। ১৫২২

এইরূপে পৌর ও ডামরগণ ক্রমে ভিক্ষুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া

কাপ্যহংপূর্ব্বিকোত্তস্থৌ মল্লুজেশ্বরকোষ্টয়োঃ।
প্রযাতুং পার্থিবাভ্যর্ণং লাভসৌখ্যাভিলাষিণোঃ॥ ১৫২৪
জ্ঞাত্বাথ তৎকাককহ্রদাদ্গৃহীতস্বপরিচ্ছদঃ।
দেশান্তরোন্মুখো ভিক্ষুরাষাঢে মাস্যবাচলৎ॥ ১৫২৫
অনুযাত্তিঃ স দাক্ষিণ্যাশেষাদ্বিহিতসান্ত্বনৈঃ।
তদাস্থৈর্ডামরৈঃ ক্রুধ্যন্ন নিরোদ্ধুমপার্য্যত॥ ১৫২৬
অকরোৎস্বৈরিণীসূনুস্তস্যা শীলবহিষ্কৃতঃ।
অভিরূপেষু দারেষু তস্য কোষ্টেশ্বরঃ স্পৃহাম্॥ ১৫২৭
সটাং হরেঃ ফণারত্নমহের্জ্বালাং হবির্ভুজঃ।
বালাং চ তস্য সংস্প্রষ্টুং কোপ্রশান্তস্য শক্নুযাৎ॥ ১৫২৮

রাজা সিংহদেবের আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল, এবং তাহাদিগকে যোগ্যতানুরূপ পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিতে দেখিয়া মল্লুজেশ্বর ও কোষ্টেরচিত্তে সুখ সম্পদ লাভের লোভ উদিত হইল, এখন কে অগ্রে যাইবে আমি অগ্রে যাইয়া রাজার প্রীতি লাভ করিব ইত্যাকারভাব উভয়েরই অন্তকরণে দেখা দিল। ১৫২৩।২৪

ভিক্ষু এতাবৎ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন কাককহ্ হইতে স্বীয় অন্তরঙ্গ অনুযাত্রী লইয়া—আষাঢ়মাসে দেশান্তর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৫২৫

যদিও প্রধান প্রধান ডামরেরা কিঞ্চিৎ অনুরাগবশতঃ ভিক্ষুকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়াছিল, এবং তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল তথাপি ভিক্ষু ক্রোধবশতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। ১৫২৬

স্বৈরিণীতনয় দুঃশীল কোষ্টেশ্বর ভিক্ষাচরের সুন্দরী মহিলাদিগকে পাইবার নিমিত্ত সস্পৃহ হইয়াছিল। ১৫২৭

যেমন কেশরীর কেশর ধারণ, বিষধরের ফণাস্থিত রত্নগ্রহণ,

সমং সৌস্‌সলিনা বদ্ধসংধিরাশ্রয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
সোমপালঃ স্ববিষয়ে নাদাত্তস্য প্রতিশ্রয়ম্॥ ১৫২৯
উদ্বিজেতঃ প্রাণহরৈঃ প্রযত্নৈস্তস্য সর্ব্বতঃ।
তদ্দেশদুর্গমমহীসীমান্তং সুলহরীং যযৌ॥ ১৫৩০
ত্রিগর্ত্তেষু দয়া শীলং চম্পায়াং মদ্রমণ্ডলে।
ত্যাগো দার্ব্বাভিসারেষু মৈত্রী নামর্ত্যধর্ম্মিণাম্॥ ১৫৩১
পীডয়েত্ত্বয্যুভীর্ভূভৃদ্দূরস্থে ত্বয়ি ডামরান্।
ত্বামেবাভ্যর্থ্য রাজানং ততঃ কুর্য্যুঃ ক্রমেণ তে॥ ১৫৩২

হবির্ভুক বহ্নির শিখা স্পর্শ লোকের অসাধ্য, সেইরূপ ভিক্ষাচর বর্ত্তমানে তদীয় অঙ্গনা-অঙ্গ কে স্পর্শ করিতে পারে? ১৫২৮

ভিক্ষাচর সোমপালের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সোমপাল তখন সুস্‌সল তনয়ের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়াছেন, এই কারণে সোমপাল তাঁহাকে স্বরাজ্যে আশ্রয় প্রদান করেন নাই। ১৫২৯

পরন্তু তাঁহার প্রাণহরণার্থ উক্তরাজার সর্ব্বস্থানে প্রয়াস দেখিয়া ভীত হইয়া ভিক্ষু সে রাজ্যের সীমান্তদেশে দুর্গম সুলহরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৫৩০

মানুষের কথা কি? বোধ হয় দেবতারও, ত্রিগর্ত্তদেশে দয়া, চম্পাতে চরিত্র, মদ্রমণ্ডলে দানধর্ম্ম, এবং দার্ব্বাভিসার অঞ্চলে মৈত্রী দেখা যায় না। ১৫৩১

"রাজা সিংহদেব যখন দেখিবেন আপনি দূর দেশস্থ তখন তিনি নির্ভয়ে ডামরদিগকে নিপীড়িত করিবেন, উৎপীড়িত ডামরেরা ক্রমশঃ আপনাকেই আগ্রহ করিয়া আহ্বান করিবে এবং রাজপদ প্রদান

স্মাং তত্র জামোর্থয়িতুং সাংপ্রতং নরবর্ম্মণঃ।
মন্ত্রিভির্যুক্তমিত্যুক্তমপি মন্ত্রং ন চাগ্রহীৎ॥ ১৫৩৩
বসাস্বপরিবারোস্মদ্গৃহ ইত্যপ্যগৃহ্নতঃ।
শ্বশুরপ্রার্থনাং তস্য ভৃত্যাঃ পার্শ্বাদবাচলন্॥ ১৫৩৪
প্রাবর্ত্তাথ নগরে বিশন্তির্বিভবোজ্জ্বলৈঃ।
স্থলগ্নস্থলভে কালে বরযাত্রৈব ডামরৈঃ॥ ১৫৩৫
বীক্ষ্যাশ্বচ্ছত্রতুরগৈরেকৈকং পার্থিবাধিকম্।
সুস্সলস্যাপত্যৈর্ধৈর্যনৈষ্ঠুর্যং তুষ্টুবুর্জনাঃ॥ ১৫৩৬
ঔদার্যাকারতারুণ্যবেষসৌন্দর্যমন্দিরম্।
কোষ্টেশ্বরোধিকং স্ত্রীণাং প্রযযৌ প্রেক্ষণীয়তাম্॥ ১৫৩৭

করিবে, অতএব এক্ষণে নরবর্ম্মার রাজ্যে যাইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করি।” মন্ত্রীদিগের এই সঙ্গত প্রস্তাব ভিক্ষু গ্রহণ করেন নাই। ১৫৩২।৩৩

তাঁহার শ্বশুর প্রস্তাব করিলেন “পরিমিত অনুচর লইয়া আমার আবাসে অবস্থান কর” ভিক্ষু তাহাতে সম্মত হইলে অন্যান্য ভৃত্যদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। ১৫৩৪

তদনন্তর বিক্রমোজ্জ্বল ডামরেরা শুভলগ্ন প্রস্থিত বরযাত্রদলের ন্যায় শ্রীনগরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ১৫৩৫

ডামরদিগের প্রত্যেকের রাজাতিশায়ী অশ্ব, ছত্র, ও রণতুরঙ্গ দেখিয়া লোকে সুস্সল ভূপতির ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার প্রশংসা করিতেছিল। ১৫৩৬

কোষ্টেশ্বরের সৌম্যবপু, তরুণ বয়স, সুচারু পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য্য নারীগণের চক্ষে সবিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল। ১৫৩৭

প্রশান্তবিপ্লবে দেশে যযাবুৎসববাদ্যতাম্ ।
বিশদ্ভূরিলবস্তৌঘতূর্যঘোষো দিবানিশম্ ॥ ১৫৩৮
ক্ষীরাদ্যা লক্ষকেণাপি সর্ব্বে মড়বরাজ্যতঃ ।
আনীতাঃ পার্থিবাভ্যর্ণং সৈন্যার্ণবভয়ংকরাঃ ॥ ১৫৩৯
অপি ভূপালবাল্লভ্যাদভূদ্রাজোপজীবিনাম্ ।
প্রতীহারগৃহদ্বারপ্রবেশো বহুমানকৃৎ ॥ ১৫৪০
লবস্তলুণ্ঠিতগ্রামতয়া দুর্ভিক্ষদুঃসহঃ ।
ব্যয়োত্তরঙ্গ কালোভূৎস রাজ্ঞো ধনদশ্রিয়ঃ ॥ ১৫৪১
ডামরেভ্যো নৃপঃ পারাংসংগৃহ্ণন্‌ক্লৃপ্তবেতনঃ ।
নিনায়াভ্যন্তরং বৃদ্ধিং বাহ্যং চাপচয়ং জনম্ ॥ ১৫৪২

রাজ্যের বিপ্লব প্রশমিত হওয়ায়, নগর প্রবেশকারী লবস্তদলের তূরী ঘোষণায় যেন দিবানিশি উৎসব বাদ্য বোধ হইতেছিল। ১৫৩৮

লক্ষকের কৌশলে মড়ব রাজ্য হইতে ক্ষীর প্রমুখ সকলেই ভীষণ সৈন্য সাগর সমেত রাজপার্শ্বে সমানীত হইয়াছিল। ১৫৩৯

প্রতীহার লক্ষক ভূপালের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া রাজকর্মচারীরাও তদীয় গৃহদ্বারে প্রবেশ লাভ করা সম্মানের বিষয় মনে করিত। ১৫৪০

ইতঃপূর্ব্বে লবস্তেরা গ্রামসমূহের শস্য লুণ্ঠন করায় দুঃসহ দুর্ভিক্ষ যে কালে উপস্থিত, তখন কুবের তুল্য ধনসম্পন্ন রাজারও ব্যয় বাহুল্য দেখা গিয়াছিল। ১৫৪১

ডামরদিগের মধ্যে কর্ম্ম দেখিয়া রাজা অনেককে নির্দ্দিষ্ট বেতনে অভ্যন্তর প্রাসাদে নিযুক্ত করিলেন; বাহ্য প্রকোষ্ঠের রক্ষী সংখ্যা হ্রাস করিলেন। ১৫৪২

তিষ্যবৈশ্যার্ঘদেবাস্তা জ্ঞাতয়ো জনকদ্রুহাম্।
রাজদ্রোহোচিতাং রাজ্ঞা বিপত্তিমনুভাবিতাঃ॥ ১৫৪৩
মাসৈশ্চতুর্ভিঃ স পিতুঃ প্রময়াহাদনন্তরম্।
অনন্যশাসনং রাষ্ট্রং স্বমেব সমপাদয়ৎ॥ ১৫৪৪
নিঃশাসনগরং পৌরাঃ সর্ব্বসামর্থ্যবর্জ্জিতাঃ।
অনন্তে রাষ্ট্রমাকীর্ণং ডামরৈঃ পার্থিবোপমৈঃ॥ ১৫৪৫
বদ্ধমূলো নাতিদূরে সর্ব্বভারসহো রিপুঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরা মন্ত্রিসামন্তা বৈরিসংশ্রিতাঃ। ১৫৪৬
সত্তোপদেশবৃদ্ধস্তু নৈকস্যাপি নৃপাস্পদে।
অধর্ম্মবহুলাঃ সর্ব্বে ভৃত্যা দ্রোহৈকবৃত্তয়ঃ॥ ১৫৪৭

তিষ্যবৈশ্য, অর্ঘদেব, এবং রাজহত্যাকারীদিগের অন্যান্য জ্ঞাতিরা গুরুতর অপরাধ অনুরূপ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৫৪৩

তাঁহার পিতার মৃত্যুদিবস হইতে চারি মাসের মধ্যে তিনি স্বরাজ্যে অনন্যশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৪৪

পুরবাসীগণ সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য বর্জ্জিত হওয়ায় কি জনপদ কি নগর রাজ্যের সর্ব্বত্র রাজতুল্য অগণিত ডামরে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ১৫৪৫

গুরুভার বহন সমর্থ প্রবল শত্রু অনতিদূরে বদ্ধমূল; কি মন্ত্রী, কি সামন্তরাজা, বাহ্য ও অভ্যন্তর প্রাসাদে সকলেই প্রায় সর্ব্বত্র শত্রু পক্ষের অনুরাগী। রাজধানীতে উপদেশদান সমর্থ একটী বৃদ্ধও ছিল না, রাজভৃত্যগণ প্রায়শ অধর্ম্মাচারী, স্বামিদ্রোহিতাই তাহাদিগের এক মাত্র ব্যবসায়; এইরূপ উপকরণ লইয়া নবীন ভূপতি রাজ্যারম্ভ করিলেন—সূক্ষ্মদর্শী বিচারকের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য; কার্য্য

রাজাবস্তে বভূবেয়ং যা সামগ্র্যস্ত ভূপতেঃ।
সা স্মর্ত্তব্যান্তরা জ্ঞাতুং প্রত্যাদন্তং বিবেকিভিঃ ॥ ১৫৪৮
প্রাপ্তপ্রসঙ্গাত্তদিদং গুণগ্রামোপবর্ণনম্।
বক্ষ্যমাণং স্ববহুশোপ্যত্র লেশাৎপ্রদর্শ্যতে ॥ ১৫৪৯
পূর্ব্বাপরানুসংধানবদ্ধোদৃষ্টান্তবৎকথাঃ
নাবুদ্ধাতিগভীরাণাং শক্যা রসয়িতুং গুণাঃ ॥ ১৫৫০
প্রত্যক্ষস্ত গুণান্রাজ্ঞো বিচিন্বন্তো যথাস্থিতান্।
অনীর্ষ্যাস্তু ভবিষ্যামো বিবেকস্যানৃণা বয়ম্ ॥ ১৫৫১
স্থিতস্য তত্ত্ববিজ্ঞানে নান্যস্য হি পটুর্জনঃ।
অমানুষ্যান্তভাবস্য রাজ্ঞঃ কিং পুনরীদৃশঃ ॥ ১৫৫২

কারণের ভেদাভেদ ও ভবিষ্যত ফলাফল নির্ণয়ে ইহাই প্রয়োজনীয়। ১৫৪৬—১৫৪৮

এই প্রসঙ্গে রাজার গুণগ্রামের বর্ণনা করা যাইতেছে, অতঃপর এ বিষয়ের বহুল উল্লেখ করিতে হইবে—তথাপি কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা গেল। ১৫৪৯

পূর্ব্বাপর ঘটনাবলির সবিশেষ অলোচনা না করিয়া এবং দৃষ্টান্ত-যুক্ত আখ্যান বিদিত না হইয়া কেহই স্বাভাবিক গভীরপ্রকৃতি পুরুষের সম্যক গুণের পরিচয় পাইতে পারেন না। ১৫৫০

তবে আমরা যে রাজাকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি তদীয় গুণাবলির বিশ্লেষণ করিতে যথাযথ ঘটনার বিবৃতি করিব, সুতরাং বিবেকের নিকট আমরা নির্দ্দোষ, কারণ আমাদের ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা দ্বেষ নাই। ১৫৫১

অপরের চরিত্রগত-গূঢ়তত্ত্ব অবধারণ করিতে কেহই সম্যক্ পারগ

স্থিতানাং দারাণাং সদৃশসুখদুঃখস্য সুহৃদঃ
কবেঃ সোল্লেখস্য প্রিয়সকললোকস্য নৃপতেঃ।
স্থিতানাং কোপ্যত্র ব্যবহিতবিবেকঃ স্বকৃকৃতৈ
রসামান্যং জ্ঞাতুং সুভগমনুভাবং ন কুশলঃ॥ ১৫৫৩
ভবেৎপ্রাপ্তপ্রসরণা পরিণামেঽথবা মতিঃ।
কথং সর্ব্বস্যাদ্ভুতায়াং নিষ্ঠায়াং গুণদোষয়োঃ॥ ১৫৫৪
সত্যেবাস্যাপি বিষমাঃ স্বভাবা দোষত্যং জনঃ।
যেষাং বিপাকভব্যত্বমজানন্‌গণয়ত্যয়ম্॥ ১৫৫৫
বিকাসঃ কেষাংচিন্নয়নবিষয়ৈর্বিদ্যুদুদয়ৈঃ
পরেষামুদ্ভূতিঃ শ্রবণকটুভির্দীর্ঘরসিতৈঃ।

নহে তাদৃশস্থলে অতিমানুষ প্রভাব সম্পন্ন রাজচরিত্রের গূঢ়তত্ত্ব কিরূপে জানা যাইবে? ১৫৫২

সাধ্বী স্ত্রীর অসামান্য রমণীয় মাহাত্ম্য, সুখে দুঃখে সমাভাবাপন্ন সুহৃদের প্রভাব, বর্ণনা চতুর কবির শক্তি, এবং সর্ব্বলোক প্রিয় নরপতির যথাতথ্য মহিমা বিদিত হওয়া বিবেকহীন দুষ্কৃতি পরায়ণ পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। ১৫৫৩

যাহার দোষ ও গুণ দুই অদ্ভুত প্রকার, তাদৃশ লোকোত্তর পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে লোকে কি উপায় অবলম্বন করিবে? ১৫৫৪

সত্য বটে, রাজচরিত্রে কতিপয় বৈষম্যের সমাবেশ আছে এবং সাধারণ লোকেরা কর্ম্মের পরিণাম ফলের সাধুতা অবধারণ করিতে না পারিয়া—তাহাতে দোষারোপ করিয়া থাকে। ১৫৫৫

জলদোদয়ে বিদ্যুচ্ছটায় নয়ন ঝলসিয়া যায় কিন্তু কোন কোন

ন চেষ্টা কাপ্যস্তোপকৃতিপরিহীনা জলমুচো
জড়ো বর্ষাদন্তং গণয়তি গুণং নাস্ত তু জনঃ ॥ ১৫৫৬
গুণান্লোকোত্তরাঞ্ শৃণ্বন্নস্যানুভবগোচরান্।
ভবিতা পূর্ব্বভূপালকৃত্যে সপ্রত্যয়ো জনঃ ॥ ১৫৫৭
অনুচ্চলনপি স্থানাদ্ভ্রূভঙ্গেন চকার সঃ।
বিলোলাংল্লোমকম্পেন দিঙনাগ ইব ভূধরান্ ॥ ১৫৫৮
বিরুদ্ধবাহিনীবৃন্দাঃ গূঢ়ং যত্তয়সংভবম্।
বহন্তি তাপং ভূপালা ঔর্ব্বাগ্নিমিব সিন্ধবঃ ॥ ১৫৫৯

পুষ্প বিকশিত হয়, শ্রুতি কঠোর কুলিশ গর্জ্জনে কোন উদ্ভিদের অঙ্কুর উদ্গম হয়, বারি বর্ষণ স্থলে বারিদের বিবিধ উপকার দেখিয়াও জড়প্রায় লোকে বর্ষণ ভিন্ন অপর কোন গুণই দেখিতে পায় না। ১৫৫৬

বর্ত্তমান নরপতির লোকোত্তর গুণাবলি শ্রবণ করিলে এবং আমাদিগের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া অবধারণ করিলে লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপের যথার্থ তথ্যে বিশ্বাস করিতে পারিবে। ১৫৫৭

দিগ্ হস্তী যেমন রোমমাত্র কম্পনে ভূধর সমূহকে চঞ্চল করিয়া থাকে, রাজাও সেইরূপ স্বস্থানে থাকিয়াই ভ্রূভঙ্গমাত্রেই ভূধর কুলকে (নৃপসমূহকে) প্রকম্পিত করেন। ১৫৫৮

কল্লোলিনী-প্রবাহিনী-মিলিত সাগরকুল যেমন গূঢ় বাড়বাগ্নির তাপ সহ্য করে, সেইরূপ এই রাজার প্রতাপে ভীত-নরপতি নিকরও অন্তরে অন্তরে সন্তাপ ভোগ করে। ১৫৫৯

ভূমিভৃদ্ভাস্বতস্তস্য তেজসাপ্যায়িতো গতঃ।
পূর্ব্বরাজযশশ্চন্দ্রো ভুবনেষু প্রকাশতাম্॥ ১৫৬০
যো যস্তং পশ্যতি স্বাত্মসংমুখং স স সর্ব্বতঃ।
জানাত্যবক্রোল্লিখিতং দেববিম্বমিবেশ্বরম্॥ ১৫৬১
স্থিরপ্রসাদো দত্তে যত্তদাদত্তে ন স ক্বচিৎ।
ভয়ং পুনঃ প্রণমতাং দত্তং হরতি বিদ্বিষাম্॥ ১৫৬২
কৃষ্টাসেঃ প্রতিবিম্বং স্বং হিত্বা নান্যোস্য সংমুখঃ।
নাপরঃ প্রতিশব্দাচ্চ গর্জ্জতঃ প্রতিগর্জ্জতি॥ ১৫৬৩
তস্য নাতিশিতং কোপে প্রসাদে নিশিতং পুনঃ।
ধত্তে তীক্ষ্ণৈকধারস্য তরবারেস্তুলাং বচঃ॥ ১৫৬৪

ভাস্কর-বৎ তেজস্বী দেদীপ্যমান রাজার প্রভায় পূর্ব্ব নরপতিগণের যশশ্চন্দ্র যেন আপ্যায়িত হইয়াই ভুবনে প্রকাশিত হইতেছিল। ১৫৬০

সুনিপুণ ভাস্কর খোদিত শিবমূর্ত্তি দেখিয়া লোকে মনে করে বিগ্রহের মুখ যেন তাহারি দিকে রহিয়াছে, সেইরূপ লোকে নরপতির মুখ দেখিয়া মনে করে যেন রাজার দৃষ্টি তাহারি দিকে পতিত। ১৫৬১

রাজার অনুগ্রহ অটল, যাহাকে যাহা দান করেন কদাপি তাহার প্রত্যাহার করেন না, কেবল শত্রুকে যে ভয় জন্মাইয়া দেন, প্রণত হইলে তাহা ফিরাইয়া লয়েন। ১৫৬২

যে কেহ রাজ সন্নিধানে যায়, সে নরপতির উন্মুক্ত কৃপাণে নিজ মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব দেখে, প্রতিধ্বনি ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার জলদ গম্ভীর স্বরের প্রত্যুত্তর করিতে পারে না। অর্থাৎ (রাজা সর্ব্বদাই সশস্ত্র এবং তৎসম্মুখে সকলেই নীরব থাকে) ১৫৬৩

তিনি কুপিত হইলেও অতি তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করেন না,

তস্যাকুজন্মনো নিত্যাম্লানলক্ষ্মীবিকাসিনঃ।
প্রভবস্যাশ্রিতাঃ কল্পশাখিনঃ পল্লবা ইব॥ ১৫৬৫
রাজ্ঞি গাম্ভীর্য্যদুর্লক্ষ্যমাহাত্ম্যপ্রভবিস্ফুতাম্।
বিবেদ মন্ত্রিণাং লোকঃ সিষেবে তাংশ্চ সর্ব্বতঃ॥ ১৫৬৬
প্ররূঢ়স্য প্রতীহারো ন বিবেহেস্যমন্ত্রিণাম্।
পার্শ্বক্রমাণামেষাপ্যোষধিস্তস্ত ইবোদগতিম্॥ ১৫৬৭
তস্তোৎপাটয়তঃ সর্ব্বাংস্তৃণানীবাবহেলয়া।
স্ফূর্জজ্জনকসিংহোভূদশক্যোন্মূলনঃ পরম্॥ ১৫৬৮

প্রসন্নমুখেও সারগর্ভ মর্ম্মস্পর্শী বাক্য প্রয়োগ করেন—অসিধারা তৈল মার্জ্জিত হইলেই তীক্ষ্ণ হয়, অন্য সময়ে মলিন হওয়ায় তীক্ষ্ণতা হ্রাস পড়ে। ১৫৬৪

অকুজন্মা অর্থাৎ মহোচ্চবংশ সম্ভূত রাজার আশ্রিতগণ প্রতিদিন স্থির সম্পদের বিকাশ দেখিতে পায়, অকুজন্মা অর্থাৎ অপার্থিব কল্প-তরুর পল্লব সমূহ নিত্য অম্লান কুসুম বিকাশে শোভা পায়। ১৫৬৫

গম্ভীর প্রকৃতি রাজার প্রভুশক্তির মহিমা লক্ষ্য করা সাধারণের অসাধ্য তদীয় মন্ত্রীগণ ইহা জানিতেন, এবং রাজাও সর্ব্বপ্রকারে তাহা-দিগের বাক্যে অবধান করিতেন। ১৫৬৬

উচ্চপদারূঢ় প্রতীহার লক্ষক অপর কোন সচিবের পদোন্নতি দেখিতে পারিতেন না; এব নামক ওষধিমূল নিকটে অপর কোন তরুকে জন্মিতে দেয় না। ১৫৬৭

অপরাপর ক্ষুদ্র রাজপুরুষকে তিনি তৃণবৎ অবলীলা ক্রমে উৎ-পাটিত করিলেন, কিন্তু প্রবল শক্তিশালী জনকসিংহকে উৎখাত করা তাঁহার অসাধ্য হইল। ১৫৬৮

আবাল্যাৎসংস্তুতো রাজ্ঞঃ স কৃৎস্নব্যবহারবিৎ।
অধৃষ্যস্তরুণীভূতসনয়ো হ্যাস্ত সর্ব্বতঃ॥ ১৫৬৯
অবৈধং যৌনসংবন্ধাদিচ্ছতস্তৎসুতো মদাৎ।
ছুড্ডাভিধস্তস্য তস্ত্রঃ কৃতাবজ্ঞোতনোত্রপাম্॥ ১৫৭০
রন্ধ্রান্বেষী স তন্নোবাত্থপজ্ঞাপৈঃ ক্ষণে ক্ষণে।
সহনী জনকে যত্নান্নৃপো দ্বেষমজিগ্রহৎ॥ ১৫৭১
রাজ্ঞস্তুল্যবয়ঃস্থৌ হি জননীগাঢসংস্তবাৎ।
রাজ্যকালে হি সোৎসেকাবাস্তাং তদবকাশদৌ॥ ১৫৭২

তাহার কারণ, জনকসিংহ বাল্যকাল হইতেই রাজার সবিশেষ পরিচিত ও রাজ্যব্যাপারেও বিশিষ্টরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত, সুতরাং কোনরূপেই কেহ তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিত না। ১৫৬৯

বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত হইলে বিরোধ পরিহার হইতে পারে এই আশায়, লক্ষক জনকসিংহের পুত্র ছুড্ডের সহিত কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করেন, কিন্তু মদমত্ত ছুড্ড অবজ্ঞা প্রকাশ করে, লক্ষক তাহাতে লজ্জা পান। ১৫৭০

তদবধি প্রতীহার এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন, এবং অনুক্ষণ নৃপতির শ্রুতি গোচরে উহাদিগের দোষখ্যাপন করিয়া পিতা পুত্রের প্রতি রাজার দ্বেষ জন্মাইয়া ছিলেন। ১৫৭১

জনকসিংহের পুত্রদ্বয় রাজার সমবয়স্ক ছিল, এবং তাহাদিগের জননীও রাজার সুপরিচিত ছিলেন, নরপতির সিংহাসনারোহণের পর হইতেই তাহারা অত্যধিক আধিপত্য করিতে থাকায় বিপক্ষেরা

তুরঙ্গযোগোপস্কারস্নানাহারাদি রাজবৎ।
অকালজ্ঞাবকুর্ব্বতাং রাজধাম্ন্যন্তরেব তৌ॥ ১৫৭৩

সহ স্ববৃদ্ধৈঃ সমশীর্ষিকা প্রভো-
র্ন যুজ্যতে প্রাপ্তসমুন্নতেঃ ক্বচিৎ।
শ্রিতোন্নতের্দ্দর্দুরবৃন্দলঙ্ঘনং
সরোজষণ্ডস্য মহাবিড়ম্বনা॥ ১৫৭৪

তদ্ভিত্তিলাভসংরূঢপৈশুনালেখ্যকল্পনাঃ।
তদ্বর্গেপ্যখিলে চক্রুস্তদ্বিষঃ কলুষং নৃপম্॥ ১৫৭৫

অথ রাজা বিজয়িনং সৎকর্ত্তুং কম্পনাপতিম্।
কৃতজ্ঞঃ শ্রাবণে মাসি জগাম বিজয়েশ্বরম্॥ ১৫৭৬

রাজসমক্ষে তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার সুযোগ পাইল। তাহারা কালাকাল বিবেচনা না করিয়াই রাজ ভবন মধ্যে অশ্ব, শিবিকা, গৃহসজ্জা, স্নান, ভোজনাদি রাজোচিত ভাবে ব্যবহার করিতে ছিল। ইহাতেই গুরুতর দোষ হয়। ১৫০২।১৫৭৩

উন্নতি শিখরারূঢ় নরপতির সহিত সমশীর্ষতা স্থাপনের চেষ্টা সমবয়স্ক ও সহপ্রতিপালিত ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না। কারণ একত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত বলিয়া ভেকগণ যদি কমলষণ্ডের উপরি নৃত্য করিতে থাকে, তাহা কমলের পক্ষে বিড়ম্বনা নহে কি? ১৫৭৪

জনকসিংহের বিপক্ষেরা এই তথ্যকেই ভিত্তি স্বরূপ করিয়া তদুপরি কল্পনাজাল বিস্তার পূর্ব্বক নানাবিধ দোষাখ্যাপন করিয়া জনকসিংহের পরিবারবর্গের প্রতি রাজার চিত্তবিরাগ জন্মাইয়া দিল। ১৫৭৫

অনন্তর রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রধান সেনাপতি সুজ্জির সম্বর্দ্ধনা মানসে শ্রাবণ মাসে বিজয়েশ্বরে গমন করেন। ১৫৭৬

অত্রান্তরে পিক্কদেবাদাগচ্ছন্‌গিরিগহ্বরে।
প্রাপ শূরপুরদ্রঙ্গাধীশ্বরাদুৎপলো বধম্‌ ॥ ১৫৭৭
পুষ্পাণনাডাদুৎপিঞ্জকৃতয়ে পুনরাগতঃ।
দ্রঙ্গাধিপেনাশ্বটিকান্বেষিণা স ধৃতোপ্যভূত ॥ ১৫৭৮
ক্ষিতৌ নিপতিতঃ পার্শ্বপ্রাপ্তমেকং দ্বিষদ্ভটম্‌।
মুমূর্ষুর্বিশিখাবিদ্ধজানুমর্ম্মাপি সোবধীৎ ॥ ১৫৭৯
প্রত্যাবৃত্তস্য সৎকৃত্য কম্পনেশং মহীপতেঃ।
দ্বার্যবন্তিপুরস্থস্য দ্রঙ্গেশোরিশিরো ব্যধাৎ ॥ ১৫৮০
স দৃঢদ্রাঢিকামুষ্টিরসুহৃন্মুণ্ডমুদ্গরঃ।
চক্রে তস্য দৃঢামর্ষশোকশঙ্কুবিপাটনম্‌ ॥ ১৫৮১

ইত্যবসরে শূরপুর দ্রাঙ্গার অধিপতি পিক্কদেব গিরিসঙ্কটে উৎপলকে পাইয়া বধ করেন। ১৫৭৭

উৎপল পুষ্যাণনাড়া হইতে বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া আসিতেছিল, দ্রঙ্গাধিপ স্বীয় অশ্ব অন্বেষণ করিতে যাইয়া উঁহাকে ধৃত করেন। ১৫৭৮

উৎপল জানু মর্ম্মস্থানে শরবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হয়, এবং মুমূর্ষু অবস্থাতেও শত্রুপক্ষীয় এক সৈনিককে পার্শ্বে পাইয়া নিহত করিয়াছিল। ১৫৭৯

যখন মহীপতি প্রধান সেনানায়কের সম্বর্দ্ধনা বিধান পূর্ব্বক প্রত্যাগমনকালে অবন্তিপুরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে দ্রঙ্গাধিপ উৎপলের ছিন্ন মস্তক আনিয়া—তাঁহার দ্বারদেশ রাখিয়া দেন। ১৫৮০

বলঅস্ত্রধারী রিপুকমুণ্ডমুদ্গর দ্রঙ্গাধিপতি, এতদিনে নরপতির হৃদয়বিদ্ধ ক্রোধশোক-কণ্টক উৎপাটিত করিলেন। ১৫৮১

আদ্যায়ামেব যাত্রায়াং জাতারাতিক্ষয়ো জনৈঃ।
স নিঃশেষয়িতাশেষকণ্টকানামগণ্যত ॥ ১৫৮২
তস্মিন্‌প্রবিষ্টে নগরং বিদ্রুতাঃ কেপি সাগসঃ।
প্রাপুর্জনকসিংহাদ্যাঃ কেপি কারাগৃহাস্থিতিম্ ॥ ১৫৮৩
কৈশ্চিৎপলায়িতৈঃ শঙ্কাং গ্রাহিতাঃ পৃথিবীপতেঃ।
ততঃ কোষ্টেশ্বরমুখাঃ প্রাতিলোম্যং প্রপেদিরে ॥ ১৫৮৪
শমালাং নির্গতঃ শ্রীমান্‌কার্ত্তিকেহথ কৃতী নৃপঃ।
তত্র তত্রাসুহৃদ্‌গ্রামং সংগ্রামোগ্রমবাধত ॥ ১৫৮৫
যত্র সুসসলভূপাদ্যাঃ প্রাপুর্ভগ্নপ্রতাপতাম্।
তং হাডিগ্রামমদহৎসুজ্জিরূর্জিতবিক্রমঃ ॥ ১৫৮৬

প্রথম যাত্রাতেই ভূপালের শত্রুক্ষয় দেখিয়া লোকে তাঁহাকে অশেষ শত্রুকুলের নিশেষ কর্ত্তা স্থির করিল। ১৫৮২

রাজা রাজধানীতে প্রতিগত হইবামাত্র কতিপয় দুষ্ট লোক পলায়ন করিল, এবং জনকসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকজন কারাগারে প্রেরিত হইল। ১৫৮৩

কতিপয় পূর্ব্বপলায়িত লোকের প্রমুখাৎ বার্ত্তা পাইয়া কোষ্টেশ্বর প্রভৃতি অনেকে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে এবং একান্তে ভূপালের প্রতিকূল আচরণে প্রবৃত্ত হয়। ১৫৮৪

অনন্তর কার্ত্তিকমাসে শ্রীমান্ কার্য্যকুশল নরপতি শমালা অভিমুখে অভিযান করেন, এবং বহুস্থানে রণ দুর্দ্দম শত্রু দলের সহিত সংগ্রাম ঘটে। ১৫৮৫

যে হাডিগ্রামে রাজা সুসসল ও তৎপক্ষীয় সকলে হীন প্রতাপ হইয়াছিলেন, ঊর্জ্জিতবিক্রম সুজ্জি সেইস্থান ভস্মীভূত করিলেন। ১৫৮৬

মহীভুজা পীড্যমানৈরাহূতঃ কোষ্ঠকাদিভিঃ।
অথ ভিক্ষাচরো রাজ্যগৃধ্নুর্ভূয়োপ্যুপাযযৌ ॥ ১৫৮৭
একেনাহ্না যোজনানি প্রোল্লঙ্ঘ্য দশ পঞ্চ চ।
শিলিকাকোষ্ঠনামানং গিরিগ্রামমবাপ সঃ ॥ ১৫৮৮
ক্ষুৎপিপাসাক্লমারাতিভীতিমার্গভ্রমোদ্ভবম্।
ক্লেশং নাজীগণন্মানী ধাবিতঃ স জিগীষয়া ॥ ১৫৮৯
কার্যমায়াতি বৈমুখ্যং জিগীষোর্বিধুরে বিধৌ।
প্রস্থিতস্য পুরোবাতে রথস্যেব ধ্বজাংশুকম্ ॥ ১৫৯০
আরম্ভমাত্রমপি কস্যচিদেব সিদ্ধ্যৈ
কশ্চিৎ প্রযত্নপরমোপ্যফলপ্রয়াসঃ।

ইহার পরে কোষ্টেশ্বর প্রভৃতি অনেকে রাজার আক্রমণে নিপীড়িত হইয়া ভিক্ষাচরকে পুনর্ব্বার আহ্বাণ করে, ভিক্ষুও রাজ্য লালসায় পুনরপি উপাগত হন। ১৫৮৭

ভিক্ষাচর একদিনে পঞ্চদশ যোজন প্রয়াণ করিয়া শিলিকাকোট স্থলে পার্ব্বত্য পল্লীতে আসিয়া পড়িলেন। ১৫৮৮

অভিমানী ভিক্ষু জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া ধাবমান হইতেছিলেন, দীর্ঘপথ ভ্রমণকালে ক্ষুধা, পিপাসা ক্লান্তি অথবা শত্রু ভীতি কিছুই গণনা করেন নাই। ১৫৮৯

যেরূপ পবন প্রতিকুল হইলে রথের ধ্বজাংশুক বিপরীত দিকে চালিত হয়, সেই প্রকার দৈবপ্রতিকুলতায় জিগীষু নরপতিরও সাফল্য বিপক্ষ পক্ষে পতিত হয়। ১৫৯০

কাহারও উদ্যম মাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি দেখা যায় অপরের পরম যত্নেও প্রয়াস নিষ্ফল হইয়া পড়ে। সমুদ্র মন্থন কালে মন্দার পর্ব্বত

মন্থাদ্রিণামৃতমবাপ্সুদধেস্তু হৃতী-
সঙ্কিং চিরাদ্বিদধতা ন হিমাদ্রিজেন ॥ ১৫৯১

ভ্রষ্টা সরিৎস্ববসতের্জলধিপ্রবেশে
বেলোর্মিবেল্লনবশেন বিবর্ত্তমানা।
মিথ্যৈব যচ্ছতি ধিয়ং পুনরুদগমেতি
নোত্থানমস্তি তু বিধিব্যপরোপিতানাম্ ॥ ১৫৯২

তস্য তাবন্মহাসম্ভকঠোরস্যোদয়ক্ষণে।
সিদ্ধেবিবন্ধো বিধিনা বিধুরেণ ব্যধীয়ত ॥ ১৫৯৩

আয়াতং তমবুদ্ধা তু তস্মিন্নেব ক্ষণেশ্রয়ৎ।
পৃথ্বীহরানুজঃ প্রাপ্তভঙ্গঃ কৃত্তাঙ্গুলির্নৃপম ॥ ১৫৯৪

কার্য্য আরম্ভ করিয়াই অমৃত লাভ করিল, আর দেখ, হিমাদ্রি তনয় মৈনাক চিরদিন সমুদ্রে থাকিয়াও বিন্দুমাত্রও সুধা পাইল না। ১৫৯১

নদী স্বীয় জন্মভূমি ভ্রষ্ট হইয়া একবার যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে বেলা (জোয়ার) আসিলে, উজান বহিয়া যায়, লোকে মনে করে নদী বুঝি আবার ফিরিয়া পর্ব্বতে যাইবে, ইহা নিতান্ত ভ্রম, বিধির বিধানে যে নীচস্থানে পতিত, তাহার আর পুনরুত্থানের আশা কোথায় ? ১৫৯২

যদিও ভিক্ষাচর এক্ষেত্রে দৃঢ় প্রযত্ন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বিধি বিড়ম্বনায় তাঁহার প্রথম উদ্যমেই বিঘ্ন ঘটিল। ১৫৯৩

পৃথ্বীহরের অনুজ ভ্রাতা মল্লুকোষ্ঠ ইতঃপূর্ব্বে যুদ্ধে পরাস্ত হন ; তিনি ভিক্ষাচরের আগমন জানিতে না পারায় স্বীয় অঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া রাজা জয়সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে ভিক্ষুর আগমন সংবাদ পাইয়া তিনি ও কোষ্ঠেশ্বর তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন,

কোষ্টেশ্বরঃ স চাবেত্য সং প্রাপ্তং ক্ষমহিষ্ঠতাম্‌।
কৃত্যাক্ষমৌ দ্বয়ঃ সর্পাবিব মন্ত্রনিয়ন্ত্রিতৌ॥ ১৫৯৫
তাভ্যাং স্থানেথ সোঙ্গস্মি ত্যাজিতোধ্বপরিশ্রমম্‌।
কার্কোটদ্রঙ্গমার্গেন নির্গতঃ সুস্সলরীং যযৌ॥ ১৫৯৬
আসীচ্চ তত্র প্রোচ্চণ্ডদর্পকণ্ডুলদোক্রমঃ।
উষ্মায়ম ণঃ কশ্মীরাক্রান্তিসংততচিন্তয়া॥ ১৫৯৭
উদীপসলিলস্যেব তস্য রন্ধ্রগবেষিণঃ।
পুরং প্রবিষ্টো রাজাপি প্রতীকারমচিন্তয়ৎ॥ ১৫৯৮
অদ্বিতীয়ন্ত্বমাত্যেষু প্রতীহারো যদোগ্রতাম্‌।
সুজ্জেরসহমানোভূচ্ছলান্বেষণতৎপরঃ॥ ১৫৯৯

কিন্তু উভয়েই মন্ত্রবশীভূত সর্পের ন্যায় কোন কার্য্যে ক্ষমবান ছিলেন না। ১৫৯৪।১৫৯৫

তাঁহারা ভিক্ষাচরকে অন্য এক স্থানে লইয়া যাইয়া তাঁহার পথশ্রম অপনোদন করাইলেন, অনন্তর তিনি কার্কোটক দ্রঙ্গ মার্গ ধরিয়া নির্গত হইলেন—এবং সুস্সলরী গমন করিলেন। ১৫৯৬

তথায় দিবানিশি প্রচণ্ড দর্পভরে তাঁহার ভুজদ্বয় কণ্ডুয়িত ও কিরূপে কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিব এই চিন্তায় হৃদয় জলিত হইতে ছিল। ১৫৯৭

যখন ভিক্ষু বন্যার জলের ন্যায় বেগে বাহির হইবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন—তখন শ্রীনগর প্রত্যাগত রাজাও তৎপ্রতীকারার্থ উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। ১৫৯৮

প্রতীহার লক্ষক অমাত্য মধ্যে অদ্বিতীয় প্রভাব সম্পন্ন হইলেও সুজ্জির উগ্রতা সহ্য করিতে পারিলেন না, সুতরাং সুজ্জির অনিষ্ট সাধনার্থ ছল অন্বেষণে তৎপর হইলেন। ১৫৯৯

আয়যাবথ বিপ্রভাবইস্তং বল্গতঃ প্রভোঃ।
ধন্যাগ্রজঃ পূতমূর্ত্তির্জাহ্নবীজলমজ্জনাৎ ॥ ১৬০০
উদাস্তাঃ সংস্তুতা রাজ্ঞশ্চিরসংভাবিতাস্ততঃ।
অনাপ্তবন্তোধীকারানৃপর্য্যতপ্যন্ত চিন্তয়া ॥ ১৬০১
কুর্ব্বাণে কার্যতন্ত্রশ্মিনৃত্তরং পিত্র্যেষু মন্ত্রিষু।
কালপ্রতীক্ষাক্ষমতাং মুহুস্তে গহনাশয়াঃ ॥ ১৬০২
প্রতীহারস্তু দুর্ল্ক্ষ্যস্তুজিনিলে ঠিনোষ্ণতঃ।
অপ্রিয়ানপি তান্‌প্রীত্যা জগ্রাহোদ্যোপযোগিনঃ ॥ ১৬০৩
ব্যতীতেষথ মাসেষু কেষুচিদ্দৈববোগতঃ।
অকস্মাদভবদ্ভূভৃৎশীতল্যতাময়াতুরঃ ॥ ১৬০৪

অনন্তর ধন্যকের অগ্রজভ্রাতা উদয় জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া পবিত্র দেহ হইয়া আসিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই চপলচিত্ত রাজার বিশ্বাসপাত্র হইয়া উঠিলেন। ১৬০০

উদয় ও তৎসহচরেরা রাজার পরিচিত এবং ধনমানাদি দ্বারা বহুকাল সৎকৃত হইলেও কোন কার্য্যাধিকার না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া পড়েন। ১৬০১

রাজা জয়সিংহ অধিকাংশ রাজকার্য্যের ভার তদীয় পৈতৃক মন্ত্রিগণের হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া এই সকল কুটিলাশয় লোক কালক্ষেপ করিতে অসমর্থ হইল। ১৬০২

প্রতীহার ঐকান্তিকভাবে সুজ্জির অধঃপতনের চেষ্টায় ছিলেন, ইহাদিগকে (উদয়াদিকে) স্বীয় উদ্দেশ্যের অনুকূল বিবেচনায়, অপ্রিয় জানিয়াও প্রীতমনে সাদরে গ্রহণ করিলেন। ১৬০৩

কয়েকমাস এইরূপে অতীত হইলে, দৈববশতঃ রাজা অকস্মাৎ

বিস্ফোটশোফাতীসারবহ্নিমান্দ্যাত্ত্যুপদ্রবৈঃ।
সংদিগ্ধাভ্যুদয়ে তস্মিন্দেশঃ পর্য্যাকুলোভবৎ ॥ ১৬০৫
ইত্থং স্থিতঃ কুলস্যৈকভর্ত্তুঃ স্বামী বলী রিপুঃ।
তৎপক্ষা ডামরা রাষ্ট্রং হৃষ্টমেব ব্যচিন্তয়ন্ ॥ ১৬০৬
আয়ত্যাং চ তদাত্বে চ হিতকৃত্যং বিচারয়ন্।
রাজ্ঞঃ শ্রীগুণলেখায়া জাতমেকং সুতং শিশুম্ ॥ ১৬০৭
পঞ্চাব্দদেশ্যং পর্ম্মাণ্ডিং সুজ্জিভর্ত্তুমির্পীতিং তদা।
চিকীর্ষুর্মন্ত্রয়ামাস মাতুলেনাস্য গার্গিণা ॥ ১৬০৮

লুতা (চর্ম্মরোগবিশেষ) রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, পীড়া ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িল, বিস্ফোটক, শোফা, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দেখা দিল, আরোগ্যলাভ সংশয়িত, সুতরাং লোকে বিচলিত হইয়া পড়িল। ১৬০৪।৫

রাজকুলের একমাত্র বংশধর ঈদৃশ অবস্থাপন্ন বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ত্তমান প্রতিপক্ষীয় ডামরেরা ভাবিল এ রাজ্য ধ্বংস না হইয়া আর যায় না। ১৬০৬

বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে কি উপায়ে হিতসাধন করিতে পারা যায়, সুজ্জি এই চিন্তা করিলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি শ্রীমতি রাজ্ঞী গুণলেখার গর্ভজাত পঞ্চ বৎসর বয়স্ক শিশু পর্ম্মাণ্ডিকে রাজাসনে, প্রতিষ্ঠা করা যায়—সকল পক্ষেই মঙ্গল হয়, এইরূপ স্থির করিয়া সুজ্জি পর্ম্মাণ্ডির মাতুল পঞ্চচন্দ্রকে (গর্গের পুত্রকে) এই পরামর্শ জানাইলেন। ১৬০৭।৮

ইত্থংভূতস্ত দ্রুক্ষ্ণুঃ সসূনুঃ সুজ্জিরস্থ তে।
পঞ্চচন্দ্রাদিভিঃ সার্দ্ধং যুক্ত্যা মন্ত্রয়তে নিশম ॥ ১৬০৯
লক্ষকঃ প্রতীহারো ধন্যাস্থাশ্চ তদীরিতাঃ।
ইত্যবোচ স্ততো ভূপং স তথেত্যগ্রহীচ্চ তৎ ॥ ১৬১০
পূর্বপ্রজ্ঞাস্ত্রেজ ইত্থাদ্ভুতগত্ববৃত্ত-
ব্যাবর্ণনেন কুতুকং জনয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ।
বালা ইবাল্পমতিভির্যধিয়শ্চ সন্তি
প্রায়ো নৃপা নিয়মশূন্যমনোনুভাবাঃ ॥ ১৬১১
শৌচস্থানে কৃতবসতিভিঃ স্ত্রীব্যবায়াংশ্রয়ে বা
নিঃশঙ্কো যচ্ছলনকুশলৈর্মানসং সংপ্রবিশ্য।
নীতো ভূতৈরিব বিবশতাং নির্ভরং গর্ভচেটৈ-
র্ভদ্রং ভূপাৎকথমিব ততঃ স্যাদবষ্টকচেষ্টাৎ ॥ ১৬১২

এই ব্যাপারে প্রতীহার লক্ষক সুযোগ পাইয়া রাজাকে জানাইলেন "যে সুজ্জি ও তাহার পুত্র উভয়ে পঞ্চচন্দ্রাদির সহিত দিবানিশি যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন, মহারাজের বিদ্রোহিতা উহাদিগের উদ্দেশ্য" ধন্য এবং অবশিষ্ট তৎপক্ষীয়েরাও রাজাকে তাহাই বলিল, রাজারও তাহাতে প্রতীতি জন্মিল। ১৬০৯।১০

বিচিত্র চরিত্রের রহস্যজ্ঞ লোকেরা অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা কৌতুক জন্মাইয়া থাকেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি ইতরজনের পরামর্শে যাহারা কার্য্য করে তাদৃশ বালকবৎ সামঞ্জস্যহীন চপলমতি নৃপতিও অনেক দেখা যায়। ১৬১১

পিশাচেরা অপবিত্র শৌচস্থানে কিংবা স্ত্রী-সঙ্গম-স্থলে বাস করে মনুষ্যকে মোহিত করিতে তাহারা পটু, কোন ছিদ্র পাইয়া

নির্হেতু প্রহসন্বিটঃ প্রবিশতি ক্ষোণীপতেরন্তিকং
প্রীত্যুৎফুল্লদৃগেষ কিং কিমিতি তং পৃচ্ছত্যনচ্ছাশয়ম্।
ব্রূতে কিংচিদসৌ কচানথ কষন্সবংকষং মানিনাং
মানপ্রাণগুণেষু যৎসরভসং দম্ভোলিপাতায়তে॥ ১৬১৩
সবিভ্রমগতাগতঃ কিমপি ভাষনাণঃ শ্রুতৌ
প্রভোবলিতলোচনং জগদবজ্ঞয়ালোকয়ন্।
নিজস্য মুখবিক্রিয়াপ্রণয়তাডনাদ্যৈর্বিক্র-
মনুগ্রহমিবাক্ষিতং নৃপতিবল্লভো দুঃসহঃ॥ ১৬১৪

মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র মানবকে বিবশ করিয়া থাকে। সেইরূপ প্রতারণা-কুশল আজন্ম চাটুকারেরা গোপনে পাইয়া প্রভুকে বিপথগামী করে, যদি ভূপতিও তাদৃশ অকার্য্য করণে উদ্যত হন, তবে মঙ্গল কোথায়? ১৬১২

ধূর্ত্ত চাটুকার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও হাসিতে হাসিতে রাজসদনে প্রবেশ করে। রাজাও প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে "কি হে, কি কথা, ব্যাপার কি" বলিয়া সেই দুষ্টমতিকে সম্ভাষণ করেন। তখন সে শঠ মাথা চুলকাইতে থাকে এবং কিছু বলি বলি করিয়া কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষের মান, প্রাণ ও গুণাবলির উপর হঠাৎ বজ্রপাত করে। ১৬১৩

নৃপতিদিগের প্রিয় চাটুকার-সম্প্রদায় নিতান্ত অসহ্য। কত ভঙ্গী করিয়াই তাহার পাদচারণ করে, যেন কত গোপনীয় এইভাবে প্রভুর কাণের কাছে কথা কহে, নয়ন অর্দ্ধ মুদিত ও ঈষৎ বক্র করিয়া জগৎকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে। প্রভু যদি (অসন্তুষ্ট হইয়া) মুখ বিকার করেন তবে তাহা আত্মীয়ের "আদরের তিরস্কার" এবং কোন ক্ষতি করিলে তাহা "অনুগ্রহ" বলিয়া প্রকাশ করে। ১৬১৪

অপি জাতু স দৃশ্যেত নিঃসংকোচমতির্নৃপঃ।
যো যন্ত্রপুত্রক ইব ব্যক্তং ধূর্তৈর্ন নর্ত্যতে ॥ ১৬১৫
যতো ভৃত্যান্তরাজ্ঞানাজ্জাতঃ সর্বস্বসংক্ষয়ঃ।
তৎপ্রজাদুষ্কৃতৈ রাজ্ঞাং হা খিন্নাদ্যাপি শাম্যতি ॥ ১৬১৬
সুজ্জিরারোগ্যমন্বেষ্টুমাগচ্ছন্‌পূর্ববৎপ্রভোঃ।
বিন্যস্তরক্ষিণঃ পশ্যন্নবিশ্বাসমখিদ্যত ॥ ১৬১৭
দাক্ষিণ্যং বামতাং যাতমাশয়ে প্রতিবিম্বিতম্‌।
দর্পণস্যেব রাজ্ঞঃ স বিভাব্যাভূৎপরাঙ্মুখঃ ॥ ১৬১৮
তস্মিন্‌রাজগৃহে খেদামন্দীকৃতগতাগতে।
নৃপতেস্তদ্‌গতাং প্রীতিং নিঃশেষাং জহ্রিরে খলাঃ ॥ ১৬১৯

যে রাজার চিত্ত কখন ধূর্ত্ত চাটুকারদিগের বাক্যে বিচলিত হয় না, যিনি কখন বিটদিগের হস্তে যন্ত্র পুত্তলের ন্যায় নৃত্য করেন না এরূপ ভূপতি বিরল। ১৬১৫

বিশস্ত ভৃত্যের অন্তঃকরণ না জানিয়া কার্য্য করায় নরপতির যে সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল, তাহা প্রজাদিগেরই প্রাক্তন কর্ম্মের ফল, হায় তাহা এখনও প্রশমিত হইল না। ১৬১৬

সুজ্জি নিয়ম মত প্রত্যহ রাজার স্বাস্থ্য সংবাদ জানিতে আসিতেন একদিন দেখিলেন দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত "প্রবেশ নিষেধ"—সুতরাং রাজা তাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন বুঝিয়া তিনি খিন্ন হইলেন। ১৬১৭

যেমন দর্পনস্থ প্রতিবিম্বে দক্ষিণ হস্ত বাম হস্ত দেখায়, রাজার হৃদয়েও দাক্ষিণ্যের পরিবর্ত্তে বামতা (প্রতিকূলতা) অনুমান করিয়া সুজ্জি উদাসীন হইয়া পড়িলেন। ১৬১৮

মনের খেদে তিনি রাজবাটীতে যাতায়াত হ্রাস করিয়া ফেলিলেন

ভৃত্যঃ সুজ্জেশ্চিত্ররথোপাধ্যায়ানবিজভূঃ শঠঃ।
প্রাতিলোম্যাবহৈর্ভর্ত্তুর্মন্ত্রৈরাসীচ্ছিদ্রোত্তকৃৎ॥ ১৬২০
নীরোগে রাজ্ঞি দৃষ্টঃ স দিষ্টবৃদ্ধ্যৈ নৃপাস্পদে।
বসুবর্ষী বিনির্যায় প্রার্থনার্থী গৃহান্যযৌ॥ ১৬২১
ন তং প্রাসাদয়দ্রাজা বিশালবলবাহনঃ।
আক্রম্যাসৌ কথং নঃ স্যাদিত্যুপায়ং স্বচিন্তয়ৎ॥ ১৬২২
ত্যজ্যেত হৃতকার্যোহসৌ নিরাশৈরনুজীবিভিঃ।
মত্বেতি তদধীকারানন্তেভ্যস্তর্ণমার্পয়ৎ॥ ১৬২৩

খল পার্শ্বচরেরা রাজার সুজ্জি-প্রীতিও সেই অবকাশে নিঃশেষ করিল। ১৬১৯

চিত্ররথ নামে এক ব্রাহ্মণ তনয় সুজ্জির ভৃত্য ছিল, সে রাজসভায় মন্ত্রীর কার্য্য করিত, ঐ ধূর্ত্তও কুমন্ত্রণা দিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ করে—চারিদিকে শত্রু বৃদ্ধি পায়। ১৬২০

রাজা আরোগ্য লাভ করিলেন। দেখা গেল সুজ্জি, রাজার মঙ্গলকামনায় রাজপ্রাসাদে থাকিয়া দরিদ্রদিগকে ধন দান করিতে-ছেন। রাজসভায় প্রার্থনা করিয়া তিনি বহির্গত হইলেন এবং স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ১৬২১

কিন্তু রাজা তাঁহাকে আহ্বান বা প্রসন্ন করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না; প্রত্যুত বিশাল বলবাহন সুজ্জিকে কিরূপে আক্রমণ করিতে পারা যায় তাহারি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৬২২

যদি সুজ্জির অধিকার সমস্ত হরণ করা যায় ও অপর ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা হইলে সুজ্জির অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা অবশ্য নিরাশ হইয়া পড়িবে ও সুজ্জিকে ত্যাগ করিবে—যেমন এইরূপ চিন্তা

রাজস্থান৷ৎপ্রজং ধন্তমুদয়ং কম্পনাদপি ।
অভিগ্রহন্নরপতিঃ খেরীকার্যং চ রিল্লণম্ ॥ ১৬২৪
হৃতাধিকারে প্রব্যক্তবৈকৃতে নৃপতৌ ততঃ ।
অল্পাবশেষানুচরঃ সুজ্জিরাসীদ্বিশঙ্কিতঃ ॥ ১৬২৫
বিমানিতঃ পুরাদ্গঙ্গাযাত্রামুদ্দিশ্য মানবান্ ।
সোথ সুস্সলভূভর্তুরস্থীন্যাদায় নির্যযৌ ॥ ১৬২৬
উৎসুকাৎ প্রার্থনাকাঙ্ক্ষী রাজধাম্নস্তিকেন সঃ ।
নির্গচ্ছন্‌রাজপুরুষৈর্ন রাজ্ঞা বাবারুধ্যত ॥ ১৬২৭

অমনি কার্য্য; সুজ্জির বহুবিধ অধিকারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত হইল। ১৬২৩

ধন্ত রাজসভায় প্রাড়বিবাকের পদে নিযুক্ত হইয়া মান্য পাইলেন উদয় প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন, খেরী কার্য্যের ভার রিল্লণকে দেওয়া হইল। ১৬২৪

রাজা স্পষ্টরূপেই সুজ্জির অধিকার প্রত্যাহরণ করিলেন এবং সুজ্জির অনুচর সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িল, তিনি ভীত হইলেন। ১৬২৫

মর্য্যাদাভিমানী সুজ্জি অবমাননা সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন, তিনি সুসসল ভূপতির অস্থি লইয়া গঙ্গাতীর্থ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন। ১৬২৬

যাইবার সময় সুজ্জি রাজভবনের নিকট দিয়া চলিলেন, রাজা তাঁহাকে কোনরূপ অনুরোধ করিবেন এইরূপ অভিপ্রায়ও ছিল কিন্তু, রাজা বা কোন রাজকর্মচারী তাঁহাকে থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ বা একবার আহ্বানও করিলেন না। ১৬২৭

তন্নির্বাসনগর্বস্ত স্থাপনায়ানুযাত্রিকে।
প্রতীহারস্তস্ত গুপ্ত্যৈ কোশাদেঃ স্বাত্মজং ব্যধাৎ॥ ১৬২৮
নিগ্রহানুগ্রহাবস্মদায়ত্তাবিতি রক্ষিণম্‌।
পুত্রং প্রাদাল্লক্ষ্মকোষ ইতি ধ্যায়ন্স বিব্যথে॥ ১৬২৯
নিবৃত্তো লক্ষকে। দ্বারাৎপর্ণোৎসং শনৈর্কর্জৎঃ।
অবারোপয়দদ্রোহো ভাগিকং লোহরাচলাৎ॥ ১৬৩০
প্রতীহারাবিসৃষ্টায় ধাত্রেয়ায় মহীভুজঃ।
প্রেমাভিধায় তৎকোট্টাধাকারং চ সমার্পয়ৎ ৫৬৩১

প্রতীহার লক্ষক সুজ্জিকে নির্ব্বাসিত করিয়া যে গর্ব্ব অনুভব করিলেন তাহা গোপন করেন নাই, সে ভাব দেখাইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রকে সুজ্জির ধনপ্রাণাদি রক্ষণার্থ—তাহার অনুযাত্রিক করিয়া পাঠাইলেন। ১৬২৮

নিগ্রহ ও অনুগ্রহ আমাদের ইচ্ছাধীন, ইহা জানাইবার নিমিত্ত লক্ষক স্বীয় পুত্রকে সুজ্জির রক্ষকস্বরূপে পাঠাইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সুজ্জি ব্যথিত হইলেন। ১৬২৯

লক্ষক দ্বারগিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দ্রোহবুদ্ধিবর্জ্জিত সুজ্জি ধীরে ধীরে পর্ণোৎসে গমন করিলেন—তথা হইতে ভাগিককে লোহরে অচল হইতে অবতরণ করাইলেন। ১৬৩০

প্রেম নামক রাজার ধাত্রীপুত্রকে প্রতীহার লক্ষক প্রেরণ করিলেন। ভাগিক তাঁহাকে লোহর কোটের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। ১৬৩১

উৎথায় লোহরত্যাগাচ্ছস্কাশঙ্কুং মহীপতে।
স গ্রীষ্মবিষমং কালং রাজপুর্য্যামলঙ্ঘয়ৎ ॥ ১৬৩২
অমাত্যকন্দুকব্রাতপাতপাতমেৎপাতনক্ষমঃ।
আষড্ডামরঃ প্রাপ প্রথাং কামপি লক্ষকঃ ॥ ১৬৩৩
দ্বারেথাকারবৎসুজ্জিপ্রতিমল্লবিধিৎসয়া।
কৃত্যমাপো রাজবংশপৌরুষঃ রাজমঙ্গলম্ ॥ ১৬৩৪
অনন্যদেশজঃ সুজ্জিঃ শূরো মৎকোশপোষিতঃ।
কীর্ত্তিমেষ হরেদধ্যাবিতীর্য্যাকলুষো হি সঃ ॥ ১৬৩৫

সুজ্জি লোহর পরিত্যাগ করিয়া রাজার হৃদয়স্থ আশঙ্কাশল্য উদ্ধৃত করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রখর গ্রীষ্মকাল রাজপুরী প্রদেশে অতিবাহিত করেন। ১৬৩২

লক্ষক কন্দুক ক্রীড়ার ন্যায় কোন অমাত্যকে নিযুক্ত, কাহাকেও বা পদচ্যুত করিতে লাগিলেন, এবং ডামরদিগকেও বশে রাখিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে তাঁহার একপ্রকার প্রশংসা লাভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। ১৬৩৩

সুজ্জির সমকক্ষ বীরকে দ্বারাধিকারী করিবার আশয়ে, লক্ষক রাজবংশজাতমাত্রপৌরুষ-সম্পন্ন রাজমঙ্গলকে দ্বারাধিকার প্রদান করিলেন। ১৬৩৪

এই বীরপুরুষ সুজ্জির তুল্যই স্বদেশজ ও জন্মভূমি সেবক, যদি এ ব্যক্তি আমার অর্থ সাহায্য পায় তবে অচিরে সুজ্জির কীর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে—ঈর্ষ্যা কলুষিত চিত্তে লক্ষক এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। ১৬৩৫

খড়্গগ্রাহিসহায়ঃ স ক্ষুধ্নঃ পর্য্যটিতুং পথি ।
নিঃসুখশ্চোপহাস্যশ্চ তেন কার্যার্পণাৎকৃতঃ ॥ ১৬৩৬
কর্তুং পদব্যাং যোগ্যানামযোগ্যান্‌প্রভবের কঃ ।
তেষাং গুণৈস্তাঙ্কংযোক্তুং ন শক্যং কারণৈরপি ॥ ১৬৩৭
পদে শ্রীখণ্ডস্যাস্থুচিতমুচিতে বর্ম্মণি নিজে
বৃষাঙ্কঃ প্রক্ষেপ্তুং প্রভবতি চিতাভস্ম রভসাৎ ।
ন তৎস্বেচ্ছাযত্তত্রিজগদুদয়াপায়ঘটনো-
প্যসৌ তদ্গন্ধেন স্ফুটমিহ পটুঃ সংঘটয়িতুম্‌ ॥ ১৬৩৮
তস্মিন্‌সুজ্জিপ্রতিস্পর্ধামপ্রৌঢে বোঢুমক্ষমে ।
দূতানস্থজদানেতুং সজ্জপালং দিগন্তরাৎ ॥ ১৬৩৯

প্রতীহার সুজ্জির সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া তত্তৎস্থলে অপর লোক নিয়োগ করায় সুজ্জির কোন ভৃত্যই সঙ্গে ছিল না, একমাত্র খড়্গবাহক তাঁহার সহযাত্রিক ছিল। পথে পথে ভ্রমণ, সর্ব্বসুখশূন্যতা ক্ষুধা ও তৎসহ লোকের বিদ্রূপ তাঁহার সহচর ছিল। ১৬৩৬

অনেকেই যোগ্য ব্যক্তির পদে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির তুল্য গুণে অযোগ্যকে ভূষিত করা বুঝি দেবেরও অসাধ্য। ১৬৩৭

বৃষধ্বজ মহাদেব অনুচিত শ্মশান চিতাভস্মরাশি যত সত্বরেই শ্রীখণ্ডচন্দনোচিতে শ্রীঅঙ্গে লেপন করুন না কেন, তিনি ত্রিজগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে সমর্থ হইলেও, চিতাভস্মে চন্দনের সৌরভ যোজনা করিতে পটু নহেন। ১৬৩৮

যখন লক্ষক দেখিলেন রাজমল্ল শৌর্য্য বীর্য্যে সুজ্জির তুল্য

নির্বীরে মণ্ডলে দ্বেষোপায়াবাপৎকার্যগৌরবাৎ।
কোষ্টেশ্বরো নরপতের্নিতরামন্তরঙ্গতাম্॥ ১৬৪০
প্রীতিদায়ৈস্তোষ্যমাণস্তৈস্তৈস্তুষ্টেন ভূভুজা।
বিস্রব্ধো নগরে তস্থৌ সোপি লূতাময়াতুরঃ॥ ১৬৪১
এবং দমকদৈষিক্যং বাঞ্ছতি নৃপতৌ কার্যতঃ।
চালকৈঃ সোমপালাদ্যৈঃ সুজ্জির্নিন্যেথ বৈকৃতম॥ ১৬৪২
প্রতিজ্ঞায় লতামাত্রসাধ্যং কশ্মীরনির্জয়ম্।
সোমপালায় তদ্রাজ্যং সোপীচক্রেবমানিতঃ॥ ১৬৪৩

হইতে পারিলেন না, তখন দেশান্তর হইতে সজ্জপালকে আনয়নার্থ দূত নিচয় প্রেরণ করিলেন। ১৬৩৯

সমগ্র দেশ প্রায় বীরশূন্য, সুতরাং চিরশত্রু কোষ্টেশ্বরও কার্য্যানুরোধে রাজার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল। ১৬৪০

রাজা তাঁহাকে প্রায়ই নানাবিধ বস্তু প্রদান করিয়া প্রীতি প্রকাশ করিতেন, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে শ্রীনগরে বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু লূতা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ১৬৪১

এইরূপে রাজা যখন (গজপালকের ন্যায়) বিরোধীদিগকে বশে আনিয়া তাহাদিগকে কার্য্য একমতাবলম্বী করিতেছিলেন—অন্যত্র সোমপালাদি চালকেরা (যাহত—চক্রিকাকারী) সুজ্জি'ক কলুষিত করিল। ১৬৪২

অবমানিত সুজ্জি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বেত্রলতামাত্র হস্তে লইয়া কাশ্মীর জয় করিব—এবং অঙ্গীকার করিতেছি সে রাজ্য সোমপালকে দিব। ১৬৪৩

প্রতিশুশ্রাব তস্মৈ চ ভাগিনেয়ীং স কন্যকাম্।
ধীমানত্রান্তরে সামদানে প্রযুযুজে নৃপঃ॥ ১৬৪৭
যৌ তাবল্লাশয়ৌঃ রাজকন্যয়োঃ স্বীক্রিয়াং তদা।
রভসাত্তাবকুর্বা।বদাত্তামন্তরং বিষাম্॥ ১৬৪৫
উপায়ৈর্জয়সিংহস্য শকুনৈশ্চ নিরীক্ষিতৈঃ।
প্রেরিতঃ সে মপালোথ সুজ্জেমন্দাদরো ভবৎ॥ ১৬৪৬
স্বযমেত্য প্রতীহারস্তত্র রাজপুরীপতিম্।
সীমান্তভুবমানিন্যে কন্যকোদ্বাহাসঙ্কয়ে। ১৬৪৭
জাতাং কহ্লনিকাখ্যায়াং মহাদেব্যাং মহীপতেঃ।
উপযেমে নৃপসুতাং সোমোম্বাপুত্রিকাভিধাম্॥ ১৬৪৮

সোমপাল সুজ্জিকে স্বীয় ভাগিনেয়ী ও কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইত্যবসরে বুদ্ধিমান রাজা জয়সিংহ সন্ধি-বন্ধন ও উৎকোচ-দান রূপ রাজনীতির প্রয়োগ করিলেন। ১৬৪৫

প্রথমোক্ত দুইজন অর্থাৎ সোমপাল ও সুজ্জি সঙ্কীর্ণ চিত্ততা প্রযুক্ত রাজকন্যাদ্বয়ের পরিণয়ব্যাপার সত্বর সম্পন্ন না করায় প্রতিপক্ষেরা স্বার্থসিদ্ধির সম্পূর্ণ অবকাশ পাইল। ১৬৪৫

জয়সিংহের নীতি প্রয়োগে এবং নানাবিধ কারণ দর্শনেও সোমপাল ক্রমশঃ ক্রমশঃ সুজ্জির প্রতি বীতরাগ হইলেন। ১৬৪৬

প্রতীহার লক্ষক স্বয়ং যাইয়া রাজপুরীর পতি সোমপালকে তদীয় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে লইয়া আসিলেন, সেখানে রাজকুমারীদ্বয়ের পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হইল। সোমপাল স্বয়ং কহ্লনিকা রাজ্ঞীর গর্ভজাত রাজতনয়া অম্বাপুত্রিকাকে বিবাহ করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন সুবুদ্ধি প্রতীহার সোমপালের ভাগিনেয়ী নাগ-লেখাকে

যাতে তস্মিন্ কৃতোদ্বাহে নাগলেখাভিধাং সুধীঃ।
তৎস্বস্রেয়ীং প্রতীহাপো ভূভুজে প্রত্যপাদয়ৎ॥ ১৬৪৯
ইত্থং রাষ্ট্রদ্বয়ে বদ্ধসংধৌ নিরবকাশতাম্।
প্রাপ্তঃ প্রতস্থে হেমন্তে সুজ্জিস্ত্রিপথগোন্মুখঃ॥ ১৬৫০
জালংধরে সংঘটিতো জ্যেষ্ঠপালো নিনায় তম্।
গাঢাবমাননির্নষ্টসৌষ্ঠবং ভিক্ষুপক্ষতাম্। ১৬৫১
ত্বয়ি ভিক্ষাচরে চৈকসৈন্যনায়কতাং গতে।
নোপেন্দ্রো বা মহেন্দ্রো বা সমর্থো প্রত্যবস্থিতৌ॥ ১৬৫২
রাজ্যপ্রদস্তে যশ্চ চক্রে রাজা বিমাননাম্।
তস্মুবো যশ্চ বিষয়ে প্রতিকুর্মস্তবোর্গয়ো॥ ১৬৫৩

রাজা জয়সিংহের বধূরূপে প্রতিগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিলেন, এবং রাজার করে সম্প্রদান করিলেন। ১৬৪৭—১৬৪৯

এইরূপে উভয় রাজ্য সন্ধিবন্ধন হইলে, সুজ্জি দেখিলেন আর ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন হেমন্তে গঙ্গাতীর্থ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৬৫০

জালন্ধরে জ্যেষ্ঠপালের সহিত সুজ্জির সাক্ষাৎ ঘটে, ঘোরতর অবমাননায় সুজ্জির উৎকর্ষ নষ্ট হইয়াছিল। সহজেই জ্যেষ্ঠপাল তাঁহাকে ভিক্ষাচরের পক্ষপাতী করিয়া ফেলেন। ১৬৫১

জ্যেষ্ঠপাল বলিলেন"যদি আপনি ও ভিক্ষাচর মিলিত হইয়া একই সৈন্যদল চালনা করেন, তাহা হইলে, কি উপেন্দ্র, কি মহেন্দ্র কাহারও সাধ্য নাই আপনাদের সম্মুখীন হন।" ১৬৫২

"আপনি যাহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন তিনিই আপনার অবমাননা করিলেন, এবং যাহার অধিকারে বাস করিতেছিলেন

ইতি সংপ্রেরিতস্তেন দেব্বপালান্তিকস্থিতেঃ।
ধিয়াস্থঃ সৌস্তিকং ভিক্ষোর্ভাগিকেন ন্যধিধ্যত ॥ ১৬৫৪
অনিক্ষিপ্তবতোঽস্থীনি স্বামিনো জাহ্নবীজলে।
ন যুক্তমেতত্তে কৃত্যমিত্যাবেগাদশাধি চ ॥ ১৬৫৫
স্নাত্বা হ্যনস্থামেষ্যামি পার্শ্বং ব ইতি নিশ্চয়ম্।
স পীতকোশঃ কৃত্বাশু যযৌ প্রস্তুতসিদ্ধয়ে ॥ ১৬৫৬
প্রতীহারকরন্যস্তসর্বভারস্তু ভূপতিঃ।
মন্দাক্রান্তিতয়া রাজ্যমসুস্থিতমমন্যত ॥ ১৬৫৭
যো যো হি ব্যগ্রহীত্তং তং সংধায় সবিধস্থিতঃ।
তমন্বহং প্রতীহারঃ সানুগ্রহমিবৈক্ষত ॥ ১৬৫৮

তিনিও আপনার অপ্রিয় আচরণ করিলেন—আমরা এই উভয়ের—প্রতিকার করিব " ১৬৫৩

জ্যেষ্ঠপালের উক্তরূপ বাক্যে সুজ্জি উত্তেজিত হইলেন, এবং যখন দেব্বপাল পার্শ্বস্থিত ভিক্ষুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ভাগিক তাঁহাকে নিষেধ করিয়া আবেগভরে কহিলেন "সর্ব্বাগ্রে গঙ্গাজলে স্ব প্রভুর অস্থি নিক্ষেপ না করিয়া আপনার ইহা কর্ত্তব্য নহে।" ১৬৫৪।৫৫

"সুরসরিতে স্নান করিয়া নিশ্চয়ই আপনাদিগের পার্শ্বে আসিব" এইরূপ শপথ করিয়া কোশপান পূর্ব্বক সুজ্জি আরব্ধ কার্য্য সমাপনার্থ যাত্রা করিলেন। ১৬৫৬

যদিও ভূপতি রাজ্যের সকল ভারই প্রতীহার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন তথাপি উদ্ধতলোক শাসনবিষয়ে তাঁহার শৈথিল্য দেখিয়া রাজা রাজ্য সুশাসিত মনে করেন নাই। ১৬৫৭,

কারণ যে কেহ রাজার বিরোধী হয়, প্রতীহার তাহাকে সান্ত্বনাবাদে

প্রগল্‌ভমনে শান্ত্যেবমুদয়ঃ কম্পনাপতিঃ।
অবধীচ্ছলনা দৃপ্তং প্রকটং কালিয়াত্মজম্‌॥ ১৬৫৯
অবিশ্বাসোদ্ধতাঞ্জর্বলবঞ্জানথ লক্ষ্মকঃ।
নির্মর্যাদানকম্পনেশমীষৎসান্ত্বমভিগ্রহৎ॥ ১৬৬০
স্নাত্বাভ্যেষ্যতি গঙ্গায়াং যাবৎস্যুজ্জির্বিপ্লবং তাম্‌।
তাবৎকথং ময়া নেয়াঃ কশ্মীরা ইতি চিন্তয়ন্‌॥ ১৬৬১
তাবন্মাত্রান্তরব্যাপ্ত্যা রাজ্ঞো বিজ্ঞায় ডামরান্‌।
ভিন্নাল্‌ভিক্ষাচরোবিক্ষদ্বিষলাটাং হিমাগমে॥ ১৬৬২
মণ্ডলস্যান্তরে তস্য বিবিক্ষো কজ্জডামরঃ।
প্রতীহারো হিমতুর্শ্চ। যেদ্ধা সমপদ্যত॥ ১৬৬৩

যা কোন প্রকারে নিরস্ত করিয়া সমীপস্থিত রাজার প্রতি সানুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেন। ১৬৫৮

কম্পনাপতি উদয় ছল প্রয়োগে কালিয়াত্মজ বল দর্পিত প্রকটকে বধ করেন। ১৬৫৯

সন্দেহবশতঃ লাবন্য ডামরেরা উদ্ধত হইয়া উঠে—তজ্জন্য লক্ষ্মক কম্পনাপতিকে তাহাদিগের মর্য্যাদাবিশেষ শাসন করিতে বলেন। ১৬৬০

সুজ্জি গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিতে আসিতে আমি কাশ্মীর রাজ্যে কিরূপে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারি, ভিক্ষু এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন; এমন সময়ে যেমন শুনিলেন ডামরেরা রাজার বিপক্ষ হইয়াছে অমনি তিনি, এই উত্তম সুযোগ, বলিয়া, শীতারম্ভে বিষলাটায় প্রবেশ করিলেন। ১৬৬১।১৬৬২

তিনি কাশ্মীর রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার রত্ন বিগ্ন ঘুটিল

স টিক্কেন পিতৃদ্রোহাদেকান্তদ্বেষিণা দ্বিপোঃ।
আনীতঃ সংমতৈর্দত্তাপ্যায়ঃ সর্বৈশ্চ ডামরৈঃ ॥ ১৬৬৪
প্রতীক্ষমাণো রাজ্যাপ্তিহেতুং সুজ্জিসমাগমম।
নির্ভয়ষ্টিকজামাতুর্ভাগিকস্য খশপ্রভোঃ ॥ ১৬৬৫
বাণশালাভিধে দুর্গে বসন্নল্লোচ্ছ্রিতাবপি।
দূতৈর্বিভেদমনয়ৎ সর্বডামমণ্ডলম্ ॥ ১৬৬৬
প্রমোদং সুহৃদাং ত্রাসং দ্বিষাং চ বিস্ফুজন্পুরঃ।
ব্যাবর্ততোপ গঙ্গায়াঃ সুজ্জির্বিহিতমজ্জনঃ ॥ ১৬৬৭
পূর্ববিপ্রকৃতে ভিক্ষাবস্মিংশ্চাভেদমাগতে।
যথামুষ্য মহীভর্তুস্তথাস্মাকং ভয়ং ভবেৎ ॥ ১৬৬৮

প্রতীহার ডামরদিগের গতিরোধ করিলেন এবং দারুণ শীত পড়িল। ১৬৬৩

টিক্ক জয়সিংহের পিতৃহত্যা করিয়া চিরশত্রু হইয়াছিলেন, তিনি ভিক্ষাচরকে আনয়ন করিলেন, প্রধান প্রধান ডামরেরাও তাঁহাকে ঐকমত্যে উৎসাহ দিল। ১৬৬৪

সুজ্জি সমাগত হইলেই রাজ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত বিবেচনায় ভিক্ষাচর তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং টিক্কের জামাতা খশভূপাল ভাগিকের বাণশালা নামক অল্লোচ্চ দুর্গে নির্ভয়ে বসতি করিয়া দূত প্রেরণ পূর্বক ডামর-মণ্ডলের মধ্যে বিপ্লব সজ্ঘটিত করেন। ১৬৬৫।৬৬

অনন্তর সুজ্জি, গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া সুহৃদের প্রমোদ ও শত্রুর ত্রাস উৎপাদন করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৬৬৭

"ইতঃপূর্বে ভিক্ষাচর নিগৃহীত, সুজ্জিও অবমানিত হইয়াছে, যদি এই দুইজন মিলিত হয়, তাহাতে আমার ও সোমপালের তুল্য

ধ্যাস্বেতি সিংহদেবেন প্রার্থিতো ব্যাজমাদদে।
সুজ্জিস্বীকরণোদ্যোগে সোমপালো ভয়াকুলঃ॥ ১৬৬৯
সুজ্জির্জালংধরং প্রাপ্তঃ প্রাতর্ভিক্ষাচরান্তিকম্।
যাবদ্যাস্যতি তং সায়ং তদ্দূতস্তাবদাপদৎ॥ ১৬৭০
প্রেরিতো জ্যেষ্ঠপালেন নিষিদ্ধো ভাগিকেন চ।
বিররাম স তস্যোক্ত্যা বিপক্ষাশ্রয়ণগ্রহাৎ॥ ১৬৭১
ঋণং দেশান্তরোপাত্তং তব ভূপোপনেষ্যতি।
স্বং চ দাস্যত্যধীকারং মন্মুখপ্রহিতার্থনঃ॥ ১৬৭২
ইতি দূতমুখেনোক্তঃ সোমপালেন চান্বহম্।
বিপক্ষৈকস্মুকামুৎসার্য তদ্দেশাভিমুখো যযৌ॥ ১৬৭৩

বিপদ, কারণ আমরা উভয়েই উভয়েরই অপ্রিয় আচরণ করিয়াছি" রাজা সিংহদেব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সোমদেবকে জানাইলেন—যে কোন প্রকারে সুজ্জিকে হস্তগত করিতে হইবে। সোমপাল ভয় পাইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন এবং একটি চাতুরী খেলিলেন। ১৬৬৮।৭০

সুজ্জি জালন্ধরে আসিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে ভিক্ষাচরের সমীপে যাইবেন—সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সোমপালের দূত উপস্থিত হইল। ১৬৭০

জ্যেষ্ঠপালের অনুরোধ, ভাগিকের নিষেধ এবং দূতের বাক্যে সুজ্জি বিপক্ষাশ্রয় গ্রহণে বিরত হইলেন। ১৬৭১

দূত পুনঃ পুনঃ বলিল, রাজা সোমপাল বলিতেছেন "আপনি দেশান্তরে যত ঋণ করিয়াছেন তৎসমস্ত ভূপতি জয়সিংহ পরিশোধ করিবেন—এবং আমি নিজ মুখে রাজাকে প্রার্থনা করিয়া—আপনাকে

উদয়ঃ কম্পনাধীশো বৈশাখে তীর্ণসংকটঃ।
খশান্বিতেন সংগ্রামং প্রত্যপদ্যত ভিক্ষুণা ॥ ১৬৭৪
প্রাক্তস্থ্যল্পপৃতনে জাতে পৃথুবলে ততঃ।
তস্মিন্‌কোট্টান্তরং ভিক্ষুঃ প্রাবিশৎপ্রাপ্তবেষ্টনঃ ॥ ১৬৭৫
রাজাথ বিজয়ক্ষেত্রং নির্যাতঃ প্রত্যপূরয়ৎ।
কম্পনেশস্য কটকং তাস্তাঃ সংপ্রেষয়ংশ্চমূঃ ॥ ১৬৭৬
যন্ত্রোরলশরাসারবিবিধাযুধবর্ষিণী।
দুর্গাস্থিতৈর্নৃপচমূঃ প্রত্যযোধ্যশ্মবর্ষিভিঃ ॥ ১৬৭৭

পূর্ব্বাধিকার প্রদান করাইব," প্রতিদিন দূতের বাক্য শুনিয়া সুজ্জি বিপক্ষাশ্রয় ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করিলেন এবং সোমপালের রাজ্য অভিমুখে চলিলেন। ১৬৭২—৭৩

কম্পনাধিপ উদয় বৈশাখ মাসে গিরি সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া খশ সৈন্য পরিবৃত ভিক্ষুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ১৬৭৪

প্রথমে উদয়ের সৈন্য সংখ্যা অল্প ছিল, ক্রমে বল বৃদ্ধি দেখিয়া ভিক্ষাচর অন্য কোট্টে প্রবিষ্ট হইলেন—এবং শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াও পড়িলেন। ১৬৭৫

অনন্তর রাজা বিজয়েশ্বরে নির্গত হইয়া প্রধান সেনাপতির বল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ১৬৭৬

রাজসৈন্য যন্ত্রবলে ক্ষুদ্র প্রস্তর, শর ও নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতেছিল, দুর্গস্থিত লোকেরা ভীষণ শিলা বর্ষণ করিয়া প্রত্যুত্তর দিতেছিল। ১৬৭৭

পতৎস্বশ্মস্থ ভিক্ষোশ্চ নামশস্থস্থ প'ত্রয়ু।
গ্রহীতুং দুর্গজানরাজসেনা দীর্ঘাপি নাশকৎ ॥ ১৬৭৮
দিনৈরভ্যধিকে মাসমাত্রে যাতেগ্রহাত্তুতঃ।
বিদার্য মূলং দুর্গস্ত ধান্তং খাতাস্বু সংভৃতম্ ॥ ১৬৭৯
দুর্গভাজো বলাসাধ্যা রাজ্ঞ্যুপায়পরে ধিয়ম্।
জাতভৈর্যৈবিবাধেচ্ছাং ধনলুব্ধান্দর্শয়ন্ ॥ ১৬৮০
বিসসর্জ প্রতীহারমথ তদ্বস্তুসিদ্ধয়ে।
রাজা ডামরসামন্তমন্ত্রিরাজাত্মজৈঃ সমম্ ॥ ১৬৮১
কোষ্টেশ্বরত্রিল্লকাদ্যাঃ কৃচ্ছ্রস্থস্য বিমোক্ষণম্।
করিষ্যামো বয়ং ভিক্ষোরিতি বুদ্ধ্যা অমন্বয়ুঃ ॥ ১৬৮২

রাজপক্ষীয় যোদ্ধা সংখ্যায় অধিক হইলেও দুর্গবাসীদিগের শিলা পতনসহ ভিক্ষু নামাঙ্কিত শরক্ষেপণ দেখিয়া দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। ১৬৭৮

এইরূপে মাসাধিক কাল অতীত হইলে ধন্য দুর্গমূলের কোন স্থান ভগ্ন করিয়া প্রবেশ পথ পাইলেন, এবং একটা জলাশয় অধিকার করিলেন। ১৬৭৯

দুর্গবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব দেখিয়া রাজা কুট নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন দুর্গবাসীরাও উৎকোচে বশীভূত হইবে এবং স্বপক্ষের অনিষ্ট সাধন করিবে বুঝিতে পারা গেল। ১৬৮০

উপস্থিত কার্য্য সাধনের নিমিত্ত রাজা স্বীয় প্রতীহার লক্ষককে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে ডামর সামন্তরাজগণ ও রাজপুত্রেরা চলিলেন। ১৬৮১

কোষ্টেশ্বর ত্রিল্লক প্রভৃতিও ভিক্ষুর মুক্তি সাধনার্থ প্রতীহারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ১৬৮২

পশ্চাদ্‌সংকটশৈলাগ্রাদধঃ কোটং মিতোন্নতি।
জিতং মেনে প্রতীহারো বীক্ষ্যানস্তাঃ স্ববাহিনীঃ॥ ১৬৮৩
পূর্বস্থিতৈঃ প্রতীহারানুগৈশ্চান্যত্র বাসরে।
অযোধি সর্বসৈন্যস্য বলাংকোটং জিঘৃক্ষুভিঃ॥ ১৬৮৪
তে নাবন্তোপ্যশ্মবৃষ্ট্যা তথা তৈঃ প্রতিচক্রিরে।
নাস্মীদং বিক্রমেণেতি যথাগৃহ্ণন্বিনিশ্চয়ম্॥ ১৬৮৫
বীরদেহক্রমাগ্রেভ্যো অপংঋশ্মভিহতাঃশ
নির্যদস্রৌঘসরঘাঃ শীর্ষভ্রমরগোলকাঃ॥ ১৬৮৬
কোষ্ঠেশ্বরস্য মূঢত্বং নিব্যূঢং তত্র কিংচন।
স্বস্য ভিক্ষোর্বলস্থানামন্যেষাং চ বিনাশকৃৎ॥ ১৬৮৭

প্রতীহার লম্বক গিরি সঙ্কটের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক অত্যুচ্চ দুর্গকোট এবং স্বপক্ষের আনীত সৈন্য দেখিয়া দুর্গ হস্তগত মনে করিলেন। ১৬৮৩

পরদিন পূর্ব্বগত যোদ্ধারা প্রতীহারের অনুচর সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া সবলে দুর্গ অধিকার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ১৬৮৪

কিন্তু দুর্গবাসীরা যেরূপ প্রবল বেগে প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে আক্রমণকারীরা বিলক্ষণ বুঝিল এ দুর্গ বল প্রয়োগে হস্তগত হইবার নহে। ১৬৮৫

যখন প্রস্তরাঘাতে বীরগণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও শোণিতার্দ্র হইয়া পড়িতেছিল, তখন দেখিয়া বোধ হইল যেন বৃক্ষাগ্র হইতে মধুচক্র সকল নিপতিত হইতেছে। ১৬৮৬

এই সময়ে কোষ্ঠেশ্বর এমন মূঢত্ব প্রকাশ করিলেন যাহাতে

নাস্ত্যত্র মৎসমো বীর ইত্যেতাবৎপ্রসিদ্ধয়ে।
স ঘুযুৎসোদ্ধতং ভিক্ষোর্যৎপ্রাণক্ষয়কারভূৎ॥ ১৬৮৮
ছুক্রকৃণাং খশানাং চ সংকটে ধৈর্য্যমাদধে।
কোষ্টেশ্বরোঽস্মি চাভিন্নো তদ্বশ্যা ডামরাঃ পরে॥ ১৬৮৯
যদেতদ্দৃশ্যতে ভূরি সৈন্যমস্মদ্ধিতায় তৎ।
পর্য্যবস্যেদিতি বদন্নয়ভাব্যন্যথা চ তৎ॥ ১৬৯০
বিশ্রব্ধভূরশুষ্যারির্যত্র কোষ্টেশ্বরোঽপ্যসৌ।
অন্যেষু তত্র কেবাস্থেত্যথ তে নিশ্চয়ং দধুঃ॥ ১৬৯১
ভূভৃৎপিতৃব্যদ্রুহঃ কার্য্যবশেন স্বোপবেশনে।
অঙ্গীকৃতাধিকারস্তু ধীমাংষ্টিকস্য লক্ষ্মকঃ॥ ১৬৯২

ভিক্ষুর, তাহার নিজের এবং অন্যান্য লবন্যদিগের সর্ব্বনাশ, ঘটিল। ১৬৮৭

আমার সমান বীর নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় কোষ্টেশ্বর স্বয়ং উদ্ধতভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহাতেই ভিক্ষুর মৃত্যু ঘটে। ১৬৮৮

বিশ্বাসঘাতক খশদিগের মধ্যে বিপন্নাবস্থায়ও ভিক্ষু বলিয়াছিলেন "কোষ্টেশ্বর এবং আমি অভিন্ন; অন্যান্য ডামরেরাও তাহার অধীন, এই যে বিপক্ষে বিপুলবাহিনী দেখিতেছ উহাতে পরিণামে আমাদেরই সুবিধা হইবে।" ফলে কিন্তু বিপরীত হইল। ১৬৮৯—৯০

তাহারা মনে মনে ভাবিয়াছিল যদি শত্রুপক্ষীয় কোষ্টেশ্বরকে ভিক্ষাচর এরূপ বিশ্বাস করেন, তবে অপরের কথায় কি আস্থা করা যায়? ১৬৯১

পক্ষান্তরে সুচতুর লক্ষক কার্য্যবশতঃ বাধ্য হইয়া টিক্কের নিকটে

খশাধীশং বহুগ্রামস্বর্ণাদিত্যাগসংশ্রয়াৎ।
স্বীকৃত্য ভিক্ষুভুক্ষুবন্ধকক্ষ্যমকারয়ৎ॥ ১৬৯৩
আনন্দাখ্যঃ খশাধীশস্থালঃ কৃতপতাগতঃ।
নীত্বা টিক্কং প্রতীহারাভ্যর্ণং ভূয়োপ্যারোপয়ৎ॥ ১৬৯৪
প্রতীহারস্ত টিক্কেন সহৈক্যং বীক্ষ্য ডামরৈঃ।
প্রতীহারস্ত টিক্কেন সহৈক্যং বীক্ষ্য ডামরৈঃ।
নিঃসংশয়ং হতোজ্ঞায়ি ভিক্ষুঃ কোষ্ঠেশ্বরাদিভিঃ॥১৬৯৫
সংরম্ভাস্তদ্বিমোক্ষায় প্রাহিণবংস্তে খশান্তিকম্।
দূতান্নিরীক্ষ্যস্বর্ণদানা ভূরিশনৈঃ সমম্॥ ১৬৯৬

এই অঙ্গীকার করিলেন যে যদিও তিনি রাজ-পিতাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক নিধন করিয়াছেন, তথাপি তিনি স্বীয় উপবেশনে পুনরুপবিষ্ট হইবেন। ১৬৯২

খশরাজ তাঁহাকে প্রধান প্রধান গ্রাম ও স্বর্ণাদি উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া ভিক্ষুর ধ্বংসের কারণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৬৯৩

খশরাজের শ্যালক আনন্দ উভয়ের মধ্যে গতায়াত করায় পর টিক্ককে প্রতীহারের নিকট আনায়ন করিয়া তাঁহাকে স্বীয়াসনে পুনঃ আরোহণ করাইয়াছিলেন! ১৬৯৪

প্রতীহার ও টিক্কের ঐক্য দর্শনে কোষ্ঠেশ্বর এবং অন্যান্য ডামরেরা ভিক্ষুর মৃত্যু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল। ১৬৯৫

এইহেতু বিচলিত হইয়া তাহারা তাহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল এবং স্বর্ণাদি বহু উপঢৌকন প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিল। ১৬৯৬

খশস্তু দধ্যাবুৎকোচং গৃহীত্বাস্মাভিরুজ্ঝিতঃ।
জানাতি রক্ষিতান্‌প্রাণান্‌ভিক্ষুঃ কোষ্টেশ্বরাদিভিঃ ॥ ১৬৯৭
সমন্ত্যুঃ প্রাপ্তরাজ্যোথ দেজপালোথ দূরগঃ।
হন্তাস্মাং জয়সিংহস্তদ্রক্ষ্যঃ পক্ষঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৬৯৮
মত্বেতি তেন প্রত্যুক্তা ভিক্ষুং শৌচস্থিতং গৃহাৎ।
বিপাট্যাস্তঃ ফলহকং নির্গচ্ছেত্ত্যচিরেপি তে ॥ ১৬৯৯
স স্বমেধ্যোপলিপ্তাঙ্গঃ শ্বেবাবস্করবর্ত্মনা।
যাত ইত্যযশো লোকে ধ্যায়ন্মানী ন নির্যযৌ ॥ ১৭০০
কোষ্টেশ্বরো ব্যক্তকৃত্যঃ সৈন্যক্ষোভেচ্ছয়া ক্ষিপন্‌।
রূক্ষং কালবিদা প্রান্তে প্রতীহারেণ সান্ত্বিতঃ ॥ ১৭০১

খশ মনে মনে এই চিন্তা করিয়াছিল "যদি আমি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকে মুক্ত করি তাহা হইলে তিনি, কোষ্টেশ্বর ও তৎপক্ষীয় লোক কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছেন বুঝিবেন। ইহাতে রাগান্বিত হইয়া, সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইলে আমাকে কিংবা দেজপালকে হত্যা করিবেন। অতঃএব আমি জয়সিংহের পক্ষ যত্নতঃ অবলম্বন করিয়া থাকিব।" এই চিন্তার পর তাহাদিগকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে শৌচনকালে ভিক্ষু যেন কাষ্ঠফলক স্থানচ্যুত করিয়া পলায়ন করেন। ১'৯৭—৯৯

গর্ব্বিত রাজপুত্র শৌচাগার হইতে কুকুরের ন্যায় পুরিষ-লিপ্ত দেহে পলায়নকে নিতান্ত হেয় জ্ঞানে পলায়নে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৭০০

কালবিৎ প্রতীহার সৈন্যক্ষোভ উৎপাদনেচ্ছু, রূঢ় বাক্য-প্রয়োগকারী কোষ্টেশ্বরকে প্রান্তে সান্ত্বনা করিতেছিলেন। ১৭০১

নীবৌ খশাস্বৈর্দত্তায়ামা প্রত্যুষাদগৃহ্যত।
ব্যবসায়ঃ প্রতীহারমুখ্যৈর্ভিক্ষুপ্রমাপণে॥ ১৭০২
গচ্ছদ্ভিরাগচ্ছদ্ভিশ্চ রাজা দূতৈঃ প্রতিক্ষণম্।
অম্বিষ্যন্বিজয়ক্ষেত্রে বার্তাং পর্যাকুলোঽভবৎ॥ ১৭০৩
তাবদ্ভিরাহবৈস্তৈস্তৈঃ সাহসে দশ বৎসরান্।
কৃতযত্নস্য সাধ্যোঽভূন্ন যো বৃদ্ধমহীভুজঃ॥ ১৭০৪
ডিম্বো রাজাল্পগা ডিম্বাস্তস্য ভিক্ষোঃ প্রমাপণম্।
সাধ্যমেতে হি মন্যন্তে হন্ত কিং কেন সংগতম্॥ ১৭০৫
বিত্তস্য নীয়তে বিত্তং খশৈরেভ্য ক্ষণাদমী।
ভগ্না নূনং প্রযাস্যন্তি মুষিতাশ্চাখিলাঃ পরৈঃ॥ ১৭০৬

খশ এবং তাহার অনুচরবর্গ প্রতিভূ দেওয়ার পর প্রতীহার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ভিক্ষুকে মারিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭০২

বিজয়ক্ষেত্রে রাজা অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই "কে আসিতেছে কে যাইতেছে" দূতের নিকট সংবাদ লইতে ছিলেন। ১৭০৩

"কি? দশবৎসর ধরিয়া বহুযুদ্ধে শত শত চেষ্টা করিয়া যে ভিক্ষুকে দমন করিতে বৃদ্ধ রাজা অক্ষম হইয়াছিলেন, সেই ভিক্ষুকে এই অল্পবয়স্ক রাজা এবং মন্ত্রিগণ ধ্বংস করিবার চিন্তা করিতে পারে? ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?" ১৭০৪।৫

"মুহূর্ত্ত মধ্যে খশেরা উপস্থিত হইয়া রত্নাদি যাহা কিছু পাইবে, লইয়া প্রস্থান করিবে। সমাগত জনগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিশ্চয় পলায়ন করিবে এবং শত্রুরা সমস্ত লুণ্ঠণ করিয়া লইবে।" ১৭০৬

পৃথগ্‌ভূতঃ কোষ্টকোয়ং ত্রিল্লকশ্চৈব বান্ধবঃ।
এতে ভিক্ষাচরোচ্ছিষ্টপুষ্টা অভ্যন্তরা অপি॥ ১৭০৭
কো নূতনোত্র সংপ্রাপ্তো যো রাজ্ঞঃ সাধয়েদ্ধিতম্‌।
সামগ্রী নূনমায়াতা সেয়মস্থৈব সিদ্ধয়ে॥ ১৭০৮
ইত্যূচুঃ শিবিরে যাবজ্জনাস্তাবদবেষ্টত।
কটকৈর্মন্ত্রিণাং দুর্গং বিকোশায়ুধবাহিভিঃ॥ ১৭০৯
একাকী চিরসংক্লিষ্টো হন্তব্যস্তৎকৃতেখিলৈঃ।
হা ধিক্‌পরিকরো বদ্ধো নির্লজ্জৈঃ সর্বশস্ত্রিভিঃ॥ ১৭১০
ত এবেত্যূচুরাসীচ্চ কচচ্ছস্ত্রোর্মিনির্মলঃ।
স্ফুরত্তোধাক্ষিশফরো নিঃশব্দঃ সৈন্যসাগরঃ॥ ১৭১১

"কোষ্টক পৃথক হইয়া আছেন। তাঁহার আত্মীয় ত্রিল্লক ও ভিক্ষাচরের উচ্ছিষ্ট-পুষ্ট রাজ-পারিষদগণও পৃথক আছে।" ১৭০৭

"এমন নূতন লোক কে আসিয়াছে যে রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী? নিশ্চয়ই এই আহার্য্য সামগ্রী শত্রুগণের সবিধেই আনীত হইয়াছে।" ১৭০৮

শিবিরে সৈন্যগণ যৎকালে কথোপকথনে রত ছিল, সেই সময় মন্ত্রীয় সৈন্যগণ উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দুর্গ বেষ্টন করিয়াছিল। ১৭১০

"হা ধিক! যে ব্যক্তি কতদিন ধরিয়া সংক্লিষ্ট হইয়াছে তাহাকে একাকী হনন করা হইবে। সেইজন্য নিলর্জ্জ সৈন্যগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়াছে।" ১৭১১

এইরূপে তাহারা বাক্যালাপ করিতেছিল এবং সৈন্যসহ নিস্তব্ধ সমুদ্রবৎ প্রতীয়মান হইয়েছিল। সমুজ্জ্বল অস্ত্রসমূহ নির্মল

ব্যোম্নোড্ডীয়েত বা সৈন্যং লঙ্ঘয়েদ্বা মৃগপ্লুতৈঃ।
দুষ্টাভ্রবৃষ্টিরিব বা নিখিলাংস্তাড়য়েৎসমম্ ॥ ১৭১২
সাশ্চর্যশৌর্যঃ পর্যন্তে স্বীকুর্বন্ ভিক্ষুরায়ুধম্।
সংভ্রান্তশ্চকিতশ্চাসীদিত্যন্তশ্চিন্তয়ঞ্জনঃ ॥ ১৭১৩
এতাবন্মন্ত্রিণাং সিদ্ধমথ প্রত্যূহসংভবঃ।
তচ্ছান্তিঃ কার্যসিদ্ধিশ্চ প্রতাপৈর্নৃপতেরভূৎ ॥ ১৭১৪
সৈন্যে ভিক্ষাচরাপাতং পশ্যত্যূর্ধ্বার্পিতেক্ষণে।
কোট্টান্নিষ্ক্রুষ্টশস্ত্রীকঃ পুমানেকো বিনির্যযৌ ॥ ১৭১৫

উর্ম্মিমালার ন্যায় এবং তাহাদের ঘূর্ণায়মান নেত্র সফরিবৎ বোধ হইতেছিল। ১৭১১

ভিক্ষু কি আকাশ পথে উড়িয়া যাইবে? অথবা মৃগের ন্যায় লম্ফ প্রদানে কি সৈন্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে? অথবা দুষ্ট মেঘ হইতে পতিত বারি বর্ষণের ন্যায় কি এককালে তরবারি প্রয়োগে সকলকে নিধন করিবে? এই চিন্তায় সৈন্যগণ ভীত ও বিচলিত হইয়াছিল। ১৭১২।১৩

মন্ত্রিগণের কার্য্য এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর বাধা উপস্থিত হয়। উহার শান্তি ও কার্য্য সিদ্ধি রাজার প্রতাপের উপর নির্ভর করিতেছিল। ১৭১৪

যখন সৈন্যগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া ভিক্ষুর বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তখন উন্মুক্ত তরবারি হস্তে এক ব্যক্তি দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। ১৭১৫

রুদতীভিঃ পরীতস্ত নারীভিস্তস্ত চিক্ষিপুঃ।
পৃষ্ঠে কেপি বপুর্লোলকৌসুম্ভাধরবাসসঃ॥ ১৭১৬
বদ্ধঃ পলায়মানোত্র সোয়ং ভিক্ষুরিতি ব্রুবন্।
উম্মুখঃ স জনোশ্রৌষীট্টিক্কং তমথ নির্গতম্॥ ১৭১৭
স হি ভিক্ষোঃ কৃতদ্রোহস্তুমুলে প্রস্তুতো বধম্।
তস্মাদ্রাজানুগেভ্যো বা স্বস্থাশঙ্কা বিনির্যযৌ॥ ১৭১৮
অদ্রোহোস্মীতি লোকস্য প্রত্যয়ায় চকর্ষ চ।
কৃপাণীমুদরং হন্তুং রক্ষ্যমাণো নিজানুগৈঃ॥ ১৭১৯
সানুগত্যক্তমার্গাং স বিলঙ্ঘ্য নৃপবাহিনীম্।
অদ্রিপ্রস্রবণোপান্তে নাতিদূরেভ্যুপাবিশৎ॥ ১৭২০

তিনি রোরুদ্যমানা রমণীগণ পরিবেষ্টিত ছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতিপয় লোক ললিত অন্তর্বাস পৃষ্ঠে সঞ্চালিত করিতে করিতে আসিতেছিল। ১৭১৬

ঊর্দ্ধমুখ সৈন্যগণ বলিল "আবদ্ধ ভিক্ষু ত্রই যে পলায়ন করিতেছে।" তৎপর তাহারা শ্রবণ করিল যে ভিক্ষু নয়, টিক্ক। ১৭১৭

কারণ তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক ভিক্ষুকে পরিত্যাগ করায় এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, যখন যুদ্ধ তমুল হইতেছে তখন তিনি হয় ভিক্ষু হস্তে কিম্বা রাজ অনুচর কর্ত্তৃক নিহত হইবেন! এই হেতু তিনি দুর্গ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। ১৭১৮

সৈন্যগণের নিকট আপনাকে নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় তিনি তরবারি দ্বারায় উদরে আঘাত করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু তদীয় অনুচরগণ তাঁহাকে বাধা দিতেছিল। ১৭১৯

সৈন্যগণ পথ ছাড়িয়া দিলে তিনি সানুচর রাজসৈন্য অতিক্রম

উচ্ছৃংসংশ্চিরসংপ্রাপ্তৈরম্ভোভির্দুর্গনির্গতঃ।
মায়াং প্রয়োক্তুং প্রারেভে প্রেরিতং সোচ্ছডামরৈঃ॥ ১৭২১
সন্ধোতং লম্বমানার্কমহস্তদ্রক্ষ্যতং ক্ষণম্।
ভিক্ষুঃ ক্ষপায়ামাস্কন্দমপনেষ্যন্তি ডামরাঃ ১৭২২
ইতি তদ্বাচিকাত্তীক্ষ্নাণীর্বিভির্ম্ম্রিণাং সমম্।
খশৈস্ত্যজ্যন্তিদ্বিষতো ন্যরুধ্যন্তাক্রুক্ষবঃ॥ ১৭২৩
ততঃ কিলকিলারাবমুখরৈঃ করতালিকাঃ।
যৌবৈর্দ্দদদ্ভিঃ সচিবা ব্যগৃহ্যন্তাকুলাশয়াঃ॥ ১৭২৪

করিয়া অনতিদূরে একটী পার্ব্বত্য প্রস্রবণের প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৭২০

দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ প্রস্রবণ সমীপে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি আপনাকে সুস্থ বোধ করিলেন, এবং অপর ডামরগণ কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৭২১

"সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ। ভিক্ষুকে ক্ষণকাল রক্ষা করা হউক, রাত্রিকালে ডামরেরা অবরোধ অপনীত করিবে।" ঠিক এই কথা বলিলে সমর সচিব প্রেরিত ঘাতকেরা প্রতিভূসহ দুর্গ আরোহণ করিতে লাগিল, কিন্তু খশেরা প্রস্তর নিক্ষেপ করায় তাহারা বাধা প্রাপ্ত হইল। ১৭২২।১৭২৩

অনন্তর সৈন্যেরা কিল্ কিল্ শব্দে করতালি দিয়া ভয়ব্যাকুল মন্ত্রিগণকে আক্রমণ করিল। ১৭২৪

মুক্তাঃ স্বামিক্রুহঃ কৃচ্ছ্রগতা রাজ্যঃ প্রসাধিতুম্।
বিষতো মন্ত্রিভিঃ স্বার্থো দত্ত্বার্থান্‌কো নু আধিতঃ॥ ১৭২৫
রাজকার্যে চ ভানৌ এ লম্বমানেথ লক্ষকঃ।
কিমেতদিতি তং নীবিং খশস্থালমভাষত॥ ১৭২৬
সোভ্যধাৎকুন্তদাস্যাপি রোদ্ধুং শক্যং চিকীর্ষিতম্।
খশানাং প্রত্যবস্থাতা কথং তত্রাস্ত সংনিধিঃ॥ ১৭২৭
স হস্তংবৈপরীত্যং তং খশানাং দ্বং ব্রজেত্যথ।
উক্ত্বা ব্যসৃজদানন্দং জহসে চান্যমন্ত্রিভিঃ॥ ১৭২৮
সুদূরদর্শিনা রাজ্ঞা বিষলাটাধ্বপাতিতঃ।
দেঙ্গপালগৃহা·· ···দারস্তঃ সমভাব্যত॥ ১৭২৯

"রাজশত্রুপক্ষ বিপদমুক্ত হইল। বিপক্ষকে রাজ্য অর্পণ করিবার নিমিত্ত ধন দান করিয়া মন্ত্রিগণের কি স্বার্থসিদ্ধি হইল।" ১৭২৫

রাজার জয়াশার সহিত সূর্য্য অস্তগত প্রায় দেখিয়া মন্ত্রী লক্ষকপ্রভৃতি খশরাজ শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপার কি? ১৭২৬

তিনি উত্তর দিলেন "এমন কি একজন সামান্যা দাসীও উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে সমর্থা। আমি যখন তথায় অনুপস্থিত তখন কেমন করিয়া খশদিগের সম্মুখীন হইব।" ১৭২৭

"আনন্দ যাও, খশদিগের বিরোধ দূর কর" এই কথা বলিয়া লক্ষক তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু অপর মন্ত্রিগণ ইহাতে বিদ্রূপ করিলেন। ১৭২৮

দূরদর্শী রাজা বিষলাটা পথে দেঙ্গপাল গৃহ হইতে বিপদ উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করিলেন। ১৭২৯

অতঃ প্রধানকোট্টেশশ্যালঃ স সমগৃহ্যত।
প্রাগেবার্থৈরেতদর্থং প্রগ্রতা দীর্ঘবাগুরাম্ ॥ ১৭৩০
সংক্ষোভাবসরে ক্ষত্তা ততো নি সংভ্রমোহভবৎ।
শিক্ষিতং পক্ষিণমিব ত্যক্তং প্রাপ্যং বিবেদ তম্ ॥ ১৭৩১
স তানূচে ন হাস্যং মে নষ্টে কার্যেত্র সাহসম্।
সর্ব্বনাশে হতেমুষ্মিন্থশশ্যালেপি কিং ভবেৎ ॥ ১৭৩২
অক্ষুণ্ণয়া ভাগ্যশক্ত্যা রাজ্ঞঃ শ্যালঃ খশস্থ সঃ।
সর্ব্বান্নিয়ন্ত্র্য দুর্গাগ্রাত্তীক্ষ্ণাদীনাজুহাব তান্। ১৭৩৩
দস্যূনামসবঃ কণ্ঠে সন্দেহং মন্ত্রিণাং ধিয়ঃ।
স্বস্ত্রীণাং প্রীতয়ঃ কাষ্ঠাং তীক্ষ্ণাশ্চারুরুহুর্গিরিম্ ॥ ১৭৩৪

এই হেতু রাজা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশাল কৌশল জাল বিস্তার করিয়া দুর্গস্বামীর শ্যালক আনন্দকে ইতঃপূর্ব্বে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। ১৭৩০

অতএব প্রতীহার এই গোলযোগের সময় শান্তভাব ধারণ করিয়া ছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, অনন্দ মুক্ত হইলে শিক্ষিত পক্ষীর ন্যায় পুনরায় হস্তগত হইবে। ১৭৩১

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন "এই কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও আমার সাহসিকতা পরিহাস যোগ্য নহে। সর্ব্বনাশ ঘটিলে খশ-শ্যালককে নাশ করায় কি ফল দর্শিবে ?" ১৭৩২

রাজ সৌভাগ্য অক্ষুণ্ণ থাকায় খশ শ্যালক দুর্গস্থ সকলকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং দুর্গের শিখর দেশ হইতে ঘাতকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ১৭৩৩

যৎকালে ঘাতকগণ দুর্গ আরোহণ করিতে ছিল তখন দস্যুগণের

স চর্ম্মকৌপীনপটীবদ্ধস্তৎস্বাভিধাঙ্কিতৈঃ ॥
ইষুভিঃ স্বামিবৎস্বস্য খ্যাপনং সর্ব্বতো যুধি ॥ ১৭৩৫
স তাম্বুলাদরঃ সক্তিঃ সা কেশশ্মশ্রুযোজনে।
যাভূদহুমুমূর্ষূণাং ভিক্ষুরাজোপজীবিনাম্ ॥ ১৭৩৬
নিশ্চিতান্তে ততস্তস্মিন্স্ত্যেষামন্ববর্ত্তত।
কোষ্টেশ্বরাদিশিবিরং তূর্ণং শরণমীয়ুষাম্ ॥ ১৭৩৭
একৈকশো লম্বকেণ যুক্তাঃ স্বৈঃ প্রেরিতৈর্ভটৈঃ।
টিকঃ স্বং বীক্ষ্য বলিতং নিচকর্ত্তাঙ্গুলিং ভয়াৎ ॥ ১৭৩৮
খশৈরস্মিন্নবসরে স পলায়নশঙ্কিভিঃ।
রক্ষ্যমাণস্তেষহঃস্থ মনস্তাপাদভুক্তবান্ ॥ ১৭৩৯

প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। সেনাপতিগণের চিত্ত সন্দিগ্ধ হইয়াছিল। দিব্য রমণীগণের প্রীতি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৭৩৪

ভিক্ষুরাজের অনুচরবর্গ চর্ম্মকৌপীন পরিধান করিয়া প্রভুর ন্যায় স্বনামাঙ্কিত শর যুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ব্যবহার দ্বারা যেন ঘোষণা করিতেছিল যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারা তাহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক। তাহারা তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়াছিল ও স্বয়ং শ্মশ্রু এবং কেশ বিন্যাসে রত ছিল। অতঃপর তাহারা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিয়া এই সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রক্ষার্থ কোষ্টেশ্বর প্রভৃতির শিবিরাভিমুখে ধাবিত হইল। ১৭৩৫—৩৭

চতুরতা পূর্ব্বক এক একটি করিয়া প্রেরিত লম্বকের সেনা কর্ত্তৃক টিক স্বয়ং বেষ্টিত হইয়াছেন দেখিয়া ভীতচিত্তে স্বীয় অঙ্গুলি কর্ত্তন করিলেন। ১৭৩৮

টিক পলায়ন করিতে পারে এই আশঙ্কায় খশেরা তাহার প্রতি

বীরস্তাম্যন্বিলম্বেন তীক্ষ্ণানামাহবোৎসুকঃ।
তস্থৌ ভিক্ষাচরঃ স্বান্তমক্ষবত্যা বিনোদয়ন্ ॥ ১৭৪০
হর্ম্যপ্রাঙ্গনমায়াতে তীক্ষ্ণলোকে যুযুৎসয়া।
উত্তিষ্ঠতা তেন দায়ঃ স্তোকশেষঃ সমাপ্যত ॥ ১৭৪১
দীব্যতঃ কান্তয়া সাকং কামিনঃ সুহৃদাগমে।
প্রত্যুত্থানস্যেবিব ক্ষোভো নান্তস্তস্য ব্যজৃম্ভত ॥ ১৭৪২
কিমন্যাপি বধেন স্যাদ্বহূনামিতি চিন্তয়ন্।
স বিহায় শরাবাপং সাসিধেনুর্বিনির্যযৌ ॥ ১৭৪৩
সুদীর্ঘচিন্তাগলিতায়ামশ্যামলিভিঃ কচৈঃ।
চঞ্চচ্চিত্রপতাকাঙ্কমিব বীরপটাঞ্চলৈঃ ॥ ১৭৪৪

লক্ষ্য রাখিয়াছিল বলিয়া তিনি মনঃকষ্টে ছিলেন এবং ঐ সময় আহার গ্রহণ করেন নাই। ১৭৩৯

যুদ্ধোৎসুক ভিক্ষাচর ঘাতকগণের বিলম্বে বিরক্ত হইয়া চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত অক্ষক্রীড়ায় চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। ১৭৪০

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে দস্যুগণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে ভিক্ষু শেষপ্রায় ক্রীড়াকে সমাধা করিয়া উঠিলেন। ১৭৪১

তিনি অন্তরে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। পরন্তু প্রেমিকার সহিত ক্রীড়ারত প্রেমিক যেমন নবাগত কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হয়, তিনিও তদ্রূপ করিলেন। ১৭৪২

অদ্যাও বহুব্যক্তি নিধন করার প্রয়োজন কি? ইহা চিন্তা করিয়া ধনুত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তরবারি হস্তে তিনি বহির্গত হইলেন। ১৭৪৩

তাঁহার ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ সুদীর্ঘ চিন্তাহেতু বিরল হইয়াছিল। পরিহিত বস্ত্রাঞ্চল চিত্রিত পতাকার ন্যায় উড্ডীন হইতেছিল; তাঁহার

গণ্ডতাণ্ডবিনাচ্ছিন্নশঙ্খতাড়ঙ্করোচিষা।
চন্দনোল্লেখকান্ত্যা চ স্তোভিতাহংক্রিয়াস্মিতম॥ ১৭৪৫
বিতীর্ণঃ চিত্রচার্যস্তে বিপর্যস্তাংঘ্রিতাড়নম্।
স্তোতয়ন্তমিবালাতৈঃ শস্ত্রৈনেত্রাধরাংশুকৈঃ॥ ১৭৪৬
কৌসুম্ভাধরবাসোগ্রবদ্ধধৌতাধরাঞ্চলৈঃ।
লোলৈর্বীরহরি বদ্ধসটাটোপমিবাংসয়ো॥ ১৭৪৭
দৃঙমনঃপাণিপাদৈক্যচারুপ্রচুরচারিভিঃ।
চরন্তঃ মণ্ডলৈশ্চিত্রৈর্লঘুচিত্রস্থিরক্রমৈঃ॥ ১৭৪৮
ঔচিত্যস্তোচিতাং চর্যামলংকারমহংকৃতেঃ।
অভিমানবিভূতীনাং নিত্যোৎসেকমনত্যয়ম্॥ ১৭৪৯

গণ্ডদেশে দোদুল্যমান নিষ্কলঙ্ক শঙ্খাকৃতি কর্ণকুণ্ডলের প্রভা ও চন্দন রেখার কান্তি দেখিয়া বোধ হইতে ছিল যেন তিনি সাহঙ্কারে হাস্য করিতেছেন। ১৭৪৪।৪৫

অলন্ত কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় পরিদৃশ্যমান তরবারি—নেত্র ও অন্তর্বাসের সহিত—তিনি পদে পদে বিজড়িত হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহার রক্তিম অধর কর্তৃক সম্মুখাকৃষ্ট নির্ম্মল কম্পমান বদন প্রান্ত দর্শনে তাঁহাকে স্কন্ধ লম্বিত কেশরবান্ ভয়ঙ্কর সিংহের ন্যায় দেখাইতেছিল তিনি চিত্রপদে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু মনঃ হস্ত এবং মুহুর্মুহু মনোহর গতি বিশিষ্ট ও সুবিন্যস্ত পদ সঙ্কাচিত হইতেছিল লঘু সরল ও ধীর পদ বিক্ষেপে তাঁহাকে মূর্ত্তিমান মহত্ব বলিয়া বোধ হইতেছিল। এবং অহঙ্কারের ভূষণ ও অভিমান এবং শক্তির অবিরাম বিকাশবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল। কিছুতেই তাঁহার আসন্ন বিনাশ

অলক্ষিতক্ষিপ্রপাতং স সর্ব্বোপ্যুন্মুখো জনঃ।
বিচরন্তং তমৈক্ষিষ্ট ভিক্ষুমগ্রে বিরোধিনাম্ ॥ ১৭৫০
রাজবীজী মধোর্নপ্তা তং প্রবীরঃ কুমারিয়ঃ।
ভ্রাতাপি জ্যেষ্ঠপালস্য নির্যাতো রক্তিকোন্বগাৎ ॥ ১৭৫১
হর্ম্যৈর্নিম্নোন্নতৈস্তৈস্তৈর্বিশতঃ পরিপন্থিনঃ।
রুরোধৈকঃ শরাসারৈর্গার্গিকো ভিক্ষুসংশ্রিতঃ ॥ ১৭৫২
তে ধাবন্তো ব্যভাব্যন্ত শরৈস্তচ্চাপনির্গতৈঃ।
বর্ষোপলৈঃ পুরোবাতপ্রেরিতৈরিব দন্তিনঃ ॥ ১৭৫৩
স রোদ্ধা প্রতিযোধানাং পাপৈঃ ক্ষিপ্তৈঃ খশৈঃ।
ক্ষতাঙ্গো ভগ্নচাপশ্চ চিরেণ বিমুখীকৃতঃ ॥ ১৭৫৪

লক্ষিত হয় নাই। উদ্‌গ্রীব জনগণও ভিক্ষুকে দ্রুতগতিতে বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে দেখিয়াছিল। ১৭৪৬'৫০

রাজবংশোৎপন্ন মধুর পৌত্র বীর কুমারিয় ও জ্যেষ্ঠপালের ভ্রাতা রক্তিক তাঁহার অনুগমন করিয়া ছিল। ১০৫১

ভিক্ষুর অনুচর গার্গিক একাকী যুগপৎ নিম্ন ও উন্নত হর্ম্মাপথবাহী আক্রমণ কারিগণকে শরবৃষ্টি করিয়া বাধা দিয়াছিল। ১৭৫২

পূর্ব্ব বাত্যা বিতাড়িত শিলাবর্ষণ কালে হস্তী যেরূপ পলায়ন করে তদ্রূপ তাহার ধনু হইতে নির্গত শরবৃষ্টি ভয়ে তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। ১৭৫৩

দুর্বৃত্ত খশসৈন্যের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বিপক্ষগণের রোধক গার্গির দেহক্ষত এবং ধনুভগ্ন হইলে সে অবশেষে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছিল।১৭৫৪

তস্মিন্প্রচলিতে মার্গৈঃ প্রবিশ্যোচ্চাবচৈর্ভটাঃ।
তে চ ভিক্ষাচরাদীনাং সর্ব্বে গোচরমাযযুঃ॥ ১৭৫৫
ভিক্ষোরেকং কপালক্ষ্যধৈর্য্যং পার্শ্বধৃতায়ুধম্।
অধাবত্তূর্ণমাদায় শূলমেকো বৃহদ্ভটঃ॥ ১৭৫৬
তস্য প্রচরতঃ শূলং ভিক্ষুরাশ্রিতবৎসলঃ।
ক্ষিপ্রং পিহস্তেনাবেগাৎকেশাঞ্জগ্রাহ ধাবিতঃ॥ ১৭৫৭
প্রজহার কৃপাণ্যা চ নির্যৎপ্রাণে পতিষ্যতি।
তস্মিন্প্রহরতো ভূয়স্তৌ কুমারিয়রক্তিকৌ॥ ১৭৫৮
নির্ব্বিভাগৈর্হতে তস্মিন্বিধায়ুধবাহিভিঃ।
বিরোধিযোধৈঃ সংনদ্ধৈস্ত্রয়ো রুরুধিরেথ তে॥ ১৭৫৯

সে পলায়ন করিলে সৈন্যগণ বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষু ও তাঁহার সহচর দিগের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল। ১৭৫৫

শূলধারী জনৈক প্রধান যোদ্ধা ভিক্ষুর একমাত্র তরবারি ধারী দুর্লক্ষ্যধৈর্য্য পার্শ্বচরের বিরুদ্ধে দ্রুতগতিতে গমন করিয়াছিল। ১৭৫৬

আশ্রিতবৎসল ভিক্ষু অনুচরকে শূলবিদ্ধ দেখিয়া ত্বরায় ধাবিত হইয়া তাহার কেশ ধারণ করিলেন। ১৭৫৭

তিনি তাহাকে তরবারির আঘাত করিলেন এবং সে ঐ সাংঘাতিক আঘাতে পতিত হইবার কালে কুমার ও রক্তিক তাহাকে পুনরায় আঘাত করিলেন। ১৭৫৮

এই ব্যক্তি নিহত হইলে নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারী শত্রুপক্ষীয় সৈন্য কর্ত্তৃক তাঁহারা তিনজন আক্রান্ত হইলেন। ১৭৫৯

অজায়ন্ত বিবিক্তাশ্চ শস্ত্রসংত্রাসিতাহিতাঃ।
কোটরাজগরাপাস্তসরঘৌঘা ইব দ্রুমাঃ॥ ১৭৬০
অশক্নুবন্তস্তান্ হন্তুং খড়্গাশূলাদিভির্দ্বিষঃ।
অপসৃতা শরাসারৈস্ততো দূরাদবাকিরন্॥ ১৭৬১
ভিক্ষাচরমৃগেন্দ্রস্তু ভঞ্জতঃ শরপঞ্জরান্।
ততো হর্ম্যাৎখশৈর্মুক্তাঃ পৃষ্টাঃ পাষাণবৃষ্টয়ঃ॥ ১৭৬২
ধাবতস্তস্য ঘোরাশ্মবৃষ্টিক্ষতিতবর্ষ্মণঃ।
নিমমজ্জ যকৃৎপিণ্ডং ভঞ্জন্ পার্শ্বে শিলীমুখঃ॥ ১৭৬৩
ক্রান্ত্বা ত্রীণি পদান্যাশু স পপাত দিশন্ ক্ষিতেঃ।
কেতুশ্চিরপ্ররূঢ়ং তু কম্পং বিদ্বিষতাং হরন্॥ ১৭৬৪

বৈরীগণ তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। বৃক্ষ কোটরস্থ অজগর মধুপকুল বিতাড়িত করিলে বৃক্ষ যেমন একাকী দৃষ্ট হয় তাঁহারাও তদ্রূপ হইলেন। ১৭৬০

শত্রুপক্ষ তরবারি শূল ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে নিধন করিতে অশক্ত হইয়া অপসৃত হইল এবং দূর হইতে শর দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। ১৭৬১

সিংহ সদৃশ ভিক্ষাচর শর পিঞ্জর ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, খশেরা হর্ম্ম্য হইতে শিলাখণ্ড বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৭৬২

ঐ ভয়ঙ্কর প্রস্তর বর্ষণে তাঁহার মস্তক আহত করিল এবং দ্রুত গমনকালে একটী শর তাঁহার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিয়া যকৃৎ পিণ্ডে প্রবেশ করিল। ১৭৬৩

তিন বার মাত্র পদক্ষেপের পর পৃথিবী কম্পিত করিয়া, তিনি

কুমারিয়োঽপি বাণেন বিদ্ধবক্ষ্যণবর্ত্মনা।
ব্রণিতোপ্যপতন্তর্তুঃ পাদোপান্তোপজীবিতঃ॥ ১৭৬৫
রিল্হিকস্তু শরেণৈব বিদ্ধো মর্ম্মণি বিহ্বলঃ।
সজীবিতোপি নির্জ্জীব ইব ভূমাবুপাবিশৎ॥ ১৭৬৬
মহাকুলীনৈঃ সহিতো হতো ভিক্ষুরশোভত।
বজ্রাবভগ্নঃ শিখরী পুষ্পিতৈরিব পাদপৈঃ॥ ১৭৬৭
ইয়ত্তো রাজচক্রস্য মধ্যে হর্যনৃপাৎপরঃ।
নাবমাংস্য মানস্য স্বভূভিক্ষোঃ পরং পদম্॥ ১৭৬৮
বিধাতা নিত্যবিধুরস্তেজোধৈর্যাভিমানিতঃ।
অকুণ্ঠেন ধ্রুবং চক্রে গৃহীতাত্মপরাজয়ঃ॥ ১৭৬৯

নিপতিত হইলেন। এই পতনে তদীয় শত্রুগণের বহুকাল স্থায়ী গভীর আশঙ্কা দূরীভূত হইল। ১৭৬৪

কুমারিয়ও বক্ষনে (কুচকি দেশে) বাণবিদ্ধ হইয়া প্রভুর পদতলে মৃতবৎ পতিত হইলেন। ১৭৬৫

রিল্হিকও হৃদয়ে শরবিদ্ধ হইয়া বিহ্বল হইলেন। তিনি নির্জীববৎ ভূমে উপবেশন করিলেন। ১৭৬৬

ভিক্ষু মহাকুলীনদিগের সহিত নিহত হইয়া পুষ্পিত তরুসহ বজ্রভগ্ন গিরিচূড়ার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৭৬৭

হর্ষের পরে রাজন্যবর্গের মধ্যে ভিক্ষু অবমানিত না হইয়া সসম্মানে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৭৬৮

যদিও বিধাতা তাঁহার প্রতি নিত্য প্রতিকূল, তথাপি অদম্য শক্তির প্রভাবে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পরাজয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ১৭৬৯

কো বরাকো মহর্দ্ধীনাং সোগ্রে পূর্ব্বমহীভৃতাম্।
উদাত্তেনতুকৃত্যেন তে স্বস্যাগ্রে ন কিঞ্চন ॥ ১৭৭০
আহোপুরুষিকাগ্রস্তৈরারোহদ্ভির্বিবল্গুটৈঃ।
তদবস্থস্তদাত্তোপি শস্ত্র্যাযুদ্ধ কুমারিয়ঃ ॥ ১৭৭১
স্ফুরন্নোদ্ধব্যমিত্যেব স প্রহারাবশস্তথা।
বিজ্ঞাতস্তৈরবিভির্কিতত্তা বহুশো হতঃ ॥ ১৭৭২
বিপন্নেপ্যিমলং মূঢ়াঃ প্রহারৈরিতি নিন্দিতাঃ।
খশৈঃ প্রজহ্রুর্বহুশো হতে ভিক্ষৌ বিবল্গুটাঃ ॥ ১৭৭৩
অবিধেয়ায়ুধস্তীব্রব্রণবেদনয়াধনৈঃ।
কৈশ্চিন্নির্জীবিতপ্রায়ো রল্লকঃ শস্ত্রিভির্হতঃ ॥ ১৭৭৪

বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন পূর্ব্ববর্ত্তী মহীপালদিগের সহিত তুলনায় তিনি কি একজন ভিক্ষুক ছিলেন না? কিন্তু ইঁহার মৃত্যুর তুলনায় তাঁহারা ইঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। ১৭৭০

শত্রু সৈন্য মহোল্লাসে অগ্রসর হইলে, কুমারিয়া, এরূপ অবস্থায় যন্ত্রণায় পতিত হইয়াও অস্ত্র লইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৭১

আঘাতে অবসন্ন হইয়াও যেন যুদ্ধ করা উচিত এই বিবেচনায় তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং এই জন্য শত্রুগণ তাঁহার বিক্রম বুঝিয়া বারম্বার তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ১৭৭২

"মূঢ়গণ, মৃত ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট আঘাত হইয়াছে," বলিয়া খশেরা তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও, বিদ্রোহী সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ মৃত ভিক্ষুর দেহে আঘাত করিতে লাগিল। ১৭৭৩

নির্জীবপ্রায় এবং তীব্র আঘাতের বেদনায় অস্ত্র সঞ্চালনে অক্ষম রল্লক কতিপয় নিকৃষ্ট সৈন্যের অস্ত্রে নিহত হইলেন। ১৭৭৪

বয়সস্ত্রিংশতিং বর্ষাণ্যব মাসাংশ্চ ভুক্তবান্।
স ষষ্ঠাব্দাসিতজ্যেষ্ঠদশম্যাং নৃপতির্হতঃ ॥ ১৭৭৫
নিদানং বিপ্লবে দীর্ঘে সর্ব্বনাশেপি কারণম্।
যোং বভূব তেপ্যেবং তুষ্টুবুঃ সত্ত্ববিস্মিতাঃ ॥ ১৭৭৬
নেত্রস্পন্দং ভ্রুবোঃ কম্পং স্মেরাস্যত্বং চ নামুচৎ।
সজীবমিব তন্মুণ্ডং কিয়তীরপি নালিকাঃ ॥ ১৭৭৭
একং ব্যোম্ন্যবিশচ্ছিত্রভানুং ভূমৌ পুনঃ পরম্।
তদ্দেহমপ্সরঃসঙ্গং ধারাম্বু চ বিদজ্জড়ম্ ॥ ১৭৭৮
সচিবা বিজয়ক্ষেত্রস্থিতস্যাগ্রে মহীপতেঃ।
তেষাং ত্রয়াণাং মুণ্ডানি ততোক্ষেত্ব্যুরুপাহরন্ ॥ ১৭৭৯

লৌকিকাব্দের ষষ্ঠ বৎসরে (৪২০৬) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীতে ত্রিশ বৎসর নয় মাস বয়সে রাজা ভিক্ষু নিহত হইলেন। ১৭৭৫

ভিক্ষাচর যাহাদিগের দীর্ঘকাল বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার দ্বারা যাহাদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহারা ও তাঁহার সত্ত্বোৎকর্ষের প্রশংসা করিয়াছিল। ১৭৭৬

গতাসু ভিক্ষুর মুণ্ড কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত সজীববৎ ছিল, নেত্রস্পন্দন, ভ্রূকম্প ও সহাস্য বদন সহসা বিলুপ্ত হয় নাই। ১৭৭৭

তাঁহার এক দেহ (সূক্ষ্ম) বিমানে অপ্সরা সঙ্গে মিলিত হইল; অপর দেহ (স্থূল) ক্ষিতি জলকে, জড় (শীতল) জানিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। ১৭৭৮

পরদিন রাজসচিবগণ তিন জনের মস্তক লইয়া বিজয়ক্ষেত্রস্থিত রাজা জয়সিংহের সম্মুখে উপনীত হইলেন। ১৭৭৯

শ্রীসুধারত্নদন্ত্যশ্বশশাঙ্কাদিপ্রকাশনে।
দৃষ্টচিত্রস্বভাবোদ্ধির্যথায়ং পার্থিবস্তথা ॥ ১৭৮০
তত্র তত্রাদ্ভুতং ভাবং দর্শয়ন্‌ভুবনাদ্ভুতম্‌।
পরিচ্ছেত্তাস্নুভাবত্বং ন কেষামপি গচ্ছতি ॥ ১৭৮১
নাদৃপ্যন্নিহতোসাধ্যঃ পিতুর্মে যোপ্যভূদিতি।
ন জহর্ষ বিনষ্টোয়ং রাজকণ্টক ইত্যপি ॥ ১৭৮২
নাকুপ্যৎস পিতুর্মুণ্ডমেষ ভ্রমিতবানিতি।০
বীক্ষ্য ভিক্ষোঃ শিরোব্যাজভাবাদায়ত্তচিন্তয়ৎ ॥ ১৭৮৩
আকারস্থাস্য সংভাব্যং সত্ত্বং ন স্বেযবৈকৃতম্‌।
বৈশদ্যং স্ফটিকস্যেব নার্কালোকোপতপ্ততাম ॥ ১৭৮৪

যে সমুদ্র, লক্ষ্মী, অমৃত, কৌস্তভ, ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা, চন্দ্র ও ধন্বন্তরি প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়াছেন সেই সমুদ্রতুল্য রাজা জয়সিংহ ও অদ্ভুত স্বভাব। তিনি ভুবনমধ্যে বহুবিধ ভাবপ্রকাশ করায় কেহই তাহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই। ১৭৮০।৮১

তিনি পিতার অজেয় শত্রুকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বিত হইলেন না; রাজকুলের কণ্টক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া হর্ষ প্রকাশও করিলেন না, এই ব্যক্তিই আমার পিতার মস্তক লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল বলিয়া কুপিত হইলেন না; প্রত্যুত ভিক্ষুর মস্তক দেখিয়া অকপটে সদয়ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৭৮২।৮৩

"এই দেহের সত্ত্বোদার্য্যাদিগুণেরই সম্মান করিতে হয়, দেহাদি বিকারের আলোচনা করা উচিত নহে; স্ফটিকের বিমলতাই দেখিতে হয় সূর্য্যালোকে যে উত্তাপ লক্ষিত হয় তাহা দরিতে নাই। ১৭৮৪

উৎকর্ষাৎপ্রভৃতি ব্যক্তমমুং যাবন্মহীভুজম্।
হা শিক্সুমৃত্যুনা দৃষ্টং নেহ দেহবিসর্জ্জনম্॥ ১৭৮৫
প্রসাদবিত্তা যেপ্যাসন্পূর্ব্বমস্যোর্ব্বরাভুজঃ।
তটস্থা ইব বীক্ষন্তে তেস্ত মুণ্ডাবশেষতাম্॥ ১৭৮৬
ইতি ক্ষিতীশোসামান্যসৌজন্যোন্তর্ব্বিচারয়ন্।
আদিদেশ রিপোঃ শীঘ্রং তাদৃশস্যান্ত্যসংক্রিয়াম্॥ ১৭৮৭
নিদ্রাচ্ছেদে চ নিশি তু ধ্যায়ংস্তস্যোদয়াত্যয়ৌ।
ভবস্বভাববৈচিত্র্যং মুহুর্ম্মুহুরচিন্তয়ৎ॥ ১৭৮৮
অপি বর্ষসহস্রেণ দেশে দায়াদদুঃস্থিতিঃ।
নূনং ন ভবিতা ভূয় ইতি লোকোপ্যমন্যত॥ ১৭৮৯

রাজা উৎকর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজা পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপেই দেহ বিসর্জ্জন করিল; সুখ-মৃত্যু কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই; হা কষ্ট! ১৭৮৫

পূর্ব্বে যাহারা এই রাজার প্রসাদবিত্তভোগী ছিল অধুনা তাহারাই মুণ্ডমাত্রাবিশিষ্ট প্রভুরদিকে উদাসীনবৎ কটাক্ষ করিতেছে। ১১৮৬

ক্ষিতিপতি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অসামান্য সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাদৃশ দুষ্ট শত্রুরও সত্বর সৎকারার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। ১৭৮৭

নিশাকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তিনি তাঁহার (ভিক্ষুর) উদয় ও পতন চিন্তা করিতে করিতে সংসারের বৈচিত্র্য ভাবিতেন। ১৭৮৮

লোকেও মনে করিল অতঃপর সহস্রবৎসরেও এদেশে জ্ঞাতি কলহ রূপ দুর্দ্দৈব আর ঘটিবে না। ১৭৮৯

দগ্ধা তৃণং তদনু ঘনং প্রতনোতি শষ্পং
বৃষ্টিং সৃজত্যুপচিতোষ্মদিনং প্রদর্শ্য।
বৈচিত্র্যসংস্পৃশি বিধেনিয়মেন ক্বচ্যে
ন প্রত্যয়ঃ ক্বচন চঞ্চলনিশ্চয়স্ত ॥ ১৭৯০
কৃত্যং নির্ব্বর্ত্ত্য বিশ্রান্ত্যৈ ধীরস্তাবন্নতো মনঃ।
বিধির্বিধত্তে দীর্ঘান্যকার্য্যভারসমর্পণম্ ॥ ১৭৯১
আরোঢ়ুঃ প্রথমস্ত দীর্ঘদমনপ্রক্লান্তমস্তাঙ্ঘ্রিণা
নো সংত্যক্ত এব পাদকটকো যাবদ্দ্বিতীয়োঙ্খিলঃ।
বাহস্তাসনরক্ষিণঃ কলয়তো ভারাবতারাৎ সুখা-
স্থারোহেণ পরেণ তাবদসহাধিষ্ঠীয়তে পৃষ্ঠভূঃ ॥ ১৭৯২

দৈবগতিকে ক্ষুদ্র তৃণদগ্ধ হয়, তৎপরেই শষ্পরাজি বিস্তৃত হয়, একদিন উৎকট উষ্মা দেখা যায় পরেই বৃষ্টিপাত হয় বিধির নিয়ম এইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ নিশ্চয়তা কোথায়ও নাই, তাহাতে প্রত্যয়ও নাই। ১৭৯০

সুধী পুরুষ আরব্ধ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রামার্থ মনোনিবেশ করিতেছেন অমনি বিধাতা তাঁহাকে অপর দীর্ঘকার্য্যভার অর্পণ করেন। ১৭৯১

প্রথম আরোহীর দীর্ঘ ভ্রমণ হেতু ক্লান্ত এক চরণ পাদকটক (রেকাব) হইতে সবেমাত্র অপসারিত হইয়াছে, দ্বিতীয় চরণ তখনও রেকাব ছাড়ে নাই; আসন (জিন) পৃষ্ঠে বদ্ধই আছে, তথাপি অশ্ব মনে করিতেছে এইবার ভার লাঘব হইল একটু আরাম পাইব; হায়, দেখিতে দেখিতে অপর এক ব্যক্তি পৃষ্ঠদেশে আসীন হইল। ক্লেশ অসহ্য নহে কি? ১৭৯২

এবমেব ক্ষপামাত্রং রাজ্যে নিঃশক্রতাং গতে ।
শোকমূকো নৃপস্থাগ্রং প্রাবিশল্লেখহারকঃ ॥ ১৭৯৩
পৃষ্টঃ সভ্যৈঃ স সংভ্রান্তৈর্যস্মিন্নেবাহ্নি ভূপতেঃ ।
যাতো ভিক্ষাচরঃ শান্তিমরাতির্দ্দিষ্টদুঃস্থিতিঃ ॥ ১৭৯৪
ভ্রাতরৌ লোহরগিরৌ বদ্ধৌ দ্বৈমাতুরৌ পুরা ।
ন্যস্তৌ সুস্সলভূপেন যৌ তৌ সল্হণলোঠনৌ ॥ ১৭৯৫
জ্যেষ্ঠে মৃতে কোট্টভৃত্যৈঃ কনিষ্ঠং লোঠনং হঠাৎ ।
তমিহাদ্য ত্রিযামায়ামভিষিক্তমভাষত ॥ ১৭৯৬
সুতভ্রাতৃসুতৈর্দ্দৈপ্তৈঃ রাজ্যার্হৈঃ সহ পঞ্চভিঃ ।
নির্যাতং বন্ধনাদূচে কোশেষু স তমীশ্বরম্ ॥ ১৭৯৭

একরাত্রি মাত্র রাজ্য নিরুপদ্রব হইয়াছে এমন সময়ে এক পত্রবাহক শোকে বাক্যহীন হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল । ১৭৯৩

সভাসদ্গণ সসম্ভ্রমে তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে দূত ! বলিল যে দিন মহারাজের ক্লেশদায়ক শত্রু ভিক্ষাচর চিরশান্ত সেই দিন লোহর কোট্টস্থিত রাজকর্ম্ম চারীরা লোঠনকে রাত্রিকালে তথায় অভিষিক্ত করিয়াছে। রাজা সুস্সল স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় সহ্লণ ও লোঠনকে লোহর দুর্গে পূর্ব্বে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ সহ্লণ গতাসু হইয়াছেন; অদ্য সহসা লোঠন রাজা হইয়াছেন। ১৭৯৪।১৭৯৬

লোঠন এক্ষণে কারামুক্ত, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রাদিতে পাঁচ জন রাজ্যপ্রার্থী এবং ধনাগার অধিকার করিয়াছে। ১৭৯৭

দূয়েত মুহ্যেদাক্রন্দেৎ প্রসারিতভুজঃ পতেৎ।
স্বপ্যাদ্বিসংজ্ঞো নিঃস্পন্দদৃক্ কং গচ্ছেদথ ধ্রুবম্ ॥ ১৭৯৮
দীর্ঘদৌঃস্থ্যশমক্ষিপ্রমৃদূকৃতমনা নৃপঃ।
অসৌ তৎকালনিপতদ্দুর্বার্ত্তাবজ্রচূর্ণিতঃ ॥ ১৭৯৯
ইতি সংভাব্য দিক্‌পালৈরপি সাকূতমীক্ষিতঃ।
নাকারাচারচেষ্টাভিঃ প্রাগবস্থাং জহৌ নৃপঃ ॥ ১৮০০
নহ্যনস্থাভিভূতেন সর্ব্বতোসহ্যবর্ত্তিনা।
তাদৃশা বৈশসেনাস্তঃ স্পৃষ্টপূর্ব্বো হি ভূপতিঃ ॥ ১৮০১
পিত্রাস্য যদ্বলাম্নষ্টং রাজ্যং ভূয়ঃ প্রসাধিতম্।
অনেনাপি হতারাতি বিহিতং পৈতৃকং পদম্ ॥ ১৮০২

দুঃসংবাদরূপ বজ্রপাতে রাজা হয়ত চূর্ণিত হইয়া যাইবেন, কেননা দীর্ঘকাল ক্লেশভোগের পর শান্তি লাভ করায় তাঁহার চিত্ত মৃদুভাব ধারণ করিয়াছিল; অথবা তিনি কতই বিলাপ করিবেন, শোকে মুগ্ধ হইবেন, কত দৈন্য করিবেন, হাত পা ছড়াইয়া পড়িবেন, অবসন্ন হইয়া নিদ্রা যাইবেন, নিশ্চই নিস্পন্দ লোচন হইবেন, দিকপালগণও সশঙ্কচিত্তে রাজার ঈদৃশী দশা ঘটিবে ভাবিতেছিলেন, কিন্তু কি বাহ্যাকারে কি অঙ্গ সঞ্চালনে কোনরূপেই তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। ১৭৯৮।১৮০০।

কিন্তু রাজা এমন উপাদানে সৃষ্ট হন নাই যে তাদৃশ দুঃখে সহজে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, সর্ব্ব ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইবেন। ১৮০১

তাঁহার পিতা যে বলে বলীয়ান হইয়া নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন, তিনি সেই বলে অরাতি নিহত করিয়া পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৮০২

হারিতৌ দুর্গকোশৌ তৌ নষ্টনামাপি দারকঃ।
দায়াদশেষো যস্ত্বেকো নির্দ্ধনো বীতবান্ধবঃ॥ ১৮০৩
ধনমানান্তকস্তুরিবর্ষাণ্যাসনমাদধে।
উপপ্লবপ্রিয়ে দেশে তত্রৈকস্মিন্‌হতেহিতে॥ ১৮০৪
মিত্রদুর্গার্থসংপন্নাঃ প্রোদ্ভুতাঃ ষড়্‌রোধিনঃ।
ভিন্নপ্রকৃতিকং কোশশূন্যমেতচ্চ মণ্ডলম্‌॥ ১৮০৫
তাদৃগ্ব্যসনিকষনিস্তীর্ণমাহাত্ম্যস্য মহীপতেঃ।
ধৈর্য্যেণ স্পর্দ্ধিতুং জানে রাঘবোপি সলাঘবঃ॥ ১৮০৬

দুর্গ ও ধনাগার পর হস্তগত হইয়াছে; যে নবশিশুর নামকরণ পর্যন্ত হয় নাই—একমাত্র অবশিষ্ট জ্ঞাতি বলিয়া যাহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল—যে ধনহীন, বান্ধবরহিত, সেই (ভিক্ষাচর) এই বিপ্লবপ্রিয় রাজ্যে বহুবর্ষ ধরিয়া ধনমানান্তকর বিপদ আনিয়াছিল; সেই একমাত্র শত্রু যেমন নিহত হইয়াছে, অমনি সুহৃৎ, দুর্গ ও কোশ সম্পন্ন ছয়জন উদ্ভূত হইল; এদিকে প্রজাদিগের মধ্যে ঐক্যের অভাব, রাজকোষ শূন্য। রাজ্যের অবস্থা এইরূপ। এতাদৃশ ব্যসনরূপ নিকষ প্রস্তরে যাহার মাহাত্ম্য পরীক্ষিত, আমাদিগের জ্ঞান হয়, ইহাঁর সহিত তুলনা করিলে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের লঘুতা হইবে। সাম্রাজ্য লাভ সময়ে এবং নির্ব্বাসন আজ্ঞা গ্রহণ কালে যে রামচন্দ্র সমান রূপ মুখকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার পিতা দশরথ তদীয় অসামান্য গুণগ্রামে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আহা, রামচন্দ্রকে যখন রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য আমি আহ্বান করি এবং "বনবাসী হও" বলিয়া বিদায় দিই, কোন সময়েই রামচন্দ্রের ঈষন্মাত্রও মুখাবয়ব বিকৃত দেখি নাই। পুত্রগুণবিমুগ্ধ দশরথ এই কারণে রামকে বলিয়াছিলেন,

প্রাক্‌পোষিতং হি সাম্রাজ্যদানে নির্ব্বাসনে চ তম্।
তুল্যাস্যভাবমস্মার্যীৎপিতৈবং গণয়ন্‌গুণান্ ॥ ১৮০৭
আহুতস্যাভিষেকায় বিসৃষ্টস্য বনায় বা।
ন যথা লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোপ্যাকারবিপ্লবঃ ॥ ১৮০৮
কান্তেষু কাননান্তেষু সকান্তং সানুজং চ তম্।
ভূয়ঃ শ্রিয়ং প্রতিশ্রুত্য স্থাতুং সাববি সোভ্যধাৎ ॥ ১৮০৯
একক্ষণানুভূতেঽস্মিন্‌সংঘট্টে সুখদুঃখয়োঃ।
ঈদৃক্তত্তদ্দশাভেদাদনয়োরন্তরং মহৎ ॥ ১৮১০
নিয়তং নিরুপাদানাং শক্তিং দর্শয়িতুং জনে।
নানোপকরণগ্রামং সংনদ্ধোস্যাচ্ছিনদ্বিধিঃ ॥ ১৮১১
অত্যদ্ভুতানি কৃত্যানি বক্ষ্যমাণানি ভূপতেঃ।
কোমুষ্য বহু মন্যেত সামগ্র্যে সতি সংপদান্ ॥ ১৮১২

"বৎস তোমাকে চিরকাল বনবাসী হইতে হইবে না, চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তে তোমায় রাজ্য দান করিব, তুমি রমণীয় কানন প্রদেশে ভার্য্যা ও অনুজ লইয়া অবস্থান কর—" ১৮০৯

রাজা রামচন্দ্র ও জয়সিংহ উভয়েই এককালে প্রবল সুখ দুঃখের যুগপৎ ভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিলে উভয়ের মহৎ অন্তর দৃষ্ট হয়। ১৮১০

সর্ব্ববিধ উপকরণহীন জয়সিংহের অসাধারণ শক্তি লোকমধ্যে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়েই যেন বিধাতা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার পার্থিব উপায় বর্জ্জিত করিয়াছিলেন। ১৮১১

রাজার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ বর্ণনা করা যাইতেছে, যদি

ধৈর্য্যাব্ধিনা কার্য্যশেষং জ্ঞাতুং রাজ্ঞা সবিস্ময়ম্।
পৃষ্টোঽথ কোট্টবৃত্তান্তমাচখ্যৌ লেখহারকঃ॥ ১৮১৩
উৎসৃজ্য ভাগিকে কোট্টং প্রয়াতে মণ্ডলেশ্বরঃ।
লুপ্তোদ্যোগোঽভবদ্দুর্গে প্রেমা সংপৎপ্রমত্তধীঃ॥ ১৮১৪
মণ্ডনাভ্যবহারস্ত্রীভোগৈকাগ্রো মদোগ্রয়া।
স বৃত্ত্যা ভয়বৈমুখ্যাধাত্র্যাভব্যং ব্যবাহরৎ॥ ১৮১৫
কুল্যাম্বুকুম্পিনা দৃষ্ট্যুৎপাটনাদেঃ স বারিতঃ।
দেবেন নাদাদ্বদ্ধানাং কাংচিদ্রক্ষাক্রমাং ক্রিয়াম্॥ ১৮১৬
মায়াব্যুদয়নো নাম কায়স্থঃ স্থূলবাঞ্ছিতঃ।
মাক্ষিকশ্চ প্রতীহারো বদ্ধমূলস্ত মন্ত্রিণঃ॥ ১৮১৭

তাহার সম্পদ সামগ্রী প্রচুর থাকিত, তাহা হইলে কে উহা আদর করিয়া বর্ণন করিত? ১৮১২

সমুদ্রবৎ ধৈর্য্য সম্পন্ন রাজা অবশিষ্ট বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে লাগিল। ১৮১৩

ভাগিক কোট্টাধিকার ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে মণ্ডলেশ্বর প্রেম সম্পদ প্রাপ্তে বুদ্ধিভ্রান্ত হইয়া উঠে—ও দুর্গরক্ষা বিষয়ে উদ্যোগহীন হইয়া পড়ে। ১৮১৪

সে সর্ব্বদাই দেহে অনুলেপন, স্ত্রীসম্ভোগ ও বিলাসাদিতে মত্ত থাকিত। অভদ্র আচরণে অনেককে বিরোধী করিয়া তুলে। ১৮১৫

মহারাজ করুণাবশতঃ জ্ঞাতিগণের চক্ষুরুৎপাটনাদির আদেশ দেন নাই বলিয়া সে কারারুদ্ধদিগের রক্ষা বিষয়ে অসাবধান হয়। ১৮১৬

উদয়ন নামক এক চক্রান্তকারী দুরাকাঙ্ক্ষ কায়স্থ ও প্রতীহার

পুত্রো ভীমাকরস্যেন্দ্রাকরশ্চান্তরে সমম্।
তুরুষ্কবত্তত্র বধং প্রেম্ণো ব্যচিন্তয়ন্॥ ১৮১৮
অলব্ধো হন্তুমপ্যাপ্তাবসরৈস্তৈঃ কদাচন।
কোট্টাদট্টালিকাং কার্য্যবশাদবরুরোহ সঃ॥ ১৮১৯
কশ্মীরেভ্যো নৃপেণাল্পাবশেষপ্রাণবৃত্তিনা।
প্রৈষি শাসনমেতাদৃগিতি প্রত্যয়সিদ্ধয়ে॥ ১৮২০
কোট্টৌকসামশেষাণাং   চলেখান্বিধায় তে।
নিবদ্ধসংবিদঃ পূর্ব্বমভিষেচ্যাস্য ভার্য্যয়া॥ ১৮২১
দৃষ্ট্বা দুর্গান্নির্নিগড়ং কৃত্বা চ নিশি লোঠনম্।
সিংহরাজস্বামিবিষ্ণুপ্রাসাদা   ্যষেচন্॥ ১৮২২

মাঞ্জিক, ভীমাকরের পুত্র ইন্দ্রাকরের সহিত পরামর্শ করিয়া দৃঢ়প্রতিষ্ঠ মন্ত্রী প্রেমের বধ সাধনার্থ উপায় চিন্তা করিতেছিল। ১৮১৭।১৮

কিন্তু তাহারা প্রেমকে বধ করিবার কোন সুযোগ পায় নাই। প্রেম কোন সময়ে লোহরকোট হইতে অট্টালিকা নামক স্থানে অবতরণ করে। ১৮১৯

ইত্যবসরে তাহারা লোহরকোটস্থ লোকদিগের প্রত্যয়ার্থ এইমর্ম্মে গুপ্তলিপি প্রস্তুত করে,' যেন কাশ্মীররাজ মুমূর্ষু দশায় উপনীত হইয়া তথাকার কাশ্মীরীদিগকে এই আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেই তাহারা লোঠনের ভার্য্যাকে লইয়া মন্ত্রণা করে, এবং তাহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হয়। কিন্তু রাত্রিকালে লোঠনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার শৃঙ্খল মুক্ত করে, এবং দুর্গ হইতে তাহাকে সিংহরাজস্বামীবিষ্ণুপ্রাসাদ সম্মুখে লইয়া যায় এবং সেই রাত্রিতেই অভিষেক করে। ১৮২০—১৮২২

শারদাখ্যা বধূরেকা কাপি সুসল ভূপতেঃ।
তত্র স্থিতাভবৎক্ষুদ্রা তেষামনুমতপ্রদা॥ ১৮২৩
তদর্পিতৈরয়োযন্ত্র ভঞ্জনৈরর্গলানি তে।
কোশান্নিবার্য পর্যাপ্তং কোশরত্নাদি জহ্রিরে॥ ১৮২৪
সভৃত্যৈঃ সপ্তভিস্তত্তৎসাহসং সুমহৎকৃতম্।
দানেন ত্যাজিতায়ামা চণ্ডালৈঃ প্রতিকূলতা॥ ১৮২৫
ভেরীতূর্য্যাদিনির্ঘোষৈর্নির্নিদ্রৈঃ কোট্টবাসিনঃ।
কৃতরাজোচিতাকল্পমপশ্যন্নথ লোঠনম্॥ ১৮২৬
অদৃষ্টপূর্ব্বতাদৃক্ষোদাত্তবেষঃ স বিস্ময়ম্।
নিন্যে জনান্নৃপামাত্যাযোগো দীপৈঃ প্রকাশিতঃ॥ ১৮২৭

রাজা সুস্‌সলের শারদা নামে কোন সামান্য প্রমদা তথায় অবস্থান করিত, সেই নারীই উক্ত কার্য্যের অনুমোদনকারিণী ছিল! ১৮২৩

উক্ত রমণীই অর্গলাদি ভগ্ন করিবার জন্য লৌহ যন্ত্রাদি অর্পণ করে, উহারা তৎসাহায্যে তালাচাবি ভাঙ্গিয়া কোষাগার স্থিত প্রভূত ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়াছে। ১৮২৪

তাহারা ভৃত্যসমেত সাতজনে মিলিয়া এই দুঃসাহসের কার্য্য করিয়াছে, ধনাগার রক্ষী চণ্ডালদিগেকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া প্রহরা হইতে সরাইয়া দেয়, সুতরাং প্রহরীরাও কোনরূপ বাধা দেয় নাই। ১৮২৫

ভেরী তুরীর নির্ঘোষে দুর্গবাসীরা জাগরিত হইল, এবং রাজোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত লোঠনকে দেখিল। ১৮২৬

অদৃষ্টপূর্ব্ব মহার্ঘবেশে শোভিত, দীপালোকে সমুজ্জ্বল, অমাত্য বেষ্টিত লোঠনকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। ১৮২৭

প্রেম্নঃ পার্শ্বস্থিতস্তাভ্যামানয়েদ্দারকোষ্ঠিকম্ ।
সসৈন্যৌ স্বভুবশ্চর্ম্মপাসিকাখ্যৌ চ ঠকুরৌ ॥ ১৮২৮
তদাশ্বয়াহিতাস্কন্দভঙ্গস্তেষামশেষতঃ।
রাত্রিশেষশ্চ চন্দ্রাংশুস্পর্শপাণ্ডুরশীর্ষত্ত ॥ ১৮২৯
প্রাতঃ প্রেমাথ দুর্ব্বার্ত্তাশ্রবণেনোষ্ণদারুণঃ ।
সংতাপ্যমানশ্চোষ্ণাংশুকরৈ রোদ্ধ,মুপাযযৌ ১৮৩০
তং প্রতোলীতলপ্রাপ্তং নির্যাতৈর্বৈরিসৈনিকৈঃ ।
পরাঙ্মুখীকৃতং বীক্ষ্য চলিতোস্ম্যন্তিকং প্রভোঃ ॥ ১৮৩১
শ্রুত্বেতি ভূভৃত্ত্বরয়া লুল্লং লোহরমন্ত্রিণম্ ।
বিসসর্জ্জোদয়দ্বারপতিমানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ১৮৩২

প্রেমার তরুণ বয়স্ক পুত্র দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল, পাছে তত্রত্য ঠাকুরদ্বয় চর্ম্ম এবং পাসিক, সসৈন্যে তাহাকে লইয়া আক্রমণ করে, তাহাদিগের এই ভয় হইয়াছিল, কিন্তু রজনীর শেষভাগ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় তাহারা আশ্বস্ত হইল। ১৮২৮।২৯

পরদিন প্রভাতে প্রেম এই সংবাদ পাইয়া—ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে উত্তাপিত হইয়াও যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। ১৮৩০

কিন্তু তিনি প্রতোলীর সমতল প্রদেশে উপস্থিত হইবামাত্র দুর্গ হইতে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যেরা বহির্গত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, তিনি রণে পরাঙ্মুখ হইলেন দেখিয়া আমি প্রভুর সন্নিধানে আগমন করিতেছি। ১৮৩১

দূতমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা সত্বরে লোহর মন্ত্রী লুল্ল, এবং দ্বারপতি আনন্দবর্দ্ধন-তনয় আনন্দকে তথায় প্রেরণ করিলেন। ১৮৩২

ভূমিজ্ঞৌ তৌ হি কোট্টস্ত বিবেদানন্তদেশজৌ।
সোল্লাদ্যাদিরন্ধ্রাণাং লক্ষণাদ্‌গ্রহণক্ষমৌ ॥ ১৮৩৩
প্রবিষ্টশ্চ পুরং দৃষ্ট্বা প্রীতিদায়ার্থিভিঃ শিরঃ।
ভ্রাম্যমাণং ভটৈর্ভিক্ষোরাক্ষিপৈাতানদাহয়ৎ ॥ ১৮৩৪
রাজাদেশাদসংরুদ্ধৈঃ স্বৌভূমিষ্ঠৈরসৌ জনৈঃ।
নপ্তা পৈতামহে দেশে দহ্যমানোঽবশোচ্যত ॥ ১৮৩৫
কালে গ্রীষ্মোদয়োদ্রিক্তভানৌ স্ববিষয়ে নৃপঃ।
সিদ্ধিমশ্রদ্দধানোপি প্রহিণোতি স্ম রিল্‌হণম্ ॥ ১৮৩৬

উভয়েই লোহর দেশীয় বলিয়া তথাকার স্থানীয় অবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন, লোহরের খাদ্য সামগ্রীর নূনতা প্রভৃতি রন্ধ্র তাঁহারা জানেন, রাজা ভাবিলেন এই হেতু তাঁহারা লোহর পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবেন। ১৮৩৩

তদনন্তর রাজা শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন, তথায় ভিক্ষুর মস্তক লইয়া সৈনিকেরা পুরস্কার লাভার্থ উপস্থিত দেখিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন এবং মুণ্ড সংকারের আদেশ দিলেন। ১৮৩৪

স্থানীয় লোকেরা বিশেষতঃ নারীগণ ভিক্ষুর সংকার সময়ে শোক প্রকাশ করিতেছিল। পিতামহের রাজ্যে (হর্ষের) নপ্তা (নাতি ভিক্ষু) বহ্নিগত হইলেন। ইহাতে রাজা কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা দেন নাই। ১৮৩৫

তখন গ্রীষ্মকাল, প্রখর সূর্য্যতাপ, রাজা জয়াশায় সন্দিহান, তথাপি লোহর জয়ার্থ রিল্‌হণকে প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৬

স শৌর্যস্বামিভক্ত্যর্থনৈঃস্পৃহ্যাদিগুণোজ্জ্বলঃ।
তেন হ্যমোঘপ্রারম্ভঃ সমভাবি জিগীষুণা॥ ১৮৩৭
ভবিতব্যতয়া দত্তব্যামোহঃ প্রেরিতোথবা।
শঠামাত্যৈরভূভূভৃৎস ব্যক্তায়ুক্তমন্ত্রিতঃ॥ ১৮৩৮
হীনোর্থদুর্গামাত্যৈর্যন্নির্বৈক্লব্যস্ত বৈরিণঃ।
অমুমেনে কৃতারব্ধীন্‌ভৃত্যান্‌গ্রীষ্মোত্থনেক্ষণে॥ ১৮৩৯
উদয়ঃ কম্পনাধীশো রাজ্ঞোগ্রে পর্যশষ্যত।
সর্ব্বামাত্যাঃ প্রতীহারমন্বগচ্ছন্‌পুনঃ পরে॥ ১৮৪০
রাজাত্মজহয়ারোহডামরামাত্যমিশ্রয়া।
দৈর্ঘ্যাৎ তৎসেনয়াবাপি সর্ব্বসামগ্র্যদগ্রয়া॥ ১৮৪১

রিল্‌হণ শৌর্য্য, প্রভুভক্তি, ধননিস্পৃহতাদি গুণে ভূষিত ছিলেন, সুতরাং জিগীষু রাজা স্থির করিলেন, এই উপায় প্রয়োগ অব্যর্থ। ১৮৩৭

কিন্তু দৈবগতিকে হউক অথবা শঠ মন্ত্রীর কুপরামর্শেই হউক, রাজার নীতি প্রয়োগে প্রমাদ ঘটিল। কারণ তাঁহার সমর-সামগ্রীর অপ্রাচুর্য্য, দুর্গ ও বিজ্ঞ মন্ত্রীর অভাব সত্ত্বেও তিনি মনে করিলেন, এই দুঃসহ গ্রীষ্মকালে তাঁহার সেনানীগণ অনায়াসে প্রবল শত্রুর প্রতীকারে সমর্থ হইবে।" ১৮৩৯।৩৯

প্রধান সেনাপতি উদয় একাকী রাজার নিকটে রহিলেন, অপর সকলে প্রতীহার লক্ষকের অনুগমন করিল। ১৭৪০

লক্ষকের—বাহিনীতে রাজপুত্র, অশ্বারোহী ডামর ও অমাত্যগণ ছিল, সর্ব্ব উপকরণপূর্ণ রাজসেনা সুদীর্ঘপথ ব্যাপিয়া চলিল। ১৮৪১

সংবেষ্ট্যাট্টলিকানিবিষ্টকটকো দিশঃ।
সংগ্রহীতুং প্রববৃতে সর্ব্বোপায়বিরোধিনঃ॥ ১৮৪২
লুল্লাদয়ঃ ফুল্লপুরে কোট্টোপান্তাশ্রয়ে স্থিতাঃ।
ভয়ভেদাহবব্যগ্রান্‌প্রকম্পমনয়ন্নিপূন্॥ ১৮৪৩
সুস্‌সলক্ষ্মাপতির্বদ্ধে লোঠনে তৎসুতামদাৎ।
যস্মৈ প্রাক্‌পদ্মলেখাখ্যাং বহুস্থলক্ষ্মাভুজে॥ ১৮৪৪
সাহায়কায় প্রাপ্তস্ত তস্য সৈন্যৈর্দ্বিষচ্চমূঃ।
শূরাভিধস্য যুদ্ধেষু প্রত্যগ্রাহি প্রতিক্ষণম্॥ ১৮৪৫
তেষুপরুদ্ধরাষ্ট্রেষু ভয়দোলায়মানধীঃ।
অঙ্গীচক্রে নরপতের্নতিং দণ্ডং চ লোঠনঃ॥ ১৮৪৬

তিনি অট্টালিকায় কটক সন্নিবেশিত করিলেন, এবং সকল দিক হইতে শত্রুপক্ষকে বেষ্টন করিয়া করায়ত্ত করিবার চেষ্টায় রহিলেন। ১৮৪২

লুল্ল প্রভৃতি বীরগণ দুর্গের সমীপস্থিত ফুল্লপুর নামক স্থানে অবস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে কম্পিত করিয়াছিল, কারণ তাহাদিগের গৃহমধ্যে অনৈক্য, প্রতিক্ষণে যুদ্ধ ও পরাজয়ভয়ই তাহাদিগকে শশব্যস্ত করিয়া ফেলে। ১৮৪৩

ইতঃপূর্ব্বে সুস্‌সল ভূপতি যখন লোঠনকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তদীয় কন্যা পদ্মলেখাকে বহুস্থলভূমির অধিপতি শূরকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন; অধুনা জামাতা শূর শ্বশুরের সাহায্যার্থ সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন এবং অনুক্ষণ তদীয় সৈন্যগণ শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৮৪৪।৪৫

রাজসৈন্য যখন সমগ্র দেশ অধিকার করিয়া বসিল, তখন লোঠন

এতাবৎসিদ্ধমফলারম্ভীনামত্র দুঃসহে।
কালে ব্যাবৃত্তিরস্মাকমুচিতাস্মিন্ন লাঘবঃ॥ ১৮৪৭
শারদারম্ভসুভগে ক্রমাৎকালে বলোর্জ্জিতাঃ।
অথারদ্ধিং বিধাস্যামঃ সর্ব্বারম্ভেণ শোভনাম্॥ ১৮৪৮
প্রত্যন্বহং লক্ষকেণ প্রহিতং নাদধে নৃপঃ।
অন্যে চ মন্ত্রিণো মন্ত্রং শাঠ্যাদভ্যর্ণবর্ত্তিনঃ॥ ১৮৪৯
সর্ব্বাধিকার্য্যুদয়নঃ প্রতিশ্রুত্য ধনং বহু।
সাহায্যকার্থমানিন্যে সোমপালমপি প্রভোঃ॥ ১৮৫০
অপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স সংবন্ধবদ্ধোপি ধনলুব্ধধীঃ।
দ্রুহ্যতি স্ম মহাব্যাপন্নিমগ্নায় মহীভুজে॥ ১৮৫১

ভয়ে বিচলিত চিত্ত হইলেন, এবং রাজার নিকট বশ্যতা স্বীকারে ও দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। ১৮৪৬

এদিকে লক্ষকও প্রত্যহ রাজাকে এইরূপ পরামর্শ দিতেছিলেন যে "মহারাজ! সম্প্রতি লোঠনের বশ্যতা স্বীকারই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট, এই দুঃসহ নিদাঘে যুদ্ধ ব্যাপারে সুফলের আশা নাই, আগামী শরৎকালে সর্ব্ব প্রকার আয়োজন করিয়া নববলে যুদ্ধারম্ভ করিব—এসময় প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই উচিত, ইহাতে মর্য্যাদা হানির আশঙ্কা নাই" কিন্তু প্রতিহারের এই মন্ত্রণা রাজা গ্রহণ করিলেন না, এবং তত্রত্য অন্যান্য শঠ মন্ত্রীরাও অগ্রাহ্য করিল। ১৮৪৭—৪৯

লোহর সর্ব্বাধিকারী উদয়ন স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থ সোমপালকে বহুধন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে আনয়ন করিলেন। ১৮৫০

পঙক্তি ভোজনের অযোগ্য সোমপাল, পূর্ব্বেই জয়সিংহের সহিত

বহ্বর্থদো লোঠনশ্চেৎ কিং মে সংবন্ধ্যপেক্ষয়া।
অন্যথা ভবতামস্মীত্যন্যায়ক্ষ্যামি কৈতবাৎ ॥ ১৮৫২
দক্ষমিত্যভিসংধায় সোমপালোভ্যুপাযয়ৌ।
সমর্থনে হেতুরাসীৎসুজ্জের্ব্যাজে কিয়ানপি ॥ ১৮৫৩
স হি ভিক্ষাচরোন্মুখ্যান্নিবার্যানায়িতো যদা।
সোমপালমুখেনোর্ব্বীভুজা রাজবিসর্জ্জিতঃ ॥ ১৮৫৪
দূতঃ প্রার্থয়মানস্তানল্পার্থান্ প্রাক্ প্রতিশ্রুতান্।
ঋণিকস্তোত্তমর্ণেভ্যঃ প্রদাতুমনুবধ্নতঃ ॥ ১৮৫৫
তদা ভিক্ষাচরং জানন্ হতকল্পমনেন নঃ।
ব্যসনপ্রশমে কোর্থ ইত্যবজ্ঞাং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৮৫৬

বিবাহের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি ধনলোভে রাজার বিপৎকালেও দ্রোহাচরণে উদ্যত হইলেন। ১৮৫১

সোমপাল ভাবিলেন, যদি লোঠন বহুপরিমানে অর্থ প্রদান করে তবে আমার সম্বন্ধীর (শ্বশুরের) মুখাপেক্ষার প্রয়োজন কি? যদি তাহা না হয়, উঁহাদিগকে মুখে বলিব আমি আপনাদিগের পক্ষেই আছি, এই প্রকারে কপটতা অবলম্বন করিয়া সোমপাল আসিয়া পড়িলেন; সুজ্জিও কিয়ৎ পরিমাণে তাহার মত সমর্থন করেন। ১৮৫২।৫৩

কারণ, রাজা জয়সিংহ যখন সোমপালের মধ্যস্থতায় সুজ্জিকে ভিক্ষাচরের পক্ষ গ্রহণেচ্ছা ত্যাগ করাইয়া আনেন, তখন সুজ্জি রাজপ্রেরিত দূতকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অত্যধিক অর্থ প্রার্থনা করেন, এবং তাঁহার উত্তমর্ণদিগের ঋণ পরিশোধ জন্য অনুরোধ করেন। রাজদূত জানিতে পারেন, ভিক্ষাচর বিনষ্টপ্রায়; বিপদ একরূপ প্রশমিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহার দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন সিদ্ধ

মন্যেন ন দদৌ কিঞ্চিৎসোথ ভিক্ষাচরং হতম্।
শ্রুত্বা নিরূপযোগং স্বং রাজ্ঞো জ্ঞাত্বা সশোকতাম্ ॥ ১৮৫৭
যাবদেকাহমভজল্লোহরব্যসনে ভয়ম্।
তাবন্নিশম্য সংপ্রাপ্তোৎসেকো ভূয়োপি মন্যুভাক্ ॥ ১৮৫৮
লোঠনঃ বদ্ধসন্ধিং বঃ করিষ্যামীতি ভূভুজঃ।
উক্ত্বা দূতং লোঠনেন দাপয়িষ্যামি কাঞ্চনম্ ॥ ১৮৫৯
যুষ্মভ্যং কথয়িত্বেতি সোমপালং চিকীর্ষিতম্।
বলিতামবলত্বং চ সর্ব্বেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৮৬০
সমং সোমেন তৎসৈন্যমধ্যপ্রস্থিত্যালক্ষিতৈঃ।
মিতৈরনুগতো ভৃত্যৈর্ঘোরমূলকমাসদৎ ॥ ১৮৬১

হইবে? ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রার্থনায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎমাত্রও অর্থ প্রদান করেন নাই। অনন্তর সুজ্জি ভিক্ষাচরের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বুঝিলেন, আর তাঁহাতে রাজার কোন প্রয়োজন নাই; শোকে দুঃখে একদিন তাঁহার কাটিয়া গেল। পরে যেমন শুনিলেন লোহর অঞ্চলে বিভ্রাট উপস্থিত, অমনি তাঁহার সাহস জন্মিল, পুনঃ ক্রোধ দেখা দিল। ১৮৫৪—৫৮

তিনি রাজদূতকে বলিলেন, আমি লোঠনকে আপনাদিগের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া দিব, এবং সোমপালকে বলিলেন "আমি লোঠনকে দিয়া আপনাকে বহু স্বর্ণ দেওয়াইব"। যে কোন পক্ষ প্রবল বা দুর্ব্বল হউক তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধির অনুকূল হইবে এই উদ্দেশ্যে তিনি সোমপালের সহিত অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়া অলক্ষিত ভাবে সৈন্যমধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ঘোরমূলক নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৮৫৯—১৮৬১

যত্বানৌচিত্যভুম্পাংসুবর্ষদূষিতকীর্ত্তিনা।
ভোগলুব্ধতয়া তেন হৃতা বিততসত্ত্বতা ॥ ১৮৬২
তুষারশর্করাশুভ্রজলপানাদদুর্জ্জরম্।
ত্যক্তুং ভোজ্যং মৃদু স্নিগ্ধং কাশ্মীরং ন শশাক সঃ ॥ ১৮৬৩
সতুষং শুষ্কসক্ত্বাদি বহির্ভোক্তুমপারয়ন্।
যৈস্তৈরুপায়ৈঃ কশ্মীরান্প্রবিবিক্ষুরতোভবৎ ॥ ১৮৬৪
কাশ্মীরকাঃ কার্যশেষমদৃষ্ট্বা গ্রীষ্মশোষিতাঃ।
আকর্ণ্য চ তদাপাতমাকুলত্বমশিশ্রিয়ন্ ॥ ১৮৬৫
ভুঞ্জানৈর্ভৃষ্টমাংসানি পিবদ্ভিঃ পুষ্পগন্ধি চ।
প্রতীহারাগ্রতো হারি মার্দ্বীকং লঘু শীতলম্ ॥ ১৮৬৬

মহানুভব সুজ্জি যে ঔচিত্য বর্জ্জন করিয়া স্বীয় কীর্ত্তিকে ভস্মাচ্ছাদিত করিলেন, তাহার কারণ দৈহিক ভোগ সুখের লোভও হইতে পারে। কাশ্মীরের শীতল সরবত ও তুষার ধবল জলপানে সহজে জীর্ণ কোমল ঘৃতপক্ক ভোজ্য পরিত্যাগ করিয়া সীমান্ত দেশের সতুষ শুষ্ক শক্তু ভোজন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়াই সুজ্জি যেন তেন প্রকারেণ পুনরায় কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ অভিলাষী হইয়াছিলেন। ১৮৬২—৬৪

রাজপক্ষীয় কাশ্মীরীরা উপস্থিত ব্যাপারের কোনরূপ নিষ্পত্তি দেখিতে পাইল না, উপরন্তু প্রখর গ্রীষ্মে দগ্ধ হইতেছিল। এমন সময়ে সুজ্জির আগমন সংবাদে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ১৮৬৫

প্রতীহারের সমীপে যাহারা ভৃষ্ট মাংস ভোজন ও পুষ্পগন্ধি শীতল জলপান এবং মনোরম মৃদু শয্যা সেবন করিত, তাহারা প্রায়ই

আনেষ্যামো জবাৎসুজ্জিমাকৃষ্য শ্মশ্রুসংযুগে।
ইত্থং বিকত্থনৈস্তৈরাহোপুরুষিকাঃ কৃতাঃ॥ ১৮৬৭
কাশ্মীরকৈর্মিতৈর্যুক্তং খশৈঃ সৈন্ধবকৈরপি।
অভিষেণয়িতুং শেকুর্ন তেপ্যাত্তমিনোপি তম্॥ ১৮৬৮
ভ্রাতৃব্যায় চ মুখ্যায় ভূভুজাং চ করার্পণম্।
বিদধ্যাং জয়সিংহায় বরমিত্যভিমানিনা॥ ১৮৬৯
বহ্বর্থমর্থ্যমানেন লোঠনেন তিরস্কৃতঃ।
সোমপালঃ প্রিয়ং কিঞ্চিদ্রাজপক্ষে ন্যদর্শয়ৎ॥ ১৮৭০
ময়ি শ্বশুরসৈন্যানাং ব্যগ্রাণাং বৈরবিগ্রহে।
সুজ্জের্হিতায় ত্বং রন্ধ্রমন্বিষ্যসি কিমাশ্রিতঃ॥ ১৮৭১

পৌরুষ সহকারে স্পর্দ্ধা করিয়া বলিত আমরা সত্বরে যাইয়া সুজ্জির শ্মশ্রু ধরিয়া লইয়া আসিব। ১৮৬৬।৬৭

সুজ্জির সঙ্গে অল্প সংখ্যক কাশ্মীরী সৈন্য, কতকগুলি খশ ও কতিপয় সিন্ধু দেশীয় সৈনিক ছিল, তথাপি রাজপুরুষেরা বহু চেষ্টাতে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ১৮৬৮

সোমপাল প্রভৃত অর্থ প্রার্থনা করিলে অভিমানী লোঠন তাহাকে বলিলেন "বরং আমার ভ্রাতৃপুত্র ভূপতিশ্রেষ্ঠ জয়সিংহকে কর প্রদান করিব"। তিরস্কারে সোমপাল রাজা জয়সিংহের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন। ১৮৬৯।৭০

"আমার শ্বশুর সৈন্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে, আমি তাহাদিগের সাহায্যে আসিয়াছি, তুমি আমার আশ্রিত হইয়াও কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছ? সোমপাল এইরূপে সুজ্জিকে ভর্ৎসনা করিলেও সুজ্জি স্বীয় দর্পানুযায়ী

ইতি নির্ভৎসিতস্তেন সুজ্জিঃ স্বাহংক্রিয়োচিতঃ।
সর্ব্বানুল্লঙ্ঘ্য সংনদ্ধো রাজসৈন্যগ্রহেহভবৎ ॥ ১৮৭২
জয়দ্রাষাঢ়সংজাতশীতজ্বরমহাভয়ঃ।
বরূথিনীমথোত্থাপ্য বিদদ্রৌ নিশি লক্ষকঃ ॥ ১৮৭৩
বিসৃষ্টদূতাঃ কটকং নষ্টং বক্তুং প্রভোর্দ্রুতম্।
কেচিদন্বসরন্সুজ্জিং সৈনিকাস্তে জিঘাংসবঃ ॥ ১৮৭৪
পারেণৈকেন ভূপালসৈন্যমন্যেন বৈরিণঃ।
বর্ত্মনঃ খণ্ডদুর্গস্য তুল্যমেব প্রতস্থিরে ॥ ১৮৭৫
শারম্বরপথং বৈরিবশ্যং তক্ত্বা যিযাসবঃ।
স্বোর্ব্বীং কালেননাখ্যেন সংকটেন তদস্থিকে ॥ ১৮৭৬

সকলকে অতিক্রম করিয়া রাজসৈন্য পরাজয়ার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৮৭১।৭২

অনন্তর আষাঢ় মাসের প্রবল শীতজ্বরের প্রাদুর্ভাবে মহাভয় পাইয়া প্রতীহার লক্ষক রাত্রিযোগে শিবির উঠাইয়া পলায়ন করিলেন। ১৮৭৩

কতিপয় সৈনিক প্রভুসমীপে কটক ভঙ্গের সংবাদ দিতে প্রেরিত হইয়া সুজ্জিকে হনন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুসরণ করিল। ১৮৭৪

উন্নত শৈল সঙ্কীর্ণ একই পার্ব্বত্য পথের এক পার্শ্ব দিয়া রাজ সৈন্য ও অপর পার্শ্ব দিয়া শত্রুরা সমভাবে প্রস্থান করিয়াছিল ১৮৭৫

সৈন্যগণ বৈরকরগত শরম্বর পথ পরিত্যাগ করিয়া কালেনন নামক গিরি সঙ্কট পার হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন মানসে, সেই দিন

তস্মিন্নহস্থলিতা বনিকাবাসনামনি।
গ্রামে সৈন্যা স্তবিক্ষস্ত লোকৈরুচ্চাবচৈঃ সমম্॥ ১৮৭৭
অনুপ্রস্থায়িনোভ্যর্ণগ্রামকেষপি তুক্রবুঃ।
ভুক্ত্বা পীত্বাথ তে নিন্যুর্নিশার্দ্ধমকুতোভয়াঃ॥ ১৮৭৮
অথাপাতং বিদ্বিবস্তিঃ স্বস্য শ্রাবয়িতুং দ্রুতম্।
ক্ষোভভৃৎসুজ্জিরভ্যেত্য তূর্যঘোষমকারয়ৎ॥ ১৮৭৯
ক্ষণদাশেষ এবাশু পলায়নংচক্রিরে ততঃ।
তৈস্তৈঃ শৈলপথৈঃ সেনা নিরবষ্টম্ভনায়কাঃ॥ ১৮৮০
চিত্রাম্বরাণি মুষ্ণদ্ভিঃ প্রাস্থেত্যজ্যন্ত মন্ত্রিণঃ।
ভূপ্রকম্পের্গণ্ডশৈলা নানাধাতুদ্রবৈরিব॥ ১৮৮১

তৎসন্নিহিত বনিকাবাস নামক গ্রামে নির্ব্বিঘ্নে সন্নিবেশিত হইল— তাহাদিগের সঙ্গে ভদ্র ও ইতর বহুলোক ছিল। ১৮৭৬।৭৭

তাহাদিগের পশ্চাৎ আগতেরা পার্শ্ববর্ত্তি পল্লীসমুহে আশ্রয় লইল; এবং অর্দ্ধরাত্রি অকুতোভয়ে পান ভোজনে অতিবাহিত করিল। ১৮৭৮

অনন্তর ক্ষুব্ধ সুজ্জি শত্রুকে স্বীয় ক্ষিপ্র প্রয়াণ ও নৈশ আক্রমণ জানাইবার অভিলাষে তূর্য্যধ্বনি করাইলেন। ১৮৭৮

তাহার পরে নিশাশেষ থাকিতেই সৈন্যগণ এবং নিরুপায় সেনানীগণ পার্ব্বত্য পথ দিয়া সত্বরে পলায়ন করিতে লাগিল। ১৮৮০

যেমন ভূকম্পনে গণ্ড শৈলেরা বিবিধ ধাতু নিঃস্রব মোচন করে, প্রভাতকালে মন্ত্রীগণ সেইরূপ দস্যুহস্তে বিবিধ চিত্রিত বস্ত্র উন্মোচন করিতেছিলেন। ১৮৮১

লুণ্ঠ্যমানাশ্চমূস্ত্রাতুং নাদদে কশ্চিদায়ুধম্।
তদাত্ময়েন রক্ষা তেন স্বাত্মনাত্মস্ত রক্ষিতঃ॥ ১৮৮২
উৎপ্লুত্য লঙ্ঘয়ন্তোঽদ্রীন্ কেপি শোণাধরাংশুকাঃ।
রক্তস্ফিজো গতৌ প্রাপুর্মর্কটা ইব পাটবম্॥ ১৮৮৩
কেপ্যম্বরপরিত্যাগবিকচদ্গৌরবিগ্রহাঃ।
হরিতালশিলাখণ্ডা ইব বাতেরিতা যযুঃ॥ ১৮৮৪
শূলবেণুবনাকীর্ণৈঃ শৈলৈরকৃশবিগ্রহাঃ।
কেপি শ্বাসোত্থপূৎকারাঃ করিপোতা ইবাব্রজন্॥ ১৮৮৫
কিং নামোদীরণৈর্মন্ত্রী স নাসীত্তত্র কশ্চন।
তিরশ্চেব বিপর্যস্তধৈর্যৈর্যেন পলায়িতম্॥ ১৮৮৬

সৈনিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইতেছিল, তথাপি তাহাদিগের রক্ষার্থ কেহ অস্ত্র ধারণ করে নাই; তখন সকলেই স্ব স্ব আত্মরক্ষা করিয়াছিল, কোন আত্মীয়ের দ্বারা রক্ষিত হয় নাই ১৮৮২।

রক্তবর্ণ অন্তর্বাস পরিহিত কতিপয় বীরপুরুষ গিরিলঙ্ঘন সময়ে লোহিত স্ফিক (পাছা) মর্কটের ন্যায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল ১৮৮৩।

কেহ কেহ বিবস্ত্র হইয়া বায়ুচালিত হরিতাল শিলাখণ্ডের ন্যায় দেহের গৌরকান্তি দেখাইয়াছিল ১৮৮৪।

স্থূল-কলেবর কোন কোন পুরুষ শূল কণ্টক ও বংশপূর্ণ শৈলোপরি গমন করিতে করিতে করিশাবকের ন্যায় দীর্ঘশ্বাসে ফুৎকার করিতেছিল ১৮৮৫।

কাহারও নাম উচ্চারণ করিয়া ফল নাই। ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে এমন মন্ত্রী কেহ ছিলেন না, যিনি সাহস হারাইয়া পশুর ন্যায় পলায়ন করেন নাই। ১৮৮৬

ভৃত্যস্কন্ধাধিরূঢ়োথ গচ্ছন্মূঢ়ঃ প্রধাবিতুম্।
প্রতীহারো দ্বিষদ্যোধৈদূ´রাৎকৈশ্চিদ্ব্যলোক্যত ॥ ১৮৮৭
নিরংশুকঃ স সূর্য্যাংশুকচৎকেয়ূরকুণ্ডলঃ।
প্রতিজ্ঞায়ানুসস্রে তৈঃ সর্ব্বপ্রাণপ্রধাবিতৈঃ ॥ ১৮৮৮
অশ্মাহতেন ভৃত্যেন ত্যক্তঃ স্কন্ধাদ্দৃষৎক্ষতঃ।
স নিঃস্পন্দবপুস্তিষ্ঠংস্তৈরগ্রাহি মহাজবৈঃ ॥ ১৮৮৯
নববন্ধনশোকার্ত্তশারিকাকৃশবিগ্রহঃ।
স গগ্‌গলিরিব ব্যক্তদ্বিষঃ সংকুচিতেক্ষণঃ ॥ ১৮৯০
বদ্ধস্ত মে মানধনপ্রহর্ত্তুর্বৈশসান্তরম্।
ইতোধিকং ধ্রুবং সুজ্জির্ব্বিদধ্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৮৯১

প্রতীহার স্বয়ং ভয়ে ভৃত্যস্কন্ধারূঢ় হইয়া পলাইতেছিলেন, শত্রুপক্ষের কতিপয় যোদ্ধা তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহার দেহ নগ্ন থাকায় সূর্য্য কিরণে তাঁহার কেয়ূর কুণ্ডল ঝলসিতেছিল; সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাহারা প্রাণপণে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ১৮৮৭।১৮৮৮

প্রস্তরাহত হইয়া ভৃত্য তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে ফেলিয়াদিল; তিনিও পাষাণে আহত হইয়া নিস্পন্দভাবে রহিলেন, শত্রুরা দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ১৮৮৯

নববন্ধনযুক্ত শোকার্ত্ত শারিকার ন্যায় তাঁহার তনু কৃশ হইয়াছিল, তিনি বাদুড়ের ন্যায় অশ্রুপূর্ণ নয়ন সঙ্কুচিত করিতেছিলেন; ১৮৯০

তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি যেমন সুজ্জির সম্মান সম্পৎ সকলই অপহরণ করিয়াছি, অধুনা সুজ্জি আমাকে বদ্ধাবস্থায় পাইয়া তদপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ প্রদান করিবে। তখন সৈনিকেরা ঘোর

স্কন্ধেধিরোপ্য নিঃশেষীকৃতপ্রাবারভূষণঃ।
নদদ্ভিঃ সোপহাসং তৈঃ সুজ্জেরগ্রং ব্যনীয়ত॥ ১৮৯২
প্রচ্ছাদ্য সত্ত্বরাম্বরক্, সোংশুকেনৈব নোর্চ্চিতঃ।
বৃহদ্রাজ ইবেত্যুক্ত্বা তস্মৈ স্বাস্তংশুকান্যদাৎ॥ ১৮৯৩
প্রাবারিতাম্বরং কৃত্বা হয়ারূঢ়ং চ তং পুনঃ।
ধৈর্য্যেণাযোজয়ৎস্নিগ্ধৈর্ব্বচোভিঃ পরিসান্ত্বয়ন্॥ ১৮৯৪
নিলুণ্ঠিততুরংগাসিকোশৈঃ পরিবৃতঃ খশৈঃ।
ততো গৃহীত্বা তং শ্রীম নৃসোমপালান্তিকং যযৌ॥ ১৮৯৫
ইমা ব্যোমাঙ্গনক্রীড়ত্তত্তরলবিভ্রমাঃ।
ভাগ্যমেঘানুযায়িন্যঃ স্থায়িন্যঃ কস্য সংপদঃ॥ ১৮৯৬

নিনাদ করিয়া তাঁহার অঙ্গবস্ত্র ও ভূষণ কাড়িয়া লইল, এবং তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া উপহাস সহকারে সুজ্জির সম্মুখে আনয়ন করিল। ১৮৯১।১৮৯২

কিন্তু মর্য্যাদাশালী সুজ্জি প্রতীহারকে তদবস্থ দেখিয়া বসনে বদন আবৃত করিয়া "এই যে আমাদিগের অর্চ্চিত বৃহদ্রাজ" বলিয়া তাঁহাকে নিজের বস্ত্রাদি দিলেন। ১৮৯৩

প্রতীহারকে বসন পরিহিত ও অশ্বারূঢ় করাইয়া সুজ্জি স্নিগ্ধ বাক্যে সান্ত্বনাবাদ দিয়া আশ্বস্ত করিলেন, এবং প্রভূত ধন, অস্ত্র ও তুরঙ্গ লুণ্ঠনে সানন্দচিত্ত খশ সৈন্য পরিবৃত হইয়া শ্রীধারণ পূর্ব্বক সোমপাল সমীপে গমন করিলেন। ১৮৯৪।১৮৯৫

মানবের সম্পৎ আকাশ-প্রাঙ্গণে ক্রীড়াশীল তরল তড়িতের ন্যায় বিভ্রম দেখাইয়া সতত ভাগ্যমেঘের অনুসরণ করে, কাহার সৌভাগ্য চিরস্থায়ী? ১৮৯৬

আরাধনধিয়া স্বৈরং যস্যাগ্রেভোজি ভৃত্যবৎ।
গাত্রাণি কুঙ্কুমালেপৈরুপাচর্যন্ত চ স্বয়ম্ ॥ ১৮৯৭
সোমপালাদিভিঃ প্রহ্বৈঃ স মাসৈরেব পঞ্চষৈঃ।
তেষামগ্রে তথাভূতস্তিষ্ঠঁল্লোকৈর্ব্যভাব্যত ॥ ১৮৯৮
লুল্লোপি পলিতশ্বেতোপাস্তামাননঃ পরৈঃ।
বনৌকা ইব বদ্ধোভূচ্ছোকমূকো বনান্তরে ॥ ১৮৯৯
অর্পিতঃ সুজ্জিনা সোমপালং স্বীকৃত্য লক্ষকম্।
জানন্‌গৃহীতান্‌কশ্মীরান্নিজরাষ্ট্রং ন্যবর্ত্তত ॥ ১৯০০
লোঠনস্যান্তিকাদেত্য স শূরৈর্মাক্ষিকাদিভিঃ।
প্রতিশ্রুতপ্রভূতার্থৈঃ প্রতিহারময়াচ্যত ॥ ১৯০১

পাঁচ ছয় মাস পূর্ব্বে এই লক্ষকের সম্মুখে সোমপাল প্রভৃতি রাজগণ ভৃত্যের ন্যায় ভোজন করিতেন, বিনীতভাবে তাঁহার গাত্রে কুঙ্কুমাদি অনুলেপন দ্বারা সেবা করিতেন; হায় লোকে আজি তাঁহাদিগের সম্মুখে সেই প্রতীহার লক্ষককে বিনীতভাবে উপবিষ্ট দেখিতেছে। ১৮৯৭।১৮৯৮

লুল্লও অরণ্য মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার পলিত শ্বেত শ্মশ্রু বেষ্টিত আস্যবদন শোক মোহে বাক্যহীন হওয়ায় বানরের ন্যায় দেখাইতেছিল। ১৮৯৯

সুজ্জি লক্ষককে আয়ত্ত করিয়া সোমপালকে প্রদান করিলেন— তাঁহাকে পাইয়া সোমপাল ভাবিলেন কাশ্মীর রাজ্য হস্তগত হইয়াছে, সানন্দে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। ১৯০০

বীরবর মাক্ষিকে এবং অন্যান্য অনেকে লোঠনের নিকট হইতে

কশ্মীরাদিপ্রতীহারশিক্ষাপক্ষানুযায়িভিঃ।
তদা ন কৈরমক্তস্ত সংপ্রাপ্য ডামরাগুজৈঃ॥ ১৯০২
লুব্ধেনাপি প্রতিহারায়ত্তং রাষ্ট্রং জিঘৃক্ষুণা।
ভূরি চাদিৎসুনা বিত্তং রাজ্ঞোকারি ন তেন তৎ॥ ১৯০৩
ভগ্নযানেষমাত্যেষু প্রাপ্তেষু নগরং নৃপঃ।
হারিতে চ প্রতীহারে ন ধৈর্য্যাৎপর্যহীয়ত॥ ১৯০৪
যৈঃ সৈন্যসার্থৈরধ্বে রাজ্যং পুরা ভিক্ষাচরোকরোৎ।
যৈশ্চাপ্যুৎকুপিতে রাষ্ট্রে বৃত্ত্যাবর্ত্তিষ্ট সুস্সলঃ॥ ১৯০৫
ভূভৃতা সংগৃহীতানাং শীতজ্বররুজা ততঃ।
তেষাং দশসহস্রাণি যোধানাং নিধনং যযুঃ॥ ১৯০৬

আসিয়া সোমপালকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া লক্ষকের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। ১৯০১

তখন প্রতীহারের শিক্ষানুযায়ী কোন্ ডামরাগুজ কাশ্মীরাজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না করিয়াছিল। ১৯০২

কিন্তু অর্থলোভী সোমপাল রাজ্য প্রতীহারায়ত্ত দেখিয়া তদ্গ্রহণেচ্ছায় এবং রাজার নিকট বহু ধন পাইবার আশায় প্রতীহারের উপদেশ গ্রহণ করেন নাই। ১৯০৩

অপরাপর অমাত্যগণ পরাজিত হইয়া শ্রীনগরে প্রত্যাবৃত্তহইলেন, প্রতীহার শত্রুকরগত, তথাপি রাজা ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। ১৯০৪

ইতঃপূর্ব্বে যে সৈন্য সাহায্যে ভিক্ষাচর রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব উৎপাদন করিয়াছিলেন; যাহাদিগের সাহায্যে সুস্সল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধুনা রাজার বহুযত্নে সংগৃহীত সেই বাহিনীর প্রায় দশ সহস্র সৈনিক শীতজ্বরে বিনষ্ট হইল। ১৯০৫।১৯০৬

বিররাম তদা দেশে ন মুহূর্ত্তমপি ক্বচিৎ।
বান্ধবাক্রন্দতুমুলং প্রেতবাষ্পমহর্নিশম্॥ ১৯০৭
ঘোরঘর্ম্মঘৃণিশ্রান্তাশেষব্যবহৃতিস্থিতিঃ।
সোহুৎসাহহতঃ কালো নষ্টরাজ্য ইবাভবৎ॥ ১৯০৮
নানাদিগন্তরাযাতৈঃ প্রাপ্তৈঃ কাশ্মীরকৈরপি।
লোহরেথ প্রবৃদ্ধদ্ধি রাজদ্বারমজায়ত॥ ১৯০৯
কাকতালীয়সংপ্রাপ্তলোকোত্তরনৃপশ্রিয়ঃ।
অকুণ্ঠা লোঠনস্যাসীৎস্ফূর্ত্তির্ব্বিত্তপতেরিব॥ ১৯১০
তস্যাকারপরিক্লেশবৈশসাভিন্নবৃত্তয়ঃ।
ভোগেষবাহ্যা ভ্রাতৃব্যভৃত্যপুত্রাদয়োভবন্॥ ১৯১১

তখন দিবানিশি মৃতজনের আত্মীয় স্বজনের বিলাপধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় নাই। ১৯০৭

সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ, রাজ্যের লোক শ্রমক্লান্ত, উৎসাহহীন, সমস্ত ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার একরূপ বন্ধ হওয়ায় যেন রাজ্য বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। ১৯০৮

কিন্তু তৎকালে লোহরাজ্যের রাজধানীতে নানা দিগ্‌দেশ হইতে এমন কি, কাশ্মীর হইতে ও বহুলোক সমাগত হওয়ায় সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। ১৯০৯

লোঠন কাকতালীয় ন্যায়ে লোকোত্তর রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া ধনপতি কুবেরের ন্যায় অকুণ্ঠিত স্ফূর্ত্তি পাইতেছিলেন। ১৯১০

তাঁহার পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভৃত্যেরা বিপৎকালে সমদুঃখভাগী হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সমভাবে সুখভোগ করিতে লাগিল। ১৯১১

নাস্থানবর্ষী স্থানে যা বদ্ধমুষ্টির্বিভূতিমান্।
স বয়ঃপাকনিষ্কর্ম্মব্যবহারো ব্যভাব্যত ॥ ১৯১২

ছায়ানিরঙ্কুশগতিঃ স্বয়মাতপস্তু
চ্ছায়াম্বিতঃ শতশ এব নিজপ্রসঙ্গম্।
দুঃখং সুখেন পৃথগেবমনস্তদুঃখ-
পীড়ানুবোধবিধুরা তু সুখস্য বৃত্তিঃ ॥ ১৯১৩

তাদৃগভ্যুদয়াবাপ্তের্মাসে ন্যূনেধিকে গতে।
একস্যূনোঃ সুতো দিল্‌হো লোঠনস্য ব্যপদ্যত ॥ ১৯১৪

তমেকপুত্রা শোচন্তী শোকশঙ্কুহতাশয়া।
ততঃ প্রপেদে প্রলয়ং মল্লা লোঠনবল্লভা ॥ ১৯১৫

তিনি প্রাচীনতা নিবন্ধন রাজ্যব্যবহারে নিষ্কর্ম্মা হইলেও অপাত্রে ধন ত্যাগ বা সৎপাত্র দেখিয়া কৃপণতা করিতেন না। ১৯১২

ছায়া (অন্ধকার) অব্যাহত গতিকা; কিন্তু আলোক স্বয়ং থাকিতে পারে না, স্বেচ্ছাক্রমে শত প্রকারে ছায়াম্বিত হইয়া পড়ে, দুঃখ সুখ হইতে পৃথক থাকিতে পারে, কিন্তু অশেষ দুঃখপীড়া অনুভব করিয়া কাতর থাকাই সুখের ধর্ম্ম। ১৯১৩

রাজ্যসুখপ্রাপ্তির পরে একমাস যাইতে না যাইতে লোঠনের এক মাত্র পুত্র দিল্‌হ গতায়ু হয়। ১৯১৪

লোঠনের প্রিয় মহিষী মল্লা একমাত্র পুত্র হারাইয়া শোকে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯১৫

পত্ন্যামভিন্নভাবায়াং গুণজ্যেষ্ঠে তথাত্মজে।
বিপন্নে স তয়া লক্ষ্ম্যা ন কৃত্যং কিঞ্চিদৈক্ষত॥ ১৯১৬
নিঃস্নেহত্বস্য ভূপালসুলভস্য বিজৃম্ভিতম্।
মোহনী বা শ্রিয়ঃ শক্তির্যদস্যাসীৎপুনঃ সুখম্॥ ১৯১৭
অকারয়ন্নির্দ্ধনোপি তথা বৃদ্ধস্য কালবিৎ।
লক্ষৈঃ ষট্‌ত্রিংশতা মোক্ষং লক্ষকস্য ক্ষমাপতিঃ॥ ১৯১৮
দিষ্টবৃদ্ধিপারক্ষিপ্তপুষ্পবৃষ্টৌ জনৈঃ পথি।
তস্মিন্‌প্রাপ্তে ন কোস্যাসীদ্রাজ্ঞা প্রত্যাহৃতাং শ্রিয়ম্॥ ১৯১৯
স লক্ষ্মীমহিমক্ষিপ্রবিস্মৃতাভিভবপ্রথঃ।
প্রভবন্‌পুনরেবাসীন্নিগ্রহানুগ্রহক্ষমঃ॥ ১৯২০

যখন প্রিয়তমা পত্নী ও গুণবান্ পুত্র মৃত্যুমুখে পড়িল, তখন লোঠন রাজ্যৈশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর ভাবিলেন। ১৯১৬

ভূপাল-হৃদয়-সুলভ স্নেহাভাবপ্রযুক্ত অথবা সম্পদের মোহিনী শক্তির বিকাশ বশতঃ যাহাই হউক—রাজা লোঠন পুনরায় সুখ-স্পৃহাবান্ হইলেন। ১৯১৭

রাজা সিংহদেব, নির্ধন হইয়াও সময় বুঝিয়া, বৃদ্ধ লক্ষকের মুক্তি জন্য ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা নিষ্ক্রয় প্রদান করিলেন। ১৯১৮

লক্ষকের আগমন সময়ে পৌরগণ রাজপথে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছিল—তাঁহার উদ্ধারে কে না মনে করিল রাজা রাজলক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করিলেন। ১৯১৯

লক্ষ্মীর মহিমায় তাঁহার পরাজয় বৃত্তান্ত লোকে সত্বরেই বিস্মৃত হইল। তিনি অগৌণেই পুনর্ব্বার দণ্ডমণ্ডের কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। ১৯২০

ধনপ্রলোভনির্নষ্টসর্ব্বাবষ্টম্ভপাটবঃ।
সুজ্জিঃ সাচিব্যমব্যাজং ভেজে লোঠনভূপতেঃ॥ ১৯২১
দত্তবান্‌ভাগিকসুতামবিশ্বাসমপাহরৎ।
স তস্যাস্তপ্রিয়াপায়দুঃস্থিতিব্যথয়া সমম্‌॥ ১৯২২
অভ্যর্থ্য পার্থিবং পদ্মরথং চানীতবানকৃতী।
তস্য সোমলদেব্যাখ্যামুদ্বাহায় তদাত্মজাম্‌॥ ১৯২৩
এবং প্রধানসংবন্ধৈর্বদ্ধমূলং বিধায় তম্‌।
সোব্যাহতস্য সাচিব্যগ্রহস্যানৃণ্যমাযযৌ॥ ১৯২৪
অচিন্তয়চ্চ কশ্মীরপ্রবেশং ডামরাদিভিঃ।
বহুশঃ প্রার্থ্যমানেন প্রেরিতো নবভূভুজা॥ ১৯২৫

ধনলোভ বশতঃ সুজ্জি স্বীয় অনুরাগ নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে অকপটে লোঠনের মন্ত্রিত্ব করিতে লাগিলেন। ১৯২১

তিনি লোঠনকে ভাগিকতনয়া দান করিয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ দুঃখও হ্রাস হইল। ১৯২২

কার্য্যকুশল সুজ্জি কলিঞ্জর-রাজ পদ্মরথ সমীপে গমন পুরঃসর তদীয় সোমলদেবী নাম্নী তনয়াকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়া আনিলেন। ১৯২৩

এইরূপে প্রধান প্রধান বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাজাকে বদ্ধমূল করিয়া সুজ্জি রাজদত্ত সর্ব্বোপরি প্রধান মন্ত্রিত্বরূপ ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১৯২৪

নবীন ভূপতির নিকটে ডামরেরা কাশ্মীরাক্রমণার্থ বারংবার প্রার্থনা করায় তাহাদিগের অনুরোধে সুজ্জি কাশ্মীর বিজয়ে উৎসুক হইলেন। ১৯২৫

ইত্থংভূতং কৃতৈক্যং চ সমং সীমান্তভূমিপৈঃ।
অথ চ্ছলয়িতুং শত্রুংনীতিং প্রাযুঙ্ক্ত সৌস্সলিঃ॥ ১৯২৬
ক্ষত্রোদয়দ্বারপতিস্তত্রারম্ভে গভীরধীঃ।
অলুপ্তসত্ত্বঃ স্তুত্যত্বং সারেতরবিদামগাৎ॥ ১৯২৭
তত্রত্যঃ স হি নির্নষ্টসর্ব্বস্বোপ্যর্থিতোহিতৈঃ।
দানমানাদিভিঃ স্বামিকৃত্যে নিত্যোদিতোভবৎ॥ ১৯২৮
বনপ্রস্থাভিধে স্থানে লোহরাদূরগে স্থিতঃ।
অখিন্নোচ্ছিন্নসংগ্রামৈর্ব্বৈদং নিন্তে দ্বিষদ্বলীম্॥ ১৯২৯
কটাক্ষিতাভিপ্রায়ৈর্ম্মিথ্যা তথ্যেন বা দধুঃ।
ভয়ং লোঠনভূপালান্মাঞ্জিকেদারকাদয়ঃ॥ ১৯৩০

সুস্সল তনুয় জয়সিংহ যখন দেখিলেন শত্রুরা সীমান্ত রাজগণের সহিত ঐকমত্যে এতদূর অগ্রসর, তখন তাহাদিগের প্রতি ছলনীতি প্রয়োগ করিলেন। ১৯২৬

এক্ষেত্রে গভীরবুদ্ধি দ্বারপতি উদয় স্বীয় সত্ত্বোৎকর্ষে সুধীগণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ১৯২৭

তিনি তথায় সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব হইয়াছিলেন; শত্রুপক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ, সম্পদাদি উৎকোচ দিবার প্রস্তাব আসিলেও তিনি স্বীয় প্রভুর কার্য্যেই অবিচলিত রহিলেন। ১৯২৮

তিনি লোহরের অদূরবর্ত্তী বনপ্রস্থ নামক স্থানে থাকিয়া অক্লান্তভাবে খণ্ডযুদ্ধে শত্রু সৈন্য নিপাত করিতেছিলেন। ১৯২৯

সত্য মিথ্যা ঠিক বলা যায় না, সুাজ্ঞ ইঙ্গিতে লোঠনকে কোন অভিসন্ধি প্রকাশ করেন, ইহাতে মাঞ্জিক ইদারক প্রভৃতি ভীত হন। ১৯৩০

হস্তব্যাংশ্চাক্রিকানস্মানসুজ্জো স্তুত্তাশয়ো নৃপঃ।
বেত্তি তৎপ্রেরণেনাসৌ তদাশঙ্কিবতেতি তে॥ ১৯৩১
সংজাতং সহজাখ্যায়াং রাজ্ঞ্যাং সুস্সলভূপতেঃ।
কুর্ম্মো মল্লার্জ্জুনং ভূপং লোহরেস্মিনহিতায় বঃ॥ ১৯৩২
তৎপ্রেমাণমিবাকস্মাদভিসংধত্ত লোঠনম্।
সংদিদেশাথ তান্ধীমাঞ্জয়সিংহো মহীপতিঃ॥ ১৯৩৩
ব্যাজেন রাজ্ঞা সংদিষ্টং তৎকোট্টং স্বীচিকীর্ষুণা।
প্রতিশ্রুতমবিশ্বস্তৈস্তস্মিংস্তৈশ্চ তথৈব তৎ॥ ১৯৩৪
মল্লার্জ্জুনং লোঠনোথ জ্ঞাত্বা প্রারব্ধ চাক্রিকম্।
তদাপ্তানভ্রাতৃস্নূনংস্তাংশ্চাক্রিকানপ্যবন্ধয়ৎ॥ ১৯৩৫

"সুজ্জিকে রাজা অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। যদি তাঁহার পরামর্শে রাজা আমাদিগকে চক্রান্তকারী বলিয়া দণ্ডনীয় মনে করেন" তাঁহারা এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ১৯৩১

"রাজ্ঞী সহজার গর্ভজাত রাজা সুস্সলের মল্লার্জ্জুন নামে একপুত্র আছে, আমি তোমাদিগের হিতার্থ তাঁহাকে লোহরের রাজা করিব, তোমরা যেমন হঠাৎ প্রেমকে অপসারিত করিয়াছিলে, সেইরূপ লোঠনের বিরুদ্ধে উত্থান কর" শ্রীমান জয়সিংহ এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন। ১৯৩২।৩৩

রাজা যেমন ছলপ্রয়োগে লোহরকোট অধিকার মানসে উক্তরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহারাও তদ্রূপ অবিশ্বাস সহকারেই উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ১৯৩৪

যখন লোঠন জানিতে পারিলেন যে মল্লার্জ্জুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

অবরুদ্ধতনূজেন শঙ্কাং সৌস্‌সলিনা ভজন্‌।
পরং বিগ্রহরাজেন প্রাতিহার্যমজিগ্রহৎ ॥ ১৯৩৬
রাজা ব্যাজাৎপিতৃব্যেণ বদ্ধসংধিরুপায়বিৎ।
তস্বরে হারিতং রাজ্যং তৈস্তৈঃ স্বীকর্তুমুস্থমৈঃ ॥ ১৯৩৭
বিসৃজ্য শূরং নিষ্কম্পরাজ্যঃ সুজ্জেঃ পরিশ্রমাৎ।
মাসান্‌কাংশ্চিদসংক্ষোভো বৃত্ত্যাবর্ত্তিষ্ট লোঠনঃ ॥ ১৯৩৮
সুজ্জিঃ পদ্মরথাপত্যং প্রাক্কন্যামানিনায় যাম্‌।
অনূঢ়ায়া বিবাহায় তস্যা মাতরমাগতাম্‌ ॥১৯৩৯
আকর্ণ্য তেজলাদীনাং প্রসঙ্গেঽস্মিন্সগৌরবাম্‌।
সামাত্যো দর্পিতপুরং কৃতপ্রত্যুদ্গমো যযৌ ॥ ১৯৪০

হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে ও অন্যান্য ভ্রাতৃষ্পুত্রগণকে কারারুদ্ধ করিলেন। ১৯৩৫

তিনি আশঙ্কাবশতঃ কেবল সুস্‌সলের দাসীপুত্র বিগ্রহরাজকে প্রতিহার পদে নিযুক্ত করিলেন। ১৯৩৬

তখন রাজা জয়সিংহ মৌখিক ভদ্রতানুরোধে পিতৃব্য লোঠনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কৌশলে নষ্টরাজ্য লোহর অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।। ১৯৩৭

সুজ্জির প্রযত্নে লোঠন কতিপয় মাস নিষ্কম্পভাবে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, শূরকে ছাড়িয়া দিলেন। ১৯৩৮

সুজ্জি ইতঃপূর্ব্বে যে পদ্মরথ-তনয়া অনূঢ়া কন্যাকে বিবাহার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার জননী গৌরবান্বিতা তেজলাদীনা আসিতেছেন শ্রবণ করিয়া প্রত্যুৎগমন মানসে অমাত্য সহ দর্পিতপুর গমন করিলেন। ১৯৩৯।৪০

মাঞ্চিকাদ্যৈস্তেরথ প্রাপ্তরন্ধ্রৈর্নির্গত্য বন্ধনাৎ।
মল্লার্জ্জুনঃ কোট্টরাজ্যে সংহতৈরভ্যষিচ্যত ॥ ১৯৪১
ঠক্কুরৈঃ প্রাগ্বদানীতৈঃ প্রতোলীতলমাগতান্।
ভৃত্যাংস্তে সিংহভূভর্তুঃ প্রবিবিক্ষূন্ন্যবারয়ন্ ॥ ১৯৪২
ষষ্ঠেব্দে লোঠনঃ শুক্লত্রয়োদশ্যাং স ফাল্গুনে।
যথাযুজ্যত রাজ্যেন তথৈবাশু ব্যযুজ্যত ॥ ১৯৪৩
অনূঢ়াং কন্যকাং মূঢ়ঃ সংপদং চাব্যয়ীকৃতাম্।
প্রাপ্তাং পরস্য ভোগ্যাত্বং ভাগ্যহীনঃ শুশোচ সঃ ॥ ১৯৪৪

মাঞ্চিক প্রভৃতি কয়েকজন এই অবসরে সুযোগ বুঝিয়া কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া সকলে মিলিয়া মল্লার্জ্জুনকে অভিষিক্ত করে। ১৯৪১

তত্রত্য ঠাকুরদিগের সাহায্যে তাহারা পূর্ব্ববৎ রাজা জয়সিংহ প্রেরিত সৈন্যদিগকে লোহরকোটে, প্রবেশ করিতে দেয় নাই। রাজ-সৈন্যগণ প্রতোলী (রাজপথ) দিয়া লোহরে প্রবেশ করিয়াছিল। ১৯৪২

লৌকিকাব্দের (৪২০০) ৬ ছয় বৎসরে ফাল্গুন মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে লোঠন অল্পকাল মধ্যে অচিরপ্রাপ্ত রাজ্য হারাইলেন। ১৯৪৩

ভাগ্যহীন মূঢ় লোঠন অনুশোচনা করিতে লাগিলেন, হায়, যে কন্যাকে আনাইলাম বিবাহ করিতে পাইলাম না, যে সম্পদ লাভ করিলাম তাহা ভোগে ব্যয় করিলাম না, কেবল পরের ভোগে লাগিল। ১৯৪৪

অটিত্বা টিল্লিকাদিভ্যো দেশেভ্যো নষ্টশক্তিনা।
তেন সুজ্জিবলাৎকোশশেষঃ কশ্চিদবাপ্যত ॥ ১৯৪৫
পূর্ব্বাহূতান্সিংহভূভৃদ্ভৃত্যান্ন্যকৃত্য মাঞ্জিকঃ।
নিনায়াপ্রতিমল্লত্বং মল্লার্জ্জুনমহীভুজম্ ॥ ১৯৪৬
তেনাতিব্যয়িনা নব্যবয়সা ভূভুজা স্তুতম্।
মৌক্তিকৈঃ পূগবিচ্ছেদে তাম্বুলার্পণমেকদা ॥ ১৯৪৭
বর্ষতো বিষয়ৌৎসুক্যাদ্ধাটকং কুট্টনাদিষু।
ত্যাগিত্বং তস্য তত্ত্বজ্ঞৈঃ সদোষমুদঘোষ্যত ॥ ১৯৪৮
প্রজোপতাপোপচিতঃ কোশঃ সুস্সলভূপতেঃ।
তেনাতিব্যয়িনা স্বৈরমনুরূপব্যয়ঃ কৃতঃ ॥ ১৯৪৯

তিনি শক্তি হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সুজ্জির সাহায্যে টিল্লিকা প্রভৃতি স্থান হইতে কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলেন। ১৯৪৫

মাঞ্জিক ইতঃপূর্ব্বে সিংহরাজের যে ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করেন, অধুনা তাহাদিগকে ন্যক্কার করিয়া দূর করিলেন এবং মল্লার্জ্জুনকে লোহরের অপ্রতিরথ আধিপত্য দিলেন। ১৯৪৬

নবীন-বয়া ভূপতি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিলেন; তিনি একদা গুপারীর পরিবর্ত্তে মুক্তা কাটিয়া তাম্বুল বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭

তিনি ইন্দ্রিয়াসক্তি বশতঃ রমণীসংগ্রাহকদিগকে প্রচুর স্বর্ণ দান করিতেন, সুতরাং বিজ্ঞলোকে তাঁহার দানশীলতার নিন্দাই করিতেন। ১৯৪৮

রাজা সুস্সল যেমন প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, অধুনা সেই সঞ্চিত ধনের অনুরূপ পরিণতি ঘটিল। ১৯৪৯

গণিকাচারণদ্রোগ্ধৃ বিটচেটাদিপেটকম্।
সাধূন্বিধূয় সোপুষ্যাদ্ধর্ম্মোক্ষঃ কুমতির্যতঃ॥ ১৯৫০
সপত্নসাদ্বহিতসাদ্যাদি বা বহ্নিসাদ্ভবেৎ।
দ্রবিণং ক্ষৌণিপালানাং জনতোপদ্রবার্জ্জিতম্॥ ১৯৫১
প্রজাপীড়নজং বিত্তং জয়াপীড়মহীভুজঃ।
দাস্যাঃ পুত্রৈরুৎপলাদ্যৈর্ব্বিলুপ্তং নপ্তুরন্তকৈঃ॥ ১৯৫২
লোকসংক্লেশনোদ্ভূতঃ কোশঃ শংকরবর্ম্মণঃ।
প্রভাকরাদিভিঃ স্বৈরং জায়াজারৈরভুজ্যত॥ ১৯৫৩
অনঙ্গবশগাঃ পঙ্গোরঙ্গনা বৃজিনার্জ্জিতম্।
দদুঃ স্নুগন্ধাদিত্যায় ধনং সম্ভোগভাগিনে॥ ১৯৫৪

রাজা মল্লার্জ্জুন নিতান্ত কুমতি ও কামতপ্ত ছিলেন; তিনি সাধু লোকদিগকে দূর করিয়া দিলেন, কতকগুলি চাটুকার, বিট চেট প্রভৃতি কামসহচর, কপট বন্ধু ও গণিকা পোষণ করিতে লাগিলেন। ১৯৫০

প্রজাপীড়ন করিয়া ক্ষিতিপালগণ যে অর্থার্জ্জন করেন তাহা নিশ্চয়ই শত্রুকরগত, অথবা অনলসাৎ হয়। ১৯৫১

রাজা জয়াপীড় প্রজাপীড়নপূর্ব্বক বহুধন রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ধনরাশি উৎপল ও তাঁহার ক্রীতদাসীর পুত্রেরা তাঁহার পৌত্রকে বিনাশ করিয়া, সমস্ত অপব্যয়িত করে। ১৯৫২

শঙ্কর বর্ম্মাও লোককে বহু ক্লেশ দিয়া ধনাগার পূর্ণ করিয়াছিলেন, তদীয় জায়ার উপপতিরা সে ধনরাশি উড়াইয়া দেয়। ১৯৫৩

পঙ্গু রাজা নির্জ্জিতবর্ম্মার কামিনীগণ কাম মোহিত হইয়া পতির

রাজ্ঞো যশস্করস্থার্থান্বায়ীচক্রেতিসংচিতান্।
অঙ্গনানঙ্গবৈবশ্যাদালিঙ্গিতজনংগমা॥ ১৯৫৫
পূর্ব্বরাজার্জ্জিতং পার্ব্বগুপ্তিঃ প্রাপ্য ধনং মৃতঃ।
দাতা জায়োপপত্যেন তুঙ্গাদীনামজায়ত॥ ১৯৫৬
সংগ্রামরাজঃ শ্রীলেখামুখাব্জমধুপৈর্ধনী।
মুষিতো ব্যড্ডস্থহাদ্যৈর্নিবিড়োপার্জ্জনস্পৃহঃ॥ ১৯৫৭
অপ্রত্যবেক্ষাক্ষপিতপ্রজস্ত জগদূর্জ্জিতাশ
অন্তেনন্তমহীভর্ত্তুর্বিভুতির্ভস্মসাদভূৎ॥ ১৯৫৮
পুত্রেণাপাত্রসান্নার্যা জারসান্তরসা কৃতঃ।
কুকলাকৌশলোদ্ভূতঃ কোশঃ কলশভূপতেঃ॥ ১৯৫৯

অসদুপায়ার্জ্জিত বিপুল বিত্ত প্রেমাস্পদ স্নগন্ধাদিত্যেকে প্রদান করিয়াছিল। ১৯৫৪

রাজা যশস্করও বহুধন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তদীয় পত্নী অনঙ্গবেশে নীচজনে আসক্ত হইয়া তাহা ক্ষয় করে। ১৯৫৫

পর্ব্বগুপ্তের পুত্র ক্ষেমগুপ্ত মৃত্যুকালে পূর্ব্বরাজগণ সঞ্চিত বিপুল ধন রাখিয়া যান, তদীয় জায়ার উপপতি তুঙ্গ প্রভৃতি তাহা ভোগ করে। ১৯৫৬

রাজা সংগ্রামরাজ অতি সঞ্চয়শীল ছিলেন। তদীয় ভার্য্যা শ্রীলেখার মুখ-পদ্ম ভৃঙ্গ ব্যড্ডসহ সে সমস্ত ধনরাশি অপহরণ করে। ১৯৫৭

প্রজাসংরক্ষণে উদাসীন অথচ সর্ব্বজগৎ হইতে ধন সংগ্রহে তৎপর রাজা অনন্তদেবের ধনরাশি অবশেষে ভস্মীভূত হইয়াছিল। ১৯৫৮

কলশ ভূপতির অসৎ কলা ও কৌশলে সংগৃহীত ধন তদীয় পুত্রের অপাত্র বিনিয়োগে ও তৎপত্নীর জারগণের উপভোগে ব্যয়িত হয়। ১৯৫৯

সহ গেহৈঃ সমং স্ত্রীভিঃ সত্রা পুত্রৈরভুজ্যনম্‌।
অপ্রাপ্তার্জ্জনতর্ষস্য হর্ষদেবস্য বহ্নিসাৎ॥ ১৯৬০
চন্দ্রাপীড়োচ্চলাবন্তিবর্ম্মাদ্যৈর্দ্ধর্ম্মনিষ্ঠুরৈঃ।
নিষ্ঠা ন্যায্যস্য কোশস্য নাবাপ্যনুচিতা ক্বচিৎ॥ ১৯৬১
চৌরচাক্রিকসীমান্তভূভৃদ্বেশ্যাবিটাদয়ঃ।
লুণ্ঠিং প্রারেভিরে পুষ্টাঃ নবে মল্লার্জ্জুনোদয়ে॥ ২৯৬২
বঞ্চয়িত্বাপ্যরীনভূভৃত্তামান্বিঘটিতেপ্সিতঃ।
অথ চিত্ররথং তূর্ণমাস্কন্দায় ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ১৯৬৩
দ্বারপাদাগ্রয়োস্তল্যাধীকারেণ প্রবর্দ্ধিতঃ।
সোঽনন্তসামন্তযুতঃ পদং ফুল্লপুরে ব্যধাৎ॥ ১৯৬৪

রাজা হর্ষও সতত সঞ্চয়স্পৃহ ছিলেন, তাঁহার ধন সম্পৎ পত্নী, পুত্র, গৃহাদির সহিত অগ্নিসাৎ হইয়াছিল। ১৯৬০

কেবল চন্দ্রাপীড়, উচ্চল ও অবন্তিবর্ম্মা বিচার কার্য্যে নিষ্ঠুর ছিলেন সত্য, কিন্তু কখন ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ অযথা ব্যয় করেন নাই। ১৯৬১

তরুণ বয়স্ক মল্লার্জ্জুনের অভ্যুদয় কালে পুনরায় চোর, চক্রান্তকারী, সীমান্ত ভূপতি, পারিষদ ও চাটুকারগণ লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। ১৯৬২

যদিও রাজা জয়সিংহ শত্রুদিগকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হন, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় অপ্রসন্নচিত্তে যুদ্ধার্থ সত্বরে চিত্ররথকে প্রেরণ করেন। ১৯৬৩

চিত্ররথ দ্বারপতি পদে ও পাদাগ্র বিভাগে উন্নীত হওয়ায় বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ফুল্লপুরে অবস্থিতি করিলেন। ১৯৬৪

উৎসেহিরে ন বিতত্তা অপি দুর্গবলাশ্রয়াৎ।
মল্লার্জ্জুনচমূর্জ্জন্তে জেতুং তদনুজীবিনঃ॥ ১৯৬৫
ভেদায় কোট্টমারূঢ়স্তদ্ভৃত্যো রাজসংমতঃ।
মল্লার্জ্জুনানুগৈ রাত্রৌ হতঃ সংবর্দ্ধনাভিধঃ॥ ১৯৬৬
যুদ্ধাসাধ্যেপি তিষ্ঠন্তঃ কোট্টে ভয়বিধেয়তাম্।
কোষ্টেশ্বরেম্বগায়াতে তত্রামিত্রাঃ প্রপেদিরে॥ ১৯৬৭
প্রতিশ্রুতকরো বদ্ধসংধিঃ স ব্যসৃজত্ততঃ।
সভাজনায় জননীং তেষাং মল্লার্জ্জুনোন্তিকম্॥ ১৯৬৮
সা বৈধব্যবিবিক্তেন বেষৈশ্বর্যশোভিনা।
কোষ্টেশ্বরাদীস্সোৎকণ্ঠাংশ্চক্রে চপলচেতসঃ॥ ১১৬৯

কিন্তু তাঁহার সৈনিকেরা মল্লার্জ্জুনের দুর্গাশ্রিত অগণ্য চমূকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সাহসী হয় নাই। ১৯৬৫

সম্বর্দ্ধন নামক তদীয় ভৃত্য রাজসমীপে আদৃত ছিল; গৃহভেদ সাধনের উদ্দেশ্যে সে লোহরকোটে প্রবেশ করে, কিন্তু মল্লার্জ্জুনের অনুচর হস্তে নিহত হয়। ১৯৬৬

এদিকে কোষ্টেশ্বর পশ্চাতে আসিয়া পড়িলেন; অজেয় দুর্গবাসী হইয়াও শত্রুরা নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল। ১৯৬৭

তখন মল্লার্জ্জুন সন্ধি বন্ধন করিয়া কর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং রাজসচিবগণের সমাদরার্থ স্বীয় জননীকে প্রেরণ করিলেন। ১৯৬৮

রাজমাতা বিধবা হইয়াও বেশভূষার চাকচিক্যে চপলচিত্ত কোষ্টেশ্বরাদিকে মোহিত করিলেন। ১৯৬৯

তস্যাং গৃহীতবিস্রম্ভং ব্যাবৃত্তায়াং তদন্তিকাৎ।
দ্বারেশায় দদাবুরীকৃতং মল্লার্জ্জুনঃ করম্ ॥ ১৯৭০
আকৃষ্টো রাজজননীচক্ষুরাগেণ কোষ্টকঃ।
দিদৃক্ষাকপটাৎকোট্টমারুরোহ মিতানুগঃ ॥ ১৯৭১
অর্দ্ধরূঢ়েন সহিতস্তেন চিত্ররথস্ততঃ।
সংভৃতপ্রাভৃতো ভূমিভর্ত্তুঃ সবিধমাযযৌ ॥ ১৯৭২
রাজা তু সংমন্ত্র্য ততঃ প্রাযুঙ্ক্তাদৃতিশালিনা।
উদয়দ্বারপতিনা নীতিং জেতুমরীন্পুনঃ ॥ ১৯৭৩
বীতাস্কন্দো লোঠনেপি গতে পদ্মরথান্তিকম্।
লেভেভিনবভূপালঃ কিংচিৎপাদপ্রসারিকাম্ ॥ ১৯৭৪

জননী প্রত্যাগত হইলে মল্লার্জ্জুন আশ্বস্ত হইলেন এবং দ্বারপতিকে প্রতিশ্রুত কর প্রদান করিলেন। ১৯৭০

কোষ্টেশ্বর রাজজননীর দর্শনাশায় আকৃষ্ট হইয়া পরিমিত অনুচর সঙ্গে কোট্ট পরিদর্শন ছলে দুর্গে আরোহণ করিলেন। ১৯৭১

তিনি অবরোহণ করিলেন, চিত্ররথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজকর ও নানা উপহার সহ রাজসমীপে উপনীত হইলেন। ১৯৭২

কিন্তু রাজা তাহার পর আদরপটু দ্বারপতি উদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শত্রু জয়ার্থ কূটনীতি প্রয়োগ করিলেন। ১৯৭৩

যখন যুদ্ধ বিগ্রহ শান্ত ভাব ধরিল, লোঠন ও পদ্মরথের সমীপস্থ, তখন যুবা ভূপতি মল্লার্জ্জুন একটু পাদ প্রসারিত করিয়া বাঁচিলেন। ১৯৭৪

উদূঢ়বান্ সোমলাখ্যাং তাং পদ্মরথকন্যকাম্।
উপযেমে ধৃতায়ামো নাগপালাত্মজামপি ॥ ১৯৭৫
তস্মাদহংক্রিয়ামূঢাল্লেভিরে গূঢ়কৈতবাঃ।
ভূভুজঃ সোমপালাদ্যা ভৃত্যভাবেন বেতনম্ ॥ ১৯৭৬
কবিগায়নজল্পাকযোধচারণচেষ্টিতৈঃ।
বহবো মুমুষুর্ধূর্ত্তাস্তেপি তং রাজবীজিনঃ ॥ ১৯৭৭
স বাল্যাল্লিপ্সরীপাকপ্রজ্ঞো দৃষ্টো রটন্ বহু।
জজ্ঞে বাক্প্রৌঢ়িমাত্রেণ বালিশৈঃ কুশলাশয়ঃ ॥ ১৯৭৮
কেতোরিবান্তদ্রহেতোঃ প্রদীপ্তং বদনং বিনা।
অনিষ্টুরাকৃতের্দৃষ্টং তস্যান্যত্র ন সৌষ্ঠবম্ ॥ ১৯৭৯

পদ্মরথের কন্যা সোমলাকে বিবাহ করিয়া প্রতিপত্তি প্রসার হেতু পুনশ্চ নাগপালের দুহিতাকেও বিবাহ করিলেন। ১৯৭৫

অহঙ্কারোন্মত্ত মল্লার্জ্জুন সোমপাল প্রভৃতি রাজন্যগণকে ভৃত্যবৎ বেতন দিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা গোপনে তাঁহারই বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিল। ১৯৭৬

কত শত কবি, গায়ন, আখ্যানভাষী বাচাল, মল্ল, চারণ প্রভৃতি এবং রাজকুলজাত অনেকেই নানারূপে তাঁহার ধন লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ১৯৭৭

বাল্যকাল হইতে শিক্ষাভাবে তাঁহার প্রজ্ঞা পরিপক্ক হয় নাই। উচ্চৈঃস্বরে কথা কহাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করিতেন। মূর্খেরা তাহাই ভাবিত। ১৯৭৮

অমঙ্গলালয় ধূমকেতুর উজ্জ্বল মস্তক তুল্য তাঁহার বদন ভিন্ন আর

অত্রান্তরে নৃপঃ সুজ্জিং সংজগ্রাহোগ্রবিক্রমম্।
মা ভূন্মল্লার্জ্জুনেনাপি শ্রিতোসাবিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৯৮০
নির্ব্বাসনে প্রবেশে চ প্রভুঃ সুজ্জেস্ততোধিকম্।
তাৎকলিকীং প্রতোহারঃ শক্তিং কাংচিদদর্শয়ৎ ॥ ১৯৮১
স কম্পনাস্থধাকারস্রজ রাজবিসর্জ্জিতাম্।
বিতরন্সুজ্জয়ে রাজস্থানকার্যস্রজং বিনা ॥ ১৯৮২
নিস্তোষায় গৃহায়াতসোমপালানুরোধতঃ।
প্রসীদত্বামহঁস্তেন নিজজুটস্রজং মদাৎ ॥ ১৯৮৩
আকৃষ্য প্রদদৌ তস্য তৎপ্রাপ্তিপরিতোষিণঃ।
আপ্যায়মর্দ্রয়া দৃষ্ট্যা যৎসংপদ্বাকৃধো ব্যধাৎ ॥ ১৯৮৪

কোন অঙ্গই সৌষ্টব সম্পন্ন ছিল না। তাঁহার আকৃতি নিতান্ত মন্দ ছিল না। ১৯৭৯

এই অবসরে রাজা জয়সিংহ সুজ্জিকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন; তাঁহার আশঙ্কা ছিল মল্লার্জ্জুনও সুজ্জির সাহায্য পাইতে পারে। ১৯৮০

সুজ্জিকে নির্ব্বাসিত করা কিংবা স্বদেশে পুনরানয়ন বিষয়ে প্রতিহার লক্ষক সর্ব্বময় প্রভু হইলেও, এক্ষেত্রে কিন্তু সবিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৯৮১

তিনি রাজপ্রদত্ত কম্পনাধীশত্ব-মাল্য সুজ্জিকে দিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ভবনাগত রাজা সোমপালের অনুরোধে সুজ্জিকে রাজস্থানের প্রাড়্‌বিবাকত্ব না দিয়াও সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চ সত্বরে স্বীয় মস্তক হইতে জটমাল্য উন্মোচন করি' তাহাকে

ভত্রে হিতায় সৌহার্দ্দং বিধুযোদয়ধন্বয়োঃ।
অভজদ্ভিল্‌হণঃ সুজ্জেঃ প্রবেশে প্রতিলোমতাম্ ॥ ১৯৮৫
প্রত্যুদ্গমেন সংমান্য সুজ্জিং প্রাবেশয়ন্নৃপঃ।
দেশান্নিরাস্থদ্ধন্যাদীন্মানসান্ন তু তদ্গিরা ॥ ১৯৮৬
কৃতাগাঃ ক্ষ্মাপতৌ লব্ধক্ষণে তীক্ষ্ণৈর্জ্জিঘাংসতি।
কোষ্ঠেশ্বরঃ পলায়িষ্ট জ্ঞাতোদন্তস্তদন্তিকাৎ ॥ ১৯৮৭
আস্কন্দায়োগেতে রাজ্ঞি গৃহিতমনুজেশ্বরে।
স্বপক্ষভেদোপহতঃ সোথ দেশান্তরং যযৌ ॥ ১৯৮৮

প্রসন্ন মনে দিলেন। ইহাতে সুজ্জি আপ্যায়িত হইলেন, তাঁহার নয়ন আর্দ্র হইল, যেন তাঁহার ভাগ্য-তরু উদ্গত হইল। ১৯৮২-৮৪

সুজ্জির পুনরাগমনে বিল্‌হণ প্রভুর হিত সাধনার্থ উদয় ও ধন্যের সৌহার্দ্দ বর্জ্জন পুরঃসর ভাবান্তর ধারণ করিলেন। ১৯৮৫

নৃপতি স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন করিয়া সসম্মানে সুজ্জিকে শ্রীনগর প্রবেশ করাইলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে ধন্যাদিকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন, কিন্তু হৃদয় হইতে অপসারিত করেন নাই। ১৯৮৬

কৃতাপরাধ কোষ্ঠেশ্বর যেমন জানিতে পারিলেন ভূপতি তাঁহাকে গুপ্তঘাতক হস্তে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তিনি অমনি পলায়ন করিলেন। ১৯৮৭

যখন রাজা মনুজেশ্বরকে হস্তগত করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন, কোষ্ঠেশ্বর গৃহভেদ বশতঃ হতবল হইয়া দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। ১৯৮৮

লোঠনস্তু নিজগ্রাহৈ কাংশ্চিদালম্ব্য ঠকুরান্।
বপ্পনীলাভিধে স্থানে বসন্মল্লার্জ্জুনং বলাৎ ॥ ১৯৮৯
তত্র দৃষ্টমসংভাব্যমেবাস্ত খলু পৌরুষম্।
পরিভ্রষ্টোপি যদ্বদ্ধপদং তমজয়ৎসদা ॥ ১৯৯০
জহার তুরগাংল্লুণ্ঠিং চকারাট্টিলিকাপণে।
মার্গদ্রঙ্গাদিভঙ্গং চ সর্ব্বংসর্ব্বত্র সোকরোৎ ॥ ১৯৯১
রাজরাজাভিধানেন ডামরেণার্থিতস্ততঃ।
কশ্মীররাজ্যসংপ্রাপ্ত্যৈ ক্রমরাজ্যমগাহত ॥ ১৯৯২
তদবেত্য সমীপস্থে হতে চিত্ররথেন সঃ।
তস্মিন্‌বস্তে প্রযয়ৌ বপ্পনীলভুবং পুনঃ ॥ ১৯৯৩

লোঠন বপ্পনীল নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় থাকিয়া কতিপয় ঠাকুরের (প্রধান) সহায়তায় মল্লার্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ১৯৮৯

এই সময়ে তাঁহার প্রকৃত শৌর্য্য প্রকাশিত হয়, তিনি তদবস্থায়ও পদস্থ মল্লার্জ্জুনকে পরাজিত করেন। ১৯৯০

তিনি তুরঙ্গ সকলঅপহরণ করিলেন, অট্টালিকায় বিপণি লুণ্ঠন করিলেন এবং সর্ব্বস্থানে পথিমধ্যে চৌকি দ্রঙ্গা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। ১৯৯১

রাজরাজ নামক ডামরের প্রার্থনায় তিনি ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিলেন, কাশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তি উদ্দেশ্য হইল। ১৯৯২

যখন শুনিলেন উক্ত লবন্য চিত্ররথের সমীপে আসিয়া নিহত হইয়াছে, তিনি পুনর্ব্বার বপ্পনী অঞ্চলে গমন করিলেন। ১৯৯৩

তস্মিন্নাস্কন্দমসকৃদ্দদত্যট্টিলিকামপি।
অবরোদ্ধুমশক্তোভূৎকোট্টে মল্লার্জ্জুনো বসন্॥ ১৯৯৪
ভ্রাতৃব্যেণ পিতৃব্যস্য দাপয়িত্বা ধনং বহু।
ততঃ কোষ্ঠেশ্বরো যাত্রাসজ্জঃ সন্ধিং ন্যবন্ধয়ৎ॥ ১৯৯৫
লোহরে বিহিতস্থৈর্য্যে গৃহীত্বা লোঠনং ততঃ।
কশ্মীরোর্ব্যাং পপাতাসৌ বিজিগীষুঃ ক্ষমাভুজা॥ ১৯৯৬
গিরীনুল্লঙ্ঘ্য কার্কোটদ্রঙ্গে বিহিতবান্পদম্।
নিপত্য মার্গেনুদ্ধাতে যাবদন্যৈশ্চ ডামরৈঃ॥ ১৯৯৭
নাবাপ যোগং নির্গত্য ক্ষিপ্রকারী ক্ষমাপতিঃ।
সর্ব্বোদ্যোগেন তং তাবদুত্থানোপহতং ব্যধাৎ॥ ১৯৯৮

তিনি পুনঃপুনঃ লোহর আক্রমণ করিতেছেন তথাপি মল্লার্জ্জুন লোহর দুর্গ হইতে অট্টিলিকায় অবতরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। ১৯৯৪

কোষ্ঠেশ্বর যুদ্ধ যাত্রায় সসজ্জ হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র মল্লার্জ্জুন ও পিতৃব্য লোঠনের বিবাদ ভঞ্জন করতঃ সন্ধি স্থাপন করিলেন; মল্ল লোঠনকে বহুধন প্রদান করিলেন। ১৯৯৫

লোহর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি লোঠনকে লইয়া রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধ বাসনায় কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ১৯৯৬

তিনি বহু গিরি লঙ্ঘন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্কোটদ্রঙ্গে উপনীত হইলেন; তথায় অপরাপর ডামরদিগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই রাজা জয়সিংহ ক্ষিপ্রগতিতে সবেগে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। ১৯৯৭।৯৮

অত্রান্তরে প্রতীহারঃ প্রাপান্তময়পীড়য়া।
ন সম্পৎস্বল্পপুণ্যানামনপায়িত্বমায়ুষঃ॥ ১৯৯৯

উৎসারণপ্রিয়তয়া পরিরুদ্ধসর্ব্ব-
দ্বারে গৃহে নিয়মুরোধতয়া বসন্তঃ।
সম্পল্লঘূকৃতধিয়োপ্রতিবপ্রবৃত্তে-
র্দ্ধিগ্ জানতে ন রভসান্নিয়তের্নিপাতম্॥ ২০০০

কুর্ব্বাণোৎসারণং তস্য গৃহজা সততং নৃণাম্।
নাজ্ঞাসীৎসুখভুপ্তস্য পৃষ্ঠে পতিতমন্তবম্॥ ২০০১
জ্বরিতঃ স হি নিষ্ঠ্যূতজ্বরঃ স্বপিতি বিজ্বরঃ।
বিদিত্বেতি ন বিজ্ঞাতঃ স্বপন্নেব মৃতস্তদা॥ ২০০২

এই সময়ে প্রতীহার যক্ষ্মক পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অল্পপুণ্য লোকে দীর্ঘজীবী হইয়া সম্পৎ ভোগ করে না। ১৯৯৯

ধন সম্পদ্ লাভে চিত্ত দুর্ব্বল হয়; তাদৃশ দুর্ব্বল হৃদয় ব্যক্তি জানে না নিয়তির গতি কেহ রোধ করিতে পারে না; মূঢ়েরা গৃহের দ্বার-রুদ্ধ করতঃ নিয়তিকে যেন অপসারিত করিয়া বাস করে। কিন্তু নিয়তি হঠাৎ আসিয়া পড়ে। ধিক্ মূঢ়তাকে। ২০০০

তদীয় সমাগত জনতাকে সর্ব্বদা অপসারিত করিতেন। কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই, যে সুখসুপ্ত পতির পৃষ্ঠে শমন পতিত হইয়াছেন। ২০০১

প্রতীহার জ্বরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, বিজ্বর অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছেন মনে করিয়া কেহ ভাবে নাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ২০০২

সলোঠনে কোষ্টকেথ প্রয়াতে নৃপতিঃ পুনঃ।
ন স মল্লার্জ্জুনো নাপি কোষ্টকো ন স লোঠনঃ ॥ ২০০৩
ছদ্মনোদয়নং পার্শ্বস্থিতং মল্লার্জ্জুনোবধীৎ।
তস্মৈ চুক্রোধ মাধ্যস্থ্যে স্থাপিতস্তেন কোষ্টকঃ ॥ ২০০৪
অনুনিন্যে ন তং খিন্নং স সংভৃতবলস্ততঃ।
অভিষেণয়িতুং ক্রোধাদধাবৎসহ লোঠনম ॥ ২০০৫
কোষ্টকো মল্লকোষ্টাদ্যৈর্ম্মিতৈর্যুক্তোপি সাদিভিঃ।
তীর্ত্বা পয়োষ্ণীং তৎসেনাং নির্ম্মমাথাপ্রমাথিনীম্ ॥ ২০০৬
হতেষু তেষু সংগ্রামে খসসৈন্ধবকাদিষু।
বধং প্রাপ্তঃ সিংহভূভৃদ্দেষান্ন স নৃপো হতঃ ॥ ২০০৭

লোঠনের সহিত কোষ্ঠক প্রস্থান করিলে কি মল্লার্জ্জুন কি লোঠন, কি কোষ্ঠক, লোহরে কাহারও আধিপত্য ছিল না। ২০০৩

যেহেতু মল্লার্জ্জুন নিকটস্থিত উদয়নকে ছলপ্রয়োগে বধ করেন, উদয়নের রক্ষাকল্পে কোষ্টকই দায়ী ছিলেন, সুতরাং কোষ্ঠক মল্লার্জ্জুনের উপরে কুপিত হইলেন। ২০০৪

কিন্তু মল্লার্জ্জুন খিন্ন কোষ্ঠককে কোনরূপ অনুনয় করিলেন না; ইহাতে কোষ্ঠক ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক লোঠনকে লইয়া মল্লার্জ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ২০০৫

কোষ্ঠক কেবলমাত্র মল্লকোষ্টক ও অল্প সংখ্যক সাদী সৈন্যসহ পয়োষ্ণী পার হইয়া যুদ্ধ করিলেন এবং মল্লার্জ্জুনের অকর্ম্মণ্য সৈন্য পরাভূত করিলেন। ২০০৬

সেই যুদ্ধে অনেক খশ, সৈন্ধবাদি সৈনিক নিহত হয়;

আরূঢ়ঃ কোট্টমূর্দ্ধানং মানমূর্দ্ধঃ পরিচ্যুতঃ।
ভগ্নপ্রতাপো ভূয়োঽপি সমধত্ত স কোষ্টকম্ ॥ ২০০৮
বিসৃজ্য লোঠনং তিষ্ঠন্নির্বৈরমগমৎপুনঃ।
অনির্ব্বাহিতদেয়েন তেন বৈধং স ডামরঃ ॥ ২০০৯
বদ্ধাধিকারিণঃ শুল্কং গৃহ্নতাকারি রাজবৎ।
তেন স্বনাম্না ভাণ্ডেষু দ্রঙ্গে সিন্দুরমুদ্রণম্ ॥ ২০১০
জতুসংহতয়োঃ কাচকলশীদলয়োরিব।
ক্ষণে ক্ষণে সন্ধিভঙ্গস্তয়োঃ সমুদপদ্যত ॥ ২০১১
বিবুদ্ধিশূন্যৈর্ব্বাগ্রৌক্রৈর্ব্বিরাগং লোহরেশ্বরঃ।
নিন্যে লবন্যং সোঽপ্যেনং স্পর্দ্ধাবন্ধৈরণঙ্কুশৈঃ ॥ ২০১২

মল্লার্জ্জুনকে নিহতপ্রায় করিয়াও শত্রুরা সিংহরাজের প্রতি দ্বেষ বশতঃ ছাড়িয়া দিল। ২০০৭

তখন তিনি সম্মান চূড়া চ্যুত হইয়া দুর্গপ্রাসাদ চূড়ায় উঠিলেন, এবং কোষ্টককে পুনঃ প্রসন্ন করিলেন। ২০০৮

ডামর কোষ্টেশ্বর লোঠনকে পরিত্যাগ করায় কিছুকাল শান্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু মল্লার্জ্জুন তাহাকে প্রার্থিত অর্থ প্রদান না করায় সে পুনর্ব্বার বিরোধ বাধাইয়াছিল। ২০০৯

সে দ্রঙ্গা (ঘাটি) স্থিত কর্ম্মচারীদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজার ন্যায় শুল্ক আদায় করিতে লাগিল, এবং পণ্য দ্রব্যের উপরে নিজ নামের সিন্দুর চিহ্ন দিতে লাগিল। ২০১০

যেমন যৌ সংযোগে কাচ পাত্র বহুক্ষণ সংলগ্ন থাকে না, সেইরূপ তাহাদিগের (মল্লার্জ্জুন ও কোষ্টক) সন্ধি ক্ষণ-ভঙ্গুর ছিল। ২০১১

অনর্থক রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া লোহরেশ্বর লবন্য কোষ্টককে

ডামরেণ ততো দত্তাস্কন্দং তৎকটকান্তরম্।
পরার্দ্ধ্যায়ুধধুর্যাশ্বহরণাৎস্তজরং কৃতম্॥ ২০১৩
দত্তাত্তসম্পরায়ত্যাং বিষমৈর্হঠপৌরুষৈঃ।
এবং তং কোষ্টকো মূঢ়ঃ সুখোচ্ছেদং ব্যধাদ্দ্বিষাম্॥ ২০১৪
তনয়াদানসংবন্ধাচ্ছ্বশুরং মুখ্যমন্ত্রিণম্।
অত্রান্তরে নৃপো হন্তুং মাঞ্জিকং স ব্যচিন্তয়ৎ॥ ২০১৫
আসীৎকঠোরতাকৃণ্যাত্তরঙ্গিতমনোভবঃ।
সুব্যক্তং স হি তম্মাতুরৌপপত্যেন সংমতঃ॥ ২০১৬
আহারাবসরে তীক্ষ্ণাঃ কৃতসংজ্ঞাঃ ক্ষমাভুজা।
দত্তপ্রহরণাঃ প্রাণৈর্ভ্রংশানং তং ব্যয়োজয়ন্॥ ৩০১৭

বিরক্ত করেন, এবং স্বয়ং ও তাহার অপ্রতিহত স্পর্দ্ধা দেখিয়া বিরক্ত হন। ২০১২

তদনন্তর ডামর কোষ্টক রাজসৈন্য আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট অস্ত্র, অশ্ব, বাহনাদি অপহরণ করিয়াছিল। ২০ ৩

এইরূপে নিয়ত আক্রমণে বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া মূর্খ কোষ্টক রাজা জয় সংহেবই শত্রুর সুখোচ্ছেদ করিতেছিল। ২০১৪

মাঞ্জিক মল্লার্জ্জুনকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার শ্বশুর হইয়াছিলেন; এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন; এই সময়ে লোহরপতি তাঁহাকেই বধ করিবার উপায় ভাবিতেছিলেন। ২০১৫

মাঞ্জিক যুবাপুরুষ ছিলেন। কামবশে মল্লার্জ্জুনের জননীর প্রেম পাত্র হইয়া পড়েন। ২০২৬

তিনি যখন ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে গুপ্ত ঘাতকেরা রাজার ইঙ্গিতক্রমে অস্ত্রাঘাতে তাঁহার প্রাণনাশ করে। ২০১৭

ধুন্বন্নসিপটং বদ্ধবীরপট্টো রটন্নহ।
নির্লুণ্ঠয়ন্স তৎসেনাং তাং তামারভটীং ব্যধাৎ॥ ২০১৮
অবাশিষ্যত ন দ্রোহমধ্যাদিন্দারকোপ্যহো।
রাজ্ঞা বিশমিতস্তেন রসদানেন স স্বয়ম্॥ ২০১৯
দৈবেনোৎসারিতারাতিস্থিতঃ সিংহমহীপতিঃ।
সংদধে কোষ্টকং সুজ্জিং প্রাহিণোদ্বিজয়ায় চ॥ ২০২০
মার্গস্থ যামমাত্রেণ গমাস্ত্যাস্তিকমাপ সঃ।
যাবত্ত্বশ্বহরণাৎকোষ্টকেনাকুলীকৃতঃ॥ ২০২১
অন্তর্ভেদাকুলস্তাবৎপ্রত্যবস্থাতুমক্ষমঃ।
গৃহীতকোশঃ সংত্যজ্য কোটিং মল্লার্জ্জুনো যযৌ॥ ২০২২

তৎপরে বীরপাটা বাঁধিয়া অসি ঘুরাইয়া উচ্চ নিনাদ তুলিয়া বহু প্রকার বীরপণা দেখাইয়া রাজা মাণিক্যের সৈন্য লুণ্ঠন করিলেন। ২০১৮

এমন কি রাজদ্রোহ লিপ্ত বলিয়া ইন্দারকও নিষ্কৃতি পান নাই। রাজা স্বয়ং বিষ দানে তাঁহাকে বিনাশ করেন। ২০১৯

তদনন্তর মহীপতি জয়সিংহ শত্রুকুলকে দৈবহস্তে বিপন্ন দেখিয়া কোষ্টককে স্বপক্ষে আনয়ন করেন, এবং লোহর বিজয়ার্থ সুজ্জিকে প্রেরণ করিলেন। ২০২০

তিনি প্রহরমাত্র পথ প্রয়াণ করিলে মল্লার্জ্জুন তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না কারণ কোষ্টক তদীয় অশ্বগুলি ইতঃপূর্ব্বেই অপহরণ করিয়া তাঁহার বলহ্রাস করিয়াছিল। গৃহবিচ্ছেদেও তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, উপায়ান্তর না দেখিয়া ধনরত্ন গ্রহণ-পূর্ব্বক লোহর কোট পরিত্যাগ করেন। রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, পথিমধ্যে

রাজ্যভ্রষ্টঃ স নির্লুণ্ঠ্যমানো মার্গেষু তস্করৈঃ।
অবনাহোন্মুখো রক্ষন্‌কোশশেষং কথংচন॥ ২০২৩
ভ্রষ্টমষ্টাদশশরদ্দেশ্চাষ্টমবৎসরে।
রাজ্যাত্তেন দ্বিতীয়স্যাং বৈশাখস্যাসিতেঽহনি॥ ২০২৪

দাতা শিখামৃতরুচেরমৃতং বিলক্ষ-
কার্পণ্যকৃৎসমিতি লূনশিরাঃ কৃতশ্চ।
ঈশেন যত্র তদকার্যুপকর্তুরস্ত
তত্রাপরঃ ক ইব সংনিহিতদ্বিজিহ্বঃ॥ ২০২৫
মুক্তা ইমা ইতি জলং নলিনেষু লীনং
জ্ঞাতৃত্বমেতদিতি জাড্যমিনেষু লগ্নম্।
যজ্জায়তে কিমপি হন্ত বিমোহনী সা
শক্তিঃ শ্রিয়ঃ স্ফুরতি কাপি তদাশ্রয়ায়াঃ॥ ২০২৬

তস্করেরা তাঁহার ধনরাশি লুণ্ঠন করিল; তিনি যৎকিঞ্চিৎ ধনমাত্র লইয়া অবনাহ অভিমুখে চলিলেন। ২০২১—২০২৩

লৌকিকাব্দের (৪২০৮) অষ্টম বৎসরে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ায় মল্লার্জ্জুন অষ্টাদশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রমে রাজ্যচ্যুত হন। ২০২৪

যিনি সুধাকর শেখরকে অমৃত দান করিয়াছিলেন তাঁহারই শিরচ্ছেদন করেন স্বয়ং মহেশ্বর; যখন দেখা যাইতেছে উপকারী জনের প্রত্যুপকার করণে অহিভূষণ ঈশ্বরেরই এই ব্যবহার তখন খলের কথা কি? ১০২৫

নলিনী দল গত জলকণা দেখিয়া লোকে মুক্তা ভ্রম করে, আঢ্য-জড় বিজ্ঞতার খ্যাতি লাভ করে ইহাও তি হয়

স্বস্ত্যদ্ভুতপ্রহরণা বিপিনেষু কেপি
ঘ্রাণেন কেচন দৃশাথ রসজ্ঞয়ান্যে।
তে কেপি সন্তি তু নরেন্দ্রগৃহেষু হিংস্রা
বাচৈব যে বিরচয়ন্তি কিলোপঘাতম্॥ ২০২৭

জ্যোতীরসাশ্মন ইবাশ্রিতমীশ্বরস্থ
নির্দ্দগ্ধুমিন্ধনমিবাগ্রগতং ন শক্তাঃ।
পশ্চাদ্ভবেত্তু হি স তৎপ্রসৃতাবকাশাঃ
কুর্য্যুঃ খলা রবিকরা ইব ভস্মশেষম্॥ ২০২৮

কাপিলং হর্ষটং কোট্টং নীতবাল্মণ্ডলেশিতাম্।
উদয়ৈঃ কোট্টভৃত্যানাং সংগ্রহং কম্পনাধিপঃ॥ ২০২৯

যে লক্ষ্মীশ্রীর আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতেই অবস্ত ও বস্ত হইয়া যায়। ২০২৬

অরণ্যমধ্যে অনেকানেক জন্তু বিচিত্র অস্ত্রে প্রাণিবধ করে, কেহ বা নাসিকা দ্বারা কেহ নয়নে, কেহ বা জিহ্বার সাহায্যে জীবননাশ করে, কিন্তু রাজপ্রাসাদ মধ্যে এমন হিংস্র পশু বাস করে যাহারা বাক্যমাত্রেই হনন সাধন করিয়া থাকে। ২০২৭

যেমন সূর্য্যরশ্মি আতসী প্রস্তর ব্যবহিত দারুখণ্ডকে দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ ধনশালী প্রভুর আশ্রিত জনকেও খলেরা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মণির পশ্চাতে পড়িলে কাষ্ঠ রবিকরে ভস্মীভূত হয়, প্রভুর দৃষ্টিপথের অতীত হইলেই খলহস্তে ভৃত্যও লাঞ্ছিত হয়। ২০২৮

কম্পনাধিপতি সুজ্জি কপিলতনয় হর্ষটকে আনাইয়া লোহর কোট্টের আধিপত্য দিলেন, এবং দুর্গরক্ষক কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ২০২৯

কুর্ব্বিএশ্চর্য্যাং পুনর্নেতুং মণ্ডলং তদ্ব্যলম্বত।
দিনানি কতিচিত্তত্র যাবৎ প্রকৃতিদুর্জনৈঃ॥ ২০৩০

বিটৈরহৃদ্যাবিষমৈঃ প্রসাদাবসরো নৃপঃ।
তাবৎকলুষতাং তস্মিন্‌ পঙ্কাপৈরনীয়ৎ॥ ২০৩১

রাজা ভবন্‌পরঃ কোহত্র সুবিচারদৃঢ়ক্রিয়ঃ।
এষোপি শিশুবদ্ধূর্ত্তহস্তে ধূর্ত্তৈঃ প্রনর্ত্তিতঃ॥ ২০৩২

শৈশবে বালিশপ্রায়ৈঃ সংস্তবৈর্জাড্যমর্পিতম্‌।
প্রৌঢ়াবপি ন বা যায়াদ্রাজ্ঞঃ কাঙ্ক্ষ্যং মণেরিব॥ ২০৩৩

ভৃত্যান্তরাপরিজ্ঞানমাত্রেণ জগতীভুজাম্‌।
নিরাগসো বজ্রপাতঃ কষ্টং রাষ্ট্রস্য জায়তে॥ ২০৩৪

লোহর রাজ্যের শৃঙ্খলা ও শান্তিস্থাপন মানসে কতিপয় দিবস যেমন তথায় বিলম্ব করিলেন, অমনি রাজধানীস্থিত চাটুকারেরা সুজ্জির অনিষ্ট সাধনোদ্দেশ্যে রাজার কর্ণে নানা কথা তুলিয়া রাজার চিত্ত কলুষিত করিয়া ফেলিল। ২০৩০। ২০৩১

যখন রাজা জয়সিংহই ধূর্ত্ত চাটুকারের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করিতেছেন, তখন অপর কোন্‌ রাজা বিচারপূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে স্বীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। ২০৩২

সম্ভবতঃ শৈশবকালে যে জড়তা মূর্খ পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সংক্রামিত হয়, মণিসংলগ্ন কৃষ্ণচিহ্নের ন্যায় তাহা প্রৌঢ় বয়সেও অপনীত হয় না। ২০৩৩

জগতীপতিগণ স্বীয় ভৃত্যগণের সদসদ্‌গুণ বিচারে ও তারতম্য নির্ণয়ে অক্ষম হইলে, রাজ্য মধ্যে নিরীহ প্রজাকুলের মস্তকে দুঃসহ বজ্রপাত হয়। ২০৩৪

কৃত্যেব্যবসিতেঽসাধ্যে হাস্যঃ স্যাল্লক্ষকাদিবৎ।
সুজ্জিঃ প্রায়োজি রাজাপ্তৈর্নির্জেতুমিতি লোহরম্ ॥ ২০৩৫
নির্ব্যূঢ়াদ্ভুতকার্য্যেঽথ তস্মিন্‌ব্রহ্মাস্ত্রতুল্যয়া।
অমোঘয়া প্রজহ্রুস্তে পাপাঃ পৈশুন্যবিদ্যয়া ॥ ২০৩৬
গাম্ভীর্য্যালক্ষ্যবিকৃতৈঃ প্রীত্যালাপৈর্মহীপতেঃ।
প্রত্যাগতঃ কলুষতাং নাজ্ঞাসীৎকম্পনাপতিঃ ॥ ২০৩৭
প্রকৃত্যা তস্য নিদ্রোহতয়া শঙ্কাস্তু তাদৃশম্।
প্রিয়ং কুর্ব্বতশ্চ স্যাদবিশ্বাসোঽথবা কথম্ ॥ ২০৩৮
প্রীতিরাসীন্ন নৃপতেস্তৎকৃত্যৈরুচিতৈরপি।
অপ্রিয়প্রমদালাপৈর্ব্বিরক্তস্যেব কামিনঃ ॥ ২০৩৯

মহীপতি যে সময় সুজ্জিকে লোহর বিজয়ে প্রেরণ করেন, দুষ্ট চাটুকারেরা ভাবিয়াছিল, সুজ্জি এই দুষ্কর কর্ম্ম সাধনে অপারগ হইয়া লক্ষকের ন্যায় উপহাস্য হইবেন। ২০৩৫

কিন্তু যখন সুজ্জি তাদৃশ দুষ্কর কর্ম্মও অনায়াসে সম্পন্ন করিলেন, তখন পাপিষ্ঠেরা খলতারূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল। ২০৩৬

কম্পনাপতি সুজ্জি বিজয় লাভানন্তর প্রত্যাগত হইলে, ভূপ। এরূপ মধুর আলাপ করিলেন যে, সুজ্জি রাজার কোনরূপ মনোমালিন্য অনুভব করিতে পারেন নাই ২০৩৭

বিশেষতঃ সাধু প্রকৃতিক সুজ্জি তাদৃশ দুষ্কর রাজকর্ম্ম সাধনের পর রাজার মুখে প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সন্দেহ করিবেন যে, রাজার চিত্ত কলুষিত হইয়াছে। ২০৩৮

সুজ্জির অনুষ্ঠিত কোন প্রিয় কর্ম্মেই রাজার প্রীতি ছিল না; অপ্রিয় প্রমদার আলাপে বিরক্ত প্রেমিক কখন সুখানুভব করে না। ২০৩৯

জিত্বা রাষ্ট্রদ্বয়ং প্রাদাং হারিতং নৃপতেরিতি।
বহুমানেন দর্পাচ্চ স্বচ্ছন্দং স ব্যবাহরৎ ॥ ২০৪০
পৌরানগারহরণাত্মপকারৈর্নিরঙ্কুশাঃ।
তদ্বন্ধবো বাধমানা বিরাগমনয়ঞ্জনম্ ॥ ২০৪১
নিজাগঃস্মরণাৎকোষ্টেশ্বরো ন ব্যশ্বসীন্নৃপে।
ন পিতৃব্যেপি ভূপালকোপানিঙ্ক্ষুবিক্রিয়ে ॥ ২০৪২
কোশং প্রজোপতাপেন সংচিন্বন্সুজ্জিনাপ্সমম্।
সংবন্ধকৃচ্চিত্ররথো নাভূদভিমতঃ প্রভোঃ ॥ ২০৪৩
ধন্যোদয়ৌ নৃপঃ সুজ্জিদাক্ষিণ্যালক্ষ্যসৌহৃদঃ।
অপুষ্ণ দ্রবিণৈর্গূঢ়ং রাজপুর্য্যাং কৃতস্থিতী ॥ ২০৪৪

সুজ্জি ভাবিতেন আমি রাজাকে দুইটি নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছি, সুতরাং দর্পবশতঃ তিনি স্বাধীনভাবে চলিতেন। ২০৪০

তদীয় বান্ধবগণ পুরবাসীদিগের গৃহাদি হরণ করায় এবং অব্যাহতরূপে নানাবিধ অত্যাচারপূর্ব্বক সাধারণ লোকের চিত্তেও বিরাগ জন্মাইয়াছিল। ২০৪১

কোষ্টেশ্বর নিজ দুষ্কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া রাজা এবং নিজের খুল্লতাত মনুজেশ্বরকে বিশ্বাস করিত না। কারণ রাজা যখন তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, তখনই মনুজেশ্বর বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিত। ২০৪২

চিত্ররথ প্রজা পীড়ন দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করিলেও এবং সুজ্জির সহিত বিবাহসূত্রে কুটুম্বিতায় সংবদ্ধ হইলেও রাজার প্রিয়পাত্র ছিল না। ২০৪৩

যদিও রাজা সুজ্জির জন্য প্রকাশ্যে রাজপুরীস্থিত ধন্য এবং উদয়ের

তৌ চাবালগতৌ শীতজ্বরনষ্টপরিচ্ছদৌ ।
মল্লার্জুনস্য সাম্রাজ্যভ্রংশেপি বিপুলশ্রিয়ঃ ॥ ২০৪৫
সুজ্জিদ্বেষাৎপুরা হৃতৌরাহূতো লক্ষ্মকেণ যঃ ।
আগচ্ছৎসঞ্জপালঃ স প্রাপ রাজপুরীং তদা ॥ ২০৪৬
সুজ্জিচিত্ররথাভ্যাং তং রুদ্ধচেষ্টেন ভূভুজা ।
অবিসৃষ্টপ্রবেশাজ্ঞং দূতৈর্মল্লার্জুনোহ্বয়ৎ ॥ ২০৪৭
তন্নির্গিতং স কেনাপি সামন্তেন মহাধ্বনি ।
সংজাতকলহে শস্ত্রক্ষতো লজ্জ্যা ব্যযুজ্যত ॥ ২০৪৮

প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, তথাপি গোপনে উভয়কে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ২০৪৪

মল্লার্জ্জুন রাজ্যচ্যুত হইলেও বিপুল বিভবশালী ছিলেন। ধন্ব এবং উদরের অনুচরেরা শীতজ্বরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, উভয়ে মল্লার্জ্জুনের প্রসাদভিখারী হইয়াছিল। ২০৪৫

লক্ষ্মক সুজ্জির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়া সঞ্জপালকে ফিরিয়া আসিতে বলিয়াছিল—এই সময়ে সঞ্জপালও রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২০৪৬

সুজ্জি ও চিত্ররথ কর্ত্তৃক রাজা রুদ্ধচেষ্ট হইয়া তাহাকে (সঞ্জপালকে) প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দেন নাই। মল্লার্জ্জুন দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে (সঞ্জপালকে) আমন্ত্রণ করেন। ২০৪৭

সেই জন্য পথিমধ্যে জনৈক সামন্তের সহিত বিবাদ হওয়ায় ন আহত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিলেন। ২০৪৮

তথাভূতমপি স্বর্ণং ভূর্য্যীকৃত্য নাশকং।
যত্তং মল্লার্জুনো নেতুং কার্যজ্ঞৈস্তদপূজ্যত ॥ ২০৪৯
সোহস্বতন্ত্রেণ রাজ্ঞা চ সৌজন্যাদ্রিল্‌হণেন চ।
দূতৈঃ প্রচ্ছন্নমাহূতো রভসাদায়যৌ ততঃ ॥ ২০৫০
ন ঘ্নন্ত্যত্র চেদ্ধন্যমন্যত্রেতি চিন্তয়ন্‌।
অমিত্রবিষমে মার্গে পুরং সাহসিকোবিশৎ ॥ ২০৫১
স কন্যকুব্জগৌড়াদিমণ্ডলেষু মহীভুজাম্‌।
স্পর্ধয়া লব্ধসংকারো ভূপতের্মন্ত্রিণাং ত্রিতাম্‌ ॥ ২০৫২
অনবাপ্য নিজে দেশে সৎক্রিয়াং দুঃখিতোভবৎ।
রাজ্যাংশস্থিতৈকৈঃ পৌরৈঃ প্রস্তুতাস্ক ব্যালোক্যত ॥ ২০৫৩

তিনি ঐরূপ দুরবস্থাপন্ন হইলেও, মল্লার্জ্জুন ভূরি প্রমাণ স্বর্ণ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে না পারায়, কার্য্যজ্ঞেরা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল। ২০৪৯

রাজ্য স্বাতন্ত্র্য হীনতাবশতঃ এবং রিহ্লণ সৌজন্যার্দ্র হইয়া দূত দ্বারা গোপনে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করায়, তিনি সত্বর তথায় গমন করিয়াছিলেন। ২০৫০

সজ্জপাল সাহসের সহিত নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শত্রুসঙ্কুল রাজপথে আসিবার সময় ভাবিয়াছিলেন—"শত্রুরা যদি আমাকে পথিমধ্যে নিহত না করে, রাজপুরীতেও হত্যা করিতে পারে"। ২০৫১

তিনি কান্যকুব্জ গৌড় প্রভৃতি দেশের রাজাদিগের নিকট স্পর্দ্ধা সহকারে সৎকারলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশে মন্ত্রিদিগের

ভূপালোগণয়িত্বাথ মন্ত্রিণো দত্তদর্শনঃ।
ভেজে স্বহস্ততাম্বূলদানপ্রক্রিয়য়ৈব তম্॥ ২০৫৪
নিষ্কিঞ্চনোপি সংখ্যাতিমাত্রেণানুগতো জনৈঃ।
যাতায়াতং নৃপগৃহে কুর্বঞ্চক্রনকম্পয়ৎ॥ ২০৫৫
ব্যাহারব্যবহারাদি ব্যালোক্যালৌকিকাকৃতেঃ।
পুরুষান্তরবিৎস্য ভিক্ষুস্তস্য স্বৈরমবেপত॥ ২০৫৬
দধ্যৌ সোথ ধ্রুবং রাষ্ট্রৈশ্বর্যসর্বংকষক্রিয়ম।
নৈর্ঘ্যমবাদ্ভুতং ভূতমেতাদৃক্শান্তিমেষ্যতি॥ ২০৫৭

প্রতিকূলতার রাজা কর্তৃক সৎকার প্রাপ্ত না হওয়ায় দুঃখিত হইয়াছিলেন। এবং রাজধানীর পৌরজনেরা সাশ্রুলোচনে তাঁহাকে দেখিতেছিল। ২০৫২—২০৫৩

ভূপাল মন্ত্রিগণকে উপেক্ষা করিয়া সত্বর সজ্ঞপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে তাম্বুলদান প্রক্রিয়দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ২০৫৪

সজ্ঞপাল নির্ধন হইলেও, খ্যাতিবশতঃ লোকে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। নৃপ গৃহে যাতায়াত করাতে শত্রুরা কম্পিত হইয়াছিল। ২০৫৫

লোকচরিত্রজ্ঞ ভিক্ষু, সজ্ঞপালের অলৌকিক আকৃতি, আলাপন-প্রণালী এবং রীতি নীতি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ২০৫৬

ভিক্ষু মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, এইরূপ অদ্ভুত ব্যক্তি ইহাতেই শান্তিলাভ করিবেন না, পরন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রভুত্ব নাশ করিবেন। ২০৫৭

তাংস্তান্দেশান্তরে বীরানুৎসিক্তান্‌দৃষ্টবান্‌ স চ।
তং পর্যালোচ্য বিশ্রান্তিং সোৎসোকানামমন্যত ॥ ২০৫৮
ভবিতব্যতয়া দর্পেণাথ নীতঃ স্বতন্ত্রতাম্‌।
পরিবাদাবহং সুজ্জিস্ততো যত্তদ্ব্যবাহরৎ ॥ ২০৫৯
স্বাহুগৈলুণ্ঠিতং রুক্ষমাচক্ষাণং রুষা দ্বিজম্‌।
প্রাসৈর্মড়বরাজ্যস্থঃ স সৃগালমিবাবধীৎ ॥ ২০৬০
বাহ্যে কুলমর্ণা তেন বিপ্লাব্য জনমাগতম্‌।
তং প্রত্যুগ্রক্রিয়ং লোকো বিরাগং নগরেঽপ্যগাৎ ॥ ২০৬১
অত্রান্তরে বন্ধুমেকং বধুঃ কমলিয়াদয়ঃ।
অগণ্যপ্রায়মুৎসেকাদুত্তমপ্রক্রিয়াস্পদম্‌ ॥ ২০৬২

সে (সুজ্জি) দেশান্তরে অনেক গর্ব্বিত বীর দেখিয়াছিল, কিন্তু ইহাকে (সঙ্গপালকে) দেখিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছিল যে, সকল বীরের গর্ব্বই ইহার নিকটে বিশ্রান্ত হইয়াছে। ২০৫৮

ভবিতব্যতা প্রযুক্ত তথায় (মড়বরাজ্যে) নীত হইয়া সুজ্জি সদর্পে স্বাধীনভাবে পরিবাদসূচক কুব্যবহার করিয়াছিল। ২০৫৯

মাড়বরাজ্যে তদীয় অনুচরেরা জনৈক ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করাতে সে পরুষবাক্য প্রয়োগ করে। তাহাতে সুজ্জি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসদ্বারা শৃগালের ন্যায় তাহাকে বধ করে। ২০৬০

কুকর্ম্মের দ্বারা রাজধানীর জনসাধারণে মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া তিনি নগরে আসিলে, নগরবাসীরও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল। ২০৬১

অনন্তর গর্ব্বোন্মত্ত কমলিয়া প্রভৃতি তাহাদিগের জনৈক নগণ্য বন্ধুকে উত্তম প্রক্রিয়াস্পদ করিয়াছিল। ২০৬২

ময়ি সত্যপরোপি স্যাৎকিমনুগ্রাহকঃ স্মরাৎ।
অকারি চারণপ্রাপ্তবাদৃকোপীতি সুজ্জিনা ॥ ২০৬৩

সংজাতয়ৌনসংবন্ধবন্ধঃ কমলিয়াদিভিঃ।
অথাস্তাক্ষিপথোভার্থং সামর্থ্যাদ্রিল্হণোপ্যভূৎ ॥ ২০৬৪

অন্যেন হেতুনোদ্ভূতং বৈরতং তেষাং চ তস্য চ।
খলপৈশুনসেকৈস্তৎ প্রাপাশু শতশাখতাম্ ॥ ২০৬৫

প্রকৃত্যোৎসিক্তমুৎসেকাবহৈঃ সমুদদীপিপৎ।
দুং স্থৈর্বিগ্রহৈশ্চাগ্রে সাহদেবিস্তমুল্হণঃ ॥ ২০৬৬

অসমানাং সহাস্মাভিঃ ক্ষমতে সমশীর্ষিকাম্।
কৃতয়োয়মিতি স্বৈরং মন্যুং রাজ্যপি সোগ্রহীৎ ॥ ২০৬৭

গর্ব্বিত সুজ্জি ভাবিয়াছিল, আমি ছাড়া আর অন্য কে অনুগ্রাহক হইতে পারে? সে অনেক ভবপুরে চারণকে উক্ত উত্তমপ্রক্রিয়াস্পদের সমান পদবীতে আরূঢ় করিয়াছিল। ২০৬৩

কমলিয় প্রভৃতির সহিত বিবাহ সূত্রে আত্মীয়তায় বদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করায়, রিল্হণও সুজ্জির চক্ষুঃশূল হইয়াছিল। ২০৬৪

তাহাদিগের (কমলিয় প্রভৃতির) সহিত তাহার (সুজ্জির) অন্য কারণোদ্ভূত বৈরতা খলদিগের নিন্দাবাদে সিক্ত হইয়া অচিরে শত-শাখাবিশিষ্ট তরুতে পরিণত হইয়াছিল। ২০৬৫

সহদেবতনয় উল্হনের কুপরামর্শে স্বভাবগর্ব্বিত সুজ্জির বিদ্বেষ-ভাব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হীনপদস্থ ব্যক্তিরা আপনার সমকক্ষতা করিতেছে দেখিয়া রাজা যখন কিছুই বলিতেছেন না, তখন "তিনিও কুতন্ন" এই বলিয়া সুজ্জির মনে রাজ-বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিয়াছিল। ২০৬৬। ২০৬৭

বিভ্যন্ত, ভূপতিস্তস্মাদ্রিল্হণং বাহ্যভূতবৎ।
মন্ত্রবৈরকথাস্তেষু বিস্রম্ভেষু ব্যবর্জয়ৎ ॥ ২০৬৮
স তু ধূর্ত্তস্তদুন্নর্ক্যভাদৃক্তস্বামিবৈকৃতঃ।
স্বেষাং ধৈর্য্যং পরেষাং তু সন্ত্রাসং মায়য়াতনোৎ ॥ ২০৬৯
সংগ্রামশক্তিরাকাঙ্ক্ষ্যসংস্তবঃ পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
তস্ত তু প্রচয়ো গজপালো দানেন মিত্রতাম্ ॥ ২০৭০
সংনদ্ধয়োঃ প্রবিশতোরন্যোন্যস্পর্দ্ধয়া তয়োঃ।
ক্ষণে ক্ষণে রাজধানী যযৌ সংভ্রমলোলতাম্ ॥ ২০৭১
সুজ্জিঃ স ভূপানাম্বেষ্টুং প্রতিপক্ষাংস্তু,যুৎসয়া।
মহীমানোৎসবাস্থানে সংক্ষোভমুদপাদয়ৎ ॥ ২০৭২

অপর দিকে রাজা সুজ্জির ভয়ে রিহ্লণকে গুপ্ত মন্ত্রণা, বিশ্রম্ভালাপ এবং অন্যান্য গোপনীয় কার্য্য হইতে পরিবর্জ্জন করিলেন। ২০৬৮

রিহ্লন অতি চতুরতার সহিত রাজার এই উপেক্ষার ভাব গোপন করিয়া, ছল প্রকাশে স্বপক্ষীয়গণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও শত্রুকুলের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল। ২০৬৯

যে অমিততেজা সুজ্জির সাহায্য উভয় পক্ষেরই বাঞ্ছনীয় ছিল, রিহ্লণ বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া, তাঁহার বন্ধুতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২০৭০

উভয় পক্ষই সশস্ত্রাবস্থায় রাজধানীতে প্রবেশ করায় অতর্কিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় নগরী সদাই উত্তেজনায় ভাব ধারণ করিয়াছিল। ২০৭১

রাজা এবং প্রতিপক্ষদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য সুজ্জি যুদ্ধেচ্ছায় মন্ত্রীগণের উৎসব-সভায় ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। ২০৭২

কৃকাটিকান্যস্তহস্তো দ্বাঃস্থেনাবেদিতো হি সঃ।
তং নির্ভৎর্স্য শিলাক্ষেপং ক্রোধরূক্ষাক্ষরোঽকরোৎ ॥ ২০৭৩
লিখিতৈরিব তান্‌সর্বৈঃ সোঢ়ুং রক্ষণমীশিতুঃ।
মিথ্যা তথ্যমিবোদীর্য সংগ্রস্তৈঃ সমর্থতাম্ ॥ ২০৭৪
উপাবেশয়দভ্যর্ণে ভূপতিঃ পরিসান্ত্ব্য তম্।
সত্যশ্মিন্নাস্তি নঃ কিঞ্চিদিত্যন্তস্ত ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২০৭৫
চক্রে মডবরাজ্যস্থৈরথ প্রায়ো দ্বিজাতিভিঃ।
ন সুজ্জেঃ কম্পনেশত্বমিচ্ছাম ইতি বাদিভিঃ ॥ ২০৭৬
অন্বিষ্য বিদ্বিষঃ শঙ্কাং মন্ত্রবিন্নিশি রিল্হণঃ।
সংনদ্ধসৈন্যমানিন্যে পঞ্চচন্দ্রং তদগ্রিয়ম্ ॥ ২০৭৭

দ্বারপাল, সুজ্জির আগমন ঘোষণা করিবামাত্র তিনি তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করত গালাগালি দিয়াছিলেন এবং ক্রোধভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশক ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রস্তর দ্বারা প্রহার করিয়াছিলেন। ২০৭৩

এই ঘটনায় যখন সুজ্জির বিরুদ্ধপক্ষ স্তম্ভিত হইয়া "রাজাকে কি প্রকারে রক্ষা করিবেন" ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা সুজ্জিকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া, সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগের পর—কুটিলতার জন্যই হউক বা সততার জন্যই হউক—বলিয়াছিলেন, এই বিশ্বস্ত অনুচর হইতে আমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তিনি এই ঘটনার জন্য অন্তরে চিন্তিত হইয়াছিলেন। ২০৭৪। ২০৭৫

এই সময়ে মডব রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণেরা "সুজ্জিকে আমাদের শাসনকর্তারূপে চাহি না" বলিয়া "প্রায়" আরম্ভ করিল। ২০৭৬

রিল্হণ জানিতেন যে সুজ্জি, সঞ্জপালকে এবং বহু সৈন্যের

শশকে সজ্জপালাচ্চ তস্মাচ্চ বহুসৈনিকাৎ।
সুজ্জিরন্থানগণয়ন্নবুদ্ধাস্তু চ তদ্রিপুঃ ॥ ২০৭৮
আস্কন্দভীত্যা নির্গত্য হয়ারোহৈঃ সমং গৃহাৎ।
ব্যূঢ়ানীকো নিরুদ্ধান্তো জজাগারাথ সোধ্বনি ॥ ২০৭৯
ভূপতিপ্রাতিলোম্যেন বর্ত্তমানস্তদাভবৎ।
কোষ্ঠেশ্বরোপি সংনদ্ধঃ সুজ্জিনা বদ্ধসৌহৃদঃ ॥ ২০৮০
স্থিতমপ্রাতিলোম্যেন সোবধীম্মনুজেশ্বরম্।
ইতি দ্বেষোপি নিতরাং দ্বেষ্যত্বং নৃপতেরগাৎ ॥ ২০৮১

অধিনায়ক বলিয়া পঞ্চচন্দ্রকে ব্যতীত আর কাহাকে ভয় করেন না। এই জন্ত মন্ত্রণাবিদ্ রিহ্লণ শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদন জন্ত সুজ্জির পরম শত্রু পঞ্চচন্দ্রকে সসৈন্যে রাত্রিকালে আনয়ন করিয়াছিলেন। ২০৭৭।২০৭৮

বিপক্ষেরা রাত্রিকালে তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া সুজ্জি নিজের অশ্বারোহী সৈন্যদল সহ আবাসবাটী ত্যাগ করত, পথিমধ্যে সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিল। কিন্তু বিপক্ষেরা রাত্রিকালে তাহাকে আক্রমণ করে নাই। ২০৭৯

এই সময়ে কোষ্ঠেশ্বর রাজার প্রতি বিরাগ বশতঃ সুজ্জির সহিত মিলিত হইয়াছিল। ২০৮০

তিনি পূর্ব্বেই রাজার ঘৃণাভাজন ছিলেন, তদুপরি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজার বিপক্ষতাচরণে অঙ্গীকৃত হওয়ায়, মনুজেশ্বরকে হত্যা করার জন্ত রাজার পূর্ব্ব বিদ্বেষ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ২০৮১

তথা স্থিতে নিশীথিন্যামাচখ্যুস্তস্য বিদ্বিষঃ।
দ্রোহশঙ্কাহেতুতাং রাজ্ঞঃ স্বগুপ্ত্যৈ তেন যা কৃতা ॥ ২০৮২
অতথ্যং তথ্যবদ্বস্তু তথ্যং বাতথ্যবন্নৃপঃ।
যঃ পশ্যেস্ফুটবৎসোহর্থৈস্তাদৃক্ষৈরনর্থৈঃ বদর্থ্যতে ॥ ২০৮৩
রক্তজ্যোতির্হুতবহধিয়া ত্যজ্যতে দৃষ্টিপাতঃ
স্থাবাজ্ঞানামিতরবিষয়ঃ স্বস্য সংভাব্যতে চ।
বস্ত্বেকৈকং যদিহ ন মৃষা তন্মৃষা যন্মৃষা ত-
ত্তথ্যেনেত্থং কিমিব ন জনৈর্দৃশ্যতে তত্ত্বশূন্যৈঃ ॥ ২০৮৪
রাজাথ তদ্বধাদন্যদজানন্দোষ্যভেষজম্।
ন্যযুঙক্ত তস্য তীক্ষ্ণত্বে সজ্জপালং মহৌজসঃ ॥ ২০৮৫

সুজ্জির আত্মরক্ষার্থ সুসজ্জিত অবস্থায় রাত্রিযাপনকে তাঁহার বিপক্ষেরা রাজার নিকটে বিদ্রোহিতাচরণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ২০৮২

যে রাজা অল্পবুদ্ধিবশতঃ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করেন—তাঁহার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয় এবং তিনি নানা বিপজ্জালে জড়িত হইয়া থাকেন। ২০৮৩

তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় ব্যক্তিরা অগ্নিবোধে রত্ন ত্যাগ করেন। এবং নিজেকে বুদ্ধিমান ও অপরকে নির্ব্বোধ এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাহাদের সকল বিষয়েই ভ্রান্তির সম্ভাবনা। ২০৮৪

সেইজন্য রাজা সুজ্জির মৃত্যুব্যতীত বিপদোদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই মনে করিয়া, সজ্জপালকে উক্ত মহাবীরের হত্যার জন্য নিয়োগ করিলেন। ২০৮৫

স কাপুরুষবদ্বীরঃ প্রহর্তুং ছদ্মনাক্ষমঃ ।
কাঙ্ক্ষন্নাক্ষিপ্য তং হন্তুং তত্র তত্রৈক্ষত ক্ষণম্ ॥ ২০৮৬
মায়াপ্রয়োগানন্যোন্যমুদ্দিশ্য স্পৃশতোর্দ্বয়োঃ ।
ক্ষণে ক্ষণে ভজদ্রাষ্ট্রং ত্রাসোল্লাসবিলোলতাম্ ॥ ২০৮৭
প্রত্যাশঙ্ক্যোদ্যং রাত্রৌ সুজ্জৌ জাগ্রতি পূর্ব্ববৎ ।
অব্যগ্রযামিকগ্রামং রাজধামাপ্যজায়ত ॥ ২০৮৮
রাষ্ট্রান্নির্ব্বাসনে রিল্হণস্য সুজ্জেরভীপ্সিতে ।
পার্থিবোঽস্বমস্তাভূদনীশঃ প্রত্যবস্থিতৌ ॥ ২০৮৯

সজ্জপাল বীরপুরুষ ছিলেন। সেইজন্য গুপ্তঘাতকের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক গুপ্তহত্যায় অক্ষমতা জানাইলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে সুজ্জিকে বধ করিবার মানসে নানা বিষয়ে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ২০৮৬

সেই বীরপুরুষদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে যে চতুরতার আশ্রয় করিল, তাহার ফলে রাজ্যের সর্ব্বত্রই একটা ভীতির লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছিল। ২০৮৭

নৈশ আক্রমণের ভয়ে সুজ্জি পূর্ব্ববৎ সুসজ্জাবস্থায় রাত্রিবাস করিতেছে দেখিয়া, তাহার আক্রমণ-ভয়ে রাজপ্রাসাদও প্রহরীপূর্ণ করিয়া সতর্কাবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল। ২০৮৮

অনন্তর সুজ্জি, রাজ্য হইতে রিল্হণের নির্ব্বাসন প্রার্থনা করায়, প্রতিবন্ধকতাদানে অসমর্থ রাজা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। ২০৮৯

স নির্যিয়াসুরামন্ত্র্য তৎখেদাৎক্ষুভিতাঃ প্রজাঃ।
সংদর্শ্য দ্বারপতিনা রাজ্ঞো যুক্ত্যা সমর্থিতঃ॥ ২০৯০
সংমন্ত্র্য নৃপতিং মৈত্রীপ্রার্থিনা সুজ্জিনা সমম্।
পীত্বা কোশং সজ্জপালঃ প্রাপ্তো রাজ্ঞো ব্যজিজ্ঞপৎ॥২০৯১
প্রেরণাদ্বিল্হণাদীনাং দ্রোহসেকাচ্চেষ বর্ত্ততে।
রাজন্সুজ্জেরভিপ্রায়ঃ স্পর্ধিনোত্থাননিচ্ছতঃ॥ ২০৯২
নিদ্রোহস্তোপকর্ত্তুশ্চ মতে স্থাস্থাদি মে নৃপঃ।
নির্ব্বাস্য বিল্হণং চিত্ররথং বদ্ধা মহাধনম্॥ ২০৯৩
লোহরারাধ্বনিনিষ্ঠানশ্বান্কোশং চ ভূপতেঃ।
নয়েৎসংভৃতো হস্তাং দুর্বৃত্তমপি কোষ্টকম্॥ ২০৯৪

রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসনোন্মুখ বিল্হণ যখন রাজার নিকটে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আগমন করিল, সেই সময়ে দ্বারপতি উদয়, রাজাকে বলিলেন—বিল্হণের জন্য প্রজাকুল কাতর হইয়াছে, সুতরাং নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন। রাজা তাহার চতুরতায় সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ২০৯০

সুজ্জি, সজ্জপালের সখ্য প্রার্থনা করায়, তিনি সুজ্জির সহিত পবিত্রবারি স্পর্শে সখ্যে সংবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুজ্জির সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিকালে সজ্জপাল, রাজাকে বলিয়াছিলেন—হে রাজন্! উল্লন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কুপরামর্শে সুজ্জি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিল—প্রকৃতপক্ষে তাহার বিপক্ষতাচরণের অভিলাষ নাই। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন—আমি আপনার বিশ্বস্ত এবং পরমোপকারী ভৃত্য। যদি আপনি আমার মতানুবর্ত্তন করিয়া চলেন, তাহা হইলে বিল্হণকে নির্ব্বাসিত এবং ঐশ্বর্য্যশালী চিত্ররথকে বন্দী করিয়া

কার্যোপরোধান্নির্ব্বন্ধঃ সংবন্ধেষ্বেব নাস্তি মে।
দাক্ষিণ্যং স্বামিনঃ কৃত্যে যস্য প্রাণাস্তৃণোপমাঃ॥ ২০৯৫
মধ্যেথ প্রতিরাজাদিনির্জ্জয়স্বীকৃতোদ্যমে।
যুবা বিশ্রান্তচিত্তোঽং নৃপশ্রীভোগভাগ্ ভবেৎ॥ ২০৯৬
সাহায়কায় দ্বারেশমুল্হণং বিল্হণাশ্রয়ে।
কার্যব্রাতে চ মামীশমাকারয়িতুমিচ্ছতি॥ ২০৯৭
ত্বতে চ মামুল্হণং চ ত্বং চাহং চাবিভেদিনঃ।
মিলিতা যত্র তত্রাস্তি গণ্যঃ কো নু নৃপাস্পদে॥ ২০৯৮
ইহস্থা নবদায়াদমেকমানীয় কংচন।
নিদধ্মোস্ম পদে রাজ্ঞো নানুতিষ্ঠেদিদং যদি॥ ২০৯৯

লোহরযুদ্ধে আপনার যে অর্থ এবং অশ্ব নষ্ট হইয়াছিল, আমি তাহার পুনরুদ্ধার করিব এবং দুর্ব্বৃত্ত কোষ্টককেও বিনাশ করিব। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি কোন প্রকার আত্মীয়তা গ্রাহ্য করি না এবং আপন জীবন তৃণতুল্য জ্ঞান করি। পরে আমি যখন আপনার বিপক্ষ নরপতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিব, হে নবীন ভূপতি! তখন আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিবেন। সুজ্জি নিজের সাহায্যার্থ উল্হণের সমস্ত কার্য্যভার আমাকে প্রদান জন্য আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, যদি তুমি, আমি ও উল্হণ একমত হইয়া একযোগে কার্য্য করি, তাহা হইলে কি রাজাকে ভয়ের কোন কারণ থাকিবে? যদি রাজা আমাদের এই প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে আমরা এই রাজ্যমধ্যে থাকিয়াই তাঁহার অন্য একজন দায়াদকে রাজ পদে অভিষিক্ত করিব। ২০৯১—২০৯৯

গুণান্ প্রসরণত্রাসাদ্বন্ধায়েব গিরাং সৃজন্।
দ্বিজাংশুভঙ্গ্যা রাজাথ বিনিঃশ্বস্য ব্রবীদ্বচঃ॥ ২১০০
যথাহ স তথৈবৈতন্ন দ্রোহো নাসমর্থতা।
নৌদাসীন্যমথৈতস্মিন্সম্ভাব্যমভিমানিনি॥ ২১০১
নিষ্প্রতিদ্বন্দ্বভাবোস্য দুরুচ্ছেদো ভবেদিতি।
ইয়মপ্যস্তু তস্তাবদস্তপায়ধিয়ঃ কথা॥ ২১০২
কিং তু দুয়ে য আকোপপ্রাথম্যাত্তথ্যতোপি বা।
নির্দ্রোহস্য বধো ধ্যাতো যোস্যাসৌ কার্য এব তৎ॥ ২১০৩

অনন্তর রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, তাহাতে তাঁহার যে দন্তকিরণ বহির্গত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল স্বীয় বাক্যাবলীর বহির্গমন ভয়েই যেন বন্ধনার্থ রজ্জু সকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। অর্থাৎ রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিমিত বাক্য প্রয়োগ সহকারে বলিলেন। ২১০০

সে (সুজ্জি) যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, সে দ্রোহী বা অসমর্থ নহে এবং সেই অভিমানীর ঔদাসীন্যতাও সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয় না। ২১০১

ইহার নিষ্প্রতিপক্ষভাবের উচ্ছেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইবে, এই নষ্টবুদ্ধির কথাও এইক্ষণ দূরে থাকুক। ২১০২

কিন্তু সুজ্জি প্রকৃত পক্ষে নির্দ্রোহ হইলেও আমি যে কোপের প্রথমাবস্থা হইতেই তাহাকে বধ করিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, উহা যে অবশ্যই করিতে হইবে তজ্জন্য দুঃখিত হইতেছি। ২১০৩

অর্থোয়মন্নসত্বানামগ্রেস্মাভির্হি মন্ত্রিতঃ।
নূনং তেনোপলভ্যেত তানাবর্জ্জয়তা ধনৈঃ ॥ ২১০৪
পুণ্যৈরপরিহার্য্যৈঃ স্বৈর্জাড্যৈর্বা মাদৃশামমী।
জানতামপি জায়ন্তে নির্গুণা ভোগভাগিনঃ ॥ ২১০৫
বালিশানুগৃহ্নতাং প্রায়শ্চিত্তমেতন্মহীভুজাম্।
তন্মোর্থ্যস্য ফলং মূঢ়ৈরেতৈর্যদনুভূয়তে ॥ ২১০৬
দুর্গমো ভূমিভৃন্মার্গো বিটৈর্হট্টবৃষৈরিব।
.... ॥ ২১০৭
তস্থানা ব্রতবৈমুখ্যং রসনালৌল্যশালিনঃ।
পরপিণ্ডোপহর্ত্তারঃ খলাঃ কৌলেয়কা অপি ॥ ২১০৮

আমরা এই বিষয় কতিপয় দুর্ব্বলচিত্ত লোকের নিকট মন্ত্রণা করিয়াছি এজন্য বোধ হয় সে অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করত ইহা নিশ্চয়ই অবগত হইবে। ২১০৪

জানিতে পারিলেও ঐ সমস্ত গুণহীন ব্যক্তি আপনাদের পুণ্যবলে অথবা অপরিহার্য্য মূর্খতা বশতঃই হউক আমাদের ন্যায় ব্যক্তিগণের সম্পদ্ ভোগ করে। ২১০৫

এই সমস্ত মোহাচ্ছন্ন নৃপতিগণ যে মূর্খতার ফল ভোগ করে, ইহাই তাহাদের মূর্খ সংগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত। ২১০৬

হাটের বৃষের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ধূর্ত্তগণদ্বারা পরিপূর্ণ রাজনীতি-মার্গ অতীব দুরবগাহ, কেবলমাত্র রাজনীতিকুশল ব্যক্তিগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ সুগম; ব্রতাদির বৈফল্য-কীর্ত্তনকারী স্বোদরপরায়ণ পরপিণ্ডোপজীবী কুক্কুরসদৃশ প্রকৃতি ধূর্ত্তগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিয়া প্রকৃত নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা অধিগম্য না হইয়া বরং দুরধিগম্যই

ইত্থং খলোপতাপেন প্রযুক্তং তদ্ভয়াৎপুনঃ।
অসংহার্য্যং কুকর্ম্মেদং পশ্চাত্তাপায় নো ভবেৎ ॥ ২১০৯
ইত্যুদীর্য নৃপঃ সুজ্জেঃ সজ্জো ব্যাপাদসিদ্ধয়ে।
তমজাগারয়চ্চ স্বজাগরং চাগ্রহীৎস্বয়ম্ ॥ ২১১০
বিভ্রমন্ত্রস্রুতেঃ শঙ্কাং জিঘাংসুঃ সুজ্জিরিত্যপি।
তথ্যং ভৃত্যবচো জানংস্তস্থৌ দৌস্থ্যেন পার্থিবঃ ॥ ২১১১
গত্বা স্বয়ং গৃহান্যৌনসংবন্ধং কুরুতাং যুবাম্।
ইত্যুক্ত্বা রিল্হণেনাথ স সুজ্জিং সমযোজয়ৎ ॥ ২১১২
বিশ্বাস্যাপি তথা হন্তুং তং প্রসঙ্গমনাপ্নুবন্।
উদতাম্যদ্দিবারাত্রঃ খলোপর্যবশং লুঠন্ ॥ ২১১৩

হইয়াই থাকে? ধূর্ত্তদিগের ঈদৃশ উপদ্রব দ্বারা আমি এই কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তাহাদিগেরই ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্তও হইতে পারিতেছি না, এজন্য পরে আমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। ২১০৭—২১০৯

রাজা এইরূপ বলিয়া সুজ্জির বধের নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া তাহাকে সতর্কতা অবলম্বন করাইলেন এবং নিজেও সতর্ক হইয়া রহিলেন; কিন্তু মন্ত্রণা প্রকাশের শঙ্কা করিয়া এবং 'সুজ্জিও তাঁহার নিধনাভিলাষী' এই ভৃত্যবাক্য যথার্থবোধ করিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। ২১১০।২১১১

অনন্তর তিনি সুজ্জি ও রিল্হনের স্বয়ং গৃহে গমন করিয়া 'তোমরা পরস্পর যৌন সম্বন্ধ স্থাপন কর' এই কথা বলিয়া রিল্হণের সহিত সুজ্জির মিলন করিয়া দিলেন। ২১১২

সেইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়াও তাহার বধের কোন সুবিধা না

সজ্জাপালে গৃহাদ্বধূনাশহুঃখিন্নাগতে।
আশঙ্ক্য সাহসাসিদ্ধিমধিকং পর্যতপ্যত ॥ ২১১৪
নিপত্য বীরশয়নে সুস্সলস্থাপসৎক্রিয়াম।
ভ্রাতরো যস্য কল্যাণরাজাদ্যা বাম্মরন্ন্যধি ॥ ২১১৫
সেনানীঃ কুলরাজঃ স খ্যাতো ব্যায়ামবিস্তঃ।
প্রাণৈরানৃণ্যমিচ্ছংস্তমপৃচ্ছচ্ছোককারণম্ ॥ ২১১৫
স সংস্থাপয়িতুং হন্তুং বাপ্যশক্যঃ স্তবেদয়ং।
তস্যাপ্রতিসমাধেয়ং কম্পনাধীশ্বরাদ্ভয়ম্ ॥ ২১১৭
কিংদেহুর্নিজপ্রাণমাত্রলভ্যং মহীভুজাম।
ইত্যাভাষ্য স জগ্রাহ সাহসাধ্যবসায়তাম ॥ ২১১৮

পাইয়া কেবল রাত্রিন্দিব শয্যার উপরিভাগে অবশভাবে লোটাইয়া খেদ করিতে লাগিলেন ২১১৩

এই সময়ে সজ্জপাল, গাম্মীর্যবিনাশে দুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে না আসায় তিনি কার্য্যের অসিদ্ধ কল্পনা করিয়া অধিকতর অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। ১১১৪

যাঁহার কল্যাণরাজপ্রমুখ ভ্রাতৃবর্গ সংগ্রামস্থলে বীর-শয্যায় শায়িত হইয়া সুস্সল ভূপতির সৎকার বিস্মৃত হইয়াছিল। ২১১৫

সেই ব্যায়াম-বিদ্যা-পারদর্শী সেনাপতি কুলরাজ, স্বীয় প্রাণদ্বারা তদীয় ঋণ পরিশোধের অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে বা বিনাশ করিতে পারিতেছেন না এবং সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে নিজের অপ্রতিবিধেয় ভয়ের কথা বলিলেন। ২১১৫—২১১৭

নৃপতিদিগের পক্ষে স্বীয় জীবনমাত্র রক্ষা পাওয়া অতি তুচ্ছ, এই

দিনদ্বয়মনায়াতো গৃহেভ্যঃ কম্পনাপতিঃ।
ন প্রাতিভাবামভজত্তস্য মৃত্যোঃ শ্রিয়োথবা ॥ ২১১৯
বিস্রব্ধভৃত্যঃ শৃঙ্গারনামা চাপ্যব্রবীৎপ্রভোঃ।
তং দৃষ্টবাংস্তৃতীয়েহ্নি শয়নেঽবগণং স্থিতম্। ২১২০
শোভোপযোগিনো ভর্ত্তুর্নিত্যং সততসেবকাঃ।
কর্ত্তুং সাহসসাচিব্যং বিদূরেণ তু পার্যতে ॥ ২১২১
করে পিনাকো মকরাঙ্কশত্রোঃ
শোভাবিশেষায় সদানুষক্তঃ।
পুরাহবে কার্ম্মুককর্ম্ম তস্য
তৎকালমাপ্তেন তু মন্দরেণ ॥ ২১২২

কথা বলিয়া সে তাহার বিনাশার্থ উদ্যম (ঘাতকত্ব) গ্রহণ করিল। ২১১৮

অনন্তর সৈন্যাধ্যক্ষ দুই দিন গৃহ হইতে না আসায় কুলরাজ্ঞ তাহার মৃত্যু বা সম্পদের প্রতিভূ হইতে পারিল না এবং তৃতীয় দিবস শৃঙ্গার নামক একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য, প্রভুর নিকটে বলিল যে, আমি তাহাকে (সুজ্জিকে) অনুচর বিরহিত হইয়া শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়াছি। ২১১৯।২১২০

যাহারা সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকিয়া সেবা করে, সেই সকল সেবক কেবল প্রভুর ঐশ্বর্য্যের শোভা সম্বর্দ্ধকমাত্র; কিন্তু সাহসকার্য্যের সহায়তা দূরস্থব্যক্তিই করিয়া থাকে; যেমন পিনাক নামক মহাদেবের ধনুঃ সর্ব্বদা হরের করে থাকিয়া শোভা সম্বর্দ্ধন করে, কিন্তু পূর্ব্বকালে ত্রিপুর-বিজয়-সময়ে মন্দর সেই সময়ের জন্য আসিয়া তাঁহার কার্ম্মুকের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল। ২১২১।২১২২

তাম্বুলহারকব্যাজাত্ততো রাজা ব্যসর্জয়ৎ।
কুলরাজং তমব্যাজধৈর্য্যাসংলক্ষ্যবিক্রিয়ম্॥ ২১২৩
ধ্রুবং মৃত্যুঃ পুনর্নাহমাগন্তা ততস্ততোঽস্তু কঃ।
আরেভেতি স নিন্যে ন তাম্বুলং স্বর্ণভাজনে॥ ২১২৪
ব্যসনপ্রশমং রাজ্ঞঃ স্বদেহত্যাগতোঽনুগাঃ।
এবং কর্তুং যতন্তেঽন্যে নির্ব্যূঢৌ স্খলিতাঃ পুনঃ॥ ২১২৫
সগণো বাগণো বাস্তু নিহতো নিয়তং ময়া।
জানাত্বতঃ পরং দেব ইত্যুদীর্য বিনির্যয়ৌ॥ ২১২৬
গতস্য সাহসাসিদ্ধৌ শক্যং শঙ্কাং পলায়নম্।
.... ॥২১২৭

অনন্তর স্বাভাবিক ধীরতাগুণে যাহার মনোবিকার অন্যের দুর্জ্ঞেয়, সেই কুলরাজকে তাম্বুলবাহকচ্ছলে সুজ্জির নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। ২১২৩

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, বোধ হয় আমি আর ফিরিয়া আসিব না; তারপর কে ইহা লইয়া আসিবে? ইহা বিবেচনা করিয়া সে স্বর্ণপাত্রে করিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিল না। ২১২৪

অনুজীবিগণ স্বীয় শরীরপাত করিয়াও প্রভুর বিপচ্ছান্তির জন্য যত্ন করে, কিন্তু সকলে খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। ২১২৫

সুজ্জি সানুচরই হউক এবং অনুচরবিহীনই হউক আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব, অতঃপর আপনি সাবধান হউন; কুলরাজ রাজাকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। ২১২৬

সে যাইবার সময় ভাবিতে লাগিল যে যদি সুজ্জির বিনাশ করিতে

ব্রজন্স্বামিহিতং কৃত্বা পুনঃ পশ্চাদ্বিনায় সঃ।
শস্ত্রিণৌ দ্বৌ মিষাচ্ছস্ত্র্যো বদ্ধস্থানে পরামৃষন্ ॥ ২১২৮
স্বয়ং গৃহীত্বা তাম্বুলং রাজ্ঞা প্রহিত ইত্যথ।
দ্বাঃস্থেনাবেদিতঃ সুজ্জেঃ পার্শ্বং রুদ্ধানুগোবিশৎ ॥ ২১২৯
দদর্শোচ্চাবচৈস্তং চ মিতৈঃ পরিজনৈর্যুতম্।
যুথনাথমিবাত্যল্পৈর্হি পৈররহিতাস্তিকম্ ॥ ২১৩০
গৃহীতবন্দিতস্বামিতাম্বুলঃ সস্মিতং স তম্।
দৃষ্ট্বা কৃত্যাদি নৃপতেঃ সংকৃত্য ব্যসৃজৎক্ষণাৎ ॥ ২১৩১

নাপারি তবে পলায়নই তাহার পক্ষে যোগ্য, কিন্তু তাহা আমার অসাধ্য হইবে। ২১২৭

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর হিতসাধনের জন্য পুনর্ব্বার আসিয়া ছলক্রমে কটিদেশে দুইখানি ছুরিকা এবং দুইজন শস্ত্রধারী অনুচর লইয়া গেলেন। ২১২৮

অনন্তর কুলরাজ সুজ্জির গৃহসমীপে উপস্থিত হইলে, দ্বারপাল, তাহাকে রাজা পাঠাইয়াছেন এই কথা দ্বারপালেরা জানাইলেন এবং অনুচরদ্বয়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং তাম্বুল গ্রহণপূর্ব্বক সুজ্জির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে অল্পসংখ্যক হস্তীদ্বারা পরিবেষ্টিত যূথপতির ন্যায় নানাবিধ পরিমিত পরিজন দ্বারা পরিবৃত দেখিতে পাইলেন। ২১২৯। ২১৩০

সে (সুজ্জি) অভিবাদনের সহিত প্রভুপ্রেরিত তাম্বুল গ্রহণ করিল এবং রাজার কার্য্যাবলি জিজ্ঞাসা করণানন্তর সহাস্যবদনে সম্ভাষণ এবং যথাযথ সৎকার করত শীঘ্রই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। ২১৩১

জনপ্রবেশাশঙ্কী স ত্বরমাণস্তমব্রবীৎ।
কৃতাগাঃ কোপি কৈবর্ত্তশস্ত্রভৃন্মৎসমাশ্রিতঃ॥ ২১৩২
তস্যাক্ষেপপরান্‌ভৃত্যান্‌স্বান্নিবার্যাধুনা তব।
সংমান্যা বয়মিত্যগ্রে লক্ষযন্‌প্রকৃতিক্ষণম্‌॥ ২১৩৩
সোৎসেকামিব তাং বাচং স দর্পাদবধীরয়ন্‌।
তস্য রক্ষাক্ষরং নাহং কুর্য্যামিত্যব্রবীদ্বচঃ॥ ২১৩৪
স রোষাদিব নির্গচ্ছন্মান্যোসাবিতি বাদিভিঃ।
তং সান্ত্বয়িত্বা তদ্‌ভৃত্যৈ রুদ্ধ্বা ব্যাবর্ত্তিতঃ পুনঃ॥ ২১৩৫
তেনাবাদি ততঃ কর্তুং বিজ্ঞপ্তিং বস্তুনোমুতঃ।
সজ্জয়োরাদিশ দ্বারপ্রবেশং ভৃত্যয়োর্মম॥ ২১৩৬

তখন কুলরাজ অন্যের প্রবেশ সন্দেহে ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বলিল, আমার আশ্রিত অপরাধী কোন কৈবর্ত্ত সৈনিককে আপনার ভৃত্যেরা অপমানিত করিতেছে, এক্ষণে উহাদিগকে নিবারণপূর্ব্বক আমাদিগকে সম্মানিত করা আপনার কর্ত্তব্য। গর্ব্বিত সুজ্জিও তাহার সেই সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার স্বভাবের প্রতি ক্ষণকাল লক্ষ্য করত অবজ্ঞা প্রদর্শন পুরঃসর রুক্ষস্বরে কহিল, আমি করিব না। ২১৩২—২১৩৪

সে (কুলরাজ) ক্রুদ্ধের ন্যায় হইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে সুজ্জির অনুচরবর্গ 'এ ব্যক্তি মাননীয়' এই বলিয়া তাহাকে (সুজ্জিকে) সান্ত্বনা করত গতিরোধ পূর্ব্বক তাহাকে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিল। ২১৩৫

অনন্তর কুলরাজ সুজ্জিকে কহিল, আমার ভৃত্যদ্বয়, এই বিষয়

অবশেনেব তেনাথ বীক্ষ্য তৌ সংপ্রবেশিতৌ।
সহায়লাভাদ্ধ্রুক্ষুঃ প্রজিহীর্ষুরবর্ত্তত ॥ ২১৩৭

যাতাস্থ কুর্বাং প্রাতর্বো বিধেয়মিতি তাব্বদন্।
দত্তপৃষ্ঠো বিশশ্বসুস্তয়ে সুজ্জিজর্হৌ বপুঃ ॥ ২১৩৮

গত্বাথ কিঞ্চিন্তাবৃত্তো নিকৃষ্টক্ষুরিকো জবাৎ।
প্রাহরৎকুলরাজোস্য বামে পার্শ্বে কৃতত্বরঃ ॥ ২১৩৯

ভস্য ধিক্কুর্বতো দ্রোহমধাবৎক্ষুরিকাং প্রতি।
যাবৎপাণিঃ প্রহরণং তাবৎসর্বেপি তে বাধুঃ ॥ ২১৪০

আপনাকে জানাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে দ্বার প্রবেশের আদেশ করুন। ২১৩৬

অনন্তর হতবুদ্ধি সুজ্জি অনুচরদ্বয়কে প্রবেশের আদেশ দিলেন। অনুচরেরা প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে অবলোকন করত কুলরাজ সহায়তালাভ নিবন্ধন বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া শস্ত্র প্রহারাভিলাষী হইয়া রহিলেন। ২১৩৭

তোমরা অদ্য যাও কল্য প্রভাতে তোমাদের সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব; তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে সুজ্জি নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত বিমুখ হইয়া (পিঠ ফিরাইয়া) শয্যায় শয়ন করিল। ২১৩৮

অনন্তর কুলরাজ কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিল এবং বলপূর্ব্বক ক্ষুরিকা আকর্ষণ করিয়া অতীব ক্ষিপ্রতাসহকারে সুজ্জির বামপার্শ্বে আঘাত করিল। ২১৩৯

সুজ্জি সেই দ্রোহে ধিক্কার দিতে দিতে যেমন ক্ষুরিকা লইবার

বিমর্দঃ পঞ্চতাং যাবদাশক্যো তত্র নোন্থতৌ।
স তাবদেব সুচিরপেতখাস ইবাভবৎ ॥ ২১৪১
ভয়ত্যক্তাভিমানেষু বিদ্রুতেষনুজীবিষু।
চকর্ষ শস্ত্রং তত্রৈকঃ পঙ্কদেবঃ পরং তদা ॥ ২১৪২
প্রহরংস্তৈস্ত্রিভিস্তুল্যপ্রাতিপ্রহতিভিঃ ক্ষতঃ।
ভ্রাম্যন্ স্রতাসৃক্ তস্মাৎস মণ্ডপান্নিরবাস্তত ॥ ২১৪৩
স্থিতান্দত্তার্গলে ধাম্নি রুদ্ধদ্বারতমোরয়ঃ।
জিঘাংসবঃ সুজ্জিভৃত্যাস্তস্থানপর্যবারয়ন্ ॥ ২১৪৪
গবাক্ষৈরিপ্রতিকুর্ব্বাণা ভজ্যমানৈরিভির্ব্বাধুঃ।
তে দ্বারে তুলশয্যাং তাং প্রোৎসার্য শরমুক্তম্ ॥ ২১৪৫

জন্ম হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি তাহারা তিনজনেই অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ২১৪০

সমীপস্থ ভৃত্যবর্গকে দেখিয়া সে বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ না করিতেই তাহার (সুজ্জির) প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। ২১৪১

সুজ্জির অনুচরবর্গ ভয়ে আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলে তখন কেবল একমাত্র পঙ্কদেব শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ২১৪২

কিন্তু সে একাকী, তাদৃশ প্রতিপ্রহারকারী তিন জন ঘাতকের প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, রক্তাক্তকলেবরে ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে হইতে সেই মণ্ডপ হইতে দূরীভূত হইল। ২১৪৩

অনন্তর সুজ্জির অনুচরবর্গ, অর্গলদ্বারা অবরুদ্ধ গৃহমধ্যে অবস্থিত সেই ঘাতকদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার এবং গবাক্ষদেশ অবরোধপূর্ব্বক গৃহের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করত আক্রমণ করিল। ২১৪৪

তাহারা গৃহমধ্যে থাকিয়া গবাক্ষপথ রক্ষা করিতে করিতে দেখিল,

খড়্গেষুশূলপরশুক্ষুরিকাশমাভিবর্ষিণঃ।
তান্ সংভ্রময়ন্মার্গৈরনেকৈন্তে বিবিক্ষবঃ॥ ২১৪৬
নৈরাশ্যহেতোর্ব্বিশতাং তেষাং সংকটবর্ত্তিভিঃ।
পৃষ্ঠাচ্ছিত্ত্বা শিরঃ সুজ্জেরঙ্গনেক্ষিপ্যতাথ তৈঃ॥ ২১৪৭
অস্রনিঃসরণাভীক্ষ্ণ শুক্লেক্ষণপুটস্রুতি।
উত্তরৌষ্ঠকচচ্ছন্নসন্নঘ্রাণপুটদ্বয়ম্॥ ২১৪৮
অক্ষোর্ব্বল্যমানস্য লোকস্য প্রতিবিম্বকৈঃ।
সংভাব্যমানসংস্পন্দস্তোকপ্রব্যক্ততারকম্॥ ২১৪৯
স্ফুটস্থাক্রমচ্ছেদাদ্দশনমাংসস্য সংধিষু।
স্ফুরিদ্রৌদ্রৈ বিবাস্থানমেদোগ্রন্থিভিরুল্বণম্॥ ২১৫০

দ্বারদেশ শত্রুগণ কর্ত্তৃক ভগ্নপ্রায় হইয়াছে, তাহারা উদ্ধৃত শবকে অপসারণ পূর্ব্বক সেই শবশয্যা দ্বারদেশে স্থাপন করিল। ২১৪৫

তাহারা (শত্রুরা) নানাপথে গৃহে প্রবেশ করিবার অভিলাষে খড়্গ, বাণ, শূল, কুঠার, ক্ষুরিকা ও প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ২১৪৬

অনন্তর ঘাতকেরা সঙ্কটে পড়িয়া তাহাদিগের নৈরাশ্য জন্মাইবার জন্য সুজ্জির মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক পশ্চাৎদিক্ হইতে সেই মস্তক অঙ্গনে নিক্ষেপ করিল। ২১৪৭

সুজ্জির অনুচরবর্গ সেই মস্তক দেখিতে পাইয়া হাহাকার করিয়া কোথায় পলায়ন করিল; নিরন্তর রক্তস্রাব হওয়ায় যাহার নেত্র এবং কর্ণদ্বয় শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, উত্তরওষ্ঠস্থ কেশদ্বারা যাহার ম্লান নাসিকাপুটদ্বয় সমাচ্ছন্ন, নিরন্তর ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল লোকসমূহের প্রতিবিম্ব নেত্রদ্বয়ে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন নেত্রদ্বয়

ধূলিধ্বস্তকচশ্মশ্রু তাদেতদিতি নিশ্চয়ম্।
পরং ভালতলস্থেন দদৎকুঙ্কুমবিন্দুনা॥ ২১৫১
তদ্বীক্ষ্য তির্য্যক্পতনব্যক্তসংস্থান্তরদ্বিজম্।
উচ্চগত্তুমুলাক্রন্দা ভৃত্যাঃ কাপি বিদুদ্রুবুঃ॥ ২১৫২

কুলকম॥

তীক্ষ্ণান্প্রযুজ্য ক্ষ্মাপস্থ তিষ্ঠন্ব্যাকুলধীস্তদা।
বহির্বীক্ষ্য জনক্ষোভং সাহসং নিশ্চিকায় তম্॥ ২১৫৩
সজ্জো হতে ক্ষতে বাপি কার্যমেতদিতি দ্রুতম।
সংনহ্য সৈন্যস্থাদিক্ষৎ স তন্মন্দিরবেষ্টনম॥ ২১৫৪

- — - - — — - -

স্পন্দিত হইতেছে এবং অল্প নিমীলিত থাকায়, যাহার তারকাদ্বয় ঈষৎ প্রকাশিত রহিয়াছে, অসমভাবে ছেদন করায় গলদেশস্থ মাংসপিণ্ড-সন্ধিপ্রদেশ হরিদ্রাবর্ণ আর্দ্র, ঈষৎশুষ্ক মেদগ্রন্থিদ্বারা অধিক স্ফীত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহার কেশরাশি এবং শ্মশ্রু ধূলি দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ললাটদেশ স্থিত কুঙ্কুম বিন্দুদ্বারা, সেই (সুজ্জির) মস্তক বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে, বক্রভাবে পতিত হওয়ায় অভ্যন্তরস্থিত দন্তসকল বহিঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ২১৪৮—২১৫২

সেই সময়ে রাজাও ঘাতকদিগকে প্রেরণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বাহিরে লোকের জনতা দেখিয়া সেই বধকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ২১৫৩

অনন্তর তিনি সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন যে, সুজ্জি হত কিংবা আহত হইলে পর তোমরা সজ্জিত হইয়া শীঘ্র তাহার বাসগৃহ বেষ্টন (আক্রমণ) করিও। ২১৫৪

মিথ্যৈব সুজ্জির্নিস্তীর্ণ ইতি শ্রুতবতা জনাৎ ।
স্বয়মগ্রাহি ভূপেন ততঃ সমরসংভ্রমঃ ॥ ২১৫৫
নিঃসংশয়ং হতং জ্ঞাত্বা সুজ্জিং রাজোপজীবিনঃ ।
তত্র স্থিতং শিবরথং সর্ব্বদ্বেষ্যমবন্ধয়ন্ ॥ ২১৫৬
হিল্লাত্মজন্মনঃ সুজ্জিভ্রাতৃশ্যালস্য কৌশলম্ ।
কলহস্যাস্য নির্ব্বর্ণ্য বাণীয়ং পুণ্যভাগিনী ॥ ২১৫৭
আক্ষিপ্যমাণৈর্ভিক্ষ্বাদ্যৈরন্তে বীরোচিতং কৃতম্ ।
তেন ত্বসংশয়স্থেন সদাচারান্ন বিচ্যুতম্ ॥ ২১৫৮
রাজোকস্তেব তাং বার্ত্তাং শ্রুত্বা স হ্যপলায়িতঃ ।
হতস্য স্বামিনোভ্যর্ণং জিহাসুর্জীবিতং যযৌ ॥ ২১৫৯

তার পর রাজা 'সুজ্জি রক্ষা পাইয়াছে' এই মিথ্যা জনরব শুনিয়া স্বয়ংই যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন । ২১৫৫

রাজার অনুচরবর্গ সুজ্জিকে নিঃসন্দেহ হত জানিয়া সকলের বিদ্বেষভাজন, রাজভবনস্থিত শিবরথকে বন্দী করিল । ২১৫৬

অত্র হিল্লের পুত্র এবং সুজ্জির ভ্রাতৃশ্যালক কলশের (বা) কলহের যুদ্ধকৌশল (বীরত্ব) বর্ণনা করিয়া আমি এই বাক্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছি । ২১৫৭

ভিক্ষু প্রমুখ বীরগণ আক্রান্ত হইয়া শেষে বীরোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি (কলশ) বিপন্ন না হইলেও সদাচার হইতে পরিচ্যুত হন নাই । ২১৫৮

পলায়ন না করিয়া আত্মহত্যার অভিলাষে সে মৃতপ্রভুর নিকট গমন করিল । ২১৫৯

দ্বারং পদপ্রহৃতিভির্ভঞ্জন্তং রাজসৈনিকাঃ।
অপসার্য কথংচিত্তং ভীক্ষ্ণাঃ কৃষ্ণাদরক্ষিষুঃ॥ ২১৬০
প্রবিষ্টেস্মিন্ননির্ব্যূঢ়পীড়িতে মণ্ডপান্তরম্॥
লব্ধপ্রাণা নৃপাভ্যর্ণং কুলরাজাদয়ো যযুঃ॥ ২১৬১
হঠপ্রবিষ্টো হতবান্স তত্রৈকং মহাভটম্।
শরৈরেব হতো দূরাৎকথংচিৎপরিপন্থিভিঃ॥ ২১৬২
আয়াতং ক্ষুভিতে দেশে সজ্জপালং মহীপতিঃ।
রিল্হণং চোল্হণং হন্তুং প্রাহিণোদ্বিহিতত্বরঃ॥ ২১৬৩
যাতো মার্গাৎপলায্যায়ং পরিশঙ্কথেতি রিল্হণঃ।
ক্ষিপ্তিকাতটপর্যন্তমটিত্বা যাবদাযযৌ॥ ২১৬৪

তথায় গিয়া দ্বার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে দুর্দ্ধর্ষ রাজসৈনিকেরা কোন প্রকারে তাহাকে অপসারিত করিয়া ঘাতকদিগকে রক্ষা করিল। ২১৬০

সে সামান্যরূপ আহত হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে কুল-রাজ প্রভৃতি রাজপুরুষগণ জীবনলাভ করিয়া রাজার নিকট গমন করিল। ২১৬১

সেখানে কলহ বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া একটি মহাবীর সৈনিক পুরুষকে নিহত করিল, অনন্তর শত্রুরা দূর হইতেই শর বর্ষণ করত কোন প্রকারে তাহাকে নিধন করিল। ২১৬২

দেশ এইরূপে বিচলিত হইলে রাজা ত্বরান্বিত হইয়া সমাগত সজ্জপাল এবং রিহলণকে উহলণের নিধনার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ২১৬৩

যখন রিহলণ, 'এইব্যক্তি (উহলণ) পথ হইতে পলায়ন করিয়া গিয়াছে' এই সন্দেহ করিয়া ক্ষিপ্তিকার তট পর্য্যন্ত পর্য্যটন

পূর্ব্বায়াতঃ সজ্জপালো গৃহদ্বারাদ্বিনির্গতঃ।
উল্‌হণস্য পথো রুন্ধন্‌, ঘ্নন্‌ প্রহরন্‌গণ ॥ ২১৬৫
তাবদেকস্য খড্গেন নিকৃত্ত দৌঃক্ষি দক্ষিণে।
ত্বঙ্মাত্রশেষে ছিন্নাস্থিস্নায়ুগ্রন্থিরজায়ত ॥ ২১৬৬ ত্রিলকম্‌ ॥
অগণ্যপ্রায়তাং প্রাপ্তে বংশে যৎকৌশলাদসৌ।
দিগন্তরেষু স্বস্মিংশ্চ দেশে প্রাপ প্রথাং পুনঃ ॥ ২১৬৭
ফলকালে সমাসান্ন শৌর্য্যপ্রতিভুবাভুজং।
স তেন দোষ্ণা বৈকল্যং ধিগিচ্ছাং বিধুরাং বিধেঃ ॥ ২১৬৮
স প্রাগ্বদভ্যবাপ্তৌ ভবেদবিকলো যদি।
যত্নেন তস্য জানীয়াদিচ্ছাং লোকোয়মদ্ভুতাম ॥ ২১৬৯
পীতাভৃতস্য স্বতবিগ্রহস্থং
ন প্রাভবিনাস্থদি নাম বাহোঃ।

করিয়া প্রত্যাগমন করিল, তখন পূর্ব্বপ্রত্যাগত সজ্জপাল, গৃহ হইতে বহির্গত উহ্লণের মার্গাবরোধপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক ব্যক্তিকে প্রহার করিল বটে, কিন্তু এক ব্যক্তির খড়্গাঘাতে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের স্নায়ু ও অস্থি ছিন্ন হইয়া গেল, কেবল চর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ২১৬৪—৬৬

এই ব্যক্তি (সজ্জপাল) অতি সামান্য বংশে উৎপন্ন হইয়া যে উপায়ে দেশান্তরে এবং স্বদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ফল লাভের সময় উপস্থিত হইলে তাহার শৌর্য্যের প্রতিভূ স্বরূপ সেই হস্ত বিকল হইয়া পড়িল; ধিক্‌ বিধাতার অন্যায় ইচ্ছাকে। (অথবা বিসদৃশ অভিপ্রায়কারী বিধাতাকে ধিক্‌)। সে যদি উন্নতির সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় অবিকল থাকিত, তাহা হইলে লোকে ফল

অজ্ঞাস্যদিচ্ছাঃ তদমুষ্য লোকঃ
সামর্থ্যভাজঃ সুচিরপ্ররূঢ়াম ॥ ২১৭০
দৃষ্টঃ শীলাভিধো বৃদ্ধঃ পিতৃব্যঃ সাহদেবিনা।
সম্পৃগং নিহতঃ সংখ্যে সাধুর্জাতব্রণাতিনা ॥ ২১৭১
তস্যার্তা বিশতো বেশ্ম জজ্জলাখ্যোগ্রগো হতঃ।
মাস্কোস্নুগো ভটো দ্বৌ চ যামিকশ্চ জনংগমঃ ॥ ২১৭২
বালং তনয়মালোক্য নিষণ্নস্যাঙ্গনস্থিতেঃ।
তস্যানির্গচ্ছতো গেহে ম্লিত্‍ংগাগ্নিমদাপয়ৎ ॥ ২১৭৩

দেখিয়া তাহার অদ্ভুত ইচ্ছা বুঝিতে পারিত। যদি অমৃত পান সময়ে রাহুর শরীর নষ্ট না হইত, তাহা হইলে লোকে সেই শক্তিশালীর চিরকালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিত। ২১৬৭—৭০

সহদেবের পুত্র সজ্জপাল, স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে বিক্ষত হইয়া সৎস্বভাব সম্পন্নশীল নামক স্বীয় প্রাচীন পিতৃব্যকে যুদ্ধে নিহত হইতে দেখিয়াও হস্তবৈকল্য নিবন্ধন তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না। ২১৭১

উচ্চলণও শস্ত্রাঘাতে কাতর হইয়া স্বগৃহে গমনোন্মুখ হইলে তাহার অগ্রগামী জজ্জ নামক জনৈক বীর নিহত হইল এবং একজন মস্কানাই (বা স্নিগ্ধ) অনুগামী সৈন্য ও একজন চণ্ডাল প্রহরী এই দুইজনও তাহার সম্মুখে নিহত হইল। ২১৭২

অনন্তর যখন সে বহির্গমন মানসে প্রাঙ্গনে আসিয়া নিজের শিশু সন্তানকে অবলোকন করিতে করিতে সেই স্থানেই উপবিষ্ট হইল, তখন অর্থাৎ বহির্গত না হইতেই তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিল। ২১৭৩

আনীয়মানো ধূমান্ধো বদ্ধা মুখ্যৈঃ স সৈনিকৈঃ।
গৃহদ্বারে হতঃ কৈশ্চিৎপ্রাকৃতৈস্তৈর্ন্যবিক্রবঃ॥ ২১৭৪
তস্য প্রধানপ্রকৃতিক্ষয়হেতোর্মহীপতিঃ।
মুণ্ডমপ্যবলোক্যাসীদশান্তক্রোধবিক্রিয়ঃ॥ ২১৭৫
ব্যাপাদ্যমানাঃ সকোপং ভূপতিপ্রেরিতৈর্ভটৈঃ।
উচ্চাবচাঃ সুজ্জিভৃত্যাঃ কৃত্যং সত্ত্বোচিতং ব্যধুঃ॥ ২১৭৬
অনুজো লক্ষ্মকঃ সুজ্জের্বদ্ধানীতঃ স বিক্রিয়াম্।
নৃপং বীক্ষ্যাদয়ৈঃ কৈশ্চিদ্রাজধান্যঙ্গনে হতঃ॥ ২১৭৭

শস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত, এবং সেই গৃহদাহসম্ভূত ধূমদ্বারা নিতান্ত আকুল সেই উহ্লণকে কতিপয় প্রধান সৈনিক, বন্দী করিয়া আনিতে লাগিল। এমন সময় দ্বারদেশে কতকগুলি সামান্য সৈন্য তাহাকে নিধন করিল। ২১৭৪

এক জন প্রধান অমাত্য (সুজ্জি) তাহারই জন্য নিহত হইল, একারণ তাহার মুণ্ড দেখিয়াও রাজার ক্রোধশান্ত হইল না। ২১৭৫

নৃপপ্রেরিত বীরগণ সুজ্জির নানাবিধ অর্থাৎ প্রধান ভৃত্যগণকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা ও স্ব স্ব বীর্য্যানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিল। ২১৭৬

সুজ্জির অনুজ লক্ষ্মক বন্দী হইয়া নীত হইলে রাজার দারুণ ক্রোধ দেখিয়া কতিপয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাহাকে রাজধানীর অঙ্গনেই নিধন করিল। ২১৭৭

ভ্রাতা পিতৃব্যজস্তস্য সঙ্গটাখ্যো নৃপাঙ্গনে।
খুটরুট ইব প্রাণানৌচিত্যেনামুচৎকৃতী ॥ ২১৭৮
প্রবিষ্টঃ শরণং বাণবংশ্যৈ পাপৈঃ প্রমাপিতঃ।
উন্মত্তো মুম্মুনিস্তস্য ভ্রাতা কৈশ্চিৎস্বমন্দিরে ॥ ২১৭৯
সুজ্জিস্যালস্তু শৃঙ্গারবৃত্ত্যাভঙ্গুরয়া হতঃ।
মহাকুলীনো বিচরন্নৌচিত্যান চ চিক্রিয়ঃ ॥ ২১৮০
সঙ্গিকাখ্যঃ প্রতীহারো ব্রণিতঃ শনকৈর্গতঃ।
অন্যেপি সংশ্রিতাঃ সুজ্জেস্তত্র তত্র প্রমিম্যিরে ॥ ২১৮১
জাত্যবাজিজবপ্রাপ্তপ্রাণাঃ কোট্টেশ্বরান্তিকম্।
আসাদ্য বীরপালাদ্যা দ্বিত্রা মৃত্যুভয়ং জহুঃ ॥ ২১৮২

তাহার পিতৃব্যজ ভ্রাতা কার্য্যদক্ষ সঙ্গটও বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ২১৭৮

এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া উন্মত্ত বা উন্মাদরোগগ্রস্ত তাহার ভ্রাতা মুম্মুনি স্বগৃহে প্রবেশ করিলে বাণবংশীয় কতিপয় পাপিষ্ঠ তাহাকে সেইখানেই নিধন করিয়া পঞ্চত্ব পাওয়াইল। সৎকুলজাত সুজ্জির শ্যালক চিক্রিয় বিক্রমশালী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি (তুচ্ছ হইলেও উদ্দাম কাম রিপুর শরজাল হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না) তুচ্ছ শৃঙ্গার সুখাসক্ত হইয়াই নিহত হইলেন। এবং সঙ্গিক নামে প্রতিহারীও শরাঘাতে আহত হইয়া শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিল। সুজ্জির অন্যান্য অনুচরবর্গও এইরূপে স্থানে স্থানে নিহত হইতে লাগিল। ২১৭৯—৮১

বীরপাল প্রভৃতি দুই তিনজন অনুচর, উত্তম বেগশালী অশ্বের গতিতে প্রাণ রক্ষা করিয়া কোট্টেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক

ব্রজঞ্চ্ শরদি যো দুষ্টোত্থানরুদ্ধতুরংগমঃ।
প্রপেদে সঙ্গটভ্রাতা বন্ধনং সুভটামঠে ॥ ২১৮৩
সুস্সুশ্চ সজ্জলঃ সুজ্জেঃ শ্বেতিকশ্চাগ্রজাত্মজঃ।
উল্হণস্য তনুজশ্চ কারাগারং প্রপেদিরে ॥ ২১৮৪
ইত্থং রাজ্ঞ্যমাত্যে চ প্রাপ্তে পিশুনবশ্যতাম্।
নবমেব্দে শুচেঃ শুক্লপঞ্চম্যাং বিপ্লবোভবৎ ॥ ২১৮৫
কার্যে ক্বাপি বিপর্যস্তসত্ত্বং সংস্মৃত্য মন্ত্রিণম্।
তমদ্যাপি নৃপস্তাদৃগ্ ভৃত্যোপেতোনুতপ্যতে ॥ ২১৮৬
বেতালোত্থাপনাচ্ছিদ্রলঙ্ঘনাদ্বিষচর্ব্বণাৎ।
ব্যালাশ্লেষাচ্চ বিষমং সত্যং রাজোপসেবনম ॥ ২১৮৭

মৃত্যুভয়বিহীন হইল। গমন করিতে করিতে অর্থাৎ অবলীলাক্রমে অশ্বদিগের শারদীয় উদ্দাম বেগরোধ সমর্থ সঙ্গটের ভ্রাতাও সুভটা নামক মঠে বন্দী হইল এবং সুজ্জির পুত্র সজ্জল তদীয় অগ্রজ তনয় শ্বেতিক ও উল্হণের পুত্র কারাগারে রুদ্ধ হইল। ২১৮২—৮৪

এইরূপে রাজা ও মন্ত্রী খলের বশীভূত হওয়ায় নবম বর্ষে আষাঢ় মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে বিপ্লব সংঘটিত হইল। ২১৮৫

রাজা অদ্যাপি কোন কোন দুঃসাধ্য কার্য্যে সেই মন্ত্রীর অপ্রতিহত বুদ্ধিপ্রভাব স্মরণ করিয়া তদ্রূপ ভৃত্যযুক্ত হইলেও অনুতাপ করিয়া থাকেন। ২১৮৬

রাজসেবা সত্যসত্যই বেতাল-উত্থাপন, ছিদ্র-লঙ্ঘন, বিষভক্ষণ এবং সর্প আলিঙ্গন অপেক্ষা অধিকতর বিষম। ২১৮৭

অনাত্মায়ত্তনিস্তীর্ণগুণানাং চক্রবর্ত্তিনাম্।
শকটানামিবাগ্রস্থো বিশ্বস্তঃ কো ন ভজ্যতে॥ ২১৮৮
অযুক্তং নৃপতিঃ সুজ্জিবধং মেনে প্রজাঃ পুনঃ।
যুক্তং জ্ঞাত্বা তমুদ্রিক্তশক্তিতাং বিবিদুঃ প্রজাঃ॥ ২১৮৯
ভেজে রাজা সজ্জাপালং কম্পনাধিপতিং দদৎ।
কুলরাজে চ নগরাধীকারিত্বং সমার্পয়ৎ॥ ২১৯০
ত্যক্‌ত্বা মল্লার্জুনং ধন্বোদয়ৌ নগরমাগতৌ।
প্রাগ্বৎপুনর্জজ্ঞাতে প্রিয়ৌ বিশ্বংভরাভুজঃ॥ ২১৯১
ইতরাশ্রয়বিচ্ছেদা বীতপারিপ্লবস্থিতিঃ।
শ্রীঃ সর্ব্বাকারমকরোৎস্থিরং চিত্ররথে পদম্॥ ২১৯২

অ-স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন সম্রাট্‌দিগের গুণাবলী প্রায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং পরায়াত্তগতি শকটের ন্যায় তাহাদের সমীপবর্ত্তী কোন্ বিশ্বস্ত ব্যক্তি বিপন্ন না হয়? রাজা, সুজ্জিকে বধ করা নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু তদীয় প্রজাবর্গ তাহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল এবং ঐ কার্য্যে তাঁহাকে সমধিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। রাজা সজ্জপালকে কম্পনার আধিপত্য এবং কুলরাজকে নগরাধিকারিত্ব প্রদান করিলেন। ২১৮৮—৯০

রাজার প্রিয়পাত্র ধন্য এবং উদয় মল্লার্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আসিল এবং পূর্ব্ববৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ২১৯১

রাজলক্ষ্মী আশ্রয়ান্তর বিরহে স্বীয় নৈসর্গিক চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করত সর্ব্বতোভাবে চিত্ররথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ২১৯২

অতুলৈশ্বর্যধুর্যোঽপি রাষ্ট্রং দণ্ডেন পীড়য়ন্।
শময়ং নেতুমশক্যোঽভূৎস ভূপস্যাপ্যনঙ্কুশঃ॥ ২১৯৩
গন্ধর্ব্বানাভিধে গ্রামে টিক্কং হত্বা ব্যসর্জয়ৎ।
পারেবিশোকং কোট্টেশস্তচ্ছিরঃ পার্থিবান্তিকম্॥ ২১৯৪
নিসর্গদ্বেষিণা প্রাপ্তপ্রতাপে নিতরাং নৃপে।
তদানীং তপ্যমানেন দূতেনাপ্যায়িতোঽসকৃৎ॥ ২১৯৫
কোট্টেশ্বরেণ রভসাদল্পৈঃ পরিজনৈর্বৃতঃ।
নিশি লোঠনদেবঃ স হাড়িগ্রামং ততোঽবিশৎ॥ ২১৯৬
মহাকথিতকম্বোক্তৈঃ সংরব্ধৈঃ রাক্ষি সর্ব্বতঃ।
বদ্ধসংধির্বঞ্চস্তং বিসসর্জ যথাগতম্॥ ২১৯৭

অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও দণ্ডদ্বারা প্রজা পীড়ন করত অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। সেই অদম্য স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিবারণ করা রাজারও অসাধ্য হইয়া উঠিল। ২১৯৩

পরে বিশোক কোট্টের অধিপতি গন্ধর্ব্বান নামক গ্রামে টিক্ককে বধ করিয়া তদীয় মস্তক রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। স্বভাবতঃ ঈর্ষাপরবশ কোট্টেশ্বর রাজার তাদৃশ প্রতাপ দর্শনে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সেই সময়ে পুনঃ পুনঃ দূত দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহার পর লোঠনদেব অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া রাত্রিতে হঠাৎ হাড়িগ্রামে প্রবেশ করিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা মহাকথিক কম্ব লবণ্য, রাজাকে অন্যান্য শত্রুর সহিত চারিদিকে যুদ্ধার্থ ব্যস্ত দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করত যেমন আসিয়াছিলেন, সেইরূপেই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। ২১৯৪—৯৭

উচ্চলাদিবদাদাতুং রাজ্যং স রভসং ভজন্।
নির্ব্যূঢ়িশূন্যদার্ঢ্যো ধ্যাস্মুটো লোকস্য হাস্যতাম্॥ ২১৯৮
তীক্ষ্ণপ্রযুক্তিভিঃ সৈন্যভেদৈরন্যৈশ্চ কোষ্টকম্।
উপায়ৈর্নৃপতিস্তৈস্তৈস্ততো হন্তুং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ২১৯৯
প্রতিদ্বন্দ্বীব তীক্ষ্ণানাং প্রাটিতাক্ষঃ ক্ষমাভুজাম্।
ন সংপ্রসাদয়ৎক্রুদ্ধঃ প্রতিযোদ্ধুং ব্যচিন্তয়ৎ॥ ২২০০
স্বৈঃ স্বৈঃ প্রদেশৈর্বাদিশ্য প্রবেষ্টুং পূতনাপতীন্।
স্বয়মুচ্চাবচৈঃ সৈন্যৈরবচস্কন্দ তং পুনঃ॥ ২২০১

উচ্চল প্রভৃতি নৃপতিগণ স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, মূঢ় লোঠন সেই রাজ্য হঠাৎ লাভ করিতে গিয়া যথাযথ সৈন্য বিন্যাস না থাকায় দৃঢ়তাশূন্য হইয়া লোকের উপহাসাস্পদ হইলেন। ২১৯৮

অনন্তর রাজা, ঘাতক নিয়োগ, সৈন্যের ভেদ সংঘটন (অথবা বিষাদিপ্রয়োগকুশল সৈন্য বিশেষ দ্বারা) এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ উপায় দ্বারা কোষ্ঠকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ২১৯৯

সে তাঁহার প্রসন্নতা সাধন না করিয়া বরং প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় তৎপ্রেরিত ঘাতকদিগের চক্ষু উৎপাটন করত ক্রোধে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইল। ২২০০

রাজা সেনাপতিদিগকে স্ব স্ব প্রদেশ দিয়া গমন করিবার জন্য আদেশ দিয়া স্বয়ংও অনেক প্রকার সৈন্য সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিলেন। ২২০১

স ভূপং স্বভসাধাতং জ্ঞাত্বাল্পপৃতনং বলী।
প্রাপ্তুশ্ছলয়িতুং তস্মৌ প্রতাপৈঃ পরিহারিতঃ॥ ২২০২
লগ্নে রণে চিত্ররথঃ পৃথুসৈন্যোপি দৈবতঃ।
তস্য সৈন্যৈকদেশেন নিন্যে জয়বিপর্যয়ম্॥ ২২০৩
ভঙ্গনা মঙ্গলোংকারকল্পেন কিল তেন সঃ।
ততঃ প্রভৃত্যভূত্তুশুদবষ্টম্ভো দিনে দিনে॥ ২২০৪
রিল্‌হণাদীন্যোধয়িত্বা ব্যূঢব্যস্তাখিলানুগঃ।
লবন্যো সুপ্তুৎসায়ং কম্পনাধিপতের্বলী॥ ২২০৫
ঊনৈঃ শতাদপি ভটৈর্যতো বিক্রতসৈনিকঃ।
সহ তৎসৈন্যরোষং স গজক্ষোভমিবাচলঃ॥ ২২০৬

বলবান্ কোষ্টেশ্বর রাজাকে অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া তদীয় প্রতাপ দ্বারা পরাজিত হইয়া ছল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্ররথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। চিত্ররথ বহুসৈন্যের অধিনায়ক হইয়াও দৈবযোগে তদীয় সৈন্যের একাংশের নিকট পরাজিত হইল। তদবধি রমণীয় মঙ্গলধ্বনি সদৃশ সেই বিজয় লাভে কোষ্টেশ্বর দিনে দিনে দুরাক্রম্য হইতে লাগিল। ২২০২—২২০৪

রিল্‌হণাদির সহিত যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে বলবান্ লবন্য অনেক যুদ্ধ করিয়া সায়ংকালে নিপতিত হইল। স্বীয় সৈন্য সকল পলায়ন করিলে বিক্রমশালী কম্পনাধিপতি সজ্জপাল শত অপেক্ষাও ন্যূন সংখ্যক সৈন্য সমভি-ব্যাহারে, পর্ব্বত যেমন অবলীলাক্রমে গজবিমর্দ্দ সহ্য করে, সেইরূপ কোষ্টেশ্বর বাহিনীর পরাক্রম সহ্য করিতে লাগিল। ২২০৫—২২০৬

কিং বাচ্যঃ স নরব্যাঘ্রঃ প্রবৃদ্ধিং যাতি সংগরে।
নিজবর্ম্মতনুত্রাদি যস্য যাতি ন বর্ম্মণি ॥ ২২০৭
মন্দীকৃতারিসংরম্ভমবষ্টম্ভেন তাদৃশা।
তং ত্রিল্লকাদয়ঃ প্রাপুর্লবন্যাঃ সৈন্যশালিনঃ ॥ ২২০৮
তৈঃ সজাতীয়দাক্ষিণ্যাত্তটস্থৈরপি সংকটে।
তস্যৈষদুপযোগোভূৎস্ববীর্য্যাপাস্তবিদ্বিষঃ ॥ ২২০৯
কালে সংনহনং রাত্রিজাগরঃ সামতো বলৈঃ।
সময়ে গ্রহণত্যাগতত্তদ্যুক্তিবিকল্পনম্ ॥ ২২১০

এইরূপ সংগ্রাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে সেই পুরুষব্যাঘ্রের পরাক্রম কি আর পূর্ব্বের ন্যায় শরীরে সুন্দররূপে লাগিতেছে না। সেইরূপ আক্রমণ দ্বারা শত্রু পক্ষের যুদ্ধবেগ খর্ব্বীকৃত হইলে, ত্রিল্লকাদি লবন্য-গণ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে সাহায্যার্থ তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ২২০৭—২২০৮

সে সময়ে যদিও তাহারা স্বজাতীয় ঔদার্য্যগুণে (বা স্বজাতি-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া) যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহাতে সজ্জপালের কোন ক্ষতি না হইয়া বরং স্বীয় ভুজবীর্য্য দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজিত (বা দূরীভূত) করায় কিছু উপকারই সাধিত হইয়াছে। যথাসময়ে যুদ্ধ সজ্জা, রাত্রিজাগরণ, সামপ্রয়োগ, সৈন্যদিগের সহিত স্বশত্রুকে কখন বা ত্যাগ করিবে, কখন গ্রহণ করিবে, এইরূপ গ্রহণও ত্যাগ সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি কল্পনাকরা, অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ না করা, জিগীষুর এই সমস্ত গুণ দ্বারা শত্রু পক্ষ বিচলিত হইতে পারে;

লব্ধভূম্যপরিত্যাগো জিগীষোর্যাদৃশৈস্তু তৈঃ।
চলেষুরন্ধ্রযোপ্যস্ত কা বৈর্য্যাক্রমণে স্তুতিঃ॥ ২২১১
অবিশ্বসন্ ভিন্নভৃত্যস্তাদৃক্সংরম্ভপীড়িতঃ।
পলায়নোন্মুখঃ শৈলাৎকোষ্ঠকোথ ব্যগাহত॥ ২২১২
মার্গেষকালপ্রালেয়পাতরুদ্ধেষু বাজিনাম্।
গন্তুং তস্যোদ্যমং জঘ্নুঃ পৃষ্ঠলগ্না বিরোধিনঃ॥ ২২১৩
অবমানোপতপ্তোথ পরিমেয়পরিচ্ছদঃ।
স যযৌ জাহ্নবীং স্নাতুং রাজ্ঞা রাষ্ট্রাদপাকৃতঃ॥ ২২১৪
সোমপালোথ ভূপালনাম্না পুত্রেণ খেদিতঃ।
দীর্ঘবৈরাজ্যদুঃখার্ত্তঃ শরণং নৃপতিং যযৌ॥ ২২১৫

সুতরাং এইরূপে শত্রু আক্রমণ করায়, ইহার (কম্পানপতির) কি প্রশংসা হইতে পারে? ২২০৯—২২১১

অনন্তর কোষ্টক সজ্জপালের দারুণ বিক্রমে প্রপীড়িত এবং শত্রুর বশীভূত অনুচরদিগকে অবিশ্বাস করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন মানসে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু অসময়ে তুষার পতনে অশ্বের পথ-রুদ্ধ হওয়ায় শত্রুরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া সে উদ্যম নষ্ট করিয়া দিল। ২২১২। ১৩

অনন্তর রাজা রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেওয়ায় অপমানিত হইয়া কতিপয় নির্দ্দিষ্ট অনুচর সমভিব্যবহারে গঙ্গাস্নান করিতে প্রস্থান করিল। ২২১৪

পরে সোমপাল, পুত্র ভূপালের আচরণে অত্যন্ত খিন্ন এবং দীর্ঘকাল হইতে পুত্রের সহিত রাজসংক্রান্ত বিরোধে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল। ২২১৫

পুত্রৌ দত্তবতো নীবীং নাগপালস্য তস্য চ।
অভয়ং প্রতিশুশ্রাব ভূভৃদাশ্রিতবৎসলঃ॥ ২২১৬
বৃহদ্রাজস্য জিহ্মোঽয়ং দোঃস্থাঃস্তুরভূদিতি।
স তদাপদি নাস্মার্ষীদব্যাজোদারধীর্ধবীঃ॥ ২২১৭
সাহায্যকায় স্বং সৈন্যং দত্তবাংস্তং মহীপতিঃ।
ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠামনয়দ্দর্পপ্রশমনাদ্দ্বিষাম্॥ ২২১৮
স্নাত্বা দ্যুনদ্যাং ব্যাবৃত্তঃ কোষ্ঠকোঽত্রান্তরে পুনঃ।
মল্লার্জ্জুনং গৃহীত্ব ভূয়ৈঃরাজ্যোত্থাপনোদ্যতঃ॥ ২২১৯
অর্কোপরাগে প্রাপ্তঃ স কুরুক্ষেত্রমবাপ তম্।
লবন্যং কার্যতস্ত্যক্তপূর্ববৈরো নৃপাত্মজঃ॥ ২২২০

সে নিজের অন্য পুত্রকে এবং ভাগপালের পুত্রকে মূলধন দিলে আশ্রিতবৎসল রাজা তাহকে অভয় প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। ২২১৬

অকপট উদারচেতা রাজা, বিপৎ সময় বিবেচনা করিয়া বৃহৎ রাজ্যের এই কৌটিল্য বা শঠতা রাজ্যের দুর্দ্দশার কারণ ইহা মনে করিলেন না, বরং সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত তাহাকে স্বীয় সৈন্য পাঠাইয়া দিয়া শত্রুদিগের দর্প চূর্ণ করত পুনর্ব্বার তাহাকে স্বপদে স্থাপন করিলেন। ২২১৭।১৮

এই সময়ে কোষ্টক গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার মল্লার্জ্জুনকে লইয়া কাশ্মীর জয় করিতে উদ্যত হইল। ২২১৯

সেই রাজপুত্র (মল্লার্জ্জুন) সূর্য্য গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, তথায় কার্য্যানুরোধে পূর্ব্ব শত্রুতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই লবন্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বে লোঠনকেও আহ্বান

আহুতো লোঠনঃ পূর্ব্বমায়াতস্তেন ডামরম্।
নিশম্য তং সংঘটিতং খিন্নঃ প্রায়াদ্যথাগতম্ ॥ ২২২১

বিজয়েশাগ্রতঃ পীতকোশোপি নৃপতিদ্বিষঃ।
প্রবিবিক্ষূনুপৈক্ষিষ্ট সোমপালো দুরাশয়ঃ ॥ ২২২২

আরাধনায় ভূভর্তুস্তৎপুত্রঃ কোষ্টকং পুনঃ।
প্রাপ্তং স্ববিষয়ৈস্তৈস্তৈষ্ঠক্কুরৈর্নিরলুণ্ঠয়ৎ ॥ ২২২৩

অত্রান্তরে চিত্ররথং সংবুদ্ধায়াসদুগ্রহম্।
অনিচ্ছন্তোবন্তিপুরে প্রায়ং চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২২২৪

উপেক্ষ্যমাণাস্তে দর্পাত্তেনাগণিতভূভুজা।
জ্বলিতে জ্বলনে দেহান্বহবো জুহবুঃ শুচা ॥ ২২২৫

করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিয়া শুনিলেন যে, সেই ডামর তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে, তখন খিন্ন মনে যেমন আসিলেন, তেমনই প্রস্থান করিলেন। ২২২০।২১

দুরাশয় সোমপাল, বিজয়েশ্বরের সমীপে অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত হইয়াও কাশ্মীর প্রবেশেচ্ছু রাজ শত্রুদিগকে উপেক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পুত্র (ভূপাল,) রাজার সন্তোষ সাধনের জন্য সেই ঠাকুরদিগদ্বারা পুনর্ব্বার স্বদেশ প্রত্যাগত কোষ্টকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল। ২২২২।২৩

এই সময়ে চিত্ররথের দারুণ দুর্দ্দৈব নিবারণ মানসে অবন্তিপুরের ব্রাহ্মণগণ, অত্যন্ত আয়াস করিয়া—যাহাতে তাহাকে শত্রুপক্ষ গ্রহণ করিতে না পারে—অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। ২২২৪

যে, অহঙ্কারে রাজাকে গ্রাহ্য করিত না, তাহারা অনেকেই সেই

চরকে ধর্ম্মধেনূনামুত্তব্ধেপি তদাশ্রিতৈঃ।
বহ্নিং গোপালকোপ্যেকঃ কারুণ্যপ্রবণোবিশৎ ॥ ২২২৬
ভট্টস্তোত্তটবংশস্য পৃথ্বীরাজস্য নন্দনঃ।
যুবা বিজয়রাজাখ্যঃ সাহজো গাঢ়দুর্গতঃ। ২২২৭
দেশান্তরং জিগমিষুর্ব্বিষমং বীক্ষ্য তত্র তৎ।
ব্যাজহারাশ্রুজন্মানং কারুণ্যাশ্রুকণান্‌কিরন্‌ ॥ ২২২৮
উপেক্ষ্যমাণা দাক্ষিণ্যস্তম্ভিতেন মহীভুজা।
বিশঃ সচিবপাশেন বিবশাঃ পশ্য নাশিতাঃ ॥ ২২২৯
ছন্দানুবৃত্ত্যামাত্যানাং যত্র ক্ষ্মাভৃদুপেক্ষতে।
কস্তত্রাস্তু দীনানামাপচ্ছময়িতা বিশাম্‌ ॥ ২২৩০

দাম্ভিক ব্যক্তি কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুঃখে প্রজ্বলিত হুতাশনে স্ব স্ব দেহ বিসর্জ্জন করিল। ২২২৫

তাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ধর্ম্মধেনু সকলের চারণভূমি উপরুদ্ধ হইল দেখিয়া একজন গোপালক ও করুণার্দ্র চিত্তে প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিল। ২২২৬

উত্তটবংশীয় ভট্ট পৃথ্বীরাজের যুবক পুত্র বিজয়রাজ, অনুজের সহিত অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া দেশান্তরে যাইবার মানস করিলেন, কিন্তু সেখানে সেই বিষম ব্যাপার দেখিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে কহিল। রাজা ছন্দানুবর্ত্তন দ্বারা স্তম্ভিত অর্থাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে তৎকর্ত্তৃক উপেক্ষিত প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়া তদীয় দুরাচার মন্ত্রীর পাতিত শঠতারূপ পাশে বদ্ধ হইয়া কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে দেখ। যেখানে রাজা অমাত্যগণের ছন্দানুবৃত্তির অনুরোধে স্বীয় প্রকৃতিবর্গের উপর উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, সেখানে অন্য কে

যদ্বা স্থায়োয়মন্যোন্যস্পর্ধয়া যদুপপ্লুতম্।
শম্বিতা দণ্ডয়েচ্ছাম্যং শম্যিতারং পরোথবা ॥ ২২৩১
বিশৃঙ্খলং নয়েচ্ছষ্যাং দার্ঢ্যসারং বিঘট্টনৈঃ।
কদাচিল্লোহমশ্মানমশ্মা লোহং কদাচন ॥ ২২৩২
দোষেণৈকেন ন দ্বেষ্যো রাজা সর্ব্বগুণোজ্জ্বলঃ।
বধাচ্চিত্ররথস্যান্যদ্বিধেয়ং নাবভাতি মে ॥ ২২৩৩
ধর্ম্মঃ সর্ব্বোপকার্য্যেকক্ষুদ্রক্ষপণমুচ্যতে।
জঘানাজগরং সোপি জন্তুনামন্তকং জিনঃ ॥ ২২৩৪
দুর্বৃত্তদমনেস্মাভিঃ কৃতে তেজস্বিনো জনাৎ।
ভূয়োপাধিকৃতো বিভ্যন্ন কশ্চিৎপীড়য়েৎপ্রজাঃ ॥ ২২৩৫

হীন প্রজাবর্গের বিপদ নিবারণ করিবে? অথবা উভয়পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া যে পরস্পরকে আক্রমণ করে, তাহাই ন্যায়সঙ্গত, তদনুসারে শমযিতা শাম্যকে এবং শাম্য শমযিতাকে করিতে পারে? কখন লৌহ, দৃঢ় প্রস্তরকে এবং কখন বা প্রস্তর, বিশৃঙ্খল লৌহকে আঘাত দ্বারা ভগ্ন করিতে সমর্থ হয়। ২২২৭—২২৩২

সর্ব্বগুণসম্পন্ন নরপতি, একটীমাত্র দোষে কখন বিদ্বেষভাজন হইতে পারেন না, এইক্ষণ চিত্ররথের বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে না। ২২৩৩

সকলের উপকারক ধর্ম্মস্বরূপ জিন (বুদ্ধ) যাঁহাকে লোকে সামান্য ক্ষপণক বলে, তিনিও প্রাণিগণের অন্তক স্বরূপ অজগরকে বধ করিয়াছিলেন। ২২৩৪

আমরা যদি সেই দুরাচারকে দমন করি, তাহা হইলে তেজস্বী লোকের ভয়ে কোন কর্ম্মচারী আর প্রজাপীড়ন করিবে না। ২২৩৫

কায়স্যাস্ত পরিত্যাগাদনন্তা জন্তবো যদি।
সুখিনঃ স্যুরসৌ ভ্রাতর্বাণিজ্যা জ্যায়সী ন কিম্॥ ২২৩৬
সংশ্রুত্যবাংশং স তথেত্যাথ তং কোশপীথিনম।
বিধায়ানুসসারৈত্য হন্তুং চিত্ররথং তদা॥ ২২৩৭
কালেঽস্মিন্ধর্ম্মদৌর্ব্বল্যকলুষেপি কলেঃ কিল।
প্রভাবো ভূমিদেবানাং স্তোঽতেস্থাপ্যভঙ্গুরঃ॥ ২২৩৮
ব্রাহ্মণৈরপরিক্ষীণপূর্ণপুণ্যো ন কশ্চন।
দৈর্ঘ্যধারভতে ভ্রষ্টদুষ্টোৎপাটনপাটবৈঃ॥ ২২৩৯
দ্বিজান্ হেজয়ন্ সুজ্জিদ্বিজাদেবাসদদ্বধম্।
বিপ্রেণৈব হতশ্চিত্ররথো বিপ্রাবমানকৃৎ॥ ২২৪০

জীবগণ যদি এই নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য সুখ ভোগের অধিকারী হয়, তাহা হইলে হে ভ্রাতঃ ঐরূপ বাণিজ্য কি শ্রেষ্ঠ নহে? অনন্তর অনুজ তাহাতে সম্মত হইলে বিজয়রাজ তাহাকে শপথ করাইল এবং তৎক্ষণাৎ উভয়ে আসিয়া চিত্ররথকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাহার অনুসরণ করিল। ২২৩৬।২২৩৭

এই কলিকাল ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন কলুষিত হইলেও অদ্যাপি ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ২২৩৮

ব্রাহ্মণেরা ন্যায়পথভ্রষ্ট দুষ্ট ব্যক্তিদিগের দমনকর্ত্তা, সুতরাং যাহার পূর্ব্বে পুণ্যের ক্ষয় হয় নাই, এরূপ কোন ব্যক্তিই তাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ২২৩৯

সুজ্জি ব্রাহ্মণগণকে উৎপীড়ন করিয়া ব্রাহ্মণ হইতেই নিহত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী চিত্ররথ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। ২২৪০

দ্বিজোত্থাপিতয়া ক্রান্তচিত্তোঽসৌ কৃত্যয়া ধ্রুবম্ ।
মধ্যে তস্য বধং প্রাণাদ্বিনা কারণমুৎসৃজন্ ॥ ২২৪১

কৃশানুসাদকুর্বত বিপ্রা দেহান্যদৈব তে ।
তদ্দ্বেষস্তুল্যসংঘর্ষে তদৈবাসীদ্ধতানুগঃ ॥ ২২৪২

অনাসাদয়তশ্চিত্ররথং পৃথুবলান্বিতম্ ।
গণরাত্রমভুক্তস্তু দিবারাত্রং প্রজাগরঃ ॥ ২২৪৩

স স্বপর্যন্তসামন্তসীমন্তিতপথো ব্রজন্ ।
অভূদদৃশ্যো দৃশ্যশ্চ জনসংবাধমধ্যগঃ ॥ ২২৪৪

বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উত্থাপিত কৃত্যা (আভিচারিকী ক্রিয়া) বিজয়রাজের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, এজন্য সে অকারণে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়া চিত্ররথের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ২২৪১

যে সময়ে ব্রাহ্মণেরা অপমানিত হইয়া অগ্নিতে দেহ বিসর্জ্জন করে, সেই সময়েই কোন তুল্য শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের দ্বেষ্য চিত্ররথের অনুচরবর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল। ২২৪২

চিত্ররথ পথে অসংখ্য সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হইয়া চলিত, এজন্য সেই জনতার মধ্যে তাঁহাকে কখন দেখা যাইত কখন বা দেখা যাইত না, এ কারণে হন্তা বহুদিন পর্য্যন্ত দিবারাত্র চেষ্টা করিল, কিন্তু বহু সৈন্যে পরিবৃত থাকাতে তাহাকে বধ করিতে পারিল না। ২২৪৩—২২৪৪

তেন সাশ্চর্যনৈশ্চল্যানিষ্ঠুরেণৈকদা জবাৎ।
সোনুসস্রে ব্যতিক্রান্তনিঃশ্রেণির্নৃপবেশ্মনি ॥ ২২৪৫
বিলম্বিতস্য স্তম্ভাগ্রে কৃপাণ্যা মূর্দ্ধ্ন্যাশু সঃ।
সামন্তমধ্যগস্যৈব প্রাহরত্তীব্রসাহসঃ ॥ ২২৪৬
মুমূর্ষোরিব তত্রাস্য বৈহ্বল্যাগলিতস্মৃতেঃ।
উদ্‌ভ্রান্তচক্ষুষো বর্চ্চশ্চ্যবনং সমপদ্যত ॥ ২২৪৭
প্রমাপিতোঽয়ং রাজ্ঞেতি জ্ঞাত্বা সত্ত্ববহিষ্কৃতাঃ।
বিত্রস্তাস্তং তথাভূতমত্যজন্নজীবিনঃ ॥ ২২৪৮
তং বীতজীবিতং জ্ঞাত্বা ন তীক্ষ্ণঃ প্রাহরৎপুনঃ।
প্রাপ্তং দ্বিতীয়নিঃশ্রেণ্যা ভ্রাতরং নিবিবেশ চ ॥ ২২৪৯

একদা সামন্তপরিবৃত চিত্ররথ, রাজভবনে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া স্তম্ভের অগ্রভাগ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে সেই নিষ্ঠুর (বিজয়রাজ) অদ্ভুত নিশ্চলতাসংস্কারে বিশেষ বেগে তাহার অনুসরণ করত অত্যন্ত সাহসের সহিত সেই সামন্তগণের মধ্যেই খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। ২২৪৬

চিত্ররথ সেই স্থানেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং জ্ঞানশূন্য হইয়া মুমূর্ষুর ন্যায় মলত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার দুর্ব্বল অর্থাৎ কাপুরুষ অনুজীবিগণ এই ব্যক্তি রাজ কর্ত্তৃক বিনাশিত হইল ইহা বিবেচনা করিয়া ভয়ে তাহাকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিল। ২২৪৭—২২৪৮

সেই ঘাতক (বিজয়রাজ) তাহাকে (চিত্ররথকে) মৃত মনে করিয়া পুনর্ব্বার প্রহার করিল না এবং দ্বিতীয় সোপান দ্বারা উপস্থিত

ন পলায়িষ্ট নির্ব্বিঘ্নসর্ব্বমার্গোঽপি ঘাতিতঃ।
রাজ্ঞা চিত্ররথঃ সখদিত্যুচ্চৈঃ প্রোচ্চকার সঃ॥ ২২৫০
প্র…ষ্টং* ভুট্টমাংসাদিরাজ্যভোগপুরঃসরৈঃ।
সর্ব্বৈঃ কাপুরুষৈস্ত্রাসাদথ চিত্ররথানুগৈঃ॥ ২২৫১
জ্যায়ান্ লোঠরথস্তস্য ভ্রাতা ভীত্যা পলায়িতঃ।
শরণং নর্ত্তকীমেকাং যযৌ বক্ত্রার্পিতস্তনঃ ২২৫২
তাদৃক্ প্রবেশিতশ্চিত্ররথোঽভ্যর্ণং মহীভুজা।
মা ভৈষীঃ প্রাহরৎ কস্ত্বামিত্যুক্ত্বাশ্বাসিতঃ স্বয়ম্॥ ২২৫৩
নৃপাজ্ঞয়া কো নিহন্তা দ্বারেশস্যেতি বাদিভিঃ।
ভীক্ষ্ণোন্বিষ্টো ভটৈঃ সোঽহমিত্যুক্ত্বা স্বং ন্যদর্শয়ৎ॥ ২২৫৪

অনুজকেও নিষেধ করিল। সে, সমস্ত পথ বিঘ্নশূন্য হইলেও পলায়ন না করিয়া, 'রাজা চিত্ররথকে বিনাশ করাইলেন' এই কথা উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল। ২২৪৯—২২৫০

অনন্তর ভুট্টমাংস প্রভৃতি রাজভোগে অগ্রবর্ত্তী, চিত্ররথের সমস্ত কাপুরুষ অনুচরবর্গ ভয়ে পলায়ন করিল এবং তাহার ভ্রাতা লোঠরথ ভয়ে এক নর্ত্তকীর শরণাপন্ন হইয়া তাহার স্তন পানে প্রবৃত্ত হইল। রাজা চিত্ররথকে সেই অবস্থায় নিকটে আনয়ন পূর্ব্বক 'ভয় নাই, কে তোমাকে প্রহার করিল' এই কথা বলিয়া স্বয়ং তাহাকে আশস্ত করিলেন। সৈনিকেরা, 'কে রাজার আদেশে দ্বারপতিকে বধ করিয়াছিল' এই কথা বলিয়া ঘাতকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, বিজয়রাজ 'আমি সেই ঘাতক' বলিয়া আপনাকে দেখাইয়া দিল। ২২৫১—২২৫৪

---

* "প্রণষ্টং" হইবে।

ধীরো যোধান্‌স্বধৈর্য্যাত্ত, লঙ্ঘনং শ্লাঘ্যবিক্রমঃ।
ত্রিংশদ্বিংশাংস্চ হত্বাথ প্রহৃত্য চ রণে হতঃ॥ ২২৫৫
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে॥ ২২৫৬
লব্ধা লিখিততৎকৃত্যকারণাৎপত্রিকা করাৎ।
তস্যান্তসময়াশংসা শ্লোকেনানেন পাবনী॥ ২২৫৭
অকৃচ্ছ্যাম্মাদদীনস্বস্তুতশ্চিত্ররথস্ততঃ।
রূঢ়ব্রণোপি লালাটসংধিবেধাদজায়ত॥ ২২৫৮
স মাসান্‌পঞ্চষান্তাপ্য নিরাপ্যায়কৃশাকৃতিঃ।
বিবেষ্টমানোবর্ত্তিষ্ট শয়নীয়তলেম্বহম্॥ ২২৫৯

অনন্তর শ্লাঘনীয় পরাক্রম ধীরপ্রকৃতি সেই (বিজয়রাজ) ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সৈন্যব্যূহ অতিক্রমপূর্ব্বক যুদ্ধে বিশ ত্রিশ জনকে হত ও আহত করিয়া স্বয়ং নিহত হইল। ২২৫৫

তাহার হস্তে একখানি পত্র পাওয়া গেল, যাহাতে তৎকর্ত্তৃক স্বহস্ত দ্বারা এই কার্য্য কারণের সহিত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল,—

শ্লোক :—"পরিত্রাণায় সাধুনাং—"

এই শ্লোকটি দ্বারা তাহার অন্তিম সময়ের অভিপ্রায় পবিত্র বোধ হইতেছে। ২২৫৬—২২৫৭

তদনন্তর চিত্ররথের ক্ষত তাদৃশ ভয়াবহ না হইলেও তাহার ললাটে সন্ধিভেদ হওয়ায় তিনি অট চিত্ত উন্মাদগ্রস্ত এবং দীর্ঘ ভাবাপন্ন (অর্থাৎ অতিশয় কাতর) হইয়াছিলেন। ২২৫৮

তিনি পাঁচ ছয়মাস কাল শয্যায় শয়ান ছিলেন এবং যন্ত্রণায়

মল্লার্জ্জুনং পুরস্কৃত্য কোষ্টকো বিপ্লবোন্মুখঃ।
তন্মধ্যে তরুসংবাধং গিরিদুর্গমগাহত॥ ২২৬০
স্বা মামভ্রময়ং ভ্রাম্যন্‌স্বযূথ্যগ্রসনোত্থমাৎ।
অবিস্মৃতাপদং লোকং পুনর্দ্বৈরাজ্যশঙ্কিতম্॥ ২২৬১
অকাণ্ডাম্বুদজাড্যেন পীড়িতাঙ্গ ইবাভজৎ।
পরচক্রোদয়োনাশু লোকঃ শিথিলশক্তিতাম্॥ ২২৬২
তরুদুর্গং তদক্রুশক্রোশব্যাপ্যথ সর্ব্বতঃ।
ব্যাপ্তোপান্তবনগ্রামৈঃ সচিবৈঃ স স্বরোধয়ৎ॥ ২২৬৩

অস্থির হইয়া কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন (ছটফট) করিতেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত কৃশ হইয়াছিল। ২২৫৯

এই সময় কোষ্টক বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার জন্য মল্লার্জ্জুনকে অগ্রণী করিয়া বৃক্ষপরিবেষ্টিত গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ২২৬০

সে স্বপক্ষীয় লোক সংগ্রহের জন্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। লোক সকল পূর্ব্ববিপদ বিস্মৃত না হইতে হইতেই সে পুনরায় তাহাদিগকে বিদ্রোহভয়ে ভীত করিল। ২২৬১

প্রজাগণ শত্রুকে পুনরায় বলসঞ্চয়পূর্ব্বক পরাক্রান্ত হইতে দেখিয়া, অকাল শীলাবর্ষণে শীতকাতর ব্যক্তির ন্যায় শিথিলশক্তি অর্থাৎ হতোদ্যম হইয়া পড়িল। ২২৬২

তাহার পর তিনি (জয়সিংহ) চতুর্দ্দিগবর্ত্তীসন্নিহিত বনপল্লীস্থিত অমাত্যগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বহুক্রোশব্যাপী সেই বৃক্ষ দুর্গ অবরোধ করিলেন। ২২৬৩

সজ্জপালে যবনৈকৈঃ স্কন্ধাবারং নিবধ্নতি।
অরুচক্রুর্দ্বিযোস্পন্দাম্নিবাতস্তিমিতাংস্তরূন্ ॥ ২২৬৪
ধন্যোপি শিলকাকোষ্টপর্যন্তকটকোভবৎ।
গন্ধদ্বেষী গজরিপুঃ সিন্ধুরস্যেব বৈরিণঃ॥ ২২৬৫
আবাসিতবলো রাজ্ঞা গোবাসে রিল্হণোকযোৎ।
অটবীং পর্যটন্ধূকানিবার্কো ক্রুড়িতানরীন্ ॥ ২২৬৬
তীব্রশক্তের্নৃপস্যৈবমাবস্তৈঃ স্তম্ভিতোভবৎ।
কোষ্টেশ্বরস্ত্রিচতুরান্মাসান্সংচারশূন্যতাম্ ॥ ২২৬৭
ক্লিষ্টো দেশান্তরে রাষ্ট্রানন্তরৈর্ন্ম্যক্কৃতো নৃপৈঃ।
ভিন্নস্ববর্গো ভূভর্তৃভৃত্যব্যর্থীকৃতোত্তমঃ ॥ ২২৬৮

সজ্জপাল যবনগণের (মুশলমানদিগের) সহিত শিবির সন্নিবেশ করিলে বৈরিবর্গ নিবাত-নিষ্কম্প তরুরাজির ন্যায় নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ২২৬৪

ধন্য ও শিবিকা কোষ্ঠ (পার্ব্বত্য পল্লী) পর্য্যন্ত সৈন্য সন্নিবেশ করত গজগন্ধা সহিষ্ণু সিংহের ন্যায় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছিল। ২২৬৫

রিল্হণ গোবাসে (তন্নামক স্থানে) তদীয় সৈন্য রাজ সাহায্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া বিপিনে বিচরণ করিতে লাগিলে বিপক্ষবর্গ সূর্য্যালোক-ভীত পেচককুলের ন্যায় প্রচ্ছন্নাবস্থান করিতেছিল। ২২৬৬

কোষ্ঠেশ্বর প্রবল প্রতাপ রাজার এইরূপ উদ্যোগে স্তম্ভিত হইয়া তিন চারি মাস নিশ্চেষ্টভাবে রহিল। ২২৬৭

সে দেশান্তরে দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত ও আসন্ন নৃপতিগণের নিকটে অপমানিত হইয়াছিল এবং তাহার অনুচরবর্গ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাহার উত্তম শক্তির বৈকল্য বিধান করিতে

বালিশত্বাদকুশলো জ্ঞাতুং বৃত্তিং মহীভুজাম্।
স বিস্মৃতাগাঃ সংধাতুমৈচ্ছচ্ছিন্নপাদা নৃপম॥ ২২৬৯
উজ্জিহীর্ষোঃ প্রভোর্মন্যুং বাচ্যং তদ্বধনাদিদন্।
ভক্তোৎকাগ্রঃ সজ্জপালস্তস্যেচ্ছাং তামপূরয়ৎ। ২২৭০
তথার্তোঽপি রিপুং রাজ্ঞঃ সংধিৎসুর্ব্যগ্রহীন্ন সঃ।
পৃথ্বীহরপ্রসূতানাং নির্দ্রোহত্বং ন কৌতুকম্॥ ২২৭১
তেন প্রহিণ্বতা রাজবৈরিণং স্বকরাঙ্গুলিম্।
ছিন্দতাপি মহীভর্তুর্মন্যুশ্ছেত্তুং ন পারিতঃ॥ ২২৭২
কণ্ঠবদ্ধশিরঃশাটঃ শীর্ষেণোপানহং বহন্।
ভক্তবেলোঽপি ভূপালং কর্তুং নাশকদক্রুধম্॥ ২২৭৩

লাগিল, তখন সে মূঢ়ত্বাবশতঃ রাজগণের নীতি বুঝিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া স্বীয় দোষ মনে না করিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছিল। ২২৬৮।২২৬৯

ভক্তবৎসল সজ্জপাল প্রভুর কোপানল শান্তিপ্রয়াসী অনুগত ব্যক্তির প্রতি নির্য্যাতন নিন্দনীয় বোধ করিয়া তাহার প্রার্থনা পূরণ করিলেন। ২২৭০

তিনি সজ্জপাল সন্ধি পক্ষপাতী হইয়া স্বীয়ানিষ্টকারী সেই ভূপতি বৈরীর কোন নির্য্যাতন করিলেন না। পৃথ্বীহরের তনয়গণ ইহার প্রতিকূলাচরণ করে নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। ২২৭১

তিনি নৃপ বৈরীকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া নিজ করাঙ্গুলিচ্ছেদন দ্বারাও মহীপতির ক্রোধ শান্তি করিতে পারেন নাই। ২২৭২

সজ্জপাল মস্তক বস্ত্র গলদেশে এবং চর্ম্মপাদুকা উত্তমাঙ্গে ধৃত

অঙ্গীকৃতাবিত্রভূইলাঙ্কনঃ স হি রাজবৎ।
ভত্তৎপ্রত্যযুক্তভূপাজ্ঞঃ সর্ব্বং সর্ব্বাদ্যবাহভৎ॥ ২২৭৪
শুশ্রাব বদ্ধং তন্মধ্যে যাতং মল্লার্জ্জুনং নৃপঃ।
অনুবগ্নাতি ভব্যানামুদয়েহভ্যুদয়ান্তরম্। ২২৭৫
নীয়মানঃ স হি স্কন্ধমধিরোপ্যানুজীবিভিঃ।
অজ্ঞাতিকতয়া মার্গোল্লঙ্ঘনায় স নিঃসহঃ॥ ২২৭৬

এবং রাজোচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও ভূপকোপ অপনোদন করিতে পারিলেন না। ২২৭৩ (ক)

তিনি (কোষ্ঠেশ্বর) সেখানে রাজাদেশগুলির প্রত্যাখ্যান করত বৃথাভিমান প্রদর্শন করিয়া যেন রাজা হইয়া বসিলেন, কেবল দুই তিনটী অসাধারণ রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন না। ২২৭৪

ইত্যবকাশে রাজা শুনিলেন যে, মল্লার্জ্জুন স্থানান্তরে বন্দী হইয়াছে; সৌভাগ্যশালী জনগণের অভ্যুদয় সময়ে শুভ পরম্পরা সংঘটিত হইয়া থাকে। ২২৭৫

সে (মল্লার্জ্জুন) পাদগমনের শ্রান্তি সহ্য করিতে পারে না; এজন্য তাহার ভৃত্যবর্গ তাহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইতেছিল; সে

(ক)। মূলে 'ভুক্তবেলোহাপ' এই পদের অনুবাদ রাজোচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও দেওয়া গেল। অর্থ জটিল, Dr. Stein প্রথমে 'used (unfavourably) moments বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন বটে, শেষে উক্ত পদের অর্থ দুর্ব্বোধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "The meaning of Bhaktavela is doubtful" এই তাঁহার সিদ্ধান্ত। আমরা বেলা শব্দের রাজভোজন অর্থ গ্রহণ করিলাম। "বেলা—ভোজনেহপীশ্বরাণাং স্যাৎ ইতি বিশ্বপ্রকাশ।

ততস্ততো ভয়স্থানান্নিস্তীর্ণো লোহরাশ্রিতম্।
সার্বর্ণিকাভিধং গ্রামং প্রাপ্তো বিক্ষতরক্ষিণা॥ ২২৭৭
নিরুদ্ধো জগ্গিকাখ্যেন ঠক্কুরেণ মহীপতিঃ।
প্রিয়ংকরং তং চ ভৃত্যং সুশ্রাবান্তিকমাগতম্॥ ২২৭৮
বদ্ধপ্রায়োরিণা দুর্গান্নির্গতঃ স কথংচন।
বদ্ধস্তেন পুনঃ শক্তিঃ কস্য ভাব্যর্থলঙ্ঘনে॥ ২২৭৯
গঙ্গা দ্যুমার্গলুঠিতা জঠরাৎকথংচি-
দেকস্য সংহৃতবতো নিসৃতা মহর্ষেঃ।
গ্রস্তাপরেণ কৃতসাগরগর্ত্তপূর্ত্তিঃ
শক্তো ন কোপি ভবিতব্যবিলঙ্ঘনায়াম্॥ ২২৮০

বিবিধ বিপত্তি স্থান উত্তীর্ণ হইয়া লোহরের অন্তর্গত সার্বর্ণিক গ্রামে উপস্থিত হইলে জাগ্গিক নামক এক ঠাকুর পূর্ব্ব নিযুক্ত রক্ষিগণের সাহায্যে তাঁহাকে বন্দী করিল। সেই প্রিয়কারী ভৃত্য নিকটস্থ হইয়া সমস্ত বলিলে রাজা শুনিতে লাগিলেন। ২২৭৬—২২৭৮

তিনি যে জনের হস্তে বদ্ধপ্রায় হইয়া দুর্গ হইতে কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; আবার সেই ব্যক্তির হস্তে বন্দী হইলেন, সুতরাং ভবিতব্য লঙ্ঘনে কাহার শক্তি নাই। ২২৭৯

গঙ্গা আকাশপথে দোদুল্যমান হইয়া এক মহর্ষির জঠরে পতিত হইয়াছিলেন, কষ্টে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার অন্য মহর্ষির কবলিত হইলেন, শেষে সমুদ্রের খাতে আত্মপাত করিয়াছিলেন, অতএব কেহ ভবিতব্য বারণে সমর্থ নহে। ২২৮০

জগ্গিকে বদ্ধসংপ্রাপ্তিপর্যন্তোপান্তরক্ষিণি।
রাজোদয়দ্বারপতিঃ প্রায়োজি প্রাজ্যবুদ্ধিনা॥ ২২৮১
তং বিনা ধৈর্যগাম্ভীর্যশৌর্যধুর্যং মহাধিয়ম্।
সংকটে নক্ষমোহন্যো রাজাজ্ঞায়াজ্ঞমন্ত্রিণাম্॥ ২২৮২
স হ্যতিক্রম্য সাবাধান্মার্গান্ হ্যভয়বৈতনৈঃ।
তমোরিস্থিতমদ্রাক্ষীত্তং ক্ষমাপতিবিদ্বিষম্॥ ২২৮৩
নিষ্ঠাশূন্যেন ধৈর্যেণ শৌর্যসংভাবনাবহঃ।
স্তুবন্স তং বহিঃপ্রাপ্তং তত্তদুক্ত্যাব্রবীৎপুনঃ॥ ২২৮৪

যতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্দী (মল্লার্জ্জুন) রাজসকাশে আনীত না হয়, তৎকালপর্য্যন্ত মনস্বী মহীপতি জাগ্গিককে তাহার আসন্ন রক্ষী করিয়া দিয়া দ্বারাধ্যক্ষ উদয়কে উক্ত বন্দীকে আনিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ২২৮১

ধীর, গম্ভীর, শূর ও প্রতিভাশালী উদয় ব্যতীত অন্য মন্ত্রি-গণের মধ্যে কেহ সকট সমুদ্ধারণে সমর্থ নহেন, ইহা রাজা বুঝিয়াছিলেন। ২২৮২

উদয় উভয় পক্ষের বেতনভোগী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সকট সঙ্কুল পার্ব্বত্য পথসমূহ অতিক্রম করিয়া গবাক্ষদেশে দণ্ডায়মান সেই রাজ-রিপুকে (মল্লার্জ্জুনকে) দেখিতে পাইলেন। ২২৮৩

তিনি বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইলে মল্লার্জ্জুন অশেষ ধৈর্য্য সহকারে নির্ভীকতা দেখাইয়া নানা প্রকার বাক্যে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ২২৮৪

সর্ব্বতো জ্যায়সীং ভর্তৃভক্তিং যো বহু মন্যতে ।
ভবাদৃশো মতিমতামগ্রণো লোভনাস্তরৈঃ ॥ ২২৮৫

কৃতা রক্ষামণিসমং সহায়ং ত্বাদৃশং বিনা ।
হানির্ম্মে দুর্নরেন্দ্রস্য বাল্যে রাজ্যে বহুচ্ছলৈঃ ॥ ২২৮৬

দুষ্প্রেক্ষাণাং ভবত্যেব নিয়মাদ্রাজভাস্বতাম্ ।
ভাগ্যান্তহেমন্তদিনে জনলেত্রবিলঙ্ঘ্যতা ॥ ২২৮৭

শোভতে রুধিরাতাম্রমণ্ডলাগ্রো যথোদয়ে ।
তথা যোঽস্তময়ে ভাস্বানিব বন্দ্যঃ স ভূপতিঃ ॥ ২২৮৮

ধন্যোবতারো যস্যাসীৎক্ষুভ্যৎপৌরাঙ্গনাজনঃ ।
উদয়েঽস্তময়েঽপ্যগ্রে রাগব্যগ্রাপ্সরোগণঃ ॥ ২২৮৯

যিনি মনস্বিগণের অগ্রণী, প্রভুভক্তিকে গরীয়সী বলিয়া গণ্য করেন, এবং প্রলোভনপরাঙ্মুখ, সেই আপনি অদ্য এখানে আসিয়াছেন । ২২৮৫

রক্ষারত্ন সদৃশ ভবাদৃশ সহায় বিরহে কৌমার কালে কপটাচারিগণ মাদৃশ অযোগ্য নরপতির রাজ্যহানি করিয়াছে । ২২৮৬

যেমন প্রতাপাকর প্রভাকর দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও হেমন্তকালে হীন-প্রভা নিবন্ধন হেয় হইয়া পড়েন, তদ্রূপ প্রভাবকালে নরপতিগণ দুর্দ্ধর্ষ হইলেও ভাগ্যবিয়োগে লোকগণের লঙ্ঘনীয় হইয়া থাকেন । ২২৮৭

যে রাজা উদয় ও অস্তকালে সমান লোহিতরশ্মিবিসারী দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান, তিনিই বন্দনীয় । ২২৮৮

যাঁহার অভ্যুদয়ে পৌরাঙ্গনাজন এবং অবসান সময়ে অপ্সরারা গাঢ়ানুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহারই ভূমণ্ডলে আবির্ভাব সার্থক । ২২৮৯

পদে প্রয়োগং লব্ধ্বার্থং কিঞ্চিৎকৃত্বা কুলীনবৎ।
অহং কবিরিব প্রৌঢ়ঃ প্রাপ্তো নির্ব্যূঢ়িমূঢ়তাম্ ॥ ২২৯০
সত্যংকারোধুনা ভূত্বা বিধত্তাং স্বাস্থ্যসুস্থিতিম্।
সাধ্যত্বানতিবৃত্তেন বরেণৈকেন মে ভবান্ ॥ ২২৯১
ইত্যুক্ত্বা প্রত্যয়োৎপত্ত্যৈ সংস্পৃষ্টুং স্ফাটিকং ততঃ।
স পীঠং পুরতো দ্বারপতের্লিঙ্গমুপানয়ৎ ॥ ২২৯২
অচ্ছলাহবসংমর্দ্দপ্রাসশূলেষুবর্ষিণঃ।
যোধান্যোদ্ধুং বরং সাঃং মানবান্নমিচ্ছতি ॥ ২২৯৩

যেরূপ প্রতিভাশূন্য (ক) কবি কতিপয় মাত্র পদ (শব্দ) ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া শ্লোক রচনা করিতে গিয়া শেষে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে, আমিও তদ্রূপ অল্পকাল মাত্র পদ (প্রতিষ্ঠা) ও অর্থের (সম্পত্তির) পরিচালনা দ্বারা রাজত্ব করিয়া পরে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। ২২৯০

এখন আপনি শপথপূর্ব্বক সুসাধ্য একটী বর প্রদান করিয়া আমার চিত্ত সুস্থির করুন। ২২৯১

ইহা বলিয়া বিশ্বাস বিধানের নিমিত্ত সপীঠ স্ফটিকময় শিবলিঙ্গ দ্বারাধ্যক্ষের সম্মুখে সংস্থাপন করিলেন। ২২৯২

তখন দ্বারাধ্যক্ষ উদয় বুঝিলেন যে, সেই রণমল্ল মল্লার্জ্জুন নিশ্চয়ই অকপট সমরার্থী হইয়া কুন্ত, (ভান) শূল ও বাণবর্ষী বীরবর্গকে

(ক) ২২৯০। মূলে 'প্রৌঢ়ঃ' পদ আছে। Dr. Stein তাহা রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'অপ্রৌঢ়ঃ' হইবে। তাহাই স্থির করিয়া প্রতিভা-শূন্য অর্থ গ্রহণ করা হইল। 'প্রবুদ্ধং প্রৌঢ় মেধিতম্' অমর কোষ। সুতরাং প্রৌঢ় শব্দের অর্থ প্রবৃদ্ধ। এখানে তাহা সঙ্গত হয় না; অপ্রবৃদ্ধ (নবীন) অর্থ হইলে উভয় পক্ষে অর্থসঙ্গতি হয়।

ইতি সম্ভাব্য সংস্পৃষ্টশিবলিঙ্গঃ স বাঞ্ছিতম্।
বরং তস্যোররীচক্রে স চ ভূয়ো জগাদ তম্॥ ২২৯৪

অকৃষ্টদৃষ্টিরহতঃ স্বাভুজোজ্ঝিতকমক্ষতঃ।
যথেদৃগেব প্রাপ্নোমি তথা ত্বামর্থয়েধুনা॥ ২২৯৫

কার্পণ্যোপহতং তস্য বচঃ শ্রুত্বা ত্রপাজড়াঃ।
সর্ব্বেপ্যবাঙ্মুখাস্তস্থুর্বৃষ্ট্যার্দ্রাঃ পল্লবা ইব॥ ২২৯৬

অন্তক্ষণস্ততো ভিক্ষোঃ স্মর্যমাণঃ স চেতসাম্।
বিকাসহেতুতাং প্রাপ স্বস্থস্য মনসঃ পুনঃ॥ ২২৯৭

মনুষ্যবাহ্যমারূঢ়ঃ পত্রং নিন্যে স নিস্ত্রপঃ।
তেন স্বপালিতাল্লোকানপি পশ্যন্নবিক্রিয়ম্॥ ২২৯৮

বরাকারে প্রার্থনা করিবে, এই সম্ভাবনা করিয়া তিনি শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিলেন; তখন মল্লার্জ্জুন তাঁহাকে আবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ২২৯৩।২২৯৪

যাহাতে আমার চক্ষুঃ উৎপাটিত, শরীর ক্ষত ও প্রাণ নষ্ট না হয় এবং উপস্থিত অবস্থায় রাজসকাশে যাইতে পারি; আমার এক্ষণে আপনার নিকটে তাহাই প্রার্থনা। ২২৯৫

তাঁহার এই কাপুরুষসুলভ কথা শুনিয়া জনসমূহ লজ্জায় বৃষ্টিবারি-সিক্ত পল্লবাবলীর ন্যায় অধোবদন হইয়া রহিল। ২২৯৬

তাহার পর সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ ভিক্ষুর অন্তিমকাল স্মরণ করিয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছিলেন; পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের চিত্ত সুস্থ হইয়া প্রফুল্ল হইয়াছিল। ২২৯৭

উদয় তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন; সে নির্লজ্জ ও নির্ব্বিকারচিত্তে স্বীয় আশ্রিতদিগকে দেখিতে লাগিল। ২২৯৮

অহীনাহারনিদ্রাদিৈববশ্যঃ পশুবৎপথি।
কৃষ্যমাণঃ স কেনাপি ন বিকল্পেন পস্পৃশে ॥ ২২৯৯
রক্ষ্যন্নানীয়মানং তং গোপ্তৃভিস্তাদৃশং জনঃ।
দয়ার্দ্রহৃদয়শ্চাসীন্নাভ্যনন্দচ্চ ভূভুজম্ ॥ ২৩০০
উবাচ চানুকম্প্যেস্মিন্নগ্রজোজ্যেষ্ঠস্য ভূপতেঃ।
নৈতাবস্তাতি নৈষ্ঠুর্য্যমনুজে পিতৃবর্জ্জিতে ॥ ২৩০১
আসেচনকমেতস্য মেচকাব্জদৃশো বপুঃ।
ক্লেশগহ্বমনিস্ত্রিংশচেতাঃ কঃ কর্তুমর্হতি ॥ ২৩০২
পূর্ব্বাপরানুসন্ধানবন্ধ্যাস্তং দৃষ্টবাংস্তদা।
বিস্মৃতাগা নৃপং তত্তদিত্যুপালভতাধ্বনি ॥ ২৩০৩

যদিও রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে পশুর ন্যায় টানিয়া লইতেছিল; তাহা হইলেও পথে তাঁহার আহার নিদ্রাদির ব্যাঘাত ঘটে নাই এবং তাঁহার চিত্তে কোন সন্দেহ উদয় হয় নাই। ২২৯৯

রক্ষিগণ তাঁহাকে (মল্লার্জ্জুনকে) তদবস্থায় আনয়ন করিতে লাগিলে লোক হৃদয় তাহা দেখিয়া দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং রাজার তাদৃশ কার্য্য কেহ অনুমোদন করে নাই। ২৩০০

"রাজা জ্যেষ্ঠ হইয়া পিতৃহীন এবং কৃপার্হ এই অনুজের প্রতি ঈদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ভাল করেন নাই, এবং "কোন্ কোমল হৃদয় ব্যক্তি এই নীলোৎপলাক্ষ যুবকের কুসুমের ন্যায় কমনীয় কলেবরে কঠোর ক্লেশ প্রদান করিতে পারে'' এই জনগণ বলিতে লাগিল।২৩০১।২৩০২

লোকেরা পথে মল্লার্জ্জুনের এইরূপ অবস্থা অবলোকনে তাহার পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানে অন্ধ হইয়া এবং তদীয় অপরাধ মনে না করিয়া রাজার উক্তরূপ নিন্দাবাদ করিতেছিল। ২৩০৩

গণনা কাথ বা বালবালিশাদৌ বিধীয়তে।
ন চিত্তবৃত্তেরৈকাগ্র্যং মহতামপি সর্ব্বদা ॥ ২৩০৪
শ্রোতৄণাং দ্যূতপাঞ্চালীকেশকৃষ্ট্যাদি শৃণ্বতাম্।
পাণ্ডবেভ্যোধিকঃ ক্রোধো ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু জায়তে ॥ ২৩০৫
কুরূণাং ক্ষতজাপানে ভগ্নোরোর্মূর্দ্ধতাড়নে।
শ্রুতে পাণ্ডববিদ্বেষস্তেষামেব চ দৃশ্যতে ॥ ২৩০৬
পরাবরজ্ঞঃ কার্য্যাণাং ন কশ্চিন্মধ্যমং বিনা।
তটস্থৈস্তুভবাভেদস্তত্র তত্র কথং ভবেৎ ॥ ২৩০৭
স পৌরান্ রোদয়ন্নঙ্কে ছিন্নাঙ্গুল্যঙ্কমুদ্বহন্।
যুগ্যাধিরূঢো মৃৎপাত্রং সায়ং নগরমাসদৎ ॥ ২৩০৮

মনস্বিগণেরও মনোবৃত্তি সকল সময়ে সমানভাবে থাকে না, অজ্ঞ ও বালিকাদিগের ত কথাই নাই। ২৩০৪

কপট অক্ষক্রীড়া ও দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদির কথা শ্রবণকালে শ্রোতৃবর্গের পাণ্ডব অপেক্ষা কুরুকুলের উপর অধিক ক্রোধের উদ্রেক হয় বটে, পক্ষান্তরে যখন দুঃশাসনের রক্তপান ও ভগ্নোরু দুর্য্যোধনের উত্তমাঙ্গে পদাধান শুনা যায়, তখন সেই শ্রোতৃবর্গের পাণ্ডুপুত্রদিগের উপর বিশেষ বিদ্বেষ জন্মে। ২৩০৫—২৩০৬

যিনি কার্য্যাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্যের মধ্যস্থ নহেন, তিনি সদসৎ বিচার করিতে পারেন না, সুতরাং সেই সেই বিষয়ে দূরস্থ ব্যক্তির সমান ধারণা কেন হইবে? ২৩০৭

মল্লার্জ্জুন স্বীয় ছিন্নাঙ্গুলি মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া লইয়া পুরবাসীদিগকে নয়ননীরে ভাসাইয়া শিবিকারোহণে সায়ং সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ২৩০৮

অথতাশ্বযুজা শুক্লপঞ্চদশ্যাং মহীপতিঃ।
একাদশেহব্দে তং রক্ষিবৃতং নবমঠান্তরে ॥ ২৩০৯
ত্যক্তাহারস্তু চ নিশাঃ পঞ্চষাস্তস্য তাম্যতঃ।
পার্শ্বং জগাম কারুণ্যাচ্চরণস্পর্শনার্থিনঃ ॥ ২৩১০
অবাদীদর্থিতং তস্মৈ প্রতিশুশ্রুবুষেহভয়ম্।
দ্রোহাবেকান্ততো বধ্যৌ স চিত্ররথকোষ্টকৌ ॥ ২৩১১
রাজা নির্জ্জিগমিষুঃ স্বোর্ব্বীং কোষ্টকস্যাথ বন্ধনম্।
বিধিৎসুঃ পঞ্চষানাপ্তানিহ্লণাদীনচূচুদৎ ॥ ২৩১২
সর্ব্বেষু গলিতৌজঃসু স্বয়ং রাজন্যুত্থমস্পৃশি।
অথ তং রিহ্লণো দোর্ভ্যাং ধ্বসং গ্রাহ ইবাগ্রহীৎ ॥ ২৩১৩

মহীপতি একাদশ অব্দে (ক) আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে রক্ষি পরিবেষ্টিত নবীন মঠে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন। ২৩০৯

যখন মল্লার্জ্জুন চারি পাঁচদিন অনাহারে অতিবাহিত করিয়া কাতরকণ্ঠে চরণ স্পর্শের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন রাজা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ২৩১০

যখন রাজা মল্লার্জ্জুনকে অভীপ্সিত অভয় প্রদান করিলেন, তিনি তখন রাজদ্রোহী চিত্ররথ ও কোষ্টকের বধ সাধন করিতে বলিয়া দিলেন। ২৩১১

কোষ্টক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে রাজা তাহার কারা-রোধ কামনায় রিহ্লণ প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। ২৩১২

সকলকে হতোৎসাহ দেখিয়া যখন স্বয়ং রাজা বদ্ধপরিকর

(ক) লৌকিক অব্দ—৪২১১, খৃঃ অব্দ—১১৩৫।

হৃতশস্ত্রঃ স বলিনস্তস্য দোষ্পঞ্জরান্তরে।
তস্থাবচেষ্টো নিদ্রান্ধো ভূতেনেবাসমীকৃতঃ॥ ২৩১৪
ভ্রাতৃব্যো ভিংখরাজাখ্যঃ কুলরাজস্য কোপনঃ।
ভূভৃদ্ভক্ত্যা কৃপাণ্যাস্য নির্ব্বিভেদ কৃকাটিকাম্॥ ২৩১৫
পরশ্বধেন মূর্দ্ধানং পৃথ্বীপালশ্চ তাড়য়ন্।
রাজবীজী স চ ক্রোধান্ন্যবিধ্যত মহীভুজা॥ ২৩১৬
কৃকাটিকাস্থসংজাতমর্ম্মবেধোপচেষ্টিতঃ।
বিবেষ্টমানোবর্ত্তিষ্ট ক্ষিতৌ স রুধিরোক্ষিতঃ॥ ২৩১৭
মহাবলৈঃ কমলিয়প্রমুখৈস্তস্য সোদরঃ।
চতুষ্কঃ পাতিতোপুর্ব্ব্যাং গণ্ডশৈল ইব দ্বিপৈঃ॥ ২৩১৮

হইলেন, তখন মকরের সংস্পাক্রমণের ন্যায় রিহ্লণ বাহুদ্বয় বেষ্টনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ২৩১৩।

কোষ্টকের শস্ত্র কাড়িয়া লইলে সে মহাবল রিহ্লণের বাহুবেষ্টন মধ্যে ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় নিদ্রান্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ২৩১৪

কুলরাজের ভ্রাতৃপুত্র ভিংখরাজ ভূপতির প্রতি ভক্তিবশতঃ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া তাহার গ্রীবাদেশে ছুরিকাঘাত করিল। ২৩১৫

রাজবংশীয় পৃথ্বীপাল ক্রোধবশতঃ তাহার মস্তকে কুঠারপাত করিতে উদ্যোগী হওয়ায় রাজার নিষেধানুসারে নিরস্ত হইল। ২৩১৬

সে গ্রীবাস্থিতে মর্ম্মভেদী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে অচেতন হইয়া পড়িল। ২৩১৭

কোষ্টকের সহোদর চতুষ্ক বলদৃপ্ত কমলিয় প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গজভগ্ন গণ্ডগিরির ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। ২৩১৮

বিলোক্য বৈকল্যহতৌ বদ্ধৌ তৌ স্বামিনৌ তথা।
ক্লষ্টাসিধেনুকস্তস্থৌ দ্বিজন্মা মল্লকাভিধঃ॥ ২৩১৯
উচ্চাবচেষু প্রহরন্ ভূপালোপজীবিষু।
অতর্ক্যমাণস্তমূলং রাজ্ঞৈবালক্ষ্যতাপতন্॥ ২৩২০
নৃপান্তিকাদাপততস্তাংস্তান্ঘ্নস্তং মহাভটান্।
অধাবৎসাসিধেনুস্তং কুলরাজো মহৌজসম্॥ ২৩২১
প্রতিপ্রহৃতিষু ক্ষিপ্রাপতৎপাণিমপারয়ন্।
নিহস্তং সংরুরোধেব ভিত্তৌ ব্যায়ামবিৎস তম্॥ ২৩২২
অপযাতুমবস্থাতুং প্রহর্তুং বাপ্যশক্নুবন্।
তস্থৌ চ বহুসংধানঃ সংস্তভ্যৈনমবিক্ষতম্॥ ২৩২৩

মল্লক নামা একজন ব্রাহ্মণ প্রভুদ্বয়কে তদ্রূপ ব্যাকুল ও বন্দী দেখিয়া শাণিত ছুরিকা লইয়া দণ্ডায়মান হইল। ২৩১৯

সে উচ্চনীচ রাজ ভৃত্যবর্গকে প্রহার করত যখন অতর্কিকত ভাবে রাজার সমীপে উপস্থিত হইল; তখন তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন। ২৩২০

রাজ সমীপ হইতে যে যে মহাবীর মহাবল মল্লকের অভিমুখে আসিয়াছিল; সে তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল; কুলরাজ ছুরিকা লইয়া তাহার দিকে ধাবমান হইল। ২৩২১

মল্লক প্রতিপ্রহার প্রদানে ক্ষিপ্রহস্ত, এজন্য কুলরাজ তাহাকে বধ করিতে না পারিয়া ব্যায়াম কৌশলক্রমে প্রাচীর গাত্রে চাপিয়া ধরিল। ২৩২২

কুলরাজ প্রস্থান, অবস্থান বা প্রহার করিতে না পারিয়া বহু প্রযত্নে তদীয় শরীরে আঘাত না করিয়া ধরিয়া রাখিল। ২৩২৩

চরণাস্ফালনোৎস্ফালদোঃশব্দমুখরোস্তিকম্ ।
ধাবিতে পদ্মরাজেথ মল্লাকোক্ষিপদীক্ষণম্ ॥ ২৩২৪
প্রাহরৎকুলরাজোস্ত লব্ধরন্ধ্রোথ বক্ষসি ।
প্রহৃত্য গচ্ছতঃ পাণেঃ স তস্যাঙ্গুষ্ঠমক্ষিণোৎ ॥ ২৩২৫
তৌ বিজ্জরাজো দর্পোদ্ধনিবিড়ং প্রহরত্যুভৌ ।
তস্মিন্প্রতিপ্রহরতি ক্ষিপ্রং প্রাহরতাং ততঃ ॥ ২৩২৬
স ত্রীনপ্যভিযোক্তৄংস্তাংস্ত্যক্ত্বা দৃক্পথমাগতম্ ।
চতুষ্কিকাদ্বারগতং রাজানং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৩২৭
লক্ষীভূতে নৃপে শীঘ্রমনুধাবন্সসংভ্রমম্ ।
চকার কুলরাজস্তং ক্ষি হিক্কতিনির্জ্জবম্ ॥ ২৩২৮

তৎপর মল্লক পদ ও বাহু সঞ্চালন দ্বারা শব্দ করিতে লাগিল; সে সময় পদ্মরাজ তাহার নিকটে বেগে উপনীত হইলে সে সেদিকে দৃষ্টিদান করিল। ২৩২৪

কুলরাজ এই সুযোগে তাহার বক্ষে প্রহার করিয়া হস্তোত্তোলন করিতে লাগিলেই মল্লক তাহার হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দিল। ২৩২৫

তদনন্তর কুলরাজ দর্পোত্তেজিত হইয়া মল্লককে প্রহার করিতে লাগিল; মল্লক প্রতিপ্রহার প্রদান করিতে লাগিল; কুলরাজ ও পদ্মরাজ এই দুইজনে মল্লককে ক্ষিপ্রহস্তে আঘাত করিতেছিলেন। ২৩২৬

মল্লক আক্রমণকারী উক্ত তিন জনকে ত্যাগ করিয়া চতুষ্কিকার দ্বারে রাজাকে দেখিয়া সেইদিকে ধাবমান হইল। ২৩২৭

রাজা তাহার (মল্লকের) লক্ষ্য হওয়ায় এই সুযোগে কুলরাজ

ততঃ সর্ব্বৈর্বৃতো যোধৈঃ ক্লীবাক্লীবান্ স সংযুগম্।
হত্বাভজদ্বীরশয্যাং রক্তস্যন্দোত্তরচ্ছদাম্ ॥ ২৩২৯
জীবদ্ব্যাপদ্গতস্বামিবীক্ষিতঃ শ্লাঘ্যবিক্রমঃ।
স এব স্পৃহণীয়ান্তক্ষণো বীরেষ্বগণ্যত ॥ ২৩৩০
বহিঃ কোষ্ঠকভৃত্যেষু বিদ্রুতেষ্বদরিদ্রতাম্।
পরং জনকচন্দ্রাখ্যো ধৈর্য্যেণোবাহ ডামরঃ ॥ ২৩৩১
নিরায়ুধো রাজভৃত্যাদ্ধৃত্বৈকস্মাৎপরশ্বধম্।
স হত্বাগ্রদূতত্বং নয়ন্ভূরীন্সমাপ্তিকে ॥ ২৩৩২

ব্যগ্রভাবে অনুসরণ করিয়া তাহার কটির অস্থি ভেদ করিয়া গতিরোধ করিয়া দিল। ২৩২৮

তাহার পর সকল যোদ্ধাগণ তাহাকে বেষ্টন করিলে সে বীর ও ভীরুদিগকে বিনাশ করিয়া রক্তাক্ত বসনাবৃত বীরশয্যায় অবিলম্বে শয়ন করিল। ২৩২৯

মল্লক জীবিত ও বিপন্ন প্রভুর সমক্ষে শ্লাঘনীয় শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়া নিহত হওয়ায় বীরবর্গের মধ্যে তদীয় মরণ সাধুবাদার্হ হইয়াছিল। ২৩৩০

কোষ্টকের যে সমস্ত অনুচর পলাইয়া বাহিরে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেবল জনকচন্দ্র নামা এক ডামর ধৈর্য্যাবলম্বনে পৌরুষ প্রদর্শন করিয়াছিল। ২৩৩১

সে শস্ত্রশূন্য থাকিয়াও এক রাজ ভৃত্যের নিকট হইতে কুঠার লইয়া যুদ্ধ করিয়া বহু ব্যক্তিকে শমনসদনের দূতরূপে পাঠাইয়া পরে আপনিই উপনীত (নিহত) হইয়াছিল। ২৩৩২

যিয়াসোস্তস্য চণ্ডাংশুমণ্ডলং পরশুঃ করে।
সুষুম্নাসংবিভাগার্থী শশিখণ্ড ইবাবিশৎ ॥ ২৩৩৩
নাত্রাক্ষ্ম নাশ্রৌষ্ম বাপি বন্ধে ভর্ত্তরি যত্তদা।
কোষ্টকস্য বধূরস্বতিষ্ঠন্মানবতী সতী ॥ ২৩৩৪
জীবন্ভূয়োপি লভ্যেত ত্বয়া স পতিরিত্যসৌ।
বন্ধুনামবধীর্য্যোক্তিং প্রাবিশদ্ধুতাশনম্ ॥ ২৩৩৫
সপ্তর্ষিয়োষিদাশ্লেষতর্ষকিল্বিষদূষিতঃ।
তস্যা সতীলোকগায়াঃ পাদাভ্যাং পাবিতোনলঃ ॥ ২৩৩৬

চন্দ্র যেমন সুষুম্না নামক বিভক্ত রশ্মি বিশেষের সহযোগে সূর্য্যাংলোক সম্মিলিত হয়েন, তদ্রূপ কোষ্টক আদিত্যমণ্ডলে যাইতে উদ্যত হইলে শক্র হস্তচ্যুত কুঠার তদীয় করসংলগ্ন হইয়া সহায়তা সম্পাদন করিল। ২৩৩৩ (ক)

যে সময়ে কোষ্টক কারাক্ষিপ্ত হয়েন, তখন মানবতী তদীয় সতী পত্নী যাহা করিয়াছিলেন; তাহা আমরা আর কখনও দেখি বা শুনি নাই। ২৩৩৪

'তুমি জীবিত পতিকে পুনর্ব্বার পাইবে' তিনি এইরূপ বন্ধুজন বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক হুতাশনে আত্মার্পণ করিয়াছিলেন। ২৩৩৫

পতিব্রতা পুরীগামিনী সেই মহিলামণি রমণীর পদস্পর্শে বহ্নির সপ্তর্ষি পত্নীগণের সংসর্গ প্রার্থনা জনিত কলুষ ক্ষালিত হইয়াছিল। ২৩৩৬

(ক) সমরে পলায়ন পরাঙ্মুখ মরিলে সূর্য্যমণ্ডলে বাস হয়।
"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলে ভেদিনৌ।
পরিব্রাড্ যোগযুক্তশ্চ রণেচাভি মুখোহতঃ ॥"

বসন্তস্য সুতা ধন্যোদঃভ্রাতুঃ পুপোষ সা।
শুচিবংশাভিমানেন ন ডামরবধূব্রতম্ ॥ ২৩৩৭
লবস্যললনাং কুয্যু র্বৈধব্যেপি ধনেচ্ছয়া।
গ্রামকার্যিকুটুম্ব্যাদীন্নিত্যাভোগভাগিনঃ ॥ ২৩৩৮
মতিব্যামোহনির্গাঢ়বৈরূব্যাত্মাভিমানিনঃ।
তম্মানুগাভ্যাং চ কৃতং কোষ্টকস্যোচ্চকৈঃ শিরঃ ॥ ২৩৩৯
রূঢ়ব্রণোপি ক্রিমিসাদ্ভুতঃ কৈরপি কিল্বিষৈঃ।
নিষ্প্রাণো গণরাত্রেণ কারায়াং কোষ্টকোভবৎ ॥ ২৩৪০
অথ চিত্ররথঃ শোষকৃশঃ কলুষিতং নৃপম্।
কৃত্বা মল্লার্জ্জুনেনাভূদ্ভয়াদত্যন্তদুঃখিতঃ ॥ ২৩৪১

তিনি ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ধন্য এবং উদয়ের ভ্রাতা বসন্তের কন্যা ছিলেন, এজন্য পৈতৃক আভিজাত্য অভিমানে ডামরবধূদিগের পদ্ধতিতে পদক্ষেপ করেন নাই। ২৩৩৭

লবস্য ললনাগণ বিধবা হইলেও ধনলালসায় গ্রামাধ্যক্ষ ও কুটুম্ব প্রভৃতির উপভোগ্যা হইয়া থাকে। ২৩৩৮

যদিও বুদ্ধিভ্রমে অভিমানী কোষ্টকের অধঃপাত ঘটিয়াছিল, কিন্তু তদীয় পত্নী ও অনুচরদ্বয় (মল্লক ও জনকচন্দ্র) তদীয় মস্তককে গৌরবোন্নমিত করিয়াছিল। ২৩৩৯

ক্ষত কমিয়া গেলেও অত্যাচার দোষে তাহা ক্রিমি পূর্ণ হইল, এবং কয়েক দিন পরে কারাগারে কোষ্টক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ২৩৪০

অনন্তর চিত্ররথ ক্ষয়রোগে শীর্ণশরীর হইয়া পড়িয়াছিল, যখন মল্লার্জ্জুনের বাক্যক্রমে তাহার উপর রাজার বিকৃত বুদ্ধির কথা শুনিল, তখন সে ভয়ে ব্যাকুল হইল। ২৩৪১

পত্নী তস্যৈকভার্যস্য প্রিয়া স্বর্ণমতী সতী।
পরলোকাতিথিঃ পূর্ব্বং বিভবপ্রতিভূরভূৎ ॥ ২৩৪২
দেহে যাপ্যহতাপ্যায়ে গেহে গতপরিগ্রহে।
পত্যৌ বৈমত্যকলুষে নেবদপ্যেষ নিপ্রিয়ে ॥ ২৩৪৩
তীর্থস্থিতস্য ন স্যান্মে সাগসোপ্যপ্রিয়ং নৃপাৎ।
ইতি সংচিন্ত্য স প্রায়ান্মিনাম্মর্তুং সুরেশ্বরীম্ ॥ ২৩৪৪
অথ নানার্থভূয়িষ্ঠাং ধনাধীশাধিকশ্রিয়ঃ।
স্থানান্তরস্তর্তস্তস্য পার্থিবে পাহরচ্ছ্রিয়ম্ । ২৩৪৫
কনকাংশুকসংনাহবাজিরত্নায়ুধাদিভিঃ।
স্বা স্বা প্রকাশিতা লক্ষ্মীঃ স্পর্দ্ধয়েবাধিকাধিকা ॥ ২৩৪৬

তাহার সমকক্ষা একমাত্র স্বর্ণমতি নাম্নী সতী পত্নী ছিল; সে পূর্ব্বেই পরলোকপ্রবাসিনী হইয়াছিল। ২৩৪২

তাহার দেহ অসাধ্য ব্যাধিতে ভগ্ন; তাহাতে গৃহ ভার্য্যাবিরহিত, আবার তাঁহার উপর প্রভু প্রতিকূল; এরূপ অবস্থায় চিত্ররথের বিন্দুমাত্র বিনোদনের কারণ ছিল না। ২৩৪৩

অপরাধী হইলেও তীর্থে থাকিলে রাজা হইতে কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা ভাবিয়া সে মরণচ্ছলে সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে প্রস্থান করিল। ২৩৪৪

তাহার পর রাজা কুবেরাধিক বিভবভোগী সেই চিত্ররথের বিবিধ স্থানস্থিত প্রচুর সম্পত্তি হরণ করিয়া লইলেন। ২৩৪৫

সুবর্ণ, বস্ত্র, সজ্জা, অশ্ব, রত্ন এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যেন পরস্পর স্পর্দ্ধাপরবশ হইয়া স্বস্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। ২৩৪৬

লোহরদ্রোহধর্ম্মোষ্মশোষিতো রাজ্যপাদপঃ।
তল্লক্ষ্মীশৈলতটিনীসেকেনাপ্যায়িতোঽভবৎ॥ ২৩৪৭
বিপ্লবে চিরনষ্টেপি শ্রীকল্যাণপুরং ন যঃ।
বনবাসোচিতত্রাসঃ সাম্বঃ সৌ*…মিবাত্যজৎ॥ ২৩৪৮
শ্বেতচ্ছত্রাংশুপৃক্তেব চিন্তাপাণ্ডুরবর্ত্তত।
বন্দীকৃতা নরেন্দ্রশ্রীর্নির্নিদ্রা যস্য মন্দিরে॥ ২৩৪৯
রাজ্ঞা প্রযুক্তং বিজ্ঞায় বিজয়ঃ স ভবোদ্ভবঃ।
তীক্ষ্মমানন্দনামানমবধীত্তেন চাবধি॥ ২৩৫০ তিলকম্

লোহর-বিদ্রোহরূপ তীব্রতাপে রাজ-সৌভাগ্যতরু-শোষিত হইয়াছিল; এক্ষণ চিত্ররথের সম্পত্তিরূপে শৈল-স্রোতস্বতীর সলিলসেকে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল। ২৩৪৭

যেরূপ সাম্ব (হরিশ্চন্দ্র রাজা) সৌভনগর আশঙ্কাবশতঃ ত্যাগ করেন নাই, তদ্রূপ বহুকাল বিপ্লব নিবৃত্ত হইলেও তিনি বনবাসিসুলভ ভয়বশতঃ সমৃদ্ধিশোভিত কল্যণপুর পরিত্যাগ করেন নাই। ২৩৪৮

ভবের পুত্র যে বিজয়ের ভবনে রাজলক্ষ্মী বন্দীর ন্যায় নিরন্তর নিদ্রারহিত এবং উৎকণ্ঠাবশতঃ ধূসরিত থাকায় যেন রাজকীয় শুভ্র আতপত্রের আভার আশ্রয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই বিজয় যখন রাজপ্রেরিত উগ্রকর্ম্মা আনন্দ নামক লোককে ঘাতক বলিয়া বোধ করিল, তখন সে তাহাকে বধ করিয়া স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক-নিধন প্রাপ্ত হইল। ২৩৪৯—২৩৫০ (ক)

* সাম্ব সৌভমিত্র ইতিস্তাৎ।

(ক) বিজয় বধের বিশেষ কারণ গ্রন্থে কিছু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবে বিজয়ের বিপুল বিভব রাজকোষভুক্ত করিবার জন্য এই বধ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ইহা কতিপয় বিজ্ঞের অনুমিত।

ইত্থং স পঞ্চ্রথে তাদৃক্‌প্রজাপালনশালিনঃ।
সর্ব্বোৎসাহময়োনেহা জয়সিংহমহীভুজঃ ॥ ২৩৫১
তীর্থস্থিতে চিত্ররথে পাদাগ্রগ্রহণৈষিণৌ।
শৃঙ্গারজনকাবাস্তাং তদ্‌ভৃত্যৌ ব্যক্তচাক্রিকৌ ॥ ২৩৫২
প্রচুরোৎকোচদানেন স্বীকৃত্য নৃপতিং যযৌ।
শৃঙ্গারো ভগ্নজনকঃ স্বামিশ্রীভোগভাগিতাম্‌ ॥ ২৩৫৩
চিরপ্রচলিতং দ্বারমুদয়ে নিদধে পুনঃ।
মেঘকালঃ সরিৎপূরং প্রতীর ইব পার্থিবঃ ॥ ২৩৫৪
অবশ্যভোগ্যদুষ্কর্ম্মদত্তমর্ম্মব্যথশ্চিরম্‌।
কথাশেষোঽভবচ্চিত্ররথো মাসৈরথাষ্টভিঃ ॥ ২৩৫৫

এইরূপ সম্পত্তিলাভ ও শত্রুসংহার দ্বারা প্রজাপালনপরায়ণ রাজা জয় সিংহের সময় সর্ব্বোৎসাহে অতিবাহিত হইয়াছিল। ২৩৫১

চিত্ররথ তীর্থে অবস্থান করিলে তদীয় শৃঙ্গার ও জনক নামক ভৃত্যদ্বয় পাদাগ্র (ক) গ্রহণের জন্য বিশেষ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ২৩৫২

শৃঙ্গার প্রভূত উৎকোচ অর্পণে বশীভূত করিয়া জনককে পরাভূত করত প্রভু-সম্পত্তি ভোগ করিতে বসিল। ২৩৫৩

বর্ষাকাল যেমন নদীপ্রবাহকে তীর ভূমিতে পুনরুত্থাপিত করে; তদ্রূপ রাজা উভয়ের হস্তে বহু দিনান্তে আবার দ্বারভার ন্যস্ত করিলেন। ২৩৫৪

আট মাস অনবরত অবশ্যভোগ্য কুকর্ম্মের পরিণাম মর্ম্মবেদনা ভোগ করিয়া চিত্ররথ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। ২৩৫৫

(ক)। পাদাগ্র নামক স্থানের কার্য্যভার গ্রহণ।

হাস্যাবহোপ্যবিকৃতো বিকৃতোনপাস্তো
দুর্গন্ধিরপ্যভিজড়োপি গৃহীতবাক্যঃ।
পূর্ব্বাহুভাবজয়িনো ভবতি প্রভাবা-
দ্যস্য স্তুমস্তমতিসংস্তবম প্রতর্ক্যম্ ॥ ২৩৫৬
নির্দ্দোষাস্তু তনাষ্টৈর্যশ্চেষ্টিতৈঃ প্রাগভীষ্টতাম্।
বাল্যে দুর্ল্লিতস্যাগাদ্ভর্ত্তুশ্চিত্ররথঃ চতসঃ ॥ ২৩৫৭
বিশ্রম্যমানঃ সংপ্রাপ্তসাম্রাজ্যেন দিবানিশম্।
ক্লমাস্বীকৃত্য তাম্বূলং তেন চিত্ররথাস্তিকম্ ॥ ২৩৫৮
দূতৈ্যঃ কৃত্যান্তরজ্ঞত্বং প্রাপ্তবানাপ্তভাং গতঃ।
তদন্তে ঘটযন্রাজ্ঞস্তদ্ভৃত্যান্‌কোশদর্শকান্ ॥ ২৩৫৯

যাঁহার প্রভাবে প্রকৃতিস্থ পুরুষ হাস্যাস্পদ এবং বিকৃতাঙ্গ ও দুর্গন্ধ দূষিত ব্যক্তি আদরণীয় হয় এবং অতি অজ্ঞও বিজ্ঞ হইয়া পড়ে; আমরা সেই স্তবাতীত তর্কাগম্য এবং পূর্ব্বসিদ্ধান্তচ্ছেদী মহপুরুষের স্তুতিবাদ করি। ২৩৫৬

রাজা যখন বাল্যকালে দুর্ললিত (আবদারে) ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, তখন যে ঔদরিকতা প্রভৃতি (ক) প্রদর্শন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিল, তাহার পর রাজা রাজপ্রতিষ্ঠিত হইলে যে দিবারাত্রি কষ্টকর দৌত্য করিতে চিত্ররথের নিকটে প্রেরিত হইত, যে দৌত্যদ্বারা সমস্ত কার্য্যের অভ্যন্তরজ্ঞ ও রাজবিশ্বস্ত হইয়াছিল এবং চিত্ররথের জীবনান্তে তদীয় ধনাগার দর্শক ভৃত্যবর্গকে রাজার

(ক) মূলে 'আসৃতনাষ্টৈঃ' এই পাঠ আছে। Dr. Stien by gambling বলিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ আসৃতনতা শব্দ দেখা যায় না ও সিদ্ধ হয় না; এজন্য 'আস্যনতা' শব্দ ধরিয়া লইয়া ঔদরিক অর্থে অনুবাদ করা হইল।

তদা সর্বোন্নতাশেষমন্ত্রিগুণে নৃপান্তিকে।
সজ্জকস্যাত্মজঃ প্রাপ শৃঙ্গারো মুখ্যমন্ত্রিতাম্॥ ২৩৬০
চক্কলকম্॥

তস্য বৈধেয়তা ভাক্তকুট্টৈরপি ঢুকতাম্।
নাতঃ পাত্রার্পণাত্ত্বচ্ছত্যাগিত্বেনাপি সংপদঃ। ২৩৬১

যোঽশিংকশিপুভোগ্যেন ধন্যংমন্যোঽপি সোঽভবৎ।
ধান্যদানবদন্যত্বং গুরুণামাজগাম যৎ॥ ২৩৬২

পীঠং কৃতবতো রূপ্যং সংযোজ্য রজতৈর্নিজৈঃ।
বিদ্যমানং সুরেশ্বর্যাং সাযুজ্যং তস্য যুজ্যতে॥ ২৩৬৩

সংযোজিত করিয়া গিয়াছিল, সেই সজ্জক তনয় শৃঙ্গার রাজার মুখ্য-মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইল, কারণ তৎকালে রাজধানীতে মন্ত্রিগুণসম্পন্ন কোন যোগ্য জন ছিল না। ২৩৫৭—২৩৬০

শৃঙ্গার মূর্খতানিবন্ধন দৃষ্টিকৃপণ ছিলেন বটে, কিন্তু অকার্য্যে তদীয় অর্থের অপব্যয় হইত না, এবং যাহা কিছু দান, সৎপাত্রেই হইত। ২৩৬১ (ক)

তিনি স্বীয় পত্নীর অন্নাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া গুরুগণকে অকাতরে ধান্যদান করিতেন। ২৩৬২

তিনি নিজ অর্থে সুরেশ্বরীক্ষেত্রে যে রৌপ্যময় পীঠ (লিঙ্গ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে তাঁহার সাযুজ্য মুক্তিলাভ সঙ্গত। ২৩৬৩

(ক) মূলে 'নাতঃ' স্থলে 'নাসঃ' পাঠ কল্পনা করিয়া অনুবাদ করা হইল। নচেৎ অর্থসঙ্গতি দুর্ঘট।

উর্ব্বীশৈরপি নার্ব্বাগ্‌ভির্যোহন্নুগন্তমশক্যত।
আষাঢ্যামাঢ্যসংভারো নিবিড়দ্রবিণব্যয়ঃ ॥ ২৩৬৪

নন্দিক্ষেত্রে স তত্রাদ্যৈঃ প্রণীতশ্চম্পকাদিভিঃ।
তেন কালানুসারেণ পোষিতঃ পঞ্চষাঃ সমাঃ ॥ ২৩৬৫

নর্ম্মোপজ্ঞতায়াং নিঃসারো জাতো যঃ সোহধিকারভাক্।
অচিন্ত্যকৃত্যকার্য্যাসীৎ স্বামিস্নেহপ্রভাবতঃ ॥ ২৩৬৬

কেলীসজ্জেষু বক্তিকরঞ্জৈঃ কণ্ঠভূষাদশায়াং
যস্যাশঙ্কি ত্রুটনমসকৃৎগৌরীধরেণাসকৃষ্টৌ।
সোহপ্যাদিষ্টস্ত্রিপুররিপুণা প্রাপ ভঙ্গং ন ভোগী
শক্ত্যাধায়ী ক্বচন ন পরো ভর্ত্তৃরাজ্ঞাপ্রভাবাৎ ॥ ২৩৬৭

পূর্ব্বতন চম্পক (কহ্লণের পিতা) প্রভৃতি নন্দিক্ষেত্রে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় অজস্র অর্থব্যয়ে মহাসমৃদ্ধিময় যেরূপ উৎসব আচরণ করিয়াছিলেন ; অধস্তন ভূপতিবৃন্দ সেরূপ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু শৃঙ্গার পাঁচ ছয় বৎসর উক্ত উৎসব যথাকালে সম্পাদন করিয়াছিলেন। ২৩৬৪—২৩৬৫

তিনি নৃপতির নর্ম্মসাচিব্যে (বয়স্য ভাবে, ইয়ারকিতে) অকৃতকার্য্য হইলেও অন্যান্য রাজকীয় ব্যাপারের ভার পাইলে যে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা প্রভুভক্তির বলে হইয়াছিল। ২৩৬৬

যে বাসুকিকে কণ্ঠভূষণ করিয়া নীলকণ্ঠ ক্রীড়াসহচরী কাত্যায়নীর কর নখরাঘাতে ছেদন শঙ্কা করিতেন, সেই সর্প ত্রিপুর বিজয়কালে মন্দর ধনুর আকর্ষণে আদিষ্ট হইলে ছিন্ন হয় নাই ; স্বামীর আজ্ঞা প্রভাবে কে কোথায় শক্তিসম্পন্ন না হয় ? । ২৩৬৭

তঞ্চ বিল্‌হণধঙ্কৌ চ সমাশ্রিত্যেতরেতরম্।
কার্য্যং জনকশৃঙ্গারাবুৎকোচেনাপজহ্রতুঃ॥ ২৩৬৮
কদাচিজ্জনকং বদ্ধা সার্দ্ধং ভূষণমৌক্তিকৈঃ।
সপুত্রদারং শৃঙ্গারং বাষ্পবিন্দুনমোচয়ৎ॥ ২৩৬৯
স তঞ্চ জাতু নির্ব্বিশ্য মানহীনমকারয়ৎ।
স্কন্ধরক্ষ্যাপিতোৎকোচবনাভ্যর্থিতমৈথুনঃ॥ ২৩৭০
অঙ্গুষ্ঠনখনির্ঘর্ষনর্ত্তিতানামিকোর্শ্মিকঃ।
বদন্ বামোত্তরৌষ্ঠাগ্রোপাঙ্কনৈঃ কুঙ্কতেক্ষণঃ॥ ২৩৭১
ভ্রূভঙ্গোদ্বেল্লিতবলীনিম্নোন্নতললাটভূঃ।
পুনরেকস্তয়োর্লব্ধকার্য্যো লোকমহাসয়ৎ॥ ২৩৭২ তিলকম্॥

জনক ও শৃঙ্গার তাঁহাকে (রাজাকে) বিল্‌হণ এবং ধঙ্ককে অবলম্বন করিয়া উৎকোচ দ্বারা পরস্পরের কার্য্য ক্ষতি করিতে লাগিল। ২৩৬৮

কখন শৃঙ্গার জনককে, পুত্রকলত্র সহকারে কারাক্ষিপ্ত করিয়া মুক্তাফল-তুল্য-স্থূল নয়ননীরে ভাসাইতে লাগিল, পুনর্ব্বার জনক শৃঙ্গারকে হতমান করিয়া উৎকোচ বশীকৃত কণ্ঠের কারাধ্যক্ষ দ্বারা ছুক্রিয়া (অশ্লীল ব্যাপার) সাধনের প্রয়াস পাইতেছিল। ২৩৬৯।৭০

পুনর্ব্বার তন্মধ্যে কেহ কার্য্যোদ্ধার হইলে অঙ্গুষ্ঠের নখদ্বার অনামিকার সংঘর্ষণ করিয়া বদন বিকৃতি ও নেত্র নিমীলন পূর্ব্বক কথা বলিয়া এবং ভ্রূভঙ্গী বিক্ষেপে ললাট রেখার আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ করত জনগণকে হাসাইত। ২৩৭১

আবার অন্যজনকে কৃতকার্য্য হইলে মুদ্রিতনেত্রে অব্যক্ত কুৎসা বাক্য প্রয়োগ ও করতালী প্রদান করিতে দেখা যাইত। ২৩৭২

অব্যক্তাক্ষরবাগ্‌গ্রৌক্ষ্যমীলিতাক্ষো রটন্ বহু।
হসন্ স করতালসঙ্ঘ সংপশুন্ দ্বো ব্যভাব্যত ॥ ২৩৭৩
গোষ্ঠেশপ্রতিভোন্মীতত্বরাং হাস্যবস্তুনি। (ক)
কথাশরীরং পর্য্যাপ্তং ন দৃশ্যং কিমচেতসাম ॥ ২৩৭৪
সর্ব্বস্মিন্ বস্তুতো বাচি কালে বিগতযোগ্যতে।
জানে তৃণনৃণাং তুল্যে শৃঙ্গারোঽর্হত্যগর্হ্যতাম্ ॥ ২৩৭৫ (খ)
যঃ সর্ব্বকষনিষ্কম্পশেমুষীকঃ ক্ষমাপতিঃ •
ধুর্য্যতাং ধর্ম্মচর্য্যাভির্গতঃ সুকৃতশালিনাম্ ॥ ২৩৭৬
লব্ধবোধিরিবারের্যশ্চক্রে ব্যাপন্ন্যপক্রিয়াম্।
দাবপ্রদস্য দগ্ধাঙ্গোল্লাঘত্বমিব চন্দনঃ ॥ ২৩৭৭

ঈদৃশ অজ্ঞবর্গের কথা মনস্বী মনুষ্যের প্রতিভাপথে পতিত হইলে তাহা প্রচুর পরিমাণে হাস্যরসের আস্পদ হয় না কি? ২৩৭৩

আমার বোধ হয় যে, এই বিষম সময়ে তুচ্ছ তৃণ ও নরের তারতম্য-বিচার-বিবর্জ্জিত হওয়ায় শৃঙ্গার হেয় হয় নাই। ২৩৭৪

যে রাজা সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরবুদ্ধি, ধর্ম্মাচরণে সুকৃতশালীদিগের অগ্রণী এবং বুদ্ধের ন্যায় মহাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, যিনি অরিকৃত অপকার প্রাপ্ত হইয়াও অগ্নিদাতার পক্ষে চন্দনতরুর ন্যায় বিপৎপাতে তাহার দুঃখ দূর করিতেন। যিনি গুরু, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ এবং নিরাশ্রয় প্রভৃতিকে অভাব গ্রস্ত পোষ্যবর্গ পোষণের জন্য ধনদান করিতেন। যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধ প্রণোদিত হইয়া বিজয়েশ (শিব) প্রভৃতি দেবতাগণের মন্দিরমালায় চূর্ণলেপন (চূণকাম্) করিয়া কৈলাসের তুল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

(ক) 'গুরাণাম্' ইতিস্যাৎ।
(খ) 'বস্তুতোঽর্থাচি' ইতিস্যাৎ।

গুরুস্যরিদ্বিজানাথপ্রভৃত্যাচিত্তমাপি যঃ ।
প্রতিপত্ত্যা সংবিভেজে সংবিভাজ্য কুটুম্বকম্ ॥ ২৩৭৮

প্রাসাদান্ বিজয়েশাদিদেবব্রাতস্য শুদ্ধধীঃ ।
সুধাদানেন নিন্যে চ ধন্যঃ কৈলাসতুল্যতাম্ ॥ ২৩৭৯

মঠদেবগৃহারামহ্রদকুল্যাদিযোজনে ।
জীর্ণে হৃতিব্যসনিনস্তস্য চিন্তা নিরন্তরা ॥ ২৩৮০

সকৃদ্দর্শিতবিদ্বেষকার্যাসব্রহ্মচারিণা ।
স ক্রৌর্য্যধাম পর্য্যাপ্তমীদৃগপ্যুচ্যতে জড়ৈঃ ॥ ২৩৮১

বিশ্বাপ্যায়নসপ্তসিন্ধুভরণব্রহ্মাদিসংপ্রীণন-
প্রায়ং কৃত্যমুদাত্তমেকসময়োপাত্তেন দুষ্কর্ম্মণা ।
স্বঃসিন্ধোর্নিবুর্তাং গতং সগরজশ্রেণীচিতাস্পর্শনা
...তা যেন জনাঃ শ্মশানমিব সা যোগ্যা কিলাস্থ্নাং স্থিতৌ ॥ ২৩৮২

মঠ, দেবালয়, উপবন, হ্রদ ও প্রণালী প্রভৃতির সংস্কার কার্য্যে জীর্ণোদ্ধার পক্ষপাতী যাঁহার চিত্ত সতত চিন্তাশীল । ২৩৭৫—২৩৮০

ঈদৃশ গুণাঢ্য সেই জয়সিংহ ভূপতিকে, ব্রহ্মচারীর প্রতি, একবার মাত্র অত্যাচার করিতে দেখিয়া মূর্খগণ নিষ্ঠুরতার অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিত । ২৩৮১

গঙ্গা জগতের তৃপ্তিসাধন, সপ্তসিন্ধু পূরণ ও ব্রহ্মাদি সুরগণের প্রীতি প্রদান করিলেও একবারের কুকার্য্যে তাঁহার সমস্ত সুকার্য্যের গৌরবহানি করিয়াছে; সগর-সন্তানগণের চিতাস্পর্শ করায় লোকে তাঁহাকে শ্মশানের ন্যায় অস্থিক্ষেত্র বলিয়া বুঝিয়াছে । ২৩৮২

তদন্তরং শিবরথো দ্বিজঃ প্রচুরচাক্রিকঃ।
কাদম্বপাশঃ পাশেন গলং বদ্ধা ব্যপদ্যত ॥ ২৩৮৩
ইত্থং পূর্ণীপহিঃ কৃত্বা তত্তৎকণ্টকপাটনম্।
অপেতবিঘ্নং সৌজন্যবিপ্রো ব্যধিত মণ্ডলম্ ॥ ২৩৮৪
বিপক্ষাবরণাপায়ে প্রায়েণ পৃথিবীভুজঃ।
তৈক্ষ্ম্যমাধান্তি জীমূতমুক্তা রবিকরা ইব ॥ ২৩৮৫
পরিণামমনোজ্ঞত্বং রাজরত্নস্ত্বয়ং নৃপঃ।
মাধুর্য্যাধিক্যমুৎপাকো দ্রাক্ষাক্রম ইবাশ্রয়ৌ ॥ ২৩৮৬
প্রাবর্ত্তয়ত সাতত্যাং ক্রতূন্ বিততদক্ষিণান্।
বিবাহতীর্থযাত্রাদীন্ মহিতাংশ্চ মহোৎসবান্ ॥ ২৩৮৭
সংবিভেজে স্বসংভারৈঃ স ক্রিয়াধর্ম্মচারিণাম্।
তেজোভিঃ কুলশৈলানামোষধীরিব চন্দ্রমাঃ ॥ ২৩৮৮

এই সময়ে শিবরথ নামা একজন পরম চক্রী ব্রাহ্মণ দুষ্টাচারী কোন কাদম্ব কৃত উদ্বন্ধন দ্বারা নিহত হইয়াছিল। ২৩৮৩

সৌজন্যলিপ্সু রাজা এইরূপে কণ্টক উন্মূলন করিয়া রাজ্য বিঘ্ন-বিমুক্ত করিলেন। ২৩৮৪

প্রায় পৃথিবীপতিরা অরিরূপ আবরণের উন্মোচন হইলে মেঘমুক্ত দিবাকর-করের ন্যায় প্রচণ্ডরূপ হইয়া পড়েন। কিন্তু এই নৃপতিমণির পরিণাম দ্রাক্ষাক্রমের ফলের ন্যায় অধিকতর মধুর ও মনোহর হইয়াছিল। ২৩৮৫।২৩৮৬

তিনি পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা সমন্বিত যজ্ঞ, বিবাহ ও তীর্থযাত্রাদি প্রশংসনীয় মহোৎসবের প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। ২৩৮৭

চন্দ্র যেমন স্বীয় জ্যোৎস্না দ্বারা কুলশৈল সমূহের জ্যোতিলতাগণকে

প্রতিজ্ঞাতং সুতোদ্বাহপ্রতিষ্ঠাদৌ পুরৌকসাম্।
তেনৌপয়িকসামগ্রীদানমব্যগ্রচেতসা ॥ ২৩৮৯
দারুণামাকরাঃ কোশবৃদ্ধয়ে যে ধরাভুজাম্।
নবীচক্রে পুরং সর্ব্বং স্বাধীনান্ স বিধায় তান্ ॥ ২৩৯০
মজ্জতো রাজকার্য্যেষু তত্ত্ববিদ্ভিঃ হরার্চ্চনে।
বিস্মিতৈর্বীক্ষ্যতে তস্য নিষ্ঠাকাষ্ঠা মুনেরিব ॥ ২৩৯১
প্রাহ্ণাদারভ্য সায়াহ্নপর্য্যন্তকাস্থ দৃশ্যতে।
ন তৎকর্ত্ত্যং গতা যত্র নাপ্যক্ষত্বং বিচক্ষণাঃ ॥ ২৩৯২
অবিচারান্ধতমসে বিদ্যা ব্যত্যোতিতাম্বরা।
জয়াপীড়াদিমেঘশ্রীসৌদামন্যা বিলোলয়া ॥ ২৩৯৩

পরিপোষণ করেন, তদ্রূপ তিনি ধনসম্ভার দ্বারা ধর্ম্মচারীদিগের কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেন। ২৩৮৮

তিনি একাগ্রচিত্তে পৌরজনগণের বিবাহ ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে উপযোগী দ্রব্যজাত দান করিতে প্রতিজ্ঞাপরতন্ত্র হইতেন। ২৩৮৯

যাহা হইতে ধনাগম দ্বারা অন্য নরপতিনিচয়ের কোশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তিনি সেই সমস্ত কাষ্ঠের আকর স্বাধীন (শুল্করহিত) করিয়া দিয়া নগর সমূহকে নূতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। ২৩৯০

তিনি রাজকার্য্যে নিতান্ত নিমগ্ন থাকিলেও তত্ত্বদর্শীরা মুনির ন্যায় তাঁহার একান্ত শিবপূজাপ্রসক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। ২৩৯১

পূর্ব্বাহ্ণ হইতে সায়ং সময় পর্য্যন্ত তাঁহার এরূপ কোন কার্য্য দৃষ্ট হইত না, যাহা বিচক্ষণবর্গের উপদেশ অপেক্ষা করিত। ২৩৯২

মূর্খান্ধ ঘোরদুর্দ্দিনে মেঘনিভজয়াপীড়াদি হইতে বিদ্যুদ্বিন্দুগণের ন্যায় অস্থায়ী অর্থ সাহায্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিদ্যালোক

তেন প্রিয়স্ত বিশ্রাণ্য স্থাস্নুং রত্নপ্রভামিব।
গুণবৈচিত্র্যচিত্রস্থ প্রকাশো হনশ্বরঃ কৃতঃ॥ ২৩৯৪
সূরয়ো যেন·········বিক্ষতক্ষেত্রসংপদাম্।
গ্রামাণামাগ্রহাঃ কর্ম্ম সান্বয়াঃ স্বামিনঃ কৃতাঃ॥ ২৩৯৫
বিদুষাং বিততোৎসেধসৌধাস্তদ্বিহিতা গৃহাঃ।
ব্যাপ্তাঃ সপ্তর্ষিভির্দ্দ্রষ্টুমুৎকর্ষমিব মূর্দ্ধস্থ॥ ২৩৯৬
প্রতিভাপ্রভবে প্রজ্ঞোপজ্ঞে চ পথি পান্থতা।
সার্থবাহং তমালম্ব্য নির্দ্দোষা বিদুষাং স্থিতা॥ ২৩৯৭
আসীদ্ যথার্য্যরাজস্থ শয়ানস্থাপ্যতিপ্রিয়ঃ।
কামং লিঙ্গাভিষেকাম্ভঃসংক্ষোভপ্রভবো ধ্বনিঃ॥ ২৩৯৮ (ক)

দেখা দিত বটে, কিন্তু জয়সিংহ রত্নপ্রভার ন্যায় স্থায়ী অর্থালোক বিতরণে প্রতিভার (বিদ্যার) অনুশীলনকে অবিনশ্বর করিয়া দিয়া নিজ গুণগৌরবের বিচিত্র চিত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ২৩৯৩।২৩৯৪

তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণের স্থিতি পর্য্যন্ত পুত্রপৌত্রাদি বংশানুক্রমে ভোগযোগ্য ক্ষেত্র সম্পন্ন গ্রাম সমূহের প্রভু করিয়া দিয়াছিলেন। ২৩৯৫

তিনি পণ্ডিতগণের বাসের জন্য এরূপ সৌধাবলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা যেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের শীর্ষস্পর্শী বলিয়া দৃষ্ট হইত। ২৩৯৬

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সহায় অবলম্বন করিয়া প্রতিভা পথে অনায়াসে অগ্রসর হইতেন। ২৩৯৭

আর্য্যরাজের শয়ন সময়ে শিবলিঙ্গের স্নানসলিলের পতন শব্দ

(ক) 'আর্য্যপ্রিয়' ইতি যুক্তম্।

নিদ্রাণস্ত তথা বেণুবীণাদিপরিহারিণঃ।
দয়িতং তস্ত নির্দ্বেষবিবুধজল্পবিকল্পনম্ ॥ ২৩৯৯
কালে শ্রীললিতাদিত্যাবন্তিবর্ম্মাদিভূভুজাম্।
সিদ্ধং ন যৎ প্রতিষ্ঠাদি নিষ্ঠাং তদধুনা গতম্ ॥ ২৪০০
মঠদেবগৃহেষেব স্বকালপ্রভবেষু যৎ।
সর্ব্বেষেব কৃতা তেন নির্ব্যপায়া ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২৪০১
রত্নাদেব্যা দৃঢ়ারূঢ়ভর্ত্তৃবল্লভতাভুবঃ।
সর্ব্বপ্রতিষ্ঠাপ্রষ্ঠত্বং বিহারঃ প্রথমং গতঃ ॥ ২৪০২
রিল্হণোহথ গুণগ্রামবান্ধবো ধর্ম্মপদ্ধতৌ।
বভূব পূর্ব্বপথিকঃ সমস্তামাত্যসন্ততেঃ ॥ ২৪০৩ (ক)

যেরূপ অত্যধিক প্রীতিপ্রদ ছিল; জয়সিংহের বেণুবীণাদি বিরহিত নিদ্রা প্রারম্ভে তদ্রূপ পণ্ডিতগণের বিদ্বেষ বিবর্জ্জিত তর্কানুতর্ক অতি প্রিয় হইত। ২৩৯৮।২৩৯৯

ললিতাদিত্য ও অবন্তিবর্ম্মাদি ভূপতিবর্গের সময়ে যে দেবতা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সুচারু ভাবে সম্পাদিত হয় নাই; এখন তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। ২৪০০

তিনি নিজ সময়ে মঠ ও দেবতা গৃহাদি বিষয়ে যে যে স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভর্ত্তৃবল্লভা রত্নাদেবীর বিহার সর্ব্ব প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২৪০১—২৪০২

রিল্হণ গুণিগণের পরম সহায়, তিনি ধর্ম্মকার্য্যে সমস্ত সচিবের অগ্রণায় ছিলেন। ২৪০৩

(ক) 'গুণগ্রাম' ইতি সর্ব্বত্র।

তপোধনান্ সুবর্ণান্ ধর্ম্মবৃদ্ধাংশ্চ শুদ্ধধীঃ।
বিশ্রান্তভবনস্থোঽপি শক্তস্ত্যক্তুং ন যঃ কচিৎ॥ ২৪০৪
কৃষ্ণাজিনোভয়মুখীদানমুখ্যৈঃ সুকর্ম্মভিঃ।
ধর্ম্মকন্যাবিবাহৈশ্চ যস্যাশূন্যমভূদায়ুষঃ॥ ২৪০৫
সর্ব্বেষামাহিতাগ্নীনাং নিপ্রত্যূহা মহাত্মনা।
সর্ব্বযাগোপকরণৈর্যেন বিশ্রাণিতৈঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৪০৬
ভোগান্ বুভুজিরে ভব্যান্ সত্রে স্বভিত্ববিস্ময়ে।
যস্য বর্ণাশ্চতুঃষষ্টিঃ কুদৃষ্ট্যাস্পৃষ্টচেতসঃ॥ ২৪০৭
অগ্রহারগণোদগ্রৈর্বিততৈর্মঠসেতুভিঃ।
পুরে পবিত্রিতে যেন দ্বয়োঃ প্রবরসেনয়োঃ॥ ২৪০৮

যখন সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিশ্রাম ভবনে বসিতেন, তখনও তপোধন, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকগণের সংসর্গ শূন্য থাকিতেন না। ২৪০৪

কৃষ্ণাজিন ও উভয়মুখী (অর্দ্ধপ্রসূতা) গো দান প্রভৃতি সৎকর্ম্ম এবং ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরকীয় কন্যা বিবাহ সম্পাদন দ্বারা তাঁহার জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। ২৪০৫

সেই মহাত্মা অগ্নিহোত্রীদিগকে অবাধে যাগ সমাধানের জন্য বিবিধ উপকরণ অর্পণ করিতেন। ২৪০৬

বদান্য বুদ্ধিসম্পন্ন সেই মহাত্মার বিস্ময়াবহ সত্রে চতুঃষষ্টিবর্ণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিত। ২৪০৭

তিনি অগ্রহার, সুসমৃদ্ধ মঠ ও সেতু প্রভৃতি দ্বারা প্রবরসেন নৃপতিদ্বয়ের নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন। ২৪০৮

আদ্যে প্রবরভূভর্ত্তুঃ পত্তনে প্রকৃবিস্ময়ঃ।
প্রাগুঃ প্রতিষ্ঠাপ্রষ্ঠত্বং যৎকৃতো রিল্হণেশ্বরঃ ॥ ২৪০৯
লোকান্তরগতাং কান্তাং কৃতিনোদ্দিশ্য সুস্সলাম্।
ভলেরকপ্রপাস্থানে বিহারস্তেন কারিতঃ ॥ ২৪১০
মার্জ্জার্য্যাস্তির্য্যগুচিতস্নেহবিস্মৃত্যপোহতঃ।
মৃতামনুমৃতায়াস্তন্নাম্না যঃ খ্যাতিমাগতঃ ॥ ২৪১১
তদ্ভর্তুর্বীর্য্যাকালুষ্যে তস্যা দূরাগ্রগা পুরঃ।
প্রদেশে মানুষীবাসীৎ প্রিয়া ক্রীড়াবিড়ালিকা ॥ ২৪১২
তীর্থপ্রস্থানদিবসাদারভ্যাস্থাবিরাবিণী।
উৎসৃজন্ত্যাহৃতং ভোজ্যং সা শুচা জীবিতং জহৌ ॥ ২৪১৩

প্রথম প্রবরসেন নরপতির নগরে তৎকৃত (রিল্হণ সংস্থাপিত) রিল্হণেশ্বর নামা শিবলিঙ্গ অপরাপর প্রতিষ্ঠাকে পশ্চাৎপদ করিয়াছিল। ২৪০৯

তিনি নিজ পরলোক প্রবাসিনী পত্নী সুস্সলার উদ্দেশে ভলেরক নাম্বা ভিক্ষুর পানীয় শালা সন্নিধানে যে বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার উক্ত পত্নীর অনুমৃতা মার্জ্জারীর নামে তদীয় অসামান্য স্নেহ প্রদর্শন জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ২৪১০।২৪১১

সুস্সলা স্বামীর রোষবশতঃ দূরদেশবাসিনী হইলে সেই ক্রীড়াবিড়ালী মানুষীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গিনী থাকিত। ২৪১২

তাঁহার তীর্থযাত্রার (মরণোদ্দেশে) দিন হইতে সে (বিড়ালী) নিরন্তর চীৎকার করিয়া উপস্থিত আহার্য্য উপেক্ষা করিয়া (অনাহারে) প্রাণপাত করিয়াছিল। ২৪১৩

আরোহতি পরাং কাষ্ঠাং প্রতিষ্ঠাবিবিধাধুনা ।
দিদ্দা নৃপতিপত্নীষু মন্ত্রিস্ত্রীষু তু সুস্সলা ॥ ২৪১৪ (ক)
শ্রীচঙ্কুণবিহারং যা যাতং নামাবশেষতাম্ ।
অশ্মপ্রাসাদবেশ্মাদিকর্ম্মণা নির্ম্মমেঽধুনা ॥ ২৪১৫
অরঘট্টপ্রবন্ধাম্বুচ্ছাত্রশালাদিকর্ম্মভিঃ ।
তস্যাঃ সংপূর্ণতাং পুণ্যপ্রকারা নিখিলা গতাঃ ॥ ২৪১৬
পূর্ব্বরাজকুলাগণ্ডস্থণ্ডিলব্যাপিনাখিলম্ ।
তদ্বিহারেণ নগরং নীতং নেত্রাভিরামতাম্ ॥ ২৪১৭
প্রাপি প্রতিষ্ঠয়েবাস্ত যক্ষক্ষপিতয়া তয়া ।
বিপত্তিঃ শ্রীসুরেশ্বর্য্যাং প্রাজ্যসাযুজ্যদূতিকা ॥ ২৪১৮

রাজ্ঞীদিগের মধ্যে যেরূপ দিদ্দা, মন্ত্রি পত্নীদিগের মধ্যে তদ্রূপ সুস্সলা, তাঁহাদিগের কৃত বহুবিধ প্রতিষ্ঠা অদ্য পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। ২৪১৪

সুস্সলা অদ্য প্রস্তরময় প্রাসাদ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ দ্বারা নামাবশিষ্ট চঙ্কুণ বিহারকে নূতন করিয়া দিলেন। ২৪১৫

তিনি ঘটী যন্ত্র, কূপ ও ছাত্রালয় প্রভৃতির নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। ২৪১৬

তাঁহার বিহার পূর্ব্ব রাজগণের সমগ্রস্থণ্ডিলভূমি-ব্যাপী হইয়া নগরকে নেত্রানন্দ করিয়া তুলিয়াছে। ২৪১৭

এই বিহার প্রতিষ্ঠার পরেই তিনি যক্ষ্মারোগে শ্রীসুরেশ্বরী ক্ষেত্রকে সাযুজ্য মুক্তির স্থান বলিয়াই যেন সেখানে কাল কবল আশ্রয় করিয়াছিলেন। ২৪১৮

'বিবিধাধুনা' ইতি পাঠঃ।

মঠাগ্রহারা ধন্যেন বল্লভাভিধয়া কৃতাঃ।
নাভীষ্টং লেভিরে নাম খ্যাতিঃ পুণ্যৈ র্বিনা কুতঃ॥ ২৪১
অগ্রহারমঠাংস্তস্বজ্জুদয়ঃ কম্পনাপতিঃ।
কৃত্বাপি স্বাভিধাদেব তৎসংবদ্ধং সদাশৃণোৎ॥ ২৪২০
উদয়দ্বারপতিনা সহ ব্রহ্মপুরীগণৈঃ।
কৃতে প্রষ্ঠে মঠে শোভা লেভে পদ্মসরস্তটঃ॥ ২৪২১
শৃঙ্গারতন্ত্রপতিনা শ্রীদ্বারেঽপ্যগ্রজন্মনা।
প্রতিষ্ঠাপি মঠোদ্যানদীর্ঘিকাস্তনযাম্মনা॥ ২৪২২ (ক)

ধন্যদ্বারা স্বপত্নীর প্রতিপত্তির জন্য মঠ ও অগ্রহারাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ধন্যবাদাহ হয় নাই, পুণ্য ব্যতীত ধন্যবাদ কোথা হইতে হইবে? । ২৪১৯

কম্পনাপতি উদয় স্বপত্নীর নামে মঠ ও অগ্রহারাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু সৎসমুদায় সর্ব্বদা স্ব (উদয়) নামে শ্রুত হইত। ২৪২০

দ্বারপতি বহুতর ব্রহ্মপুরী সমন্বিত একটী প্রধান মঠ নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মসরোবরের তীরভূমি সুশোভিত করিয়াছিলেন। ২৪২১

তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তন্ত্রপতি (আধিকরণিক, বিচারাধ্যক্ষ) শৃঙ্গার শ্রীদ্বারে মঠ, উদ্যান ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ২৪২২

বৃহদ্গঞ্জ নামক ধনাগারাধ্যক্ষ অলঙ্কার নামা ব্যক্তি স্নানশালা, মঠ, ব্রহ্মপুরী ও সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেশের শোভা সমৃদ্ধির বিবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। ২৪২২

ক) 'প্রত্যষ্ঠাপি' ইতি স্যাৎ।

স্নানকোষ্ঠমঠব্রহ্মপুরীসেত্বাদিকর্ম্মণা।
সোহলঙ্কারালঙ্কারো বৃহদ্গঙ্গাধিপো ধরান্॥ ২৪২৩
বুধঃ সদোষধীশাস্তিহেতোর্জাতঃ কলাবতঃ।
যঃ কবির্দানবত্বে চ খ্যাতস্ত্যাগেন যোহজয়ৎ॥ ২৪২৪
নৃসিংহসেবী নির্হিংসহিরণ্যকশিপুচ্ছিদঃ।
বরাহসময়ে দত্তগোশ্চ যোঽপূর্ব্ববৈষ্ণবঃ॥ ২৪২৫
ভট্টারকমঠাভার্গে পূর্ণবাদ্ধাবিব প্রহিঃ।
মঠঃ শৃঙ্গারভট্টেন খ্যাত্যানৌচিত্যোদ্ধিতঃ॥ ২৪২৬

তিনি ওষধি (লতা শস্যাদি) দ্বারা রোগ প্রতিকারক এবং কলা বিদ্যা (গীতাদি) বিশারদ ও ওষধি পোষক কলা নিধির (চন্দ্র) সদৃশজনক হইতে জন্ম গ্রহণ করত বুধগ্রহের ন্যায় সদা বোধশীল (জ্ঞানী) ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কবি (প্রতিভাশালী, রচয়িতা) দানবত্বে (দাতৃত্বে, দানশীলতায়) বিদ্বদ্বৃন্দকে পরিপোষণ ও সকলকে অতিক্রম করিয়া কবির (শুক্রগ্রহের) ন্যায় ত্যাগশীলতায় দানবত্ব (দৈত্যভাব) হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ২৪২৩।২৪২৪

তিনি অপূর্ব্ব (আশ্চর্য্য) বৈষ্ণব নৃসিংহ (নরশ্রেষ্ঠ—রাজা) ভক্ত ও হিরণ্য (স্বর্ণ) ও কশিপু (অন্ন ও বস্ত্র) দান করিতেন এবং বরাহরূপী বিষ্ণুর উৎসব সময়ে গোদান (গাভী বিতরণ) করিতেন; পক্ষান্তরে তিনি অপূর্ব্ব (আদিম) বৈষ্ণব নৃসিংহরূপে হিরণ্য কশিপু-নামক দৈত্যের নির্ঘাতক এবং বরাহাবতারে পৃথিবীর (গোরূপার) উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ২৪২৫

শৃঙ্গারভট্ট ভট্টারক কৃত মঠের সন্নিধানে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়া

সান্ধিবিগ্রহিকো দার্ব্বাভিসারোর্ব্বীভুজোঽকরোৎ।
অষ্টমূর্ত্তের্জট্টনামা প্রতিষ্ঠাং পুণ্যকর্ম্মঠঃ ॥ ২৪২৭

পুষ্পাকরপ্রণয়ভূঃ সুভগা বিভূতি-
রেকস্য হন্ত করবীরতরোর্দ্রুমেষু।
পুষ্পাণি যস্য সফলীকুরুতে স্বয়ং তৎ
প্রাদুর্ভবৎ কিমপি লিঙ্গমনঙ্গশত্রোঃ ॥ ২৪২৮

বিভূত্যা সংবিভক্তেষু ভূভুজাখিলমন্ত্রিষু।
উৎকর্ষকোটিং ভুট্টাখ্যঃ পরং জহ্লানুজোঽর্হতি ॥ ২৪২৯ (ক)

স্বয়ম্ভূ প্রকটীভূয় পূজাং স্বীকুরুতে স্বয়ম্।
জ্যেষ্ঠরুদ্রো বসিষ্ঠস্য যস্য বা বালকেশ্বরঃ ॥ ২৪৩০

ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সলিল পূর্ণ সমুদ্রসমীপবর্ত্তী কূপের ন্যায় প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই। ২৪২৬

দার্ব্বাভিসার (রাজপুরী) রাজের ধর্ম্মকর্ম্মা সান্ধি বিগ্রহিক (খ) জট্টও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ২৪২৭

তরু রাজির মধ্যে করবীর বৃক্ষের বিভবই কুসুম বিধাতা বসন্ত ঋতুর প্রীতিপাত্র; কারণ স্বয়ম্ভু নামক শিবলিঙ্গ ইহার সাফল্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ২৪২৮

ভূপতির বিভব বিতরণ দ্বারা সমস্ত সচিব সৎকৃত হইলেও তন্মধ্যে জহ্লের অনুজ ভুট্টই প্রধান পদ পাইবার অধিকারী। ২৪২৯

জ্যেষ্ঠরুদ্র নামা লিঙ্গ যেরূপ বসিষ্ঠাশ্রমে তদীয় (বসিষ্ঠকৃত) পূজা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ বালকেশ্বরনামা স্বয়ম্ভু লিঙ্গ স্বয়ং সমুত্থীন হইয়া সেই ভুট্টের অর্চনায় আপ্যায়িত হয়েন। ২৪৩০

ক) 'উৎকর্ষ কোটিম্' ইতিপাঠঃ।
খ) সন্ধি ও সমর বিধানের অধ্যক্ষ

সবিহারমঠোদগ্রবেশ্মভিঃ কলুষোজ্ঝিতঃ।
তেন তত্র কৃতং ভুট্টপুরাখ্যং পুটভেদনম্ ॥ ২৪৩১ (ক)
নগরেঽপি হরঃ প্রত্যষ্ঠাপি ভুট্টেশ্বরাভিধঃ।
সরশ্চ মড়বগ্রামে ধর্ম্মবিভ্রমদর্পণং ॥ ২৪৩২
নীত্বা প্রতিষ্ঠাং বৈকুণ্ঠমঠাদি স্ববিহারভূঃ।
রড্ডাদেব্যা দৃঢ়ং চক্রে স্বার্থগ্রথনসুস্থিরা ॥ ২৪৩৩
রড্ডাপুরে বহুদ্বারমহার্ঘে নিরঘো মঠঃ।
ধত্তে সুকৃতহংসস্য স্ফীতবীতংসবিভ্রমম্ ॥ ২৪৩৪
মৃত্যুঞ্জয়ো রাজতেঽস্যাঃ সুধাধৌতান্ ভজন্ গৃহান্।
জনস্থানিত্যতোচ্ছিত্ত্যৈ শ্বেতদ্বীপং সৃজন্নিব ॥ ২৪৩৫

সেই ভুট্ট বিহার, মঠ ও বিশাল ভবন বিশোভিত ভুট্টপুর নামক পবিত্র নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২৪৩১

তিনি নগরে ভুট্টেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং মড়ব-গ্রামে ধর্ম্মের দর্পণ সন্নিভ একটি স্বচ্ছ সরোবর খনন করেন্। ২৪৩২

রাজ্ঞী রড্ডাদেবী স্বকীয় বিপুল অর্থ ব্যয়ে বৈকুণ্ঠ মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা দ্বারা নিজ বিহার ভূমির দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ২৪৩৩

বিবিধ তোরণ বিশোভিত রড্ডাপুরের সেই বহুমূল্য নির্ম্মল মঠ পুণ্যহংসের প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে পরিচয় প্রদান করিতেছে। ২৪৩৪

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয় সুধা (চূণ) সংমার্জ্জিত মন্দির মালার মধ্যে বিরাজমান হইয়া জনগণের যমযন্ত্রণা নিবারণের জন্য যেন শ্বেতদ্বীপের সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছেন (খ)। ২৪৩৫

(ক) 'কলুষোজ্ঝিতম্' ইতি পাঠঃ।

(খ) শ্বেত রাজর্ষির জন্য শিব সৃষ্ট দ্বীপ মৃত্যুঞ্জয়ের বর প্রভাবে মরণ ভয় বিবর্জ্জিত।

গোকুলানাং বিধাত্রায়ো গোকুলে বিহিতে তয়া।
গণিতাঃ শূরবর্ম্মাদ্যাঃ সতৃণাভ্যবহারিণঃ॥ ২৪৩৬
গবামব্যাহতস্বৈরসঞ্চারচরকাঙ্ক্ষিতে।
তত্র বৈতস্ততোয়াঢ্যে যদপোঢ়াময়ং বপুঃ॥ ২৪৩৭
মুকুন্দস্তত্র সাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যৌদার্য্যমন্দিরম্।
অখাবিবর্দ্ধনধরঃ সিদ্ধো নাবিশ্বকর্ম্মণঃ॥ ২৪৩৮
মঠ·······কৃত্বা সা নন্দিক্ষেত্রেঽকরোৎ ক্ষিতিম্।
·· ···জয়বনাদ্যেষু স্থানেষু চ মনোরমান্॥ ২৪৩৯
দার্ব্বাভিসারেঽপ্যুর্ব্বীশসৌন্দর্য্যৌদার্য্যমন্দিরম্।
স্বনামাঙ্কং পুরং চক্রে তয়া শক্রপুরোপমম্॥ ২৪৪০

তাঁহার (রত্না দেবীর) গোকুল (ক্ষেত্র সংলগ্ন গবাবস্থানবাটিকা নির্ম্মিত হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গোকুলাবলী নির্ম্মাতা শূরবর্ম্মাদি হেয় হইয়া পড়িল। ২৪৩৬

রাজ্ঞীর সেই গোকুল সংলগ্ন এরূপ ক্ষেত্র আছে যে, তাহাতে গোগণ স্বচ্ছন্দ আহার বিহারাদি করিতে পারে এবং তাহা বিতস্তা বারি বিধৌত হওয়ায় গোশরীর ব্যাধি-বিমুক্ত থাকিত। ২৪৩৭

সেখানে বিষ্ণুর গোবর্দ্ধনধর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিস্ময়াবহ সৌন্দর্য বর্ষণকরত রচনাচতুর বিশ্বকর্ম্মাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। ২৪৩৮

রত্নারাজ্ঞী নন্দি ক্ষেত্রে একটি মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে বা করিয়াছিলেন এবং যবন প্রভৃতি স্থানে রমণীয় বিহার নির্ম্মাণ করিয় দার্ব্বাভিসারে নিজ নামে রাজোচিত বাসস্থান ও সৌন্দর্য্যের পরাকা স্বরূপ অমরাবতী প্রতিম একটি পুরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ২৪৩৯—৪০

উদ্দিশ্যোপরতান্ মান্যমহত্তরমুখানপি।
প্রতিষ্ঠা বিবিধাশ্চক্রে সা রাজ্যাশ্রিতবৎসলা॥ ২৪৪১
এবং সর্ব্বাঙ্গমামুক্তালঙ্কৃতেরথ স ক্ষিতেঃ।
বিশেষকাখ্যং ভূভর্ত্তুর্বুধা স্বমকরোন্মঠম্॥ ২৪৪২
অনুৎসিক্তেন যো দত্তভূরিগ্রামো মহীভুজা।
তজ্জৈরারোপিতঃ খ্যাতিং মুখ্যঃ সিংহপুরাখ্যয়া॥ ২৪৪৩
ব্যধাৎ কারপথেশস্য দৌহিত্রঃ সিন্ধুজান্ দ্বিজান্।
নিবিড়ান্ দ্রাবিড়াংশ্চাত্র প্রাক্সিদ্ধচ্ছত্রমধ্যগান্॥ ২৪৪৪
কিং বা মঠাদিনির্ম্মাণস্তুত্যা তস্য ব্যধত্ত যঃ।
ভূয়ঃ সগ্রামনগরং কৃৎস্নং কশ্মীরমণ্ডলম্॥ ২৪৪৫

আশ্রিত বৎসলা রত্নাদেবী পরলোক প্রবাসী মাননীয় অনুজীবি-জনগণের উদ্দেশেও বহুবিধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ২৪৪১

ভূপতি বশিষ্ঠ এইরূপে ভূমির সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া তাহার তিলক স্বরূপ একটি স্বনাম চিহ্নিত মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ২৪৪২

বিনীত ভূমিপতি যে সমস্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রামকে বিজ্ঞবর্গ সিংহপুর নামে অভিহিত করিতেন। ২৪৪৩

কারপথ (ক) পতির দৌহিত্র সিদ্ধচ্ছত্রের পূর্ব্বনিবাসী ব্রাহ্মণবর্গকে সিন্ধু ও দ্রাবিড় দেশ হইতে আনয়ন করিয়া নিবিড়ভাবে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ২৪৪৪

যিনি কাশ্মীরমণ্ডলকে গ্রাম ও নগর নিচয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন; তাঁহার পক্ষে মঠাদি নির্ম্মাণের প্রশংসাবাদ অকিঞ্চিৎকর। ২৪৪৫

(ক) স্থানান্তরে কারাপথ বলিয়া গ্রন্থান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে।

জীর্ণারণ্যসধর্ম্মায়ং কালদোষাদ্ব্যতো ভবন্ ।
দেশো ধনজনাবাসৈস্তেন ভূয়োঽপি যোজিতঃ ॥ ২৪৪৬
আরম্ভাৎ প্রভৃতি স্বাপে দীক্ষিতেঽভীষ্টদত্তিষু ।
শিল্পিপ্রায়ৈরপি প্রায়ো মঠদেবগৃহাঃ কৃতাঃ ॥ ২৪৪৭
সংকোশাংশুকরত্নাদৌ নিরন্বয়েন ভূভুজা ।
সাধারণীকৃতে পৌরাস্তাংস্তাংশ্চক্রুর্ম্মহোৎসবান্ ॥ ২৪৪৮
অকাণ্ডতুহিনাপাতোদীপাতৈরপ্যুপদ্রবৈঃ ।
নষ্টেষু শালিষক্ষীণং সুভিক্ষং তত্র ন ক্ষণে ॥ ২৪৪৯ (ক)
অদ্ভুতঞ্চাভবদ্বাচঃ শ্রুতা যন্নিশি রক্ষসাম্ ।
কেষাঞ্চিৎপাতজাতঞ্চ দৃষ্টং নষ্টাশ্চ ন প্রজাঃ ॥ ২৪৫০

যে দেশ কালের অত্যাচারাঘাতে জীর্ণারণ্য প্রায় হইয়াছিল তাহা তাঁহার (জয়সিংহের) প্রযত্নে পুনর্ব্বার ধন, জন ও আবাসে পরিপূর্ণ হইল। ২৪৪৬

যে রাজা প্রথম হইতে জনগণের অভীষ্ট পূরণে তৎপর হওয়ায় শিল্পিসন্নিভ ব্যক্তিগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বহুলভাগে মঠ ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ২৪৪৭

সেই অন্বয়শূন্য নরনাথ স্বায়লব্ধ স্বর্ণরাশি, বসন ও রত্নরাজি জনসাধারণের হিতব্রতে ন্যস্ত করায় পৌরবর্গ বিবিধ মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিল। ২৪৪৮

তৎকালে আকস্মিক তুষারশিলা (বরফ) পাত ও জল প্লাবন প্রভৃতি উপদ্রবে ধান্য ধ্বংস হইলেও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই। ২৪৪৯

ইহাই বিস্ময়ের বিষয় যে, যামিনীযোগে রাক্ষসের শব্দ শুনা যাইত

(ক) শালিষু ক্ষীণঞ্চ ইতিপাঠঃ।

কোষ্টেশ্বরানুজঞ্চুড্ডনাম্না বিহিতবিপ্লবঃ।
আহবৈর্দুর্নয়ৈশ্চ রাজা নিন্যেহন্তকান্তিকম্‌ ॥ ২৪৫১
চক্রে বিক্রমরাজাদীন্‌ ভূপানুন্মথ্য পার্থিবঃ।
প্ররোহং গুল্হণাদীনাং রাজ্ঞাং বল্লাপুরাদিষু ॥ ২৪৫২
প্রজেশাঃ কান্তকুব্জাদাবজর্য্যেণ নৃপাধ্যমা।
স ব্যধাত্তব্যভূভোগবৈভবানভিমানিনঃ ॥ ২৪৫৩ (ক)
বিশ্বোত্তমানে নিশ্চোটৈশ্বর্য্যৈস্তস্তৈত্রবমেকদা।
ভেজে জীবিতদারিদ্র্যং দরদ্রাজো যশোধরঃ ॥ ২৪৫৪

এবং ধূমকেতু প্রভৃতি উৎসর্গের উদয় দৃষ্ট হইত বটে; কিন্তু প্রজা পুঞ্জের প্রাণপাত (দুর্নিমিত্ত জনিত) ঘটে নাই। ২৪৫০

ভূপতি ব্যক্ত সমরে ও কূটকৌশলে বিদ্রোহী কোষ্টেশ্বরের অনুজ চুড্ডকে কৃতান্ত নিকেতনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ২৪৫১

তিনি বিক্রমরাজ প্রভৃতিকে উন্মূলন করিয়া গুল্হণ প্রভৃতিকে বল্লাপুর প্রভৃতি প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ২৪৫২

তিনি কান্যকুব্জ প্রভৃতি দেশের প্রজা প্রভুগণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে নিরুপদ্রবে বিভবভোগের যোগ্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন ২৪৫৩

এইরূপে তাঁহার অবাধ সংকল্প সিদ্ধি সহকারে গৌরব বর্দ্ধিত হইতে লাগিলে, এমন সময়ে দরদ্‌রাজ যশোধরের প্রাণধন ফুরাইয়া গেল। ২৩৫৪

(ক) "প্রজেশান্‌" ইতি যুক্ততে

স ভূম্যনন্তরোপ্যন্তরঙ্গো রাজ্ঞোঽতিসেবয়া।
বিপত্তৌ প্রকৃতিক্রান্ত-সন্তানশ্চিন্ত্যতামগাৎ ॥ ২৪৫৫
নিকৃত্যাস্ত নিজামাত্যো বিড্ডসীহাভিধো যতঃ।
সংভুজ্য দয়িতাং রাজ্যমগ্রৌঢ়তনয়েঽগ্রহীৎ ॥ ২৪৫৬
বশীকৃত্য শনৈর্দেশং নামমাত্রশিশুং নৃপম্।
উচ্ছেত্তুমৈচ্ছদ্ যাবৎ তং স জিঘৃক্ষুঃ স্বয়ং ক্ষিতিম্ ॥ ২৪৫৭ (ক)
অন্যোঽমাত্যঃ পুরস্কৃত্য যশোধরসুতং পরম্।
তাবৎ তেন সমং ভেজে পর্য্যাকাখ্যো বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২৪৫৮ যুগ্মম্
কশ্মীরান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বৈরাজ্যং তত্র কুর্ব্বতি।
সংমন্ত্র্য সজ্জপালাদীন সর্ব্বকার্য্যাভরক্ষগান ॥ ২৪৫৯

সে আসন্ন রাজ্যাধিপ হইয়াও আনুগত্যগুণে পৃথিবীপতির প্রিয় পাত্র হইয়াছিল, এইক্ষণ তাহার প্রাণপাতে তদীয় বংশধরগণ দুর্ম্মন্ত্রিগণের কূটকৌশলে পতিত হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠাকুল হইলেন। ২৪৫৫

যশোধরের নিজ অমাত্য বিড্ডসীহ নামক একজন তদীয় বিধবা পত্নীর অবৈধ প্রণয় পাত্র হইয়া তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক তনয়কে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে রাজশক্তির পরিচালনা করিতে লাগিল। ২৪৫৬

যখন সে ক্রমে ক্রমে দেশকে করতলগত করিয়া রাজ্যলাভ লালসায় সেই নাম মাত্রনৃপশিশুর উচ্ছেদ উদ্দেশে উদ্যোগী হইল, তখন পর্য্যাক নামা অন্য অমাত্য যশোধরের অপর পুত্রকে প্রতিপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। ২৪৫৭—২৪৫৮

যখন পর্য্যাক কাশ্মীররাজকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া সমরে প্রবৃত্ত

(ক) "নাম মাত্রং নৃপং শিশুম্" ইতি সম্বদ্ধ্যেত।

হেবাক প্রতিপত্তাঙ্কাভিধমৌগ্ধ্যানিরুদ্ধধীঃ।
সর্ব্বাধিকারাদ্যারোপাদ্যক্রমানোঽভিমানিতাম্॥ ২৪৬০
পর্য্যুর্কাকর্থ্যতঃ সুজ্জেরপ্রৌঢ়মনুজং নিজম্।
প্রহিণ্বানোঽনুমন্ত্রিত্বং মন্থক্তোঽপ্যভজন্নৃপঃ॥ ২৪৬১ তিলকম্
অপূর্ব্বমণ্ডলারক্ষাবাটোপাদ্ ধামশালিনঃ।
ক্ব সর্ব্বকষনিষ্কম্পপ্রতিভাঃ কার্য্যবেদিনঃ॥ ২৪৬২
ক্ব বালবালিশপ্রায়ো নষ্টব্যবহৃতির্জনঃ।
ধিক্ পরীপাকবিষমং স্বাচ্ছন্দ্যং মেদিনীভুজাম্॥ ২৪৬৩ যুগ্মম্
কার্য্যাপেক্ষবিপক্ষৈস্তৈরিচ্ছত্ত্যদ্রিক্তভাচ্ছিদাম্।
সৈন্যস্যাদুর্গকোশাদের্ন…শুন্ত্যান্তরজ্ঞতাম্॥ ২৪৬৪ (ক)

হইল, তখন রাজা (জয়সিংহ) নীতি নিপুণ হইয়াও ভ্রান্তি বুদ্ধি বশতঃ মূর্খের (বোকার) ন্যায় সর্ব্বকার্য্যক্ষম সজ্জপাল প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি প্রধান পদ প্রাপ্ত ও অভিমানী সজ্জের সুত শৃঙ্গারের মন্ত্রণা শুনিতে লাগিলেন এবং সেও পর্য্যুকের সহিত প্রণয়বশতঃ অপরিণতবয়স্ক নিজ অনুজকে প্রেরণ করিয়াছিল। ২৪৫৯—২৪৬১

বিস্ময়াবহ রাজ্য বিজয় ব্যাপারের জন্য কোথায় অবিচলিত প্রতিভা পূর্ণ দূরদর্শী কার্য্যজ্ঞ বিজ্ঞবর্গ এবং কোথায় বা কার্য্যধ্বংসকারী বালক এজন্য রাজগণের পরিণাম বিষম যদৃচ্ছাচারকে ধিক্। ২৪৬২—২৪৬৩

আসন্নরাজ্যবাসীরা পররাষ্ট্রের সৈন্য, দেশ, দুর্গ ও কোশাদির অবস্থাভিজ্ঞ না হইলেও কার্য্যসিদ্ধি বঞ্চিত পরকীয় ভৃত্যদ্বারা তাহাদিগের (শত্রু সমূহের) গর্ব্বখর্ব্ব করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। ২৪৬৪

(ক) "পরস্ত্যান্তরজ্ঞতাম্" ইতি যুক্তম্।

প্রক্রিয়ামাত্রতো মন্ত্রং গৃহ্ণন্তি ক্ষিত্যনন্তরাঃ।
কৃতসাহায়কৈরেব চিন্ত্যা মিত্রমুখা দ্বিষঃ॥ ২৪৬৫
যুক্ত্যারব্ধবিধৌ তত্র বৈরিসাহায়কগ্রহে।
ক বৈধেয়ান্ বকপ্রায়ান্ কার্য্যসংদর্ভবেদিনঃ॥ ২৪৬৬
দরত্রাজক্রমোঽন্যোন্যভেদকূলক্ষয়াচ্চ্যুতঃ।
ক্রষ্টুং নাশক্যতাপ্রৌঢ়ৈঃ স্রোতোভিরিব মধ্যগঃ॥ ২৪৬৭
পর্য্যুৎকাৎসংকটে কার্য্যে তং তমুৎকোচমিচ্ছুরঃ।
স দুগ্ধঘাতমাদাতুমপ্যাসীদলসকমঃ॥ ২৪৬৮

আসন্ন রাজগণ সেই মুখ মিত্র (কৃত্রিম বন্ধু—বাস্তবিক শত্রু) বর্গের সাহায্যদাতা হইয়াও কেবল রীতিরক্ষার জন্য তদীয় মন্ত্রণা গ্রহণ করিত। ২৪৬৫

সেই বৈরিবর্গের সাহায্য দানচ্ছলে রাজ্য জয় করিবার অভিসন্ধি-শালী বকবিহঙ্গের ন্যায় মন্থরগামী কার্য্যজ্ঞ বিজ্ঞ কোথায়? পৌর্ব্বা-পর্য্য-বিবেক-বিবর্জ্জিত মূর্খ বা কোথায়? (উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ)। ২৪৬৬

দরত্রাজ্য মন্ত্রিকুলের পরস্পর কলহে রাজ শক্তি হইতে স্খলিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তটিনীর তীরভঙ্গে নদীগর্ভ পতিত তরুর ন্যায় অপ্রবল প্রবাহ-সমূহ-সদৃশ বিক্রম-বর্জ্জিত ব্যক্তিবৃন্দ তাহার পরিচালন করিতে পারে নাই। ২৪৬৭

পূর্ব্বোক্ত সংকটে পড়িয়া উৎকোচাভিলাষী হইলেও সে (শৃঙ্গারের অনুজ) তাহা হইতে কর্ম্ম সাধনে (উৎকোচ দ্বারা) শিথিল প্রযত্ন হইয়াছিল। ২৪৬৮

পর্য্যুকেণ সমং বিড্ডসীহঃ সন্ধিং নিবদ্ধবান্‌।
যথাগতং গতে সুজ্জৌ কশ্মীরেন্দ্রোঽগ্রহীৎ ক্রুধম্‌॥ ২৪৬৯
সর্ব্বাধিকারপ্রবরাচিরসংচারভূরুহঃ।
প্রসঙ্গে তত্র শৃঙ্গারো মৃত্যুসৌহিত্যকার্য্যভূৎ॥ ২৪৭০
আলক্ষকান্তাৎ সর্ব্বাধিকারোঽস্থাদদ্বিতীয়য়া।
বৃত্ত্যা ততস্তু শতধা নির্ঝরাম্ভ ইবাভবৎ॥ ২৪৭১
অন্তেঽপ্যমাত্যাঃ সাংমত্যাস্তর্ত্তুর্ম্মাহাত্ম্যভাগিনঃ।
প্রয়যুং সময়ে তস্মিন্নৈবাৎ কিমপি লেভিরে॥ ২৪৭২
প্রশংসামানৃশংসস্থ কিং বিদধ্মো ধরাভুজঃ।
মৃতামাত্যার্ভকাপত্যং নিধত্তে যঃ পিতুঃ পদে॥ ২৪৭৩

সুজ্জি উপস্থিত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিড্ডসীহ পর্য্যুকের সহিত সন্ধি করিয়া কাশ্মীরপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। ২৪৬৯

সেইকালে শৃঙ্গার বৃক্ষারোহণের ন্যায় প্রধান মন্ত্রীর পদে অল্পকালের জন্য আরূঢ় হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ২৪৭০

লক্ষকের শ্মশানশয়ন সময় (মরণকাল) হইতে প্রধান মন্ত্রিপদের প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য ছিল; কিন্তু এইক্ষণ তাহা নির্ঝর জলের ন্যায় শতধারায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। ২৪৭১

অন্য যে সকল অমাত্য রাজার প্রিয়পাত্র ছিল; তাহারাও দৈব নির্ব্বন্ধে যম ভবনে প্রস্থান করিল। ২৪৭২

যে রাজা মৃত অমাত্যের শিশু সুতকে তৎপদে স্থাপন করেন; সেই ভূপতির সদয়তার আমরা কত প্রশংসা করিতে পারি? । ২৪৭৩

প্রবর্ত্তিতা স্বমাত্যানাং ভৃত্যৈঃ পদ্ধতিরদ্ভুতা।
নির্ব্বৈলক্ষ্যাঃ প্রভোর্লক্ষ্মীং জহুঃ স্বগৃহিণীমিব ॥২৪৭৪
ভূভর্তুঃ প্রাভৃতীকৃত্য মৃতস্য স্বামিনঃ শ্রিয়ম্।
সন্তানস্য বিভূত্যর্থং কৃত্বা কার্য্যং হি তেঽহরন্ ॥ ২৪৭৫
গঙ্গাধিপে বিশ্বনাম্নি বিপন্নে রক্ষিতা পরম্।
একেন সহজাখ্যেন সহায়ানাং মহার্ঘতা ॥ ২৪৭৬
নাধ্যারুরোহাধিকারং পার্থিবেনার্থিতোপি যঃ।
স্বামিসূনোষ্টিষ্টনাম্নো বৃদ্ধ্যৈ সাহায়কং ব্যধাৎ ॥ ২৪৭৭ (ক)
নিষ্ঠায়ামপ্রতিষ্ঠত্বং দৃষ্ট্বাপি প্রভবিষ্ণুভিঃ।
ধিক্‌পরম্পরয়া ভৃত্যাঃ প্রবর্দ্ধ্যন্তেঽধিকাধিকম্ ॥ ২৪৭৮

অমাত্যগণের ভৃত্যবর্গ অদ্ভুত রীতির অবতারণা করিত; সেই নির্লজ্জগণ পরলোক প্রস্থিত প্রভুর সম্পত্তি নিজ গৃহিণীর ন্যায় ভোগ করিতে লাগিল। ২৪৭৪

তাহারা রাজাকে পরলোকগত-প্রভুর অর্থ উপহাররূপে অর্পণ করিয়া তদীয় তনয়গণের রক্ষণচ্ছলে বিভব অপহরণ করিত। ২৪৭৫

কেবল গঙ্গাধিপতি বিশ্ব বিপন্ন (মৃত) হইলে সহজ নামে তদীয় এক ভৃত্য সেবক ধর্ম্মের সার্থক্য রক্ষা করিয়াছিল। ২৪৭৬

সে রাজানুরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় প্রভুর পূর্ব্বপদ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু টিষ্ট নামক প্রভু পুত্রের উন্নতির জন্য সহায়তা করিয়াছিল। ২৪৭৭

প্রভুরা ভৃত্যাদিগের নিজ নিয়োগে অপ্রতিষ্ঠা (অকর্ম্মণ্যতা) অবলোকন করিলেও উত্তরোত্তর তাহাদিগের অধিকাধিক শ্রীবৃদ্ধি বিধান করেন, ইহাই ধিক্‌কারের বিষয়। ২৪৭৮

(ক) "বৃদ্ধ্যৈ" ইতি ভবেৎ।

আসীদাচমনোপযোগি কলশে স্রষ্টুর্জগল্লঙ্ঘন-
ক্লান্তাঙ্ঘ্রিক্লমহার্ধাথাসুররিপোর্যৎস্রোতসং যৎপয়ঃ।
শম্ভুস্তন্নিদধে স্বমূর্দ্ধনি জড়েঽপ্যেকপ্রযুক্তাদৃতৌ
স্যুঃ সর্ব্বেঽপ্যবশা গতানুগতয়া গাঢ়াদরাঃ স্বামিনঃ॥ ২৪৭৯

সুজ্জিনির্ব্বাসনপ্রাপ্তপ্ররোহো দুর্নয়দ্রুমঃ।
সাজ্জিজাড্যকৃতাপ্যায়ঃ ক্রমেণাসীৎফলোন্মুখঃ॥ ৩৪৮০ (ক)

দ্বিত্রাঃ সমাঃ সমন্যুঃ স বিড্ডসীহস্ততোঽভবৎ।
অকুণ্ঠরাজ্যাদ্যাৎকণ্ঠং দূতৈরকৃত লোঠনম্॥ ২৪৮১

বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মার কলশে আচমনযোগ্য যেটুকু গঙ্গাজল ছিল, মধুসূদন তদ্দ্বারা ভুবন-লঙ্ঘন-জনিত চরণ ক্লান্তি ক্ষালন করিলেন, সেই জল শম্ভু স্বয়ং স্বমস্তকে ধারণ করিলেন; একজন প্রভু যাহাকে আদর করে, সে জড় (খ) হইলেও অন্য প্রভুরা তদ্দর্শনে তাহার প্রতি আরও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ২৪৭৯

সুজ্জির নির্ব্বাসনে যে দুর্নীতি-দ্রুম অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে সাজ্জির (গ) (শৃঙ্গারের) জড় বুদ্ধিতে বর্দ্ধিত হইয়া ফলোন্মুখ হইল। ২৪৮০

তাহার পর বিড্ডসীহ দুইতিন বৎসর কুপিতান্তঃকরণে থাকিয়া দূতগণের দ্বারা লোঠনকে অক্ষুণ্ণ রাজ্যাদি (কাশ্মীররাজ্য) জয় করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। ২৪৮১

(ক) 'সৌজ্জিজাড্য' ইতিস্যাৎ।

(খ) জড়শব্দ দ্বিঅর্থী ও দ্ব্যর্থক, অজ্ঞরূপ ও অর্থে জল।

(গ) সৌজ্জি পাঠ সঙ্গত।

দূরাদাথ স্তিত্তোত্থানঃ শূরমাশ্রিত্য ভূপতিম্।
জীবন্ কৃষিবণিজ্যাদিকর্ম্মণা স সবান্ধবঃ। ২৪৮২
দরদাং মন্ত্রিণাং জাতজ্যাদ্বৈরভিযোগভাক্।
চক্রেঽলংকারচক্রাদ্যৈর্ডামরৈঃ সহ চক্রিকাম্॥ ২৪৮৩ যুগ্মং
সোপ্যদ্রিদুর্গস্বাম্যস্ত প্রথমপ্রস্থিতো সুহৃৎ।
ক্ষুদ্রো জনকভদ্রাখ্যঃ প শৃং লিপ্সোর্ব্যাপদ্যত। ২৪৮৪
কর্ণাটকাদাবভবৎস্থানে স্থানে বিলোক্য তম্।
প্রস্থিতং কস্যচিদ্দ্রোহে বুদ্ধিঃ কস্যাপি সাধুতা॥ ২৪৮৫
তং তথা বিপুলারম্ভমপি শাঠ্যাদসংভ্রমম্।
প্রবিবিক্ষুমুপৈক্ষিষ্ট কৌসীদ্যান্নৃপঃ॥ ২৪৮৬

অদম্য উদ্যমশীল সেই লোঠন স্বজনগণের সহিত বহুস্থলাবিপতি শূরকে আশ্রয় করত কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা যাপন করিতে ছিলেন, এক্ষণে রাজ্যলিপ্সা বলবতী হওয়ায় দরদ মন্ত্রিগণের জ্ঞাতি অলঙ্কার চক্র প্রভৃতি ডামরদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ২৪৮২।৮৩

প্রথম যুদ্ধ-যাত্রায় পর্ব্বতদুর্গ-পতি জনক ভদ্রনামা সামান্য একজন তাঁহার সহায় ছিল; এবার তাহাকে সঙ্গে লইবার কল্পনা করায় সে কালকবলে পতিত হইল। ২৪৮৪

কর্ণাটক (ক) প্রভৃতি প্রদেশে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া কেহ প্রতিকূল কেহবা অনুকূল হইয়াছিল। ২৪৮৫

লোঠন মহারম্ভে শঠতা ও নির্ভীকতা সহকারে রাজ্যমধ্যে

(ক) পাঠান্তরে 'কর্ণাভ' বা 'কর্ণাহ' দৃষ্ট হয়।

পোষিতে প্রেষিতশ্রীকৈকৃৎপিণ্ডে বিপ্লবৈষিভিঃ।
অথোদয়দ্বারপতিঃ প্রৈষি বিশ্বংভরাভুজা॥ ২৪৮৭
সংগৃহ্নতা চ মৃর্ত্তেন পুরে শংকরবর্ম্মণঃ।
প্রাপ্তোঽলংকারচক্রস্য পার্শ্বমশ্রাবি লোঠনঃ॥ ২৪৮৮ (ক)
অপি বিগ্রহরাজাখ্যঃ সূনুঃ সুসসলভূপতেঃ।
ভোজঃ সুলহণজন্মা চ শ্রুতৌ তেন সহাগতৌ॥ ২৪৮৯
অথোপহ··· ···থান এব তেষাং স সত্বরঃ।
মার্গং বহুদিনোল্লঙ্ঘ্যমেকেনাহ্না ব্যলঙ্ঘয়ৎ॥ ২৪৯০

(কারাগারাভ্যন্তরে) প্রবেশোদ্যত হইলে রাজা আলস্য ও ঔদাস্য বশতঃ তাহাতে উপেক্ষা করিলেন। ২৪৮৬

তাহার পর যখন বিপ্লবার্থী ব্যক্তিবর্গ অর্থ প্রেরণ দ্বারা বিদ্রোহের পোষণ করিতে লাগিল, তখন নরনাথ (জয়সিংহ) দ্বারাধিপতি উদয়কে প্রেরণ করিলেন। ২৪৮৭

যখন সে (উদয়) শঙ্কর বর্ম্মার নগরে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিল, তখন লোঠনকে অলঙ্কার চক্রের সহিত সমবেত হইতে শুনিল। ২৪৮৮

সুসসল ভূপতির সুত বিগ্রহরাজ এবং সলহণ-তনয় ভোজ—এই ব্যক্তিদ্বয়—তাহার (লোঠনের) সহিত সমাগত হইয়াছে, উদয় ইহাও শুনিতে পাইল। ২৪৮৯

তাহার পর উদয় এইরূপ বিপক্ষবর্গের সমবেত অবস্থা শুনিয়া বহুদিন গম্য পথ একদিনে অতিক্রম করিল। ২৪৯০

(ক) 'চমূর্ত্তেন' ইতি ডাক্তারমর্হীন্।

স্বযূথ্যকন্থাগ্রথনাসিদ্ধেঃ সাতো বিধেয়তাম্।
উদাস্কন্দহতস্পন্দঃ স পলায়িষ্ট ডামরঃ ॥ ২৪৯১
সিন্ধোর্মধুমতীমুক্তাশ্রিয়মন্তঃস্থিতং ততঃ।
শিরঃশিলাভিধং কোট্টমথ দৈবাদিশিশ্রিয়ে ॥ ২৪৯২
গহনে ক্রড়িতঃ কোট্টে স্থিতঃ কিং বা স ইত্যসৌ।
ন নিশ্চিকায় দ্বারেশো ভ্রাম্যন্দীর্ঘাসু ভূমিষু ॥ ২৪৯৩
অথোপালকচক্রদুর্গারোহণে নিশ্চিতে ততঃ।
দৈবেনাপি ন ভূভর্ত্তঃ প্রত্যাশা নিশ্চয়াভবৎ ॥ ২৪৯৪
উত্থানোন্মুখতাং সর্বেহপ্যুৎপিঞ্জে তত্র দস্যবঃ।
পালৈষ্পালিকানদো বর্ষপৃথক্কৃত ইবাভবন্ ॥ ২৪৯৫ (ক)

ডামর স্বদল কন্থাকে (কাঁথাকে) গ্রন্থন করিতে (গাঁথিতে—যথাযথ সমাবেশ করিতে) না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল এবং উদয়ের আক্রমণে গতিশক্তিভ্রষ্ট হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করিল। ২৪৯১

তাহার পর সিন্ধু (কৃষ্ণগঙ্গা) এবং মধুমতী ও মুক্তাশ্রীর (নদীদ্বয়) মধ্যবর্ত্তী শিরঃশূল নামক কোট্ট (দুর্গ) আশ্রয় করিল ॥ ২৪৯২

অলঙ্কারচক্র নিবিড় বন বা কোট্ট মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; উদয় বহু ভ্রমণ করিয়াও তাহা নিশ্চয় করিতে পারিল না। ২৪৯৩

তৎপর যখন সে অলঙ্কার চক্রের দুর্গে আরোহণ জানিতে পারিল, তখন দৈবও রাজশক্তির অপরাভব (জয়লাভ) আশা করিতে পারে নাই। ২৪৯৪

এই বিদ্রোহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে সমস্ত দস্যু পুষ্করিণীস্থিত বৃষ্টিবিচ্ছিন্ন মৎস্য-মালার (ঝাঁকের) ন্যায় উত্থানোন্মুখ হইয়াছিল। ২৪৯৫

(ক) 'ইবাভবন্' ইতি যুক্তঃ।

তৈস্ত্রিল্লকাদিভির্গূঢ়ৈর্বৈকৃতৈরথ লোঠনঃ।
পা…হরিঃ পুনশ্চক্রে মায়াচতুরচাক্রিকৈঃ ॥ ২৪৯৬
পুরগ্রামাদিদগ্ধারমসাধ্যমথ পাবতাম্।
পদে পদে কৃচ্ছ্রগতং স্বপক্ষাস্তমরক্ষিষুঃ॥ ২০৯৭
দিক্‌চক্রেনিয়তে ভ্রাম্যন্দৃশ্যাদৃশ্যঃ স সর্ব্বতঃ।
কল্লাত্যয়োদয়ী ব্রহ্মপুত্রঃ কে তুরিবাভবৎ ॥ ২৪৯৮
শ্রান্তৈরমাত্যৈর্নির্বন্ধে সংশৌ কালানুরোধতঃ।
মেনে মড়বরাজ্যোর্ব্বী হারিতেবাখিলা জনৈঃ ॥ ২৪৯৯ (ক)

শঠতা-সমাচ্ছন্ন ত্রিল্লক প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত চিত্তবিকার চাপিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণ পৃথ্বীহরের পুত্র লোঠনকে নেতা করিয়া ষড়্‌যন্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিল। ২৪৯৬

সে নগর গ্রামাদি দাহ করিতে লাগিলেও অনুসন্ধানকারী রাজ-রক্ষিগণের অনিবার্য্য হইয়া পড়িল; এবং স্বপক্ষীয়েরা পদে পদে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। ২৪৯৭

লোঠন প্রলয়কালে উদিত ও নিয়তিপরিচালিত ব্রহ্মপুত্র নামক ধূমকেতুর ন্যায় দিগ্‌বিদিকে কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ২৪৯৮

অমাত্যগণ শ্রান্ত হইয়া অবশেষে সময়োপযোগী সন্ধি বন্ধন করিয়া ফেলিলেন; সমস্ত মড়বরাজ্য যেন নষ্ট হইয়া গেল, তদ্দ্বারা লোকে ইহা বুঝিল। ২৪৯৯

(ক) 'নির্বন্ধে' সমীচীনম্।

অসংবৃত্তপ্রতীকারতয়া রোহৎসু বৈরিষু।
তদস্তাহেঽথ সংমন্ত্র্য ধন্যং প্রাস্থাপয়ন্নৃপঃ ॥ ২৫০০
তৎস্কন্ধারোপিতে কার্য্যে ব্রীড়াং গচ্ছেত্তটস্থতাম্।
বিপর্য্যাসমথ দ্বারাধীশ ইত্যভ্যধাজ্জনঃ ॥ ২৫০১
ভিক্ষুর্মল্লার্জ্জুনশ্চাসীদেক এব ত্রয়স্ত্বমী।
সংহতা হন্ত দুঃসাধা দধ্যাশ্চেত্যখিলাঃ প্রজাঃ ॥ ২৫০২
দ্বারাধিপস্ত্বহঙ্কারব্যবহারো মহীপতেঃ।
সিদ্ধিং স্বপ্রাপ্রসিদ্ধ্যাপি বাঞ্ছন্নদ্রোহবোহভবৎ ॥ ২৫০৩
একাকী যঃ কিল ন ত্যজতে মূঢ়তাং ভর্তৃকার্য্যে
নৌদাসীন্যং শ্রয়তি চ রুষা বহ্বধীনে চ তস্মিন্।

যখন বিপক্ষবর্গের অভ্যুদয় অনিবার্য্যপ্রায় হইয়া উঠিল, তখন রাজা মন্ত্রণা করিয়া ধন্যকে পাঠাইয়া দিলেন ২৫০০

তদ্দর্শনে জনগণ জল্পনা করিতে লাগিল যে, দ্বারপতি উদয় ইহাতে লজ্জিত, উপেক্ষাশীল বা বিরুদ্ধাচারী হইবে।২৫০১

ভিক্ষু একমাত্র এবং মল্লার্জ্জুন তদ্রূপ, এক্ষণ তিন জন মিলিত হইলে দুর্জ্জেয় হইবে, ইহা প্রজাপুঞ্জ কল্পনা করিতেছিল। ২৫০২

কিন্তু দ্বারপতি স্বীয় প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টিদান না করিয়া অভিমান শূন্য ব্যবহারে রাজার কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রাণপাতী পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ২৫০৩

যে একাকী ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রভুকার্য্যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিচ্যুত না হয়, বহুজনের প্রতি ভার ন্যস্ত করিলে তন্মধ্যে থাকিয়া ক্রোধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করে এবং বিন্দুমাত্র আত্মাভিমান প্রকাশ না করিয়া

নির্বৈবাকব্যস্থিতিতস্মা সাধ্যসিদ্ধিং কিলেচ্ছুঃ
স্তাদৃঙ্মন্ত্রী প্রভবতি পরং নাল্পপুণ্যস্য রাজ্ঞঃ॥ ২৫০৪
পঞ্চচন্দ্রে মৃতে তস্যানুজং রাজোপবেশনে।
স্থাপিতং ষষ্ঠচন্দ্রাখ্যং সোঽপ্যসরৈক্যো বিনির্যযৌ॥ ২৫০৫
দ্বিবাহুকাদয়োমুখ্যা····· সহ গায়কৈঃ।
ধন্যমেবান্বযুর্বাহ্যাশ্চান্যে রাজোপজীবিনঃ॥ ২৫০৬
ধন্যাদিষু তিলগ্রামং কোটিসিন্ধুতটাশ্রয়ম্।
শ্রয়·········দ্বারেশো দ্রাঙ্গস্থঃ পৃষ্ঠপদ্ধতীঃ॥ ২৫০৭
হঠপ্রবেশাযোগ্যাজ্ঞিমুখ্যাহেবাকবর্জিতঃ।
শোষয়ন্দ্বিষতো ধৈর্য্যগম্ভীরং স ব্যবাহরৎ॥ ২৫০৮

সাধ্যসিদ্ধি বিষয়ে অভিলাষী হয়, অল্পপুণ্যে রাজার পক্ষে তাদৃশ মন্ত্রী সুলভ নহে। ২৫০৪

পঞ্চচন্দ্র পরলোক প্রাপ্ত হইলে তদীয় আসনে তাহার অনুজ যে ষষ্ঠ চন্দ্রকে রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেও যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইল। ২৫০৫

দ্বিবাহক প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কর্ম্মচারিগণ চারণ ও গায়ক লইয়া ধন্যেরই অনুগমন করিয়াছিল, কোটের সন্নিহিত সিন্ধু (কৃষ্ণগঙ্গা) তটবর্ত্তী তিলগ্রামে ধন্য প্রভৃতি আশ্রয় গ্রহণ করিলে দ্রঙ্গস্থিত দ্বারপতি তদীয় পৃষ্ঠপদ্ধতির অনুসরণ করিলেন। ২৫০৭

তিনি হঠকারিতা, শুষ্ক কলহ ও বৃথাভিমান প্রদর্শনে অপ্রবৃত্ত হইয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে শত্রু সমূহের নির্য্যাতন করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ২৫০৮

কুঠারিকাদিভিঃ কারুবৃন্দৈর্মন্দিরপদ্ধতীঃ।
ধন্যো মধুমতীতীরে নগরস্পর্দ্ধিনীর্ব্যধাৎ ॥ ২৫০৯
নির্ধ্বান্তং ক্রমসংবাধং সন্নিকেতা বনস্থলীঃ।
কটকং সর্ব্বভোগাঢ্যং শক্তং পরিবৃঢ়োঽকরোৎ ॥ ২৫১০
দেশে ভূরিতুষারোগ্রহিমর্ত্তৌ ভাগ্যসংপদা।
ভূভৃত্ত্বহরভিষোগৈ্যব ভূরভূদ্ভানুভূষিতা ॥ ২৫১১
ভুবনাদ্ভুতসংভারপ্রেষণং বিজয়ৈষিণঃ।
দ্বৈরাজ্যমৌলিভাজ্ঞেপি কালে রাজ্ঞো ন খণ্ডিতম্ ॥ ২৫১২
উত্থান এবোপহতভয়ে যাত্যত্যগাৎপরম্।
ভারোঢ়িপীড়িতগ্রাম্যাক্রন্দং ক্ষান্তিচক্রূপমাম্ ॥ ২৫১৩

ধন্য মধুমতী নদীর তীরে কুঠারিক (মিস্ত্রি) প্রভৃতি শিল্পিদ্বারা নগরোপযোগিনী গৃহাবলী নির্ম্মাণ করিলেন। ২৫০৯

সেই সুযোগ্য সেনাপতি (ধন্য) ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলীকে অন্ধকারহীন, বনভূমিকে বসতি ভবনে পরিণত এবং শিবিরকে সর্ব্বভোগোপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ২৫১০

যে দেশ প্রচুর তুষার শিলাপাতে শীত ঋতুতে লোকের অগম্য ছিল, তাহা রাজার সৌভাগ্য-দেবতার প্রসাদে ভাস্কর করে উদ্ভাসিত হইল। ২৫১১

উপস্থিত বিবাদে রাজার আদেশ প্রতিহত হইলেও তিনি বিজয় বাসনায় ব্যগ্র হইয়া ভুবনবিস্ময়কর দ্রব্যসম্ভার পাঠাইতে বিরত হন নাই। ২৫১২

গ্রামবাসীরা যোদ্ধৃগণের আহার্য্যাদির (রসদের) ভারবহনে ব্যাকুল হইয়াও বিদ্রোহ-বিপত্তির প্রতিকার প্রতীক্ষায় কষ্টসহিষ্ণু সৈনিকগণের ন্যায় তাহা সহ্য করিয়াছিল। ২৫১৩

দীর্ঘপ্রবাসনির্ব্বেদাচ্চলিতান্দর্শয়নযম্‌।
স্থাস্নূংশ্চ তোষয়ন্দানৈঃ স্থৈর্য্যং নিন্যে নৃপশ্চমূঃ॥ ২৫১৪
ইত্থং ত্রিচতুরান্মাসাংস্থিতৈস্তৈরপি নিষ্ঠুরৈঃ।
নৈবাদাতুমশক্যন্ত কটকৈঃ কোট্টসংশ্রয়াঃ॥ ২৫১৫
তেষাং হি বীবধাসারনিরোধাদীনি দৃপ্যতাম্‌।
অপ্রিয়াণি ন জাতানি দৈন্যদায়ীনি কানিচিৎ॥ ২৫১৬
চিকীর্ষবস্তুষারান্তে স্ববিভূতিপ্রকাশনম্‌।
তস্থুরঙ্কুরিতোল্লাসাঃ পর্ব্বতা ইব ডামরাঃ॥ ২৫১৭
কৃষিং কৃষীবলৈর্বেদপাঠমুৎসৃজ্য চ দ্বিজৈঃ।
উৎপিপ্লসজ্জৈর্গ্রামেষু সর্ব্বতঃ শস্ত্রমাদদে॥ ২৫১৮

রাজা রণক্ষেত্রে দীর্ঘপ্রবাস বশতঃ পলায়নোন্মুখ সৈন্যগণকে ক্রোধ প্রদর্শনে এবং স্থিতিশীল সৈনিকদিগকে পুরস্কার প্রদানে স্থির করিয়াছিলেন। ২৫১৪

এইরূপে তিন চারিমাস সমরাঙ্গনে রাজকটক দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিয়াও দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বন্দী করিতে পারিল না। ২৫১৫

কারণ, সেই দৃপ্ত দুর্গবাসীদিগের খাদ্যাদির প্রবেশপথ রোধ করিলেও ক্লেশকর দৈন্য জন্মাইতে পারে নাই। ২৫১৬

ডামরগণ শীতাবসানে স্ববিক্রম প্রকাশের অঙ্কুরিত উল্লাস হৃদয়ে স্থাপন করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিয়াছিল। ২৫১৭

প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক স্থানে কৃষককুল কৃষি ও ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ ত্যাগ করিয়া বিপ্লবে যোগদান করত অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ২৫১৮

প্রতীক্ষমাণাঃ প্রালেয়প্রশমং মার্গভূভৃতাম্।
দারদাস্তরগানীকৈঃ সজ্জৈস্তস্থুর্জিগীষবঃ॥ ২৫১৯

হিমিকাসংহতেঃ কালতূলতল্লাবৃতের্দধৎ।
পাতভীতিং জনো রাজসেনা শশ্বদবেপত॥ ২৫২০

ইত্থং প্রত্যর্থিসামর্থ্যপরমার্থাপরীক্ষণাৎ।
ক্ষ্মাভৃন্মিথ্যৈবগারেভে সংদেহং চ জয়েঽভজৎ॥ ২৫২১

বৈদগ্ধ্যাদিগ্ধমনসাময়মেক এব
কোপ্যস্তি বঞ্চনবিধেরুচিতঃ প্রকারঃ।
যেনাত্মনা কিল বিশঙ্কিতশক্তয়স্তে
মুগ্ধেপি বৈরিণি বিচারহতোদ্যমাঃ স্যুঃ॥ ২৫২২

দারদগণ পথের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত পুঞ্জের তুষারাবসানের প্রতীক্ষা করত বিজয় বাঞ্ছায় তুরঙ্গ সৈন্য সহকারে সসজ্জ অবস্থান করিতেছিল॥ ২৫১৯।

রাজসেনানিচয় কৃতান্তের তূলাশয্যাসন্নিভ তুষারশিলার (বরফের) পতন-ভীতিবশতঃ সর্ব্বদা কাঁপিতে লাগিল। ২৫২০

এইরূপে রাজা বাস্তবিক পক্ষে বিপক্ষের বল জানিতে না পারিয়া বৃথোত্তম বিবেচনা করিয়া বিজয় লাভে সন্দিহান হইলেন। ২৫২১

যাহাদিগের চিত্ত চাতুর্য্যে পূর্ণ, তাহারা একমাত্র কারণে প্রবঞ্চিত হয়, এবং স্বীয় শক্তিতে সন্দিগ্ধ হইয়া সামান্য শত্রুজয়ে শঙ্কিত ও হতোদ্যম হইয়া পড়ে। ২৫২২

প্রবাদমাত্রসারান্যস্ত্রসেৎপরিকরাদরেঃ।
স্বৈরেব তস্য বিদ্যেত সিদ্ধিশ্চিন্তাকুলা ধিয়া॥ ২৫২৩

বিধ্যেদাশু শিলীমুখৈঃ প্রবিতরেৎপত্রৈরবস্কন্দনং
বধ্নীয়াত্তাভদিদং গুণৈঃ পরিকরৈর্মিথ্যাপ্রসিদ্ধৈরিতি।
স্যাচ্ছেদশুকুংং দ্বিপস্য ভয়কুচ্চিন্তাসহৈঃ সাহসং
প্রত্যাহেত ততো নিজৈরপঘনৈরপ্যেরুদ্ভুমূলনে॥ ২৫২৪

লোঠনাদ্যৈর্হি কর্ণাহান্নিস্তীর্ণৈস্তৈঃ কথংচন।
প্রাপ্তেঽলংকারচক্রেঽগ্রে রাজ্যমজ্ঞায়ি নির্জিতম্॥ ২৫২৫
মিথ্যৈব গ্রথিতা কন্থা স্বয়ন্দ্যৈঃ কথমন্যথা।
তস্মিন্নমন্দমাক্রং ধাবন্দ্বারাধিপো দদৌ॥ ২৫২৬

যে বৈরীর প্রবাদমূলক বিক্রমে কম্পিত কলেবর হইয়া পড়ে, সেই উৎকণ্ঠাকুল জনের স্বাভাবিকসিদ্ধি বিঘ্নবিসঙ্কুল হয়। ২৫২৩

শিলীমুখ (ভ্রমর, পক্ষান্তরে বাণ) দ্বারা বিদ্ধ করিবে, পত্র (পাতা, পক্ষান্তরে রথাদি যান) দ্বারা আক্রমণ করিবে, গুণ (মৃণাল-সূত্র, পক্ষান্তরে পাশ, রজ্জু) দ্বারা বন্ধন করিবে, এই প্রকার বৃথা বিপত্তি কল্পনা করিয়া হস্তী পদ্মদলনে শঙ্কা করিলে, কখন কি তাহা পাদ প্রহারে উন্মূলিত করিতে পারে? ২৫২৪

• লোঠন প্রভৃতি কোনরূপে কর্ণাহ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া অলঙ্কার চক্রকে সম্মুখে পাইয়া ভাবিয়াছিলেন যে, রাজ্য হস্তগত হইয়াছে। ২৫২৫

কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষগণের সহিত কল্পনা কন্থা গ্রন্থন (বড় যন্ত্র সৃষ্টি) বৃথা হইয়া পড়িল; তাহা না হইলে দ্বারপতি দ্রুতপদে আসিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে (অলঙ্কার চক্রকে) তীব্র আক্রমণ করিল? ২৫২৬

প্রত্যবস্থিত্যসামর্থ্যাত্ততঃ কোট্টং ব্যসর্জয়ৎ।
স রাজবীজিনস্তাংশ্চ পরেদ্যুঃ স্বয়মন্বগাৎ॥ ২৫২৭

কোট্টাদ্রিঃ সলিলস্থান্তঃ কৃশোধঃ পৃষ্ঠদৈর্ঘ্যভাক্।
স তৈর্বৈসারিণগ্রাসব্যগ্রো বক ইবৈক্ষ্যত॥ ২৫২৮

নিঃসামর্থ্যং তদ্বিলোক্য গজাগারমিবাগজম্।
তত্যজুর্বিজয়াশংসাং ভয়ং চোদবহন্হৃদি॥ ২৫২৯

তত্তঃ শরৈর্দৃষদ্বর্ষৈর্বাধ্যাশ্চেতোবিরোধিনঃ।
অর্ণসো রক্ষণীয়ো রক্ষ্যা যন্ত্রোপলা ইতঃ॥ ২৫৩০

ইত্থং স তৈরভিরুদ্ধৈর্গা···দাদায় ডামরঃ।
মেনে স্বগুপ্তিমাত্রার্থী ন যুদ্ধে বদ্ধনিশ্চয়ঃ॥ ২৫৩২ যুগ্মম্

অনন্তর অলঙ্কার চক্র তাহার প্রতিকারে পরাঙ্মুখ হইয়া রাজবংশীয়বর্গকে কোট্টে (দুর্গে) প্রেরণ করিয়া পর দিনে স্বয়ং তাঁহাদিগের অনুগামী হইল। ২৫২৭

সেই গিরিদুর্গের জলমগ্ন তলদেশ সঙ্কীর্ণ ও পৃষ্ঠপ্রদেশ বিস্তীর্ণ হওয়াতে তাহাকে মৎস্যগ্রাসে ব্যগ্র বক (জলস্থ) বিহঙ্গের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। ২৫২৮

যখন লোঠন প্রভৃতি তাহাকে গজ বর্জ্জিত গজগৃহের ন্যায় বল-বিহীন (বীর রহিত) বিলোকন করিল, তখন তাহারা জয়াশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ২৫২৯

একদিকে বাণবর্ষণের এবং অন্যদিকে প্রস্তরখণ্ড ক্ষেপের দ্বারা বৈরিবর্গকে বিব্রত ফেলিতে হইবে, আবার জলের ও যন্ত্র প্রস্তরের রক্ষা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত ডামরের ইতিকর্ত্তব্যতা প্রসঙ্গে

ততঃ কন্দলিতাস্বন্দে তিলগ্রামে দ্বিষদ্বলে।
প্রতীকারাক্ষমে দস্যৌ তে চিন্তাক্ষমতাং দধুঃ ॥ ২৫৩২
বিস্রবাপি ক্রতপ্রজ্ঞাসৌষ্ঠবৌ লোঠনঃ পুনঃ।
ডামরং কৃত্যসংপূর্ণমগূঢ়ং তমগর্হত ॥ ২৪৩৩
ভোজং তৃদ্বিজিতং যস্মো দ্রোহো রোহেদিতি ব্রুবন্।
রুদ্ধা পিতৃব্যং তং ব্যাজস্তুত্যা নিত্যমুপাচরৎ ॥ ২৫৩৪
বিমুখে লোঠনে কুণ্ঠশাঠ্যস্তস্য তু সান্ত্বনে।
মেনে যন্ত্রজ্ঞতাং কিংচিৎসংবর্ত্তিষ্ট চ স বিদি ॥ ২৫৩৫
ইত্যাম্যাং ভুভূদিত্যেব বাতেষেতেনু সংত্যজেৎ।
নাস্মানুক্তে,ত্যবৌৎসীৎস পিতৃব্যং গমনার্থনাৎ ॥ ২৪৩৬

তাহারা তাঁহাকে সমরকামী না ভাবিয়া আত্মরক্ষামাত্রাভিলাষী বুঝিয়াছিল। ২৫৩। ৫৩১

তাহার পর শত্রুসেনা তিলগ্রাম আক্রমণে অভিমুখ হইলে দস্যু (অলঙ্কার চক্র) তাহার প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হওয়ায় তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। (ক) ২৫৩২

(ক) দস্যু উপাধি।

লোঠন যেমন শ্রবণশক্তিশূন্য, তদ্রূপ বুদ্ধিবৃত্তিভ্রষ্ট, সেজন্য সে ডামরকে (অলঙ্কার চক্রকে) কৃতকর্ম্মা দেখিয়াও স্পষ্ট বাক্যে নিন্দা করিতে লাগিল। ২৫৩৩

কিন্তু ভোজ উহার নিন্দায় দ্রোহের দুর্ণাম স্পর্শিবে, ইহা বলিয়া স্বীয় পিতৃব্যকে নিবৃত্ত করিয়া ব্যঙ্গ চাটুবাক্যে প্রত্যহ তাঁহার (অলঙ্কার চক্রের) প্রীতি সাধন করিতে লাগিল। ২৫৩৪

লোঠন তাহাতে বিরক্ত হইলে তাহার সান্ত্বনায় 'ইহারা চলিয়া

অথ্যস্মাস্থ চ সর্ব্বেষু বেষ্টিতেষুৎকটা দ্বিষঃ।
পৃষ্টকোপমসংভাব্য কুত্রশ্চিন্নিশ্চতোত্তমাঃ ॥ ২৫৩৭
যদাধিদধ্যুঃ সিধ্যেত্তত্তদেকং ত্যজ মামিতঃ।
অক্ষাল্লবন্যানানীয় দরদ্রোবাধবেন বঃ ॥ ২৫৩৮
বন্ধনং ব্যপনেষ্যামি যুক্তমিত্যুক্তবাংশ্চ তম্।
ডামরং বিদধে কিংচিদিব সাংমত্যমাশ্রিতম্ ॥ ২৫৩৯
বিমোক্ষ্যামি ক্ষপায়াং ত্বামদ্য শ্বো বেতি তং ব্রুবন্।
সত্বসংক্ষীণদাক্ষিণ্যো বিপ্রলেভে প্রতিক্ষণম্ ॥ ২৫৪০

গেলে রাজা আমাকে (অলঙ্কার চক্রকে) হত্যা করিবে, ইহা ভাবিয়া সে (অলঙ্কার চক্র) আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে না' এইরূপ কপট মন্ত্রণায় স্বীয় পিতৃব্যকে গমন প্রার্থনা হইতে বিরত করিল। ২৫৩৫-২৫৩৬

তাহার পর ভোজ ডামরকে বলিল "যদি তুমি ও আমরা সকলে অবরুদ্ধ হই, তাহা হইলে শত্রুরা অন্য কোন স্থান হইতে পশ্চাদাক্রমণ অসম্ভব বুঝিয়া অচল উদ্যমে যাহা যাহা করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। তবে যদি কেবল আমাকে এস্থান হইতে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে অক্ষ লবণ্য বা দরদ্‌দিগকে আনিয়া তোমাদিগের এই অবরোধ উদ্ধার করিব" এই যুক্তিপূর্ণ উক্তিতে ডামর যেন কিঞ্চিন্মাত্র সম্মতি প্রদান করিল। ২৫৩৭-২৫৩৯

"তোমাকে অদ্য দিবাভাগে, রজনীযোগে বা কল্য ছাড়িয়া দিব" এইরূপ বাক্য বলিয়া তাহাকে (ভোজকে) কুটবুদ্ধিসম্পন্ন অলঙ্কার চক্র বাহ্য ঔদার্য্যপ্রদর্শনে প্রতারিত করিতে লাগিল। ২৫৪০

অথবরোধে সুদূরস্থৈর্যথাবদকৃতেঽরিভিঃ।
বাহ্যগ্রামাহৃতৈরন্নৈস্তে সুখাস্ত্যবাহয়ন্ ॥ ২৫৪১
ক্রূরদর্কমথাশঙ্ক্য সময়ং তে ব্যজিজ্ঞপন্।
ধন্যাদয়ো হি তৈঃ সংধির্বিধেয় ইতি ভূপতিম্ ॥ ২৫৪২
তৈস্তৈর্নিমিত্তৈঃ সংধানমবিধেয়ং বিদন্নৃপঃ।
তানাদিদেশ কর্তব্যং কোট্টাট্টালকবেষ্টনম্ ॥ ২৫৪৩
তানাদিদেশ চ দায়াদা রক্ষ্যোবনৃপ্যাতিমাগধৈঃ।
নিজাস্পদে তাস্তহতি দত্তোৎকোচেথ ডামরে ॥ ২৫৪৪
ভূত্বা বঠৌ প্যাঽস্থানিষ্ঠা নিঃসৌষ্ঠবা ধ্রুবম্।
ক্রিয়াতিপত্ত্যপালৈর্বাস্তাস্মোসংশয়ং বিশাম্ ॥ ২৫৪৫

দূরে থাকিয়া দুর্গ রোধ করিলেও শত্রুরা যথাবিধি যাতায়াত পথ বন্ধ করিতে পারে নাই; এজন্য তাহারা বহির্গ্রাম হইতে আনীত খাদ্যাদিদ্বারা দিন যাপন করিত। ২৫৪১

ধন্য প্রভৃতি অন্য মন্ত্রীরা বর্তমান অভিযানের অশুভ পরিণাম আশঙ্কা করিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি করিতে রাজাকে অনুরোধ করিল। ২৫৪২

তিনি নানা কারণে সন্ধির অবৈধেয়তা বুঝিয়া তাহাদিগকে কোট্টের প্রাচীর পরিবেষ্টন করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, "তোমরা ডামরকে উৎকোচ দিয়া রাজ দায়াদদিগকে মুক্ত এবং প্রতিপত্তি সহকারে স্ব স্থানে পাঠাইয়া দাও। ২৫৪৩-২৫৪৪

আমরা এই সঙ্কট সময়ে কঠোর উদ্যমে কার্য্য সাধন করিতে না পারিলে লোকের দুর্যোগ ধ্রুব সজনিত ভৎসনাভাগী হইব।" ২৫৪৫

নাত্যক্ষ্যদ্ধর্ষদেবশ্চেৎসপ্তাহান্ত্যদ্যমং ততঃ।
দুগ্ধপ্রবাহং প্রাপ্স্যন্ন শ্রুত্বৈতদন্যোপি তপ্যতে ॥ ২৫৪৬
প্রাপ্তব্যং প্রাপ্তবান্সর্বো নিজৈঃ কৃত্যৈঃ শুভাশুভৈঃ।
ক্রিয়াতিপত্তেলোকেন ত্রৈলোক্যং তু মুধৈর্প্যতে ॥ ২৫৪৭
পাদেষু পক্ষেষু চ সৎসু নোর্ব্যাং
ন ব্যোম্নি বা পঙ্কপিপীলবস্তু।
পঙ্গ্বন্ধবচ্চঙ্ক্রমণং তু গর্ভে
কিং সংপদা স্যান্নিয়মে গতীনাম্ ॥ ২৫৪৮
সহস্রপাদস্য গতেনিমিত্ত-
মনূরুভাবেপ্যরুণঃ প্রজাতঃ।

"যদি হর্ষদেব সপ্তাহ কাল উদ্যম রক্ষা করিতেন, তবে তিনি দুগ্ধ প্রবাহ (অত্যন্ত সুযোগ) প্রাপ্ত হইতেন, ইহা শুনিয়া অন্য রাজাও দুঃখিত হয়। ২৫৪৬

সকল লোক স্বীয় শুভাশুভ কর্মবশতঃ প্রাপ্য ফল পাইয়া থাকে; তবে প্রারম্ভে কার্যক্ষতি হইলেও পরে ত্রিভুবনপতিত্ব পাওয়া যায়। ২৫৪৭

"পঙ্ক পিপীলক পদ ও পক্ষ (ডানা) থাকিলেও পৃথিবী বা আকাশে কোথাও ভ্রমণ করিতে পারে না; কেবল পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় গর্ত্ত মধ্যে বিচরণ করে। নিয়তির গতি অনিবার্য্য; উপকরণ তাহার নিকটে অকর্মণ্য। ২৫৪৮

"সূর্য্য সহস্রপাদ (ক) হইলেও তদীয় গতির জন্য উরুরহিত

(ক) পাদ রশ্মি, পক্ষান্তরে চরণ।

তস্যাভবিষ্যন্তদি পাদযুগ্মং
ততোধিকং তৎকিমিবাকরিষ্যৎ ॥ ২৫৪৯
উপেক্ষ্য সাক্ষিতাং তস্মাৎকৃৎস্নং কোট্টং বিবেষ্ট্যতাম্।
প্রয়াতু তত্রৈবাস্মাকং তেষাং চ পুরুষায়ুষম্ ॥ ২৫৫০
অবিশ্রান্তো বাতো দহন ইব সোয়ং জনয়তি
প্রসক্তিং সাতত্যাদ্দলয়তি কুলাদ্রীনপি জলম্।
প্রযত্নে কৃত্যেষু ব্যবসিতিরনির্ব্যূঢ়সুদৃঢ়া
ফলাবাপ্তিং লোকে প্রতিকলমসংভাব্যবিভবাম্ ॥ ২৫৫১
ক্রূরাং নরপতেরাজ্ঞাং শ্রুত্বা ধন্যাদয়স্ততঃ।
কোট্টপ্রতোলীং কূলং তং ত্যক্ত্বাপ্যারুরুহুর্জবাৎ ॥ ২৫৫২
কথং যুদ্ধং বিধাস্যন্তি কথং স্থাস্যন্তি বেতি তান্।
শরান্‌কিরন্তং কোটস্থা যাবৎপ্রৈক্ষ্যন্ত কৌতুকাৎ ॥ ২৫৫৩

অরুণের জন্য, যদি তাহার পদদ্বয় থাকিত, তাহা হইলে সে তদপেক্ষা অধিক আর কি কার্য্য করিত ? ২৫৪৯

"অতএব তোমরা ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া সমস্ত কোট্ট অবরোধ কর, সেই স্থানেই তাহাদিগের ও আমাদিগের জীবন কাল অতিবাহিত হউক। ২৫৫০

"অনলের ন্যায় অনিল ও সলিল অবিরল প্রবাহিত হইলে এমন কি কুল পর্ব্বতকে পাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রতিক্ষণে অদম্য উদ্যম পরিচালনা করিলে জগতে অভাবনীয় ফল উৎপাদন করে। ২৫৫১

তৎপর উক্ত প্রকার কঠোর রাজাদেশ শ্রবণে ধন্য প্রভৃতি সেই নদীতীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেগে দুর্গপথে আরোহণ করিল। ২৫৫২

কোট্ট (দুর্গ) বাসিবৃন্দ বাণ বর্ষণ করত 'উহারা কিরূপে যুদ্ধ করিবে, কিরূপে বা অবস্থান করিবে, এইরূপ কল্পনা করিয়া যতকাল

অথঃ সোপ্যধ্ব গাগ্যৈর্নিষ্পাড্য নিবিড়ৈর্ব্যধাৎ।
ধন্যঃ প্রদেশং তাবত্তং নিকেতৈঃ পত্তনোপমম্ ॥ ২৫৫৪

যুগ্মম্ ॥

অবিশ্রান্তৈস্ততঃ সংখ্যৈরসংখ্যৈয়শ্চনুক্ষয়ঃ।
প্রতিক্ষণং প্রববৃতে সৈন্যয়োরুভয়োরপি ॥ ২৫৫৫
পরেদ্যুঃ শারদাং দৃষ্ট্বা স প্রাপ্তো গর্গনন্দনঃ।
সংক্রন্দনপুরীপৌরযোধৈবৃন্দিং হতৈর্ব্যধাৎ ॥ ২৫৫৬
অলংকারাভিধো বাহ্যরাজস্থানাধিকারভাক্।
অশ্বযো্যা মাত্তসৈবৃন্দৈবিরুদ্ধানৃতদাববীৎ ॥ ২৫৫৭
ক ভূধরচবৈঃ স্পর্দ্ধা বসুধাতলচারিণাম্।
তথাপি প্রতাযস্থানস্যাং চিন্ত্যামচিন্ত্যাকৃৎ ॥ ২৫৫৮

বিপক্ষের গতি বিধির দিকে দৃষ্টিদান করিতেছিল, সেই সময়ে ধন্য অধঃস্থ হইয়াও ঊর্দ্ধ দেশস্থদিগকে নিরন্তর বণদ্বারা নিপীড়ন করিয়া সেই স্থান ভবনাবলী দ্বারা রমণীয় নগরাকারে পরিণত করিয়াছিল। ২৫৫৩-২৫৫৪

তাহার পর উভয় পক্ষের অনবরত সংগ্রামে অগণ্য সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। ২৫৫৫

পরদিন গর্গনন্দন (ষষ্ঠ চন্দ্র) সারদা দেবীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিয়া রণে স্বনিহত বীরবৃন্দ দ্বারা অমরাবতীকে জনাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ২৫৫৬

বাহ্য রাজস্থানের অধিকারী অলঙ্কার দুর্জ্জেয় অশ্বারোহীদের সংগ্রামে বহু বিপক্ষকে শ্মশানশায়ী করিলেন। ২৫৫৭

ভূধরারোহীদিগের সহিত ভূতলবাসীদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিড়ম্বনার

অল্পীয়াংসঃ কোট্টনিষ্ঠা ভূয়িষ্ঠাঃ কটকাশ্রয়াঃ।
অতঃ পূর্ব্বে বহুগ্রস্তোপাসনকৃত্যাল্পয়া ক্ষতাঃ ॥ ২৫৫৯
শ্লিষ্টদ্বারাররিপুটং দ্বিত্রৈঃ পীড়িতামাহবৈঃ।
মীলিতাক্ষমিব ত্রাসাত্ততো দুর্গমজায়ত ॥ ২৫৬০
গোপ্তৃভেদান্তরবৈষম্যচ্ছিদ্রানুসারিণঃ।
ধন্যাদীন্বীক্ষ্য বিশ্বাসং কোট্টস্থা নোপলেভিরে ॥ ২৫৬১
নিদ্রাচ্ছেদার্থমন্যোন্যং ক্রোশন্তো নাস্বপন্নিশি।
স্বপন্তোহ্নি তু নিঃশব্দশূন্যং কোট্টং প্রদর্শন্ ॥ ২৫৬২

বিষয় হইলেও অচিন্তনীয় অসংখ্য যুদ্ধযন্ত্র-ধারীদিগকে চিন্তাচমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। ২৫৫৮

কোট্টবাসীর সংখ্যা অল্প এবং শিবিরাশ্রিতের সংখ্যা বিপুল, এজন্য পূর্ব্বোক্ত (কোট্টবাসী) সেনা বহু সংখ্যক শিবিরবাসী (রাজ-সৈন্য) দিগকে মারিয়াও অল্পায়াসেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ২৫৫৯

অনন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আক্রমণে ক্লান্ত হওয়ায় দুর্গদ্বারগুলি অর্গলাবরুদ্ধ হইল, তাহাতে বোধ হইল যে দুর্গ যেন ভয়ে বিকল হইয়া নেত্রমুদ্রিত করিয়াছে। ২৫৬০

ধন্য প্রভৃতিকে রক্ষকদিগকে বশ এবং আভ্যন্তরিক ভেদ প্রভৃতি ছিদ্রান্বেষণ করিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদিগের বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়াছিল। ২৫৬১

তাহারা যামিনীযোগে নিদ্রা যাইত না এবং নিদ্রানিবারণের জন্য পরস্পর ডাকাডাকি করিত এবং আবার দিবাভাগে নিদ্রিত হইয়া কোট্টকে নিঃশব্দ ও জনশূন্য দেখাইত। ২৫৬২

নিশাসু তস্তৎপৃতনায়ামতূর্য্যরবৈরপি।
চটকাঃ কোটরগা মেঘশব্দৈরিবাত্রসন্॥ ২৫৬৩
অহর্নিশং ভ্রমন্তীভি র্নৌভিঃ সংরুদ্ধপাথসঃ।
তান্সমভ্রময়ন্সর্ব্বপ্রকারং রাজসৈনিকাঃ॥ ২৫৬৪
তে রুদ্ধপাথসস্তর্ষশোষং কেচিদ্বিষেহিরে।
নিঃসংচারাস্তু সংক্ষীণে ভোক্তব্যে ক্লৈব্যমাযযুঃ॥ ২৫৬৫
বুভুক্ষবঃ ক্ষ্মাপযোগ্যান্ভোগান্ভাগ্যোর্জিতাংস্ততঃ।
কর্দ্দমৈর্নৃপদায়াদা অশনাশংসবৈর্ব্যধুঃ॥ ২৫৬৬
দূরে স্পর্দ্ধাস্তু নিস্তীর্ণাঃ ক্ষুধিতাস্তেধিকং ব্যধুঃ।
ভূভর্তুর্ভোগভাগিভ্যো ভৃত্যেভ্যোপ্যন্বহং স্পৃহাম্॥ ২৫৬৭

রজনীতে যখন সৈনিকগণের যাম যন্ত্রের (প্রহরে প্রহরে বাদনীয় ঢক্কাদির) বাদ্য শুনা যাইত, তখন তাহারা ঘনগর্জ্জন শ্রবণে কোটরস্থিত চটক পক্ষীর ন্যায় ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িত। ২৫৬৩

জয় সিংহের সৈনিকগণ অহোরাত্র ভ্রমণশীল তরণি-রাজিদ্বারা জলের রোধ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে দুর্গবাসীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। ২৫৬৪

জল রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা কোনরূপে তৃষ্ণা-কষ্ট সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু বহির্ভাগে যাতায়াত রহিত হওয়ায় খাদ্য-কৃচ্ছ্র-নিবন্ধন অবসন্ন হইয়াছিল। ২৫৬৫

তাহার পর রাজাহার্য্য-ভোজী রাজ দায়াদগণ ক্ষুধা-কাতর হইয়া অখাদ্য অন্ন দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ২৫৬৬

স্পর্দ্ধা দূরে থাকুক, যখন তাহারা ক্ষুধায় অধীর হইয়া পড়িত,

ব্যূহেঽস্মাকং পর্যাপ্তমকার্যমিতি ভাষিণম্ ॥
ভোজং বধান্মধ্যশৃঙ্গে দুর্গস্যাথ স তং পৃথক্ ॥ ২৫৬৮
একস্য বার্দ্ধক্যাদেশ্যাপুত্রত্বাদপরস্য চ।
জানন্নযোগ্যতাং মেনে বৈরাজ্যার্হং তমেব সঃ ॥ ২৫৬৯
বিনামুং চানয়োঃ সম্যক্সংরম্ভেরন্ন বৈরিণঃ।
ইতি মিথ্যা প্রথাং নিন্যে তদ্বিনিঃসরণং বহিঃ ॥ ২৫৭০
কান্তালংকারচক্রস্য কাঙ্ক্ষন্তী ক্ষয়মিত্বরী।
চক্ষুরাগাৎষষ্ঠচন্দ্রে সান্দ্রস্নেহার্দ্রতাং গতা ॥ ২৫৭১
বহিরাভ্যন্তরং ভেদং নয়ন্তী মন্ত্রমায়য়ো।
সাপিশুনৈঃ কর্ণসরণিং সর্ব্বশম্বিন্যতোন্বহম্ ॥ ২৫৭২ যুগ্মম্ ॥

তখন প্রতিক্ষণ ভূপতির ভৃত্য ভোজ্য বস্তুর জন্যও লালসাকুল হইত। ২৫৬৭

'সৈন্য সন্নিবেশে আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ হইয়াছে,' ইহা বলায় ভোজকে অলঙ্কার চক্র দুর্গের মধ্যশৃঙ্গে ভিন্নভাবে রাখিয়া দিলেন। ২৫৬৮

তিনি লোঠনকে বৃদ্ধ ও বিগ্রহরাজকে বৈরিণীসুত (উপপত্নীপুত্র) বোধ করিয়া অযোগ্য ভাবিয়াছিলেন এবং কেবল ভোজকে রাজসিংহাসনের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। ২৫৬৯

অলঙ্কার চক্র ভাবিয়াছিলেন যে ভোজ ব্যতীত এই দুই জনের জন্য বৈরিগণ প্রয়াস প্রদর্শন করিবে না, তজ্জন্য তিনি তাঁহার (ভোজের) অলীক পলায়ন দুর্গের বাহিরে প্রচার করিয়া দিলেন। ২৫৭০

অলঙ্কার চক্রের অসতী ভার্য্যা ষষ্ঠচন্দ্রের সৌন্দর্য্যদর্শনে মুগ্ধা হইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগবতী হইয়া ভর্ত্তার বিনাশ বাসনায়

রাগন্ধামাস্থাম্বিতধিযঃ প্রতিভেদভয়েন সঃ।
তস্ম প্রকাশয়ন্নেনাং গন্তুং তু প্রার্থনাং ব্যধাৎ ॥ ২৫৭৩
ক্ষমাবাশিক্ষিতোপেক্ষো মৈত্রীস্থৈর্য্যে মুদং ভজন্।
নাগঃ সাগস্যপি দধে বোধিসত্ত্ব ইব ক্রুধম্ ॥ ২৫৭৪
প্রিয়ামন্ধ্যঃ সরাগেণ মৃত্যুহেতুর্মহানপি।
হৃদি বিস্মর্য্যতে পৃষ্ঠে শরভেণেব বারণঃ। ২৫৭৫
অথ প্রস্থাপিতো ভোজঃ সুপ্তারিশিবিরান্তরাৎ।
সাহপ্রাণোপ্যলংকারচক্রেণানুযায়িনা ॥ ২৫৭৬

বাহিরে ও অভ্যন্তরে ষড়্‌যন্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিল। ইহা অনবরত অনুসন্ধানরত সলহণসুতের (ভোজের) কর্ণগোচর হইয়াছিল ২৫৭১-২৫৭২

সে পত্নী-প্রেমান্ধ অলঙ্কার চক্রকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া প্রতিভেদ (বিরুদ্ধ পক্ষকৃত প্রতিশোধ) ভয়ে স্বীয় প্রস্থান প্রার্থনা করিয়াছিল। ২৫৭৩

অলঙ্কার চক্র ক্ষমাশীল এবং উপেক্ষায় ও প্রণয় রক্ষায় শিক্ষিত, এজন্য পাপিনী পত্নীর দোষ বোধিসত্ত্বের (বুদ্ধবিশেষ) রোষ-সংবরণের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন। ২৫৭৪

প্রণয়ান্ধ জনের প্রিয়ার প্রতি বিরাগ প্রাণপতের গুরুতর হেতু হইলেও শরভের (ক) পৃষ্ঠস্থিত হস্তীর ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ২৫৭৫

তাহার পর অরিগণ নিদ্রিত হইলে ভোজ শিবির হইতে কিছুদূর বহির্গত হইল, অলঙ্কার চক্রের কাপুরুষ পুত্র তাহার অনুসরণ করিয়া

(ক)। শরভ-পুরাণ বর্ণিত বহুতর পাদ বিশিষ্ট অতি প্রবল জন্তু, সিংহ ও হস্তীর বিনাশক

দ্রোহেচ্ছয়া তয়াপি ধ্বস্তসত্ত্বেন সত্বরম্।
ব্যাবৃত্যারোপিতো ভূয়ঃ কোট্টস্থস্যান্তিকং পিতুঃ ॥ ২৫৭৭
যুগ্মম্ ॥

নির্ভর্ৎস্য পুত্রং গন্তাসি শ্বো নিশীত্যভিধায় তম্।
ছন্নমস্থাপয়ৎসোহ্নি যাত ইত্যখিলাবদন্ ॥ ২৫৭৮
প্রোচ্চলত্যানিশ্চয়াদেকঃ প্রাতরন্যৌ শ্বঃ প্রযাস্যতঃ।
বোধিতৈরথ ধন্যাদ্যৈরজাগার্য্যখিলৈর্নিশি ॥ ২৫৭৯
প্রস্থাস্নুঃ স নিশীথেথ কোট্টাট্টালাদ্ব্যলোকয়ৎ।
জাগ্রতঃ কটকে সর্ব্বান্‌পরিতো দীপিতানলে ॥ ২৫৮০

বা বিদ্রোহ-বুদ্ধিতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় কোট্টস্থ পিতার সমীপে উপস্থাপিত করিল। ২৫৭৬।২৫৭৭

পিতা পুত্রকে ভৎসর্না করিয়া ভোজকে বলিল 'পরদিনে রাত্রিতে যাইতে পারিবেন' এবং সমস্ত লোককে ভোজ 'গিয়াছে' বলিয়া উঁহাকে দিবসে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া দিল। ২৫৭৮

কিন্তু যাইবার স্থিরতা না থাকায় এক জন (ভোজ) একাকী প্রস্থান করিয়াছে, পরদিন অন্য দুইজন (লোঠন ও বিগ্রহরাজ) যাইবে, এই কথা প্রচারিত হওয়ায় ধন্য প্রভৃতি পর যামিনী জাগরণে যাপন করিয়াছিল। ২৫৭৯

ভোজ নিশীথে প্রস্থানোন্মত হইয়া কোট্টের অট্টালিকায় অগ্রে উঠিয়া শিবিরের চতুর্দ্দিক্ অগ্নি সন্দীপিত ও সমস্ত শত্রুলোককে জাগরিত দেখিতে পাইল। ২৫৮০

প্রকাশ্য বহ্নিনা দুর্গং প্রতোলীনির্গতো যথা ।
পিপীলকোপ্যলক্ষ্যস্থং নোন্মুখানাং দ্বিষাং ব্রজেৎ ॥ ২৫৮১
জ্বালাপ্রকাশং চাঞ্চল্যাদ্বিলোলা ইব রক্ষিতাঃ ।
ন্যষেধমূর্দ্ধকম্পেন সাল্হণিং সাহসাদ্‌গৃহাঃ ॥ ২৫৮২
তদ্বশাত্তনক্ষমঃ ক্ষিপ্তুং ক্ষমাপ্রান্তে স ডামরঃ ।
অধোবাতীতরচ্ছভ্রনালিঙ্গিতবটাকরম্ ॥ ২৫৮৩
ক্ষেমরাজাভিধানেন ডামরেশেন সোন্বিতঃ ।
শিলাং বৈতদিকাতুল্যামধ্যাস্ত শ্বভ্রমধ্যগাম্ ॥ ২৫৮৪
আরুহ্যাসনমাত্রে তাং পর্যাপ্তাং পাতভীতিতঃ ।
নির্নিদ্রৌ পঞ্চ রাত্রীস্তাবত্যবাহয়তাবুভৌ ॥ ২৫৮৫

বহ্নিতে দুর্গ এরূপ আলোকিত হইয়াছে যে, পিপীলিকাও দ্বার হইতে বহির্গত হইলেও ঊর্দ্ধমুখ শত্রুদিগের অলক্ষিতভাবে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারে না। ২৫৮১

বৈরিবর্গের বাসভবনগুলি বহ্নিশিখার সঞ্চরণে চঞ্চলের ন্যায় হইয়া যেন সল্হণ-সুতকে তাদৃশ সাহসিক ব্যাপার অবলম্বনে বারণ করিতেছিল। ২৫৮২

উক্ত কারণে তিনি পলায়নে অক্ষম হইয়া রজনী অবসান হইলেই অন্ধকার চক্রের চেষ্টায় ক্ষেমরাজ নামক ডামরাধিপের সহিত রজ্জু অবলম্বনে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অধঃস্থিত গর্ত্তে অবতরণ করিলেন এবং উভয়ে গর্ত্ত গর্ভস্থ মঞ্চতুল্য এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন। ২৫৮৩।৮৪

কেবল উপবেশনযোগ্য সেই শিলায় আরোহণ করিয়া তাঁহারা পতনভয়ে পাঁচ রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন এবং হস্তস্থ রজ্জু,

নির্ব্বর্তিতপ্রাণযাত্রৌ করকৈঃ সক্তুপিণ্ডকৈঃ।
তত এব ব্যাজহতাং বিষ্ঠাং নীড দিবাণ্ডজৌ ॥ ২৫৮৬
অব্যক্তব্যাকৃতী চিত্রালিখিতাবিব তৌ স্থিতৌ।
বীক্ষ্যারিকটকে লক্ষ্মীং পৃষ্ঠাদ্বিস্ময়মীয়তুঃ ॥ ২৫৮৭
তয়োরাশ্রীয়ত স্ফীতশীতবিস্মৃতিকারিণা।
জয়সিংহপ্রতাপাগ্নিসংতাপেনোপকারিতা ॥ ২৫৮৮
ষষ্ঠেহ্নি তত্র নিঃশেষীভূতভোক্তব্যয়োরথ।
ক্ষতক্ষার ইবারম্ভি তুষারং বর্ষিতুং ঘনৈঃ ॥ ২৫৮৯
অগৃহ্যতোচিতে দন্তবীণাবাদ্যোদ্যমে তথা।
শীতাসাদিতসাদেন পাণিপাদেন সুপ্ততা ॥ ২৫৯০

পিণ্ডদ্বারা প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং কুলায়স্থিত বিহঙ্গের ন্যায় বিষ্ঠা বর্জ্জন করিতেন্। ২৫৮৫।২৫৮৬

তাঁহারা চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ও অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রতিপক্ষের শিবিরস্থ বিপুল বিভব দেখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইতেন। ২৫৮৭

সিংহদেবের প্রতাপানলে তাঁহাদিগের শীতভীতি অপনীত হইয়াছিল। ২৫৮৮

কিন্তু ষষ্ঠ দিবসে ভোক্তব্য বস্তু নিঃশেষিত হওয়ায় যখন ব্রণে লবণক্ষেপের ন্যায় মেঘের তুষার বর্ষণে সেই ক্ষুধাকাতরদ্বয়ের হস্তপদ অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা দন্তদ্বারা বীণাবাদন করিয়া চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। ২৫৮৯।৯০

তাবচ্চিন্তাং তামস্ত ক্ষুচ্ছীতাভিহতৌ ধ্রুবম্ ।
পতিষ্যাবোরিকট্টকে পাশবন্ধাবিবাণ্ডজৌ ॥ ২৫৯১
কং পূৎকুর্বঃ কস্য বাবাং বিদিতৌ যো বিনির্হরেত্ ।
স্তবঃ পঙ্কান্তরাময়ৌ যূথপঃ কলভাবিব ॥ ২৫৯২
বিষমস্থাবথৈবং তৌ নক্তমভ্যর্থ্য ডামরঃ ।
আরোপ্য রজ্জ্বাবসথে শূন্যে স্থাপয়তি স্ম সঃ ॥ ২৫৯৩
কৃতশীতপ্রতীকারৌ পলালানলসেবনৈঃ ।
দুঃখং ব্যস্মরতাং তত্র নিদ্রয়া চিরলব্ধয়া ॥ ২৫৯৪
ততোপ্যভ্যধিকাং বিপত্তেজে লোঠনবিগ্রহৌ ।
অচক্ষুষ্যৌ জনাংস্নিগ্ধাঃ গিরঃ প্রাপতুর্ন যৌ ॥ ২৫৯৫
যবকোদ্রবপূপাদি তয়োঃ সতুষমশ্নতোঃ ।
গাত্রৈর্বস্ত্রৈশ্চ বৈবর্ণ্যং শুদ্ধিক্ষামতয়া দধে ॥ ২৫৯৬

তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, আর আমরা ক্ষুধা ও শীতে অভিভূত হইয়া নিশ্চয়ই জাল-জড়ীভূত পক্ষিদ্বয়ের ন্যায় শত্রুশিবিরে পড়িব এবং কাহাকে আহ্বান করিব? কেবা পঙ্ক-পতিত করিশাবকদ্বয়ের পক্ষে যূথপতির ন্যায় আমাদিগের দুর্গতি দূর করিবে?। ২৫৯১—২৫৯২

অনন্তর অলঙ্কারচক্র অনুরুদ্ধ হইয়া সেই বিপন্ন ব্যক্তিদ্বয়কে রাত্রিতে রজ্জুতে আরোপিত করিয়া নির্জ্জন গৃহে রাখিয়া দিলেন এবং তাঁহারা তৃণের অগ্নিতে শীত-মুক্ত হইয়া বহুদিনের পর নিদ্রালাভ করিয়া সুস্থ হইলেন। ২৫৯৩—২৫৯৪

তদপেক্ষাও লোঠন ও বিগ্রহরাজ অধিক বিপদে পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা লোকের চক্ষুঃশূল ও রুক্ষ বাক্যের ভাগী হইয়া যব ও কোদ্রবের

ধক্ষ্যোলঙ্কারচক্রস্য ক্ষীণভোগ্যস্য সর্বতঃ।
স্বীচকারান্নদানেন তুল্যৌ হোলয়শস্করৌ ॥ ২৫৯৭ ॥
ততঃ স দূতৈর্বিক্রেতুমঙ্গীচক্রে নৃপদ্বিষঃ।
বুভুক্ষাক্ষুভিতো ভৃত্যভেদভীতশ্চ ডামরঃ ॥ ২৫৯৮ ॥
দুস্তরব্যাপদুদ্রেকক্রান্তসত্ত্বতয়াত্যজৎ।
পাপোপলিপ্তচিত্তত্বমধর্ম্মাকীর্ত্তিসাধ্বসম ॥ ২৫৯৯
ভূপতের্বিদ্বিষচ্ছেদস্থাপনাৎস্বস্য রক্ষণম্।
খ্যাতিশুদ্ধ্যৈ চিকীর্ষুর্যশ্চ কুশকাশালেম্বনম্ ॥ ২৬০০

(শস্প বিশেষের) সতুষ পিষ্টকাদি (রুটি) ভক্ষণ করিতেন ও তাঁহাদিগের গাত্র ও বসন মার্জ্জনাভাবে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। ২৫৯৫—৯৬

যখন অলঙ্কারচক্রের আহার্য্যের অবসান হইল, তখন ধন্য হোল ও যশস্কর নামা তদীয় লোকদ্বয়কে অন্নদান করিয়া হস্তগত করিলেন। ২৫৯৭

তাহার পর ক্ষুধাতুর ও ভৃত্য ভেদে ভীত হইয়া অলঙ্কারচক্র রাজদ্বেষীদিগকে বিক্রয় (ধন্যের নিকটে সমর্পণ) করিতে দূতমুখে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ২৫৯৮

দুস্তর বিপদে উত্তম ভঙ্গ হওয়ায় তাঁহার চিত্তে পাপ স্পর্শ করিল, সে জন্য তিনি অধর্ম্ম ও অখ্যাতির ভয় বিসর্জ্জন দিলেন ॥ ২৫৯৯।

তিনি রাজদ্রোহীদিগের মধ্য হইতে কতক হস্তে রাখিয়া আত্মরক্ষণের এবং কুশকাশাদি অবলম্বন করিয়া কলঙ্কক্ষালনের অভিলাষী হইলেন। ২৬০০

ভৃত্যস্যোদয়নাখ্যস্য ধিয়া প্রচ্ছাদিতং তথা।
ররক্ষ সাল্‌হণিং ভোজং দ্বৌ তু দাতুং স তত্বরে॥ ২৬০১
তং বিনা চ তয়োর্ভূপান্দণ্ডং জানন্নসাংপ্রতম্।
অবাধং স্বস্য চাশেষকৃত্যং যুক্তমবন্নুত॥ ২৬০২
ভোজ্যাভাবকৃতাং তস্য ব্যাপদং তচ্চ মন্ত্রিতম্।
তদা নাজ্ঞাসিষুর্ধন্যাদয়ঃ সন্ধিং বিধিৎসবঃ॥ ২৬০৩
মিষাচ্চিচলিষা তেষাং কস্মাচ্চিদভবত্ততঃ।
কিং পুনস্তেন দায়াদদ্বয়ে দাতুং প্রতিশ্রুতে॥ ২৬০৪
দেয়বিশ্রাণনানীকোপানাদিপণসিদ্ধয়ে।
ভ্রাতৃব্যমনয়দ্ধন্যঃ কল্যাণমবকল্পতাম্॥ ২৬০৫

তিনি উদয়ননামা ভৃত্যের বুদ্ধিতে সল্‌হণ সুত ভোজকে প্রচ্ছাদিত রাখিয়া অবশিষ্ট দুই জন রাজদায়াদকে সমর্পণ করিতে সত্বর হইলেন। ২৬০১

অলঙ্কারচক্র বুঝিয়াছিলেন যে, ভোজ ব্যতীত কেবল ইহারা দুই জন রাজসমীপে দণ্ড পাইবে না; সুতরাং তাঁহার এইরূপ ব্যবস্থা স্বীয় ও পরকীয় পক্ষে সুসঙ্গত। ২৬০২

ধন্য প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সন্ধি-বন্ধনে সমুৎসুক হইয়া অলঙ্কারচক্রের উক্ত কল্পনা ও খাদ্যাভাব-জনিত-সঙ্কট জানিতে পারেন নাই। ২৬০৩

তাঁহারা যে কোন ছলনায় সে স্থান হইতে প্রস্থানেচ্ছা করিতে-ছিলেন, কিন্তু আবার যখন অলঙ্কারচক্র দ্রোহী দায়াদদ্বয়কে সমর্পণে অঙ্গীকার করিল, তখন ত আর কথা কি? । ২৬০৪

ধন্য সৈন্যাপসারণ এবং প্রতিশ্রুত সমর্পণ প্রভৃতি পণ প্রাপ্তির জন্য ভ্রাতৃপুত্র কল্যাণকে কল্পনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ২৬০৫

প্রবন্ধং নির্বধ্নন্নরিমুপচরংশ্ছাদিতরূপং
মহাহিং সংগৃহ্নন্নথকুটিলচেষ্টং ব্যবহরন্।
স ভূমিঃ সিদ্ধীনাং দধদুচিতকর্ত্তব্যপরতাং
ভবেত্তৌ নির্ব্যূঢ়াবপি সুদৃঢ়সংরম্ভরভসঃ॥ ২৬০৬
দুঃখৈর্দীর্ঘপ্রবাসোত্থৈরপসারিতসৌষ্ঠবাঃ।
তদা সংরম্ভশৈথিল্যাং ভূভৃদ্ভৃত্যাঃ প্রপেদিরে॥ ২৬০৭
স সত্যং সচিবোপ্রাপ্যঃ সংগ্রহীতুং প্রগল্ভতে।
কথাশরীরমিব যো নির্ব্যূঢ়ৌ কার্য্যমাকুলম্॥ ২৬০৮
সন্ধিং নিবন্ধং বিজ্ঞায় সৈনিকাঃ স্বগৃহোন্মুখাঃ।
উপেক্ষ্য স্বামিদাক্ষিণ্যং ক্ষণাদেব প্রতস্থিরে॥ ২৬০৯

যে ন্যায়বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিঃসন্দেহ সবেগে সমস্ত উদ্যোগ সহকারে কর্ম্মারম্ভ করে, অন্তঃকোপসম্পন্ন শত্রুকে প্রশমিত করে, মহা সর্পকে ধরিয়া রাখে ও কূটনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্যবহারে বশীভূত করে; সে সমস্ত ফলসিদ্ধির পাত্র হয়। ২৬০৬

রাজকর্মচারিগণ দীর্ঘ প্রবাসজনিত ক্লেশে কাতর হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। ২৬০৭

যে উপন্যাসসদৃশ ভিত্তি-বিহীন আকুল (বিশৃঙ্খল) কার্য্য সুব্যবস্থায় সংস্থাপন করিতে পারে, তাদৃশ অমাত্য প্রকৃত পক্ষেই দুর্লভ। ২৬০৮

সন্ধিবন্ধনের কথা শুনিয়া রাজসৈনিকসমূহ প্রভুর প্রসাদ উপেক্ষা করিয়া তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। ২৬০৯

তদ্বিক্রীতমবাপ্যান্নং লবন্যঃ কার্যমন্থরঃ।
ধন্যাদ্যাঃ স্বল্পসৈন্যত্বাদাসন্নকৃচ্ছ্রাগতাসবঃ ॥ ২৬১০
প্রতোলীকেলিতদৃশঃ প্রার্থিতাগমনাশয়া।
তান্ হঃ সোঢ়িয়োঢ়ুংস্তান্ দদত্তাবতাপয়ৎ ॥ ২৬১১
রথাঙ্গাক্রন্দিনী রাত্রিস্তেষাং কৃচ্ছ্রেণ সাগমৎ।
বিনা জীবিতসন্ত্যাসমন্যৎকার্যমপশ্যতাম্ ॥ ২৬১২
প্রযত্নসংভৃতে কৃত্যে নষ্টে মন্দতয়া ধিয়ঃ।
অস্য সংভাবন দূরীকৃতবাক্যাদিয়ং প্রভুম্ ॥ ২৬১৩

লবন্য তাহাদিগের বিক্রীত অন্ন পাইয়া কার্য্যেশৈথিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিল, এজন্য ধন্য প্রভৃতি স্বল্প সৈন্য লইয়া প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াছিল। ২৬১০

তাহারা প্রার্থিত দায়াদদ্বয়ের আগমনাশায় দুর্গদ্বারে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু ডামর সেই দায়াদদ্বয়কে সমর্পণ না করিয়া সে দিন বিপক্ষদিগকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ২৬১১

তাহাদিগের বিলাপ বিভাবরী চক্রবাকের রোদনরবে মিশ্রিত হইয়া অতিবাহিত হইল, তাহারা নিদারুণ যাতনায় আত্মহত্যা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিল না। ২৬১২

ধন্য প্রভৃতির চিত্তে কার্য্যাসিদ্ধিনিবন্ধন বিবিধ কল্পনা উদিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল "প্রচুর প্রয়াসে যে কার্য্য সিদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণ বুদ্ধিবৈষম্যবশতঃ তাহা ভ্রষ্ট হইল, অন্য মন্ত্রিগণ নিশ্চয়ই নষ্ট কার্য্যের অনুশোচনাস্থলে আমাদিগকে উপহাসাস্পদ করিবে এবং যিনি আমাদিগকে সাদরালাপে সৎকার করেন এবং সর্ব্বদা

নষ্টানুশোচনব্যাজাত্তত্তুল্যোপহাসিনঃ।
সদয়ং নো ধ্রুবং দুঃস্থীকরিষ্যন্ত্যস্মমন্ত্রিণঃ ॥ ২৬১৪
সক্তো যাত্রাভারতম্যাত্তাম্যন্তো নম্রপার্থিবম্।
কার্যনিষ্ঠামপশ্যন্তঃ কুর্যুর্বৈত্যপরেঽব্রুবন্ ॥ ২৬১৫
মায়াংমেতাং বিহিতবাংস্তৈস্তৈঃ সংমন্ত্র্য নৃপাহিতৈঃ।
সিদ্ধসাধ্যোঽধুনা দস্যুর্হসন্নস্মান্ ধ্রুবং স্থিতঃ ॥ ২৬১৬
অন্যেঽতরাংস্ত সঙ্কল্পানেবং তেষাং বিতন্বতাম্।
দত্তাবস্তুতগ্লানিঃ প্রভাতা সা বিভাবরী ॥ ২৬১৭ কুলকম্ ॥
প্রাক্তেন রাজস্থানীয়েঽলঙ্কারঃ সাহসোন্মুখঃ।
ডামরঃ কোট্টমারুহ্য নিন্যে নয়ভয়ৈর্বশম্ ॥ ২৬১৮

আমাদিগের প্রতি সদয় আচরণ করেন, সেই প্রভুর বাৎসল্যভ্রংশ হইবে"। কেহ বা বলিল "এই সমরযাত্রায় তাহারা আমাদিগের ও তাহাদিগের মধ্যে তারতম্য দেখিয়া বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহারা এখন আমাদিগকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া লজ্জা দিবে।" অপর কেহ বলিল "দস্যুরাজ বৈরিগণের (কোঠন প্রভৃতির) সহিত মন্ত্রণা করিয়া এইরূপ প্রতারণাপূর্ব্বক সাধ্য সিদ্ধি করিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে উপহাসিত করিয়া বসিয়া আছে।" এইরূপ জল্পনা ও কল্পনায় তাহাদিগের কায়ক্লেশদায়িনী যামিনী যাপিত হইল। ২৬১৩—২৬১৭

অনন্তর প্রভাত হইলে রাজস্থানীয় (প্রধান বিচারাধ্যক্ষ) অলঙ্কার সাহসসহকারে দুর্গারোহণ করিয়া ডামরকে নীতি প্রয়োগ ও ভয়-প্রদর্শনে বশীভূত করিলেন। ২৬১৮

একাহং গমনে সোঢ়বিলম্বস্তত্র বাসরে।
লোঠনে ক্ষীণদাক্ষিণ্যঃ স গচ্ছেত্যব্রবীৎস্ফুটম্ ॥ ২৬১৯
উপকণ্ঠং ততস্তস্য গ্লানিপ্রক্ষালনক্ষমম্।
মানিনঃ কেপি কর্ত্তব্যং কীর্ত্তিব্যয়নিবর্হণম্ ॥ ২৬২০
কালঃ সোয়ং সকলজনতালোচনধ্বান্তদায়ী
নিত্যালোকপ্রকটনপটুঃ কিংতু সৎক্ষত্রিয়াণাম্।
অভ্রশ্যামাদ্ভুতমসিলতাম্বরধূসংগতাপি
ব্যক্তং সক্তিং দিশতি রভসাম্মণ্ডলেনোষ্ণভানোঃ ॥ ২৬২১
সংপ্রাপ্নুবন্তি ননু মণ্ডলমেকমেব
ক্ষাপা জয়ে সমরসীম্নি বপুস্তু হিত্বা।
চণ্ডাংশুমণ্ডলমথাভিমতানি কামং
প্রেমার্দ্রনির্জরবধূকুচমণ্ডলানি ॥ ২৬২২

একদিন তাহার গমনে বিলম্ব সহ্য করিয়া অলঙ্কারচক্র সৌজন্য বিসর্জ্জন দিয়া লোঠনকে 'প্রস্থান করুন' স্পষ্ট বলিল। ২৬১৯

তাহার পর কতিপয় মানী ব্যক্তি লোঠনকে অবসাদ ও অকীর্ত্তি ক্ষালনের জন্য (নিম্নরূপ) উপদেশ দিতে লাগিল। ২৬২০

"ঈদৃশ সঙ্কটবহ সংগ্রামসময় অন্য লোকের পক্ষে নয়নের নিবিড় অন্ধকার বটে, কিন্তু প্রাণ স্পৃহা-রহিত সৎক্ষত্রিয়গণের চক্ষে এই অনশ্বর আলোক; যে অসিলতা নবমেঘের ন্যায় অসিতাকার (কৃষ্ণবর্ণ), তাহাই প্রভাবতী সুর-যুবতি সম্ভোগের ও জ্যোতির্ম্ময় মিহিরমণ্ডলের প্রাপ্তির হেতু। যুদ্ধজয়ে ভূপতিবর্গ একটী মাত্র মণ্ডল (রাষ্ট্র) লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সমরাঙ্গনে শরীর পাত

নাস্মিন্সংস্তভবেষ্টনোত্থশস্ত্রৈর্নস্তস্তৈর্নরুন্দেতি ব্যথা
গ্রন্থিস্ত্যাচলিতৈর্ন চালমস্তুভির্মর্মব্যথা জন্যতে।
ক্রন্দদ্বন্ধুজনার্ত্তনাদচকিতস্বান্তং ন বা স্থীয়তে
নম্বেতন্মরণং সুখস্য সুভগা কাপ্যেব সংপ্রাপ্তিভূঃ॥ ২৬২৩
মার্গৈঃ খড়্গালতাবিতানগহনৈর্ধীরঃ পিতা তে দিবং
ভ্রাতৃভ্যামসিধেনুকণ্টকবনে ভ্রান্ত্বার্জ্জিতা সদ্গতিঃ।
বংশক্ষুণ্ণমিমং নিষেব্য রভসাদধ্বানমুন্মঙ্ক্ষয়া
বৃত্ত্যা ব্যোম্নি বিশার্কমণ্ডলমিহ স্বান্তং চ তেজস্বিনাম্॥২৬২৪
সাম্রাজ্যং বিধিনোপনীতমসকৃৎক্লৈব্যেন যদ্ধারিতং
তত্রাপি প্রশমোচিতে বয়সি যত্সংচষ্টিতং বালবৎ।

করিলে প্রভাপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল এবং সুরললনাগণের প্রেমসলিলসিক্ত কুচমণ্ডল প্রাপ্ত হয়েন। ২৬২১—২৬২৩

"এইরূপ সম্মুখ সংগ্রামে তনুত্যাগ সুখ-সংপ্রাপ্তির ক্ষেত্র, ইহাকে বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতি।) বিকৃত রুক্ষ শয্যার বেদনাভোগ করিতে হয় না, গ্রন্থিমুক্ত হইতে প্রাণাকর্ষণের মর্ম্মস্পর্শিনী যাতনা জন্মে না, কিংবা ক্রন্দনাকুল বন্ধুকুলের কাতর শব্দে অন্তঃকরণ ক্ষোভিত করিতে পারে না।" ২৬২৩

"আপনার পিতা অসিলতা-জাল জটিল পথ দিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন, ভ্রাতৃদ্বয় ছুরিকা-কণ্টকিত-কাননে ভ্রমণ করিয়া সুখসদনে উপনীত হইয়াছেন, আপনার বংশপরম্পরা যে পথে যাইয়া থাকেন, আপনি সেই পথে পদ প্রক্ষেপ করত আকাশস্থ আদিত্যমণ্ডলে এবং তেজস্বি জনগণের মানসে আসন গ্রহণ করুন।" ২৬২৪

"যে সাম্রাজ্য বিধাতা বারম্বার উপস্থাপিত করিলেও আপনি

প্রায়শ্চিত্তমমুষ্য পুরুষধুনা তদ্বেধসাপাদিতং
মা ভূদ্রাজ্যমিবৈতদপ্যসুলভং কর্ত্তব্যমূঢ়স্য তে ॥ ২৬২৫
রাজ্যং প্রাপ্তমপি প্রনষ্টমসমোচ্ছিষ্টাশনৈর্যাপিতঃ
কালঃ সর্ব্বজনক্ষয়স্য বিষয়ে যাতা স্থিতির্হেতুতাম্।
ইত্যাসীৎকিমিবোচিতং প্রভবতো ভিক্ষাচরক্ষ্মাপতে-
র্নির্বাঢ়ং তু তদস্য দেহবিরহে যেনৈষ সর্ব্বোন্নতঃ ॥ ২৬২৬
স তথোক্তেজিতোঽপ্যোজো নাদদে তেজসোজ্ঝিতঃ।
ন জলত্যগ্নিসঙ্গেঽপি নির্বীর্য্যং বানরেন্ধনম্ ॥ ২৬২৭
শান্তাহঙ্কৃত সংবৃত্তনিদ্রাভঙ্গ ইবার্ভকঃ।
ঐচ্ছদ্ভূতভয়োদ্বেগো রোদিতুং প্রস্রুতাধরম্ ॥ ২৬২৮

কাপুরুষতা বশতঃ হারাইয়াছেন এবং তাহাতে আবার বার্দ্ধক্যে বাল্যোচিত আচরণ করিতেছেন, এখন বিধাতা তাহার প্রায়শ্চিত্ত আপনার নিকটে উপস্থাপিত করিয়াছেন। হে কর্ত্তব্যজ্ঞানান্ধ, রাজ্যের আর এই দুষ্প্রাপ্য বিষয় বিসর্জ্জন দিবেন না।" ২৬২৫

"প্রভাবপূর্ণ ভিক্ষাচর ভূপতি রাজ্য লাভ করিয়া হারাইয়াছিলেন, বিসদৃশ ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজনে জীবন যাপন করিয়াছেন, দেশে তদীয় অবস্থিতি সর্ব্বজনক্ষয়ের হেতু হইয়াছিল, তাঁহার শুভঙ্কর দেহাবসানের সঙ্গে এই অকার্য্যনিচয় বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই তনুপাতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন।" ২৬২৬

উক্তরূপ উদ্দীপক বাক্যেও তাহারা পৌরুষরহিত কোটিনকে উত্তেজিত করিতে পারিল না, কারণ বানরাখ্য নির্ব্বীর্য্য (অনলোপকরণ বাবাহ্য সারশূন্য) কাষ্ঠ বহ্নিসংযোগে জ্বলে না।" ২৬২৭

তিনি ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া নিদ্রাভঙ্গে শিশুর ন্যায় আস্রব্যাদন কম্পিত ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় রোদন করিতে উদ্যত হইলেন। ২৬২৮

ডামরেণার্পিতং নেতুং প্রবৃত্তাস্তং নৃপাশ্রিতাঃ।
তাদৃশং বীক্ষ্য কারুণ্যাদ্বৈর্যাধানার্থমভ্যধুঃ॥ ২৬২৯
মা বিষীদ ন দেবস্য দয়াচন্দ্রোদয়োজ্জ্বলে।
হৃদি প্ররোহতি স্বৈরং বিকারতিমিরান্ধতা॥ ২৬৩০
স সৌজন্যসুধাসিন্ধুঃ স স্থিরত্বসুরাচলঃ।
স প্রপন্নার্ত্তিসংতাপচ্ছেদচন্দনপাদপঃ॥ ২৬৩১
পুণ্যাং শুদ্ধাং চ সংলক্ষ্য শরদীব দ্যুবাহিনীম্।
মূর্ত্তিং তোস্যন্বং চেতঃ সমাধাস্যত এব তে॥ ২৬৩২
নিষ্কলঙ্কৈর্বংশপূর্বৈর্নির্বিশেষং সভাজয়ন্।
চারিত্রং শ্লাঘবভুবোপ্রিংস্থাং সোপনেষ্যতি॥ ২৬৩৩

ডামর যে সকল রাজকর্ম্মচারীর হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে আনয়নকালে তাদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া কারুণ্যপূর্ণ হইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ২৬২৯

"আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, সিংহদেবের হৃদয় দয়া-চন্দ্রিকায় সমুজ্জ্বল; তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিকার (বিদ্বেষ) অন্ধকার নাই।" ২৬৩০

"সৌজন্য-সুধার সিন্ধু স্থৈর্য্যে সুরগিরি, (সুমেরু) এবং আশ্রিত জনের তাপাপনোদনে চন্দন-তরু।" ২৬৩১

"শরৎ কালীন গঙ্গার ন্যায় তাঁহার পবিত্র ও নির্ম্মল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে আপনার ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্তি লাভ করিবে।" ২৬৩২

"কলঙ্কহীন বংশজ্যেষ্ঠগণ যেরূপ সমাদরযোগ্য; তাদৃশ সমাদর করিয়া তিনি আপনার শীলস্খলনজনিত সঙ্কোচ অপনয়ন করিবেন।" ২৬৩৩

অপকর্ত্তৃন্ ব্যসনগ্রান্ দয়মানঃ পরানপি।
ক্ষমাপরীক্ষাহেতুত্বাৎ স বেত্তি হ্যুপকারিণঃ॥ ২৬৩৪
উক্তেতি হৃষ্টৈস্তৈর্লোলস্থূলকূর্চো গৃহাদ্বহিঃ।
ব্যালম্বকম্বলো গোষ্ঠাদ্বৃদ্ধাক্ষ ইব নির্যযৌ॥ ২৬৩৫
নির্ভূষণং ম্লানজীর্ণবস্ত্রশস্ত্রং নিরীক্ষ্য তম্।
যুগ্যাধিরূঢমায়ান্তং ধন্যো হ্রীনম্রতাং দধে॥ ২৬৩৬
দীর্ঘাস্পন্দেক্ষণং রূক্ষঘনকূর্চং সবিগ্রহম্।
ব্যলোকয়দথোলূকমিব নষ্টং গুহাগৃহাৎ॥ ২৬৩৭
রেজে সৈন্যৈশ্চলদ্ভিস্তৈঃ শিবিরোদ্দীপিতানলঃ।
ভূপপ্রতাপস্বর্ণস্য কষাশ্মত্বমিবাগতঃ॥ ২৬৩৮

"সিংহদেব অপকারী বিপক্ষদিগকেও বিপন্ন দেখিলে দয়া করিয়া থাকেন এবং স্বীয় ক্ষমাপরীক্ষার হেতু বোধ করিয়া তাহাদিগকে উপকারী মনে করেন।" ২৬৩৪

এই সমস্ত সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণে কোঠন আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়া গোষ্ঠবিনির্গত দোদুল্যমান ঘন কম্বলবিশিষ্ট বৃদ্ধ বৃষভের ন্যায় স্থূল শ্মশ্রুরাজি সঞ্চালন করিয়া তাহাদিগের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ২৬৩৫

ধন্য তাঁহাকে ভূষণবর্জ্জিত, ম্লান ও জীর্ণ বসনাবৃত এবং শস্ত্রধারণে যানারোহণে আগত দেখিয়া লজ্জায় নত বদন হইলেন। ২৬৩৬

তাহার পর ধন্য গুহানিষ্ক্রান্ত মূর্ত্তিমান পেচকের ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ ও নিস্পন্দ নয়ন ও নিবিড় ও কর্কশ শ্মশ্রুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ২৬৩৭

সৈনিকগণ যখন শিবিরে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করে, তখন

স্কন্ধাবারে গতে বর্ষতুষারং প্রসভং নভঃ।
অমর্ত্ত্যভাবে ভূভর্ত্তুর্বিশাং চিচ্ছেদ সংশয়ম্॥ ২৬৩৯
প্রাক্ চেৎপতেদ্ধিমং তাবন্ম্রিয়েরন্ক্রুডিতাঃ ক্ষণাৎ।
পিষ্টাতকান্তর্গর্ত্তাটাঃ প্রবিষ্টা ইব সৈনিকাঃ॥ ২৬৪০
এবমেকান্নবিংশেব্দে দশম্যাং শুক্লফাল্গুনে।
ন্যূনাব্দষষ্টিদেশীয়ো নিবদ্ধো লোঠনঃ পুনঃ॥ ২৬৪১
দীর্ঘপ্রবাসাদায়াতং সৎকর্ত্তুং কটকং পুনঃ।
নির্মদো হর্ম্যমুত্তুঙ্গমারুরোহ মহীপতিঃ॥ ২৬৪২
যথোচিতং দানমানসংভাষণবিলোকনৈঃ।
সংতোষ্য বিসৃজন্সৈন্যং ধন্যাদীন্‌ প্রেক্ষতাগতান্॥ ২৬৪৩

পর্ব্বত যেন রাজার প্রতাপরূপ সুবর্ণের পরীক্ষা-প্রস্তরের (কষ্টি পাথরের) ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২৭৩৮

স্কন্ধাবার উত্থিত হইলে অম্বর অকস্মাৎ তুষার বর্ষণ করিয়া রাজার অলৌকিকত্ব বিষয়ে যেন লোকের সংশয়চ্ছেদ করিয়াছিল। ২৬৩৯

যদি পূর্ব্বে হিমানী (বরফ) পাত হইত, তাহা হইলে সৈনিকেরা তন্মধ্যে মগ্ন হইয়া পিষ্টাতক (আবির) মধ্যে প্রবিষ্ট পিপীলিকার ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। ২৬৪০

এইরূপে লোঠন উনবিংশ অব্দে ফাল্গুনের শুক্ল দশমীতে উনষষ্টি বর্ষ বয়সে পুনর্ব্বার বন্দী হইলেন। ২৬৪১

অহঙ্কারশূন্য জয়সিংহ দীর্ঘ প্রবাস হইতে সমাগত কটকের সৎকারের জন্য অত্যুচ্চ অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন। ২৬৪২

দান, মান, সম্ভাষণ ও দৃষ্টিপাত দ্বারা রাজা সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য

তেষাং পুনশ্চ দোর্দ্দণ্ডমূলে ক্ষিপ্তকরৈঃ ভটৈঃ।
ন্যস্তেনানাসিকং বাসঃপ্রান্তেনাচ্ছাদিতাননম্॥ ২৬৪৪
নির্ভূষণশ্রোত্রপালিপ্রবিষ্টৈঃ শ্মশ্রুলোমভিঃ।
বলক্ষকৃষ্ণৈঃ প্রব্যক্তকার্শ্যক্লেশং কপোলয়োঃ। ২৬৪৫
উচ্চাবচোক্তিমুখরে পৌরলোকেন্তরান্তরা।
ব্যাপারয়ন্তং নেত্রান্তৌ দীনস্তিমিততারকৌ॥২৬৪৬
কাতর্যদৈন্যভীক্লান্তিক্ষুদন্ধকটাক্ষিতম্।
বেপমানবিনিদ্রাঙ্গং গাং শীতেনার্দিতামিব॥ ২৬৪৭
ভ্রান্তামিব ক্ষ্মাং পর্যন্তানিবাদ্রীন্পতিতানিব।
বিদন্তং চ দিবং শোষ·······রন্ধদম্॥ ২৬৪৮

সমাদর করিয়া বিদায় দিলেন এবং সমাগত ধন্য প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দান করিলেন। ২৬৪৩

তাহার পর সভাপ্রাঙ্গণে দ্বারপাল নিবেদন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে লোঠনকে রাজা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি (লোঠন) জনতার বেষ্টন বশতঃ কষ্টে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। সৈনিকগণ তদীয় বাহুদ্বয়মূলে হস্ত ন্যস্ত করিয়াছিল এবং বস্ত্র প্রান্ত দ্বারা তাঁহার নাসিকা পর্যন্ত মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়াছিল। ভূষণ-শূন্য কর্ণদ্বয়ের কোণ প্রবিষ্ট শুভ্র কৃষ্ণ শ্মশ্রুলোম তদীয় কপোল যুগলের কৈল্য ক্লেশের উদ্গার করিতেছিল। পৌরগণ সময়ে সময়ে বিবিধ জল্পনা করিতে লাগিলে তিনি তাহাদিগের দিকে কাতর কটাক্ষ-পাত করিতেছিলেন এবং কাতর্য্য, গ্লানি, ভয়, ক্লান্তি, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিষদৃষ্টিতে ব্যথিত হইয়া শীতার্ত্ত গাভীর ন্যায় কাঁপিতেছিলেন। তিনি

দৈবিকো বান্তরায়োঽস্তু ধ্বান্তং বোগ্রং প্রবর্ত্ততাম্।
রাজৌকোভ্যর্ণতাং যাতং বাতা বা করবর্ষ্বিলম্ ॥ ২৬৪৯
সর্ব্বাপকারকৃদ্রাজ্ঞঃ স্থাস্যামি পুরতঃ কথম্।
পদানি সংনিরুন্ধানং নির্ধ্যায়েতি পদে পদে ॥ ২৬৫০
অন্তর্য্যুগলম্।
বহুলোকাবৃতত্বয়া স্তোকসংলক্ষ্যমৈক্ষত।
প্রতীহারৈরথাবেশ্যমানং লোঠনমঙ্গনে ॥ ২৬৫১ কুলকম্॥
ভ্রূসংজ্ঞয়া বিতীর্ণাজ্ঞো রাজ্ঞা তামারুরোহ সঃ।
সভাং পারিপ্লবাম্ভোজানিব প্রেক্ষকলোচনৈঃ ॥ ২৬৫২
দৃষ্ট্যা নিদিষ্টাস্থোর্বীস্থিতিঃ পৃথ্বীভুজস্ততঃ।
অস্প্রাক্ষীৎক্ষিতিনিক্ষিপ্তজানুমূর্দ্ধাঙ্ঘ্রিপঙ্কজে ॥ ২৬৫৩

ধরাকে বিঘূর্ণিত, পর্ব্বতমালাকে বিপর্য্যস্ত ও আকাশকে পতিত বোধ করিতে লাগিলেন এবং পিপাসায় তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি রাজপ্রাসাদে গমনোন্মুখ হইয়া পদে পদে গতিরোধ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"কোন দৈব বিঘ্ন বা নিবিড় অন্ধকার উপনীত হউক বা নিকটবর্ত্তী রাজপ্রাসাদ ব্যাত্যাদ্বারা বিচূর্ণিত হউক, নচেৎ আমি সর্ব্বপ্রকারে রাজার অপকার করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার অগ্রে এখন উপস্থিত হইব?।" ২৬৪৪—২৬৫১

রাজার ভ্রূভঙ্গীতে প্রবেশাজ্ঞা পাইয়া তিনি (লোঠন) সভাবেদীতে যখন আরোহণ করিলেন, তখন দর্শকবৃন্দের নয়ন-পদ্ম ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। ২৬৫২

রাজা নেত্রসঙ্কেত দ্বারা পার্শ্বদেশে তাঁহার অবস্থান নির্দ্দিষ্ট

হস্তাম্বুজাভ্যামালম্ব্য ললাটতটমানতম্।
সম্রাট্ সংভ্রমনম্রস্য তস্যোন্নময়চ্ছিরঃ॥ ২৬৫৪
রত্নৌষধীভুবোঃ স্পর্শঃ পাণ্যোস্তাপং স চেতসঃ।
দৌর্ভাগ্যমহরৎখ্যাস্ত শ্রীখণ্ডশীতলঃ॥ ২৬৫৫
পুণ্যানুভাবাৎকারুণ্যভাজো ভূভর্তুরঞ্জসা।
বিস্রব্ধসংভাবনয়া স ক্ষণাৎপস্পৃশে হৃদি॥ ২৬৫৬
মা ভৈষীরিতি দৃপ্তোক্তিঃ সুখং সংপ্রাপ্স্যতীতি বাক্।
অগাম্ভীর্যেণ ভগ্নেব মন্যুনা ত্বয়ি সাধুনা॥ ২৬৫৭
ইত্যুক্তে পূর্ববৈরাপাং ভবেদুঘাটনং ক্রুধম্।
বান্ধবো নস্ত্বমিত্যস্মিন্পরীহাস ইব ক্ষণে॥ ২৬৫৮

করিয়া দিলে লোঠন ভূতলে পাতিত জানু হইয়া মস্তক দ্বারা তদীয় চরণসরোজযুগল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ২৬৫৩

রাজা অভিমাননম্র লোঠনের অবনত ললাটতট ধরিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন। ২৬৫৪

রত্ন ও ওষধিবিশেষবিশিষ্ট রাজহস্তস্পর্শে তাঁহার তাপ ও চন্দন সদৃশ শীতল শরীর সহযোগে দুর্ভাগ্য অপনীত হইল। ২৬৫৫

প্রাক্তন পুণ্যপ্রভাবে ভূপতিকে কারুণ্যপূর্ণ বোধ করিয়া তন্মুহূর্ত্তে লোঠনের হৃদয় বিশ্বস্ত (রাজার প্রতি) হইয়া উঠিল। ২৬৫৬

"ভীত হইবেন না" বলিলে দর্প দেখায় "সুখে থাকিবেন" বলিলে অসারোক্তি হয়, "আপনার প্রতি আমার ক্রোধ এখন নাই" বলিলে পূর্ববৈর উঠিয়া বসে "আপনি আমাদিগের স্বজন" বলিলে বর্ত্তমান ক্ষণে পরিহাসের ন্যায় হয়, "উৎপীড়িত হইয়াছেন" বলিলে

ক্লিষ্টোসীতি স্বপ্রতাপপ্রভাবাভাষণং ভবেৎ।

ধ্যাত্বেতি ভূভৃদ্দৃষ্ট্যাস্ত নাপ্যায়ং তু গিরাকরোৎ ॥ ২৬৫৯

তিলকম্ ॥

অভ্যর্থনয়া পাদৌ স্প্রষ্টুং নময়তঃ শিরঃ।

স স্পর্শং মৌলিষু পুনগ্রহস্যাঙ্ঘ্রিণাকরোৎ ॥ ২৬৬০

কা যোগ্যতা সৎক্রিয়ায়াং মমেতি বদতা বলাৎ।

অগ্রিগ্রহৎপিতৃব্যেণ তাম্বূলং স্বকরার্পিতম্ ॥ ২৭৬১

নম্রং দ্বারেশমূচেভূক্রমো ব ইতি সস্মিতম্।

ধন্যং বষ্টং চ পস্পর্শ প্রষ্টং সব্যেন বাহুনা ॥ ২৬৬২

দাক্ষ্যদাক্ষিণ্যগাম্ভীর্যবিনয়ৈস্তৈর্বিভাব্য তম্।

ভূভৃদ্ভূপৈঃ পরীতঃ স্বং লোঠনোমন্ততাবরম্ ॥ ২৬৬৩

নিজ প্রতাপের গৌরবোধ ঘোষণ হয়, এই সমস্ত ভাবিয়া কোন উক্তিদ্বারা রাজা তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন না। ২৬৫৬—২৬৫৯

বিগ্রহ-রাজ অভ্যর্থী হইয়া অবনত মস্তকে রাজ পদস্পর্শ করিলে ভূপতি প্রসাদস্বরূপ চরণ সংযোগ দ্বারা তাহার মস্তকের সমাদর করিলেন। ২৬৬০

তিনি "আমি 'সৎকারের যোগ্য নহি" বলিলেও স্বকরস্থ তাম্বুল বলপূর্ব্বক পিতৃব্যকে গ্রহণ করাইলেন। ২৬৬১

সস্মিত বদনে "তোমাদিগের বহুশ্রম হইয়াছে" ইহা প্রণত দ্বারাধিপতিকে বলিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা ধন্য ও বষ্ঠ (চন্দ্র) কে স্পর্শ করিলেন্। ২৬৬২

লোঠন জয়সিংহকে দক্ষতা, ঔদার্য্য, গাম্ভীর্য্য ও বিনয়াদি রাজগুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া আপনাকে অপকৃষ্ট বোধ করিলেন। ২৬৬৩

আদিশ্য সান্ত্বনং ধন্যমুখেনাথ ত্রপানতম্।
পিতৃব্যং প্রাহিণোদ্বেশ্ম ভ্রাজিষ্ণুবিনয়াঞ্জলিঃ ॥ ২৬৬৪
অভিযোগে য এবাস্য নীতৌ সিংহস্য তো দৃশম্।
মুখরাগঃ স এবাভূৎফলাবাপ্তাববিপ্লুতঃ ॥ ২৬৬৫
নায়াতি বাড়বশিখিক্কথনেন তাপং।
শৈত্যং হিমাদ্রিপয়সা বিশতা ন চাব্ধিঃ।
কশ্চিৎপ্রভীরুমনসাং সততং বিষাদ-
কালে প্রমোদসময়ে চ সমোঽনুভাবঃ ॥ ২৬৬৬
প্রীতিস্থৈর্যৈর্জাতিযোগ্যৈশ্চোপচারৈরকৃত্রিমৈঃ।
ক্রমাদ্রাজাহরল্লজ্জাং পৌরুষভ্রংশজীবয়োঃ ॥ ২৬৬৭
দায়াদোচ্ছেদয়াদেব রাষ্ট্রে রুষ্টেঽপি মন্ত্রবিৎ।
ভোজনোঽপিজ্ঞ সর্পস্য দন্তং সোন্তরচিন্তয়ৎ ॥ ২৬৬৮

রাজা ধন্যকে সান্ত্বনা করিতে আদেশ করিয়া লজ্জাবনত পিতৃব্যকে কৃতাঞ্জলিপুটে সুশোভিত গৃহে প্রেরণ করিলেন। ২৬৬৪

সেই নীতিদর্শী সিংহদেবের সংগ্রামারম্ভে যেরূপ মুখশ্রী ছিল; জয়লাভেও তাহার বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। ২৬৬৫

সিন্ধু বাড়ব-বহ্নির সন্তাপে বিন্দুমাত্র তপ্ত ও হিমালয়ের সলিল প্রবেশে শীতল হয় না; যাঁহারা গম্ভীর নায়ক, তাঁহাদিগের চিত্ত জয় ও ক্ষয় কালে সতত সমভাবে থাকে। ২৬৬৬

ভূপতি স্থির সৌহার্দ্দে ও জাতিযোগ্য বিবিধ অকৃত্রিম উপচারে সেই পৌরুষভ্রষ্ট জীবদ্বয়ের ক্রমে ক্রমে লজ্জা বিসর্জ্জন করাইয়াছিলেন। ২৬৬৭

মন্ত্রজ্ঞ (মন্ত্রণাবেত্তা পক্ষে সর্পমন্ত্র পারদর্শী বিষবৈদ্য)

প্রবাসায়াসভীত্যা স্বৈস্ত্যক্তসংরম্ভসংভ্রমৈঃ।
জিগীষুর্বিদ্বিষচ্ছেষৈশ্চক্রে যত্নিপ্রজাগরঃ। ২৬৬৯
সল্হণঃ স তু বিস্তীর্ণচ্ছদ্মাচ্ছূন্যগৃহে বসন্।
পিতৃব্যবিগ্রহোদন্তমুপলেভে ন কংচন॥ ২৬৭০
রাজ্ঞা গৃহীত্বালংকারডামরান্তিকমাগতম্।
পৃষ্ঠাদ্বীক্ষ্যাভবদ্দ্রোহদ্রোহসংভাবনস্তদা॥ ২৬৭১
দদর্শ চ ক্রমাদ্দূরতয়া দুর্লক্ষ্যবিস্মৃতি।
স্কন্ধাবারং বদ্ধমার্গং মার্গে নগরগামিনি॥ ২৬৭২
অজ্ঞাতেন বিদূরস্থাংপিতৃব্যেণাশ্রিতং ততঃ।
যুগ্যাং চাসৌ ধন্যষষ্ঠযুগ্যায়োরন্তরৈক্ষত॥ ২৬৭৩

রাজা সেই দায়াদদ্বয়ের ওষ্ঠযুগল হইতে রাষ্ট্র উদ্ধার করিলেও মনে মনে ভোজকে বিদ্রোহ ভুজঙ্গের বিষদন্ত বুঝিতেছিলেন। ২৬৬৮

কারণ, প্রবাসজনিত প্রয়াসভয়ে স্বপক্ষগণ যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব করাতে অবশিষ্ট শত্রুরা জয়ার্থী রাজাকে জাগরণেরত (উৎকণ্ঠিত) করিয়া তুলিয়াছিল। ২৬৬৯

ভোজও ছদ্ম হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া শূন্য গৃহে বাস করিয়া পিতৃব্য (লোঠন) ও বিগ্রহরাজের কোনই বৃত্তান্ত জানিতে পারিল না। ২৬৭০

কিন্তু যখন অলঙ্কারচক্রকে ডামরের সমীপে আসিতে দেখিল; তখন তাহার মনে অপকারাশঙ্কা উদিত হইল। ২৬৭১

পরিশেষে নগরাভিমুখ পথে শ্রেণীবদ্ধ শিবির সৈন্যকে যাইতে ও ক্রমে দূরে গিয়া লক্ষ্য বহির্ভূত হইতে দেখিল। ২৬৭২

আবার সে ধন্য ও ষষ্ঠের যানদ্বয়ের মধ্যভাগে পিতৃব্যকে,

অচিন্তয়চ্চ কো হেতুঃ কটকপ্রস্থিতেরিতঃ।
যুগ্যারূঢ়শ্চ কোঽথ স্যাত্তৃতীয়ো ধন্যষষ্ঠয়োঃ॥ ২৬৭৪
পৃষ্টস্তেনাবদৎকশ্চিৎপামরোঽথ প্রমোদভাক্।
সংধির্নিবদ্ধো নগরং গতৌ লোঠনবিগ্রহৌ॥ ২৬৭৫
সংদেহোজ্ঝতদ্রোহো ভয়মুন্মুখতাং ব্রজেৎ।
জাতিস্নেহেন তস্যাসীন্মুহূর্তমপহস্তিতম্॥ ২৬৭৬
সৈন্যে গতে শূন্যতয়া মিলিতৈর্বিহগৈঃ সরিৎ।
রুবদ্ভিস্তেন তৌ নীতৌ ক্রন্দতীব ব্যকল্প্যত॥ ২৬৭৭

শিবিকারূঢ় দেখিতে পাইল, কিন্তু দূরত্ব নিবন্ধন তাহাকে সে চিনিতে পারিল না। ২৬৭৩

সে ভাবিতে লাগিল "এখান হইতে কটকের প্রস্থানের কারণ কি? ধন্য ও ষষ্ঠচন্দ্রের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিই বা কে?" ২৬৭৪

অনন্তর তদীয় প্রশ্নের উত্তরে কোন ইতর লোক প্রফুল্ল মুখে বলিল যে, সন্ধিবন্ধন হইয়া গিয়াছে, লোঠন ও বিগ্রহরাজ রাজধানীতে যাইতেছেন। ২৬৭৫

তাহাতে তাহার সন্দেহ অপনীত এবং জাতিস্নেহে দ্রোহ-ভয় মুহূর্তের জন্য দূরীভূত হইল। ২৬৭৬

রাজসৈন্য প্রস্থান করিলে বিহগকুল বিরলতা বশতঃ মিলিত হইয়া নদীকূলে উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে লাগিল; তাহা যেন বন্দীদ্বয়ের ক্লেশে কাতরা নদীর রোদন বলিয়া ভোজ বোধ করিয়াছিল। ২৬৭৭

লবণ্য এব মে দধ্যাঙ্ক্যাদ্বেহন্যমবেত্য তে।
পুনর্নয়েযুর্ধন্যাস্থাঃ ক্রমাদ্ধ্যাবথেতি সঃ ॥ ২৬৭৮

স্বং নেতুং পার্থিবচমূং প্রত্যাবৃত্তাং নিনাদিনীম্।
শ্রুতেন্ত্ব ত্বরা ঘোষে নির্ঝরাণামশঙ্কত ॥ ২৬৭৯

অথাজায়ত জীমূতবিতীর্ণতিমিরং জগৎ।
বন্ধ্যামধ্যংদিনেনেব নিশীথব্যয়িতশ্রিয়া ॥ ২৬৮০

রাধমাসাবধি দধুস্ততঃ প্রভৃতি বারিদাঃ।
দীক্ষাং ক্ষোণ্যাং তুষারৌঘসত্রাস্থত্রণকর্মণি ॥ ২৬৮১

বিশ্রব্ধঘাত্যভব্যোহং নিরব্রণ্যো হ্রিয়োজ্ঝিতঃ।
নিন্দন্নুত্বমিতি ভোজাগ্রে ততো দস্যুরুপাবিশৎ ॥ ২৬৮২

তাহার পর ভোজ ভাবিতে লাগিল "লবণ্য (অলঙ্কারচক্র) আমাকে বিপক্ষ হস্তে অর্পণ করিবে; ধন্য প্রভৃতি ক্রমে আমাকে অন্যত্র জানিয়া পুনর্ব্বার ধরিয়া ফেলিবে।" ২৬৭৮

তখন মধ্যে মধ্যে নির্ঝর রব তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে তাহাকে ধরিবার জন্য প্রত্যাগত রাজসৈন্যের কোলাহল মনে করিয়া সে বিকল হইত। ২৬৭৯

অনন্তর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হওয়ায় জগৎ অন্ধকারে আকীর্ণ হইল, মধ্যাহ্ন যেন বিভাবরী শ্রীধারণ করিল। ২৬৮০

তদবধি বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বারিদবৃন্দ পৃথিবীতে তুষার বর্ষণ-রূপ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিল। ২৬৮১

তাহার পর "আমি বিশ্বাসি বিনাশী নিষ্ঠুর এবং নির্লজ্জ" এই বলিয়া অলঙ্কারচক্র নিজ নিন্দা করত ভোজের অগ্রে উপবেশন করিল। ২৬৮২

সময়াপেক্ষয়াক্ষোভো মন্যুং সংস্তভ্য সান্ত্বনিঃ।
সান্ত্বয়ন্নিব নাস্ত্যাগস্তবাত্রেতি জগাদ তম্ ॥ ২৬৮৩
ঊচে চ সংশ্রিতাপত্যজ্ঞাত্যাপদ্গতং ত্বয়া।
ত্রাতুর্বেতৎকৃতং তত্র গর্হাং নার্হসি কস্যচিৎ ॥ ২৬৮৪
তব দ্রোহস্পৃহা স্যাচ্চেন্ন নৃশংস্যং ভবেন্ময়ি।
পরকৃত্যা ভবত্যস্মাদিয়ং কালানুরোধতঃ ॥ ২৬৮৫
রাজ্ঞশ্চ হর্ষভূভর্ত্তৃবংশ্যা ইব ন বা বয়ম্।
উচ্ছেদ্যাঃ কিংতু সংযম্যা রাজধর্ম্মানুরোধিনঃ ॥ ২৬৮৬
স্বস্যাখ্যাতিস্তয়োর্বাধা রাজ্ঞশ্চামার্গগামিতা।
শেষং মাং রক্ষতা হন্ত নিষিদ্ধা ধীমতা ত্বয়া ॥ ২৬৮৭

ভোজ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেন অক্রুদ্ধ চিত্ত হইয়া "তোমার অপরাধ নাই" এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিল। ২৬৮৩

এবং বলিতে লাগিল আশ্রিত, অপত্য ও জ্ঞাতি প্রভৃতি বিপন্ন হওয়াতে তাহাদিগের ত্রাণার্থ তুমি যাহা করিয়াছ, তাহা কোনজনের নিন্দনীয় নহে। ২৬৮৪

"তোমার যদি বিশ্বাসকে বলিদান করিবার, বাঞ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমার প্রতি দয়া দেখাইতে না; তবে পরে যাহা করিয়াছ, তাহা কালকৃত-বাধ্যতা-বশে।" ২৬৮৫

"ভূপতি রাজধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, এজন্য তিনি হর্ষরাজের সন্তানের ন্যায় আমাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবেন না, কিন্তু শাসনে রাখিবেন।" ২৬৮৬

"তোমার বুদ্ধিকে ধন্য বলিয়া গণ্য করি, কারণ আমাকে তুমি

ইত্যুক্তেরস্তং তং ত্যক্তলজ্জাভার ইবাবদৎ।
সাক্ষী ত্বমেব সর্ব্বত্র মমেতি সস্তবং স্তুবন্ ॥ ২৬৮৮
ক্ষণেন চ প্রহিণু মামধুনেত্যভিদায়িনম্।
ত্বমেব হিমবৃষ্ট্যন্তে কর্ত্তাস্মীত্যুক্তবান্ যযৌ ॥ ২৬৮৯
ত্বয়ি দস্যুবিপর্য্যস্তেঽমন্যুঃ জাতস্ম ভোজনম্।
ভোজয়ত্ত্বেতি কেনাপি কথিতো ব্যধিতাশনম্ ॥ ২৬৯০
স্পৃশংশ্চান্নং চিরাৎপ্রাপ্তমিদং বিক্রীতমিতি।
ধ্যায়ন্নজ্ঞাত্যোর্দেহমাংসং তয়োর্ভুক্তমমন্যত ॥ ২৬৯১

পশ্চাতে রাখিয়া আপনার অখ্যাতি, সেই দুই জনের বিপত্তি এবং রাজার অসদাচরণ নিবারণ করিয়াছ।" ২৬৮৭

ভোজ এইরূপ বলিলে দস্যু যেন লজ্জাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত "আপনি আমার সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বদা সাক্ষী" ইহা বলিল। ২৬৮৮

"আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও" এই ভোজবাক্য শুনিয়া "তুষার বর্ষণের বিরামে তাহাই করিব" এই বলিয়া সে (দস্যু) চলিয়া গেল। ২৬৮৯

"আপনি ভোজন না করিলে সে (অলঙ্কার) আপনার ক্রোধ বুঝিয়া বিরোধী হইবে" কোন ব্যক্তির এই উক্তি শুনিয়া ভোজ ভোজন করিলেন। ২৬৯০

অনেক দিনের পর অন্ন পাইয়া স্পর্শ করিয়া তিনি ভাবিলেন্ "এই সেই বিক্রীত অন্ন, সেই দায়াদদ্বয়ের দেহ-মাংস ভোজন করিলাম।" ২৬৯১

দস্যুস্তু হিমবৃষ্ট্যন্তে ত্বাং প্রেষয়ামি নিশ্চয়াৎ।
শ্বো বাদ্য বেতি কথয়ন্দ্বৌ মাসৌ ন মুমোচ তম্ ॥ ২৬৯২
মাং জ্ঞাত্বেহ স্থিতং রাজ্ঞা কৃতাবস্কেহিমাত্যয়ে।
বিক্রীণাত্যেব মংস্বেতি ভোজোধাদ্গমনে ত্বরাম্ ॥ ২৬৯৩
মিষং যং যং নিষেধায় গমনায়োপপাদয়ৎ।
দস্যুস্তং তং সমুচ্ছেত্তু সাপরাধং ব্যধত্ত তম্ ॥ ২৬৯৪
উজ্জোনাম্নো বলহরাৎসংজাতং ভাদ্রমাতৃতঃ।
অভ্যধাদ্বাল্যমাশাস্থ্য লম্বকম্বলকাবৃতঃ ॥ ২৬৯৫

এদিকে দস্যু "তুষার বর্ষণের বিরামে স্বগৃহে অবশ্য পাঠাইয়া দিব' এই বলিয়া 'অদ্য কিংবা কল্য' করিয়া দুই মাস মধ্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব না। ২৬৯২

ভোজ চিন্তা করিতে লাগিলেন "আমাকে এখানে অবস্থিত জানিয়া জগতীপতি অভিযানে উদ্যত হইলে অলঙ্কারচক্র (দস্যু) আমাকে রাজকীয় করে বিক্রয় করিবে" এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি গমন করিতে ত্বরান্বিত হইলেন। ২৬৯৩

ভোজ তাঁহার প্রস্থানের জন্য যে যে ছলনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, দস্যু সেই সেই ছল ছেদন পূর্বক তাহার নিবারণার্থ তাঁহাকে দোষ দিতে লাগিল। ২৬৯৪

উজ্জ নামা বলহর হইতে উৎকৃষ্ট নারীর গর্ভে রাজবদনের জন্ম হয়, সে বাল্যকালে লম্বমান কম্বলাবরণে (কণ্ঠে) কাটাইয়াছিল। ২৬৯৫

তেজোবিস্ফূর্জিতাংস্তত্রবীরোৎকর্ষকষোপলে।
দ্বৈরাজ্যে সৌস্সলে সৈন্যে পঙ্‌ক্তিপাবনতাং গতঃ॥ ২৬৯৬
পিতুরাপ্ততয়া রাজ্ঞা বর্দ্ধিতস্তদনন্তরম্।
এবেনকাদিবিষয়াধীকারিত্বং ক্রমাদ্‌ভজন্॥ ২৬৯৭
বিমুখে রাজ্ঞি নাগেন খুয়াশ্রমভুবা কৃতে।
তং রাজবদনো নাম বিজিগীষু ররক্ষ তম্॥ ২৬৯৮ কুলকম্।
আনৃশংস্যং ভৃত্যভাবাদলবন্যত্বমাস্থ চ।
প্রত্যরস্থিত্যসামর্থ্যং রাজ্ঞি সর্ব্বে শশঙ্কিরে॥ ২৬৯৯
অতোলংকারচক্রেণ কুর্ব্বতাত্যর্থমর্থনাম্।
দ্বৈরাজ্যেচ্ছো রাজবীজী তদা ন স সমর্প্যত॥ ২৭০০

যুগ্মম্॥

সে সুস্সল রাজার সৈন্যে প্রবিষ্ট হইয়া বীরবৃন্দের বীর্য্য-পরীক্ষায় যুদ্ধে বিশেষ তেজঃ প্রকাশ দ্বারা প্রতিযোগিগণের উপরে উঠিয়াছিল। ২৬৯৬

তাহার পর জয়সিংহ তাহাকে জনকের বিশ্বাসযোগ্য কার্য্যসমূহের ভার দিয়া উন্নত পদে উঠাইয়াছিলেন। ২৬৯৭

খুয়াশ্রমবাসী নাগ নামক ব্যক্তির প্রতি ভূপতি বিরক্ত হইলে রাজবদন রাজদ্রোহী হইয়া তাহাকে (নাগকে) রক্ষা করে। ২৬৯৮

রাজবদন রাজভৃত্য এবং লবন্য নহে, সুতরাং সে রাজার প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না, ইহাই সকল লোকের ধারণা ছিল। ২৬৯৯

এই কারণ অলঙ্কারচক্র সেই রাজদ্রোহীর (রাজবদনের) হস্তে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাসত্ত্বেও রাজদায়াদ ভোজকে সমর্পণ করে নাই। ২৭০০

নীতঃ প্রত্যক্ষতাং দূরস্থিতেপ্যুদয়নে স তম্।
বিস্পষ্টবৃত্তি দ্রুহক্ষুত্যক্তুমেনং ন সোশকৎ॥ ২৭০১
রাজ্ঞা কর্ত্তুং বিনিময়ং ভোজস্য প্রহিতো ধনৈঃ।
প্রাপ্য দ্রঙ্গামলংকারো বিষয়াধিকৃতস্ততঃ॥ ২৭০২
তৎপার্শ্বমুদ্যতং গন্তুং মাং সমুৎসৃজ্য যাসি চেৎ।
ত্যক্ষ্যামি তদসূনেবমূচে ভোজস্তু ডামরম্॥ ২৭০৩
শ্বস্তাং প্রভাতে দ্রক্ষ্যামীত্যেতাবমাত্র জল্পতি।
কোট্টাদনুক্ত্বৈব নিশস্তর্য্যামে বিনির্যয়ৌ॥ ২৭০৪
ঘনবর্ষ্যেপ্যমর্ষেণ মার্গান্বেষী গবেষণম্।
যাবচ্চক্রে ক্ষপান্তে তং তাবচ্ছুশ্রাব নির্গতম্॥ ২৭০৫

যদিও উদয়ন দূরস্থ হইয়া ভোজকে মুক্তি দিয়াছিল, কিন্তু স্পষ্ট দ্রোহী ডামর তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। ২৭০১

তৎপরে জনপদ কর্ম্মাধ্যক্ষ অলঙ্কার (ক) দ্রঙ্গায় উপনীত হইল; রাজা অর্থদ্বারা বিনিময়াকারে ভোজকে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। ২৭০২

তখন ডামর অলঙ্কারসমীপে যাইতে উদ্যত হইলে ভোজ তাহাকে বলিল "তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া যাও, তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব।" ২৭০৩

অলঙ্কারচক্র "পরদিন প্রভাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব" এই মাত্র বলিল, ভোজ কিন্তু কিছু না বলিয়া নিশাশেষে দুর্গ হইতে নির্গত হইল। ২৭০৪

যখন যামিনীশেষে ভোজ অধীর হইয়া অবিরল বৃষ্টি সত্ত্বেও

(ক) এইব্যক্তি বিচারাধ্যক্ষ অলঙ্কারচক্র নহে, কিন্তু অলঙ্কার নামা জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী।

অসাধ্যপ্রতিষেধোথ তমন্বগাম সঃ।
প্রস্থিতং শারদাদেবীস্থানং যাবদ্বিস্মিতানুগঃ॥ ২৭০৬
একসার্থগতৌ জ্ঞাতী বিনা তৌ জ্ঞাতিযোষিতাম্।
দাক্ষিণ্যাদক্ষমঃ স্থাতুমগ্রে সাগা ভবন্নিব॥ ২৭০৭
প্রবয়াঃ পঞ্চষান্বারাস্বাধাদারন্ধিমেব তু।
যুবাপ্যকল্পঃ কৌলীনমিতি স্বস্থ চ চিন্তয়ন্॥ ২৭০৮
তুরাণ্ডগমনে খণ্ডিতেচ্ছঃ সংশ্রিত্য দারদান্।
সংযুযুৎসুর্মধুমতীরোধসা মার্গমগ্রহীৎ॥ ২৭০৯ তিলকম্॥
ক্বাপি শ্যানাশ্মসূচ্যগ্রমৃত্যুদংষ্ট্রাক্ষুরোৎকটান্।
ক্বচিদ্ব্যক্তপ্রকাশাভ্রকালপাশাঙ্ককারিতান্॥ ২৭১০

পথ অন্বেষণ করিতেছিল, তখন দস্যু তাঁহার পলায়নবার্ত্তা শুনিতে পাইল। ২৭০৫

দিবারম্ভে সে অল্পসংখ্যক অনুচর সঙ্গে লইয়া ভোজের পলায়ন-পথের সারদা দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহার গতি-রোধ করিতে পারিল না। ২৭০৬

সমবেতভাবে সমাগত জ্ঞাতিদ্বয়কে ছাড়িয়া তিনি অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিতান্তঃকরণে জ্ঞাতি-গৃহিণীগণের অগ্রে উপস্থিত হইতে পারিলেন না এবং 'বৃদ্ধ (লোঠন) পাঁচ ছয় বার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, তিনি যুবা হইয়াও তাহা পারিলেন না' নিজের এই নিন্দা মনে করিয়া তুরাণ্ড গমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া দারদদিগকে আশ্রয় করিয়া রণলালসায় মধুমতীর তট-পথ অবলম্বন করিলেন। ২৭০৭—২৭০৯

গন্তব্য পথে বিষম শীতপ্রযুক্ত তাঁহার নিদারুণ দুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোথাও কৃতান্তদন্ততুল্য সূচীমুখ প্রস্তররাশি

প্রভ্রষ্টহিমসংঘাতগজব্যূহোল্বণান্ কচিৎ।
কাপি নির্ঝরফুৎকারনারাচক্ষতবিগ্রহান্॥ ২৭১১
কচিৎসুস্পর্শপবনস্পষ্টস্ফুটদস্থগ্ধরান্।
কাপ্যাতপক্ষতহিমজ্যোতির্নিহতদৃক্পথান্॥ ২৭১২
দুরাবরোহে প্রস্থতে স্ফুটমপ্রস্থতে বিদন্।
ঊর্ধ্বাবিরোহমসকৃন্মন্যমানোপ্যধোগতেঃ॥ ২৭১৩
তুষারকালবিষমান্ষট্‌সপ্তান্পথি বাসরান্।
উল্লঙ্ঘ্য স দরদ্রাষ্ট্রসীমান্তগ্রামমাসদৎ॥ ২৭১৪ কুলকম্॥
গূঢ়াপিতাত্মসামগ্রীহতা কিংচন্তলাঘবম্।
তং দুগ্ধঘাটকোট্টেশঃ প্রণম্যানয়দগ্যতাম্॥ ২৭১৫

কোথাও প্রভাকর জলদজালে রুদ্ধ হওয়ায় কাল নিশারূপী ঘোর অন্ধকার, কোথাও গজরাজিরূপে তুষার স্তূপ পতিত। কোন-স্থলে নির্ঝরধারায় দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল; কোথাও মর্ম্মভেদী সমীরণস্পর্শে শরীরের চর্ম্ম স্ফুটিত হইল এবং কোথাও বা আতপাহত তুষাররাশি প্রখরাকারে পরিণত হইয়া নেত্রপীড়া জন্মাইতে লাগিল। তিনি বিস্তীর্ণ পথকে সঙ্কীর্ণ এবং অবরোহণকে (অধোগমনকে) আরোহণ (ঊর্দ্ধগমন) বুঝিতে বুঝিতে তুষারকালসুলভ বিপত্তি-জটিল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ছয় সাত দিনে দরদ্ রাজ্যের সীমান্ত গ্রামে উপনীত হইলেন। ২৭১০—২৭১৪

দুগ্ধঘাটের কোটাধিপ নিজ ব্যবহারার্থ সামগ্রী গোপনে, প্রণতি সহকারে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া সৎকার করিল। ২৭১৫

দূরস্থিতো বিড্ডসীহস্তদ্দূতোক্ততদাগমম্।
প্রক্রিয়াং প্রাহিণোচ্ছত্রবাদিত্রাদ্যাং নৃপোচিতাম্ ॥ ২৭১৬
আদিষ্টদিষ্টবৃদ্ধিশ্চ রাষ্ট্রে কোট্টাধিপেন সঃ।
অবাপয়ৎস্বকোশস্য স্বামিত্বং রাজবীজিনঃ ॥ ২৭১৭
রাজায়মানো ভোজোথ রাজবাসগতোচিতম্।
আনিন্যে রাজবদনাপত্যেনাভ্যেত্য পক্ষতাম্ ॥ ২৭১৮
স পিত্রৈকান্ততো রাজ্ঞোভিন্নেন প্রহিতোন্তিকম্।
তেনাজ্ঞায়্যবিনীতত্বগ্রপাশাগ্রস্থাপনোপমঃ ॥ ২৭১৯
কার্য্যগৌরববিশ্বাসাভাবব্যক্তিকরোচিতম্।
সংদিশ্য প্রাহিণোত্তং স ন স্বীকুর্ব্বন্ন চোৎসৃজন্ ॥ ২৭২০

দূরবর্ত্তী বিড্ডসীহ তদীয় দূতমুখে তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া রাজোচিত ছত্র, বাদ্যযন্ত্রাদি পাঠাইয়াছিলেন। ২৭১৬

তিনি স্বীয় দুর্গাধ্যক্ষ দ্বারা ভোজের অভিনন্দন করিয়াছিলেন এবং তদীয় হস্তে স্বীয় ধনাগার ন্যস্ত করিলেন। ২৭১৭

ভোজ রাজপ্রাসাদে রাজার ন্যায় অধিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে রাজবদনের পুত্র তাঁহাকে প্রণতি প্রদর্শন করিয়া পিতার পক্ষ হইবার জন্য প্রার্থনা করিল। ২৭১৮

তাহার পিতা রাজা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহাকে প্রেরণ করিয়াছিল এবং ভোজ তাহাকে কুটিল নীতিবিদ্ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ২৭১৯

বিশ্বাসের ও কার্য্যের গুরুত্ব ভ্রংশ হইলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ বাক্যালাপ করিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন, ত্যাগ বা স্বীকার কিছুই করিলেন না। ২৭২০

কিমাপ্তোহং কিমেকান্তভিন্নো রাজ্ঞঃ শনৈরিতি।
মাং জ্ঞাস্যসীতি তং দূতৈঃ স রাজবদনোঽবদৎ॥ ২৭২১
তস্য দার্ঢ্যং দর্শয়িতুং গোত্রিবৈরিমিষান্নৃপে।
ক্রবাণেথ বিদ্বেষবৎ নাগাদৈস্তৈরগ্রহীদ্রণে॥ ২৭২২
সামগ্রী নঃ শনৈঃ স্থৈর্য্যাৎ ততঃ সাম্যমথ ক্রমাৎ।
আধিক্যং চাদধে তেষাং বিগ্রহৈর্বৈর্য্যনিষ্ঠুরঃ॥ ২৭২৩
তথা প্রতিষ্ঠাং স প্রাপ তস্যাপূর্ব্বস্য ভূমিজাঃ।
দাস্যমেত্য যথা ব্রীড়াং নাগুর্নাগস্য বান্ধবাঃ॥ ২৭২৪
স হি ত্যাগক্ষমাস্তম্ভালোভাদিগুণভূষিতাম্।
অভিনেয়োঽভবন্মিত্যাত্যন্তভূতিরিবেশ্বিষন্॥ ২৭২৫

তাহার পর রাজবদন দূত দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল "আমি ভূপতির বিশ্বস্ত কিংবা তাঁহা হইতে নিতান্ত ভিন্ন, ইহা আপনি ক্রমে জানিতে পারিবেন।" ২৭২১

তাহার পর সে তদীয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ভোজকে দেখাইবার জন্ত জ্ঞাতিবিদ্বেষচ্ছলে রাজ-বিদ্বিষ্ট নাগ প্রভৃতির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। ২৭২২

সেই একাগ্র ব্যক্তি ক্রমে উপকরণ, তাহার পর শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহাদিগের সমকক্ষতা এবং সংগ্রাম দ্বারা আধিক্য লাভ করিল। ২৭২৩

সেই অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি এরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল যে, নাগের স্বদেশবাসী বন্ধুগণ তাহার দাসত্ব করিতে লজ্জা বোধ করে নাই। ২৭২৪

রাজবদন নবোত্থানশালী হইয়াও দাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা সারল্য ও

স্থৈর্যং পৃথ্বীহরাদীনাং সাশ্রয়াণাং ন কৌতুকম্।
আডম্বরো নিরালম্বস্যাস্তু স্তুত্যস্ত বিস্তৃতঃ॥ ২৭২৬

গ্রথয়ন্নপৃথূনারণ্যকাংশ্চৌরাটবিকঘোষিকৈঃ।
ক্রান্তগ্রামোথ তস্থৌ স ভোজাদীনপ্রতিপালয়ন॥ ২৭২৭

অহমন্যোন্যসংঘর্ষসেপ্যামাত্যমতেন বঃ।
ততো লুণ্ঠিপ্রিয়ত্বাদ্বা নীতিমন্যেপি ডামরাঃ॥ ২৭২৮

উদ্‌ঘাতধ্বংসিনাং বিপ্লবেচ্ছা লোঠনবন্ধনে।
যাথান্তেষাং তদানীং সা জগাম শতশাখতাম্॥ ২৭২৯

নিঃস্পৃহতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা চিরপ্রতিষ্ঠ জনের ন্যায় শক্তি-সঞ্চালন করিয়াছিল। ২৭২৫

পৃথ্বীহর প্রভৃতি আশ্রয় পাইয়া যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার নহে; কিন্তু রাজবদনের নিরালম্বনে আড়ম্বরই স্তুতিবাদার্হ। ২৭২৬

সে বনচর, ঘোষিক ও তস্কর দ্বারা ক্ষুদ্র দল বন্ধন করিয়া গ্রাম অধিকারপূর্ব্বক ভোজ প্রভৃতির প্রতীক্ষা করিতেছিল। ২৭২৭

তাহার পর ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন অমাত্যগণের পরামর্শ অনুসারে হউক বা লুণ্ঠনপ্রিয়তা নিবন্ধনই হউক, অন্যান্য ডামরগণ নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল। ২৭২৮

লোঠনের অবরোধনে যাহাদিগের বিপ্লব-বুদ্ধি অঙ্কুরোদ্‌গমে ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহা শত শাখায় ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। ২৭২৯

ত্রিল্লকো জয়রাজশ্চ রাজ্ঞা সংবর্দ্ধিতাবপি।
অকার্ষ্টাং নৈব তপসা বিবশৌ চক্রমীলনাৎ॥

যো যুকানামিব শভ্রমাময়ানামিব ক্ষয়ঃ।
দৈত্যানামিব পাতালং যাদসামিব সাগরঃ॥ ২৭৩১

আশ্রয়ঃ সর্ব্বদস্যূনাং ত্রিল্লকো মায়য়োম্বণঃ।
স দেবসরসাধীশং সবিগ্রবিপ্লবং ব্যধাৎ॥ ২৭৩২ যুগ্মম্।

কাঙ্ক্ষন্তোথ তদাক্ষেপং ক্ষোণীত্রাণার্থিনো দ্বিজাঃ।
প্রায়ং নৃপতিমুদ্দিশ্য চক্রিরে বিজয়েশ্বরে॥ ২৭৩৩

ত্রিল্লক ও জয়রাজ রাজার পালিত হইলেও তমোদোষে (ক) আত্মহারা হইয়া বিদ্রোহাচরণে বিরত হয় নাই। ২৭৩০

যেমন কীটকুলের (ছারপোকার) রন্ধ্র, ব্যাধিবৃন্দের ক্ষয়কাস, দানবগণের রসাতল এবং জলজন্তু-জাতের (সমূহের) সাগর, তদ্রূপ সমস্ত দস্যুর (অত্যাচারী ডামরের) আশ্রয় সেই শঠতাশালী ত্রিল্লক, সে দেবসরস (জনপদ বিশেষ) পতির সহিত মিলিত হইয়া বিপ্লবাচরণ করিল। ২৭৩১—২৭৩২

সে সময় ব্রাহ্মণবর্গ রাজ্য রক্ষার্থী হইয়া তাহার সমুচ্ছেদ কামনায় বিজয়েশ্বরে রাজার উদ্দেশে অনশনব্রত অবলম্বন করিল। ২৭৩৩

(ক) 'তপসা বিবশৌ' এই পাঠ করিয়া Dr. Stien "Succumbed to the hot excitement" অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা অসঙ্গত; সুতরাং 'তমসা' পাঠ ধরিয়া অনুবাদ হইল।

অকালদস্যুনির্ম্মাথং জ্ঞাত্বা তেভ্যর্থনাং ন তে।
রাজ্ঞো গৃহ্ণংস্ততং সোভূদ্দাক্ষিণ্যাত্তৎসভানুগঃ॥ ২৭৩৪
প্রস্থাতুং পার্থিবে সজ্জে জ্যায়াংস্তো বিপ্লুতেষভূৎ।
স জাতোৎপাতপিটকো জয়রাজো ব্যপদ্যত॥ ২৭৩৫
ভাগ্যবানেকতো জাতদস্যুবৈবিক্তামীশিতা।
ততো মডবরাজ্যং স বিপ্রপ্রীত্যৈ বিনির্যযৌ॥ ২৭৩৬
অমাত্যাদস্তবৈমাত্যৈঃ সশাঠ্যং মঠৈরেথ।
দ্বিজৈর্নির্মিদ্বোলংকারো মন্ত্রী রাজ্ঞোত্থিতোস্তিকাৎ॥ ২৭৩৭

রাজা উপস্থিত সমরকে দস্যুধ্বংসের অনুপযোগী জানিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার (রাজার) কথা শুনিল না; শেষে তিনি (রাজা) শিষ্টাচারের বশবর্ত্তী হইয়া সেই দলের প্রার্থনার অনুমোদন করিয়াছিলেন। ২৭৩৪

যখন রাজা সমরসজ্জায় উদ্যত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলেন; তখন বিদ্রোহিগণের নেতা জয়রাজা বিষম বিস্ফোটক রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্মশানশায়ী হইল। ২৭৩৫

একমাত্র শত্রুর সমুচ্ছেদ হওয়ায় মড়ব রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল এবং সিংহদেব সেই সৌভাগ্যসুখে বর্দ্ধিত হইয়া বিপ্রগণের সন্তোষ-সাধনের জন্য সেই রাজ্যে গমন করিলেন। ২৭৩৬

অনন্তর অন্যান্য অমাত্যের কুপরামর্শে মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা অলঙ্কারের বিদ্বেষী হইয়া রাজাকে তাহার প্রতিকূল হইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল; ভূপতি সেইজন্য অলঙ্কার মন্ত্রীকে স্থানান্তরিত করিলেন। ২৭৩৭

স ব্যবস্থাপনে দুঃস্থদস্যুনাং সোত্তমঃ সদাঃ।
সের্ষ্যাণাং প্রত্যভাত্তেষাং তদ্দোষপরিপোষকঃ॥ ২৭৩৮
ত্রিল্লকোন্মূলনং কুর্যাং কৃত্বা দ্বৈরাজ্যভঞ্জনম্।
প্রতিজ্ঞায়েতি নৃপতির্বিপ্রান্‌প্রায়ান্ন্যবীবরৎ॥ ২৬৩৯
তস্যোথ ত্রিল্লকস্তৈস্তৈররিভির্মণ্ডলেঽজয়ৎ।
অন্তর্ভিন্নমুখো গূঢ়াময়ো রোগান্তরৈরিব॥ ২৭৪০
জয়রাজানুজং রাজ্ঞা যশোরাজং নিবেশিতম্।
তন্মতেনাবচস্কন্দ ভ্রাতৃব্যং রাজকাভিধঃ॥ ২৭৪১

অলঙ্কার দস্যু (ডামর) গণের অন্ত বিপত্তি দূর করিতে সমুৎসুক ছিলেন, এজন্য ঈর্ষ্যাদগ্ধ তদীয় সহযোগিগণ তাঁহাকে তাহাদিগের (দস্যুদলের) বিদ্রোহব্যাপারের পরিপোষক বোধ করিত। ২৭৩৮

"সিংহাসনপ্রার্থী বৈরীকে দমন করিয়া আমি ত্রিল্লকের উন্মূলন করিব" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সিংহদেব ব্রাহ্মণদিগকে অনশন ব্রত হইতে বিরত করিলেন। ২৭৩৯

যেমন উৎকট রোগ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উপসর্গসমূহ দ্বারা রুগ্নকে উদ্বিগ্ন করে, তদ্রূপ ত্রিল্লক ভূপতির ভয়ে স্বয়ং সমাচ্ছন্ন থাকিয়া অন্যান্য শত্রুদ্বারা অত্যাচার করিতে লাগিল। ২৭৪০

রাজা জয়রাজের পর তদীয় অনুজ যশোরাজকে দেবসরসে স্থাপন করিলেন। ত্রিল্লকের উপদেশানুসারে রাজক স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সেই যশোরাজকে আক্রমণ করিল। ২৭৪১

ত্রাতুং তং দেবসরসং দৃপ্তারাত্যাশ্রিতং গতঃ।
সজ্জপালোঽল্পসৈন্যত্বাৎসংদিগ্ধবিজয়োঽভবৎ॥ ২৭৪২
জ্ঞাতোদন্তস্ততোঽভ্যেত্য রিহ্লণো রণমুল্বণম্।
জয়লক্ষ্মীকটাক্ষাণাং প্রথমাতিথিতামগাৎ॥ ২৭৪৩
মন্দরেণাথ তেনারিবারিরাশৌ বিলোড়িতে।
কল্লোভূৎসজ্জপালাব্দিস্তচ্ছারাতিজলাহৃতৌ॥ ২৭৪৪
জিতেঽপি রাজকে স্বোঽন্যোং বিনানুগ্রাহকং ক্ষমঃ।
ন বভূব যশোরাজঃ শূন্যে বাল ইবাসিতুম্॥ ২৭৪৫
প্রতীক্ষমাণো বৈরাগ্যপর্য্যাপ্তিং ক্ষ্মাভুজেঽকরোৎ।
ত্রিল্লকঃ কালহরণং তৈস্তৈর্মায়ানতিক্রমৈঃ॥ ২৭৪৬

সজ্জপাল বলদৃপ্ত-শক্রকবলিত যশোরাজকে রক্ষা করিবার জন্য দেবসরসে গমন করিলে বটে, কিন্তু তদীয় সৈন্যের অনপত্যভাবশতঃ বিজয়লাভে সন্দিহান হইয়া পড়িল। ২৭৪২

তাহার পর রিহ্লণ সংবাদ পাইয়া ঘোরতর সংগ্রামে অগ্রসর হইবামাত্র জয়লক্ষ্মীর কোমল কটাক্ষপাতে পরম পুলকিত হইল। ২৭৪৩

রিহ্লণ মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় গুরুতর শক্র-সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে (প্রবল শক্রদিগকে মর্দ্দন করিতে লাগিলে) সজ্জপাল বারিবিন্দুসদৃশ ক্ষুদ্র অরাতিকে আকর্ষণ করত মেঘের ন্যায় আত্মপরিচয় দিয়াছিল। ২৭৪৪

রাজক পরাজিত হইলেও যশোরাজ নির্জ্জন নিলয়ে বালকের ন্যায় পৃষ্ঠপোষক ব্যতীত স্বরাজ্যে বাস করিতে সমর্থ হয় নাই। ২৭৪৫

ত্রিল্লক বিপ্লব-শান্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া নানাবিধ কপটাচরণে রাজাকে কালহরণ করাইতে লাগিল। ২৭৪৬

যথাকালং ততো গূঢ়োপোঢ়াম্বুজলকণ্ঠকান্।
স্বপক্ষসূচীবিশিখান্দিক্ষু শ্বাবিদিবাক্ষিপৎ॥ ২৭৪৭
অথ পার্থ্বীংহরির্যোঽভূচ্চতুষ্কঃ কোষ্টকানুজঃ।
রাজ্ঞা ভ্রাত্রা সমং বদ্ধঃ কারাগারাৎপলায়িতঃ॥ ২৭৪৮
স তেন নিজজামাত্রা রক্ষিতঃ স্বোপবেশনে।
অসংখ্যডামরযুতঃ শমালাং সংপ্রবেশিতঃ॥ ২৭৪৯ যুগ্মম্॥
আকর্ণ্য কুররস্যেব নিনাদং তস্য ভেজিরে।
ব্যক্ততাং দস্যবো গূঢ়া হ্রদস্থা সফরা ইব॥ ২৭৫০
দৃপ্যন্তং রাজবদনং ষষ্ঠচন্দ্রোঽথ গর্গজঃ।
রুরোধ প্রলয়োদ্‌বৃত্তং বেলাদ্রিরিব বারিধিম্॥ ২৭৫১

শল্লকী (শজারু) যেমন (দ্রুতগমন কালে) চারিদিকে শরীর হইতে কণ্টক-ক্ষেপ করে, তদ্রূপ সে (ত্রিল্লক) সময় পাইয়া তাহার স্বপক্ষীয় রাজ্যের গুপ্ত শত্রুদিগকে সর্বত্র প্রেরণ করিল। ২৭৪৭

সেই সময়ে রাজা পৃথ্বীহরের পুত্র, কোষ্টকের অনুজ যে চতুষ্ককে তদীয় ভ্রাতার সহিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে কারা হইতে পলায়ন করিলে তাহার জামাতা ত্রিল্লক তাহাকে নিজাবাসে আশ্রয় দিয়া অগণ্য ডামর সৈন্যের সহযোগে শমালায়ে প্রেরণ করিল। ২৭৪৮।২৭৪৯

যেমন কুরর পক্ষীর রব শুনিয়া সরোবরস্থ শফর (পুঁটি) মৎস্যকুল জলতল হইতে উত্থানোন্মুখ হয়, তদ্রূপ গুপ্ত দস্যু (ডামর) গণ এখন ব্যক্ত হইয়া উঠিল। ২৭৫০

তাহার পর গর্গ-তনয় ষষ্ঠচন্দ্র প্রলয়-কালোচ্ছ্বসিত বারিধির

বর্দ্ধমানক্ষীয়মাণস্ হতৌ তৌ স্বজায়তাম্।
ঘর্ম্মে সজম্বালহিমৌ তুষারাদ্রিতটাবিব ॥ ২৭৫২
ষষ্ঠস্য জয়চন্দ্রশ্চ শ্রীচন্দ্রশ্চানুজৌ ততঃ।
দূরবিপ্রকৃতৌ রাজমন্দিরাবাপ্তবেতনৌ ॥ ২৭৫৩
জ্ঞাতনির্ব্বৃত্যপর্য্যাপ্তী ধূর্য্যকার্য্যবশপ্রিয়াৎ।
প্রতীক্ষ্যাদগ্রজাদ্রাজ্ঞঃ শঙ্কিতাবশুভাগমম্ ॥ ২৭৫৪
কটকাদ্বিদ্রুতৌ রাজবদনান্তিকমাগতৌ।
শশুর্য্যাবপি ভূভর্তুর্বাগতৌ প্রতিযোগ্যতাম্ ॥ ২৭৫৫

তিলকম্

বেগরোধকারী কূলস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় বলদৃপ্ত রাজবদনের গতিরোধ করিল। ২৭৫১

যেমন গ্রীষ্মকালে হিমাচলের প্রান্তদ্বয় কখন তুষারবৃত কখন বা পঙ্কাকারে (তুষারের গলিতাবস্থায়) পরিণত হয়, তদ্রূপ উভয় পক্ষ সময়ে জয় ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ২৭৫২

ষষ্ঠচন্দ্রের অনুজদ্বয় জয়চন্দ্র এবং শ্রীচন্দ্র রাজভবনের বৃত্তিভোগী হইয়াও তাহা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল; রাজা গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে ষষ্ঠচন্দ্রের পক্ষপাতী হওয়ায় তাহারা উভয়ে স্বীয় সুখের অবসানবোধ ও অগ্রজ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া রাজকটক হইতে পলায়নপূর্ব্বক রাজবদনের নিকটে উপস্থিত হইল; নাবালক হইয়াও তাহারা রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। ২৭৫৩—২৭৫৫

শৈলপ্রস্থানপথিকৈরসংখ্যৈরথ খাশকৈঃ।
স পূর্ব্বরাজকোশার্থী ভূতেশ্বরমলুণ্ঠয়ৎ ॥ ২৭৫৬

তস্করাক্রান্তশরণং বলবন্নিহতাবলম্।
অরাজকমিবাশেষং রাষ্ট্রং কষ্টাং দশামগাৎ ॥ ২৭৫৭

উদয়ং কম্পনাধীশং রিল্হণং চ ততো নৃপঃ।
চতুষ্কদ্রুমাদিশ্য নগরং বিবশোঽবিশৎ ॥ ২৭৫৮

পার্থ্বীহরিস্তু দুঃসাধ্যো মহাব্যাধিরিবৌষধৈঃ।
স্তম্ভিতোঽভূত্তয়োঃ সৈন্যৈঃ সংহর্তুং ন ত্বশক্যত ॥ ২৭৫৯

রাজবদন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের ধনাগার অধিকার করিবার কল্পনায় পার্ব্বত্য পথে অগণ্য খাশক সৈন্য পাঠাইয়া ভূতেশ্বর (দেব-মন্দির) লুণ্ঠন করাইয়াছিলেন। ২৭৫৬

সে সময়ে সমস্ত রাষ্ট্র অরাজকপ্রায় হইয়া বিষম দশায় পতিত হইয়াছিল; বাসভবনে তস্করের অত্যাচার হইত এবং প্রবলগণ দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিত। ২৭৫৭

তাহার পর ভূপতি বিষণ্ণ হইয়া কম্পনাধিপতি উদয় এবং রিল্হণকে চতুষ্কের সহিত সংগ্রাম করিতে আদেশ দিয়া নগরে (রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। ২৭৫৮

যেরূপ দুঃসাধ্য মহাব্যাধি ঔষধে উপশমিত হয় না, কিন্তু স্তম্ভিত (যাপ্য) হইয়া থাকে; তদ্রূপ পৃথ্বীহরের পুত্র সেই উভয় সেনাপতির সৈন্যগণের পরাক্রমে পরাভূত হইল না; কিন্তু স্তম্ভিত (অচল) হইয়া রহিল। ২৭৫৯

কালাপেক্ষাং স্বপক্ষ্যাণাং দুর্বুদ্ধিং বান্নরুন্ধতঃ।
আসীন্মন্দপ্রতাপত্বং রিল্হণস্যাপি তৎক্ষণম্॥ ২৭৬০
বিড্ডসীহস্ত বিজ্ঞাতভোজোদন্তো ব্যসর্জয়ৎ।
দূতানানেতুমুর্বীশানৃহবহূন্ত্তরাপথে॥ ২৭৬১
অপি বিত্তেশবনিতারহোবৈয়াত্যবেদিভিঃ।
অপি কিংমানুষপুরীগীতোদ্গারিদরীগৃহৈঃ॥ ২৭৬২
অপোষ্ণ্যাদ্বালুকাম্ভোধেঃ শীতাবেদিভিরেকতঃ।
অপি শৃঙ্গানিলৈঃ শ্রীতানকুর্ব্বাণৈরুত্তরান্কুরূন্॥ ২৭৬৩
হিমাদ্রিকচ্ছেম্লেচ্ছেশাঃ প্রধাবন্তোঽধিশিশ্রিয়ুঃ।
দিশস্তুরঙ্গৈ রুন্ধন্তঃ স্কন্ধাবারং দরৎপতেঃ॥ ২৭৬৪

তিলকম্।

সেইকালে স্বপক্ষীয়গণের দুর্মতিবদ্ধিবশতঃ হউক বা সময়ের অনুরোধেই হউক রিহ্লণের প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। ২৭৬০

বিড্ডসীহ ভোজের সংবাদ পাইয়া উত্তরাপথের বহুতর ভূপগণকে আনিবার জন্য দূতগণকে পাঠাইয়াছিলেন। ২৭৬১

ম্লেচ্ছরাজগণ হিমালয়ের যে সকল প্রান্ত প্রদেশ হইতে বেগে বহির্গত হইয়া অগণ্য অশ্বে দিঙ্মণ্ডল আকীর্ণ করিতে করিতে দরদধিপতির স্কন্ধপরে আসিয়া উপনীত হইল, সেই সেই প্রদেশ কুবের-কামিনীর বিজন বিহারের আবাসভূমি কিংবা কিন্নরীর কণ্ঠ-সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত গুহাগৃহ বা প্রতপ্ত বালুকা-বারিধির (উত্তর কুরুস্থিত) সুশীতল অপর পার অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গের শীতল সমীরণ দ্বারা সন্তর্পিত উত্তর কুরুর কতিপয় অংশ ছিল। ২৭৬২—২৭৬৪

রাজ্ঞাং সংঘটনং যাবদ্ব্যধাদেবং দরন্নৃপঃ।
দিগ্ভ্যো ভোজান্তিকং তাবত্তৎসামন্তাঃ প্রপেদিরে ॥ ২৭৬৫
স পিপ্রিয়ে তানজ্ঞাতালাপানীক্ষ্য গিরিব্রজান্।
প্রীতিপ্ররূঢ়প্রণয়ানবরূঢ়ান্‌কপীনিব ॥ ২৭৬৬
জয়চন্দ্রাদয়ো রাজবদনপ্রহিতা অপি।
কীরাঃ কাশ্মীরিকাঃ পার্শ্বমভজন্‌রাজবীজিনঃ ॥ ২৭৬৭
অভ্যর্ণস্থান্বলহরপ্রমুখাংশ্চ বিদূরগান্।
অপুষ্ণাৎসাহ্লণিঃ স্বর্ণৈঃ পরাঃ কোশেশতাং ভজন্ ॥ ২৭৬৮
ততঃ স্বজনিতোৎপিপ্লতয়া নিশ্চোদ্যচাক্রিকঃ।
ভোজেন রাজবদনঃ সমগংস্তাপসাধ্বসম্ ॥ ২৭৬৯

যখন দরদধিপতি এইরূপে রাজসমূহের সম্মিলন করিলেন, তখন নানাদিক্ হইতে সামন্ত রাজগণ ভোজের নিকটে উপস্থিত হইল। ২৭৬৫

ভোজ অজ্ঞাত ভাষায় তাহাদিগের আলাপ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পর্ব্বতমালা হইতে অবতীর্ণ বানরদলের ন্যায় তাহাদিগকে দেখিয়া প্রণয়ে পুলকিত হইয়াছিলেন। ২৭৬৬

রাজবদনের প্রেরিত জয়চন্দ্র ও অন্যান্য কীর ও কাশ্মীরীয় বীরবর্গ সেই রাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল। ২৭৬৭

সহ্লণ-সুত (ভোজ) ধনরাশির অধীশ্বর ছিলেন, এজন্য বহুতর স্বর্ণমুদ্রা প্রদানে নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গকে এবং বিদূরস্থ বলহর (রাজবদন) প্রভৃতিকে পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। ২৭৬৮

তাহার পর রাজবদন স্বকীয় ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ বিপ্লব ব্যাপ্ত হওয়াতে নির্ভয়ে ভোজের সহিত সমবেত হইল। ২৭৬৯

তয়োরকৃতকর্ত্তব্যবিশেষেণেতরেতরম্।
জাতসৌষ্ঠবয়োঃ ক্ষিপ্রমবিশ্বাসো ব্যশীর্যত॥ ২৭৭০
অভ্যমিত্রীণতাং তস্যানিচ্ছতো দরদং বিনা।
মদাৎসাহায্যকাঙ্ক্ষীসৈন্যমিতানেব স তান্হয়ান্॥ ২৭৭১
সহেরংশ্চেৎসোঢ়াহিমাটোপাঃ কটকস্যাস্য নো দ্বিষঃ।
তৎসাম্যমুশ্মিবেন্যথা ভঙ্গো ভূয়োপি যোগভিৎ॥ ২৭৭২
তস্মাৎসর্ব্বাভিসারেণ রণমেকং মমেচ্ছতঃ।
বিজয়াবজয়াবাপ্তিরেকাহান্তরিতা মতা॥ ২৭৭৩
ব্যাজহারেতি যদ্ভোজস্তদেযোথ হসন্ন্ময়াৎ।
নিন্যে তস্য রদং সৈন্যমুপেক্ষ্যাগমিনীশ্চমূঃ॥ ২৭৭৪

তিলকম্॥

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ তাহাদিগের কোন কার্য্য বিশেষ ঘটিয়া উঠে নাই; এক্ষণ তাহা অপনীত হওয়ায় কার্য্য সৌকর্য্য সত্বর সংঘটিত হইতে লাগিল। ২৭৭০

ভোজ দরদাধিপতিকে না লইয়া শত্রুর সম্মুখে যাইতে অনিচ্ছা করিলে রাজবদন মদাবেগ (উপস্থিত) বশতঃ অল্প সংখ্যক উপস্থিত অশ্ব লইয়া সাহায্য করিতে অভিলাষী হইল। ২৭৭১

তখন ভোজ বলিতে লাগিল, "যদি বৈরিবর্গ আমাদিগের এই কটকের প্রথম আক্রমণ সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের অবস্থা সমান থাকিবে, অথবা এপক্ষের এরূপ ছত্রভঙ্গ হইবে যে, পুনর্ব্বার সর্ব্বসম্মিলন হইবে না। এজন্য আমি সকলের সহিত মিলিয়া একটী মাত্র যুদ্ধ করিতে চাই; একদিন পরে জয় বা পরাজয় যাহা হয় হইবে। ভোজের এই কথার প্রতি উপহাস

স কটান্তে বিতীর্ণাসুযাত্রস্তেষাং প্রসর্পতাম্।
স রাজবীজী শুশ্রাব দরত্রাজমথাগতম্ ॥ ২৭৭৫
তৎসংগমায় ব্যাবৃত্তে তস্মিন্‌কোট্টান্তিকং পুনঃ।
প্রাবেশদ্রাজবদনো মাতৃগ্রামং স তদ্বলম্ ॥ ২৭৭৬
দিশস্ততো বীক্ষ্য বাহৈর্ভ্রাম্যদ্বাতমৃগা ইব।
নিসর্গধীরো গর্গাত্মজো ন ধৈর্যাৎপর্যহীয়ত ॥ ২৭৭৭
তস্য সর্ব্বেপি নীলাশ্বডামরাঃ স্বে চ সৈনিকাঃ।
বিদ্বৈষ্যৈঃ সহ বৈক্যাঃ সৈন্যান্দ্রুহঃ বো যযুঃ ॥ ২৭৭৮

করিয়া দর্পান্ধ রাজবদন দারদ সৈন্যকে উপেক্ষা করিয়া সসৈন্য অগ্রাতির অভিমুখে অগ্রসর হইল। ২৭৭২—২৭৭৪

যখন রাজকুমার (ভোজ), গিরিসঙ্কটের প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর সেই সমস্ত স্বীয় সৈন্যের অনুগমন করিলেন, তখন দরদাধিপতির আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন। ২৭৭৫

তিনি তাহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য পুনর্ব্বার দুর্গের (তুগ্ধঘাটের) নিকটে প্রত্যাগমন করিলে রাজবদন সেই সমস্ত সৈন্য সহযোগে মাতৃগ্রামে প্রবেশ করিল। ২৭৭৬

স্বভাব-ধীর গর্গকুমার (ষষ্ঠচন্দ্র) উল্লম্ফনকারী বাত-মৃগের ন্যায় চতুর্দ্দিক্‌ব্যাপী শত্রুদিগের বাজিরাজি (অশ্বসমূহ) দেখিয়াও ধৈর্য্য বিসর্জ্জন দিল না। ২৭৭৭

তাহার স্বীয় সৈনিক ও নীলাশ্ব দেশীয় ডামরগণ বিদ্রোহার্থী হইয়া বিপক্ষের সহিত এক-মন্ত্রণাযোগে সৈন্য দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ২৭৭৮

স তথা বিষমস্থোপি প্রস্থিত্যৈ প্রার্থিতো নিজৈঃ।
ম্লানাননঃ প্রভুং দ্রষ্টুং ন ন ক্ষমোস্মীত্যভাষত ॥ ২৭৭৯
স সূর্য্যবর্ম্মচন্দ্রস্য ন জাতঃ কশ্চিদন্বয়ে।
উপযোগায় যো নাগান্মল্লান্বিজজন্মনাম্ ॥ ২৭৮০
ভোজং সভাজয়িত্বাথ বিড্ডসীহ সপার্থিবঃ।
সারৈঃ সমং স সামন্তৈর্বিজয়ায় ব্যসর্জয়ৎ ॥ ২৭৮১
ততো ম্লেচ্ছগণাকীর্ণা ব্রজন্নংবাহয়ংশ্চমূঃ।
প্রয়াণমাত্রান্তরিতঃ পৃষ্ঠে তস্য বভূব চ ॥ ২৭৮২
প্রাদুষ্কৃতজগৎক্ষোভে বলে তত্রানুযায়িনি।
উৎসাহাৎসাল্হণির্মেনে কৃৎস্নাং হস্তগতাং মহীম্ ॥ ২৭৮৩

সে সেইরূপ বিপন্ন হইয়াও, স্বজনগণ প্রস্থানের জন্য প্রার্থনা করিলে বলিল যে, "আমি ম্লান মুখে প্রভুকে দর্শন করিতে পারি না।" ২৭৭৯

মল্লের বংশজাত জন্তুগণকে উপকার করে নাই, এরূপ কোন লোক সূর্য্যবর্ম্মচন্দ্রের কুলে উৎপন্ন হয় নাই। ২৭৮০

তাহার পর বিড্ডসীহ অন্যান্য প্রদেশে অধিপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভোজকে অভিনন্দন করিয়া, বিজয় করিবার জন্য, সামন্ত রাজগণ ও সৈন্যের সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। ২৭৮১

ভোজ সেই ম্লেচ্ছবহুল সৈন্য পরিচালনা করিতে করিতে রাজ-বদনের পশ্চাতে এতটুকু অন্তরে রহিলেন যে, একমাত্র যাত্রায় যথাস্থানে পৌছিতে পারেন। ২৭৮২

তাঁহার অনুগামী সৈন্য দ্বারা জগৎ কম্পিত কলেবর হইতে

বাজিভিস্তর্জিতো ম্লেচ্ছরাজৈশ্চ বলমূর্জিতম্।
স্থানে সমুদ্রধারাখ্যে নির্বধ্নাথ তৎপদম্॥ ২৭৮৪
স রাজবদনস্তাদৃগ্দুর্জয়াশ্যাবলোজ্জ্বলঃ।
মৃত্যুদন্তান্তরে দিষ্টং ষষ্ঠচন্দ্রং স্ম মন্যতে॥ ২৭৮৫
ততঃ প্রাবৃট্পয়োবাহস্রুতোদৌঘপরিপ্লুতা।
সংজায়তে স্ম বসুধা সমীভূতজলস্থলা॥ ১৭৮৬
ধরিত্রীপানপাত্রেস্তঃশীধুপূর্ণে দধুর্দ্রুমাঃ।
মগ্না লক্ষ্যশিখামাত্রা বলন্নীলোৎপলোপমাম্॥ ২৭৮৭

লাগিল, তাহাতে সহলণসুত উৎসাহিত হইয়া সমস্ত মহীমণ্ডল হস্তগত বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ২৭৮৩

অনন্তর তিনি শঙ্কান্বিত হইয়া অশ্বারোহী ও ম্লেচ্ছ নরপতিগণের দ্বারা গঠিত স্বীয় প্রবল সৈন্যদিগকে সমুদ্রধারা নামক স্থানে সন্নিবেশিত করিলেন। ২৭৮৪

রাজবদনও সেই দুর্জ্জয় তুরঙ্গ সৈন্যের নেতা হইয়া ষষ্ঠচন্দ্রকে মৃত্যুমুখে পতিত (সঙ্কটগ্রস্ত) বলিয়া ভাবিতে লাগিল। ২৭৮৫

তাহার পর বর্ষাগমে বিপুল বারিবর্ষণে প্লাবিত হইয়া বসুমতীর কলেবর জলস্থল একাকারে পরিণত হইল। ২৭৮৬

তখন তরুরাজি জলমগ্ন হওয়ায় কেবল অগ্রভাগগুলি (পত্রশোভিত) লোকের লক্ষ্য হইতে লাগিল ; তাহারা যেন সলিলরূপ সুরাপূর্ণ পৃথিবীরূপ পান পাত্রের উপর চঞ্চল নীলোৎপলের ন্যায় ভাসিতেছিল বলিয়া বোধ হইত। ২৭৮৭

ষষ্ঠস্য সংকটং জানন্‌ভূভৃচ্ছেষৈর্বলৈঃ সমম্‌।
অথোনয়দ্বারপতিং তং চ ধন্যং ব্যসর্জয়ৎ ॥ ২৭৮৮
বাহিনীরুদ্ধমার্গৌ তৌ পদবীমনুসস্রতুঃ।
মার্গে ধনংজয়স্যেব শৈনেয়পবনাত্মজৌ ॥ ২৭৮৯
লম্বাম্বুদেম্বরে দূরং বারিপূর্ণে চ ভূতলে।
স্যূতেব বিদ্যুদ্দদৃশেছিন্নস্রোতনিঃস্বনা ॥ ২৭৯০
শোভামাত্রোদিতাগর্হপরিবর্হাবহিস্কৃতঃ।
তত্রাবিভক্তকটকঃ পার্থিবঃ সমজায়ত ॥ ২৭৯১
অনাস্থো রাজবদনে সন্ধাবৰ্ষ্টম্ভয়োঃ পুরা।
অত্রাপরো ন নিক্ষেপ্যো রাজবীজীতি দারদান্‌ ॥ ২৭৯২

তাহার পর জয়সিংহ ষষ্ঠচন্দ্রের সঙ্কটাবস্থা জানিয়া অবশিষ্ট বাহিনীর সহিত দ্বারপ্রভু উদয় এবং ধন্যকে পাঠাইয়া দিলেন। ২৭৮৮

তাহারা উভয়ে অর্জ্জুনের অনুগামী সাত্যকি ও ভীমসেনের ন্যায় বাহিনীর দ্বারা পথ অবরোধ করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইল। ২৭৮৯

বিদ্যুৎ অবিরত প্রভা ও শব্দ বিস্তার করত নিতান্ত লম্বমান-মেঘসমাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল হইতে জল প্লাবিত ভূতল পর্য্যন্ত যেন গ্রথিত মালাকারে দেখা দিতে লাগিল। ২৭৯০

সে সময়ে সিংহদেব সৈন্যদিগকে সংবিভক্ত করিয়া যুদ্ধের জন্য স্থানে স্থানে পাঠাইতে পারিলেন না, সুতরাং তাহারা (সৈন্যগণ) শোভামাত্র প্রদর্শনের জন্য সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদের (ছত্র চামরাদি) ন্যায় রহিয়াছিল। ২৭৯১

ত্রিল্লক পূর্ব্বাবধি রাজবদনের বল বীর্য্যে আস্থাশূন্য ছিল, সে দূতগণের দ্বারা দারদদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, এখানে অন্য

ত্রিল্লকঃ সংদিশন্দূতৈর্বৃদ্ধিং পার্থ্বীহরিং নয়ন্ ।
তয়োরেকস্য সামর্থ্যাদৈচ্ছত্তং হস্তপাতিনম্ ॥ ২৭৯৩

যুগ্মম্ ॥

অভিত্তিলিখিতালেখ্যকল্পং বলহরস্য তং ।
তাদৃগ্বিলোক্য সামর্থ্যমথ রাজ্ঞশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ২৭৯৪
বিভক্তাশেষসৈন্যস্য তত্র তত্রারিসংকটে ।
জ্ঞাত্বাপ্রতিসমাধেয়চ্ছিদ্রমুগ্মুদ্রদুর্নয়ঃ ॥ ২৭৯৫
অক্লশল্যবিদাচারশ্চিরং স্বাঙ্গৈঃ স গোপিতম্ ।
বহির্দধে করালত্যক্তৌ দ্বিতীয়মপি কণ্টকম্ ॥ ২৭৯৬

তিলকম্ ॥

কোন রাজকুমারকে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই এবং পৃথ্বীহরের পুত্রকে (চতুষ্ককে) বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগের (চতুষ্ক ও রাজবদনের) মধ্য হইতে অন্ততরের বল কৌশলে ভোজকে মুষ্টিমধ্যে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল । ২৭৯২—২৭৯৩

সে বলহরের বলকে শূন্যে চিত্রাঙ্কনের ন্যায় বিফল বুঝিয়া এবং সেই উপস্থিত শত্রুসঙ্কটে সমস্ত সৈন্য চতুর্দ্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়াতে রাজার ছিদ্র (বিপত্তি) অপ্রতিকার্য্য ভাবিয়া স্বীয় দুর্নীতিকে আর তখন ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না । প্রকাণ্ড শল্লকীর (সজারুর) ন্যায় যাহা বহুদিন ব্যাপিয়া নিজ অঙ্গে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, ত্রিল্লক সেই করাল দ্বিতীয় কণ্টককে (শত্রু) (ক) বাহিরে ছাড়িয়া দিল । ২৭৯৪—২৭৯৬

(ক) ১ম শত্রু বা কণ্টক চতুষ্ক এবং ২য় কণ্টক লোঠক ।

ধ্বান্তেষ্বধরজাবাত্যমহাবাতে রজোভরঃ।
স্বপক্ষভেদয়োর্জ্জিতকর্ণেঞ্জপমহোত্তমঃ॥ ২৭৯৭

কুলচ্ছেদকৃতো রাজ্ঞস্তত্র তত্রাতিসংকটে।
অশান্তজাগরোত্যর্থমনর্থপরিপোষকঃ॥ ২৭৯৮

সোথ শূরপুরেকস্মাদ্বহুভিঃ সহ ডামরৈঃ।
তেন সংপুরিতঃ পৃথ্বীহরজো লোঠকোপতৎ॥ ২৭৯৯

তিলকম্॥

তস্য সংঘটতঃ কস্থাং প্রয়াতং বৈকৃতং চিরাৎ।
পালীভঙ্গে তটস্যেব প্রাবৃট্‌পূর্ণস্য লক্ষ্যতাম্॥ ২৮০০

সেই পৃথ্বীহরের পুত্র লোঠক তদ্বারা (ত্রিল্লক সাহায্যে) প্রোৎসাহিত হইয়া বিবিধ ডামর দল লইয়া শূরপুরে অকস্মাৎ উপনীত হইল। তাহার হঠাৎ আগমন ঘোর ঘন ঘটান্ধকার ও প্রবল বাত্যাকালে উত্থিত রজোরাশির ন্যায় ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং তাহার স্বপক্ষ মধ্যে ইতোপূর্ব্বে ভেদোৎপাদন করাতে বড় যন্ত্রকারীদিগের অশেষ উত্তম বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহা, এবং তাহার সেই সেই সঙ্কট সময়ে রাজা তদীয় বংশীয় ব্যক্তিদিগকে যে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাহার হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। ২৭৯৭—২৭৯৯

বর্ষাকালে প্রান্ত ভঙ্গে সলিলপূর্ণ জলাশয়ের তটের ন্যায় ত্রিল্লকের চিরসঞ্চিত দুরভিসন্ধি আজ লোকলক্ষ্য হইয়া পড়িল। ২৮০০

নিদ্রাণোপেন্দ্রজঠরপ্রমাদনিঃসৃতং জগৎ।
সমেতমিব তৎসৈন্যং প্রত্যভাজ্জলদাগমে॥ ২৮০১
যাবদ্ভিঃ পার্বতে নেদৃক্‌সংখ্যাতুমপি তদ্বলম্।
ত্যক্তব্যাকল্পৈঃ সুস্বল্পৈর্যোধমধ্যগতৈরপি॥ ২৮০২
তাবদ্ভিরনুগৈঃ পিঞ্চদেব ইন্দ্রাধিপো যুধি।
তস্তোধাস্থাম্যঙ্করিতঃ সরিতশ্চাতিথীব্যধাৎ॥ ২৮০৩ যুগ্মম্॥
তদোজ্জ্বলৈশ্চিতাচক্রৈর্বিম্বিতৈস্তটিনীজলে।
মৃতানামপি সংস্কারঃ ক্রিয়মাণ ইবাভবৎ॥ ২৮০৪
ইতি বিস্মৃতমৃত্যুঃ স কুর্বন্নেকাহমাহবম্।
কথংচিদাপ্তৈরগ্নেদ্যুর্ভগ্নসারোপসারিতঃ॥ ২৮০৫

সেই বর্ষাগমে সংগৃহীত (লোঠকের) সৈন্য সন্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত জগৎ নিদ্রাগত (মহার্ণবে) জগৎপতির জঠর হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে। ২৮০১

দ্রঙ্গাধিপতি পিঞ্চদেবের উপকরণশূন্য যুদ্ধোপযোগী এত অল্প অনুচর ছিল, যে তাহা গণনায় বহির্ভূত, তথাপি সে তাহা লইয়া সংগ্রামারম্ভ করিয়া লোঠকের সেনাদিগকে শমনসদনের প্রবাসী ও নদীর জল-তল-শায়ী করিয়াছিল। ২৮০২—২৮০৩

তাহার পর তটিনীর তটে স্থিত সৈনিক (স্থল নিহত) গণের প্রজ্বলিত চিতাবলীর প্রতিবিম্ব জলতলে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা জলমগ্ন মৃতগণের সৎকার করিতেছে। ২৮০৪

লোঠক এইরূপে মরণ বিস্মরণে একদিন যুদ্ধ করিল; পরদিন সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলে স্বজনগণ তাহাকে কোন প্রকারে সমরাঙ্গন হইতে অপসারিত করিল। ২৮০৫

পুরে স শূন্যে সৈন্যানি সংগৃহ্ণংস্তত্র সর্ব্বতঃ।
দ্বিত্রৈরহোভির্নগরং সুখগ্রাহ্যমমন্যত ॥ ২৮০৬
ইচ্ছাং পদ্মপুরাস্কন্দে মন্দত্বং ত্রিল্লকোঽনয়ৎ।
পৃষ্ঠস্থয়োর্যশোরাজকম্পনাধীশয়োর্ভয়াৎ ॥ ২৮০৭
ন ভৃত্যৈস্তদ্বিধঃ সিদ্ধশ্চাস্যৈকস্মিন্নসংমতে।
বিধেয়ান্যলবন্যস্য ডামরে হোলডৌকসি ॥ ২৮০৮
দ্বৈরাজ্যে সুস্সলস্যাপি নৈবাদৃশ্যত তাদৃশঃ।
অনর্থো যাদৃগুত্তস্থৌ তৎসুতস্য সমন্ততঃ ॥ ২৮০৯
চতুষ্কমবধীর্য্যাথ রাজ্ঞা পাদগদোপমম্।
বিল্হণপ্রেষিতং গ্রীবাগণ্ডতুল্যং ব্যপোহিতুম্ ॥ ২৮১০

সে ব্যক্তি শূন্য নগরে (শূরপুরে) চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দুই তিন দিন মধ্যে নগরকে অনায়াসে হস্তগত করিবার উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিয়াছিল। ২৮০৬

সে পদ্মপুর আক্রমণের অভিলাষ করিয়াছিল, কিন্তু ত্রিল্লক পৃষ্ঠবর্ত্তী যশোরাজ এবং কম্পনাপতির ভয়ে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। ২৮০৭

অন্যান্য লবন্য তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিলেও হোলড়বাসী একমাত্র ডামর অসম্মত হওয়ায় তাহার ভৃত্যবর্গ সেরূপ কার্য্যে (আক্রমণে) অগ্রসর হইল না। ২৮০৮

সুস্সল-সুতের (জয় সিংহের) রাজ্যকালে চারি দিকে যেরূপ অনর্থপাত হইয়াছিল, তদীয় পিতার (সুস্সলের) শাসনসময়ে সেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব হয় নাই। ২৮০৯

তদনন্তর রাজা পাদস্ফোটের ন্যায় চতুষ্ককে তুচ্ছবোধে অবজ্ঞা

প্রস্থিতস্তং প্রমাথায় শমালৈঃ সোন্ববধ্যত।
ব্রজন্প্রাগ্‌জ্যোতিষং হন্তুং পার্থঃ সংশপ্তকৈরিব॥ ২৮১১
অধাবচ্চাভ্যমিত্রীণস্তান্‌ব্যাবৃত্ত্য নিপাতয়ন্।
পদ্মাকরোন্মুখঃ পৃষ্ঠলগ্নান্ ভৃঙ্গানিব দ্বিপঃ॥ ২৮১২
রণশ্রান্তেন গমিতা ত্রিয়ামা তেন রামুশে। (ক)
গর্জন্‌কুল্যার্পিতারাতিপৃতনানাশসংক্রিয়ে॥ ২৮১৩
তৎকল্যাণপুরং প্রাহ্নে বিশন্তং সোগ্রমাগতঃ।
রুরোধাভ্যেত্য ভূয়োপি বলৈর্ভরিতদিঙ্মুখঃ॥ ২৮১৪

করিয়া গলগণ্ডের ন্যায় (গুরুতর) লোঠনকে দূর করিবার জন্য রিহ্লণকে পাঠাইয়াছিলেন। ২৮১০

যেরূপ সংসপ্তক (খ) গণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপতির নিধনার্থ অর্জ্জুনের অনুসরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ শমালসমূহ লোঠক-নির্য্যাতনে প্রস্থানকারী রিহ্লণের অনুগামী হইয়াছিল। ২৮১১

যেমন হস্তী পদ্মপূর্ণ সরোবরোন্মুখ হইয়া পৃষ্ঠলগ্ন ভ্রমরাবলীকে মুখ ফিরাইয়া শুণ্ডাঘাতে নিপাত করে, তদ্রূপ সে শত্রুর দিকে ধাবমান হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া বৈরি-বিমর্দ্দন করিতে লাগিল। ২৮১২

সে সমরশ্রান্ত হইয়া সেই যামিনী রামুষে (স্থানবিশেষ) যাপন করিল। সেখানে কল্লোলিনীর কলধ্বনি বিপক্ষ বাহিনীর সিংহনাদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ২৮১৩

সে প্রভাতকালে কল্যাণপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলে লোঠন পুনর্ব্বার সৈন্য দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া তাহার অভিমুখ রোধ করিল। ২৮১৪

(ক) রামুষে ইতিস্যাৎ।
(খ) সেনাবিশেষ, প্রতিজ্ঞারূঢ় অনবরত যুদ্ধশীল।

আপতন্নেব চারাতিপদাতীন্‌সংমুখাগতান্‌।
দৃষ্টনষ্টান্ব্যধাচ্ছাগানিবাগ্রেহজগরো গিলন্‌॥ ২৮১৫
উদ্‌বৃত্তমারুতস্যেব তস্যাপাতে পদাতিভিঃ।
তত্যজে রিল্‌হণঃ পর্ণৈর্হেমন্ত ইব পাদপঃ॥ ২৮১৬
পশ্যতস্তস্য তে বিদ্রবন্তো জিহ্মা ন জিহ্রিয়ুঃ।
দেহস্পৃহাপারমিতৈ্য কস্যৌচিত্যমনত্যয়ম্‌॥ ২৮১৭
আপ্তৈরথাপসৃত্য স্বৈরর্থিতো রিল্‌হণোব্রবীৎ।
নয়ন্‌প্রজ্ঞাস্মিতং সাম্যং স্বামিভক্তিস্মৃতেঃ স্মিতম্‌॥ ২৮১৮
স্ত্রী···বাবিশেষেপি জন্তোর্জন্তোর্যদীশিতা।
ভৃত্যভাবেপি যো লুপ্তকৃত্যো ধিক্তস্য জীবিতম্‌॥ ২৮১৯

যেমন অজগর ছাগদিগকে অগ্রে পাইলেই গ্রাস করে, সে (লোঠন) তদ্রূপ অরাতির পদাতি সৈন্যগণকে সম্মুখে দেখিবামাত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। ২৮১৫

হেমন্তকালে প্রচণ্ড বায়ুবিক্ষোভে পত্রাবলী যেমন পাদপকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তাহার আকস্মিক-আগমনবিত্রাসে পদাতিরা রিহ্লণকে ছাড়িয়া গেল। ২৮১৬

এই সকল শঠ তাহার সমক্ষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা-বোধ করিল না। যাহার প্রাণরক্ষাস্পৃহা প্রবল, তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কোথায়? ২৮১৭

তখন প্রস্থানোদ্যত স্বজনগণ রিহ্লণকে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলে সে প্রভুভক্তিস্মৃতির অনুরূপ বিমল মৃদুহাস্যে বদন বিকাশ করিয়া বলিতে লাগিল। ২৮১৮

"প্রাণীর জন্মগত বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও শক্তিবিশেষের যোগে

জাতং বক্তৃসরঃ শ্মশ্রুরাজিনীলাব্জভোজনম্। (ক)
জরাকৈরবগৌরং চ রাজ্ঞঃ পাদানপ্রপদ্য যান্ ॥ ২৮২০
ম্লায়ৎস্ব তেষু ভ্রূভঙ্গভৃঙ্গভ্রাজিষ্ণুভির্ভবেৎ।
কথং লক্ষ্মীবিলাসৈরুদগ্রৈরবিড়ম্বিতম্ ॥ ২৮২১ ॥ যুগ্মম্।
এষা কাপুরুষাসেব্যা ধীরাণাং নৈব পদ্ধতিঃ।
যদায়াসলবত্রাসাৎসৌখ্যবৈমুখ্যভাগিতা ॥ ২৮২২
বস্ত্রাপাসন এব শীতজনিতস্ত্রাসোথ তীর্থাম্বুভিঃ
স্নানে হ্লাদসুখোপলব্ধিরসমব্রহ্মানুভাবোপমা।
বৈহ্বল্যং সমরে বপুর্বিজহতামেবং কিলোপক্রমে
কৈবল্যাখ্যসুখোপলম্ভপরমা পশ্চাৎপুনর্নির্বৃতিঃ ॥ ২৮২৩

স্বামী হইয়া থাকে; এরূপ (শক্তি-বিশেষসম্পন্ন) স্বামীর ভৃত্য হইয়া যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করে, তাহার জীবনে ধিক্।" ২৮১৯

"যে রাজার চরণ আশ্রয়ে কৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজিরূপ নীল নলিন-সুশোভিত মাদৃশ জনের বদনরূপ সরোবর জরারূপ শ্বেত কমলাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই রাজচরণ অদ্য মলিন হইয়া পড়িলে ভ্রূভঙ্গরূপ ভৃঙ্গবিরাজিত (মাদৃশ ভৃত্যগণের) মুখচ্ছবি বিড়ম্বনায় বিরূপ হইবে না কি? ২৮২০—২৮২১

"সামান্য কষ্টে কাতর হইয়া যে পরম সুখভোগে পরাঙমুখ হয়, সে কাপুরুষ কখনই বীর নহে। ২৮২২

বসনাবমোচনকালে শীতের ভয় হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন তীর্থজলে স্নান করেন, তখন অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন,

---

(ক) ভোজ্জনম্ ইতি যুক্তম্।

এবমুক্ত্বা পরানীকমেকাকী স ব্যগাহত।
গৃহুঞ্শরান্ হরিপ্রোথশ্বাসসংদিগ্ধশূৎকৃতান্ ॥ ২৮২৪
স্বর্ণৎসরুপ্রভাজালহরিতালোজ্জ্বলোহভজৎ।
খড়্গাপট্টনটস্তস্য রণরঙ্গোত্তরঙ্গতাম্ ॥ ২৮২৫
তৎখড়্গাস্য স্মৃতঃ খড়্গাঙ্গীবৈর্জ্বালচ্ছলাদ্ধ্রুবম্।
উত্থায় লগ্নং শত্রূণাং তৃণৈস্তৃণমণেরিব ॥ ২৮২৬
আজৌ তমনুজগ্মুস্তে যৈরগষ্যাস্ত বৈরিণঃ।
তির্য্যঞ্চো লক্ষ্যতাং যাতাস্তেষাং প্রাণাস্তৃণান্যপি ॥ ২৮২৭

তদ্রূপ সময়ে যাঁহারা তনু ত্যাগ করেন, প্রথমে তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু পরিণামে কৈবল্য (মুক্তি) নামক পরম সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন।” ২৮২৩

ইহা বলিয়া সে অশ্বের নাসাশ্বাস তুল্য শব্দ (শাঁ শাঁ) কারী শর লইয়া একাকী শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ২৮২৪

রণ-রঙ্গ ভূমিতে খড়্গ তাহার প্রধান সঙ্গী (নটস্থানীয়) হইয়া স্বর্ণময় মুষ্টি (খড়্গের) দ্বারা হরিতাল সুশোভিতের ন্যায় নানারূপ অভিনয় করিতে লাগিল। ২৮২৫

তৃণ যেমন তৃণমণিতে (তৃণাকর্ষক প্রস্তরবিশেষ) সংলগ্ন হয়, তদ্রূপ শত্রুগণের খড়্গাচ্ছেদ সময়ে তাহার অসিবিনির্গত-বহ্নির শিখা-চ্ছলে উহাদিগের জীবন বহির্গত হইয়া যেন তদীয় খড়্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়া মিলিয়া গেল। ২৮২৬

যাহারা অরিকুলকে তৃণভোজী পশু বিবেচনা করিয়া তাহার (রিল্লণের) অনুগামী হইল, তাহাদিগের তৃণতুল্য প্রাণ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। ২৮২৭

সংপ্রবিষ্টো মুখান্মৃত্যোঃ কৈশ্চিন্মার্গৈঃ স নির্গতঃ।
তিমেঃ সংমিলিতাস্যস্য শ্রোত্ররন্ধ্রৈরিবোদকম্॥ ২৮২৮
শশ্বৎকুর্বন্‌পরাবৃত্তীঃ শ্রমশান্ত্যৈ বিনির্গতঃ।
প্রক্ষীণভূয়িষ্ঠবলো লব্ধোৎসেকো রিপাবভূৎ॥ ২৮২৯
পৃষ্ঠতঃ স পপাতাথ চতুষ্কঃ পুষ্কলৈর্বলৈঃ।
সাহায্যকাগতং প্রাজ্ঞ যং স্বং কংচিদমন্যত॥ ২৮৩০
তস্যোভয়মুখস্যারিসৈন্যস্যাগ্রেবিবেক্ষণাৎ।
ন সংরম্ভে শিখণ্ডীব পরং তাণ্ডবিতোভবৎ॥ ২৮৩১
তৌ ব্যূহাবথ পর্য্যায়ৈর্মুখপৃষ্ঠং প্রদর্শয়ন্।
সোঽক্ষোভয়ন্মহাদ্রির্মন্থনেহ্মিতটাবিব॥ ২৮৩২

তিমি যেমন মুখ মুদ্রিত করিলে জল তাহার শ্রোত্র-বিবর দিয়া বহির্গত হয়, রিল্হণ তদ্রূপ মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়াও কয়েকটী পথ দিয়া বাহির হইতেছিলেন। ২৮২৮

তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া শ্রমশান্তির জন্য রণক্ষেত্র হইতে একটু অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার বহুতর সৈন্য ক্ষয় হওয়াতেও বৈরনির্য্যাতনে উৎসাহ হ্রাস হয় নাই। ২৮২৯

তাহার পর চতুষ্ক বহুতর সৈন্য লইয়া তাহার পুরোভাগে উপস্থিত হইল; তাহা দেখিয়া রিল্হণ প্রথমে ভাবিল যে, তাহার সাহায্য করিবার মানসে কোন সেনাপতি উপনীত হইয়াছে। ২৮৩০

সে দ্বিমুখী সর্পের ন্যায় অগ্র ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সৈন্যনিচয় দেখিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইল না; কিন্তু ময়ূরের ন্যায় (হর্ষে) নৃত্য করিতে লাগিল। ২৮৩১

মন্দর পর্ব্বত যেরূপ মন্থনকালে অর্ণবের উভয় প্রান্তকে পর্য্যাকুল

কীলনিশ্চলয়োর্ভ্রাম্যন্নসকৃদ্বাস্তরে দ্বয়োঃ।
কুবিন্দ ইব……তুরংগমত্বরাম্বিতঃ॥ ২৮৩৩
ভাসঃ প্রত্যগ্রহীত্তস্য তমেকপৃতনাবয়ম্। (ক)
একতোম্ভোধরং দ্বীপস্যেব কূলবিলোদ্গমঃ॥ ২৮৩৪
তেন বৈরিচমূশ্চক্রে লুলিতায়ুধকুণ্ডলা।
ক্রীড়তা চণ্ডবেগেন পুরুষায়িতুমক্ষমা॥ ২৮৩৫
ত্রাসপাণ্ডূন্দ্বিষাং বক্রকুণ্ডান্স্বেদাম্ভসা চিতান্।
স কুর্বন্ভূভুজং জ্ঞানে ভূয়ো রাজ্যেভ্যষেচয়ৎ॥ ২৮৩৬

করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি তদ্রূপ পর্য্যায়ক্রমে সম্মুখ ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত সৈন্যের সেই ব্যূহদ্বয়কে বিক্ষোভিত করিলেন। ২৮৩২

শঙ্কুর (গোঁজের) ন্যায় নিশ্চল সৈন্য শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে তিনি অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করত স্পন্দন-রহিত-পুরণী (সূত্র-সংযোজন যষ্টি) দ্বয়ের মধ্যে ধাবমান তন্তুবায়ের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন। ২৮৩৩

যেরূপ দ্বীপের কূলস্থিত প্রণালী এক মুখ দিয়া জলপ্রবাহ সাদরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ শকুনিরা তাহার (গৃধ্রজাতীয় মাংসাশী পক্ষী) একদল বিপক্ষ সৈন্যের সবেগ আগমন (মাংসভোজনের জন্য) আহ্বান করিতে লাগিল। ২৮৩৪

তিনি তীব্রবেগে রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়া রমণীতুল্য শত্রুসেনার কুণ্ডলসদৃশ অস্ত্রগুলিকে আকুল করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে পৌরুষ শক্তির পরিচালনে পরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। ২৮৩৫

তিনি ক্ষণ বিপক্ষবর্গের ভয়-বিষণ্ণ বদন ঘর্মবারিতে ব্যাপ্ত করিয়া

(ক) বয়ম্ ইতি সঙ্গতম্।

স চ পার্থ্বীহরিশ্চাস্তামন্তোন্তস্য ক্ষপাক্ষণে।
সজ্জৌ মান্ত্রিকবেতালাবিব রন্ধ্রগবেষিণৌ ॥ ২৮৩৭
সাহায্যকাগতান্সাক্ষী(ক)কৃতক্ষ্মাপতিসৈনিকান্।
অন্যেদ্যুঃ সোকরোচ্ছত্রং বনমার্গাবগাহিনম্ ॥ ২৮৩৮
পর্যন্তশৌচান্সংচিন্ত্য ত্রিল্লকাদীনথাযযৌ।
সজ্জপালস্তৃতীয়স্মিন্দিবসে রিল্হণান্তিকম্ ॥ ২৮৩৯
নৃপপ্রতাপগ্নপিতঃ স তাভ্যাং পর্য্যশোষ্যত ;
বনান্তঃ শুচিশুক্রাভ্যাং ঘুণক্ষীণ ইব দ্রুমঃ ॥ ২৮৪০

যেন রাজাকে পুনর্ব্বার রাজ্যে অভিষিক্ত (জলদ্বারা স্নাত) করিলেন। ২৮৩৬

তিনি এবং পৃথ্বীহরের পুত্র (লোঠক) উভয়ে পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণে যান্ত্রিক (যন্ত্র দ্বারা ভূতাদির উপদ্রবশান্তিকারী, ওঝা) ও বেতালের ন্যায় অবহিত হইয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। ২৮৩৭

পর দিনে রাজসৈনিকগণ সাহায্যার্থে আসিলে তাহাদিগকে নির্লিপ্ত রাখিয়া তিনি লোঠককে বলপ্রয়োগে বনপথে পাঠাইয়া দিলেন। ২৮৩৮

তাহার পর তৃতীয় দিবসে সজ্জপাল ত্রিল্লক প্রভৃতির দুরভিসন্ধি বুঝিয়া রিল্হণের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ২৮৩৯

লোঠক পূর্ব্বেই রাজার প্রতাপে ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল ; এক্ষণে এই বীরদ্বয়ের (রিল্হণ এবং সজ্জপালের) বিক্রমানলে বনমধ্যে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের প্রবল তাপে ঘুণক্ষত তরুর ন্যায় দগ্ধপ্রায় হইল। ২৮৪০

(ক) সাক্ষীকৃত্য ইতি স্যাৎ।

চিতানল ইবাসারৈর্যু দ্ধৈঃ শমমনাশ্রিতঃ।
উদয়েন শনৈর্নিন্যে চতুষ্কোপি মিতোষ্মতাম্ ॥ ২৮৪১
দারদং(ক)···বলং দৃপ্যেদ্ধেমসংনাহবাহিভিঃ।
হয়ৈরবরুরোহাদ্রিকুহরাদাহবোন্মুখম্ ॥ ২৮৪২
তুরুষ্কলোকেনাক্রান্ত'দেশাংস্তদ্বশমীয়ুষঃ।
শঙ্কমানৈর্জনৈর্জ্ঞাতা কৃৎস্না ম্লেচ্ছাবৃতেব ভূঃ ॥ ২৮৪৩
প্রয়াণমাত্রান্তরিতে ধন্যে দ্বারপতাবপি।
সাহসং নিঃসহায়স্য তৎখড়্গোরগ্রতোঽভবৎ ॥ ২৮৪৪

বৃষ্টিধারায় অনিবার্য্য চিতানলের ন্যায় চতুষ্ককে উদয় যুদ্ধদ্বারা হঠাৎ প্রশমিত করিতে না পারিয়াও ক্রমে ক্রমে তাহার তেজোহ্রাস করিলেন। ২৮৪১

অনন্তর সেই প্রবল দারদ সৈন্য স্ুবর্ণাবরণধারী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক পর্ব্বতকন্দর হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমরাভিমুখী হইল। ২৮৪২

তুরুষ্কদিগের (খ) আক্রমণে সমস্ত দেশ তাহাদিগের বশীভূত হইয়াছে, ইহা আশঙ্কা করিয়া লোকে বুঝিল যেন সমুদায় রাজ্য ম্লেচ্ছে আকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ২৮৪৩

ধন্য এবং দ্বারপতি (উদয়) একমাত্র যাত্রাপথের ব্যবধানে থাকিলেও তাহাদিগের অগ্রগামী অসিদ্বারা নিঃসহায় ষষ্ঠচন্দ্রের সাহস সঞ্চার হইল। ২৮৪৪

(ক) তদ্বলং দৃপ্তং ইতি পাঠঃ সাধীয়ান্।

(খ) গ্রন্থান্তরে 'তুরুষ্ক' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, রাজতরঙ্গিণীতে অন্যরূপ।

জ্বলৎকনকসংনাহং তৎসৈন্যং স বিযোহরুদৎ।
কচজ্জ্বালাবলিং দাবং সনির্ঝর ইবাচলঃ ॥ ২৮৪৫
বিধূয় জয়চন্দ্রাদীনগ্রপ্রস্থানরোধিনঃ।
বলবাহুল্যদীপ্তাস্তে ব্যগাহন্তাহবাবনিম্ ॥ ২৮৪৬
তেষাং হয়সহস্রাণি ত্রিংশদ্বিংশতুরংগমৈঃ।
রংহসা প্রতিজগ্রাহ নিজগ্রাহ চ গর্গজঃ ॥ ২৮৪৭
তস্যাশ্বহৃদ্ভির্দদৃশে পৌরুষং তদমানুষম্।
একৈকস্যাগ্রতো যৎস বৈশ্বরূপ্যমিবাদধে ॥ ২৮৪৮
অশ্বরক্ষাগ্রবিন্যস্তবক্ত্রাস্তে বিদ্রুতাঃ ক্ষণাৎ।
জগাহিরে কাপুরুষা গিরীন্ কিংপুরুষা ইব ॥ ২৮৪৯

নির্ঝরোদ্গারী গিরি যেমন জাজ্বল্যমান দাবানল নির্ব্বাপন করে, সে সেইরূপ স্বর্ণালঙ্কৃত শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিল। ২৮৪৫

তাহারা (দারদেরা) সৈন্যসংখ্যার বাহুল্যবশতঃ উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া সম্মুখরোধী জয়চন্দ্র প্রভৃতিকে অপসারিত করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। ২৮৪৬

গর্গতনয় (ষষ্ঠ চন্দ্র) বিশ ত্রিশটী অশ্বারোহী লইয়া তাহাদিগের সহস্র সহস্র অশ্বারোহীকে সবেগে আক্রমণ করত পরাস্ত করিয়া দিল। ২৮৪৭

বিপক্ষবর্গ তাহার এরূপ অলৌকিক পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল যে, একমাত্র হইয়াও প্রত্যেকের সম্মুখে সে যেন বিশ্বরূপ (সর্ব্বব্যাপী) বিষ্ণুর ন্যায় সশরীরে (এক সময়ে) দেখা দিয়াছিল। ২৮৪৮

সেই কাপুরুষগণ অশ্বরক্ষার অগ্রভাগে মুখ ন্যস্ত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পলায়ন করিয়া কিন্নরের ন্যায় পর্ব্বত মধ্যে লুক্কায়িত হইল। ২৮৪৯

অভূমিজ্ঞতয়া শাঠ্যাচ্চৈষ জাতঃ পরাভবঃ।
শ্বস্তদস্মান্‌পুরস্কৃত্য জয়ং প্রত্যাহরিষ্যথ ॥ ২৮৫০
ইত্যুক্তা রাজবদনজয়চন্দ্রাদিভির্নিশি।
তথেতি মিথ্যাকথয়দ্দারদা বিদ্রবোন্মুখাঃ ॥ ২৮৫১ ॥ যুগ্মম্ ॥
প্রবেশ্য ধন্যদ্বারেশৌ দূরং বলহরো বলী।
ঐচ্ছৎসন্নভিসংধাতুং রুদ্ধা পাশ্চাত্যপদ্ধতীঃ ॥ ২৮৫২
স্কন্ধাবারেণ সার্দ্ধং চ দরদাং রাজবীজিনাম্।
বিধাতুং বিদধে বুদ্ধিং তৎ ততস্তারমূলকে ॥ ২৮৫৩
চিকীর্ষতি ততস্তস্মিন্মত্তেষন্ধেষু দস্যুষু।
উৎসেহে সালহণিঃ কৃৎস্নং রাজ্যং নিশ্চিতনির্জিতম্ ॥ ২৮৫৪

রজনীতে রাজবদন এবং জয়চন্দ্র প্রভৃতি দারদদিগকে বলিল, "তোমাদিগের স্থানীয় অবস্থার অনভিজ্ঞতা এবং শত্রুদিগের শঠতা নিবন্ধন পরাভব ঘটিয়াছে, কল্য আমাদিগকে অগ্রণী করিয়া জয়লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করিও"। এই কথা শুনিয়া তাহারা "তাহাই হইবে" এই মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া (বাস্তবিকপক্ষে) পলায়নে উদ্যত হইল। ২৮৫০।২৮৫১

এই সময়ে পরাক্রান্ত বলহর ধন্য ও দ্বারপতিকে (উদয়) দূরে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্‌ভাগ অবরোধ করিয়া আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ২৮৫২

তাহার পর সে দারদ সৈন্যের স্কন্ধাবারের সহিত ভোজকে তারমূলকে (স্থান বিশেষে) রাখিবার উপায় ভাবিতে লাগিল। ২৮৫৩

তিনি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যখন ডামরদল মদান্ধ হইয়া

জয়াভাবেপ্যনন্তেদৃক্সামন্তসহিতাংস্ততঃ।
ভব্যোস্মি ভবিতেত্যেবং বিচিন্ত্যোৎসিষিচে চ সঃ॥ ২৮৫৫
পদ্মোন্মাথাদ্বিরদরদনৈরপ্রিয়ৈঃ পদ্মবন্ধো-
রিন্দৌ স্পর্ধিন্যুদয়তি বপুঃ খণ্ডশঃ স্বং ভিন্দ্যেত।
তাপস্ত্যজ্যেত চ রুচিরমাভাগিভিঃ সূর্যকান্তৈ-
র্ভদ্রাভদ্রং ব্যসনসময়ে সংভবেদপ্রতর্ক্যম্॥ ২৮৫৬
যো ডামরতয়া ভিক্ষোঃ শশ্বৎকৃচ্ছ্রেষ্প্যপেক্ষণম্।
টিক্কাদীনাং চ কৌটুম্ব্যাদ্ভুভর্তুর্দ্রোগ্ধৃমূর্ধনি॥ ২৮৫৭

পড়িল, তখন সহলস্থত (ভোজ) মনে করিলেন যে, সমস্ত রাজ্য আমি জয় করিলাম। ২৮৫৪

"জয় না হইলেও যখন অনন্ত সানন্ত আমার সঙ্গে রহিয়াছে, তখন বিজয় অবশ্যম্ভাবী" এই ভাবিয়া সে গর্ব্বগৌরবে উৎফুল্ল হইল। ২৮৫৫

গজদন্তগুলি পদ্মপুঞ্জের উন্মূলন করে; এজন্য পদ্মমধু সূর্য্যের তাহারা অপ্রিয়; কিন্তু রাত্রিতে চন্দ্রালোক দেখা দিলে উক্ত দশনগুলি খণ্ড খণ্ডাকারে বিভক্ত হইয়া পড়ে; তখন উহাদিগের উন্মূলন কোথায়? শুভ্রত্ব নিবন্ধন সুধাকরও তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বসিল। আবার সেই সময়ে (চন্দ্রোদয়ে) উজ্জ্বল প্রভার আকর ও জ্বলন স্বভাব সূর্য্যকান্ত মণি হতপ্রভ হইয়া পড়ে, সুতরাং সঙ্কট সময়ে অতর্কিত ভাবে অনিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয়। ২৮৫৬

উভয়ের মধ্যে একজন—যে নাগ স্বীয় ডামরত্ব নিবন্ধন ভিক্ষুর বিবিধ বিপদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল এবং টিক্ক প্রভৃতির সহিত কুটুম্বিত্ববোধে রাজদ্রোহীদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল এবং অন্য

অলবস্তু তয়ানন্তসামান্যাশ্চর্যবর্দ্ধনাৎ।
ততঃ কৃচ্ছ্রোপযোগাচ্চ বিশ্বাসস্তেব মূর্ধনি ॥ ২৮৫৮
তৌ নাগরাজবদনৌ ব্যসনাবসরে তদা।
চিত্রং স্বকার্যতাৎপর্যাদদ্ভুতাদরতাং গতৌ ॥ ২৮৫৯
তিলকম্ ॥

স্বয়ং বিধেয়ং নাগোন্তকুতৎ তং বীক্ষ্য বিপ্লবম্।
অদূরমর্থমন্তেন কৃতং কবিরিবান্বচৎ ॥ ২৮৬০
স্বাভূদ্বিপক্ষং স্বং পক্ষীকর্ত্তুং কৃপ্তানন্দং ততঃ।
সংত্যজ্য রাজবদনং মাং ভজধ্বেত্যভাষত ॥ ২৮৬১
সংপ্রাপ্তং বঃ প্রতীক্ষধ্বং তেজো বলহরাত্মজম্।
যুগ্যাধিরূঢ়ং কিং নারীমেব তাং যামিকো যথা ॥ ২৮৬২

যে রাজবদন লবস্তু নহে বলিয়া অসাধারণ বিস্ময়াবহ কার্য্য এবং বিপদের সময়ে উপকার করিয়া ভূপতির বিশ্বস্তগণের মস্তকে উঠিয়াছিল, সেই নাগ ও রাজবদন এইরূপ বিষম সময়ে অদ্ভুত স্বার্থপরতায় পতিত হইল, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ২৮৫৭—২৮৫৯

কবি যেমন স্ব প্রতিভাপ্রসূত বিষয় অন্য কবির রচিত দেখিলে অনুতাপ অনুভব করেন, তদ্রূপ তখন নাগ আপনার উদ্ভাবিত সেই বিপ্লব অন্যকে অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিল। ২৮৬০

অনন্তর রাজোদ্রোহী ভোজকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য সে সরল ভাবে বলিল "রাজবদনকে ত্যাগ করিয়া আমাকে অবলম্বন করুন"। ২৮৬১

নাগ তাহাদিগকে আরও বলিল "যেরূপ রাত্রিকালে প্রহরী

ইতি তে সংদিশন্তং চ ব্যহসন্নংবিশ্রয় তম্।
কামধেনুসমং নাগং ছাগাশ্লেষাভিধি···ষৎ ॥ ২৮৬৩
সর্বঃ স্বকার্য্যতাৎপর্য্যাৎপ্রবর্ত্তেত প্রিয়াপ্রিয়ে।
স্নেহবৈরেন্তদীয়ে তু ন কিংচিদধিগচ্ছতি ॥ ২৮৬৪
জ্যোতিস্তর্জিতকান্তি দন্তযুগলং বাধ্যং সুধাদীধিতে-
র্দানাস্বাদধিয়া প্রিয়া মধুলিহাং কুম্ভস্থলী কুম্ভিনঃ।
বা···স্যৈব বিরোধভাজরসিজস্যেত্যত্র নেন্দৌ রতি-
স্তস্যাপ্যায়কুতো হিতোয়মিতি নাপ্যস্ত দ্বিরেফা দ্বিষঃ ॥২৮৬৫

(রক্ষী) রাজপথে রমণীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, তোমরা কি তদ্রূপ তোমাদিগের নিকটে তেজো বলংরের পুত্রের যানযোগে আগমনের অপেক্ষা করিতেছ?" ২৮৬২

তাহারা এই কথা শুনিয়া নাগকে উপহাস করিতে লাগিল; কারণ কেহ কামধেনু ত্যাগ করিয়া ছাগলকে আলিঙ্গন করে না।২৮৬৩

সকল লোক স্বকার্য্যানুরোধে অনুকূল বা প্রতিকূল (অন্যের) অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অন্যের তোষ বা রোষ তাহার লক্ষ্য নহে। ২৮৬৪

গজের দন্তদ্বয় শুভ্রতায় চন্দ্রের প্রতিস্পর্দ্ধী, এজন্য সুধাকর গজদশনের বৈকল্য বিধান করেন, করীর কুম্ভ মদ- (করিকুম্ভ নিঃসৃত) লোলুপ ভ্রমরাবলির অতিপ্রিয়; পদ্মিনী নিজশত্রু গজের অনিষ্টকারী হইলেও বিধুকে ভালবাসেনা; আবার ভ্রমরও মধুদাতা পদ্মের বৈরী বলিয়া হস্তীর প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে না (এইরূপ জগতে প্রত্যেকেই স্বার্থান্ধ; পরের ইষ্টানিষ্ট তাহাদিগের লক্ষ্য নহে)। ২৮৬৫

প্রতিষ্ঠালোঠনং কর্ত্তুং ততো বলহরস্তু সঃ।
আজন্ম বৈরং সংরেভে তেন ভূভৃদ্ধিতেচ্ছয়া ॥ ২৮৬৬
স তথা দারদান্ময়ান্নভিন্নো ভূভুজৈষ বঃ।
সভোজান্রাজবদনো হন্তাদিত্যভ্যধান্নিজৈঃ ॥ ২৮৬৭
দরদ্রাজানকানীতনেতারৌ কম্পনাপতী।
প্রখ্যাতক্ষেমবদনমস্ত···ভিধাবুভৌ ॥ ২৮৬৮
ত্রয়োজসনামা চ কোট্টেশো মন্ত্রিতং রহঃ।
ব্রুবাণাস্তদ্বাহস্তস্ত ভোজেনান্তরবেদিনা ॥ ২৮৬৯
স্ফাটিকেনেব সৈন্যেন তেনাগ্রে রুদ্ধমপ্যথ।
দিধক্ষুরাজার্কমহো বিড্ডসীহেন্ধনেঽপতৎ ॥ ২৮৭০

তাহার পর নাগ ভূপতির পক্ষপাতী হইয়া বলহরের প্রতিষ্ঠা লোপ করিতে চিরজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল। ২৮৬৬

সে পরাজিত দারদদিগকে নিজলোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইল যে, রাজবদন ভূপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই (গুপ্ত সদ্ভাব আছে), সে ভোজের সহিত তোমাদিগকে হত্যা করিবে"। ২৮৬৭

দরদাজানক বিড্ডসীহ বিখ্যাত ক্ষেমবদন এবং মধুভদ্রনামক যে দুইজন কম্পনাপতিকে স্বীয় সৈন্যের নেতা করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা এবং কোট্টপতি ওজস এই তিন জনে শঙ্কাক্রমে সেই গুপ্ত মন্ত্রণা বলিয়া দিল অন্তরঙ্গ ভোজ তাহা শুনিয়া উহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিল। ২৮৬৮।২৮৬৯

নৃপতিরূপ মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রভা সেই স্ফটিকসন্নিভ সৈন্যের সম্মুখভাগে বদ্ধ হইয়া বিড্ডসীহস্বরূপ শুষ্ক কাষ্ঠে পতিত হইলে। ২৮৭০

পার্থিবানর্থদুশ্চিন্তাময়য়ক্ষ্মপরিক্ষতঃ।
স যৎকৃষ্ণপক্ষক্ষীণসোমসাম্যং সমাযয়ৌ ॥ ২৮৭১
রোগগ্রস্তে রণপ্রষ্ঠে পৃষ্ঠগোপ্তরি ভর্ত্তরি।
তথাভিযোজ্যে স্থানে চ ভয়জর্জ্জরতাং গতে ॥ ২৮৭২
আহারস্থং বলহরং বিহায় নিখিলাস্ততঃ।
পলায়ন্ত তৈরশ্বৈর্দ্ব্যবিগাহ্ব (ক) হরিভির্গিরীন্ ॥ ২৮৭৩
যুগ্মম্ ॥
দৃষ্ট্বা বহুমতং প্রাতরাগন্তাবঃ পুনর্বয়ম্।
কথয়িত্বেতি সংপ্রার্থ্য সাল্হণিং সহ তেহনয়ন্ ॥ ২৮৭৪
প্রাক্পীতকোশো বৈবশ্যাৎস তেষামনুগোহভবৎ।
ভ্রষ্টকার্য্যস্তু বৈহ্বল্যাং শ্বভ্রে মজ্জন্নিবাদধে ॥ ২৮৭৫

কারণ সে (বিড্ডসীহ) রাজার অপচয় চিন্তায় আকুল থাকায় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। ২৮৭১

যাবদ সৈনিকগণের পৃষ্ঠরক্ষক এবং রণকালে অগ্রণী যে প্রভু, সেই রোগপীড়িত হইয়া পড়িল এবং আক্রমণ-স্থান শঙ্কাসঙ্কুল হইল; ইহা দেখিয়া তাহারা সকলই পর দিবসে ভোজনকালে বলহরকে ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে পর্ব্বত মধ্যে পলায়ন করিল। ২৮৭২-২৮৭৩

তাহারা সহ্লণ-তনয়কে (ভোজকে) সর্ব্বজনের আদরণীয় দেখিয়া প্রাতঃকালে "প্রত্যাগমন করিব" বলিয়া আগ্রহসহকারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। ২৮৭৪

সে পূর্ব্বে কোশপান (খ) করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়ায় এখন বিবশ

(ক) পলায়িষ্ট তেহশ্বৈঃ ইতি খুজাতে।

(খ) শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মন্ত্র পাঠাদি পূর্ব্বক গণ্ডূষ পরিমিত জলপান; ইহা কোশদিব্য বা শাস্ত্রীয় প্রতিজ্ঞা।

মুহুঃ সর্ব্বশিরোদ্ভিন্নরক্তপূর্ণমিব জ্বলন্।
অবরোহদনচ্ছায়ুসোপানাশ্মনিভং মুহুঃ ॥ ২৮৭৬
জ্ঞাতেন পতিতেনৈব মুহুর্ব্যোম্না মহীসমম্।
ব্রজতস্তস্য বৈলক্ষ্যাদলক্ষ্য'ক্ষমভূন্মুখম্ ॥ ২৮৭৭
দধ্যৌ চ ধিগ্বো যে শশ্বৎপ্রভাবং বয়মীদৃশম্।
রাজ্ঞো দৃষ্ট্বাপ্যনাস্থজ্ঞা জানীমো মর্ত্ত্যধর্ম্মতাম্ ॥ ২৮৭৮
প্রতিভাপ্রৌঢ়(ক)নির্ভাতত্ত্বানাং নান্যথা শিরঃ (খ)।
মহাকবীনামেতাদৃক্প্রতাপানলবর্ণনে ॥ ২৮৭৯

হইয়া তাহাদিগের অনুগামী হইল বটে; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি না হওয়ায় গর্ত্তমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ২৮৭৫

যখন তিনি কোন দিকে গমনোদ্যত হইতেন, তখন লজ্জায় মুখ অবনত হওয়ায় তাঁহার নয়নদ্বয় কেহ দেখিতে পাইত না, কখন সকল শিরায় শোণিত প্রবাহিত হওয়ায় মুখ খণ্ডন যেন জ্বলিতে থাকিত, কখন বা জল পিচ্ছল সোপানস্থ প্রস্তরের ন্যায় তাঁহার শরীর নিম্নগামী হইতেছে বলিয়া বোধ হইত, কোন সময়ে যেন আকাশ পড়িয়া ভূমির সমান হইয়াছে, ইহাও ভাবিতেন। ২৮৭৬—২৮৭৭

তিনি আরও ভাবিতেন যে "আমরা ভূয়োভূয়ঃ রাজার ঈদৃশ প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহাকে মানুষ (সাধারণ) বলিয়া বুঝিয়াছি; এজন্য মাদৃশ অজ্ঞ ধিক্কারের যোগ্য"। ২৮৭৮

বস্তুর স্বরূপ চিত্র করিতে যাঁহাদিগের প্রতিভাশক্তি প্রবল

(ক) প্রৌঢ়ি ইতি সমীচীনম্।
(খ) 'শির' ইত্যত্র 'গির' ইতি উচিতম্।

রাজ্ঞঃ প্রতাপশিখিনঃ কণাঃ ক্ষোণৌ ন সন্তি চেৎ ।
তৎকস্মাদ্বয়মায়াতাঃ পদন্যাসেপ্যধীরতাম্ ॥ ২৮৮০
অনেকশোহৈর্বীরাণাং পীতধারাম্বুড়ম্বরে ।
শোষঃ প্রাদুষ্কৃতো ন স্যাত্তজ্জ্বালাসংজ্বরং বিনা ॥ ২৮৮১
কিমন্তরেণ তদ্ধূমমালাল্ধ্যাং প্রোম্মিষদৃশঃ ।
মার্গামার্গবিভাগস্য পরিজ্ঞানে বিমূঢ়তা ॥ ২৮৮২
মধুমত্যাস্তটেহন্যস্মিন্বিবর্জ্য দরদঃ স্থিতান্ ।
বীচীজবনিকাচ্ছন্নঃ সোবাপ্যাথ তটেহবসৎ ॥ ২৮৮৩
ক্রমাদুৎথাহথেদদৈন্তের্নীত্বা স্বশিবিরান্তরম্ ।
তত্রৈষ্যতেতি সংধাতুং যোহদ্দ্রোহঃ স্পৃহান্তরৈঃ ॥ ২৮৮৪

কেবল সেই সকল মহাকবি ঈদৃশ (অলৌকিক শক্তিশালী) নরপতির প্রতাপ-বহ্নির বর্ণনায় পটু”। ২৮৭৯

“যদি পৃথীবীতে রাজার গৌরব বহ্নির স্ফুলিঙ্গ পতিত না থাকিত, তবে আমরা পদক্ষেপ করিতে সঙ্কুচিত হই কেন ?”। ২৮৮০

“যদি তাদৃশ স্ফুলিঙ্গের সন্তাপ না থাকিত, তাহা হইলে বীর বৃন্দের শরীরসমূহ অসি ধারারূপ সলিল পান করিয়াও শুষ্ক হইয়া যাইত না”। ২৮৮১

“রাজার গৌরব-বহ্নির ধুমোদ্গমে লোক-নেত্র যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন না হইত, তবে পথ ও অপথের (সৎ ও অসতের) পরিজ্ঞানে লোকে ভ্রমান্ধ হইত না”। ২৮৮২

তিনি মধুমতীর অপরতীরে দারদদিগকে রাখিয়া তরঙ্গরূপ যবনিকার অন্তরালে বিরলে বাস করিতেছিলেন। ২৮৮৩

ক্রমে খেদ (তাঁহার) অপনীত হইলে দারদগণ তাঁহাকে

নৃপং তেষাং হৃগণ্যার্থবর্ষিণং নয়নৈপুণাৎ।
উপজীবিতুমিচ্ছাভূত্তত্রক্ষণবণিজ্যয়া ॥ ২৮৮৫
ন'নেহা বিগ্রহস্তাহং প্রত্যাসন্নো হিমাগমঃ।
মধুমাসি হি স্থাম: পুনরারব্ধিমুদ্যমাম্ ॥ ২৮৮৬
কালক্ষেপেক্ষমস্তং চেত্তুটরাষ্ট্রাধ্বনাধুনা।
স্থাস্তর্নিদধ্মো বলিনস্ত্রিল্লকস্তোপবেশনেঃ॥ ২৮৮৭
রাজানং রাজবদনঃ শ্রিতস্তৈরিত্যসাবয়ঃ।
উক্তৈর্ব্যস্তঃ স্বরাষ্ট্রান্তর্যুক্ত্যা বদ্ধুং নরাধমৈঃ ॥ ২৮৮৮

তিলকম্ ॥

(ভোজকে) নিজ শিবিরে লইয়া গেল এবং বিদ্রোহবুদ্ধি হৃদয়ে রাখিয়া আপাততঃ সান্ত্বনা দ্বারা বশে রাখিতে ইচ্ছা করিল। ২৮৮৪

বিদ্রোহীদলে ভেদ জন্মাইবার অভিসন্ধিতে রাজা অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন; দামরগণ তাহাতে ভোজকে স্বহস্তে রাখিয়া রাজা হইতে লাভ করিতে (নিষ্ক্রয় পাইত) অভিলাষী হইয়াছিল। ২৮৮৫

"সমরের সময় নহে; শীত ঋতু আগতপ্রায়; চৈত্রমাসে আমরা পুনর্ব্বার অদম্য উদ্যমে অভিযানে প্রবৃত্ত হইব। যদি আপনি কালক্ষেপ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ভুট্ট রাজ্যের পথে শৌর্য্যশালী ত্রিল্লকের আশ্রয়ে এখন রাখিয়া আসি, রাজবদন এখন রাজার আশ্রিত।" এই সকল কথা উক্ত নরাধমগণ শাঠ্য সহকারে কহিয়া স্বরাজ্য মধ্যে তাঁহাকে বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়াছিল। ২৮৮৬—৮৮

অপি রাজপুরীয়াণাং কৌটিল্যং তৈর্হি জীয়তে।
দৈর্ঘ্যং নিদাঘদস্রাণাং (ক) বিয়োগদিবসৈরিব ॥ ২৮৮৯
তথায়াতমুপালেভে দূতৈর্বলহরোথ তম্।
গ্রহৌ নিহিতবাংস্ত্বমীতি ত্রোটিতবটাকরঃ ॥ ২৮৯০
উৎসাহাদাহবস্থোপি স তথা গার্গিমগ্রিমম্।
আয়ান্তং চ নৃপানীকমু...হায় ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২৮৯১
অকস্মাদ্বিদ্রুতদরদ্রাজভোজাদিবার্ত্তয়া।
ন ব্যদীর্যত যদ্ধৈর্য্যপর্য্যাপ্তেস্তৎকিলাঙ্কনম্ ॥ ২৮৯২
আড়ম্বরালম্বনস্থ ভেদেপ্যচ্ছিন্নবিগ্রহঃ।
দ্বন্দযুদ্ধে কৃতং সিধ্যেত্তৎকস্যামানুষং বিনা ॥ ২৮৯৩

যেরূপ হৃদয়বিদারী বিরহ বাসর নিদাঘ দিনের বিরক্তিকর দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে, তদ্রূপ দারদদিগের কাপট্য রাজপুরবাসীদিগকে পরাস্ত করিল। ২৮৮৯

ভোজ সেইরূপে চলিয়া গেলে, বলহর দূতগণ দ্বারা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইল, "আপনি আমাকে কূপে নামাইয়া দিয়া রজ্জু কাটিয়া দিলেন"। ২৮৯০

সে সেইরূপ সঙ্কটে সমরক্ষেত্রে থাকিয়া অগ্রে চন্দ্রকে এবং পরে রাজসৈন্যকে সমাগত দেখিয়াও বিন্দুমাত্র বিক্ষুব্ধ হইল না, বরং উৎসাহপূর্ণ হইল। ২৮৯১

দরদ্রাজ ও ভোজ প্রভৃতির পলায়ন-সংবাদ শ্রবণেও রাজবদন যে বিহ্বল হয় নাই, ইহাই তাহারে পর্য্যাপ্ত ধৈর্য্যের পরিচয়। ৮৯২

প্রধান সহায়শূন্য হইয়াও সে যে বিষম সাহসে অবিচ্ছেদে যুদ্ধ

(ক) বস্ত্রাণাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

কালানুরোধাৎসংধিৎসু ধন্যদ্বারাধিপাবথ।
সোযোজয়দ্বিলম্বেন ভোজপ্রত্যাগমাশয়া ॥ ২৮৯৪
ততোলংকারচক্রঃ স নেতুং সাল্‌হণিমাযযৌ।
জ্ঞাতেয়াদ্দারদাবেত্য প্রার্থিতাপরিপন্থিনীঃ ॥ ২৮৯৫
বুদ্ধা তদনুবন্ধেপি দ্রোহনির্বন্ধিনীঃ সভাঃ।
অগ্রহীন্মার্গসেত্বগ্রে নিধনাধ্যবসায়িতাম্ ॥ ২৮৯৬
ভৃত্যৈঃ সহ যুবপ্রায়ৈর্বীক্ষ্য তং মর্ত্তুমুদ্যতম্।
দরাত্তুর দরদ্রাজসৈন্যং তদৈন্যমাযযৌ ॥ ২৮৯৭
ব্যপোহন্তীব লহরীবাহুভিঃ কলহং সরিৎ।
কল্লে লাস্ফালনোল্লাপৈর্নিনিন্দেব দরদ্বলম্ ॥ ২৮৯৮

করিয়াছিল, অমানুষ শক্তি না থাকিলে তাহা কেবল আড়ম্বর (বাহ্য চাক্‌চিক্য) অবলম্বনে কাহার হইয়া থাকে? ২৮৯৩

তৎপর অবস্থানুসারে ধন্য ও দ্বারপতি (উদয়) সন্ধির অভিলাষী হইলে সে ভোজের পুনরাগমনের আশায় বিলম্ব করিতে লাগিল। ২৮৯৪

অনন্তর অলঙ্কারচক্র, বিড্ডসীহকে জ্ঞাতিবোধে প্রার্থনার অনুকূল ভাবিয়া ভোজকে লইতে আসিল এবং দারদদিগের নিকটে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহাদিগের দলকে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার প্রতিকূল ও বিপ্লববুদ্ধিসম্পন্ন বুঝিয়া সেতুর সম্মুখে প্রাণপাত পণ করিয়া তাহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। ২৮৯৫—২৮৯৬

বহুতর যুবক ভৃত্য লইয়া তাহাকে মরণোদ্যত দেখিয়া দারদ সৈন্যগণ ভীত ও দুঃখিত হইল। ২৮৯৭

বলহরী নদী যেন লহরী-বাহু উত্তোলনে কলহ নিবারণ এবং

হ্রেপিতঃ স্বাবরোধৈশ্চ সের্ষ্যৈশ্চ ম্লেচ্ছপার্থিবৈঃ।
সৈন্যৈঃ কদনভীতৈশ্চ বিড্ডসীহোথ তং জহৌ ॥ ২৮৯৯
পুরঃসরৈর্ত্তমসেতুপালৈঃ পারং পরং ততঃ।
বিস্রাবিতানি স প্রাপ ভিন্দংস্তূর্য্যরবৈর্দিশঃ ॥ ২৯০০
অসামর্থ্যে বলস্থিত্যা স্বস্য চার্থিতসংধিনা।
আনীতো বিড্ডসীহেন দূতঃ প্রোক্তোথ ভূপতেঃ ॥ ২৯০১
অমানুষানুভাবেন যাবত্তৎস্বামিনা ভবেৎ।
প্রাতিসীম্নিকসামন্তবুদ্ধ্যা স্পর্ধাস্য ধীবরঃ ॥ ২৯০২

তরঙ্গ-গর্জ্জন দ্বারা দারদ সৈন্যদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ২৮৯৮

অনন্তর বিড্ডসীহ অন্তঃপুর ললনাগণের কথায় লজ্জিত, ম্লেচ্ছরাজ-গণের ঈর্ষ্যাদূষিত ব্যবহারে ও প্রাণিবধ-ভীরু সৈন্যগণের আচরণে বিরক্ত হইয়া ভোজকে পরিত্যাগ করিল। ২৮৯৯

তখন অলঙ্কারচক্র বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া পলায়িত সেতুরক্ষকদিগকে অগ্রে লইয়া বলহরীর (নদীর) পর পারে উত্তীর্ণ হইল। ২৯০০ (ক)

বীড্ডসীহ নিজ সৈন্যের দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া রাজ-দূতকে আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিল। ২৯০১

"আপনার প্রভু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন; যতক্ষণ তাঁহার অপার

(ক) মূলে 'বিস্রাবিতানি' পাঠ আছে, তাহাতে কোনরূপে অর্থ সঙ্গতি হয় না; 'বিক্রান্তে' সহ এই পাঠ স্থির করিয়া অনুবাদ করা হইল। ইংরাজী অনুবাদকও পাঠের অসঙ্গতি স্বীকার করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন।

অপ্রচ্ছেন্নানুসংধান এব যাস্তো যমান্তিকম্।
জয়রাজোঽস্মি বামুষ্য প্রভাবাবেদকো দিবি ॥ ২৯০৩
তেন দিব্যানুভাবেন নির্জয়োঽপি জয়ো মম।
পান্থস্য কূলবিভ্রংশাত্তীর্থে পতনমুন্নতিঃ ॥ ২৯০৪
অথায়াতঃ পুরে স্থিত্বা কংচিৎকালং নিজেবিশৎ।
যমরাষ্ট্রমসংকীর্তিলসদ্বন্দনমালিকম্ ॥ ২৯০৫
অবুদ্ধা ভোজমায়ান্তং সংধিং তত্রৈব বাসরে।
সার্দ্ধং দ্বারেশধন্যাভ্যাং স রাজবদনোপগাৎ ॥ ২৯০৬

মহিমা একজন ধীবরেরও (সামান্য জনেরও) হৃদয়ঙ্গম না হয়, ততকাল সে তাঁহাকে প্রতিবেশী (বাটীর নিকটবর্ত্তী) সামান্য সামন্ত রাজ (জমিদার আদির ন্যায়) ভাবিয়া তুচ্ছ বোধ করিতে পারে।" ২৯০২

"জয়রাজ যমভবনে যাইয়া তাঁহার বিশ্বাসাতীত মহিমার কীর্ত্তন করিয়াছেঃ; এখন আমি তথায় (যমালয়ে) গমন করিব।" ২৯০৩

"যেমন পথিক তীরচ্যুত হইয়া তীর্থতোয়ে পতিত হইলেও সদ্‌গতি (স্বর্গ) লাভ করে, তদ্রূপ তাঁহার নিকটে আমার পরাজয়ও পরম লাভ।" ২৯০৪

তাহার পর বিড্ডসীহ নিজ নগরে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যম জনপদে প্রবেশ করিল; সেখানে তাহার পার্থিব অবমাননা অভিনন্দন-মালার ন্যায় শোভা পাইয়াছিল। ২৯০৫

সেই দিনেই রাজবদনও ভোজের আগমন-বার্ত্তা না পাইয়া ধন্য ও উদয়ের সহিত সন্ধি করিয়া বসিল। ২৯০৬

অশ্বাগতং স্তং ব্যাবৃত্য যষ্ঠং প্রষ্ঠং মনস্বিনাম্।
আদায় তাবতাভ্যর্ণং প্রাবিক্ষাতাং ক্ষমাপতেঃ ॥ ২৯০৭
অহংকারাদ্বিমোহাদ্বা বিমর্ষেণ বহিষ্কৃতৌ।
উপেক্ষামক্ষতে ভোজে ভজতে রাজবীজিনি ॥ ২৯০৮
আহূতস্তু হতোৎকণ্ঠাভাজাপি প্রভুণাসকৃৎ।
অনিঃশেষীকৃতারাতির্ন ব্যাবর্ত্তত রিল্হণঃ ॥ ২৯০৯
প্রভোঃ পুরস্তাৎকার্যান্তে তেন স্থাতুমশক্যত।
প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণা সূদেনেব ভোক্তুং নহি ক্বচিৎ ॥ ২৯১০
দ্বিধা কৃতা যেন যুদ্ধে পৃথ্বীহরসুতদ্বয়ী।
মগধেন্দ্রাকৃতির্ভীমেনেব কার্যাক্ষমাভবৎ ॥ ২৯১১

তাহারা দুইজনে (ধন্য ও উদয়) অশ্বারোহণে আগত তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া মনস্বীদিগের মান্য বষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া রাজসন্নিধানে উপনীত হইল। ২৯০৭

সেই ব্যক্তিদ্বয় অহঙ্কারে হউক বা বুদ্ধিভ্রংশে হউক, বিবেচনা-বর্জ্জিত হইয়া রাজ দায়াদ ভোজের অক্ষত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিদান করিল না। ২৯০৮

প্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলে রিহ্লণ শত্রুকুল নির্ম্মূল না করিয়া প্রত্যাগমন করিল না। ২৯০৯

পাচক যেমন প্রভুর ভোজন শেষ না হইলে পুরস্কার প্রার্থনায় তদীয় অগ্রে দাঁড়াইতে পারে না, রিহ্লণ তদ্রূপ শত্রুশেষ নাশ না করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল না। ২৯১০

ভীমের বিক্রমে জরাসন্ধের শরীরের ন্যায় তাহার পরাক্রমে পৃথ্বীহরের পুত্রদ্বয় পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। ২৯১১

মাতৃকুক্ষিমিব স্বোর্বীং তেনাজৌ লোষ্টকঃ কৃতঃ। (ক)
খাণ্ডবে খণ্ডিতঃ সর্প ইব গাণ্ডীবিনাবিশৎ ॥ ২৯১২
ভুজংশ্চতুষ্কঃ সংকোচং দুর্ভেদং ত্রিল্লকালয়ম্।
স্বকায়কর্পরং দর্পোজ্ঝিতঃ কূর্ম ইবাবিশৎ ॥ ২৯১৩
নিঃশেষীকৃতকার্যঃ স শৌর্য্যেণৈব মহীপতেঃ।
পার্শ্বং পাদনখজ্যোতিঃপট্টবন্ধাপ্তয়ে যযৌ ॥ ২৯১৪
প্রতাপৈর্নৃপতেরিত্থং বিপ্লবঃ শোষিতোপ্যভূৎ।
অমাত্যমতিদোষেণ ভূয়ঃ প্রাদুষ্কৃতাঙ্কুরঃ ॥ ২৯১৫
দণ্ডার্হো রাজবদনো দানেনাপ্যায়িতো যতঃ।
নির্ভয়ং ভোজমায়ান্তং প্রতিজগ্রাহ তং পুনঃ ॥ ২৯১৬

খাণ্ডব কাননে গাণ্ডীবীর (অর্জ্জুনের) শরাহত সর্পের ন্যায় লোষ্টক প্রহৃত হইয়া মাতৃকুক্ষির ন্যায় স্বদেশে প্রবেশ করিল এবং চতুষ্ক হতদর্প হইয়া সঙ্কুচিত কূর্ম্মের স্বদেহ কর্পরের (খোলের) ন্যায় অভেদ্য ত্রিল্লকালয়ে আশ্রয় লইল। ২৯১২—২৯১৩

এইরূপে রিল্হণ শৌর্য্য সহকারে কার্য্য সমূহ শেষ করিয়া ভূপতির পদপ্রান্তে মস্তক ন্যস্ত করিবার জন্য (অভিবাদন বাসনায়) উপনীত হইল। ২৯১৪

এই প্রকারে মহীপতির মহিমায় বিপ্লব-বিষবৃক্ষ শুষ্ক প্রায় হইয়াও অমাত্যদিগের বুদ্ধিবিভ্রমে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ২৯১৫

কারণ, তাঁহারা দণ্ডার্হ রাজবদনকে ধনদানে আপ্যায়িত করায়,

(ক) ক্ষত ইতি যুক্তম্।

উৎকোচপরিণামান্তং সোথ স্থাপয়তি স্ম তম্।
দিন্নাগ্রামাভিধে স্থানে খাশকানাং নিবেশনে ॥ ২৯১৭
ইত্যেন মত্রচ্ছ্রশ্চদায়াস্তো নানুগামিনঃ। (ক)
মিতানুযায়ী দ্বারেশঃ প্রায়াস্তদ্‌গোচরাম্মম ॥ ২৯১৮
সোৎকম্পঃ সাহসস্রোতঃপাতেনীয়ত নৌরিব।
ত্রিল্লকেনাপি স স্থৈর্য্যং নীতিরজ্জুপ্রসারণাৎ ॥ ২৯১৯
ব্যসনোল্লাসবৈবশ্যং বিশাম্পত্যুর্ব্ব্যচিন্তয়ৎ।
যেনাব্যবস্থাপ্রাথম্যাং স জাল্মঃ পুনরগ্রহীৎ ॥ ২৯২০

সে ভোজ আগমন করিলে, তাহাকে নির্ভয়ে পুনর্ব্বার স্বপক্ষে গ্রহণ করিল। ২৯১৬

এবং নিষ্ক্রয় (রাজার নিকট হইতে উৎকোচ) গ্রহণের আশায় তাহাকে খাশকদিগের রাজ্যের অন্তর্গত দিন্নাগ্রামে রাখিয়া দিল। ২৯১৭

সে ভোজকে বলিল "আপনি যদি কল্য (গত দিনে) আসিতেন; তাহা হইলে দ্বারপতি (উদয়) অল্প অনুচর লইয়া আপনার এই অনুচরের (আমার) নিকট হইতে প্রস্থান করিতে পারিত না। ২৯১৮

সে (রাজবদন) যখন সাহস-স্রোতের মধ্যে পড়িয়া নৌকার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, তখন ত্রিল্লক নীতি-রজ্জু প্রসারণে তাহাকে স্থির করিল। ২৯১৯

অলঙ্কারচক্র প্রভৃতি মন্ত্রিগণ প্রকৃতিস্থ করিলেও স্বভাবচক্র ত্রিল্লক অপরিহার্য্য নিজ কোটিল্য ত্যাগ করিতে পারিল না; সেই পাষণ্ড

(ক) "ইত্যেন মত্রচ্চৈচ্ছ শ্চেৎ" এই পাঠ মূলে আছে, 'শ্বঃ' (আগামী দিন) পাঠ অসঙ্গত; সুতরাং 'হ্যঃ' (গতদিন) পাঠ গ্রহণে অনুবাদ হইল।

অলঙ্কারাদিভিঃ স্বাস্থ্যে স্থাপ্যমানোপি মন্ত্রিভিঃ।
অত্যজন্নৈব কৌটিল্যমজিতাম্মেব দুর্গ্রহম্ ॥ ২৯২১
গণ্ডং বৈদ্য ইবাপাকং তবমজ্ঞায় পার্থিবঃ।
পক্কগণ্ডানিবারেভে রিপূন্ পাটয়িতুং পরান্ ॥ ২৯২২
আগন্তব্যং ত্বয়া পশ্চাত্তাৎ স্বস্মাসু প্রকম্পতাম্।
ভোজমুক্তেত্যলঙ্কারচক্রোৎগাদিপ্লবোত্থতঃ ॥ ২৯২৩
তং জয়ানন্দবাড়াখ্যো দস্যুরানন্দবাড়জঃ।
অন্বয়ুর্বিক্রমোদগ্রাঃ পরেঽপি ক্রমরাজ্যজাঃ ॥ ২৯২৪
অগ্রস্থিতো রাজগৃহ্যোলঙ্কারঃ স্বল্পসৈনিকঃ।
বালুকাসেতুকল্পস্তং ভজ্জে সিন্ধুরয়ৈরিব ॥ ২৯২৫

'বিপদের সময়ে রাজা অধীর হইয়া পড়েন' ইহা ভাবিয়া পুনর্ব্বার বিপ্লব উদ্দীপনায় প্রথম নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। ২৯২০—২৯২১

বৈদ্য যেমন অপক্ক স্ফোটক উপেক্ষা করিয়া পকব্রণে হস্তক্ষেপ করে, তদ্রূপ রাজা তাহাকে অযোগ্যবোধে অবজ্ঞা করিয়া অন্যান্য পরিপক বিপক্ষ সমুচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হইলেন। ২৯২২

"আমরা সঙ্কটাপন্ন হইলে আপনি পশ্চাদ্ আগমন করিবেন" ভোজকে এই বলিয়া অলঙ্কারচক্র বিপ্লব ঘটাইবার জন্য প্রস্থান করিল। ২৯২৩

আনন্দ বাড়ের পুত্র জয়ানন্দ বাড় নামক দস্যু (ডামর) এবং অন্যান্য ক্রম রাজ্যবাসী বিক্রমশালী ডামরগণ তাহার অনুগামী হইল। ২৯২৪

রাজপুরুষ অলঙ্কার স্বল্প সৈন্য লইয়া তাহাদিগের সম্মুখে রহিল বটে, কিন্তু স্রোতস্বিনীর স্রোতের অগ্রে বালুকা-সেতুর (বাঁধের) ন্যায় তাহাতে (ভঙ্গপ্রবণ) তাহাকে দেখা যাইতে লাগিল। ২৯২৫

স তু রাম·· রাত্মাজিক্ষোভসম্ভাবনাং বিশাম। (ক)
উদপাদয়দেকাকী কুর্ব্বন্বহুভিরাহবম্ ॥ ২৯২৬
আপানরভসক্ষুভাদ্রক্ষঃসম্ভ্রমদক্ষিণম্।
রণং জগাম গঞ্জাত্বমঞ্জসাস্রপরিক্ষতঃ ॥ ২৯২৭
স তূলকূটমিব তৎ কটকং বিকটং দ্বিষাম্।
কিমন্যৎ প্রৈরয়ৎ ক্বাপি প্রভঞ্জন ইবাঞ্জসা ॥ ২৯২৮
গ্রাসায় গৃধ্রকঙ্কাদিপত্রিব্রাতস্য তত্যজে।
আনন্দবাড়স্যনুঃ স হত্বা তেনেষুণা রণে ॥ ২৯২৯

সে একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত সমর করিয়া লোকের মনে প্রথমে বলরামের ন্যায় বিজয় সম্ভাবনা জন্মাইয়া দিয়াছিল। ২৯২৬ (খ)

সমরক্ষেত্র অল্পকাল মধ্যে রক্তে পূর্ণ হইয়া পানলোলুপ রাক্ষসগণের মদিরা মন্দির হইয়া পড়িল। ২৯২৭

অধিক আর কি? যেমন বায়ু মুহূর্ত্তমধ্যে তুলারাশিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সে তদ্রূপ বিকট শত্রুসৈন্যকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিয়াছিল। ২৯২৮

সে শরাঘাতে আনন্দ বাড়ের তনয়কে নিহত করিয়া গৃধ্র শকুনি প্রভৃতিকে ভোজনের জন্য প্রদান করিল। ২৯২৯

(ক) রামচরাত্মাজি ইতি পাঠেঽর্থ সঙ্গতিঃ স্যাৎ।

(খ) মূলে "সতুরাম—রাত্মাজি" এই ভ্রষ্ট পাঠ আছে, কিন্তু 'রাম' পদের পর 'চ' শব্দ যোজনা হইলে অর্থ হয়; তাহা করা হইল, ইংরাজী অনুবাদ তাহাই আছে।

ভোজস্থোত্থানুকামস্থ জিঘৃক্ষোঃ ক্ষ্মাভুজশ্চ তৎ।
পঙ্কপ্রধাবৎ ক্রকরব্যাধন্যায়ো ব্যবর্দ্ধত ॥ ২৯৩০

অনুড্ডয়নসামর্থ্যাঃ শ্রাম্যতি ক্রকরো যথা।
ধাবন্ পঙ্কে পতন্ ব্যাধোপ্যানুপাবন্ পথান্বহম্ ॥ ২৯৩১

প্রসঙ্গে সাহসস্থৈবং ভোজঃ ক্লৈব্যমগাৎ সদা।
তৎপ্রাপ্তুমিচ্ছুর্ভূপোপি মতিমোহং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৯৩২

যুগ্মম্ ॥

দিম্নাগ্রামস্থিতে ভোজে স রাজবদনোপ্যগাৎ।
পুনঃ কিং চৌরচণ্ডালাঃ শ্রেয়সীত্যুক্তিমীশিতুঃ ॥ ২৯৩৩

ডামরা ভগ্নসঙ্ঘাতা ভূয়ঃ পূর্ব্বাধিকাং ততঃ।
কস্থাং তে প্রথয়ামাসুর্মুহুর্য্যাং শৌর্য্যশালিনঃ ॥ ২৯৩৪

যেমন ক্রকর (তিতির জাতীয়) পক্ষী উড়িবার শক্তি না থাকায় ব্যাধ অনুসরণ করিলে কর্দ্দমের দিকে ধাবমান হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ব্যাধও পঙ্কে পতিত হইয়া তাহাকে ধরিতে পারে না; তদ্রূপ অবস্থা (ক্রকর-ব্যাধ ন্যায়) হইতে উত্থান অভিলাষী ভোজও তাহার বন্ধন (বন্দী করণ) প্রয়াসী রাজার মধ্যে উপস্থিত হইল। ভোজ শৌর্য্যের সুযোগ সময়ে কাপুরুষ হইয়া পড়ে, রাজাও পুনঃ পুনঃ বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ বন্ধনজালে তাহাকে জড়িত করিতে পারে না। ২৯৩০—২৯৩২

ভোজ দিম্না গ্রামে অবস্থান করিলে "চোর চাণ্ডালগণ আবার কিরূপ হিতকারী হইল" এই রাজবাক্য রাজবদনকেও শুনিতে হইল। ২৯৩৩

ডামরদিগের দল ভাঙ্গিয়াছিল বটে; আবার তাহারা শৌর্য্যা-

তে দ্বারপতিমায়াতং সোঢ়ুং শেকুর্ন কেবলম্।
অশক্যৈরাহবৈর্যাবত্তাৎপর্য্যাদুদবেজয়ন ॥ ২৯৩৫
তেষাং ত্রাণার্থমন্যেষামুত্থানার্থমথাযযৌ।
কৃষ্টোলঙ্কারচক্রেণ নীবিং দত্ত্বা স সাল্হণিঃ ॥ ২৯৩৬
তেষাং পরেদ্যুঃ পার্শ্বং স যিয়াসুরসকৃত্তদা।
হায়াশ্রমং শ্রান্তসৈন্যো দ্বারেশোঽবুদ্ধ তং তদা ॥ ২৯৩৭
অজ্ঞানন্নিব তেষা ন ব্যাজসন্ধিং নিবদ্ধবান্।
যিষাং কুতোপ্যগাত্তির্য্যক্ স্থিতং সন্তারমূলকম্ ॥ ২৯৩৮

বলম্বনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবে বদ্ধপরিকর হইয়া বারংবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ২৯৩৪

দ্বারপতি উপস্থিত হইয়া আক্রমণ করিলে তাহারা কেবল তাহা সহ্য করিয়াছিল, তৎপরতা প্রদর্শনে বহুবার দুর্জ্জয় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। ২৯৩৫

তাহার পর অলঙ্কারচক্র আহ্বান করাতে ভোজ তাহাদিগের (ডামরগণের) রক্ষণ এবং অন্যান্য যোদ্ধগণের পৃষ্ঠপোষণ করিতে প্রতিভূ প্রদান করিয়া সেখানে আসিল। ২৯৩৬

সে হায়াশ্রমে আগত হইয়া পরদিন যখন তাহাদিগের সমীপে যাইবার জন্য নিরন্তর যত্নমান হইতে লাগিল, তৎক্ষণ তাহার সৈন্যসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, দ্বারপতি তাহা জানিতে পারিল। ২৯৩৭

সে (দ্বারপতি উদয়) তাহা (ভোজের আগমন) যেন না জানিয়াই ডামরগণের সহিত কপট সন্ধি করিয়া বসিল; তৎপর কোন ছলনায় সন্নিহিত তারমূলকে (ভোজের অবস্থিতি স্থানে) উপনীত হইল। ২৯৩৮

তস্মিংস্তত্র স্থিতে দূরাৎ কুতস্ত্যামপি পুংক্কতিম্।
শ্রুত্বা ভোজোঽবদৎ সায়ং কিমপি ব্যাকুলীভবন্॥ ২৯৩৯
নিজৈর্বিহস্যমানোঽপি ত্রাসাত্তস্মাদহেতুকাৎ।
ব্যরংসীৎ সম্ভ্রমান্নাসৌ চক্রে সজ্জাংস্তু বাজিনঃ॥ ২৯৪০
ত্রস্তোঽলঙ্কারচক্রোঽথ দশগ্রাম্যগ্রতো দ্রুতম্।
ক রাজপুত্র ইত্যেবং কথয়িত্বা পলায়িতঃ॥ ২৯৪১
উদতিষ্ঠত্ততো গ্রামমধ্যাত্তূর্য্যধ্বনির্ম্মহান্।
আস্কন্দাবেদকঃ সেনানিনাদশ্চ ক্ষপামুখে॥ ২৯৪২
অলক্ষিতো ধ্বান্তমধ্যেঽভেজে ভোজঃ পলায়নম্।
শ্বঃকর্ত্তব্যেঽথলঙ্কারচক্রো যুদ্ধায় সন্দধে॥ ২৯৪৩

সেখানে অবস্থিত হইলে ভোজ সায়ংসময়ে দূরস্থ কোন স্থান হইতে সমুত্থিত সৈন্য কোলাহল শুনিয়া ব্যাকুলভাবে বলিল "বিপক্ষেরা সমরসজ্জায় আসিতেছে"। ২৯৩৯

তাহার স্বপক্ষগণ সেই অকারণ ত্রাসের জন্য উপহাস করিতে লাগিল; কিন্তু সে তাহাতে শঙ্কাশূন্য হইল না; অশ্বারোহীদিগকে সসজ্জ করিয়া রাখিল। ২৯৪০

তাহার পর অলঙ্কারচক্র ভীত হইয়া "রাজপুত্র কোথায়" এই বলিয়া দশগ্রামীর দিকে দ্রুতপদে পলায়ন করিল। ২৯৪১

তাহার পর রজনীর প্রারম্ভেই গ্রামের মধ্য হইতে রণবাদ্যধ্বনি ও সেনানিচয়ের তুমুল সিংহনাদ (সংগ্রামসূচক শব্দ) সমুত্থিত হইল। ২৯৪২

তাহা শুনিয়া ভোজ অন্ধকারমধ্যে অন্যের অলক্ষিতে পলায়ন

দত্তো দ্বারাধিপেনাগ্নির্গিরিবর্ত্ম প্রকাশয়ন্।
ধ্বান্তধ্বস্তাত্মনাং তেষাং তদাভূদুপকারকঃ ॥ ২৯৪৪

দ্বারাধিপস্য ক্ষাম্যন্তঃ সন্ধিং ভোজপ্রতীক্ষয়া।
শ্রুত্বা তমথ বৃত্তান্তং ভঙ্গং তে ডামরা যযুঃ ॥ ২৯৪৫

অসত্যজন্নপত্যাদিবন্ধং ধীরোচ্চলাশ্রয়াৎ।
আজিং ভোজোলঙ্কারচক্রেণামঙ্গলাবহম্ ॥ ২৯৪৬

....

ভোজস্তত্রাপ্যভূত্তর্ষান্নাহারাদিসুখান্বিতঃ ॥ ২৯৪৭

করিল এবং অলঙ্কারচক্র পর দিনে সংগ্রাম করিবারজন্য কল্পনা করিল। ২৯৪৩

অন্ধকারে তাহাদিগের পলায়ন-পথ আকীর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উদয়ের প্রদত্ত অগ্নির আলোক তাহাদিগের পক্ষে উপকারী হইল। ২৯৪৪

ডামরগণ উদয়ের কৃত সন্ধি-অনুসারে ভোজের প্রতীক্ষায় ক্ষণকালের জন্য ক্ষমাশীল (যুদ্ধ করিতে বিরত) ছিল, এক্ষণে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহারাও একেবারেই ভঙ্গ দিল। ২৯৪৫

* ভোজ অপত্যাদির স্নেহ-বন্ধনে আকৃষ্ট হইয়া ঘোরতর পর্ব্বত-আশ্রয় করিল এবং অলঙ্কারচক্রের সাহায্যে সংগ্রাম করা অমঙ্গলকর ভাবিয়াও সে আশা ত্যাগ করিল না।

* * * * *

ভোজের সেখানে রণপিপাসা (লালসা) বলবতী থাকায় আহারাদিজনিত সুখানুভব হইল না। ২৯৪৬—২৯৪৭

বাণাগ্নিজস্ত্রিপুরনির্দ্দহনে প্রতাপঃ
পাথোনিধেঃ প্রমথনে বড়বাগ্নিজন্মা।
আসাদ্য মন্দরনগেন সমাগমং হি
ন ক্বাপি পন্নগপতেঃ সুখসখ্যমাসীৎ ॥ ২৯৪৮
ক্ষুৎপিপাসাশ্রমং হন্তুং প্রাপ্তঃ স্ববিষয়াবনৌ।
অলঙ্কারাত্মজৈর্ভূয়ো বন্ধুং ভোজোভ্যলষ্যত ॥ ২৯৪৯
পিতুর্ম্মতেন বুদ্ধ্যা বা স্বয়া তত্তদ্বিধিৎসতুঃ।
সোভিসন্ধায় নির্যাতঃ প্রাপাথ বিষয়ান্তরম্ ॥ ২৯৫০
ততো বলহরেণৈব কৃতাং নিশ্চিত্য কার্য্যবিৎ।
অনাস্থোন্যলবন্যেষু দিন্নাগ্রামং পুনর্যযৌ ॥ ২৯৫১

ভুজগরাজ বাসুকি মন্দরগিরির সহিত মৈত্রী-বন্ধনে মিলিত হইয়া কোথাও সুখলাভ করিতে পারে নাই; ত্রিপুর দাহকালে শঙ্করের শরাগ্নির সন্তাপে এবং সাগর-মন্থন-সময়ে বাড়ববহ্নির জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়াছিল। ২৯৪৮

ভোজ ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রম গ্লানির অপনোদনাভিলাষে অলঙ্কার-চক্রের রাজ্যে উপস্থিত হইলে তদীয় তনয়গণ তাহাকে পুনর্ব্বার বন্দী করিতে বাঞ্ছা করিল। ২৯৪৯

পিতার মতানুসারে হউক বা স্বীয় অভিসন্ধিতে হউক, তাহারা (অলঙ্কারচক্রের পুত্রগণ) তাহা করিতে উদ্যোগী হইলে ভোজ তৎসমুদায় বুঝিতে পারিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। ২৯৫০

তাহার পর পরিণামদর্শী ভোজ অন্যান্য লবন্যগণের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া বলহরকে কার্য্যোপযোগী বুঝিয়া দিন্নাগ্রামে পুনঃ প্রস্থান করিল। ২৯৫১

দ্বারাধিপোঽহিতোচ্ছেদধীরোপ্যত্রান্তরে ক্ষমঃ।
চক্ষুরোগেণ ভগ্নাভিযোগোঽকস্মাদ্ব্যধীয়ত॥ ২৯৫২
ভোজায় দাতুমৈচ্ছদ্যো ডামরস্তে সুতে দদৌ।
পর্ম্মাণ্ডয়ে গুহ্লণায় রাজজায় চ নির্জ্জিতঃ॥ ২৯৫৩
রোগোচ্চণ্ডতয়া দণ্ডপ্রয়োগাবসরে কৃতে।
তত্র সাম প্রযোজ্যৈব দ্বারেশো বিবশোঽবিশৎ॥ ২৯৫৪
অভিযোগক্ষণে তস্মিন্ যযৌ ভারসহঃ ক্ষয়ম্।
দুর্নামকাময়ক্ষামঃ ষষ্ঠচন্দ্রোঽপি গর্গজঃ॥ ২৯৫৫
তত্রাময়াবিষ্টেবার্ত্তোদ্রেকৌ তমনুজং নিজম্।
চক্রাতে বসুধাং দুঃস্থামাস্কন্দাস্থৈকপদ্রবৈঃ॥ ২৯৫৬

ইত্যবকাশে দ্বারপতি (উদয়) বৈরিবিদারণে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেও অকস্মাৎ নেত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া সমরচালনে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ২৯৫২

ডামর (অলঙ্কারচক্র) পূর্ব্বে ভোজকে যে কন্যাদ্বয় দান করিতে কল্পনা করিয়াছিল, এখন পরাজিত হইয়া তাহাদিগের বিবাহ পর্ম্মাণ্ডি ও গুলহণ নামক রাজ-পুত্রদ্বয়ের সহিত দিল। ২৯৫৩

দ্বারনাথ (উদয়) দারুণ রোগের আক্রমণে হতাশ হইয়া শত্রু মারণের (যুদ্ধের) পরিবর্ত্তে মৈত্রী (সন্ধি, শান্তি) সংস্থাপন করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। ২৯৫৪

সেই গুরুতর কলহকালে গর্গতনয় ষষ্ঠচন্দ্রও বিষম অর্শরোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে পতিত হইল। ২৯৫৫

তাহার রোগকালে সুযোগ পাইয়া তদীয় অনুজদ্বয় (জয়চন্দ্র ও

ত্রিল্লকঃ প্রবলৈরন্যৈঃ সহাভেদং প্রবর্দ্ধয়ন্।
নাগ্রহীদ্বিগ্রহৈকাগ্রঃ সান্ত্বনামপি ভূপতেঃ ॥ ২৯৫৭
ষষ্ঠে নিষ্ঠাং গতে রোগমগ্নে দ্বারপতাবপি।
নিযুক্তঃ ক্ষ্মাভুজা ধন্যো নিরগাত্তারমূলকম্ ॥ ২৯৫৮
ভোজশ্চ্যুতোমুতোন্যেষাং বলিনাং গোচরে পতেৎ।
প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠো নিস্তীর্ণো দেশাদ্বাসাধ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ২৯৫৯
ইতি সঞ্চিন্ত্য সামাদ্যৈরুপায়ৈস্তং জিঘৃক্ষুণা।
ক্ষ্মাভুজা মর্ম্মসংরম্ভো বিদধে সোভিযোগভাক্ ॥ ২৯৬০
যুগ্মম্ ॥

শ্রীচন্দ্র) উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া আক্রমণ ও অত্যাচারাদি দ্বারা রাজ্যের অশেষ অনিষ্ট করিতে লাগিল। ২৯৫৬

ত্রিল্লক সমরসাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অন্যান্য প্রবল পুরুষগণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিল বটে, কিন্তু রাজার শান্তিসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। ২৯৫৭

ষষ্ঠের লোকলীলা সমাপ্ত এবং উদয় রুগ্নশয্যায় শায়িত হইলে ধন্য বিপ্লববারণের জন্য রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া তারমূলকে যাত্রা করিল। ২৯৫৮

"ভোজ রাজবদনের হস্তচ্যুত হইলে অন্যান্য প্রবল পরাক্রান্ত ডামরগণের সঙ্গে যোগদান করিয়া প্রতিপত্তিশালী হইতে পারে, কিংবা দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেশান্তরে গেলে বশীকরণের বহির্ভূত হইবে," এই ভাবিয়া রাজা তাহাকে সামাদি উপায় প্রয়োগে আয়ত্ত করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তৎসাধনের ভার ধন্যের উপর অর্পণ করিলেন। ২৯৫৯—২৯৬০

অজ্ঞাতোদর্কবৈষম্যা দুর্নীতিঃ সা মহীভুজাম্ ।
ব্যাবৃত্ত্যাবাধত চ্ছিন্নপুচ্ছাকৃষ্টেব পন্নগী ॥ ২৯৬১
বলিনং রাজবদনং নৃপং চাবেত্য নির্ব্বলম্ ।
আভ্যন্তরাশ্চ বাহ্যাশ্চ বিক্রিয়াং যং ক্রমাগ্যযুঃ ॥ ২৯৬২
ছিদ্রান্তরাণি সুলভানি সদৈব হন্ত
পাতালরন্ধ্রসরণেরিব দণ্ডনীতেঃ ।
বহ্বীভবন্ প্রসরমন্তরসম্প্রবিষ্টো
যাত্যপ্রতর্ক্যনিয়মাৎ পতনং ভজেদ্বা ॥ ২৯৬৩
ভোগত্যাগোজ্ঝিতো রাজ্ঞা ক্ষীণার্থোঽহসৌ ব্রজেদিতঃ ।
উক্তে,তামুং বলহরস্তস্য বৃত্তিমকারয়ৎ ॥ ২৯৬৪

পরিণাম-বিষম এই দুর্নীতি না বুঝিয়া প্রয়োগ করায়, তাহা, গর্ত্ত হইতে আকৃষ্ট অচ্ছিন্নপুচ্ছ ভুজগীর ন্যায় মুখ ফিরাইয়া, তাঁহাকেই দংশন করিল। ২৯৬১

ফলতঃ তাহাই হইল। অন্তরঙ্গ (আত্মীয়) ও বহিরঙ্গ (উদাসীন, নিরপেক্ষ) ব্যক্তিগণ রাজবদনকে প্রবল ও ভূপতিকে বলবিহীন মনে করিয়া ক্রমে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। ২৯৬২

পাতাল-পথের ন্যায় দণ্ডনীতি বহু ছিদ্রসঙ্কুল, তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট ব্যক্তি হয়ত রন্ধ্রপথ পাইয়া বহির্গত হইতে পারে, না হয় অনবধানতা-বশতঃ তাহার পতনও হইতে পারে। ২৯৬৩

ভোজকে ত্যাগ করিবার জন্য ভূপতি বলহরকে (রাজবদনকে) বলিলে সে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল যে, অর্থাভাবে ভোজ স্বতঃপ্রবৃত্ত

তাং লব্ধপ্রসরাং মায়াং রাজপক্ষে বিলোক্য সঃ।
যুক্ত্যন্তরাণি সংলেভে প্রযোক্তুং নীতিকৌশলাৎ ॥ ২৯৬৫
সন্ধিং পদে পদে বদ্ধা সার্দ্ধং বলহরাদিভিঃ।
কুর্ব্বন্ গতাগতং ধন্যো জনস্যাবাপ হাস্যতাম্ ॥ ২৯৬৬
শশ্বদ্বিবর্ত্তমানস্য রাজকার্য্যস্য নাবধিম্।
অরঘট্টঘটীযন্ত্রগুণস্যেবাসসাদ সঃ ॥ ২৯৬৭
তস্য চক্র ইবোদ্ভ্রান্তে কর্ত্তব্যে তৈক্ষ্ণ্যভাগপি।
ভেত্তুং প্ররোঢ়ুং বাপ্যাসীন্নয়ো বাণ ইবাক্ষমঃ ॥ ২৯৬৮

হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিবে। এই বলিয়া সে ভূপতি হইতে তাহার (ভোজের) বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল। ২৯৬৪ (ক)

রাজার পক্ষে ভোজকে হস্তগত করিবার জন্য তৎপ্রযুক্ত ছল সফল হইল দেখিয়া সে কূটনীতি অবলম্বনে উপায়ান্তর প্রয়োগে বদ্ধপরিকর হইল। ২৯৬৫

ধন্য, বলহর প্রভৃতির সহিত পদে পদে সন্ধিবন্ধন করত যাতায়াত করিতে করিতে, লোকের উপহাসাস্পদ হইয়া পড়িল। ২৯৬৬

সে অরঘট্ট (কূপ) স্থিত ঘটীযন্ত্রের (জল তুলিবার কল) রজ্জুর ন্যায় নিয়ত ঘূর্ণমান রাজকার্য্যের অন্ত পাইল না। ২৯৬৭

যেমন চক্র ঘুরিতে লাগিলে সুতীক্ষ্ণ শরও তাহা ভেদ করিতে বা প্রবিষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ রাজার নীতি-কৌশল বিপর্য্যস্ত উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল। ২৯৬৮

ক মূলে "ভোগ ত্যাগোর্জ্জিতঃ" এই পাঠ আছে। তাহা অসঙ্গত বোধে উপেক্ষিত হইল। "ভোজ ত্যাগার্থিভিঃ" এইরূপ পাঠে অনুবাদ হইল।

নীতরাজদ্বয়োব্যগ্রঃ শেষস্তৈকস্ত বিগ্রহে।
চতুরঙ্গ ইব ক্রীড়ন্নিবশোঽভূদ্দিশাম্পতিঃ ॥ ২৯৬৯ (ক)
বদ্ধলক্ষ্যঃ প্রদানার্থং ততশ্চ ছদ্মনা পরান্।
ভগ্নতো বাজিপত্ত্যাদি নাপ্যাসীন্নাপ্যজীগণৎ ॥ ২৯৭০
দস্যুযূথসঙ্ঘেষু শীতাপায়প্রতীক্ষিষু।
নাগাদ্বলহরঃ স্বেষামুন্মূলনমশঙ্কত ॥ ২৯৭১
সামর্থ্যাশিথিলামিত্রো ভাবে (খ) স্থিত্রিতবিপ্রিয়ে।
তস্মিন্ ধাবতি মধ্যে চ শশ্বৎ সোঽবপতাকুলঃ ॥ ২৯৭২

রাজা জয়সিংহ রাজদ্বয়কে (লোঠন ও বিগ্রহরাজকে) পূর্ব্বে আয়ত্ত করিয়াও এখন শেষ একজনের সহিত সমরে চতুরঙ্গ-ক্রীড়া-(শতরঞ্চ জাতীয় খেলা) কারীর ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ২৯৬৯

সেজন্য তিনি অর্থ প্রদানে শত্রুকে বশীভূত করিবার ছলনা ও কল্পনা ত্যাগ করিলেন এবং বিপক্ষগণ অশ্ব পদাতি প্রভৃতি নষ্ট করিলে তাহা গণ্য করিলেন না। ২৯৭০

দস্যুরা (ডামরেরা) দলবদ্ধ হইয়া শীতাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলে বলহর (রাজবদন) নাগ হইতে আপনাদিগের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিতে লাগিল। ২৯৭১

নাগ ও ধন্য যথাসাধ্য পরস্পরের প্রতি প্রণয়বন্ধন দৃঢ় রাখিয়া

(ক) চতুরঙ্গ খেলা ৪টি রাজা লইয়া হয়। ১ম রাজা অপর দুই রাজাকে জয় করিলেও ৪র্থ রাজাকে ধরিতে না পারিলে তাহার নিস্তার নাই, এই জন্য উক্ত উপমা সুসঙ্গত হইয়াছে। এই বিষয়ে ব্যাস-যুধিষ্ঠির-সংবাদ, যথা—"বিস্তুমানে নৃপেষশ্চ স্বকীয়েচ নৃপত্রয়ম্। প্রাপ্নোতি তু যদাতস্ত চতুরাজী তদাভবেৎ ॥"

(খ) "মিত্রভাবে" ইতি স্যাৎ। এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল।

সম্মন্ত্র্য সার্দ্ধং ভোজেন ধন্যং সমদিশত্ততঃ।
বদ্ধার্পয়ত নাগং মে ভোজং দাস্যামি বস্ততঃ॥ ২৯৭৩
ভূরিকার্য্যকৃতং স্বস্য বন্ধনার্থাবহং রিপোঃ। (ক)
ধন্যো ব্যসনবৈকল্যাদ্ধিয়ং নাবুদ্ধ তস্য তাম্॥ ২৯৭৪
পার্থিবাঃ স্বার্থসংসিদ্ধিত্বরাবিরতসত্ত্বয়া।
ধিয়াবিশুদ্ধং যৎকিঞ্চিৎ কুর্ব্বন্তীতি ন নূতনম্॥ ২৯৭৫
কাকুৎস্থোপি প্রিয়াপ্রার্থী ব্যগ্রঃ সুগ্রীবসংগ্রহে।
বীরোবিধেয়ং স্বার্থাক্ষ্যমদ্বধং ব্যধিত বালিনঃ (খ)॥ ২৯৭৬

বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতে লাগিলে, সে (বলহর) ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল হইয়া কাঁপিতে লাগিল। ২৯৭২

তাহার পর ভোজের সহিত পরামর্শ করিয়া ধন্যকে বলিয়া পাঠাইল যে, "তুমি যদি নাগকে আবদ্ধ করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি ভোজকে তোমাদিগের হস্তে ন্যস্ত করিব।" ২৯৭৩

ধন্য বিপৎপাতে হতবুদ্ধি হইয়া বুঝিতে পারিল না যে, রাজবদনের এই দুরভিসন্ধি তাহার অশেষ কার্য্যোদ্ধারের ও স্বীয় শত্রু নাগের বন্ধন সাধনের উপায়। ২৯৭৪

রাজারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য আকুল হইয়া সৎপথ হইতে চ্যুত হইয়া থাকেন এবং তদনুসারে কিছু কিছু জ্ঞানকৃত পাপাচরণও করেন, ইহা নূতন নহে। ২৯৭৫

রামও প্রণয়িনী পত্নীর (সীতার) উদ্ধার অভিলাষে সুগ্রীবের

---

* (ক) 'ব'াং' ইতি সঙ্গচ্ছতে। "বহ'ম্" ইতিস্যাৎ, এই পাঠে অনুবাদ হইল।
(খ) 'বীরা বিধেয়ম্' ইতি সুষ্ঠু স্যাৎ। মূলে "বীরাবিধেয়ম্" পাঠ হইলে ভাল হয়। তদনুসারে অনুবাদ হইল।

সংহৃত্য সত্যনিত্যত্বং রাজ্যগর্দ্ধাবিশুদ্ধধীঃ।
আচার্য্যং পাণ্ডবো রাজা ধর্ম্মনিম্নোপ্যঘাতয়ৎ॥ ২৯৭৭
আভিক্ষুবিগ্রহান্নিত্যদ্রোগ্ধু নাগস্ত বিগ্রহঃ।
স্বার্থাপেক্ষী তটস্থস্ত তৎ কালং ন বিগর্হিতঃ॥ ২৯৭৮
অগৃহীত্বা তু ভূভর্ত্রা কঞ্চিদ্ভোজার্পণে পণম্।
সোঽবষ্টব্ধীত্যভূত্তস্মিন্মন্যুর্দ্ধতিমতাং মনাক॥ ২৯৭৯
যথা তৎ কৃত্যমায়ত্যাং হিতং জাতং তথৈব চেৎ।
বিচার্য্যাকারি রাজ্ঞা তচ্ছেমুষীয়মমানুষী॥ ২৯৮০

সহিত সখ্যপ্রার্থী হইয়া স্বার্থান্ধতাবশতঃ বীরধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বালীকে বধ করিয়াছিলেন। ২৯৭৬

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রাজ্যলোভে কলুষিত চিত্ত হইয়া স্বীয় সত্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া আচার্য্য (গুরু) দ্রোণকে নিহত করাইয়াছিলেন। ২৯৭৭

সুতরাং যে ব্যক্তি ভিক্ষুর সময় হইতে নিরন্তর বিগ্রহ করিয়া রাজার চিরদ্রোহী, সে বর্ত্তমানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিরপেক্ষ (শত্রু নহে ও মিত্র নহে) থাকিলেও তাহার নিগ্রহসাধন নরপতির পক্ষে নিন্দনীয় হয় নাই; কিন্তু তিনি বলহর্ষের প্রস্তাবিত ভোজ সমর্পণের কোন পণ না লইয়া তাহাকে বন্ধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বিজ্ঞবর্গের কিঞ্চিৎ বিরক্তির কারণ হইয়াছিলেন। ২৯৭৮—২৯৭৯

যদি রাজার সেই কার্য্য পরিণামে হিতকর হইত, তাহা হইলে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত। ২৯৮০

ধভিন্ন ইব ভোজস্তু নাগং সমদিশত্তথা।
দিৎসুর্ব্বলহরং রাজ্ঞে ত্বদর্পণপণেন মাম্ ॥ ২৯৮১
বন্ধমশ্রদ্দধানোঽস্য রাজত্রাসাদসৌ শ্রয়েৎ।
স বিদন্নথ মাধ্যস্থ্যমিতি তং হি তথাবদৎ ॥ ২৯৮২
ষষ্ঠচন্দ্রে গতে নিষ্ঠাং জয়চন্দ্রেণ পার্থিবঃ।
সংগৃহীতেন তং নাগং পার্শ্বং প্রাবেশয়ত্ততঃ ॥ ২৯৮৩
শঙ্কীকৃতঃ ক্ষ্মাভুজায়ং হন্যাদস্মান্ ভয়াদিতি।
চলন্তমপি তং ভোজস্তন্মন্ত্রিণমরোধয়ৎ ॥ ২৯৮৪
তথেতি জানন্নপি তং কুষ্টোস্মোৎতৈরনীশতাম।
যাতঃ কিমপি হন্তেতি দূতৈর্নাগোপ্যভাষত ॥ ২৯৮৫

তখন ভোজ যেন রাজবদনের সহিত শত্রুতা দেখাইয়া নাগকে বলিয়া পাঠাইল যে, "বলহর তোমার বিনিময়ে (তোমাকে লইবার পণে) আমাকে রাজহস্তে অর্পণ করিতে অভিলাষী হইতেছে"। ২৯৮১

নাগ আত্মবন্ধনে (বন্দীভাবে) অবিশ্বাস করিয়া ভূপতির ভয়ে তাহার (ভোজের) ঔদাসীন্য অবলম্বনের কল্পনা বুঝিয়া তাহাকে তদ্রূপ বলিয়া পাঠাইল। ২৯৮২

ষষ্ঠচন্দ্রের লোক-লীলার শেষ হইলে রাজা জয়চন্দ্রকে হস্তগত করিয়া তদ্দ্বারা নাগকে আত্ম-পার্শ্বে আনয়ন করিলেন। ২৯৮৩

জয়চন্দ্র নাগকে রাজসমীপে লইয়া যাইবার সময়ে ভোজ আশঙ্কা ক্রমে তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে, "রাজার হস্তগত হইয়া এই ব্যক্তি (জয়চন্দ্র) আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবে"। ২৯৮৪

নাগ তদুত্তরে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইল "আপনার কথা সত্য, কিন্তু

নিরঃং নিয়তিস্রোতোগর্ভে জন্তোর্নিমজ্জতঃ।
কথ্যমানং তটস্থেন শ্রোতুং ন শ্রবণৌ ক্ষমৌ ॥ ২৯৮৬ (ক)
নাগে বদ্ধে তৎকুটুম্বৈর্ভীতৈরেত্য সমাশ্রিতঃ।
মায়াশালী বলহরো দুর্দর্শঃ সমপদ্যত ॥ ২৯৮৭ (খ)
ভোজনিষ্ক্রয়বিক্রেয়ং তমাদায় যযৌ ততঃ।
রিল্হণেন সমং ধন্যো ধাবন্বলহরান্তিকম্ ॥ ২৯৮৮
সান্তর্হাসো যোঽগ্রৎস্তৌ প্রাঙ্‌নাগং দত্ত মে ততঃ।
ভোজং দাস্যামি ব ইতি ব্রুবন্ ভ্রাময়তি স্ম সঃ ॥ ২৯৮৯

কি করি? ইহারা আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। হায়! আমার কোন সামর্থ্য নাই।" ২৯৮৫

যখন প্রাণিগণ নিয়তি-স্রোতের গর্ভে পড়িতে থাকে; তখন তাহা-দিগের কর্ণকুহরে তটস্থের (তীরস্থ, পক্ষান্তরে মধ্যস্থ, নির্লিপ্ত) কোন কথাই স্থান পায় না। ২৯৮৬

নাগ বন্দী হইলে তাহার কুটুম্বগণ ভীত হইয়া কপটাচারী বলহরের আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহাতে সে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। ২৯৮৭

অনন্তর ধন্যও রিল্হন ভোজের বিনিময়-লভ্য নাগকে লইয়া দ্রুত-পদে বলহরের নিকট উপস্থিত হইল। ২৯৮৮

"তোমরা অগ্রে আমার হস্তে নাগকে অর্পণ কর; পরে আমি তোমাদিগের নিকটে ভোজকে প্রদান করিব" এই কপট বাক্যে বলহর মনে মনে হাসিয়া তাহাদিগকে ভুলাইতে ও ঘুরাইতে লাগিল। ২৯৮৯

(ক) 'শ্রবণেক্ষমে' ইতি সাধীয়ঃ
(খ) "দুর্দ্ধর্ষ" ইতি স্যাৎ।

বন্ধমূলতয়া দূরং দুর্দ্ধর্ষো যোদ্ধুমাগতম্।
সর্ব্বং তচ্চ দ্বয়োঃ সৈন্যং নিন্যে কৃত্যবিশেষতাম্ ॥ ২৯৯০
বর্ষযুদ্ধাপকর্ষাদি…খিন্নৌ তৌ ততোভ্যধাৎ।
ইতোপসৃতয়োঃ কুর্য্যাং যুবয়োর্ম্মতমিত্যসৌ ॥ ২৯৯১
একপ্রয়াণান্তরিতে স্থিতয়োঃ পথি চাকরোৎ।
কার্য্যান্তঃপাতবৈবশ্যে তয়োর্ম্মতিবিমোহনম্ ॥ ২৯৯২
কাচিদ্বলহরস্যাসীৎ পর্য্যাপ্তির্দৈর্ঘ্যসত্বয়োঃ।
নিশ্চোদ্যাদ্যতনে কালে বীরাণাং বিরলৈব যা ॥ ২৯৯৩
তথা হারিতমার্গায় সাহসাৎ পার্শ্বমীয়ুষে।
দ্রুহ্যতি স্ম ন ধন্যায় লোভাদ্ভোজায় নাপি যঃ ॥ ২৯৯৪

একান্ত স্থিরাধ্যবসায় সম্পন্ন সেই বলহর উক্ত মন্ত্রিদ্বয়ের যুদ্ধার্থী সমস্ত সৈন্যদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিল। ২৯৯০

তদনন্তর বৃষ্টিপাত ও সমর-ব্যবস্থাদির বৈষম্যে তাহারা বিরক্ত হইয়া পড়িলে সে বলিল "তোমরা এস্থান ত্যাগ করিলে আমি তোমা-দিগের মতানুবর্ত্তী হইব"। ২৯৯১

তদনুসারে তাহারা একদিনের গন্তব্য পথ ব্যবধানে অবস্থিতি করিলে সে তাহাদিগের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইয়া কার্য্যাবধারণে অক্ষম করিয়া তুলিল। ২৯৯২

বলহরের যে প্রকার ধৈর্য্য ও মহাপ্রাণতা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, তাহা বর্ত্তমানকালে বীরগণের মধ্যে বিরল। ২৯৯৩

ধন্য পথ হারাইয়া তাহার পার্শ্বে সাহস সহকারে উপস্থিত হইলে সে তাহার এবং লোভাকৃষ্ট হইয়া ভোজেরও কোন অপকার করিল না এবং ভাবিতে লাগিল যে, "মন্ত্রিগণ যদি ভ্রমবশতঃ নাগকে আমার হস্তে

মতিমোহেন নাগং চেদ্দত্থ্যর্শ্বে সচিবাস্ততঃ।
কুর্য্যাং তং স্বপদেভ্যর্থ্য চকারেতি চ চেতসি ॥ ২৯৯৫
নাগাসান্নিধ্যলব্ধদ্ধিদার্ঢ্যার্থং গূঢ়বৈকৃতঃ।
ভ্রাতৃব্যোঽপাতয়ন্নাগং ধন্যাদ্যৈর্লোষ্টকাভিধঃ ॥ ২৯৯৬
সচিবৈর্নিহতে নাগে নির্হেত্বহিতমোহিতৈঃ।
দুর্ম্মন্ত্রিতং নরপতেঃ স্বৈঃ পরৈশ্চ ব্যগর্হ্যত ॥ ২৯৯৭
স্বজাতীয়বধক্রোধাদ্বিরুদ্ধৈঃ সর্কডামরৈঃ।
নাগানুগৈশ্চাশ্রিতোঽভূত্ততো বলহরো বলী ॥ ২৯৯৮
দেহিনো ব্যসনাপাতবৈবশ্যাদ্ভ্রমতোপথি।
অকার্য্যং কুর্ব্বতঃ কার্য্যং সিদ্ধঃ সংসাধয়েদ্বিধিঃ ॥ ২৯৯৯

স্বস্ত করে, তাহা হইলে আমি অনুরোধ করিয়া তাহাকে স্বপদে সংস্থাপন করিব"। ২৯৯৪—২৯৯৫

তাহার পর নাগের ভ্রাতুষ্পুত্র লোষ্টক ধন্য প্রভৃতির সহিত গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাহার (নাগের) অসন্নিধানে পূর্ব্বাধিকৃত অর্থ জাতকে চিরংস্তগত রাখিবার কামনায় তাহার (নাগের) বধসাধন করিল। ২৯৯৬

সচিবচয় অকারণে অপকার-বুদ্ধিতে প্রতারিত হইয়া এইরূপে নাগের নিধন সাধন করিলে স্বপক্ষ ও বিপক্ষবর্গ ভূপতির দুর্নীতির নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল। ২৯৯৭

অনন্তর নাগের অনুচরবর্গ এবং ডামরগণ স্বজাতীয় বধ ক্রোধে বিরুদ্ধ হইয়া বলহরকে আশ্রয় করিল, তাহাতে সে প্রবল হইয়া উঠিল। ২৯৯৮

যখন মনুষ্য বিপৎপাতে বিবশ ও ভ্রান্ত হইয়া অপথে পদার্পণ

উত্তাদ্দুঃসহবিত্তহানবতয়া বন্ধাবধানে মন-
স্তান্মার্গভ্রমণেবশস্য রভসাচ্ছ্রেরে পরিভ্রাম্যতঃ।
অন্যেপাহিতকোশপৃষ্ঠলুঠনাৎ সন্দর্শিতাঙ্গক্ষতে-
র্জন্তোর্হস্ত তনোতি দুর্গতিশমং রম্যানুলোভ্যো বিধিঃ ॥৩০০০
তথা নিরনুসন্ধানং নাগং ধীসচিবৈর্হতম্।
নাবুদ্ধ ভোজঃ সন্ত্রাসত্রাসন্বেবং ব্যকল্পয়ৎ ॥ ৩০০১
লব্ধবর্ণস্য নাবর্ণাবহং কর্ম্মোদমীশিতুঃ।
অলব্ধপণবন্ধস্য বাঞ্ছিতাপ্ত্যৈ বিশঙ্ক্যতে ॥ ৩০০২
যশ্চ যুদ্ধমিতি ব্যগ্রং হর্ষাদাত্মামবাপি যঃ।
ভোজমন্যকরস্থোয়মশক্যো হ্যন্যথা মম ॥ ৩০০৩

করিতে উদ্যত হয়, তখন চিরসহায় বিধাতা তাহার কার্য্য সাধন করিয়া দেন। ২৯৯৯

আহা! তাঁহার কার্য্য কেমন সুন্দর! তিনি প্রসাদপ্রফুল্ল হইলে চিত্তভ্রংশ সম্ভাবনায় এবং সঞ্চিত ধনের অপহরণে অধীর, হতবুদ্ধি এবং পতনোন্মুখ ব্যক্তির দুর্গতিদাহ দূর করিয়া অঙ্গবৈকল্যের শান্তি বিধান করেন। ৩০০০

এদিকে ভোজ নাগের মন্ত্রিগণকৃত নিধনের কারণ জানিতে না পারিয়া ভীত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল। ৩০০১

"যাহার সন্ধিবন্ধন সমাপ্ত হয় নাই, ঈদৃশ মনীষী নরেশের পক্ষে অভীষ্ট লাভের জন্য এই গর্হিত কার্য্য অসম্ভব। 'ভোজ যুদ্ধ করিতে আগ্রহ ও হর্ষ প্রকাশ করাতে আমি তাহাকে তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে নিঃশঙ্ক হইতেছি, নচেৎ অন্যের হস্তগতঃথাকিলে আমার বশে থাকিত না', এই বলিয়া ধন্য

উক্তেতি মোহয়ন্মন্ত্রমুখ্যা······স্মি সন্দিশেৎ।
ইতি মাং রাজবদনঃ স্থিতস্তন্ন নমন্যথা॥ ৩০০৪ যুগ্মম্॥
আ ভিক্ষুবিপ্লবাদ্দ্রোহস্য ভিক্ষস্তানুবন্ধিনঃ।
কিং রাজবদনোপ্যেষ লোভাং সম্ভাব্যতে ন ভূঃ॥ ৩০০৫
অথাবিশঙ্কিনস্ত্রাসব্যদাসায় খাশকাঃ।
রক্তার্দ্রকৃত্তিন্যস্তাঙ্ঘ্রি কোশপানং প্রচক্রিরে॥ ৩০০৬
প্রাদুষ্কৃতভিয়ঃ ক্ষিপ্তরক্ষিণোমুষ্য তিষ্ঠতঃ।
বিশ্বাসার্থং বলহরো বিরলঃ পার্শ্বমাসযৌ॥ ৩০০৭
অমাত্যমতিজাড্যেন নষ্টে কৃত্যেথ কৃত্যবিৎ।
স্বয়মুত্তম্ভনে নীতঃ সংরোভসম্ভ্রমো নৃপঃ॥ ৩০০৮

প্রভৃতি মুখ্য মন্ত্রিগণকে ভুলাইয়া রাজবদন আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে 'আপনি অকারণ আমাকে অবিশস্ত ভাবিতেছেন; ইহা নিশ্চয়ই অসত্য।' ৩০০২—৩০০৪

ভিক্ষু-বিপ্লব হইতে আরব্ধ যে বিদ্রোহ-ভোজ্যের বিতরণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে; এই রাজবদন কি তাহার লোলুপ ও আশ্রয়স্থান নহে?"। ৩০০৫

তাহার পর এইরূপ উৎকণ্ঠাকুল ভোজের ত্রাস ও অবিশ্বাস নাশের জন্য খাশকগণ রক্তাক্ত চর্ম্মে পদ স্থাপন করিয়া কোশদিব্য (কোশ-পরিমিত জল পান পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা) করিল। ৩০০৬

শঙ্কাকুল ভোজ আত্মরক্ষার জন্য রক্ষী রাখিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে বলহর তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একাকী তাহার পার্শ্বে উপনীত হইল। ৩০০৭

অমাত্যগণের অল্প বুদ্ধি দোষে কার্য্য ক্ষতি হইতে লাগিলে

চৈত্রঃ পাদপমণ্ডলস্য তটিনীতোয়স্য বর্ষাগমঃ
সংস্কারো গুণগৌরবস্য নয়নপ্রেমণোন্তিকাসেবনম্।
ঐশ্বর্য্যস্য মহোদ্যমো জয়বিধের্গাঢ়াবিষাদগ্রহঃ
কর্ত্তব্যস্য চ সিংহদেবনৃপতির্ম্মানো ন তত্ত্বাবহঃ॥ ৩০০৯
প্রবাহেণেব কৃত্যস্য হঠেন হরতোন্তরে।
প্রাতিলোম্যং শ্রিতবতা পারং গন্তুং ন পার্য্যতে॥ ৩০১০
অতো ধূর্ত্তো নৃপো মুগ্ধ ইতি জ্ঞাতোরিভিৰ্ম্মুধা।
মৌগ্ধ্যং প্রদর্শয়ংস্তেষাং যততে স্বাভিসন্ধয়ে॥ ৩০১১

নীতি-নিপুণ নৃপতি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন না, স্বাবলম্বনে স্বকার্য্য সাধনে উদ্যোগী হইলেন। ৩০০৮ (ক)

যেমন বৃক্ষাবলীর পক্ষে চৈত্রমাস (বসন্তকাল), নদীজলের বর্দ্ধনে বর্ষাকাল, গুণগৌরববিষয়ে সংস্কার, নেত্রপ্রীতির পোষণে সমীপে অবস্থান, ঐশ্বর্য্য রক্ষণে অসাধারণ উদ্যম্ এবং জয়লাভে অক্ষোভ্য অধ্যবসায়, তদ্রূপ রাজকার্য্যের পক্ষে সিংহদেব নরপতি বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও নৈসর্গিক শান্তিপ্রয়োগে পুষ্টি সাধনে তৎপর। ৩০০৯

স্রোতস্বতীর স্রোতের ন্যায় কার্য্যের প্রতিকূল প্রবাহ পারগমনের (সিদ্ধি সাধনের) বাধা দান করে; এই জন্য বৈরিগণ রাজাকে ধূর্ত্ত ও নির্ব্বোধ অকারণে বলিতে লাগিলে তিনি তাহাদিগকে নিজনির্ব্বুদ্ধিতা প্রদর্শনে প্রতিকূলতা না দেখাইয়া অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৩০১০—৩০১১

(ক) "উত্তমনং নীতে" এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল। মূলে কিঞ্চিৎ বলক্ষণ্য আছে:

স হি বত্তং প্রদানেন ভজন্ ভোজান্তিকস্থিতান্।
তস্যাবিশ্বাসপাত্রত্বং সন্ত্রস্তস্যাভিতোনয়ং ॥ ৩০১২

গন্ধেন বাসিতোৎসঙ্গাঃ কুরঙ্গার্য্যঙ্গজন্মনা।
প্রজ্বলন্ত্যো বিভাবাস্তে তটিন্যোপি কবাটিভিঃ ॥ ৩০১৩

নীড়স্যান্তঃ সরন্ধ্রস্য সর্ব্বতোহিভয়ং স্পৃশন্।
জালে দ্বারাগ্রবন্ধে চ নির্গমে পতনং বিদন্ ॥ ৩০১৪

তাম্যেত্তথা খগো ভোজস্তথান্তঃস্থেষ্ববিশ্বসন্।
বহির্ভূপেন রুদ্ধাধ্বা প্রস্থানেপ্যভজদ্ভয়ম্ ॥ ৩০১৫

যুগ্মম্ ॥

তদা স দৌঃস্থ্যাতিথিতাং প্রাপ্তঃ নৈপ্রৈক্ষত ন ক্ষণম্।
মনোবিনোদনং কিঞ্চিৎ কৃত্যং লোকদ্বয়োচিতম্ ॥ ৩০১৬

তিনি উৎকোচ প্রদানে ভোজের পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিলে তাঁহারা তাহার (ভোজের) অবিশ্বাসী ও ত্রাস স্থানীয় হইয়া পড়িল। ৩০১২

হইবারই কথা। হস্তীরা নদীর তটেও সিংহের গন্ধঘ্রাণে অন্ধ (দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য) হইয়া নদীবক্ষে যেন জ্বলদগ্নি দেখিয়া থাকে। ৩০১৩

বিহঙ্গ যেমন বহুতর রন্ধ্রসঙ্কুল নিজ নীড় দেখিলে সর্পভয়ে এবং দ্বারদেশে জালবন্ধন দর্শনে বহির্গমনে পতনাশঙ্কায় আকুল হয়, ভোজও তদ্রূপ অন্তরঙ্গ (স্বজন) গণকে অবিশ্বস্ত এবং বহিঃপথ ভূপতির অবরুদ্ধ বুঝিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ৩০১৪—৩০১৫

সেই সময়ে সেই হতভাগ্য ভোজ ক্ষণকালের জন্য ইহলোক ও পরকালের উপযোগী কোন চিত্তবিনোদন উপায় অবলোকন করিতে পারিল না। ৩০১৬

উগ্রাভিবঙ্গমনুষঙ্গি পরস্য দুঃখং
হন্তাল্পথং ব্যথয়তি প্রসভার্দ্রভাবম্।
বদ্ধঃ সরোজকুহরে বিরহার্ত্তনাদৈ-
শ্চক্রাভিধস্য মধুপোধিকমেতি দৈন্যম্॥ ৩০১৭
রণে পূর্ণব্রণাস্থানশোণিতো লূনকুন্তলঃ।
ফেনোদ্গার্য্যাননঃ ক্রন্দংস্তেনৈকঃ প্রৈক্ষত দ্বিজঃ॥ ৩০১৮
স পৃষ্টো (ক) বিপ্লুতির্নীতঃ সর্ব্বস্বং বিক্ষতং তথা।
স্বং ডামরৈর্নিবেদ্যৈনং নিনিন্দ ত্রাতুমক্ষমম্॥ ৩০১৯
স্বদোঃস্থ্যার্ত্তমনাস্তস্য দুঃখেন ব্যথিতোঽধিকম্।
ঘট্টিতার্দ্রব্রণ ইব প্রাহ স্মেতি স সান্ত্বয়ন্॥ ৩০২০

দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিও অপরের যাতনা দর্শনে অধিকতর ভাবে মর্ম্মাহত হইয়া থাকে, কারণ মুদ্রিত পদ্ম মধ্যে মধুকর বদ্ধ ও বিপন্ন হইয়া চক্রবাকের বিরহ-বিলাপ শুনিয়া দ্বিগুণ কাতর কণ্ঠে রব করে। ৩০১৭

এই সময় রোরুদ্যমান এক ব্রাহ্মণ ভোজের নয়নপথে উপনীত হইল; তাহার কলেবর ক্ষত ও রক্তাক্ত এবং কুন্তলকলাপ ছিন্ন। ৩০১৮

তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, বিদ্রোহী ডামরেরা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া আঘাত করিয়াছে। ইহা বলিয়া প্রতীকারাক্ষম ভোজকে নিন্দা করিতে লাগিল। ৩০১৯ (খ)

ভোজ আপনার যাতনাতেই সর্ব্বদা অস্থির তাহাতে ব্রাহ্মণের

(ক) 'নীতসর্ব্বস্বম্' ইতি স্যাৎ।
(খ) মূলে "নীত সর্ব্বস্বম্" এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল।

গর্হ্যোহস্মি ন তে ব্রহ্মন্ যোঽনুগ্রাহ্যোঽহমীদৃশঃ।
বিষমে বর্ত্তমানশ্চেত্যথ সোপি তমব্রবীৎ ॥ ৩০২১

দুর্গ্রহেণামুনা ক্রূহি কোর্থঃ পার্থিব পুত্র তে।
সারাসারবিদো যূনঃ কুলে জাতস্য মানিনঃ ॥ ৩০২২

প্রাণান্ সন্দেহমারোপ্য প্রণম্য প্রাকৃতাশয়ান্।
পীড়য়িত্বা বিশঃ ক্লেশৈঃ কার্য্যং কিমিব পশ্যসি? ॥ ৩০২৩

যশ্চ তে প্রতিভাত্যেব জেতব্যো বিদিতো ন কিম্?।
অগ্নিশৌচঃ স সারঙ্গঃ পরশৌর্য্যাগ্নিমজ্জনে ॥ ৩০২৪

বিলাপ-বাণীতে আর্দ্রব্রণ ঘটনে (টাটকা ঘা ঘাঁটিলে) ব্যথিত ব্যক্তির স্থায় আরও ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন। ৩০২০

"ঠাকুর, আমি এক্ষণে নিগ্রহে পতিত, সুতরাং অনুগ্রহের পাত্র; আপনার নিন্দাযোগ্য নহি।" তদুত্তরে সে ব্রাহ্মণ বলিল। ৩০২১

"রাজকুমার আপনি মাননীয় বংশে উৎপন্ন যুবপুরুষ ও হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন। বলুন, কিজন্য এই বিষম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ৩০২২

"নিজ প্রাণকে সংশয়-সঙ্কটে পাত করিয়া অধম জনগণের নিকটে অবনত মস্তক হইয়া এবং প্রজাকুলকে কষ্ট দিয়া কি অভীষ্ট সাধন করিতেছেন?। ৩০২৩

"যাঁহাকে জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনি যে অনল-পরীক্ষিত হরিণের (ক) স্থায় শত্রুগণের শৌর্য্যানল সহ্য করিতে তৎপর, তাহা কি আপনি জানেন না?"। ৩০২৪

(ক) ব্যাধগণ মৃগয়া কালে বনের কোন অংশে অগ্নি দান করিয়া হরিণগণকে বাহিরে আনয়ন করিয়া জালে বদ্ধ বা বাণে বিদ্ধ করে। যে চতুর হরিণ অগ্নিতে ভীত না হইয়া আত্মরক্ষা করে, সেই অগ্নি শৌচ বা অনল-পরীক্ষিত।

যত্র[illegible]শাস্ত্রশলাকাপি বিকলা তদ্বিধীয়তে।
ইন্দীবরদলদ্রোণ্যা ঘটনং স্ফাটিকশ্মনঃ॥ ৩০২৫
পৃথ্বীহরাবতারাদিপ্রত্যনীকিজিতঃ পরে।
কে নামাস্য ন সঙ্ঘর্ষে ক্ষুদ্রপ্রায়া দরিদ্রতি॥ ৩০২৬
কিং দৃপ্য এব বুদ্ধাপি কৃত্যং বৈরাজ্যজীবিনাম্।
ভৃত্যাশয়াঃ ফণিগ্রাহিগৃহীতা ইব ভোগিনঃ॥ ৩০২৭
জাতৈঃ ক্ষ্মাবলয়োদ্বহে ফণিকুলৈর্দিগ্‌ভোগিভিস্তৈর্মুধা
ব্যালগ্রাহিবিকাসিতস্য কুহরৈর্গ্রামস্য হা গৃহ্যতে।
এতান্ ভিক্ষয়িতুং ন তু প্রথয়িতুং তে জীবিকায়ৈ জন-
ত্রাসার্থং ননু কারয়ন্তি হি দৃঢ়ৈর্নির্মজ্জনোন্মজ্জনম্॥ ৩০২৮

"লৌহ-শলাকাও যেখানে কিছুই করিতে পারে না; সেই স্ফটিক প্রস্তর কি নীলোৎপলের পত্র প্রহারে বিদীর্ণ হয়?"। ৩০২৫

"যিনি পৃথ্বীহর ও অবতার (ভিক্ষাচর) প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়াছেন; তাঁহার সংঘর্ষে কোন্ শত্রু দীন হীনের ন্যায় না হইয়া দাঁড়াইতে পারে?। (ক)। ৩০২৬

"আপনি বিপ্লবজীবীদিগের অবস্থা অবলোকন করিয়াও কেন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেছেন? আপনি অনুচরগণের হস্তচালিত হইয়া বিষবৈদ্যগৃহীত ভুজঙ্গের ন্যায় আত্মপরিচয় দিতেছেন।" ৩০২৭

"হায় রে, সর্পশাবকগণের দুর্দ্দশা! তাহারা ভূমণ্ডলধারী শেষ নাগের বংশে জাত হইয়া গণ্ডগ্রামের গর্ত্ত হইতে বিষবৈদ্যগণ (সাপুড়ীয়া) দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে; উহারা ঐ সকল সর্পকে পেটিকা (পেঁট্‌রা বা ঝাঁপি) হইতে বাহির করিয়া লোকের যে অনর্থক ভীতি

(ক) ডামর ভক্তেরা ভিক্ষাচরকে অবতার বলিত।

ইত্যুক্তবন্তং তং সান্ত্বয়িত্বা ভোজো ব্যসর্জ্জয়ৎ।
তদেব (ক) চাশু ব্যাকোশবিবেকঃ সমপদ্যত ॥ ৩০২৯

ভব্যাত্মত্বং প্রশমমহিমোল্লাসনে হস্ত হেতু-
র্ভাবানাং তু ধ্রুবমপরথা মার্দ্দবং ক্রূরতা বা।
স্পৃষ্টং পাদৈরমৃতমহসঃ স্যাৎ কঠোরঃ হিমাংশো-
র্যাতি গ্রাবাপ্যহহ রভসাদার্দ্রতাং চন্দ্রকান্তঃ ॥ ৩০৩০

রাজন্যাভিজনে জাতোঽপ্যলজ্জত্বমশিক্ষিতঃ।
সোঽন্তরং স্বস্য রাজ্ঞশ্চ মুহুর্মহদচিন্তয়ৎ ॥ ৩০৩১

উৎপাদন করে, তাহা তাহাদিগের (ব্যাণগ্রাহিগণের) জীবিকোপযোগিনী ভিক্ষার জন্যই, ঐ সকল বদ্ধ ভুজঙ্গের গৌরবের জন্য নহে"। ৩০২৮

ইহা বলিবামাত্র ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া ভোজ বিদায় করিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার বিবেকবুদ্ধির বিকাশ হইল। ৩০২৯ (খ)

সজ্জনের সংসর্গে মহাত্মারই হৃদয় দ্রবীভূত হয়; ইতরের স্বাভাবিক ভাবই থাকে। সুধাকরের কোমল কিরণ স্পর্শে চন্দ্রকান্ত মণি প্রস্তর হইয়াও হঠাৎ আর্দ্র হইয়া পড়ে; আহা! কিন্তু পদার্থান্তর পূর্ব্বাবস্থায়ই থাকে। ৩০৩০

ভোজ ভূপতি বংশজাত হইয়াও নির্লজ্জত্ব শিক্ষা করে নাই, সে জন্য তাহার চিত্তে তাহার ও রাজার মধ্যে গুরুতর প্রভেদের চিন্তা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। ৩০৩১

(ক) 'তদৈব ইতি যুক্তম্'।
(খ) মূলে 'তদৈব' এই পাঠ সঙ্গত বোধ করিয়া অনুবাদ করা হইল।

গুণৈঃ শৌর্য্যনয়ত্যাগসত্যসত্ত্বাদিভিঃ প্রভোঃ।
পূর্ব্বেপৃথ্বীভুজঃ খর্ব্বা ক্ষুদ্রাঃ স্পর্দ্ধাসু কে বয়ম্॥ ৩০৩২
তস্য প্রভাবদীপ্তেপি সময়ে ক্ষান্তিশীতলা।
শক্তিঃ ক্ষয়জড়ত্বেপি মুগ্ধানাং নো মহোষ্মতা॥ ৩০৩৩
ক্ষ্বেড়াগ্নিতাপনিবিড়োরগসঙ্গমেপি
তুঙ্গস্য চন্দনতরোরপি শীতলত্বম। (ক)
কালে হিমর্ত্তুপরিপিঞ্জরসংজ্বরেপি
নিম্নস্য কূপকুহরস্য মহোষ্মযোগঃ॥ ৩০৩৪
কুতোপি পর্য্যয়াৎ কার্য্যং সুপ্তং নৃপমমুং বিনা।
প্রাপ্য কস্য পুনঃ প্রাপ্যমপ্যশুক্ত্যা ন বাধিতুম॥ ৩০৩৫

সে ভাবিতে লাগিল "শৌর্য্য, রাজনীতি, ত্যাগশীলতা, সত্যসেবা মহাপ্রাণতাদি স্থলে যে প্রভু পূর্ব্বতন নরনাথগণকে পরাস্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্পর্দ্ধা করিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি কে?" ৩০৩২

"তিনি প্রভাব দ্বারা প্রদীপ্ত হইলেও সময়ে ক্ষমাশীলতা দ্বারা কমনীয় হইতে পারেন, কিন্তু মাদৃশ মূর্খ—দৈন্য দ্বারা জড় (পরাঙ্মুখ) হইলেও—চিরকালই অতি তীব্র থাকে?" ৩০৩৩ (খ)

"কেনই না হইবে? কারণ, উন্নত চন্দনতরু নিদারুণ ভুজঙ্গ বিষানলের চিরসংসর্গেও সর্ব্বদা সাতিশয় শীতল থাকে; কিন্তু শীত সময়ে যখন সকল বস্তু সন্তাপসম্পর্কশূন্য হয়, তখন নিম্নতম কূপ কুহরে গুরুতর উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে।" ৩০৩৪

"যিনি স্বকার্য্য সাধন হইলে কোন কারণে নিদ্রিত জনের ন্যায়

(ক) 'অতি শীতলত্বম্' ইতি যুক্তম্।
(খ) মূলে 'অতি শীতলত্বম্' পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল।

ভ্রষ্টং নির্ঝরবারি শুভ্রমচলৈঃ স্বীয়েন ভূয়ঃ ক্বচি-
ল্লভ্যং লভ্যমথাস্রুতঃ কলুষতাতুষ্টং প্রকৃষ্টং ন তৎ।
নির্ব্যাম্মির্ভরনিম্নগাম্বু নভসঃ প্রাপ্যেত নিত্যং দধৎ
প্রালেয়ত্বমুপেত্য শুদ্ধিমধিকাং নাদ্রেহিমাদ্রেনগৈঃ ॥ ৩০৩৬
তদর্থমেব গ্রথিতো যোনর্থো গ্রথিতাত্মনঃ।
স তেন স্বস্থতাং নেতুমর্থিতো ন স্পৃশেদ্রুষম্ ॥ ৩০৩৭
প্লোষায় যোস্য দবব'হ্নমদাদমুষ্মিন্
স্বস্থে স তেন শিখিনা প্রপিতঃ সমীপম্।
অভ্যেতি চন্দনতরোর্দ্ধববহ্নিদাহ-
শান্ত্যৈ যদি প্রিয়কৃদেষ ন তস্য কিং স্যাৎ ॥ ৩০৩৮

নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, সেই ভূপতি ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারে না।" ৩০৩৫

"মেঘ হইতে বিমল বারি বৃষ্টিরূপে সকল পর্ব্বতেই পড়ে; কিন্তু অন্যান্য পর্ব্বতে পতিত হইয়া প্রথমে নির্ঝরে ও পরে পর্ব্বতীয় নদীর স্পর্শে উহা স্বচ্ছতা হইতে বঞ্চিত হয়; হিমালয়ে যাহা পড়ে, তাহা (স্থানগৌরবে) তুষার (বরফ) আকারে পরিণত হইয়া অধিকতর স্বচ্ছ শোভা বিতরণ করে"। ৩০৩৬

"কোন জন চন্দনতরুকে দাহ করিবার কামনায় বনে বহ্নিদান করে, পরে আত্মগ্লানিতে আকীর্ণ হইয়া বহ্নি বারণ করিতে সেই তরুর সমীপে উপনীত হয়; তাহা হইলে সে কি তাহার প্রিয়কারী নহে?" ইহাও ভাবিতে লাগিল "যে ভূপতির অনিষ্টের অবতারণা করিয়াছে, সেই যদি তাহার শান্তির জন্য তাঁহার শরণাগত হয়; তাহা হইলে তিনি রোষপরবশ থাকিবেন না"। ৩০৩৭—৩০৩৮

সমগ্রো দুর্গতাবর্হদপ্রর্ষেব ভূপতিম্।
লোকনাথং তমুদ্ধর্ত্তুমীরং ধন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০৩৯
রাজপ্রসাদনোপায়ান্বেষী বলহরান্তিকম্।
রাজদূতমথায়ান্তমেকং ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩০৪০
দরদ্দেশং ব্রজন্ দৃষ্টং প্রাক্ প্রজ্ঞাতুমন্তিকম্।
স নমস্তং তমানীয় সস্মের ইবাব্রবীৎ ॥ ৩০৪১
রাজ্ঞঃ কিমন্তসন্ধানৈঃ সন্ধিবন্ধাস্তসৌ ময়া।
প্রাজ্ঞৈর্হি ভিষজা ভোজ্যমাতুরায় সমর্প্যতে ॥ ৩০৪২
ততস্তাশ্রদ্দধানস্য নর্ম্মস্মেরস্য জানতঃ।
প্রত্যয়োৎপাদনং তৈস্তৈরালাপৈঃ কিঞ্চন ব্যধাৎ ॥ ৩০৪৩

"যেমন কোন ব্যক্তি (অসুরাদি) লোকপতি বিষ্ণুর প্রতি বারংবার বৈরাচরণ করিয়াও পূর্ব্ব পুণ্যফলে পরিণামে পরিত্রাণ পায়, তদ্রুপ এই লোকনাথ (রাজা) মাদৃশ বিদ্রোহীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া উদ্ধার করিবেন"। ৩০৩৯

এইরূপে ভোজ রাজার প্রসাদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলে একদা একজন রাজদূতকে বলহরের নিকটে আগমন করিতে দেখিলেন। ৩০৪০

দরদের দেশে যাইবার কালে ভোজ পূর্ব্বে এই দূতকে দেখিয়াছিলেন। রাজদূত তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি সহাস্য বদনে তাহাকে বলিলেন। ৩০৪১

"ভূপতির অন্যান্য লোকের সহিত সন্ধিবন্ধনে কি ফল? তিনি আমার সহিত সন্ধি করুন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বৈদ্য দ্বারা আতুরকে আহার্য্য অর্পণ করাইয়া থাকেন।" ৩০৪২

দূত পরিহাস বচন বুঝিয়া তাহার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিল না.

নির্দ্দম্ভভাষিতৈ রূঢ়বিস্রম্ভঃ স কথান্তরে।
অথ ভিগম্য রাজানং স্তবন্ ভোজমভাষত ॥ ৩০৪৪
রাজপুত্রাভিজাতস্য পাদচ্ছায়াস্য লভ্যতে।
স্ব'দে' ব কল্যাণপ্রকৃতেঃ পুণ্যভাগিভিঃ ॥ ৩০৪৫
অনুবৃত্ত্যাভিমুদ্ধ্যাপি তস্যাপোহ্যত বৈকৃতম্।
জোৎস্নয়েব শরত্তাম্রপরিতাপৌষ্ণ্যমম্ভসঃ ॥ ৩০৪৬
অপি স্মরসি (ক) চারত্বে নিযুক্তোহস্মি মহীভুজা।
বিশতস্তে দরদ্দেশমভূবং পুরতঃ পুরা ॥ ৩০৪৭

ও হাসিতে লাগিল। তখন বিবিধ আলাপ দ্বারা সে (ভোজ) তাহার কিয়ৎপরিমাণে ।জাই য়া দিল। ৩০৪৩

অনন্তর রাজদূত ভোজের অকপট আলাপে বিশ্বস্ত হইয়া অবসর পাইয়া ভূপতির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল। ৩০৪৪

"রাজপুত্র, সদ্বংশসম্ভূত মঙ্গলময় সুবর্ণগিরি (সুমেরু) সদৃশ এই মহীপতির পাদচ্ছায়া পুণ্যব' .রা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন"। ৩০৪৫

"যেরূপ শারদীয় সূর্য্যসন্তপ্ত সলিলের উষ্ণতা কোমল কৌমুদী দ্বারা উপশান্ত হয়, প সামান্যরূপ আরাধনায় তাঁহার চিত্তমালিন্য অপনীত হইবে"। ৩

"যখন আপনি দরদের দেশে গমন করিতেছিলেন, তখন মি রাজাজ্ঞায় চররূপে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম; তাহা কি আপনার স্মরণ আছে?" ৩০৪৭

(ক) 'চারত্বে' ইত্যুচিতম্।

ততো নিবৃত্তো বৃত্তান্তং মুখ্যমাখ্যাতুমীতাবকম্।
কালং ক্ষেপ্তুং কথাদৈর্ঘ্যং নয়ন্মধ্যে তমভ্যধাম্ ॥ ৩০৪৮
ক্ষুত্তৃড়ধ্বক্লামশ্রান্তান্দেব তানবলোক্য মাম্।
নিন্দতঃ স্বানুগান্ ভোজো নির্ভর্ৎস্যৈবং তদাব্রবীৎ ॥ ৩০৪৯
স দৈবতমিবাস্মাকং কুলালঙ্করণং প্রভোঃ।
বয়ং ত্বসুকৃতো যস্য নাপ্নুমঃ পাদসেবনন্ ॥ ৩০৫০
গণ্যাঃ পর্য্যন্তনিঃসারাস্তৎসম্বন্ধাদিমে বয়ম্।
চন্দনভ্রান্তিকৃৎ কাষ্ঠং যৎ স্যাত্তদ্গন্ধবাসিতম্ ॥ ৩০৫১
তচ্ছ্রুত্বৈব দয়ার্দ্রস্তং ত্বয়ি যাতঃ স লক্ষিতঃ।
পৃচ্ছন্ পিতেব কিং গর্ভরূপো বক্তীতি মাং পুনঃ ॥ ৩০৫২

"সে স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া আপনার বিষয়ে প্রধান বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিবার অবসরে সময় ক্ষেপের জন্য কথা বাড়াইয়া (তাঁহাকে) বলিলাম"। ৩০৪৮

"দেখ, ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর ও গমনশ্রান্ত অনুচরগণ আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলে ভোজ আমাকে দেখিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন"। ৩০৪৯

"সেই প্রভু আমাদিগের উপাস্য দেবতা ও কুলের আভরণ; আমরা পাপী; এজন্য তদীয় পাদসেবনে বঞ্চিত হইয়াছি। যেমন সামান্য কাষ্ঠ চন্দনের গন্ধ সংস্পর্শে লোকের চন্দনভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে, তদ্রূপ আমরা অন্তঃসারশূন্য হইয়াও তাঁহার (রাজার) সম্বন্ধ গন্ধে লোকসমাজে গণ্য হইতেছি"। ৩০৫০—৩০৫১

"এই কথা শুনিয়াই আপনার প্রতি তাঁহার দয়াদ্রবীভূত, চিত্ত

তস্মিন্নেব ভোজস্য প্রবৃত্তিমভূন্মনঃ।
সোন্তর্বাষ্পোপ্যপশ্যত্তং সান্ত্বয়ন্তমিবাগ্রতঃ॥ ৩০৫৩
সুব্যক্তমাত্রাসম্বোধমুগ্ধত্বেন বিহীয়তে।
তত্ত্ববিৎ কারণজ্ঞানাদন্তঃকরণবেদনম্॥ ৩০৫৪
অশ্রদ্দধানস্তামিচ্ছাং ভোজস্যাকৃচ্ছ্রবর্ত্তিনঃ।
প্রতীদূতীকৃতে তস্মিন্ ধন্যো ন প্রত্যয়ং দধে॥ ৩০৫৫
দেবিতাভূত্তথা নাগবৃত্তান্তে ভবেত্তথা।
মহীভুজং মোহয়িতুং মায়া দীব্যতে ময়া॥ ৩০৫৬

পরিলক্ষিত হইল, কারণ, তিনি পিতার ন্যায় 'সে বালক কি বলিল' ইহা আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলে"! ৩০৫২

ইহা শুনিয়াই ভোজের চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল; সে বাষ্পাবৃত অন্তরে যেন ভূপতিকে সম্মুখে সান্ত্বনা করিতে উপনীত হইতে দেখিতে পাইল! ৩০৫৩

একান্ত অজ্ঞ এবং পরম প্রাজ্ঞ উভয়েই অন্তর্বেদনায় অভিভূত হয় না; প্রথমের বোধাবোধ শক্তির অভাব এবং দ্বিতীয়ের তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবই কারণ। ৩০৫৪

সেই দূত ভোজের বৃত্তান্ত বাহক হইয়া ধন্যের নিকটে উপস্থিত হইলে সে তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিল না; কারণ, ভোজ কোনরূপ বিপদে না পড়িয়া সন্ধির প্রসঙ্গ করিতেছে, ইহা সম্ভাবনা-বহির্ভূত। ৩০৫৫

ভোজ সন্ধিবন্ধনে ত্বরান্বিত হইয়াও বলহরের সহিত মৌখিক মৈত্রী রাখিবার জন্য কপট সরলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক গোপনে তাহাকে বলিল যে, "নাগের ব্যাপারে যেরূপ খেলা হইয়াছে, ইহা সেইরূপ

মা ভূদ্বিশ্বো য়মিত্যেবমুক্ত্বা বলহরং রহঃ।
ব্যাজার্জবেন ভোজস্ত সন্ধিবন্ধায় তত্বরে ॥ ৩০৫৭

যুগ্মম্ ॥

তৎকালযোগাসাচিব্যাশ্চক্রিকাচতুরস্তথা।
তেনাশু দৈশিকাপত্যমেকো দূত্যে ন্যযোজ্যত ॥ ৩০৫৮

স বালকতয়া নিত্যস্বতন্ত্রশ্চক্রিকাং স্বয়ম্।
আচরেদিতি নাশঙ্কাং ভোজে বলহরোঽভজৎ ॥ ৩০৫৯

পার্থিবঃ প্রার্থিতঃ সন্ধিং দূতমাপ্তং প্রতীক্ষতে।
প্রত্যাগতেন তেনেতি ততো ভোজোভ্যধীয়ত ॥ ৩০৬০

তত্রাসন্নিহিতাপ্তঃ স্ত্রীর্বাদপ্রতিভামপি।
ধাত্রীং নোনাভিধানাং স্বাং রাজ্ঞোভ্যর্ণং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৩০৬১

হইবে, আমি রাজাকে মোহিত করিবার মানসে এই কপট ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছি।" ৩০৫৬—৩০৫৭

সে অবিলম্বে উক্ত কর্ম্মোপযোগী ও চক্র চতুর (ষড়্যন্ত্র নিপুণ) একজন দৈশিকের (বিদেশবাসীর) পুত্রকে দূতকার্য্যে নিযুক্ত করিল।৩০৫৮

বলহর ভোজের প্রতি কোন সন্দেহ করিল না ও ভাবিল, তাহার দূত বালক ও সর্ব্বদা পৃথকভাবে অবস্থিত; সুতরাং ষড়্যন্ত্র করিতে সমর্থ নহে। ৩০৫৯

সেই বালক দূত প্রত্যাগত হইয়া ভোজকে কহিল,"আমি রাজাকে আপনার সন্ধির প্রার্থনা জানাইলে তিনি একজন বিশ্বাসী উপযুক্ত (সন্ধিবন্ধনে নিপুণ) দূত পাঠাইতে বলিয়াছেন। ৩০৬০

তখন অন্য কোন বিশ্বাসী পুরুষ নিকটে না থাকায় ভোজ—নোনা

মৃতেন পিত্রা মাত্রা চ হীনে তমনুযাতয়া।
মাতৃকৃত্যং যয়াত্রাসীচ্ছৈশবে মাননীয়য়া॥ ৩০৬২
পত্যুঃ প্রীত্যৈ বিসন্ধানধ্বংসাকল্পাদিকল্পনাৎ।
সখীকৃত্যং সপত্নীনাং যয়া শান্তেের্ষ্যয়া কৃতম্॥ ৩০৬৩
হাসোল্লাসো (ক) হি কার্য্যাণাং যোগ্যকৃত্যাপ্তনিশ্চয়াৎ।
ন যাং সুক্ষত্রিয়াং ক্ষ্মাভৃৎ সম্ভ্রান্তাং জাতু বীক্ষতে॥ ৩০৬৪
শ্বশুরেণ প্রজাভিশ্চ কৃতং রাজ্ঞোভিষেচনে।
আশাস্তং বা মহাদেবী পট্টবন্ধং সমাদধে॥ ৩০৬৫

নাম্নী নিজ ধাত্রীকেনারীত্ব নিবন্ধন প্রতিভাশক্তি না থাকিলেও (নিরুপায় হইয়া) রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিল। ৩০৬১

পিতার পরলোকপ্রাপ্তিতে মাতা তাহার অনুমৃতা হইলে সেই (নোনা) তাহার (ভোজের) শৈশবে মাতৃকার্য্য করিয়া পূজনীয়া হইয়াছিল। ৩০৬২

ধাত্রী রাজসমীপে চলিয়া গেলে ভোজ কর্ণিকা মহিষীকে মধ্যবর্ত্তিনী রাখিয়া প্রস্তাবিত সন্ধিবন্ধনের কল্পনা করিল এবং তাঁহাকে তজ্জন্য সীমান্তে আনয়নের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহিষীর যে সকল মহত্ত্ব (গুণাবলী) মনে করিয়াই সে তদীয় মধ্যস্থতার একান্ত অনুরাগী হইয়াছিল, তাহা এই :—

তিনি (রাজ্ঞী) পতির প্রীতি প্রদানের জন্য ঈর্ষ্যা ও মান পরিহার পূর্ব্বক সখীর ন্যায় সপত্নীগণের বেশবিন্যাস করিয়া দিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যাধারণ এরূপ দৃঢ় ছিল যে, ভূপতি সুক্ষত্রিয় বংশজাত

(ক) 'হাসোল্লাসে' ইতি যুজ্যতে।

অপত্যপ্রিয়তাভোগলোভভর্তৃপ্রসাদনৈঃ।
প্রেৰ্য্যমাণাপ্যকার্য্যেষু বুদ্ধির্যস্যা ন ধাবতি ॥ ৩০৬৬
স্বত্রান্যত্র চ সন্ধানে জাতে ভর্ত্তুরভিন্নধীঃ। (ক)
ভাগ্যোদয়েষ্বনুৎসিক্তা যা চাখণ্ডিতসদ্‌ব্রতা ॥ ৩০৬৭
আবাল্যাদ্ভাববিদ্ভর্ত্তুঃ কুশৃত্যানুসৃতৌ ন সা।
কার্য্যমধ্যং বিগাহেত মানাভিজনরক্ষিণী ॥ ৩০৬৮
ইতি কল্হণিকাদেব্যা মাধ্যস্থ্যে স ধিয়ং ব্যধাৎ।
প্রস্থানপদযাত্রাং সা সীমস্থাপ্রাপণাবধি ॥ ৩০৬৯
কুলকম্ ॥

গুপ্তৈ লগ্নকবিত্তাদিপরার্দ্ধ্যং মধ্যপাতিনম্।
পাথেয়ার্থং পৃথুস্বর্ণলাজি কোশাদি চাত্মনঃ ॥ ৩০৭০

সেই পত্নীকে কি সম্পদে বা বিপদে কখনও বিচলিত দেখিতে পাইতেন না। জয়সিংহের অভিষেকসময়ে তাঁহার (রাজ্ঞীর) শ্বশুর (সুস্সল) ও প্রজাপুঞ্জের অভিপ্রায়ানুসারে তিনিই মহাদেবীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অপত্যবাৎসল্য, ভোগবাসনা ও পতি-প্রসাদ প্রাপ্তির অনুরোধে তাঁহার মতি অকার্য্যে অগ্রসর হইত না। স্বপক্ষ ও অন্য লোকের সঙ্গে সদ্ভাব সংস্থাপনে স্বামীর সহিত তাঁহার মত-ভেদ ঘটিত না এবং ভাগ্যোদয়ে গর্ব্বিতা হইয়া সদ্‌ব্রত ভঙ্গ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদা আপনার অভিজাত্য ও সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কপট কার্য্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেন না এবং বাল্যকাল হইতে পতির মতি গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। ৩০৬৩—৩০৬৯

রাজ্ঞী প্রস্তাবিত মধ্যস্থতা রক্ষার জন্য পণস্বরূপ অর্থজাত এবং

(ক) 'স্বস্যান্যস্য' ইতি পঠ্যতাম্।

প্রাপয়ামাস বিশ্বাস্যৈঃ প্রকৃষ্টাভিজনোদ্ভবান্।
পালনার্থং রাজপুত্রানষ্টাবেবং সর্ব্বসম্বিদম্॥ ৩০৭১
যুগ্মম্॥
বাচকং তদ্‌গৃহীত্বা তামাগমৎ পার্থিবেষ সঃ। (ক)
ধাত্রীং স কারয়ন্ধন্যো বন্ধেচ্ছাসিদ্ধিনিশ্চয়াম্॥ ৩০৭২
বিহিতপ্রত্যয়স্তস্যাঃ সদ্যঃ স্যাত্তু মহীপতিঃ।
রাজধর্ম্মস্য চ বসন্নাসীদ্দোলাকুলাশয়ঃ॥ ৩০৭৩
স হি দধ্যৌ নির্ব্বিরোধো বৈরাগ্যেণাথ মায়য়া।
সঙ্কটান্মোচিতব্যোঽসৌ যায়াৎ কালেন বিক্রিয়াম্॥ ৩০৭৪

আপনার কোষ হইতে পাথেয় স্বরূপ স্বর্ণাদি ও ভোজের রক্ষার্থ সদ্বংশজাত আট জন রাজপুত্রকে (রজপুতকে) উপযুক্ত সজ্জা সহকারে পাঠাইয়াছিলেন। ৩০৭০—৩০৭১

ধন্য উক্ত সংবাদ লইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া ধাত্রীকে ভোজের প্রার্থনাসিদ্ধির আশ্বাস্ প্রদান করিলেন। ৩০৭২

ভূপতি ধাত্রী-দূতীর বাক্যে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু রাজধর্ম্মের (রাজনীতির) আবেশে দোদুল্যমান চিত্ত হইয়া পড়িলেন। ৩০৭৩

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ভোজ এক্ষণ বৈরাগ্য প্রভাবে বা ছলনাবশতঃ শান্তিপ্রিয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও কালে সে বিকৃত ভাব অবলম্বন করিবে"। ৩০৭৪ (খ)

(ক) 'বাচিকম্' ইতি যুক্তম্।

(খ) "মোচিতব্যোঽসৌ" এইরূপ পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল "মোচিতব্যা" হইলে অর্থ সঙ্গতি হয় না।"

অনিঃশেষিতজীমূতজালমাবির্ভবন্ রবিঃ।
অনূনক্লেশশেষশ্চ বিবেকো ন স্ফুরেচ্চিরম্ ॥ ৩০৭৫
মুগ্ধান্নিরস্থসন্ধাননাগবাধাদবেত্য নঃ।
স্বস্থস্থ (ক) সিদ্ধ্যৈ মায়া তেনেয়ং নিরমায়ি বা ॥ ৩০৭৬
লক্ষলক্ষেপরিক্ষীণে শক্তে যূনি গণাশ্রিতে।
ক্ষত্রধর্ম্মস্থিতে নেদৃগ্বিবেকঃ ক্বাপি লক্ষ্যতে ॥ ৩০৭৭
অবল্লি কৌঙ্কুমং পুষ্পমপুষ্পং ক্ষীরিণঃ ফলম্।
অকালপর্য্যায়াপেক্ষং বৈরাগ্যং বা মহাত্মনাম্ ॥ ৩০৭৮
ন ত্যাজ্যো রাজপুত্রোসাবেবং মায়ানিধির্যদি।
এবং বিবর্ত্তশ্চেত্তৎস্মিন্নদৃষ্টে কিং দৃশোঃ ফলম্ ॥ ৩০৭৯

'জীমূতজাল একেবারে নিঃশেষ না হইলে রবি এবং ক্লেশচয়ের সম্পূর্ণ বিলয় না হইলে বহুকাল স্থায়ী হয় না। ৩০৭৫

অথবা অকারণে নাগের নির্য্যাতনে (প্রাণবধে) আমাদিগকে অবোধ বুঝিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই শঠতার সৃষ্টি করিয়াছে।" ৩০৭৬

"যে ব্যক্তি সর্ব্বজনের লক্ষ্য, শক্তিশালী, কার্য্যদক্ষ, বহুলোক বলসম্পন্ন, যুবক এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালনে তৎপর, তাহার ঈদৃশ বৈরাগ্যবুদ্ধি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ৩০৭৭

"ইহাও অসম্ভব নহে; যেরূপ কুঙ্কুমকুসুম লতার এবং ক্ষীরী বৃক্ষের ফল পুষ্পের অপেক্ষা করে না, তদ্রূপ মহাত্মাদিগের বৈরাগ্য বয়ঃক্রমের বাধা নহে।" ৩০৭৮

"যাহা হউক সে শঠ বা সরল (পরিবর্ত্তনশীল) যাহাই হউক না কেন, দেখিয়া চক্ষুর সাফল্য করা যাউক।" ৩০৭৯

(ক) 'স্বার্থস্থ' ইতি স্যাৎ।

রাজ্ঞী রাজাত্মজাশ্চৈতে প্রতিষ্ঠাভঙ্গশংসিনঃ।
ঋজুপ্রভাবাৎ সুস্পষ্টমন্যৎ কার্য্যং ন মন্যতে॥ ৩০৮০
অটিলং কুটিলং স্পষ্টং শরৎ সর্ব্বৈর্ন লক্ষ্যতে।
কান্তাকুন্তলনিঃস্যন্দী তোয়বিন্দুরিবাক্রমঃ॥ ৩০৮১
ইতি ধ্যাত্বা রাজধর্ম্মং সত্যপ্রজ্ঞোচিতং ব্যধাৎ।
ধন্যরিল্হণয়োঃ কার্য্যং শ্রাতাবন্যান্বিসর্জ্জয়ন্॥ ৩০৮২
স্বৈস্তৈবার্থস্য দার্ঢ্যায় সাহ্লণিস্ত্বাং দিদৃক্ষতে।
সমাগম্যতামিত্যুক্ত থ ধন্যো দূতৈরনীয়ত॥ ৩০৮৩

"রাণী ও এই রাজপুত্রগণের বিবেচনায় ভোজকে ত্যাগ করিলে রাজকীয় গৌরবের হানি হইবে এবং সরলভাবে তাহাকে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।" ৩০৮০

* "নদী জলের বক্রগতি হইলেও তাহা সকল লোকের লক্ষ্য হয় না; কিন্তু কামিনীর কুন্তলগলিত সলিল বিন্দুই সকলের আলোচ্য হইয়া পড়ে। বৃহৎ কর্ম্ম করিতে গেলে সামান্য ভ্রম গণ্য নহে, তাহা হইয়াও থাকে; ক্ষুদ্র কর্ম্মে অপচারই আলোচ্য)।" ৩০৮১ (ক)

এই রাজধর্ম্ম (রাজনীতি) ও বিজ্ঞ জনোচিত সিদ্ধান্ত সমাধান করিয়া তিনি অন্য মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া ধন্য ও রিল্হণের ইহা কর্ণগোচর করিয়াছিলেন। ৩০৮২

"সল্হণের পুত্র স্বীয় কার্য্যের দৃঢ়তার জন্য আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন" এই কথা ভোজের দূত বলিলে ধন্য তথায় উপস্থিত হইল। ৩০৮৩

(ক) মূলে পাঠের একান্ত বৈষম্য; কষ্টকল্পনায় অনুবাদ হইল। এই স্থানে সমস্ত পূর্ব্বতন অনুবাদকগণ পরাস্ত।

মা ভৈষীরেষ সন্ধিৎসুঃ সৈন্যাদিতি মিতানুগঃ।
অবর্ত্তিষ্ট তটিন্যাঃ স দ্বীপান্তস্তৎপ্রতীক্ষয়া ॥ ৩০৮৪

সরিৎ সা জানুদঘ্নাম্ভা ভূত্বা ঘর্ম্মক্রতে হিমে।
গগনালিঙ্গিভির্ভীমা তরঙ্গৈঃ সমপদ্যত ॥ ৩০৮৫

অবাপ্তবৈর্য্যয়ালঙ্ঘ্যভাবং যান্ত্যপি দন্তিনাম্।
রুদ্ধঃ সিদ্ধাভূৎ সোথ ছিদ্রাং রন্ধ্রৈষিণাং বশে ॥ ৩০৮৬

সিন্ধোরুভয়তস্তোয়ৈর্ব্যাপ্ততীরভুবোন্তরে।
তে দিণ্ডীরোপমাং (ক) প্রাপুঃ পিণ্ডিতাঃ পাণ্ডুবাসসঃ ॥৩০৮৭

"আপনি এই সন্ধির প্রসঙ্গে সৈন্যদর্শনে ভীত হইবেন না, এইরূপ বলায় সে অল্প সৈন্য লইয়া নদীর দ্বীপ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। ৩০৮৪

সে সময়য় নদীতে জানুপ্রমাণ মাত্র জল ছিল, কিন্তু গ্রীষ্মে হিম (বরফ) গলিত হওয়ায় গগনগামী তরঙ্গসমূহ উহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল। ৩০৮৫

নদী যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ বিকটাকার হইয়া হস্তিগণেরও অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল; তখন সে (ধন্য) ছিদ্রান্বেষী শত্রুদিগের হস্তে রুদ্ধ হইয়া পড়িল। ৩০৮৬

নদীর জল উভয় তীর ভূমিতে তরঙ্গাকারে উপনীত হওয়াতে দ্বীপ মধ্যস্থিত শুভ্র বসনাবৃত ধন্য ও তদীয় অনুচরদিগকে সমুদ্র ফেনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ৩০৮৭

(ক) 'ডিণ্ডীরোপমান্' ইত্যুচিতম্।

খশকানাং সহস্রাণি ভোজস্য পতিতে বলে।
স্থিতবন্তি নিহন্তুং তং তথাস্থিতমচিন্তয়ৎ ॥ ৩০৮৮
দৃগ্‌ভ্যাং সম্ভ্রমদীনাভ্যামবশাস্ত্যে স্পৃশন্নিব।
কর্ণে সল্‌হণস্বনুস্তান্ সন্তর্জ্জ্য বৃজিনোঽব্রবীৎ ॥ ৩০৮৯
নির্দ্দন্তমস্য বিস্রম্ভাচ্ছাবতো বিহিতে বিধেঃ। (ঘ)
নিরতাগে নিপাতঃ স্যান্নিয়তং নিরয়ে পুনঃ ॥ ৩০৯০
হতেঽস্মিন্নহুভৃত্যস্য ন চ শক্তিক্ষয়ঃ প্রভোঃ।
নৈকপক্ষক্ষয়ে তার্ক্ষ্যরংহঃ সংহারমর্হতি ॥ ৩০৯১

ভোজের বহু সহস্র খাশক সৈন্য ধন্যকে এইরূপে বিপন্ন দেখিয়া বিনাশ করিতে বাঞ্ছা করিল। ৩০৮৮

সরল হৃদয় সল্‌হণ সুত সচকিত ও কাতরনয়নে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিদান করিয়া সেই পাপাচরণ হইতে বারণ করিবার জন্য কাণে কাণে কহিল। ৩০৮৯

"যে জন সরল বিশ্বাসে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে বিনাশ করিলে আমাদিগের নরকে নিপাত নিশ্চয়ই হইবে"। ৩০৯০

"ইহার বধসাধনে নৃপতির প্রভাবের বিন্দুমাত্র হানি হইবে না; কারণ তাহার বহু ভৃত্য বর্ত্তমান আছে; একটীমাত্র পক্ষ বিনষ্ট হইলে গরুড়ের বেগগতির হ্রাস হয় না"। ৩০৯১

(ক) 'বধে' ইত্যুচিতম্।

অপিবা বাচ্যতা রাজ্ঞামেবং বিস্রব্ধবোধনাৎ। (ক)
তুল্যাস্তুল্যেন কর্ত্তব্যং কিমনুধ্যায় বধ্যতে ॥ ৩০৯২
যথায়ং বৃত্তয়েনন্তকর্ম্মা রূপং (খ) নিষেবতে।
তথা মমাপি যত্নোয়ং তৎসেবাসাদনে যতঃ ॥ ৪০৯৩
যুক্তমিত্যাদি তেনোক্তা অপি নিশ্চলনিশ্চয়াঃ।
তে ন্যষিধ্যন্ত নির্ব্বন্ধাৎ প্রতিজ্ঞায়াত্মনো বধম্ ॥ ৩০৯৪
রাত্রৌ তথৈবাদারিদ্রাচ্ছিদ্রং তদ্রক্ষিতুং ততঃ।
কারিতাঃ কোশপানং তে তমর্থং সোপ্তি বোধিতঃ ॥ ৩০৯৫

"আরও, এরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে রাজাদিগের নিন্দা হয়; কোন্ জন কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া সমকক্ষ লোককে এইরূপ বিপাকে ফেলিতে পারে?" ৪০৯২ (গ)

"কারণ, ব্যক্তি যেরূপ স্বীয় জীবিকা যাপনের জন্য নৃপতির সেবা করিতেছে, তদ্রূপ আমিও তাঁহার পরিচর্য্যা প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস পাইতেছি"। ৩০৯৩

যখন উক্তরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণেও তাহারা সংকল্প ত্যাগ করিল না, তখন সে (ভোজ) আত্মহত্যার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে নির্ব্বন্ধ সহকারে হত্যা করিতে নিষেধ করিল। ৩০৯৪

উপস্থিত বিপত্তি হইতে বিমুক্তি লাভের জন্য সে খাশকদিগকে কোশপান (কোশ পরিমিত জল পানপূর্ব্বক দিব্য) করাইয়া ধন্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। ৩০৯৫

(ক) 'বন্ধনাৎ বা বাধনাৎ' ইতি সমীচীনম্।
(খ) 'ভূপম্' ইতি স্যাৎ।
(গ) মূলে "বধ্যতে" পাঠের স্থানে 'বাধ্যতে' পাঠ কল্পনা করিয়া অনুবাদ করা হইল। "বধ্যতে" ভ্রান্ত পাঠ।

তেনাবেদিতনির্ব্ব্যাজতয়া ধীরো মহীপতিঃ।
অনুধ্যায়াথ সন্দিগ্ধং সন্ধিসিদ্ধিমমুগ্ধধীঃ॥ ৩০৯৬
অজ্ঞাতনিশ্চয়াসিদ্ধের্ব্বিনান্তঃকরণং পরৈঃ।
অথ প্রাস্থাপয়দ্দেবীং সামাত্যাং তারমূলকম্॥ ৩০৯৭
রাজধর্ম্মবিধেয়ত্বাদবার্য্যাক্রূরশঙ্কিনী। (ক)
প্রস্থানপ্রার্থনাং ভর্ত্তুঃ সা স্বীকৃত্য ততোঽব্রবীৎ॥ ৩০৯৮
অসামান্যেষমাত্যেষু কৃত্যালোকনাৎ সকৃৎ।
আর্য্যপুত্র বিচার্য্যোঽসি বিস্রম্ভঃ কিং-বিরোধিনাম্॥ ৩০৯৯

ধন্য ভোজের অকপট অভিসন্ধি রাজার নিকটে জানাইলে বিচক্ষণ ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ভূপতি সন্ধি-সিদ্ধি বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াও তাহার সাধন বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন; তাহার পর স্বীয় উদ্দেশ্য অন্যকে না জানাইয়া তিনি মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবীকে (কল্হণিকাকে) তারমূলকে পাঠাইলেন। ৩০৯৬।৩০৯৭

মহিষী মহীপতির আজ্ঞানুসারে প্রস্থান করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু রাজধর্ম্মের (রাজনীতির) কূট কঠোরতায় অনিবার্য্যতার আশঙ্কা করিয়া বলিলেন :—৩০৯৮

"আর্য্যপুত্র, যখন মান্যগণ্য অমাত্যগণের গর্হিতাচরণ (খ) একবার দেখা গিয়াছে, তখন বিপক্ষবর্গের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন বিচার করিয়া স্থির করা কর্ত্তব্য নহে কি?"। ৩০৯৯

(ক) 'ক্রৌর্য্য' ইতি মুদ্রাতে।
(খ) ধন্যাদি মন্ত্রিগণ কৃত নাগের বধ, ইহাই দেবীর লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়।

যদ্বা নির্মাতুমযোগ্যেষাং শেমুষীং ত্বং বিগাহিতুম্।
প্রথতে নু কথং কারং মূর্তত্বং মর্ত্যধর্মিণাম্॥ ৩১০০
দেহোপকরণত্বং তে প্রাণৈর্মম বিচিন্ত্যতে।
সতীধর্মস্ত সহতে রাজধর্মস্য নোচিতম্॥ ৩১০১
ব্যক্তিতাস্থ সদাচারং কলিকৃত্যং দ্বিষি ত্বয়ি।
প্রারব্ধো দেব ভোজেন হিমাদ্রৌ হিমবিক্রয়ঃ॥ ৩১০২
ন গৃহ্লাতি সমং বেত্তি স্বস্যান্যস্য ন চান্তরম্।
নির্ব্যূঢ়মদদোষোঽত্র প্রায়েণ প্রাকৃতো জনঃ॥ ৩১০৩
পুত্রমন্ত্র্যবিরোধাদিদুষ্কাণ্ডদ্ধ্যা প্রধাবতি।
সাধ্বাচারোঽপি ভূপালঃ ক্রুধ্যন্ বিস্রব্ধরাধনে॥ ৩২০৪

"কিরূপে বাহ্যভাব দর্শনে মনুষ্যগণের হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত অভিসন্ধি অবগত হওয়া যাইবে?"। ৩১০০

"আমি আত্মপ্রাণপাত করিয়া আপনার দেহরক্ষণে কৃতনিশ্চয়া, ইহা সতীধর্মের কথা, কিন্তু রাজধর্মের ব্যবস্থা অন্যরূপ।" ৩১০১

"দেব, ভোজ আপনার ন্যায় শত্রুর প্রতি বিদ্বেষের পরিবর্তে সদাচার প্রদর্শন করিয়া হিমালয় পর্বতে তুষার বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে।" ৩১০২

"অধুনা মদমত্ত নীচ লোকেরা প্রায়ই শান্তিপথে পদার্পণ করে না এবং আপনার ও অপরের প্রভেদ বুঝিতে পারে না।" ৩১০৩

"সদাচারী রাজাও পুত্র, মন্ত্রী এবং পত্নী প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় ক্রোধান্ধ হইয়া বিশ্বস্ত বধে অগ্রসর হইয়া থাকেন।" ৩১০৪ (ক)

(ক) মূলে "পুত্র মন্ত্রবিরোধাদি" এই পাঠ আছে; তাহাতে 'অবিরোধ' শব্দের পরিবর্তে 'অবরোধ' ধরিয়া অনুবাদ হইল। নচেৎ কোনমতেই অর্থ হয় না।

সমম্বালজ্যনামোঘগিরা দেবেন পীয়তে।
লোকত্রয়ৈকপাত্রেঽস্মিন্ যশো নূনং ময়া সহ ॥ ৩১০৫
ত্রাতব্যসংক্ষয়েঽপেক্ষ্যপ্রাণায়াস্বস্তুদাশয়ঃ।
মমৈবাস্বাদঃস্ত্যাদাদাষ্মভূরিপুরাস্থিতিঃ ॥ ৩১০৬ (ক)
ইত্যুক্ত্বা বিরতাং সত্যসঙ্কঃ সাধ্বীং ধরাপতিঃ।
শান্তশঙ্কামকৃত্বা তাং মাতামন্ত্রাম্ভযোজয়ৎ ॥ ৩১০৭
ভঙ্গং সর্ব্বানয়ঃ ত্রাতুং প্রয়োক্তুং বেদনং নৃপং।
সংরম্ভে কিমৎং ধ্যায়ত্যন্তঃ সর্ব্বোপ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩১০৮

"লোকনাথ, আপনি অঙ্গীকার পালনে কৃতসংকল্প হইয়া আমার সহিত ত্রিভুবনরূপ পাত্রে যশঃসুধা নিশ্চয়ই পান করিতেছেন।" ৩১০৫

"পক্ষান্তরে, আমি যদি আশ্রিত ব্যক্তিকে আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়া রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে যশঃ আস্বাদন করিতে করিতেই ব্রহ্মলোকে যাইতে সমর্থ হইব।" ৩১০৬

ইহা বলিয়া সাধ্বী মহাদেবী বিরতা হইলে সত্যপ্রিয় নরপতি তাঁহার (রাজ্ঞীর) আশঙ্কা নিবৃত্তি করিলেন না এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আদিষ্ট কার্য্যে পাঠাইলেন। ৩১০৭

তখন সমস্ত লোকে মনে মনে ভাবিতে লাগিল "যে সকল অমঙ্গলের মূল, (ভোজ) তাঁহাকে কি ভাবিয়া আশ্রয় বা বৃত্তি দান করিতে এই ভূপতি অভিলাষী হইয়া উদ্যমভঙ্গ করিতেছেন।" ৩১০৮

(ক) ত্রাতব্য রক্ষণেঽপেক্ষ্য-প্রাণায়াত্মস্তদাযশঃ।
মমৈবাস্বাদয়ন্ত্যাঃস্যাৎ আত্মভুবঃ পুরস্থিতিঃ ॥

এইরূপ কল্পিত পাঠে অনুবাদ হইল। মূলের ও Dr. Stein এর পাঠে অর্থসঙ্গতি হয় না।

উপায়েষু প্রযুক্তেষু দেবীসংপ্রেষণাবধি।
নান্যদস্য প্রয়োক্তব্যং যদবাশিষ্যত ক্বচিৎ ॥ ৩১০৯
সপক্ষভেদাদ্ভর্ত্তুঃ সবলত্বাবলত্বয়োঃ।
পরীক্ষকত্বাত্তে কেচিন্মাধ্যস্থ্যেনাবসন্ ক্বচিৎ ॥ ৩১১০
তেপ্যল্পে বা মহান্তো বা ক্ষীণদাক্ষিণ্যশৃঙ্খলাঃ।
ভোজগৃহ্যৈঃ সমাবধ্নন্ কস্থাং সর্ব্বেপি ডামরাঃ ॥ ৩১১১
তে হ্যচ্ছিন্নতটস্থত্বাদ্বৈরাজ্যেস্মাশ্রিরীদৃশঃ।
ভোজঃ সঞ্জাত ইত্যাশু মাধ্যস্থ্যং পরিজহ্রিরে ॥ ৩১১২
ত্রিল্লকো ভোজসবিধং তনুজং প্রাহিণোদ্রুতম্।
প্রাবেশয়চ্ছমালাঞ্চ চতুষ্কং পুষ্কলৈর্ব্বলৈঃ ॥ ৩১১৩

দেবীকে প্রেরণ করাতেই তাঁহার সমস্ত উপায় প্রযুক্ত হইয়াছে, এখন আর প্রয়োগাপযোগী অবশিষ্ট কিছুই নাই। ৩১০৯

রাজার স্বপক্ষের সহিত বিচ্ছেদ বশতঃ যে সকল ডামর তদীয় বল পরীক্ষার (প্রবলতা বা দুর্ব্বলতার অবগতির) জন্য নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল; তাহারা সকলেই অল্প বা বহু সংখ্যক হইলেও তখন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভোজের পক্ষে যোগ দিল। ৩১১০।৩১১১

"আমরা উদাসীনভাবে থাকাতে উপস্থিত বিপ্লবে ভোজ এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে," এই ভাবিয়া তাহারা ঔদাসীন্য ত্যাগ করিল। ৩১১২

ত্রিল্লক স্বীয় সুতকে ভোজের নিকটে এবং চতুষ্ককে প্রচুর সৈন্য সমভিব্যাহারে শমালায় পাঠাইয়া দিল। ৩১১৩

যে ভিক্ষুবিপ্লবেপ্যাসন্ রাজদাক্ষিণ্যরক্ষিণঃ।
বিরোধিসবিধং প্রাপুস্তেপি নীলাশ্বডামরাঃ ॥ ৩১১৪
লহরান্দেবসরসান্ধোলাড়াতশ্চ ডামরাঃ।
ত্রয়ো নীলাশ্বতশ্চৈকা ডামরী পর্য্যশিষ্যত ॥ ৩১১৫
ন ব্যরংসীদ্ধিমং তত্তল্লবক্ষে সাল্হণের্ব্বলে।
পতৎপ্রাবৃট্প্রমত্তৌঘঘোঘোম্ভোধাবিবোদ্গতঃ ॥ ৩১১৬
ভোজস্তু দেবীমায়ান্তীং শ্রুত্বা বলহরন্ততঃ।
ধ্রুবং সন্ধিংময়া বদ্ধ ইতি সুব্যক্তমভ্যধাৎ ॥ ৩১১৭
এতাবন্তি দিনান্যাসীৎ পুংসো ভ্রময়িতা পুমান্।
সম্বন্ধিনীনাং মাধ্যস্থ্যে স্বকুল্যাং কোন্যথা ভবেৎ ॥ ৩১১৮

যাহারা ভিক্ষু-বিপ্লব কালে নরপতির পক্ষপাতী ছিল, সেই সমস্ত নীলাশ্ব প্রদেশীয় ডামরদল বিপক্ষের সহিত সম্মিলিত হইল। ৩১১৪

কেবল লোহর, দেবসরস এবং হোলাড়ার তিনজন ডামর এবং নীলাশ্ব প্রদেশীয় একমাত্র ডামরী শত্রুপক্ষে যোগদান করে নাই। ৩১১৫

যেমন বর্ষাকালে সিন্ধু মধ্যে জলপ্রবাহের শব্দ অবিরত উত্থিত হয়, তদ্রূপ ভোজের সৈন্যের দিকে লাবণ্যগণ সতত ধাবিত হইতে লাগিল। ৩১১৬

ভোজ দেবীর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বলহরকে সুব্যক্তভাবে বলিল "আমি সন্ধিবন্ধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি। ৩১১৭

"এতদিন পুরুষে পুরুষে সংঘর্ষণ চলিতেছিল; এখন যখন স্ববংশীয় মহিলাগণ মধ্যস্থ হইয়াছেন, তখন কে তাহা ভঙ্গ করে ?" । ৩১১৮

কুলচূড়ামণিঃ প্রেম্ণা স যত্রৈবং প্রবর্ত্ততে।
কিং স্যাদগণ্যপ্রায়াণাং কার্কশ্যং তত্র মাদৃশাম্॥ ৩১১৯
যচ্চ মায়ামিমাং ব্রূথ তত্তথাস্ত্বস্মি বঞ্চিতঃ।
বিশ্বাস্যৈব ভবিষ্যামি নাকীর্ত্তীনাং নিকেতনম্॥ ৩১২০
মা চ ভূদ্বিজয়াশা বঃ সমেতা নিখিলা ইতি।
দ্রাক্ষ্ম চেদৃশাং ব্যূহামবরুক্ষ্যাম বোন্নতেঃ॥ ৩১২১
যুক্তিযুক্তমিদং চান্যচ্চোক্তবান্ বহু নিশ্চয়াৎ।
নাশক্যতান্যথা কর্ত্তুং ভোজো বলহরাদিভিঃ॥ ৩১২২

"যখন আমাদিগের কুলের গৌরবমণি প্রেমপ্রবণ হইয়া এইরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন মাদৃশ তৃণতুল্য জনের কর্কশতা কি শোভা পায়?"। ৩১১৯

"তোমরা আমাকে শঠ বলিতেছ; তাহাই স্বীকার্য্য; প্রতারিত (সন্ধি করিলে) হইতে পারি, (তাহা হইলেও) আমি এখন বিশ্বাস জন্মাইয়া (তাহা ভঙ্গ করিয়া) অকীর্ত্তির নিকেতন হইতে পারিব না।" ৩১২০

"সকলেই মিলিত হইয়াছে বলিয়া বিজয়াশা করিও না। এরূপ ব্যূহ আমি দেখিয়াছি বটে; কিন্তু উন্নতিপথে উত্থিত হইতে পারিব না।" ৩১২১

ভোজ এইরূপ যুক্তিপূর্ণ নানা কথা বলিতে লাগিলে বলহর প্রভৃতি তাহাকে কিছুতেই পরিবর্ত্তিত (মত বিষয়ে) করিতে পারিল না। ৩১২২

দ্বিত্রাহান্তরিতেঘিত্রপ্রমাথেপরথা কথম্।
ফলকালেসি সংবৃত্ত ইতি তং চাবদন্নৃপাঃ ॥ ৩১২৩
তারমূলস্থিতে রাজ্ঞি সসৈন্যৌ ধন্যরিল্হণৌ।
রাজপুত্রৈঃ সহ ততঃ পাঞ্চিগ্রামমবাপতুঃ ॥ ৩১২৪
প্রাপ্তাববেত্য তৌ নদ্যাস্তীরেবাচি কৃতস্থিতী।
পরস্মিন্ কূলগহনে ভোজোপ্যেতাবুপাবিশৎ ॥ ৩১২৫
অশ্রান্তং বিশতো দিঙ্মুখেভ্যস্তৎকটকং ভটান্।
পশ্যন্তঃ কেপি সন্ধিং ন শ্রদ্দধুর্নৃপতের্বলে ॥ ৩১২৬
হঠপ্রবিষ্টান্নির্য্যাতুমক্ষমানল্পসৈনিকান্।
ধন্যাদীন্ রাজবদনো হন্তুং শশ্বদচিন্তয়ৎ। ৩১২৭

প্রদেশাধিপতিগণ তাহাকে বলিতে লাগিল—"দুই তিন দিন মধ্যে যখন শত্রুর সংক্ষয় সিদ্ধপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে, তখন ফলপ্রাপ্তির সময়ে আপনার এরূপ মত পরিবর্ত্তন কেন হইল ?। ৩১২৩

নৃপতি তারমূলকে অবস্থান করিতে লাগিল, ধন্য ও রিল্হণ সসৈন্যে রাজপুত্র (রাজপুত) দিগকে সঙ্গে লইয়া পাঞ্চিগ্রামে পৌছিল। ৩১২৪

তাহাদিগকে নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থান জানিতে পারিয়া ভোজও দুর্গম উত্তর কূলে শিবির সংস্থাপন করিল। ৩১২৫

বিবিধ দিক্ হইতে বীরবর্গ অবিরত ভোজের কটকে প্রবিষ্ট হইতেছে, ইহা দেখিয়া নৃপতির সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি সন্ধিবন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিল না। ৩১২৬

'ধন্য প্রভৃতি হঠাৎ অল্প সৈন্য লইয়া এইস্থানে প্রবেশ করিয়াছে

ছিত্বা সূর্য্যপুরাৎ সেতুং রাজ্ঞঃ সৈন্যং জিঘাংসবঃ।
মহাপদ্মসরোনৌষু নিভৃতং কেচনাবসন্ ॥ ৩১২৮
অন্যে তৎসাহসোদন্তান্বেষিণঃ পতনোন্মুখাঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্মার্গৈস্তত্র তত্র তস্থুর্ভূভৃদসম্মতাঃ ॥ ৩১২৯
আস্কন্দং ভাঙ্গিলেয়াস্তাঃ পুরে শঙ্করবর্ম্মণঃ।
শমালাক্ষিপ্তিকাবাপ্তিং ডামরাঃ সমচিন্তয়ন্ ॥ ৩১৩০
প্রাপ্যং মহাসরিৎ কূলং ত্রিল্লকাদ্যৈরগণ্যত।
নীলাশ্বডামরৈর্ব্বাশা কার্য্যা চ নগরান্তরে ॥ ৩১৩১

এক্ষণ বহির্গমনে অসমর্থ হইয়াছে' ইহা বুঝিয়া রাজবদন তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য অনবরত ভাবিতে লাগিল। ৩১২৭

কেহ কেহ নরপতির সৈন্যবিনাশ বাসনায় সূর্য্যপুরের সেতুচ্ছেদ করিয়া মহাপদ্ম (বর্ত্তমান বোলর) সরোবরে নৌকায় গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ৩১২৮

অন্যান্য রাজদ্রোহিগণ রাজবদনের এই শৌর্য্য প্রদর্শনের সংবাদ পাইয়া আক্রমণোদ্দেশে যথাযথ পথে অবস্থান করিতে লাগিল। ৩১২৯

ভাঙ্গিলেয় প্রভৃতি স্থানের ডামরগণ শঙ্কর বর্ম্মার নগর (বর্ত্তমান পতন) এবং শমালাবাসীরা (ডামরগণ) ক্ষিপ্তিকা অবরোধ করিতে অভিলাষী হইল। ৩১৩০

ত্রিল্লক প্রভৃতি মহাসরিতের তটকে অধিকৃত বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল এবং নীলাশ্ব প্রদেশীয় ডামরেরা নগরাক্রমণে উদ্যত হইল। ৩১৩১

কিমন্যদ্ রাজগৃহ্যাণাং সমং সর্ব্বে জিঘাংসবঃ।
কারণ্ডবানাং তোয়ান্তর্ব্বেষ্টিতানামিবাভবন্ ॥ ৩১৩২
সন্দিগ্ধশিক্ষিতং কার্য্যং সর্ব্বতঃ সমভাং তদা।
প্রাপ বৃষ্টৈরবগ্রাহগ্রহযোগান্তরস্থিতেঃ ॥ ৩১৩৩
পদে পদে রাজচমূপথায়োথানমিচ্ছতঃ।
ছিন্দন্ বলহরস্যেচ্ছাং ভোজো ব্যগ্রত্বমগ্রহীৎ ॥ ৩১৩৪
ক্ষণে ক্ষণে বিসন্ধানধ্যায়িনা তেন কশ্চন।
বাধ্যমানস্যান্তরায়ঃ সন্বিধাসু ব্যচীর্য্যত ॥ ৩১৩৫
ঘটনামুদযযৌ যো যো বিরোধঃ কটকদ্বয়াৎ।
সত্ত্বৈকাগ্রঃ স্বয়ং ভোজস্তং তং ত্বরিতমচ্ছিনৎ ॥ ৩১৩৬

অধিক আর কি বক্তব্য, জলমধ্যে পরিবেষ্টিত হংসকুলের ন্যায় রাজপুরুষদিগের বিনাশের জন্য সকলেই এক সময়ে বদ্ধপরিকর হইল। ৩১৩২

তাহা হইলেও সকলেই স্বস্ব কৌশলপ্রয়োগে সন্দেহসমাকুল হইয়া অনাবৃষ্টি ও অনুকূল (বর্ষণজনক) গ্রহযোগে বৃষ্টির সাক্ষ্য লাভ করিল। ৩১৩৩

বলহর পদে পদে রাজসৈন্যের ধ্বংস সাধনে এবং আত্মোত্থানে উদ্যম দেখাইতে লাগিলে ভোজ ব্যাকুল হইয়া তাঁহার বিঘ্নাচরণ করিতেছিল। ৩১৩৪

আবার বলহরও সন্ধিবন্ধনের প্রতিকূলাচরণে অভিলাষী হইয়া ক্ষণে ক্ষণে তাহার বাধা জন্মাইতে লাগিল। ৩১৩৫

উভয় কটক মধ্যে যে যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, ভোজ দৃঢ় সংকল্প সহকারে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহা নিবারণ করিয়া দিল। ৩১৩৬

দূত্যে চ কল্পকত্বে বা যেঽভবন্ রাজরঞ্জকাঃ। (ক)
ভয়েন প্রযযুস্তে যদ্বৈকল্যং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৩১৩৭
কর্ণে তৎ কথয়ন্তি দুন্দুভিরবৈ রাষ্ট্রে যদুদ্ঘোষিতং
তন্ম্রাঙ্গতয়া বদন্তি করুণং যস্মাত্ত্রপাবান্ ভবেৎ।
শ্লাঘন্তে তদুদীর্য্যতে যদরিণাপ্যুগ্রেণ মর্ম্মান্তকৃ-
ত্তে কেচিন্ননু শাঠ্যমৌগ্ধ্যানিধয়স্তে ভূভৃতো রঞ্জকাঃ ॥৩১৩৮
ভাণ্ডস্তাণ্ডবমণ্ডপে কটুকথাবীচিষু কন্থাকবি-
র্গোষ্ঠ্যাং স্বগৃহাঙ্গনে শিখরিভূগর্ভে থটাকুঃ স্ফুটম্।
পিণ্ডীশূরতয়া বিটশ্চ পটুতাং ভূভৃদ্গৃহে গাহতে
গচ্ছন্তি হ্রদকুষ্টকচ্ছপতুলাং চিত্রং ততোঽন্যত্র তে॥ ৩১৩৯

তখন যাহারা মন্ত্রণা দান ও দৌত্য কর্ম্ম দ্বারা রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কার্য্যের সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ৩১৩৭

যাহা দেশমধ্যে ঢক্কাবাদনে ব্যক্ত হয়; সেই (সর্ব্বজনবিদিত) বাক্য যাহারা রাজার কর্ণে (গোপনে) কহে; যাহারা শরীর অবনত করিয়া করুণ ও ক্ষীণ কণ্ঠে এভাবে আলাপ করে, যাহাতে প্রভু (সর্ব্বসমক্ষে) লজ্জিত হইয়া পড়েন; এবং যাহারা স্বামীর অল্পমাত্র অপ্রিয় ব্যক্তির উপর মর্ম্মভেদিনী কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করে, সেই অজ্ঞ ও শঠেরাই রাজার চাটুকার হয়। ৩১৩৮

যাহারা নাট্যশালায় (রঙ্গভূমিতে) রসরঙ্গকারী ভাণ্ড (বিদূষক বা ভাঁড়), কটুকথাক্ষেত্রে (গালাগালির আড্ডায়) কন্থাকবি

(ক) 'যেঽভবন্' ইতি যুক্তম্।

শূরোদ্রেকবিপর্য্যাসাচ্ছ্রান্তোম্না ক্ষ্মাভৃতস্ততঃ।
বাসরঃ শরণীচক্রে তুঙ্গশ্চোত্তুঙ্গমঞ্জসা॥ ৩১৪০
ভানুর্দ্দত্তপদোনুরোত্র্যাতুর্গোবলয়ান্তরে।
ক্ষ্মাভৃচ্ছিরোর্পিতকরো রক্তমণ্ডলতাং দধে॥ ৩১৪১
অহস্ত্রিযামামুখয়োরপি মধ্যস্থয়া দধে।
সন্ধ্যয়া বন্দনীয়ত্বং জনস্ত ব্যঞ্জিতাঞ্জলেঃ॥ ৩১৪২

(ছড়াদার), নিজগৃহাঙ্গনে গোষ্ঠ কুক্কুর, (ক) পর্ব্বত কন্দরে খট্টাকু (পশুবিশেষ), এবং রাজসভায় বিট (ব্যঙ্গবাক্যবিশারদ) সেই সকল পিণ্ডীশূর (কাপুরুষ বা পটুক) গণ বৈষম্য উপস্থিত হইলে হ্রদাকৃষ্ট (জলাশয় হইতে উত্তোলিত) কচ্ছপের ন্যায় সঙ্কুচিত (জড়শড়) হইয়া পড়ে ; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি ? । ৩১৩৯

এখণ সায়ং সময় উপস্থিত, দিনালোক প্রভুর (রাজার) প্রতাপের ন্যায় ক্রমে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া অস্তাচলের উচ্চশৃঙ্গে বিশ্রামার্থে প্রস্থান করিল। ৩১৪০

দিনমণি (নরমণির ন্যায়) ভ্রাতা অরুণকে কিয়ৎকালের জন্য পৃথিবীতে রাখিয়া লোহিত শরীরে অস্তাচলের শিখরদেশে আশ্রয় করিলেন। ৩১৪১

জনগণ কৃতাঞ্জলি করে দিন ও যামিনীর মধ্যপাতিনী মধ্যস্থা মহারাজ্ঞীর ন্যায় সন্ধ্যা দেবীর বন্দনা করিতে লাগিল। ৩১৪২

(ক) গোষ্ঠ কুক্কুর স্বস্থানে থাকিয়াই ঘেউ ঘেউ করিতে তৎপর ; অন্যত্র ভীরু।

কবাটিদন্তৈর্ব্বিস্ফোটাশ্চন্দ্রকান্তৈঃ শিরোদগমঃ।
শ্বয়থুঃ পয়সাং পত্যা দধে রাজ্ঞ্যুদয়োন্মুখে ॥ ৩১৪৩
সদৈন্যৈরম্বরবিন্দেষু হীনবন্দ্যোপজীবনৈঃ।
কবাটিনাং কটেম্বেব ষট্পদৈর্ঘটিতং পদম্ ॥ ৩১৪৪
অদৃষ্টকার্য্যপর্য্যন্তাস্ততন্তে বিষমস্থিতাঃ।
সরিত্তটে সকটকাঃ পর্য্যতপ্যন্ত মন্ত্রিণঃ ॥ ৩১৪৫
ন কিঞ্চিৎ প্রত্যভাৎ···স্বং লঘু ভ্রান্তং চ জানতাম্।
ওঘেন হ্রিয়মাণানামিবৈষামবলম্বনম্ ॥ ৩১৪৬
তীরে পরস্মিন্ সরিতো বসন্ বলহরঃ পুনঃ।
রুদ্ধঃ কন্দলিতাস্কন্দো বুদ্ধিঃ সাল্হণিনাসকৃৎ ॥ ৩১৪৭ (ক)

রাজার ন্যায় চন্দ্র উদয়োন্মুখ (পক্ষান্তরে কৃতকার্য্যপ্রায়) হইতে লাগিলে গজদন্ত গুলি ফুটিয়া উঠিল, চন্দ্রকান্ত মণি যেন আনন্দে (জয়সিংহের অভীষ্ট সিদ্ধি জনিত) গলিয়া গেল এবং সমুদ্র উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ৩১৪৩

অরবিন্দফুল মুদ্রিত হইলে ভৃঙ্গগণ তথায় মকরন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া মত্ত গজযূথের গণ্ডস্থল আশ্রয় করিল। ৩১৪৪

এদিকে অমাত্যবর্গ সসৈন্যে নদীতীরে থাকিয়া কার্য্যের অন্তিম অবস্থা না দেখিয়া বিপত্তি বোধে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। ৩১৪৫

তাহারা নিজ দৌর্ব্বল্য ও ভ্রম বুঝিয়াও প্রবাহে পতিত ব্যক্তির ন্যায় কোন অবলম্বনই ভাবিয়া পাইল না। ৩১৪৬

অপর পারে বলহর বসিয়াছিল বটে, কিন্তু বারংবার আক্রমণোন্মুখ হইয়াও ভোজের বারণে সে পারিল না। ৩১৪৭

(ক) 'স্কন্দবুদ্ধিঃ' ইতি সাধু।

কার্য্যাতিপাতাদায়াতং মন্ত্রিণাং তন্মিতং বলম্।
তস্য প্রবর্দ্ধমানস্য সুখোচ্ছেদং বভূব যৎ ॥ ৩১৪৮
বিতস্তাসিন্ধুসম্ভেদযাত্রায়াং নগরে যথা।
তথা তথাপতদ্রাত্রৌ লোকঃ শ্রান্তো ব্যবর্ত্তত ॥ ৩১৪৯
লেখৈর্ডামরসংহারখণ্ডনায় বিসর্জ্জিতৈঃ।
সান্তরৈর্গ্রথিতাবাহৈর্নানাগ্রৈ রাজবীজিনঃ ॥ ৩১৫০
শাঠ্যান্বিতৈরনুসরৈস্তুমুলোৎপাদনৈরপি।
ধীরো ধৈর্য্যান্নিশ্চয়াদ্বা স্বৈঃ স ক্রষ্টুং ন পারিতঃ ॥ ৩১৫১
সামন্তানামাগতানামবিস্রম্ভাদসম্ভ্রমম্।
স্তব্ধ্যোহং নিপত্যাশু কুর্য্যাদত্যাহিতং কথা ॥ ৩১৫২

সে বুঝিয়াছিল যে, মন্ত্রিগণ কার্য্যাশব ভাবিয়া অল্প সৈন্য সঙ্গে আনয়ন করিয়াছে, সুতরাং তাহা অনায়াসে উচ্ছেদ করা যাইবে। ৩১৪৮

সেই নগরে বিতস্তা ও সিন্ধু সঙ্গমে স্নানের যাত্রিগণ শ্রান্ত হইয়া যামিনী যাপন করিতে লাগিল। ৩১৪৯ (ক)

ডামরগণের দল ভাঙ্গিবার জন্য নানা প্রকার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বার্ত্তাবাহী পত্র প্রেরিত হওয়ায় রাজপুত্রগণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ৩১৫০

তাহার কপটাচারী অনুচরগণ তুমুল আন্দোলন করিয়াও ভোজকে দৃঢ়সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। ৩১৫১

সে উপস্থিত প্রদেশপতিদিগকে বিশ্বাস করিত না এবং স্থিরচিত্তে ভাবিতে লাগিল "বলহরের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিলে এ ব্যক্তি

(ক) মূলে 'তথা তত্র এই পাঠ কল্পনায় অনুবাদ হইল।

কৃতে চ কদনোঙ্কারেনেন সর্ব্বং সমুন্মিষেৎ।
দ্বিজানামিব দস্যূনাং সমূহস্তেন সর্ব্বতঃ॥ ৩১৫৩
ইতি নির্দ্ধ্যায় দুরুক্ষুরিব ভোজঃ ক্ষপাত্যয়ে।
কূর্ম্মঃ সাহসমিত্যুক্ত্বা নিন্যে বলহরং সমম্॥ ৩১৫৪

তিলকম্॥

তেষাং তদর্থায়াতানাং সামন্তানামভোজনে।
দাক্ষিণ্যাদিতি নাভোজি তেনাপ্যভিজনস্পৃশা॥ ৩১৫৫
তথা স মত্যা বৈমত্যং তমজ্ঞাত্বা তু মন্ত্রিণঃ।
নিষ্প্রত্যয়াস্তেন জাতমমন্যন্ত নয়াত্যয়ম্॥ ৩১৫৬

ক্রোধান্ধ হইয়া হঠাৎ রাজসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া অশেষ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং ইহার উদ্দীপনায় প্রায়োপবেশনে সমবেত ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ডামরগণ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিবে” এই চিন্তা করিয়া বিদ্রোহাভিলাষীর ন্যায় রজনী প্রভাতে রাজসৈন্য আক্রমণের কপট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলহরকে শান্ত করিল। ৩১৫২—৩১৫৪ (ক)

তদীয় উপকারার্থে আগত সামন্তগণ ভোজন না করিলে সেই অভিজাত ভোজ শিষ্টাচারানুরোধে কোনমতে খাদ্য গ্রহণ করিল না। ৩১৫৫

মন্ত্রিগণ তাহার প্রতি অবিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে তাহাদিগের স্বমতবিরোধী বলিয়া বুঝিয়াছিল। ৩১৫৬

(ক) মূলে ‘বলহরং সমম্’ আছে; ‘সমম্’ স্থলে তালব্য শকার হইবে, দন্ত্য নহে। নচেৎ অর্থের অসঙ্গতি অনিবার্য্য।

পক্ষিপক্ষস্ফুটাস্ফালশফরস্ফুরিতেষ্বপ্যধাৎ ।
তেষামাসন্নবিধাস্কন্দং প্রধাবদহিতভ্রমম্ ॥ ৩১৫৭
কূলে পরস্মিন্ কূলিস্থাঃ স্বাভিসন্ধাননির্বৃতৈঃ ।
সমভাব্যন্ত নৈর্নান্যো রথাঙ্গেভ্যোঽভিষঙ্গভাক্ ॥ ৩১৫৮
মরুৎ কাকুৎস্থদূতস্য কপেস্তীর্ণাম্বুধেঃ পিতা ।
ততান তেষাং দূতানাং সরিৎ পারগতৌ বলম্ ॥ ৩১৫৯
কীর্ণকর্ণজ্বরাংশ্চারীন্ পীৎকৃতৈস্তীরভূরুহাম্ ।
আশ্রিত্যোন্নিদ্রকেণেত্থং নিন্যুস্তে তাং নিশীথিনীম্ ॥৩১৬০
ক্ষপান্তে স্বাধরোষ্ঠংসহেমতামরসভ্রমম্ ।
উদগাচ্ছতো রবের্ধ্যাবচ্চিচ্ছিদুর্ন করচ্ছটাঃ ॥ ৩১৬১

সেই কারণে তাহারা পক্ষীর পক্ষস্ফালনে ও শফরী মৎস্যের স্ফুরণে শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে লাগিল। ৩১৫৭

উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে তাহারা চিন্তা করিতেছিল যে, নদীর পরপারবর্ত্তী চক্রবাক ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের তুল্য দুঃখতপ্ত নাই। ৩১৫৮

পবনদেব যেরূপ স্বতনয়ের (হনুমানের) দৌত্যকালে সিন্ধু-তরঙ্গে সাহায্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি এই সকল দূতের নদী পার গমনে সাহায্য করিয়াছিলেন। ৩১৫৯

তাহারা শত্রুগণের সন্নিধানে থাকিয়া ব্যাত্যাবিলোড়িত তীরতরু-রাজির শব্দে বধিরপ্রায় হইয়া সেই যামিনী বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিয়াছিল। ৩১৬০

রজনী প্রভাতপ্রায়া বটে, কিন্তু তখন উদয়োন্মুখ দিনমণির

চক্রাহ্ববিরহালোকসশোকানামিবাগলৎ।
কটুলাক্ষিপুটাস্থাবশ্যৈষং নাস্তশ্চ বীরুধাম্॥ ৩১৬২
মিতপত্তিযুতস্তাবত্তরুকচ্ছাদ্বিনির্গতঃ।
স বীরস্তরয়ন্মূর্দ্ধবাহান্মূর্দ্ধ্ন্যঙ্ঘ্রিণা স্পৃশন্॥ ৩১৬৩
রোদ্ধুকামাণ্ডামরীয়ান্ বীরান্ দৃষ্টৈর্ব্বিলোকিতৈঃ।
সর্ব্বতো ধাবতঃ কুর্ব্বন্ যোধান্ প্রতিহতৌজসঃ॥ ৩১৬৪
পারশ্বধী চারুবেষো যুবা সংমুখমাপতন্।
যুগ্যাধিরূঢ়ৈস্তৈঃ প্রৈক্ষি সংপ্রাপ্তঃ সরিতস্তটম্॥ ৩১৬৫
কুলকম্॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং তং দৃষ্ট্বা শ্রীখণ্ডোল্লিখিতালকম্।
কুঙ্কুমালেপিনং চৈতে ভোজোয়মিতি মেনিরে॥ ৩১৬৬

কিরণমালায় পূর্ব্ব পর্ব্বতের শিখরে স্বর্ণ কমলের শোভাভ্রম অপনীত হয় নাই এবং চক্রবাকের বিরহ দর্শনে শোকসন্তপ্ত লতাসুন্দরীর মুকুলরূপ নয়ন হইতে শিশিররূপ অশ্রু নিপতিত হয় নাই, এই সময়ে তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল যে, শিবিকারূঢ়, সুবেশ ও কুঠার-ধারী একজন বীর যুবক পরিমিত পদাতি সমভিব্যাহারে বন হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগের দিকে আসিবার জন্য নদীতীরে উপস্থিত হইল। সে ব্যক্তি ক্ষিপ্রগমনের নিমিত্ত শিবিকাবাহকগণের মস্তকে চরণ-তাড়না করিতেছে এবং নিবারণকারী ডামরগণের দিকে অবজ্ঞা-চক্ষে অবলোকন করিয়া অপসারণ করিতেছে। ৩১৬২—৩১৬৫

তাহারা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষের চন্দনচর্চ্চিত ললাট ও কুঙ্কুমলিপ্ত শরীর সন্দর্শন করিয়া তাহাকে ভোজ বলিয়া বিবেচনা করিল। ৩১৬৬

অতিবাহ্য নিশাং রাজবদনং তং বিমোহয়ন্।
প্রাতশ্চ তরসামন্ত্র্য স তথা সংমুখো হ্যভূৎ॥ ৩১৬৭
প্রবিষ্টেষুগ্যং তোয়ান্তঃ পারান্ধাবিতবাজিনঃ।
ধন্যাদয়স্তমভ্যেত্য মুদিতাঃ পর্য্যবারয়ন্॥ ৩১৬৮
উদভূত্তুমুলঃ শব্দস্ততঃ কটকয়োর্দ্বয়োঃ।
একত্রাক্রান্তিমুখরঃ পরত্রানন্দনির্ভরঃ॥ ৩১৬৯
নাদমাকর্ণ্য সংগ্রামবুদ্ধ্যা দিগ্‌ভ্যঃ প্রধাবিতৈঃ।
তং পরৈর্ম্মিলিতং বীক্ষ্য মূর্দ্ধ্ন্যতাড্যত ডামরৈঃ॥ ৩১৭০
তস্যাভিনন্দনালাপপ্রমুখা প্রক্রিয়াভবৎ।
অদৈন্যশুদ্ধধন্যাদিষমুজ্‌ঝিতনিজক্রমা॥ ৩১৭১

সে রাজবদনকে (বলহরকে) ছলনায় ভুলাইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রভাত মাত্রেই হঠাৎ তাহাকে সম্ভাষণ করিয়াই তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল। ৩১৬৭

সে শিবিকারোহণে সলিলে অবতরণ করিলে ধন্য প্রভৃতি পার হইতে প্রসন্নচিত্তে অশ্বসঞ্চালনে তাহার নিকটে গিয়া পরিবেষ্টন করিল। ৩১৬৮

উভয় কটক মধ্যে তখন তুমুল কলরব উত্থিত হইল, একপক্ষে হাহাকার ও অন্য পক্ষে আনন্দধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। ৩১৬৯

কোলাহল শ্রবণে ডামরের দল চতুর্দ্দিক হইতে সমরবোধে সবেগে উপস্থিত হইয়া ভোজকে শত্রুর সহিত সম্মিলিত দেখিয়া মস্তকে হস্তাঘাত করিতে লাগিল। ৩১৭০

ধন্য প্রভৃতি ভোজকে রীত্যনুসারে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও অভিনন্দনাদি দ্বারা সৎকার করিয়াছিল। ৩১৭১

প্লবমানং মনোহর্ষং বেগাৎ সংস্তভ্য সর্ব্বতঃ।
অথেত্থং স্তুবতা ভক্তং স ধন্যেনাভ্যধীয়ত॥ ৩১৭২
রাজপুত্র পবিত্রেয়ং পৃথিবী স্থৈর্য্যশালিনা।
ত্বয়া ধাম্না সুমনসাং মেরুণা বা মহীভৃতা॥ ৩১৭৩
গর্ব্বাঞ্জয়তি সর্ব্বাসাং নির্ব্বিকারতয়া বসন্।
বিক্রিয়োপহতং গোষ্ঠে ক্ষীরং তং ক্ষীরবারিধেঃ॥ ৩১৭৪
কস্ত পুংস্কোকিলস্তেন স্বাং বিনাধমমধ্যতঃ।
নির্গত্য নিজকুল্যানাং সিদ্ধং মধ্যাবগাহনম্॥ ৩১৭৫
সদাচারস্ত ভবতা প্রথমং প্রহতে পথি।
ন তচ্চিত্রং সঞ্চরামশ্চরমং চেত্ততোধিকম্॥ ৩১৭৬

তাহার পর ধন্য উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সাগরকে বলপ্রয়োগে রুদ্ধ করিয়া ভোজকে প্রশংসা করত বলিতে লাগিল। ৩১৭২

"রাজপুত্র, সুমেরু যেরূপ স্থিরভাবে দেবতাগণের আবাসস্থল ও পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছে, আপনি তদ্রূপ স্থির-মতি-সম্পন্ন ও জ্ঞানিগণের আশ্রয়স্থল; আপনার গুণেই আজ এই পৃথিবী পবিত্র হইল। ৩১৭৩

"আপনার বাক্য ক্ষীর সিন্ধুর দুগ্ধের ন্যায় বিকাররহিত, (পরিবর্ত্তনশূন্য) এজন্য স্থিরতায় সমস্ত বচনের (অন্য জনের) গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছে"। ৩১৭৪

"কোকিল যেমন বিহঙ্গাধম কাককে পরিত্যাগ করিয়া স্বকুলে সঙ্গত হয়, আপনি তদ্রূপ পামরগণকে পরিহারপূর্ব্বক স্বজনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, ইহা আর কেহ পারে না।" ৩১৭৫

"আপনিই সদাচার পথের প্রথম অগ্রণী। পরে, আমরা বহু বিচরণ করিলেও তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার হইবে না।" ৩১৭৬

ইত্যাদি প্রস্তুতালাপদত্তোল্লাপোধিরোহ্ সঃ।
জয়োত্তরঙ্গং তুরগং স্তুবদ্ভিস্তৈরনীয়ত ॥ ৩১৭৭
লবন্যাঃ কতিচিৎ ক্রোধাদ্বিক্রোশন্তস্তদা যযুঃ।
স্বকুল্যৈনীয়মানং তং কাকা ইব পিকান্তিকম্ ॥ ৩১৭৮
স এবমেকবিংশেব্দে জ্যেষ্ঠস্য দশমেহহনি।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষদেশ্যঃ সমগৃহ্যত ভূভুজা ॥ ৩১৭৯
রাজ্ঞী কৃতপ্রণামং তং প্রিয়ং পুত্রমিবাগতম্।
অভ্যনন্দচ্ছ্রান্তভৃত্যমস্যাহারমকল্পয়ৎ ॥ ৩১৮০

এই প্রকার বহু বাক্যের তিনি উত্তর দিলে, তাহারা যুদ্ধজয়ী এক অশ্বে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া স্তুতিগীতিসহকারে লইয়া যাইতে লাগিল। ৩১৭৭

তখন লবণ্যগণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত হইল; তাহাতে লোকেরা, স্বজাতির দিকে ধাবমান কোকিলের অনুসরণকারী কাককুলের ন্যায়, তাহাদিগকে ভাবিতে লাগিল। ৩১৭৮

এইরূপে জয়সিংহ একবিংশ অব্দে (লৌকিক) জ্যৈষ্ঠের দশম দিবসে ভোজকে হস্তগত করিলেন। তখন তদীয় বয়ঃক্রম তেত্রিশ বৎসর। ৩১৭৯

ভোজ উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীকে প্রণাম করিলেন এবং তিনি (রাজ্ঞী) বিদেশাগত তনয়ের ন্যায় তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন তদীয় ভৃত্যবর্গ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ৩১৮০

ইন্দুবংশাবিসংবাদিগুণগ্রামমবেক্ষ্য তম্।
প্রাগদৃষ্টবতী মেনে বঞ্চিতে সা বিলোচনে ॥ ৩১৮১
গুণৈরশাঠ্যদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যাদৈরকৃত্রিমৈঃ।
তস্যাবিশদশীলং স ক্ষমাপতিরমন্যত ॥ ৩১৮২
মুখরাগং (ক) মনোবৃত্তের্দ্বারৌজ্জ্বল্যং গৃহশ্রিয়ঃ।
ভর্ত্তুঃ স্বভাবস্যাচারো যোষিতামনুমাপকঃ ॥ ৩১৮৩
দিনক্ষয়ব্যঞ্জিতাধ্বক্লমং প্রস্থাতুমুৎসুকম্।
রাজ্ঞোভ্যর্ণং বিশেত্যেনং দাক্ষিণ্যাৎ কোপি নাব্রবীৎ ॥৩১৮৪
কথঞ্চিদ্রুদ্ধমাধ্যস্থ্যবৈমত্যৈঃ সচিবৈরথ।
স স্বাদিক্ষুর্নরপতিরশাস্তেভ্যোভ্যধীয়ত ॥ ৩১৮৫

চন্দ্রবংশোচিত তদীয় গুণগ্রাম দেখিয়া মহিষীর মনে হইল যে, ইহাকে পূর্ব্বে অবলোকন করিতে না পারায় নয়নের নিরর্থকতা ঘটিয়াছে। ৩১৮১

ভোজও রাজ্ঞীর সরলতা, ঔদার্য্য এবং প্রসাদ প্রভৃতি গুণ দর্শনে তাঁহাকে এবং তদীয় অনুরূপ পতি ভূপতিকে নির্ম্মল চরিত্রের অবতার বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। ৩১৮২

মুখরাগ মনোবৃত্তির দ্বারের উজ্জ্বলতা গৃহস্ত্রীর এবং সতীনারী পতির স্বভাবের পরিচায়ক। ৩১৮৩

দিবাবসানে গমনশ্রান্তি পরিহার করিবার কামনায় ভোজ স্থানান্তরে গমনোৎসুক হইলে কেহই লজ্জায় তাঁহাকে রাজার নিকটে যাইবার জন্য বলিতে পারিল না। ৩১৮৪

তাহার পর মন্ত্রিগণ কোনরূপে মধ্যস্থতার অন্তরায়রূপ লজ্জাকে রোধ করিয়া তাঁহাকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিল। ৩১৮৫

(ক) 'মুখরাগেণ' ইতি স্যাৎ।

রাজ্ঞোঽভ্যর্ণং বিশেত্যুক্তেঽরূপোদঘাতোপমং বচঃ।
তত্তস্য শ্রোত্রশঙ্কুল্যাং তদা শঙ্কুক্রিয়াং ব্যধাৎ ॥ ৩১৮৬
চিরাত্তাড়িতমর্ম্মেব সমাশ্বাস্তেক্ষতাথ সঃ।
মধ্যস্থানাং স্থিতং স্থৈর্য্যং দাক্ষিণ্যাদোষ্ঠয়োঃ পরম্ ॥ ৩১৮৭
প্রাণান্মুমুক্ষোস্তেরূক্ষভাষণাত্তস্য সান্ত্বনৈঃ।
মন্দত্বং বিক্রিয়াং নিন্যুর্বিনয়ানতমৌলয়ঃ ॥ ৩১৮৮
আচারং চৈনমস্নিগ্ধমপি নাষ্যং বচস্বিনম্।
ন কোপি প্রতিবাক্যেন শক্যং জেতুমমন্যত ॥ ৩১৮৯
অথ স্বান্তস্থিতস্বামিবৈবশ্যং দর্শয়ন্নিব।
দশনাংশুবনৈর্দ্ধন্যো বীরঃ স্নিগ্ধমভাষত ॥ ৩১৯০

সেই বাক্য আদেশস্বরূপ বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার কর্ণকুহরে শঙ্কু (গোঁজ) সন্নিভ হইয়া প্রবেশ করিল। ৩১৮৬

তাহাতে তিনি বহুক্ষণ মর্ম্মাহত হইয়া রহিলেন, পরে আশ্বস্ত হইয়া মধ্যস্থগণের মুখমণ্ডলে (ওষ্ঠ প্রান্তে) ঔদার্য্যপূর্ণ স্থৈর্য্য (শান্তি) অবলোকন করিলেন। ৩১৮৭

আবার তাহারা রূক্ষ বাক্যের প্রয়োগ প্রয়াসী হইলে তিনি (ভোজ) প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তাহাতে তাহারা অবনত মস্তকে তাঁহার সান্ত্বনা করিয়া কোন প্রকারে চিত্তচাঞ্চল্য দূর করিল। ৩১৮৮

ভোজ অপ্রীতিকর আচরণ করিলেও কেহই তাঁহাকে সঙ্গত বাক্যের সদুত্তর দান করিয়া নিরস্ত করা সাধ্য বলিয়া বোধ করিল না। ৩১৮৯

অনন্তর ধন্য মধুরস্বরে তাঁহাকে যাহা বলিতে লাগিল, তাহাতে অক্ষরে অক্ষরে তাহার অন্তর্নিহিত প্রভুভক্তির অভিব্যক্তি হইতেছিল। ৩১৯

পদ্ধতী রাজধর্ম্মাণাং সদাচারে স্থিতাশ্চ তে। (ক)
জানতোপি কথং মোহঃ ক্রমাযাতেষু বস্তুষু॥ ৩১৯১
কিং সন্ধিঃ সোঽভিধীয়েত যত্র সন্ধেয়দর্শনম্।
অকৃত্বা গম্যত ইতি প্রাজ্ঞো কথমজীগণঃ॥ ৩১৯২
অনদ্যতনভূভর্তৃসুলভে ভূভুজাং তব। (খ)
জ্ঞাত্বা সত্ত্বোজ্জ্বলং জ্ঞাতিধর্ম্মজাতপ্রবর্ত্তনম্॥ ৩১৯৩
নাস্ত দম্ভস্ময়স্তস্তাঃ প্রীতিস্থৈর্য্যখলোক্তয়ঃ।
আদরাদর্শবৈষত্যে নিঃশ্বাসস্যাপি কাঃ শ্রিয়ঃ॥ ৩১৯৪
অস্তোপজীবনাখ্যা শ্রীঃ সাম্রাজ্যাসাদনান্ন সঃ। (গ)
প্রকাশো বিম্বিতো যোর্কাদ্দীপাৎ স্তাজ্জলতঃ স কিম্॥৩১৯৫

"আপনি রাজধর্ম্মের রীতি ও সদাচারের অবস্থিতি জানিয়াও উপস্থিত ক্ষেত্রে মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন ?"। ৩১৯১

"সন্ধেয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গেলে কি সন্ধি বলা যাইতে পারে ? ইহা :কর্ত্তব্য হইলে পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল। ৩১৯২

"ভূপতির সহিত আপনার যে সদ্‌জ্ঞাতি ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা ইদানীন্তন রাজগণের মধ্যে সুলভ নহে ; সুতরাং ইহাতে দম্ভ, গর্ব্ব ও মোহাদির নাম গন্ধ নাই ; কেবল অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও আদরের আতিশয্যই প্রকাশ পাইতেছে খলতার কথা এখানে স্থান পায় না"। ৩১৯৩-৩১৯৪

"এই সৌহার্দ্দ সজীব রাখিলে যে সম্পদ্ পাওয়া যাইবে, তাহা

(ক) 'স্থিতিম্' ইতি যুক্তম্।
(খ) 'সুলভম্' ইতি সাধু।
(গ) 'সা' ইতি সঙ্গতম্।

নির্ব্বাণগোষ্ঠীনিষ্ঠত্বং শমিনামাশ্রয়েষু যৎ।
তৎ পর্ষদ্যস্ত রাজর্ষের্জ্জনান্ বৃন্দানুবন্ধিনঃ॥ ৩১৯৬
এবং স্বগৃহসংপ্রাপ্যপ্রায়োনিঃশ্রেয়সস্ত তে।
স্থানৈঃ শ্রিয়ঃ সমাপ্যাথ কিং স্যাদন্যৈর্মহীধরৈঃ॥ ৩১৯৭
মুগ্ধা ন কেচন পরে গণিতাঃ ফণিভ্যঃ
কালানুকূলনিজকৃত্যজলত্যজো যে।
শ্লিষ্যন্তি চন্দনতরুং শিশিরাম্বিদাঘে
মাঘেপ্যশীতমনঘং বিবরং বিশন্তি॥ ৩১৯৮
প্রাণোপকরণং রাজ্ঞো রাজ্ঞী রাজাত্মজাশ্চ যে।
তদ্ধিতে যদনৌচিত্যং তেষামৌচিত্যমেব তৎ॥ ৩১৯৯

সাম্রাজ্য লাভে হইবে না; সূর্য্য হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহা কি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হইতে পাওয়া যায়?"। ৩১৯৫

"শান্তিকামী সংযমিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া যে নির্ব্বাণ (মুক্তি বা একান্ত দুঃখনিবৃত্তি) লাভ হয়, জনসঙ্ঘ সেবিত এই রাজর্ষির সভায় তাহা সুপ্রাপ্য; তবে স্বগৃহে বসিয়া এইরূপ সম্পদ্ ও নির্ব্বাণ পাইলে আপনি অন্য নরপতির আশ্রয় গ্রহণ কেন করিবেন?"। ৩১৯৬-৩১৯৭

"কালানুসারে স্বার্থরক্ষার জন্য সমস্তই কর্ত্তব্য; ফণিগণ নিদারুণ নিদাঘে সন্তপ্ত হইয়া সুশীতল চন্দন তরুকে অবলম্বন করে; আবার মাঘের সেই শীতে ভীত হইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৩১৯৮

"রাজার জীবনের উপাদান যে মহিষী ও রাজকুমারকুল, তাঁহারই আপনার হিতের জন্য অনুচিতকে উচিত বলিয়া বোধ করিবেন। ৩১৯৯

ত্যক্তোষ্মবৈকৃতং পাথ ইব কথিতশীতলম্।
অনুতাপেন তে কৃত্যং ভূয়ো বৈরস্যমেষ্যতি ॥ ৩২০০
তথা সমর্থাসামর্থ্যায় প্রত্যাখ্যায় ভারতীম্।
কুণ্ঠশাঠ্যলবস্তস্থৌ প্রস্থানার্থং স মন্থরঃ ॥ ৩২০১
পথি সংগ্রথিতস্তোত্রান্বাস্তব্যান্ বীক্ষ্য সর্বতঃ।
অজায়তাথ সংরূঢ়কৃত্যসাধুত্বদার্ঢ্যধীঃ ॥ ৩২০২
পদাতিচরণক্ষুণ্ণরেণুব্যাজাদদৃশ্যত।
বসুন্ধরাতলং বদ্ধসন্ধীব নভসা সমম্ ॥ ৩২০৩
দধ্যৌ বিজ্ঞতরো ভোজঃ কচ্চিৎসংপ্রাপ্স্যাং নৃপম্।
কচ্চিদমুষ্য (ক) বিঘ্নোত দর্শনং বিপ্রলম্ভকৈঃ ॥ ৩২০৪

"আপনি এখন বিরূপ হইলে যে জল ক্বাথাকারে পরিণত হইয়া উষ্মাবিকার পরিহার করত শীতল হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার আপনার অনুতাপে বিরস হইয়া পড়িবে"। ৩২০০

ভোজ তদীয় যুক্তিযুক্ত বাক্যের সদুত্তর দানে সমর্থ হইলেন না এবং নির্ব্বিকার চিত্ত হইলেন বটে; কিন্তু যাইতে দ্বৈধ করিতে লাগিলেন। ৩২০১

তৎপর চারিদিকে তত্রত্য অধিবাসিগণের মুখে স্বীয় গুণ গান শ্রবণ করিয়া তিনি স্বকৃত কার্য্যকে সঙ্গত বলিয়া অবধারণ করিলেন। ৩২০২

তৎকালে পদাতি সৈন্যের পদোত্থিত ধূলিপটল দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ভূতল নভস্তলের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে সমুদ্যত হইল। ৩২০৩

তিনি যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কি রাজদর্শন লাভ করিব? প্রতারকগণ কি তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইবে?"। ৩২০৪

(ক) 'কচ্চিন্নামুষ্য' ইতি সমীচীনম্।

আরাধয়ন্ প্রভুং ধাম্নি নান্তরান্তরিতো বিটৈঃ।
স্বামিনাং ক ইবাপ্নোতি গুণাবিষ্করণক্ষণম্ ॥ ৩২০৫
শীতোপচারকরণাদ্দয়িতো ভবেয়-
মৌর্ব্বার্দ্দিতস্য জলধেঃ প্রসৃতং ধিয়েতি।
স্রোতো হিমাদ্রিপয়সো বিনিপাত এব
গ্রাসীকৃতং তিমিভিরাহতমেব তৎ স্যাৎ ॥ ৩২০৬
ইত্যাদিচিন্তাস্তৈমিত্যাৎ পুরক্ষোভাস্বলক্ষয়ন্।
সৈন্যস্য রুদ্ধাশ্বতয়াবুদ্ধাসন্নং নৃপাস্পদম্ ॥ ৩২০৭
নাতিপ্রাংশুং নাতিকৃশং সূর্য্যাংশুশ্যামলাননম্।
সরোজকর্ণিকাগৌরং শিথিলশ্লথবিগ্রহম্ ॥ ৩২০৮

রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সেবা করিতে গেলে শঠেরা বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকে, তাহাতে স্বগুণবর্ণনের সুযোগ কেহই পায় না। ৩২০৫

"বাড়ববহ্নি-সন্তপ্ত সিন্ধুর শরীর-দাহ শান্তি এবং তদ্দ্বারা তদীয় (সিন্ধুসম্বন্ধী) প্রীতিপ্রাপ্তির অভিলাষে হিমাদ্রির শীতল সলিল সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু পতনমাত্রে সেই জল তিমিগণের উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।" ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় ভোজ আকৃষ্ট থাকায় নগরের কোলাহলাদি তদীয় লক্ষ্য হয় নাই। যখন সৈন্যেরা ঘোটকের গতিরোধ করিল, তখন তাঁহার রাজপ্রাসাদ নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল। ৩২০৬—৩২০৭

রাজা হর্ম্ম্যোপরি দণ্ডায়মান ও অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ ভোজকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার (ভোজের) শরীর নাতি দীর্ঘ, নাতি কৃশ, বর্ণ পদ্মের কর্ণিকার ন্যায়

ককুদ্মৎ ককুদোৎসেধিস্কন্ধমায়তবক্ষসম্।
শ্মশ্রুণানতিদীর্ঘেণ ব্যক্তগণ্ডগলোন্নতিম্॥ ৩২০৯
উন্নসং পক্কবিম্বোষ্ঠং বিস্তীর্ণানুস্বণালিকম্।
তির্য্যগ্গিপ্রেক্ষ……ধীরমন্থরগামিনম্॥ ৩২১০
সমাহিতাংশুকোষ্ণীষমৌলিং শ্রীখণ্ডবক্ষসম্।
সীমন্তস্থানচুম্বিন্যা রেখয়া চন্দ্রগৌরয়া॥ ৩২১১
অশ্বাবরূঢ়ং হর্ম্ম্যস্থ(ক)সচিবৈঃ পরিবারিতম্।
অনঙ্গতুল্যমায়ান্তং তমবৈক্ষ্যত পার্থিবম্॥ ৩২১২ (খ)

কুলকম্॥

প্রীতিবিস্ফারিতদৃশা রাজ্ঞা পৃষ্টস্ততঃ সভাম্।
সোধ্যারুরোহ সম্বাধাং কৌতুকোৎকন্ধরৈর্জ্জনৈঃ॥ ৩২১৩

গৌর, মুখমণ্ডল আতপে ম্লান, আকার বিষাদভিন্ন, স্কন্ধ উন্নত, বক্ষঃস্থল বিশাল, অনতি দীর্ঘ শ্মশ্রুশোভায় কণ্ঠ ও গণ্ডদেশ উন্নত দেখা যাইতেছিল, নাসিকা উন্নত, ওষ্ঠাধর পক্কবিম্বসদৃশ, মস্তকে উষ্ণীষ, ললাটে চূড়াচুম্বী চন্দন তিলক এবং বক্ষঃস্থল চন্দনানু-লেপনে সুশোভিত। ভোজ এইরূপ অবস্থায় কবচাচ্ছাদিত শরীরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি দান পূর্ব্বক মন্থর গতিতে যাইতেছিলেন। ৩২০৮—৩২১২

অনন্তর রাজা প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি সভায় প্রবেশ করিলেন; তখন কৌতূহলাবিষ্ট ও উদগ্রীব হইয়া জনগণ সভাগৃহ সমাকুল করিয়া তুলিল। ৩২১৩

(ক) 'হর্ম্মস্থঃ' ইতি সম্যক্ছতে।

(খ) 'পার্থিবঃ' ইতি স্পষ্ট।

স্পৃষ্ট্বা পাদৌ নিষণ্ণোগ্রে নৃপস্তানীয় পাণিনা।
খড়্গাধেনুং পাণিবন্ধামাসনাগ্রে সমার্পয়ৎ ॥ ৩২১৪
পাণিং সফণিবল্লীকং বিবৃতাগ্রাঙ্গুলিদ্বয়ম্।
ততোস্য চিবুকোপান্তে বিন্যস্তন্ পার্থিবোব্রবীৎ ॥ ৩২১৫
ন বিগৃহ্য গৃহীতোসি নাধুনাপি ন বধ্যসে। (ক)
তদঙ্গ কস্মাদ্ গৃহ্ণীমঃ শস্ত্রমেতত্ত্বয়ার্পিতম্ ॥ ৩২১৬
ব্যজিজ্ঞপৎস ভূপালং দেব শস্ত্রস্য ধারণম্।
স্বামিসংরক্ষণং স্বস্য পরিত্রাণস্য কারণম্ ॥ ৩২১৭
দেবে নিজপ্রতাপাগ্নিগুপ্তসপ্তসরিৎ পতৌ।
সেবাবকাশো বিরলঃ স্বশস্ত্রস্যাপি দৃশ্যতে ॥ ৩২১৮
লোকান্তরেপি শরণং চরণাশ্রয়ণং প্রভোঃ।
তত্রাত্র লোকে কিং কার্য্যং ত্রাণোপকরণৈঃ পরৈঃ ॥ ৩২১৯

ভোজ রাজসকাশে বসিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন এবং স্বীয় করস্থিত ছুরিকা রাজাসনের অগ্রে রাখিয়া দিলেন। ৩২১৪

অনন্তর রাজা সুলক্ষণ (শুভচিহ্ন) সম্পন্ন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা তদীয় চিবুকস্পর্শ করিয়া কহিলেন :"বৎস, সমর দ্বারা তোমাকে বন্দী করি নাই এবং এক্ষণেও বন্ধ করিতেছি না ; তবে তোমার অর্পিত অস্ত্র আমি কেন গ্রহণ করিব ?"। ৩২১৫—৩২১৬

ভোজ উত্তর প্রদান করিল "দেব, অস্ত্রধারণের উদ্দেশ্য—আত্ম-ত্রাণ ও প্রভুর সংরক্ষণ। আপনি স্বীয় প্রতাপ-অগ্নিতে সপ্ত সমুদ্রকে রক্ষা করিতেছেন ; সুতরাং মাদৃশ জনের সেখানে শস্ত্রসেবার

(ক) 'নিবধ্যসে' ইত্যুচিতম্।

রাজা জগাদ তং সত্ত্বস্পর্দ্ধাবন্ধেঽধুনা ভবান্।
নির্ব্যূঢ়কৃত্যো বাদীব কৃত্যং নো বর্ত্ততে পরম্॥ ৩২২০
ভোজো বভাষে দাক্ষিণ্যজননায়াধুনা প্রভোঃ।
স্পষ্টাদৃতে (ক) ময়া কিঞ্চিন্নোপচারার্থমুচ্যতে॥ ৩২২১
কিং তে ন চিন্তিতং দুষ্টং কিং কিং ন কৃতমপ্রিয়ম্।
যদসিদ্ধং ন তদ্ব্যক্তিমগাদিত্যবধার্য্যতাম্॥ ৩২২২
কিং ন মল্লান্বয়ে কশ্চিৎ কারণেষূদিতো ভবান্।
বিঘ্নঃ স্থানমনুকূলং প্রাগ্যং বয়ং চর্ম্মচক্ষুষঃ॥ ৩২২৩
যদা যদা দেব বাঞ্ছামকার্ষং ভবদপ্রিয়ে।
ভূমিস্তদা তদা ভূতা পাত্রং কম্পস্য ভূয়সঃ॥ ৩২২৪

অবকাশ হয় না। ভবাদৃশ ব্যক্তির চরণসেবক মাদৃশ জনের পরলোকেও বিপদ নাই; তবে ইহলোকে রক্ষণের জন্য উপকরণে প্রয়োজন কি?"। ৩২১৭—৩২১৯

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন "উপস্থিত ধর্ম্মপরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তুমিই কৃতকার্য্য, এক্ষণে আমাদিগের অবশিষ্ট কর্ত্তব্য কিছুই নাই"। ৩২২০

ভোজ বলিল "প্রভো, আমি আপনার যেরূপ বলবীর্য্য অনুভব করিয়াছি, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু স্তুতিবাদ করিতে চাহিতেছি না। ৩২২১

"আমি আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট চিন্তা ও অপ্রিয় অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্মধ্যে যাহা সিদ্ধ করিতে পারি নাই, তাহা সকলে জানিতে পারে নাই; ইহা এক্ষণে মনে রাখা কর্ত্তব্য"। ৩২২২

"আপনি প্রজা স্রষ্টৃ (ব্রহ্মাদি) গণের মধ্য হইতে একজন

(ক) 'দৃষ্টাদৃতে' ইতি সাধু।

যাবৎ কবীনাং নির্ভাতি প্রতিভানেন ভাস্বরঃ।
দেবাভবন্নঃ প্রত্যক্ষঃ প্রতাপস্তাদৃশস্তব ॥ ৩২২৫
ন শেখরে ন প্রদরে ন দরেপ্যুজ্ঝিতো ময়া।
প্রালেয়ে (ক) ভুভৃতঃ কুঞ্জে সংজ্বরস্বৎ প্রতাপজঃ ॥ ৩২২৬
ততঃ প্রভৃত্যবনতিপ্রণয়ঃ শরণৈষিণঃ।
সিদ্ধঃ সন্ধ্যায়ি বন্ধ্যত্বাদ্দেব দুরস্থিতেন মে ॥ ৩২২৭
অথাভেদাভিলাষেণ পাপাস্তৎ কিল চেষ্টিতম্।
স্ফুরত্তন্মাত্রকব্যক্ত্যৈ ন তু তদ্বিগ্রহাগ্রহাৎ ॥ ৩২২৮

আসিয়া মনুবংশে অভ্যুদিত হইয়াছেন; আমরা জ্ঞাননয়নবর্জ্জিত, এজন্ত পূর্ব্বে না বুঝিয়া প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি"। ৩২২৩

"দেব যখন যখন আমি আপনার অপ্রিয়াচরণে ইচ্ছা করিয়াছি, তখন তখন ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে"। ৩২২৪

"কবিকুলের কল্পনা যে পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত আপনার প্রদীপ্ত প্রতাপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি"। ৩২২৫

"প্রভুর প্রভাবজনিত সন্তাপ কি পর্ব্বতের শিখরে, কি গহ্বরে, কি বিবরে, কিংবা তুষারাবৃত গিরিগহনে, কোন স্থানেও আমাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই"। ৩২২৬

"মহারাজ, সেই অবধি আপনার শরণার্থী হইয়াছে বটে, কিন্তু দুরস্থিতি নিবন্ধন সন্ধিবন্ধনে করিতে পারি নাই"। ৩২২৭

"আমি স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য যে কিছু পাপাচরণ করিয়াছি, তাহা সন্ধির জন্যই, কিন্তু যুদ্ধের নিমিত্ত নহে"। ৩২২৮

(ক) 'প্রালেয়ভূভৃতঃ' ইতি স্যাৎ।

ত্বৎ সম্বন্ধাদিমে দিক্ষু প্রতীক্ষ্যাঃ ক্ষ্মাভুজাং বয়ম্।
সঙ্গাদ্গঙ্গাম্ভসঃ কাচকুম্ভসম্ভাবনা ভুবি ॥ ৩২২৯
অদ্যাপি দ্যোতিতে শাহেবাহ্বয়েন দিগন্তরে।
তৎ সন্তানভবোনন্তঃ সমূহঃ ক্ষত্রজন্মনাম্ ॥ ৩২৩০
ত্বয্যার্পিতে পার্ব্বতীয়ভূভৃৎ সঙ্গেন্দ্যদাদিনঃ।
কদন্নাশনদুর্ভোগাস্মুখৈঃ খেদোন্মুখৈরভূৎ ॥ ৩২৩১
ইতীদৃশীভিঃ স্তুতিভিঃ প্রমাণমথবা প্রভুঃ।
ইত্যুক্ত্বা ভূপতেমূর্দ্ধ্না সোগৃহ্নাচ্চরণৌ পুনঃ ॥ ৩২৩২
প্রণামসম্ভ্রমস্রস্তোষ্ণীষশীর্ষং ততো নৃপঃ।
তস্যোত্থিতস্য স্বশিরোবাসসা সমবন্ধয়ৎ ॥ ৩২৩৩

"আপনার সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন আমরা দিগন্তবর্ত্তী ভূপতিবর্গের অর্চ্চনীয় হইতেছি, গঙ্গাসলিল কাচকলশেও পৃথিবীতে পূজ্য হয়। ৩২২৯

"সেই বংশে উৎপত্তি বশতঃ অদ্যাপি অসংখ্য ক্ষত্রিয় সাহেব নামে (সাহেব বংশজাত) বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীতে প্রভা প্রকাশ করিতেছে"। ৩২৩০

"আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া পর্ব্বতীয় (দারদ রাজ প্রভৃতি) প্রদেশপতিগণের সঙ্গী হইতে হইয়াছিল, তাহাতে কেবল কদন্ন (কুৎসিত খাদ্য) ভোজনে দ্বারা কষ্টভোগ ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় নাই"। ৩২৩১

"প্রভুর যেরূপ সৌজন্য ও স্বীয় দোষক্ষালন, সম্বন্ধী বক্তব্য তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলাম। অধিক আর কি, প্রভুই প্রমাণ—হর্ত্তা, কর্ত্তা ও বিধাতা, এই বলিয়া ভোজ পুনর্ব্বার নরপতির চরণে মস্তকে ন্যস্ত করিল। ৩২৩২

প্রণামের ব্যগ্রতায় তাহার মস্তকের উষ্ণীষ স্খলিত হইল। অনন্তর

স্বাং তাঞ্চ শস্ত্রীং তন্ন্যস্তামুৎসঙ্গে সান্ত্বয়ন্ ব্যধাৎ।
তস্যাসংক্ষোভগাম্ভীর্য্যস্তমূচে চ নিষেধিনম্॥ ৩২৩৪
দত্তং (ক) ময়া বিভৃহি বা স্বমেতে পূজয়াথ বা।
ন শস্ত্রগ্রহবৈমুখ্যং কার্য্যং মচ্ছাসনং ত্বয়া॥ ৩২৩৫
অবন্ধ্যশাসনো মানীত্যনুবধ্নাতি তে ব্যধাৎ।
শস্ত্রৌ (খ) রাজানুগত্যৈব বন্দিত্বা কামকালবিৎ॥ ৩২৩৬
ততো নির্য্যন্ত্রণপ্রশ্নস্য নর্মণঃ সান্ত্বনস্য চ।
চিরসেব্যীব তৎকালং রাজ্ঞো জায়ত ভাজনম্॥ ৩২৩৭

সে উত্থিত হইলে নরনাথ স্বীয় মস্তকের বস্ত্র দ্বারা ভোজের শীর্ষদে সুশোভিত করিয়া দিলেন। ৩২৩৩

সেই অবিচলিত গাম্ভীর্য্যশীল মহীপতি তাহাকে সান্ত্বনা করি তাহার বারণ না শুনিয়া পরিত্যক্ত শস্ত্র ক্রোড়দেশে রাখিয়া কহি লাগিলেন। ৩২৩৪

"আমি যে শস্ত্রদ্বয় দিতেছি, তাহা ধারণ কর বা সম্মানার্থ রাখি দাও, শস্ত্রগ্রহণে অসম্মত করিও না আমার আদেশ তোমা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ৩২৩৫

যখন অপ্রতিহতাজ্ঞ অবনিপতি বারংবার অনুরোধ করি লাগিলেন, তখন ভোজ রাজাদেশ প্রত্যাখ্যানে তদীয় আজ্ঞালঙ্ঘ ও উপরোধভঙ্গ বুঝিয়া বন্দনাপূর্ব্বক শস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিল। ৩২৩৬

তদনন্তর সে সেই সময়েই চিরপরিচিতের ন্যায় রাজার এক প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল যে, তিনি (রাজা) তাহার সহিত সু

(ক) 'দত্তে' ইতি যুক্তম্।
(খ) 'শাস্ত্রৌ' ইতি সাধু।

অন্তঃ প্রবিষ্টো ধন্যোথ স্বার্চ্চামকথয়ৎ কৃতী।
কৃত প্রণামো ভূপাল ত্বদ্‌গুণাকর্ণনং বিনা॥ ৩২৩৮
ন প্রাণা দ্রবিণং নাস্থ গণ্যং নির্ব্বিক্রিয়া পুনঃ।
সৎক্রিয়া স্বামিনোপ্যর্থে তস্মাৎ পার্থিব চিন্ত্যতাম্॥ ৩২৩৯
তথাপি কথ্যমানং তন্ন স্যাৎ সম্ভাবনাভুবি।
যদাস্মিংশ্চিন্ত্যতস্মাভিরিতি ভূপোপ্যভাষত॥ ৩২৪০
ক্ষণমুচ্চাবচাং চর্চ্চাং বিরচয্য বিশাম্পতিঃ।
ভোজেন সার্দ্ধং শুদ্ধান্তং রড্ডাদেব্যাস্ততো যযৌ॥ ৩২৪১
কৃতপ্রণামস্তাং বীক্ষ্য সৌজন্যাদিগুণোজ্জ্বলাম্।
স রাজপারিজাতং তং মেনে কল্পলতাবৃতম্॥ ৩২৪২

সংলাপ, পরিহাস ও সান্ত্বনা বাক্য ব্যয় করিতে কুন্ঠিত হইলেন না। ৩২৩৭

তাহার পর ধন্যবাদার্হ ধন্য প্রভুর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। রাজ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলে সে বলিল "মহারাজ প্রভুর কার্য্য সম্পাদনই আমার কর্ত্তব্য, তাহাতে জীবন ধন ও অভিমান, কিছুই গণ্য করি না; তবে দেব, ইহাই মনে রাখিবেন"। ৩২৩৮।৩২৩৯

রাজা আবার বলিলেন "তুমি না থাকিলে কখনই যে একার্য হইত না, তাহা আমাদিগের আলোচ্য"। ৩২৪০

রাজা এইরূপে কিছুকাল নানারূপ বাক্যালাপ করিয়া ভোজের সহিত রড্ডা দেবীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ৩২৪১

ভোজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তদীয় সৌজন্য প্রভৃতি গুণ দর্শনে

মান্যোয়ং দেবি সৌজন্যজ্ঞাতেয়াভ্যামিহাগতঃ।
বিশিষ্যতেসৌ পুত্রেষু স্মাভৃত্যোষেত্যভাষত ॥ ৩২৪৩
সভাজনায় সৌজন্যনিধির্ভোজান্বিতস্ততঃ।
উদূঢ়কার্য্যভারাণাং দারাণামপ্যগাদ্ গৃহাম্ ॥ ৩২৪৪
অভাণীন্নিপুণা রাজ্ঞী ভোজং রাজ্ঞা সহাগতম্।
অধুনৈব নৃপস্যাপ্তঃ সংবৃত্তোসীতি সস্মিতম্ ॥ ৩২৪৫
লজ্জাস্মিতমুখী পত্যুঃ প্রণত্যা স্বাগতোক্তিষু।
দদত্যেবোত্তরং ভোজং নির্দ্দিশন্ত্যপ্যভাষত ॥ ৩২৪৬
আর্য্যপুত্র ন বিস্মায্যং প্রত্যাখ্যাতাপ্তমন্ত্রিতম্।
মানৈকশরণস্যাস্য জ্ঞাতিপ্রীতিপ্রবর্ত্তনম্ ॥ ৩২৪৭

বিবেচনা করিতে লাগিল," এই পারিজাত তরুরই উপযুক্ত কল্পলতিকাই এই রাজ্ঞী।"। ৩২৪৩

রাজা কহিলেন, "রাজ্ঞি, ভোজ সৌজন্য ও জ্ঞাতি স্নেহবশতঃ এখানে আসিয়াছে, এজন্য ইনি সংকারের পাত্র।" রাণী উত্তর করিলেন "ইনি আমার পুত্রগণ হইতে অধিক।" ৩২৪৪

তাহার পর শিষ্টাচারী রাজা ভোজকে সঙ্গে লইয়া প্রস্তাবিত সন্ধির ভারবাহিনী সেই কল্লণিকা দেবীকে সম্ভাষণ করিতে তদীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। বুদ্ধিসম্পন্না রাজ্ঞী রাজসঙ্গী ভোজকে দেখিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, "এখন তুমি রাজার আপ্ত (বিশ্বস্ত) হইয়াছে"। ৩২৪৫

অনন্তর তিনি প্রণিপাত দ্বারা স্বামীর স্বাগত উক্তির উত্তর দিয়া ভোজকে অঙ্গুলি লক্ষ্য করিয়া লজ্জাজনিত মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন। ৩২৪৬

"আর্য্য পুত্র, ইনি মানরক্ষার জন্য আপ্তজনের (স্বপক্ষের)

পূর্ব্বোপকর্ত্তৃ সলিলং বৃদ্ধাবস্পৃশতোম্বহম্।
পদ্মান্ স্বকুলপদ্মানাং যুক্তং জেতুং ভবাদৃশাম্॥ ৩২৪৮
কার্য্যকৃচ্ছ্রেবসন্নানামমুষ্যাগমনং বিনা।
সিধ্যেদৌন্নত্যসংরক্ষা নেহ প্রত্যাগমশ্চ নঃ॥ ৩২৪৯
উদীপে রক্ষতস্তীরং শরীরাশ্রয়িণী ভবেৎ।
ধ্রুবং বনস্পতের্ব্বীরুত্তন্নিপাতানুপাতিনী॥ ৩২৫০
পতিগত্যনুগামিত্বং প্রাণানাং পরিচিন্তিতম্।
তথা কার্য্যং যথা ন স্যাদ্ভ্রাতব্যস্যান্যথাত্মনঃ॥ ৩২৫১

কথায় কর্ণপাত না করিয়া জ্ঞাতি সৌহার্দ্দে সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা আপনি বিস্মৃত হইবেন না"। ৩২৪৭

"পদ্ম যেমন প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোপকারী জলকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ বংশশ্রী—ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে—স্বগুণে, পদ্মকে পরাজয় করা। (পূর্ব্বোপকারীর উপকার সাধন) প্রার্থনীয়। ৩২৪৮

'আমরা যেরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, ইনি আগমন না করিলে আমাদিগের প্রতিষ্ঠা রক্ষা এবং এখান হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিত না। ৩২৪৯

"জল প্লাবনকালে যে বৃক্ষবর তীর রক্ষা করে, লতা তাহাকে আশ্রয় করিবা জীবন রক্ষা করে বটে, কিন্তু বৃক্ষের পতনে তাহার নিপাত অবশ্যম্ভাবী। ৩২৫০

"পত্নীর প্রাণ পতির অনুগামী, সুতরাং তাহার রক্ষণে অন্যথাচরণ না হয়, তাহাই আপনার কর্ত্তব্য।" ৩২৫১

রাজা জগাদ তাং দেবি সর্ব্বকর্ত্তব্যসাক্ষিনী।
অন্যথা প্রতিপত্তিং মে ত্বমপ্যস্য ন মন্যসে॥ ৩২৫২
নিগৃহীতবতো দুষ্টৌ সুজ্জিমল্লার্জ্জুনাবপি।
নিস্তাপং মম নাদ্যাপি প্রাপ্তানুশয়মাশয়ম্॥ ৩২৫৩
অথ রাজ্ঞার্থিতঃ স্থাতুং পরার্দ্ধ্যে ধাম্নি সানুগঃ।
ভোজো নামন্যতান্যত্র রাজধান্যাং স্থিরাং স্থিতিম্॥ ৩২৫৪
বিদূরাশ্রয়নির্গোপ্তৃভাবাপ্রচুরদর্শনৈঃ।
আরাধনং ধরাভর্ত্তুরসাধ্যং ধ্যাতবান্ হি সঃ॥ ৩২৫৫
রক্ষিতৃনগ্রহীৎ ক্ষ্মাপান্ স্থিরঞ্চ সমকল্পয়ৎ।
অনয়াতাং নৃপং কার্য্যান স্বরীরাধনাগমে॥ ৩২৫৬

রাজা বলিলেন, "দেবি, তুমি আমার সমস্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ করিতেছ, এজন্য ভোজ বিষয়ে আমার অভিমত বুঝিও না"। ৩২৫২

"আমি দুর্জ্জন ও দোষী সুজ্জি এবং মলার্জ্জুনের নিগ্রহ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে অনুতপ্ত আমার অন্তঃকরণ অদ্যাপি শান্তি লাভ করে নাই।" ৩২৫৩

তাহার পর ভূপতি ভোজকে অনুচর সমভিব্যাহারে একটী উৎকৃষ্ট অট্টালিকায় বাস করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু অন্যত্র কোথাও স্থায়িভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিল না, রাজধানীই তাহার বাসের জন্য বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল। ৩২৫৪

সে বিবেচনা করিল যে, দূরে বাস, রক্ষকরহিত অবস্থা ও বিরল দর্শন দ্বারা রাজার সেবা সুদূরপরাহত হইবে। ৩২৫৫

সে রাজার নিকট হইতে বহুতর রক্ষক গ্রহণ করিল এবং আরাধনা দ্বারা প্রভুর পরিতোষ সাধনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ৩২৫৬

বিজ্ঞায় ভাবং প্রীতেন রাজ্ঞা দত্তং ততো গৃহম্।
সর্ব্বোপকরণাপূর্ণং রাজধান্যান্তরেভজৎ ॥ ৩২৫৭
রাজাপি মমতাস্ফীতপ্রীতিভিঃ স্বৈঃ পরৈস্তথা।
উপাসিতস্তত্র রতিং চিরাশ্রিত ইবাযযৌ ॥ ৩২৫৮
ভোগবেলোচিতাশ্চর্য্যদর্শনাদৌ নৃপোপি তম্।
প্রিয়ং পুত্রমিবাস্মার্ষীদ্দূতৈঃ পার্শ্বং নিনায় চ ॥ ৩২৫৯
জগ্রাহ দক্ষিণে পার্শ্বে ভুঞ্জানং জ্ঞাতিগৌরবাৎ।
স্পর্শাস্বাদিতভোজ্যাদিদানেনৈব ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥ ৩২৬০

রাজা তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রীত হইলেন এবং রাজধানীতে বাসের জন্য সর্ব্বোপকরণ পূর্ণ ভবন প্রদান করিলেন। সেখানে সে বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৩২৫৭

রাজা চিরাশ্রিত ও প্রীতিপ্রফুল্ল ভৃত্যবর্গ ও অন্য লোক দ্বারা উপাসিত হইয়াও ভোজের অচিরজাত পরিচর্য্যাতে অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৩২৫৮

পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ অনুরাগ হয় ভোজের প্রতি ভূপতির তাদৃশ অনুরাগ হইল। ভোজনকালে ও বিস্ময়কর বস্তু দর্শন প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে তাহাকে মনে করিয়া দূতগণ দ্বারা নিজ নিকটে আনাইতেন। ৩২৫৯

জ্ঞাতিগৌরবে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইতেন এবং আস্বাদন ও ভোজ্য বস্তুর স্পর্শমাত্র করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতেন। ৩২৬০

অকৃত্রিমং তথা স্নেহমুবাহ জনকো যথা।
লড়িতং জ্ঞাভিবত্তস্মিংস্তদ্বালাপত্যকৈং সমম্॥ ৩২৬১
তমেবালম্বত ব্যক্তিং সোপি বৃত্তিং যথা যথা।
রাজা সপরিবর্হোপি বিস্রম্ভমবিগর্হিতম্॥ ৩২৬২
আসন্নাভ্যন্তরাভিন্না যে দ্বৈধে তানদর্শয়ৎ।
রাজ্ঞাং বিরক্তিং শত্রুারিবাহুল্যঞ্চ ব্যসর্জ্জয়ৎ॥ ৩২৬৩
অকৃত্রিমাৎসমাধানাৎ কারণানাং সভান্তরে।
ন প্রত্যভীজ্জড়ো নাপি ধৃষ্টো নাপি বকব্রতঃ॥ ৩২৬৪

ভোজের প্রতি রাজা জনকযোগ্য অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন এরূপ ভাবে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার বালক অপত্যগণ তাহার সহিত স্বজনের ন্যায় ক্রীড়া ও ব্যবহার করিত। ৩২৬১

ভোজের সরল আচরণে রাজা পরম প্রীত হইয়া সভামধ্যে পরিজনগণের সমক্ষে তাহার উপর অবিচলিত বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ৩২৬২

যে সমস্ত অন্তরঙ্গ (আসন্ন বন্ধু) বৈষম্য সময়ে রাজার অহিতকারী ছিল, তাহাদিগের প্রতি ভূপতির বিরাগ পরিহার করিয়া সে শত্রু সংখ্যার হ্রাস করিয়াছিল। ৩২৬৩

জনতা মধ্যে কোন ঘটনা ঘটিলে সে অকৃত্রিম বিচার দ্বারা তাহার সামঞ্জস্য করিয়া স্বীয় সারল্যের এরূপ পরিচয় দিত যে, লোকে তাহাকে তদ্দ্বারা অতিবুদ্ধি বা হতবুদ্ধি বা বকব্রতী (কপটাচারী) ইহার কিছুই বুঝিত না। ৩২৬৪

প্রমাদস্খলিতে হীনাতিরিক্তত্বে চ ভূপতেঃ।
কার্য্যে নাবদধে ক্ষুদ্রঃ কবিতেব মহাকবেঃ॥ ৩২৬৫
ন বিক্রমকথাসত্ত্রদানাদ্যৈঃ স্বং ব্যকথত।
প্রাগবৃত্তমন্তরা পৃষ্টঃ সোপস্কারঞ্চ নাভ্যধাৎ॥ ৩২৬৬
বিচারকাৎ প্রভোঃ সাম্যসকুল্যত্বাদিচাটুভিঃ।
ধীরাধৃষ্টৈর্দৃষ্টিপাতৈরপুনর্ভাষিণো ব্যধাৎ॥ ৩২৬৭
তথা স্পৃষ্টোপ্যনুত্তানাশয়োভূদবগাহিতুম্।
ন শেকুস্তং যথা জাল্মনর্ম্মবিৎ পিশুনাদয়ঃ॥ ৩২৬৮

যেমন মহাকবির কবিত্বের স্খলন হইলে সাধারণ লোকে তাহাতে মনোনিবেশ (দোষ দর্শন) করে না; তদ্রূপ পৃথিবীপতির প্রমাদবশতঃ কার্য্যের গুরু লাঘব ঘটিলে সে ঔদাসীন্য অবলম্বন-করিত। ৩২৬৫

সে স্বীয় শৌর্য্য ও বদান্যতা প্রভৃতির উল্লেখে আত্মগুণখ্যাপন করিত না এবং পূর্ব্ব বৃত্তান্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে উত্তর দিত। ৩২৬৬

চাটুবাদীরা তাহাকে রাজার জ্ঞাতি ও সমকক্ষ বলিতে গেলে সে ধীর গম্ভীর দৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিত ও আর তাহা বলিতে দিত না। ৩২৬৭

সে সর্ব্বদা নানা প্রকৃতি লোকের সংসর্গে থাকিয়াও ঈদৃশ গম্ভীর স্বভাবসম্পন্ন ছিল যে, পাষণ্ড, ভণ্ড (পরিহাস নিপুণ) ও কূটনীতি নিপুণ প্রভৃতি তদীয় হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে পারিত না। ৩২৬৮

ক্ষণেষ্ববসিতালোকক্ষোভাদিবিশরারুষু।
প্রায়েণাবসথং গচ্ছংস্তস্যাং কামপি নাতনোৎ ॥ ৩২৬৯
যথা যথাস্য বিস্রম্ভাদ্ভূপোভূচ্ছিথিলাগ্রহঃ।
তথা তথৈব সিদ্ধোশ্চ ইব নাধাবদুদ্ধতম্ ॥ ৩২৭০
সদৈবাগ্রেসরোন্যত্র পশ্চাদ্রুদ্ধপদোভবৎ।
অনিষিদ্ধোপি শুদ্ধান্তমন্ত্রাগারাবগাহনে ॥ ৩২৭১
বিজ্ঞপ্যোপয়িকাবাপ্তিপ্রার্থন…দরং স্বয়ম্।
দূরীচক্রে পরাপেক্ষাং শশ্বৎ সংশয়িতাশয়ঃ ॥ ৩২৭২
অনাপ্তসময়ে তস্য ন যযুঃ পথি রক্ষিণঃ।
ন স্বপ্নবৃত্তমপ্যাসীদনাবেদ্যং মহীভুজে ॥ ৩২৭৩

শোক ক্ষোভাদিজনিত অবসাদ সময়ে লোকে তদীয় গৃহগমনে সঙ্কোচ বোধ করিত না। ৩২৬৯

বিশ্বাসবশতঃ ভূপতি তাহার বিষয়ে নিয়ম শৈথিল্য করিলেও সে সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় (বল্‌গা শিথিল করিলেও) নির্দ্দিষ্ট সীমা (গণ্ডীর বাহিরে) উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অতিক্রম করিত না। ৩২৭০

সে যদিও অন্যত্র গমনে সর্ব্বদা ভূপতির অগ্রবর্ত্তী থাকিত, কিন্তু নিষেধ না থাকিলেও অন্তঃপুরে ও মন্ত্রভবনে রাজার পশ্চাদ্‌গামী হইত। ৩২৭১

রাজার সকাশে সঙ্গত প্রার্থনা আপনিই করিত, সন্দিগ্ধচিত্ততা বশতঃ অন্যের অপেক্ষা করিত না। ৩২৭২

অসময়ে রক্ষিগণ তাহাকে পথে দেখিতে পাইত না এবং স্বকীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিত। ৩২৭৩

মন্ত্র্যন্তঃপুরিকাদীনাং পরস্পরবিগর্হণম্।
নাবর্ণয়দ্বিস্মৃতিঞ্চ দুষ্টস্বপ্নমিবানয়ৎ ॥ ৩২৭৪
সচেতনোপি দুর্নর্ম্মগোষ্ঠীষনুরণন্ বচঃ।
অবদৎ স্ফুরদপ্যন্তর্বিটানাং নাম লাঘবম্ ॥ ৩২৭৫
এবং শুদ্ধানুভাবস্য তস্য কৃত্যেন কৃত্যবিৎ।
পুত্রেভ্যোপ্যধিকাং প্রীতিং স্নিহ্যন্ ভেজে ক্রমান্নৃপঃ ॥ ৩২৭৬
কলিকালমহীপালদুস্তরঃ সিংহভূভুজা।
সোয়ং গোত্রপরিত্রাণে নবঃ সেতুঃ প্রবর্ত্তিতঃ ॥ ৩২৭৭
ইত্থং বিদ্রাবিতাশেষোপদ্রবস্ত্রিল্লকস্ততঃ।
অগ্নিপ্রোষমপি স্বাস্থ্যহেতুং ভূভৃদচিন্তয়ৎ ॥ ৩২৭৮

সে সচিব ও অন্তঃপুরিকা প্রভৃতির পরস্পর কুৎসা করিত না এবং দুঃস্বপ্নের ন্যায় উহা ভুলিয়া যাইত। ৩২৭৪

সে সাবধান ভাবে ভণ্ড সমাজে বসিয়া তাহাদিগের বাক্যের এরূপ স্বরে সমর্থন করিত যে, তাহাতে তাহারা তাহার আন্তরিক অবজ্ঞা প্রদর্শন (তাহাদিগের প্রতি) বুঝিত। ৩২৭৫

কার্য্যজ্ঞ নরপতি বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভোজের এইরূপ প্রীতিকর কার্য্যে ক্রমে স্নেহপ্রবণ হইয়া পুত্রদিগের অপেক্ষাও তাহার প্রতি অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ৩২৭৬

রাজসিংহ স্বীয় জ্ঞাতি রক্ষণরূপ যে এই নবসেতু প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা কলিকালের মহীপালগণের পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য। ৩২৭৭

জয়সিংহ এইরূপে বহুতর উপদ্রব দূর করিলেন বটে, কিন্তু শেষে ত্রিল্লকের উপদ্রবে এরূপ অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল যে, তিনি তদপেক্ষাও অগ্নিদাহকেও স্বাস্থ্যকর বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ৩২৭৮

অসৌ হি নির্হিমোর্বীভূন্মার্গে কালে পলায়নম্।
শাঠ্যং সত্ত্বস্থ দুঃসাধ্যং বদ্ধং ধ্যায়ন্ ব্যলম্বত ॥ ৩২৭৯
অতঃ সুমেধা যাত্রায়াং য়াঁবৎ ক্ষণমপৈক্ষত।
সজ্জপালেনাবিচারাত্তাবৎ প্রারম্ভি ধাবনম্ ॥ ৩২৮০
অল্পাধিষ্ঠানসুভটৈঃ স দেবসরসোদ্ভবৈঃ।
বহুভিঃ সহিতঃ সৈন্যৈর্মার্ত্তাণ্ডে বিদধে পদম্ ॥ ৩২৮১
নির্নিরোধঃ প্রবেশঃ স প্রদেশঃ পরিপন্থিনাম্।
বাহ্যাশ্চ যোধা নিঃসারা দর্পান্নেতি বিবেদ সঃ ॥ ৩২৮২
ত্রিল্লকানুচরা যুদ্ধমসন্নিহিতসায়কাঃ।
তেন সার্দ্ধং বিদধিরে ন চাহীয়ন্ত পৌরুষম্ ॥ ৩২৮৩
নিঃসীমসৈন্যসহিতো লবন্যোঽত্র ডামরে।
তত্র সর্ব্বাভিসারেণ ধাবতো যুযুধে ক্রুধা ॥ ৩২৮৪

কিন্তু তখন পার্ব্বত্য পথ তুষার (বরফ) নির্ম্মুক্ত থাকায় সেই শঠের পলায়ন অনায়াসে হইবে, এই ভাবিয়া বিচক্ষণ ভূপতি অভিযানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, সজ্জপাল এই সময়ে তাহা না ভাবিয়া অভিযানে ধাবমান হইল। ৩২৭৯।৩২৮০

সে রাজধানী হইতে অল্প ও দেবসরস হইতে বহুতর সৈন্য সঙ্গে লইয়া মার্ত্তাণ্ড নগরে শিবির সন্নিবেশ করিল। ৩২৮১

সে স্থান শত্রুর সুখপ্রবেশের যোগ্য এবং দেবসরসের সৈন্যগণ অকর্ম্মণ্য, ইহা আত্মাভিমানে তাহার মনে উদয় হইল না। ৩২৮২

ত্রিল্লকের অনুচরবর্গ শরশূন্য থাকিলেও তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল এবং বিক্রমদর্শনে পরাঙ্মুখ হইল না। ৩২৮৩

সজ্জপালের সৈন্যগণ মহোৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলে

লুণ্ঠিতদ্রবিণাপূর্ণাস্তে দেবসরসৌকসঃ।
সর্ব্বে ততঃ সজ্জপালং বিদ্রুতাঃ পরিজহ্রিরে ॥ ৩২৮৫
দ্বিষৎ সম্বর্ত্তবর্ষাম্ভাঃ সর্ব্বত্র ক্রুড়িতেভবন্।
অধিষ্ঠানে ভটা এব কুলশৈলা ইবোদ্ধতাঃ ॥ ৩২৮৬
তে তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতরণৌ সোঢ়ারাতিরুষশ্চিরম্।
বহূন্নিহতবন্তোঽন্যাংস্তত্র তত্রাহবে হতাঃ ॥ ৩২৮৭
ক্ষতেষু যুধি সর্ব্বেষু ভিন্দানৈর্ম্মণ্ডলং নিজৈঃ।
শূরেষু তত্র মার্ত্তণ্ডোপ্যাসীদবিরলব্রণঃ ॥ ৩২৮৮

ডামর (ত্রিল্লক) অসংখ্য সৈন্য লইয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল। ৩২৮৪

দেবসরসের সৈন্যগণ লুণ্ঠিত দ্রব্য জাত লইয়া সল্লপালকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ৩২৮৫

প্রলয় সময়ের জলপ্লাবনের ন্যায় বিপক্ষের বাণবর্ষণে সমস্ত মগ্ন হইয়া গেল, কেবল রাজনগরীর সৈন্যসমূহ কুলাচলের ন্যায় উন্নত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ৩২৮৬

তাহারা দিবাকরের প্রখর প্রভামধ্যে দীর্ঘকাল বিপক্ষদিগের বীর্য্য সহ্য করিয়া অবশেষে বহুতর শত্রুর বধ সাধন করিয়া সেই সমরক্ষেত্রের ভিন্ন স্থানে আত্মশরীরপাত করিল। ৩২৮৭

সেই সমরক্ষেত্রে শস্ত্রক্ষত (নিহত) হইয়া যে সমস্ত বীরগণ আর্ত্তণ্ডমণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, সূর্য্যদেব তাহাদিগের সংঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন। ৩২৮৮ (ক)

ক) সমরহত বীরগণ সূর্য্যালোকে গমন করিয়া সুখ ভোগ করে।

ররাজাজৌ সাজ্জপালির্জয়পালো হতেষু যঃ।
ত্রিষু বাজিষু চাতুর্য্যাৎ পদাতির্নোপলক্ষিতঃ॥ ৩২৮৯
তৎ প্রাথম্যোপলক্কাভির্জর্জ্জস্তদনুজঃ শিশুঃ।
নিনায় বিস্ময়ং বীরান্ দৃষ্টাসংখ্যমহাহবান্॥ ৩২৯০
দক্ষিণং দোর্ন তচ্চক্রে যদ্বামং কম্পনাপতেঃ।
মহেভাস্তাপয়ত্যর্কঃ কুর্য্যাদ্ভগ্নরদান্ বিধুঃ॥ ৩২৯১
স ধাবন্বাজিনা রাজদেকদোঃস্ফুরিতায়ুধঃ।
সধূমদণ্ডো দাবাগ্নিঃ সপক্ষেহদ্রাবিব স্থিতঃ॥ ৩২৯২
৩ং বৈরিতুমুলে বাণব্রণভঙ্গেষসৌ পুনঃ।
পৃষ্ঠাদলোঠয়দ্বাজী তদন্বাবন্ধপদ্ধতিঃ॥ ৩২৯৩

সজ্জপালের পুত্র জয়পালের সম্মুখবর্ত্তী অশ্বারোহিত্রয় নিহত হইলে সে পদাতি বেশধারণ করিয়া কৌশলক্রমে আত্মজীবন রক্ষা করিল। ৩২৮৯

তাহার অল্প বয়স্ক অনুজ জর্জ এই যুদ্ধেরই প্রথম যোদ্ধা, সে অসংখ্য সমরদর্শী বীরগণকে বিস্ময়ে মগ্ন করিল। ৩২৯০

কম্পনাপতির (সজ্জপালের বামহস্ত যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, দক্ষিণ হস্ত (ত্রিল্লক ছেদন করায়) তাহা করে নাই, মার্ত্তণ্ড কেবল প্রচণ্ড গজযূথকে তাপেই সন্তপ্ত করেন, কিন্তু চন্দ্র তাহাদিগের দন্ত-গুলিকে ভঙ্গ করিয়া থাকেন। ৩২৯১

যখন সে একহস্তে অস্ত্র লইয়া অশ্বারোহণে ধাবিত হইল, তখন তাহাকে পক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বতে ধূম দণ্ডধারী বনবহ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ৩২৯২

সমরের সঙ্কট সময়ে অশ্ব বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহাকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিল। ৩২৯৩

বর্ম্মগৌরবভূপৃষ্ঠকাঠিন্যাঘাতপীড়িতঃ।
স বিসংজ্ঞো দ্বিষন্মধ্যাত্তনয়াভ্যাং বিনির্হৃতঃ॥ ৩২৯৪
কটকে সর্ব্বতো নষ্টে মার্ত্তাণ্ডপ্রাঙ্গনান্তরে।
বিরোধ্যসাক্ষি ক্ষিপ্ত্বা তং তাবপাসরতাং ততঃ॥ ৩২৯৫
তত্রস্থং······নাক্ষ্মাভৃৎ প্রস্থিতং পৃথুলৈর্ব্বলৈঃ।
তাবদ্ভিঃ প্রাপ্যমপ্যাশু ডামরং পিণ্ডিতং ব্যধাৎ॥ ৩২৯৬
ক্ষ্মাপালে বিজয়ক্ষেত্রং প্রাপ্তে ত্রোটিতবেশ্মনঃ।
সজ্জপালে লবণ্যস্য বসতীর্নিরদাহয়ৎ॥ ৩২৯৭
স তাদৃগপি ভূপালে ক্রুদ্ধে বক্রীকৃতভ্রুবি।
অদরিদ্রো গিরিদ্রোণীশ্রেণিভূস্থূলভাশনঃ॥ ৩২৯৮

কঠিন কবচের ও ভূপৃষ্ঠের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন তাহার তনয়দ্বয় শত্রু মধ্য হইতে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। ৩২৯৪

চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিলে তাহারা বৈরিগণের অলক্ষিত ভাবে তাহাকে মার্ত্তণ্ড দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। ৩২৯৫

রাজা বহুসৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন; সেই সমস্ত সৈন্য অনায়াসে ত্রিল্লককে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ৩২৯৬

রাজা বিজয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সজ্জপাল লবণ্যের গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া পরে ভস্মসাৎ করিল। ৩২৯৭

ত্রিল্লক ভূপতির সকোপ ভ্রূভঙ্গীতে পতিত হইয়াও পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আহার্য্য আহরণ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিয়াছিল। ৩২৯৮

সংবৃত্তো নিঃসহায়শ্চ পরিগ্রহবহিষ্কৃতঃ।
আপৎ স্থলভপাণ্ডিত্যভৃত্যোপালম্ভভাজনম্॥ ৩২৯৯
নিকৃত্তকরশাসোথ ক্ষ্মাপকোপকপের্ব্যধাৎ।
নিরালম্বতয়া তস্য স স্বশীর্ষফলার্থনাম্॥ ৩৩০০
রড্ডাদেবীতনূজানাং জ্যায়াংসং গুহ্লণাভিধম্।
শ্রীমাংল্লোহররাজ্যেথ ক্ষ্মাবৃষা সোভ্যষেচয়ৎ॥ ৩৩০১
ষট্সপ্তহায়নো রাজতনয়ঃ স বয়োধিকান্।
চূতাঙ্কুরো জীর্ণতরুনিবেশানজয়দ্গুণৈঃ॥ ৩৩০২
অভিষেক্তুং স্বতং দেব্যা যাতায়াঃ ক্ষ্মাভুজো ব্যধুঃ।
শিরঃশোণাশ্মকিরণৈশ্চরণৌ যাবকারুণৌ॥ ৩৩০৩

সে শেষে সহায়হীন, পত্নীবিচ্যুত এবং ভৃত্যগণের বিপৎ-সময়-সুলভ প্রগল্‌ভ তিরস্কারের ভাজন হইয়াছিল। ৩২৯৯

সে নিরূপায় হইয়া স্বীয় হস্তাঙ্গুলি ছেদ (হঠাৎ আত্মসমর্পণের চিহ্ন) করিয়া রাজার কোপ-কপির (ক্রোধরূপ বানরের) নিকট হইতে নিজ মস্তকরূপ ফল প্রার্থনা করিল (মস্তক রক্ষা করিল)। ৩৩০০

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ নরপতি রড্ডা রাজ্ঞীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ তনয় সুল্‌হণকে লোহর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৩৩০১ (ক)

সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয় চূতাঙ্কুরকল্প রাজকুমার গুণগৌরবে পুরাতন তরুর ন্যায় বয়োবৃদ্ধ রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৩৩০২

রাজ্ঞী স্বতনয়ের অভিষেক উপলক্ষ্যে গমন করিলে সামন্ত

(ক) জয় সিংহের নামাঙ্কিত মুদ্রার ন্যায় সুল্‌হণের স্বনাম চিহ্নিত মুদ্রা এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

তত্রাভিষিক্তে বসুধামুগ্রবেগ্রহশোষিতাম্।
দেবীভাবাভিষেকার্থমিবাসিঞ্চন্ পয়োমুচঃ॥ ৩৩০৪
ভূয়োপি রাজবদনো বিপ্লবোৎপাদনোৎসুকঃ।
অমন্দমবচস্কন্দ জয়চন্দ্রং নৃপাজ্ঞয়া॥ ৩৩০৫
নাগভ্রাতৃব্যসহিতা গার্গেরনুপ্রবেশিনঃ।
পশ্চাৎ প্রসর্পিণীঃ সেনাঃ সোবধীৎ সঙ্কটেধ্বনি॥ ৩৩০৬
গার্গিঃ পরিভবম্লানাননস্তিষ্ঠন্দিনৈস্ততঃ।
নাগভ্রাতৃসুতাগ্রস্থমবধ্নাল্লোষ্টকং মৃধে॥ ৩৩০৭

নৃপতিগণ স্ব স্ব মস্তকন্যস্ত পদ্মরাগ মণির কিরণছটায় তদীয় চরণের অলক্তক রাগ সম্পাদন করিয়াছিল। ৩৩০৩

সুস্‌সল অভিষিক্ত (মঙ্গল স্নান দ্বারা সংস্কৃত) হইলে মেঘমালা যেন মহিষীরূপে অভিষেক করিবার জন্য অনাবৃষ্টি বিশোষিতা ধরাকে বর্ষণ বারিতে সিক্ত করিতে লাগিল। ৩৩০৪

এ সময়ে রাজবদন বিদ্রোহ উদ্ভাবনে উদ্যুক্ত হইয়া উঠিল। জয়চন্দ্র রাজাদেশে তাহাকে দমন করিতে গেলে, সে তাহাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিল। ৩৩০৫

সে (রাজবদন) সঙ্কট পথে জয়চন্দ্রকে পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া নাগের ভ্রাতৃ পুত্রের সহিত সম্মিলিত পৃষ্ঠবর্ত্তী সেনানিচয়কে সংহার করিল। ৩৩০৬

সেই পরাজয়ে জয়চন্দ্র কিছু দিন ম্লানমুখে থাকিয়া শেষে নাগের ভ্রাতৃতনয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোষ্টককে সমরে বন্দী করিল। ৩৩০৭

দুর্গমত্বাদনাক্রান্তমন্যৈর্বেগাৎ প্রবিশ্য চ।
দগ্ধ্বা স দিন্নাগ্রামস্ত নিরগাল্লঘুবিক্রমঃ॥ ৩৩০৮
তথাপি রাজবদনো ন শৌর্য্যাৎ পর্য্যহীয়ত।
ন সন্দধে ন চুক্রোধ শক্যমস্য বিনির্গমম্॥ ৩৩০৯
অহন্যহনি হীনাভিঃ সেনাভিন্যপতন্নৃপে।
জয়চন্দ্রমুখাচ্ছশ্বদস্মুখাস্তবধীভবৎ॥ ৩৩১০
ক্ষ্মানায়কোথ নিঃসীমনখবাহুপ্রসারণঃ।
রণ'স্তরেব তং তীক্ষ্ণৈর্গূঢ়ং ন্যস্তৈরঘাতয়ৎ॥ ৩৩১১
তন্মুণ্ডগণ্ডলেখেন লুঠতা খণ্ডশঃ কৃতঃ।
ঝটিতি ত্রুটিতঃ স্বাস্থ্যমিবাস্য স্ফুরণোন্মুখঃ॥ ৩৩১২

যাহা দুর্গম বলিয়া অন্যের আক্রমণ হইতে পরিত্যক্ত ছিল, সেই দিন্নাগ্রামে সে বেগে প্রবেশ করিয়া অল্পবিক্রম প্রদর্শনে তাহা দগ্ধ করিয়া নির্গত হইল। ৩৩০৮

তাহা হইলেও রাজবদন হতোৎসাহ হইল না, সন্ধিও করিল না এবং জয়চন্দ্রের পলায়নে অনুতপ্ত হইল না। ৩৩০৯

প্রত্যহ সৈন্য ক্ষয় হইতে লাগিলে সে জয়চন্দ্রের সম্মুখে বারংবার বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ৩৩১০

যাঁহার নখ ও বাহুর গতি (ষড়্‌যন্ত্র) কল্পনাতীত, সেই পৃথিবীপতি গুপ্ত ঘাতকগণকে প্রেরণ করিয়া রণক্ষেত্রেই রাজবদনের লোকলীলা শেষ করিয়া দিলেন। ৩৩১১

তাহার মুণ্ডচ্ছেদের সঙ্গেই বিকাশোন্মুখ তদীয় সৌভাগ্য-তরুর নিপাতন ঘটিল। ৩৩১২

পৃথ্বীহরকুলচ্ছেদস্বচ্ছন্মা মেদিনীপতিঃ।
অবধীল্লোঠনমপি চ্ছন্নদণ্ডপ্রযুক্তিভিঃ॥ ৩৩১৩
একবারং বেষ্টিতোপি রক্ষিতস্ত্রিল্লকেন সঃ।
ভুমিভৃন্নীতিপাশস্ত নিপাতেনাভিবর্ত্তিনা॥ ৩৩১৪
মল্লকেক্ষরজয্যমড্ডচন্দ্রাদয়োভবন্।
জীবন্ মৃতাশ্চ শান্তাশ্চ দারিদ্রোপপ্লবার্দ্দিতাঃ॥ ৩৩১৫
অবিচিন্ত্যোচ্চলঙ্কোপিভৃতঃ প্রাণান্ বিনশ্বরান্।
ঐশ্বর্য্যরূঢ়িমূঢ়ত্বাবনির্ব্যূঢ়ং্যবস্থিতৌ॥ ৩৩১৬
মঠেনুমিতকোশস্থং তত্তদ্রাজাশ্রয়াদগাতে।
কুলোদ্বহো বিহিতবান্ সিংহদেবো ব্যবস্থিতিম্॥ ৩৩১৭
যুগ্মম্॥

পৃথ্বীহরের কুলচ্ছেদচ্ছলে মহীপতি গুপ্তঘাতক দ্বারা লোঠনকে নিপাত করিলেন। ৩৩১৩

সে ইতঃপূর্ব্বে একবার বিপন্ন হইলে ত্রিল্লক দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু এবার ভূপতির কূটনীতি-পাশে পতিত হইয়া লোঠনকে প্রাণ হারাইতে হইল। ৩৩১৪

মল্লকোষ্ঠ, ক্ষর, জয্য এবং মড্ডচন্দ্র প্রভৃতি দারিদ্র্য দুঃখে দগ্ধ ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল। ৩৩১৫

উচ্চল ভূপতি জীবনের ক্ষণ ভঙ্গুরত্ব না বুঝিয়া ও রাজ্যভোগের স্থায়িত্ব বোধ করিয়া যে মঠের জন্য কোন স্থায়িনী ব্যবস্থা করেন নাই এবং উত্তরকালবর্ত্তী নৃপতিগণও পরিমিত অর্থব্যয়ে যাহার (সেই মঠের) কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এক্ষণ সেই

স্কুল্লাবিহারং পৈতৃব্যং পিতুর্দ্দেবগৃহত্রয়ম্।
তচ্চার্দ্ধসিদ্ধং প্রাসাদং পরিপূর্ণং ব্যধান্নৃপঃ॥ ৩৩১৮
স এব গ্রামসামগ্রীমহাপণসমর্পণৈঃ।
নির্দ্দোষপারিষদ্যাদিহৃত্থান্নিশ্চোত্থধীর্ব্যধাৎ॥ ৩৩১৯
অবরোধেন্দুবদনাং মৃতামুদ্দিশ্য চন্দলাম।
প্রত্যষ্টাপি মঠোনূনশ্রীর্দ্বারেবারিতাতিথিঃ॥ ৩৩২০
প্লুষ্টো নগরনির্দ্মোহঃ সোপি সূর্য্যমতীমঠঃ।
পূর্ব্বাধিকোপগর্ব্বেণ তেনৈব নিরমীয়ত॥ ৩৩২১
সপ্তাতে সজ্জপালস্য ততো লোকান্তরাশ্রয়ে।
কম্পনে নিদধে রাজা গর্য়পালস্তদাত্মজঃ॥ ৩৩২২

কুলের ধুরন্ধর সিংহদেব সেই মঠের চিরস্থায়িনী সুব্যবস্থার বিধান করিলেন। ৩৩১৬ ৩৩১৭

তিনি পিতৃব্যের স্কুল্লাবিহার, জনকের দেবালয়ত্রয় এবং অর্দ্ধ নির্ম্মিত প্রাসাদের সম্পূর্ণতা সাধন করিলেন। ৩৩১৮

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ নির্দ্দোষ পারিষদ ও প্রিয়জনগণকে বিবিধ গ্রামে গৃহ ও পণ্যশালা প্রদান করিয়াছিলেন। ৩৩১৯

তিনি পরলোকপ্রবাসিনী চন্দ্রমুখী চন্দলা নাম্নী নিজ পত্নীর উদ্দেশে একটী মনোহর মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বার অতিথিগণের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত থাকিত। ৩৩২০

নগরের বিস্ময়াবহ সেই সূর্য্যমতী মঠ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আয়তন-বিশিষ্ট করিয়া তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৩৩২১

অনন্তর সজ্জপালের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তদীয় তনয় গর্য়পালকে কম্পনের প্রভুপদে নিযুক্ত করিলেন। ৩৩২২

বিপাকস্থকুমারোপি দুঃসহঃ স্বনুনাভবৎ।
বিস্ফারিতঃ স সৌম্যেন শরস্তাম্বুরিবেন্দুনা ॥ ৩৩২৩
শ্রীগ্রোষ্মদোষবিষমেষবিশেসবৃত্তে-
র্মেঘোদয়ে তটতরোস্তটিনীপ্রবাহঃ।
পশ্যন্নকাণ্ডতড়িদাপতনেন নাশং
নাশংসতি স্বসলিলস্থ বিভূতিলাভম্ ॥ ৩৩২৪
আ ভিক্ষুক্ষপণাদ্ভোজসঞ্জনাদপি ভূভুজঃ।
বিধুরে কার্য্যভারাণাং যোহভূদ্দৃঢ়ধুরঃ পরম্ ॥ ৩৩২৫
তস্থ তস্মিন্ন্ পরতে ক্ষীণপ্রক্ষীণকণ্টকে।
স ধন্যো নান্সসামান্যপ্রেমা প্রময়মাযযৌ ॥ ৩৩২৬

সঞ্জপাল রুক্ষ প্রকৃতির লোক ছিল, পরিণত বয়সে কোমল স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে শরৎকালের চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় স্বভাব সম্পন্ন তদীয় পুত্রকে পাইয়া লোকে সূর্য্যসদৃশ তাহার পিতাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। ৩৩২৩

নিদারুণ নিদাঘকালে যখন অম্বরে অম্বুদের উদয় হয়, তখন আকস্মিক বিপৎপাতে তটতরুর বিনাশ আশঙ্কা করিয়া নদী-প্রবাহ স্বীয় সলিলের বৃদ্ধি বাসনা পরিত্যাগ করে (আত্ম অপচয় স্বীকারেও মহতেরা আশ্রিত রক্ষণ করেন)। ৩৩২৪

ভিক্ষুর বিনাশ হইতে ভোজের আত্ম-সমর্পণ পর্য্যন্ত রাজার দুর্ব্বহ কার্য্যভার যে দৃঢ়ভাবে বহন করিয়াছিল এবং সঞ্জপাল অরিকুল নির্ম্মূল করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলে সেই ধন্য তাহার প্রতি অসামান্য প্রীতিবশতঃ অনুসরণ করিল (কালকবলিত হইল)। ৩৩২৫,৩৩২৬

তাম্বূলমায়াত্রিকতাং নীত্বা সুনাময়ানিব।
আর্পিপন্মধুরাবট্টং জীবং যস্য নিজঃ সুতঃ॥ ৩৩২৭
স জগজ্জীবিতেনাপি রক্ষণীয়ঃ ক্ষমাপতিঃ।
পদে পদে বিপন্মগ্নো প্রজোদ্ধরণধীরধীঃ॥ ৩৩২৮
ব্যাধিতস্য বিনিদ্রোপি সংসঙ্গান্মঙ্গলেচ্ছুভিঃ।
নান্তক্ষণে তস্য পার্শ্বাৎ কৃতজ্ঞোঽবাচলন্নৃপঃ॥ ৩৩২৯
প্রিয়প্রজস্যামাত্যস্য স্বরূপবিপরীততা।
তস্য কস্মিংশ্চিৎ ক্ষণং জাতা জনজীবিতদা ভবেৎ॥ ৩৩৩০
ভূভুজামপি মান্ধাতৃমুখানাং নিধনে ন যাঃ।
দুঃখং যযুঃ প্রজাস্তাসাং সমভাবি তদা সুখম্॥ ৩৩৩১

যাহার তনয় রাজকার্য্যের জন্য আত্মপ্রাণপাত করিয়াছিল এবং প্রজারঞ্জক প্রভুর বিপৎকালে জগতের জীবনদানেও পদে পদে তাঁহাকে রক্ষা করা যাহার কার্য্য ছিল, সেই ধন্য রুগ্ন শয্যায় শায়িত হইলে কৃতজ্ঞ নরপতি তদীয় কল্যাণকামী স্বজনগণের সহিত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন এবং অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাহার শয্যা পার্শ্ব হইতে পদক্ষেপ করেন নাই। ৩৩২৭—৩৩২৯

সেই প্রজাপ্রিয় অমাত্য ধন্যের কোন সময়ে প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সেজন্য তিনি শেষ সময়ে প্রজাগণের প্রজা-প্রাণাপহারী হইয়াছিলেন। মান্ধাতৃ প্রভৃতি রাজগণের মৃত্যুতে যাহারা দুঃখ বোধ করিয়াছিল, সেই প্রজাপুঞ্জ সে সময়ে সুখী হইল। ৩৩৩০।৩৩৩১

স্বৈরাজ্যোপপ্লুতে রাষ্ট্রে নবস্থ নৃপতেরভূৎ।
অপ্যাহতং যৎ সাচিব্যং তস্থ সর্ব্বাভিসঙ্গভিৎ॥ ৩৩৩২
কালো বলী ব্যবহৃতের্নণু তদ্বশেন
পূর্ব্বাপরাচরণবিস্মরণেন কস্থ।
শক্তিঃ ক্ষিতের্ব্বহনকর্ম্মণি যোগ্যতায়াং
নির্দ্ধারণে মুরজিতস্ত বরাহতায়াম্॥ ৩৩৩৩
নগরাধিকৃতো ভূত্বা সুজ্জো নির্ব্বাপিতে পুরা।
চিরপ্ররূঢ়াং যো দেশস্থাব্যবস্থাং ন্যবারয়ৎ॥ ৩৩৩৪
ভ্রষ্টঃ ক্রয়েষু দীন্নারব্যবহারো ব্যবস্থয়া
নিগৃহ্য তং ভ্রংশকার্য্যনির্ব্বিতগুঃ প্রবর্ত্ততে॥ ৩৩৩৫

ধন্যের মন্ত্রিত্বকালে সমস্ত বিপ্লব বিদূর হওয়ায় নবীন ভূপতির অধিকার সময় নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হইয়াছিল। ৩৩৩২

কালের অধীন কার্য্য, পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কে তাহা অস্বীকার করিবে? বিষ্ণু শেষ (সর্প) রূপে পৃথিবী ধারণে সমর্থ হইলে তদীয় শক্তি বরাহাবতার-সময়ে স্পষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। ৩৩৩৩

সুজ্জের প্রাণ-প্রদীপ নির্ব্বাপ হইলে ধন্য নগরাধিকারী হইয়া দেশের চিরাগত দুর্ব্যবস্থা দূর করিয়াছিল। ৩৩৩৪

ক্রয় কার্য্যে দীনার (মুদ্রা) ব্যবহার বিরহিত হওয়ায় সে সুব্যবস্থা দ্বারা তাহার পরিহার করত পুনর্ব্বার দীনার চালাইয়া বিশৃঙ্খলাচ্ছেদ [illegible]ছিল। ৩৩৩৫

পরিণীতাঙ্গনাশীলভ্রংশে গৃহপতেরভূৎ।
দণ্ডপ্রবৃত্তির্যা তেন সা বিচার্য্য নিবারিতা॥ ৩৩৩৬
একান্ততো হিতো ভূত্বা বিশামেবং পুনর্ব্ব্যধাৎ।
নগরাধিক্রিয়াং লব্ধা স এব পরিপীড়য়ন্॥ ৩৩৩৭
বদ্ধাভির্নর্ত্তকীভিশ্চ পরিণীতগৃহস্থিতৌ।
সংপ্রযুক্তান্ কথ্যমানান্ হঠেনাদণ্ডয়দ্বহূন্॥ ৩৩৩৮
কিং বো ভবেদ্বলেশানাং তুষাণামিব চিন্তনৈঃ।
অদ্রোহালোভয়োর্ভূমিন তাদৃগপরোঽভবৎ॥ ৩৩৩৯
ভিক্ষুমল্লার্জ্জুনৌ কালানুবৃত্ত্যা শ্রিতবানপি।
নাদ্রৌ জহৌ স্বামিহিতং নচৈতৌ তাবপি নাবধীৎ॥ ৩৩৪০

পরিণীতা কামিনীর চরিত্রস্খলন হইলে গৃহপতির যে দণ্ড হইত, সে বিচার করিয়া তাহার তিরোধান করিয়াছিল। ৩৩৩৬

কিন্তু পুনর্ব্বার সেই প্রজাকুলের একান্ত হিতৈষী ধন্য নগরনেতা হইয়া তাহাদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন। ৩৩৩৭

যে সকল লোক নর্ত্তকীগণকে আবদ্ধ রাখিয়া পরিণীতা পত্নীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম চালাইত, ধন্য তাহাগিকে গুরুতর দণ্ডদান করিতেন। ৩৩৩৮

তুষের ন্যায় অন্য ক্ষুদ্র কর্ম্মচারিগণের আলোচনায় কি হইবে? ধন্য কোন অংশে দোষী হইলেও আর কেহ তত্তুল্যে সাধু ও নিঃস্বার্থ ছিল না। ৩৩৩৯

সে সময়ানুরোধে ভিক্ষু ও মল্লার্জ্জুনের অনুগামী ছিল বটে, কিন্তু তাহা হইলেও প্রভুর হিতাচরণে বিরত কিংবা তাহাদিগকে (ভিক্ষু ও মল্লার্জ্জুনকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। ৩৩৪০

অক্ষীণত্যাগহীনস্য বিভূতিসময়েপ্যভূৎ।
সংস্কারৌপয়িকং নাস্য পর্য্যাপ্তং নিধনে ধনম্॥ ৩৩৪১
কৃতজ্ঞতায়াং রাজ্ঞোস্যং পর্য্যাপ্তং কিমুদীর্য্যতাম্।
যো জীবিত ইবানীতান্ সম্বিভেজেনুজীবিনঃ॥ ৩৩৪২
লোকান্তর্যাতিথিং বিজ্জাভিধামুদ্দিশ্য বল্লভাম্।
ধন্যস্য বিজ্জনামাখ্যবিহারারম্ভকারিণঃ॥ ৩৩৪৩
পরলোকং প্রয়াতস্য নির্ব্বাণপ্রতিপূরণম্।
স্থিতং ব্যবস্থিতেঃ কঞ্চ বিনিযোগং চকার সঃ॥ ৩৩৪৪

যুগ্মম্॥

ভূভৃদ্ধার্ম্মিকতাবাপ্তসুকৃতোৎসেকবাসবৈঃ। (ক)
যুদ্ধৈকবৃত্তিভিরপি প্রবৃত্তে পুণ্যকর্ম্মণি॥ ৩৩৪৫

সে এরূপ বদান্য ছিল যে, অদীন অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইলেও শ্রাদ্ধাদির উপযোগী অর্থ পাওয়া যায় নাই। ৩৩৪১

রাজার কৃতজ্ঞতার বিষয় আর কি বলিব? তিনি মৃত কর্ম্মচারিগণের প্রতি জীবিতের ন্যায় ব্যবহার দেখাইতেন। ৩৩৪২

ধন্য স্বীয় প্রিয়া পত্নী বিজ্জার নাম প্রতিষ্ঠার জন্য সেই নামে বিহার আরম্ভ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করে, কিন্তু সে উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিবার জন্য স্থায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিল। ৩৩৪৩।৩৩৪৪

যাহারা যুদ্ধমাত্র জীবী, তাহারা রাজার ধর্ম্মাচরণে আকৃষ্ট হইয়া সুমতিসম্পন্ন ও পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়াছিল। ৩৩৪৫

(ক 'বাসবৈ' রিতি যুক্তম্।

বিপক্ষাণাং সুভিক্ষেণ তুরুষ্কবিষয়াশ্রয়াৎ।
জন্মভূমের্বৃত্তয়ে যৈঃ ক্রৌর্য্যাদন্যন্ন শিক্ষিতম্ ॥ ৩৩৪৬
যেপি বৃত্তিং বিরোধাজ্জিঘ্যগ্রে সুস্‌সলভূভুজি।
কলহাবসরেষ্বেব কশ্মীরেষু প্রপেদিরে ॥ ৩৩৪৭
গোত্রে তেষাং ক্ষত্রিয়াণাং জাতঃ কমলিয়ানুজঃ।
রাজবীজী সঙ্গিয়াখ্যঃ প্রতিষ্ঠাং স্বাখ্যয়াকরোৎ ॥ ৩৩৪৮
বিতস্তাপুলিনে বাণলিঙ্গে তেন নিবেশিতে।
জায়তে স্বর্দ্ধুনীরোধঃসংপ্রক্লঢ়বিমুক্তধীঃ ॥ (খ) ৩৩৪৯
তদীয়ঞ্চ মঠঞ্চৈব তপোধনবিভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে রুদ্রলোকালোকনকৌতুকম্ ॥ ৩৩৫০
লোঠনেন্দ্রপ্রতিষ্ঠানামধন্যদ্রবিণার্পণে।
ন তেনাস্ততনে কালে সংরদ্ধে শুদ্ধবুদ্ধিনা ॥ ৩৩৫১

যাহারা তুরস্ক দেশে বসতি নিবন্ধন নিষ্ঠুরাচরণ ব্যতীত আর কিছু শিক্ষা করে নাই এবং সুস্‌সল ভূপতি যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে সেই কলহ কালে কাশ্মীর দেশে আগমন করিয়াছিল, সেই সকল ক্ষত্রিয় কুলে উৎপন্ন কমলিয়ের অনুজ কুমার সঙ্গিয় বিতস্তা তটিনীর পুলিন প্রদেশে যে দুইটী বাণলিঙ্গ ও একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা গঙ্গাতীরস্থ বিমুক্তি ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয়। ৩৩৪৬—৩৩৪৯।

মুনিগণ পরিবেষ্টিত সেই মঠ দর্শন করিলে 'রুদ্রলোক' দর্শনের বাসনা বিরহিত হয়। ৩৩৫০

প্রস্তাবিত সময়ের অন্ত লোকের স্থাপ সে পরের প্রতিপত্তি হরণ ও অপাত্রে ধন দান করে নাই। ৩৩৫১

(ক) 'সংপ্রক্লঢ়াবিমুক্তধীঃ' ইতি যুজ্যতে।

উদয়স্য প্রিয়া চিন্তাভিধানা কম্পনাপতেঃ।
পুলিনোর্বীং বিতস্তায়া বিহারেণ ব্যভূষয়ৎ ॥ ৩৩৫২
প্রাসাদপঞ্চকব্যাজাত্তদ্বিহারস্থিতঃ করঃ।
উদস্ত ইব ধর্ম্মেণ প্রোত্তুঙ্গাঙ্গুলিপঞ্চকঃ ॥ ৩৩৫৩
সান্ধিবিগ্রহিকো মঙ্খকাখ্যোঽলঙ্কারসোদরঃ।
সমঠস্যাভবৎ প্রষ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠস্য প্রতিষ্ঠয়া ॥ ৩৩৫৪
মঠাগ্রহারদেবৌকোজীর্ণোদ্ধারাদিকর্ম্মভিঃ।
অনুজা সুমনা নাম রিল্হণস্যাসদত্তুলাম্ ॥ ৩৩৫৫
ভূতেশ্বরে মঠং কৃত্বা ত্রিগ্রাম্যামপ্যপাতয়ৎ।
তোয়ং কনকবাহিন্যা বিতস্তায়াশ্চ যঃ পিতৃন্ ॥ ৩৩৫৬
প্রদেশ্যকশ্যপাগারাভিধানে নীলভূঃ সরিৎ।
জিগীষয়েব জাহ্নব্যা যত্র পূর্ব্বাং দিশং গতা ॥ ৩৩৫৭

কম্পনাপতি উদয়ের পতিব্রতা পত্নী চিন্তা বিতস্তাতট বিহার নির্ম্মাণ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। ৩৩৫২

উক্ত বিহারের প্রাসাদপঞ্চক দেখিলে ধর্ম্মের উত্তোলিত হস্তের পঞ্চাঙ্গুলি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ৩৩৫৩

অলঙ্কারের সহোদর সান্ধিবিগ্রহিক মঙ্খ মঠ ও শ্রীকণ্ঠের (শিবের) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৩৩৫৪

তাঁহার অনুজা সুমনাঃ মঠ, অগ্রহার, দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও জীর্ণোদ্ধার প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা রিল্হণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন। ৩৩৫৫

তাঁহার পুণ্য কর্ম্ম অগণ্য; তিনি ভূতেশ্বর এবং ত্রিগ্রামীতে একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া কনকবাহিনী এবং বিতস্তা নদীতে পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণের সুব্যবস্থা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে

উত্তারায় গবাদীনাং যঃ সেতুং তত্র বন্ধয়ন্ ।
নির্মমে নির্মলং কর্ম্ম সংসারোত্তরণক্ষমম্ ॥ ৩৩৫৮
নগরেপি স্বনামাঙ্করথাঙ্কাগারকারিণা ।
মঠো যেন কৃতোভ্রষ্টজটাধরঘটাশ্রয়ঃ ॥ ৩৩৫৯
মম্মেশ্বরং স সৌবর্ণামলসারং চকার যঃ ।
সোমতীর্থং তথা তোয়োদ্যানমুদ্যোতিতাস্তিকম্ ॥ ৩৩৬০
অত্র ক্ষমাভুজো বংশে বংশোন্নত্যধনাদিষু ।
সাসূয়ত্বমমাত্যানাং ধনপ্রাণাদিহারিণঃ ॥ ৩৩৬১
কুধ্যন্নবাসনাধ্যাসাসূয়য়া বাসবোপি বা ।
প্রাভ্রংশয়দ্দিবো দেবো মান্ধাতারং ধরাভুজম্ ॥ ৩৩৬২

নীলোদ্ভবা উৎপন্না (নাগ) নদী যেন জাহ্নবীর সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, সেই কশ্যপাগার নামক স্থানে গোমনুষ্যাদির উত্তরণের নিমিত্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া তিনি অপার সংসার সমুদ্রের নিমিত্ত নিজ পারগমনের নিমিত্ত নির্ম্মল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ৩৩৫৬—৩৩৫৮

তিনি নগরে বহুতর সন্ন্যাসীপূর্ণ একটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ৩৩৫৯

তিনি সুবর্ণালঙ্কৃত মম্মেশ্বর লিঙ্গ, সোমতীর্থ জলাধার ও উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩৬০

এই বংশের রাজগণ অমাত্যবর্গের বংশবৃদ্ধি ধন সমৃদ্ধি প্রভৃতি দর্শনে অসূয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগের ধনপ্রাণাদি হরণ করিতেন।৩৩৬১

এমন কি, ইন্দ্র নবীন আসনে উপবেশন বশতঃ মান্ধাতাকে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পাত করিয়াছিলেন। ৩৩৬২

অবিপ্লুতমতিভৃর্ত্যান্ কৃত্যোন্নত্যবতোঽন্বহম্।
দৃষ্ট্বা ধ্যাতস্বমাহাত্ম্যবৃদ্ধিস্তু প্রীয়তে নৃপঃ॥ ৩৩৬৩
কলশক্ষ্মাপতেঃ প্রাজ্ঞোপজ্ঞং ভৃত্যোঽস্য রিল্হণঃ।
কুর্ব্বন্ স্বর্ণাতপত্রাণাং প্রতিষ্ঠাং প্রীতিকার্য্যভৃৎ॥ ৩৩৬৪
স্বর্ণপত্রাং সুরেশ্বর্য্যাং শিবয়োঃ সমবেতয়োঃ।
সদীপারাত্রিকামত্রমৈত্রীমেতি সঘণ্টিকম্॥ ৩৩৬৫
বন্ধোর্হিমাদ্রের্দয়িতঃ সুতাজামাতরৌ শিবৌ।
স্বর্ণচ্ছত্রচ্ছলান্মেরুর্মূর্দ্ধ্ন্যাঘ্রাতুমুপাগতঃ॥ ৩৩৬৬
উদ্দিশ্য বিরুধমুগ্ধমমাত্মযোনি-
র্দগ্ধো ময়াঙ্গঘটনং দয়িতেন গৌর্য্যাঃ।

কিন্তু এই রাজা দিন দিন স্বীয় ভৃত্যবর্গকে ধর্ম্মকার্য্যে একান্ত আসক্ত ও উন্নত দেখিয়া নিজ মহিমার বৃদ্ধি বুঝিয়া প্রীত হইলেন। ৩৩৬৩

ইহার বিজ্ঞ ভৃত্য রিল্হণ কলশ ভূপতির ন্যায় সুবর্ণচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ইঁহার প্রীতি প্রদান করিয়াছে। ৩৩৬৪

সে সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে হরগৌরীর মন্দিরের উপরিভাগে একটী সুবর্ণছত্র সংস্থাপন করিয়াছিল। সেখানে দেবতার আরতির জন্য প্রদীপ পাত্র ও ঘণ্টা ঝঙ্কার ব্যবস্থা তদ্দ্বারা হইয়াছিল। ৩৩৬৫

সেই হরগৌরী মূর্ত্তির উপরি ন্যস্ত সুবর্ণময় আতপত্র দর্শনে বোধ হইত যে, সুমেরু তদীয় বন্ধু হিমাদ্রির প্রতি প্রীতি বশতঃ তাহার জামাতা ও কন্যা হর পার্ব্বতীর মস্তক চুম্বন স্বর্ণছত্রছলে করিতেছেন। ৩৩৬৬

আবার সেই ছত্র মদনের দহনোদ্দেশে হরনেত্র সমুৎপন্ন অগ্নিরূপে

সঙ্কং তদত্র করুণামুময়েতি হেম-
চ্ছত্রচ্ছলাদ্বরদৃশশ্চলিতোগ্নিরূর্দ্ধম্ ॥ ৩৩৬৭
ছত্রং তত্র চ রিল্হণেন বিহিতং রৌক্মং মহদ্রুক্মিণী-
প্রেয়োমন্দিরমূর্দ্ধি, নষ্টমধুনাদদ্রং পরিভ্রাজতে।
কৈবেণ্যে ক্ষতজাবপানজমুষা নষ্টা ততঃ স্বামিনা
প্রাপ্তং চক্রমবেক্ষিতুং সুরুচিরং ভাস্বানিবাভ্যাগতঃ ॥ ৩৩৬৮
তীর্থে মন্মথজিৎ খগধ্বজদৃঢ়াজর্য্যোর্জ্জিতাচার্য্যকে
সাধারাভরণং ক্রিয়াপরিণতিস্বর্ণাতপত্রং প্রভোঃ।
ভাত্যেকস্য শিখাহিফুৎ কৃতিবলদ্গঙ্গাজরেণুপমং
কেশান্তস্থিতমেঘপার্শ্বগতড়িৎ পিণ্ডাভমন্যস্য চ ॥ ৩৩৬৯

আকাশে উত্থিত হইয়া যেন হরগৌরীর যুগল মূর্ত্তি প্রদর্শন করত কামের পুনরুৎপত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ৩৩৬৭

বিষ্ণু মন্দিরের উপরিভাবে রিল্হণ স্থাপিত সুবর্ণময় আতপত্র এখন শোভা পাইতেছে। তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, অসুরগণের রক্ত-পানজনিত মদে মত্ত হইয়া হরি যে সুদর্শন চক্রকে হারাইয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধার হওয়ায় সূর্য্য সেই রক্তাক্ত চক্র যেন দেখিবার জন্য সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন (সূর্য্যমণ্ডলস্পর্শী)। ৩৩৬৮

সেই সুরেশ্বরী তীর্থ হরিহরের সখ্য ক্ষেত্র; এখানে উভয়ে স্ববর্গ (নিজদল) সহকারে অধিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত নীলকান্তমণিখচিত এই সুবর্ণছত্র আবার শিবের শিরঃস্থিত সর্পের নিঃশ্বাসোত্থিত গঙ্গার পদ্ম রেণুরূপে এবং কেশবের বিদ্যুদ্ বলয় শোভিত মেঘমালার ন্যায় কুন্তলা-কারে আত্মপরিচয় দিয়া উভয়ের (হরিহরের) একত্র অধিষ্ঠান উদ্ঘোষণ করিতেছে। ৩৩৬৯

সৌবর্ণক্রহিণাগুকর্পরপুরে (ক) সংস্থিতাচ্ছত্রক-
ব্যাকোশস্য সমুদ্গকপ্রতিকৃতৌ দীর্ঘাঘিত…ঘনে।
সঙ্গেনেন্দুকিরীটকৈটভরিপুশ্যামাসিতালংক্রিয়া
সদ্রত্নাকরয়োঃ পিধানকরণিং স্বর্ণাতপত্রং গতম্ ॥ ৩৩৭০
তং লোহরমহীপালমন্বজায়ন্ত ভূভুজঃ।
রড্ডাদেব্যা গুণোদারাশ্চত্বারশ্চতুরাঃ সুতাঃ ॥ ৩৩৭১
গুল্হণেনাপরাদিত্যো রাঘবেণেব লক্ষ্মণঃ।
অভিন্নভাবঃ সংবৃদ্ধিং বর্ত্ততে লোহরে শ্রয়ন্ ॥ ৩৩৭২
ললিতাদিত্যদেবেন জয়াপীড়ো হি দারকঃ।
ভরতেনেব শত্রুঘ্নঃ পাল্যমানঃ প্রবর্ত্ততে ॥ (খ) ৩৩৭৩

সেই ছত্র পুনর্ব্বার স্বর্ণ ও নীলকান্ত মণির প্রভায় চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণের কমনীয় কান্তির একত্র সমাবেশের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ৩৩৭০

লোহর রাজ গুল্হণের পর রড্ডা দেবীর গর্ভে আর চারিটী সুপুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ৩৩৭১

গুল্হণের সহিত অপরাদিত্য—রামের সহিত লক্ষ্মণের ন্যায়—লোহরে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। ৩৩৭২

জয়াপীড় ললিতাদিত্য দেবের সহিত—ভরতের সহচর শত্রুঘ্নের ন্যায়—পালিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ৩৩৭৩

(ক) 'পুটে' ইতি সাধু।

(খ) 'প্রবর্দ্ধতে' ইতি সঙ্গচ্ছতে।

পার্থিবাহস্করাচ্চারুনমস্কারাস্থশস্করঃ।
পঞ্চমঃ ক্ষিতিভৃদ্ধর্শ্মো বালাতপ ইবোদিতঃ॥ ৩৩৭৪
চপলৈঃ শৈশবাচ্ছুদ্ধানুভাবত্বাৎ সসৌষ্ঠবৈঃ।
লড়িতৈর্ল্লিতাদিত্যো ভিত্তীরপ্যার্দ্রয়ত্যহো॥ ৩৩৭৫
দন্তরক্ষাঞ্জনং তাম্রাধরং গৌরং তদাননম্।
সবালাতপভৃঙ্গাঙ্কস্বর্ণপঙ্কেরুহায়তে॥ ৩৩৭৬
আলাপাস্তস্য মাহাত্ম্যগর্ভা বালাস্ফুটা অপি। (ক)
অমৃতার্দ্রা ভুবাচ্চারা মথ্যমানস্য বারিধেঃ॥ (খ) ৩৩৭৭

সূর্য্যস্বরূপ রাজা হইতে বালাতপরূপ যশস্কর নামা পুত্র উদিত হইল। ৩৩৭৪

ললিতাদিত্যের শৈশবসুলভ চাপল্য ও লালিত্য প্রভৃতি গুণ দর্শনে চিত্ত দ্রবীভূত হয়। ৩৩৭৫

তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল, তাম্রবর্ণ অধর ও রক্ষাঞ্জন (রক্ষা-কজ্জল) সুশোভিত হওয়ায় বালাতপ ও ভ্রমর অলঙ্কৃত পদ্মের ন্যায় দেখা যায়। ৩৩৭৬

তাহার বালত্বনিবন্ধন আলাপ অস্পষ্ট হইলেও মাহাত্ম্যপূর্ণ; শুনিলে মথ্যমান অর্ণব হইতে অমৃতোদ্গার হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ৩৩৭৭

(ক) 'বাল্যাস্ফুটা' ইতি সমীচীনম্।

(খ) 'অমৃতার্দ্রা ইবোদ্গারা' ইতি সাধারণ্ পাঠঃ।

মহাভিজনসঞ্জাতো রাজসূনুঃ স শৈশবে।
অভিধত্তেঽনুভাবেন ভব্যোনাগামি জৃম্ভিকম্ ॥ ৩৩৭৮
অত্যর্থমণ্ডনশিখণ্ডিশিখোপি তোয়-
স্পর্শাসহাঙ্কিতকলাপিকলাপভঙ্গ্যা।
বাপীং নিপীতসলিলো বলিতং প্রয়াতি
চেষ্টোক্তভাবমহিমা বরবর্ণিভাবঃ ॥ ৩৩৭৯
চতস্রো মেনিলা রাজলক্ষ্মীঃ পদ্মশ্রিয়া সমম্।
সঞ্জাতা কমলা চাস্য কন্যাঃ সংকৃতজ্ঞুত্তয়ঃ ॥ ৩৩৮০
বিনোদলীলোদ্যানৈস্তৈর্নিত্যকান্তৈরপত্যকৈঃ।
দ্যোতিতাবনবন্তৌ তৌ প্রাবৃট্পুষ্পাকরাবিব ॥ ৩৩৮১
তীর্থায়তনপূতেস্মিন্ মণ্ডলেখণ্ডিতৈর্ব্যয়ৈঃ।
রড্ডাদেব্যা এব যাতা ভাগ্যভাবং বিভূতয়ঃ ॥ ৩৩৮২

সেই অভিজাত রাজকুমার শৈশবেই তেজোবিশেষের দ্বারা ভাবী জীবনের পরিচয় দিতেছে। ৩৩৭৮।৩৩৭৯ (ক)

মেনিলা, রাজলক্ষ্মী, পদ্মশ্রী ও কমলা নাম্নী তাঁহার চারিটী সুকন্যা জন্মে। ৩৩৮০

চির রমণীয় ও আনন্দের ক্রীড়-কানন তুল্য সেই চারিটী সন্তান সেই দম্পতিকে বর্ষা ও বসন্তের সঙ্গমস্থলীর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল। ৩৩৮১

রড্ডা রাজ্ঞীর বিভবই এইরূপে তীর্থ ও মন্দিরাদির জন্য বিপুল ব্যয়ে সংকৃত ও পবিত্র হইয়া সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছিল। ৩৩৮২

(ক) এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত পরার্দ্ধের কোনরূপে অর্থসঙ্গতি হয় না, এজন্য অনুবাদ পরিত্যক্ত হইল।

কৃতানুযাত্রা সা দেবযাত্রাসু ক্ষিতিপাঙ্গনা।
রাজলক্ষ্মীরিবাভাতি রাজসামন্তমন্ত্রিভিঃ॥ ৩৩৮৩
সতীদেশে তীর্থসার্থাস্ত্যজন্ত্যঙ্গা নিমজ্জনে।
স্নানাসক্তসতীমূর্ত্তিস্পর্শনোৎসুক্যমঞ্জসা॥ ৩৩৮৪
চিত্রে কালেত্র যাত্রাসু দ্রষ্টুং বৃষ্ট্যুত্তরৈঃ সদা।
যৎ প্রাবৃড়িব···যৎ জীমূতৈরনুগম্যতে॥ ৩৩৮৫
সা পার্থিবেষু তীর্থেষু স্নানায় প্রস্থিতা ধ্রুবম্।
দিব্যৈর্ব্যবর্ষমিবস্তীর্থৈঃ প্রাদৃশ্যেত তদীর্ষ্যয়া॥ ৩৩৮৬
অভ্রংলিহাস্ন চ গিরীন্ন চ কূলঙ্কষা নদীঃ।
মৃদ্বঙ্গী দুর্গমা মার্গে তীর্থোৎসুক্যেন নৈক্ষ্যসৌ॥ ৩৩৮৭

যখন সেই রাজপত্নী তীর্থযাত্রায় গমন করিতেন, তখন সামন্ত রাজগণ ও মন্ত্রিবর্গ তদীয় অনুগমন করিতে লাগিলে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মীর ন্যায় বোধ হইত। ৩৩৮৩

সেই সতী দেশে (কাশ্মীরে) (ক) তাহার স্নানসময়ে তীর্থসমূহ তদীয় অঙ্গস্পর্শজনিত পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া অন্য সতীসংহতির মূর্ত্তি স্পর্শের স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ৩৩৮৪

তীর্থ যাত্রাকালে মূর্ত্তিমতী বর্ষা দেবী (ঋতুর অধিদেবতা) ভাবিয়া মেঘমালা বৃষ্টি সহকারে তাঁহাকে অনুসরণ করিত। ৩৩৮৫

বোধ হয়, তাঁহাকে পার্থিব তীর্থে স্নান করিতে দেখিয়া স্বর্গীয় তীর্থসমূহ যেন ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক বর্ষণ করিয়া বারণ করে। ৩৩৮৬

সেই কোমলাঙ্গী রাজ্ঞী তীর্থগমনের অত্যন্ত ঔৎসুক্য বশতঃ

(ক) কাশ্মীরকে 'সতীদেশ' কহে, কারণ ইহা সতীলক্ষ্মী ভবানীর অধিষ্ঠান ভূমি।

সুবহ্বীভিঃ প্রতিষ্ঠাভির্জীর্ণোদ্ধারৈশ্চ ধীরয়া।
তয়া চিত্রং চতুরয়া পঙ্গুর্দিদ্দা বিলঙ্ঘিতা॥ ৩৩৮৮
অদ্যাপি বিস্ফুরৎ ক্ষীরার্ণবকান্তিস্ফুটাচ্ছলাৎ।
যো ভাতীব সুধাসূতিসিতশ্বেতাশ্মনির্গতঃ॥ ৩৩৮৯
উপমন্যোরুদন্যায়া দারিদ্র্যোপদ্রবাপহঃ।
রুদ্রো রুদ্রেশ্বরো নাম্না শ্রীমান্ কশ্মীরভূষণম্॥ ৩৩৯০
জগৎ সৌন্দর্য্যসারং স সর্ব্বর্ণামলসারকঃ।
শান্তাবসাদপ্রাসাদোদ্ধারশ্চ বিহিতস্তয়া॥ ৩৩৯১
সন্তানামিব ভৃত্যানাং কোপৌর্বিকৃতে নৃপে।
উদন্বতীব শরণং সিন্ধুর্ভৈরবতীব সা॥ ৩৩৯২

পথের মধ্যে গগনস্পর্শী গিরি ও কুলভেদিনী নদীর দিকে দৃষ্টি দান করেন না। ৩৩৮৭

সেই সুচতুরা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা রাজ্ঞী বহুতর প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার কার্য্যের দ্বারা পঙ্গু (অচলা, সীমাবদ্ধা) দিদ্দাকে লঙ্ঘন করিয়াছেন। ৩৩৮৮

যিনি দারিদ্র্যদগ্ধ উপমন্যুর পিপাসা শান্তির জন্য ক্ষীর সমুদ্রের বিমল দুগ্ধধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই রুদ্র শরচ্চন্দ্রসদৃশ শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিতাকারে যেন তাহাই লোকদিগকে মনে করাইয়া কাশ্মীরের অলঙ্কাররূপে রুদ্রেশ্বর নামে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তদীয় প্রাসাদকে রমণীয় বস্তুর সারাংশ ও স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত করিয়া দিয়া রাজ্ঞী সংস্কারকার্য্যের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন। ৩৩৮৯—৩৩৯১

সিন্ধু বাড়ববহ্নি সন্তপ্ত হইলে জলজন্তুগণ যেমন গঙ্গাকে আশ্রয়

স্থিরপ্রসাদে ভূপালে নিগ্রহানুগ্রহো ক্ষণাৎ।
ভূভুজামপি সংবৃত্তাববিচ্ছিন্নস্তদিচ্ছয়া ॥ (ক) ৩৩৯৩
সোমপালাত্মজো ভূভৃদভূপালঃ প্রাপিতস্তদা।
মানিন্যা মেনিলাদেব্যা বিবাহেন মহার্হতাম্ ॥ ৩৩৯৪
উৎপত্তিভূভিস্মুলভানুভবো ন ভূম্না
কস্যাপ্যহো ব্যভিচরত্যনুভাবভাবঃ।
তেজস্তমোবিলুঠনব্রতমুষ্ণভানো-
শ্ছেদং তদুত্থমকরোত্তমসোপি চক্রম্ ॥ ৩৩৯৫
ভুবনাদ্ভুতসাম্রাজ্যমার্জ্জনো ভূভুজাভবৎ।
প্রাতিভাব্যং দৃঢ়ং রত্নাক্রান্তসম্মণ্ডলাবনিঃ ॥ ৩৩৯৬

করিয়া শান্তিলাভ করে, তদ্রূপ সিংহদেব রুষ্ট হইলে অনুজীবি জন তাঁহার (রাজ্ঞীকে) শরণ লইয়া সমাশ্বস্ত হইত। ৩৩৯২।৯৩

রাজার প্রসাদলাভের একটা রীতি আছে; তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না, এজন্য সামন্ত ভূপগণের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ রাজ্ঞীর ইচ্ছানুসারে হইত, তাহার খণ্ডন হইত না। ৩৩৯৪

সেই আত্মগৌরব রক্ষিণী রাজ্ঞী সোমপাল নৃপতির সুত ভুপালের সহিত মেনিলা দেবীর বিবাহ সম্পাদন করিয়া বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। ৩৩৯৫

যে শক্তি স্বস্থানে অপ্রতিহত; তাহা স্থানান্তরেও কখনও সঙ্কুচিত হয় না। রবির তেজঃ কেবল উদয়াদ্রির তমোদমন করে না, কিন্তু সমস্ত জগতের অন্ধকার রাশির অপহরণ করিয়া থাকে। ৩৩৯৬

(ক) 'অবিচ্ছিন্নো' ইতি যুক্তম্।

উঢ়ায়াং মেনিলাদেব্যাং পরিণেতুরভূদপি।
পিতা বৈমত্যমুৎসৃজ্য নির্ব্যাজং রাজ্যদায়কঃ॥ ৩৩৯৭
রাজ্ঞা প্রাজ্জিধরস্তাজ্যৌ তরসা ভূভুজোঽনুজঃ।
বৈরিভির্নিহতস্যাগ্রে বৈরসংশোধনোদ্যতঃ॥ ৩৩৯৮
রড্ডাং শরণমেত্যোচ্চৈর্ম্মানোৎকট্যা ঘটোৎকচঃ।
ভেজে রাজ্যশ্রিয়ং প্রাপ্য চিত্রং রাজ্যশ্রিয়ং পরাম্॥ ৩৩৯৯
কুলকম্॥

কৃতসাহায়কোঽমাত্যৈ রাজ্ঞঃ সপ্রজ্জিমঙ্গদম্।
রাজ্যং প্রাভ্রংশয়দ্ভ্রাতৃদ্রুহং পঞ্চবটো নৃপম্॥ ৩৪০০
অলঙ্ঘয়ত্তৎপ্রভাবাৎ স্ফারদানাম্বুনির্ভরাৎ।
সরিতং খড়্গবল্লীঞ্চ কৃষ্ণাং বিদ্বেষিগোচরাম্॥ ৩৪০১

রাজার অদ্ভুতাকারে সাম্রাজ্য ও রত্নলাভ হইতে লাগিল। তদীয় জামাতা ভূপাল পিতার বিরক্তিভাজন ছিলেন। বিবাহের পর সোমপাল তাঁহাকে সরলভাবে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিলেন। ৩৩৯৭

বৈরিগণ সমরে প্রাজ্জিধর নৃপতিকে নিহত করিলে তাহার অনুজ ঘটোৎকচকে বৈরপ্রতীকার প্রার্থনায় রাজশ্রীর (রড্ডা দেবীর) শরণাপন্ন হইয়া রাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৩৯৮।৩৩৯৯

পঞ্চবট নৃপতি রাজ সচিবগণের সহায়তা দ্বারা ভ্রাতৃদোহী অঙ্গদ ও পজ্জিকে বিনাশ করিয়া রাজ্যলাভ করে। জয়সিংহের বিপুল বিক্রম শত্রুকুলকে আকুল করিয়া কৃষ্ণা (কৃষ্ণগঙ্গা) এবং শত্রুর হস্তস্থিত অসিলতা অতিক্রান্ত করাইয়াছিল। ৩৪০০।৩৪০১

দ্বিতীয়স্তোরশাভর্তুরকীর্ত্তিনির্জয়াস্বজৎ।
দেবপ্রভাবাদ্যোধাগ্রমত্যুগ্রপুরমগ্রহীৎ ॥ ৩৪০২
শীতোষ্ণবারণশশিদ্যোতকল্লোলিতান্তরঃ। (ক)
বহবো বাহিনীনাথাঃ প্রথামিত্থং প্রপেদিরে ॥ ৩৪০৩
সমাদ্বাবিংশতী রাজ্যাবাপ্তেঃ প্রাগভূভুজো গতাঃ।
তাবত্যেবাপ্তরাজ্যস্য পঞ্চবিংশতিবৎসরে ॥ ৩৪০৪
ইয়দ্দৃষ্টমনস্যত্র প্রজাপুণ্যৈর্মহীভুজঃ।
পরিপাকমনোজ্ঞত্বং স্থেয়াঃ কল্পাতিগাঃ সমাঃ ॥ ৩৪০৫

তিনি স্বপ্রভাবে দ্বিতীয় উরশাপতিকে পরাজয় করিয়া যোদ্ধ, পরিপূর্ণ অত্যুগ্রপুর হস্তগত করেন। ৩৪০২

এই সকল কার্য্যে তদীয় বহুতর সেনানী শশিসন্নিভ স্বীয় শুভ্র ছত্রচ্ছটায় দিগন্ত উজ্জ্বল করত গৌরব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ৩৪০৩

রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জয়-সিংহের দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত (তাঁহার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর ছিল) হইয়াছিল, এক্ষণ বর্ত্তমান পঞ্চবিংশ অব্দে (লৌকিক অব্দ—৪২২৫) তাঁহার রাজত্বকাল সেই দ্বাবিংশতি বৎসর পূর্ণ হইল। ৩৪০৪

প্রজাপুঞ্জের পুণ্যবলে আমরা এই মহীপতির রাজ্যকালে যাহা দেখিলাম, তাহা অন্যত্র কুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

আশীর্ব্বাদ করি ইঁহার রাজত্ব-পরিণাম মধুর হইয়া এই কল্প অতিক্রম করিয়াও স্থায়ী হউক। ৩৪০৫

(ক) 'শীতোষ্ণ' ইতি পুস্তকে।

অম্ভোপি প্রদহৎস্বভাবকঠিনৈ রাশ্মানশ্মায়তে
গ্রাবোস্তঃ স্রবতি দ্রবত্বমুদিতোদ্রেকেষু চাবেযুষঃ।
কালস্যাস্খলিতপ্রভাবরভসং ভাতি প্রভুত্বেহদ্ভুতে
কস্যামুত্র বিধাতৃশক্তিঘটিতে মার্গে নিসর্গঃ স্থিরঃ॥ ৩৪০৬

জল তরল স্বভাব বটে, কিন্তু কখন তাহা পাষাণের ন্যায় কঠিনাকারে পরিণত হয়, আবার পাষাণও সলিলরূপে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। কালের এই বিস্ময়কর (পরিবর্ত্তনশীল) আধিপত্যে কাহারও স্বভাব স্থিরতর থাকিতে পারে না। নিয়তির এই নিয়ম। ৩৪০৬

অষ্টম তরঙ্গের নরপতিগণ ও তাঁহাদিগের রাজত্বকাল।

উচ্চল—খৃঃ ১১০১।১১, এগার বৎসর; রড্ড-শঙ্খরাজ—১১১১ খৃঃ ৮-৯ ডিসেম্বর, এক রাত্রি ও এক প্রহর দিন; সল্হন—১১১১-১১১২ ৩ মাস ২৭ দিন; সুস্সল—খৃঃ ১১১২-২০ (রাজ্যত্যাগ); ভিক্ষাচর খৃঃ ১১২০-২১, ৬ মাস ১২ দিন; সুস্সল (পুনর্ব্বার রাজ্যগ্রহণ) খৃঃ ১১২২-২৮; জয়সিংহ (সিংহদেব) ১১২৮-১১৫০।

পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট।

প্রয়াতে অধিকেপার্দ্ধসমাষট্‌কশতে কলেঃ।
কশ্মীরেষাস্ত গোনন্দঃ পার্থানাং সেবয়া নৃপঃ॥ ১
স্বস্কর্দামোদরোস্যাথ তস্য পত্নী যশোমতী।
গোনন্দোঽন্তস্তৎসুতোপি ততোতীত্য মহীপতীন্॥ ২
পঞ্চত্রিংশতমজ্ঞাতানুগ্রহাভিজনাভিধান্।
রাজাভবল্লবো নাম সূনুস্তস্য কুশস্ততঃ॥ ৩
খৌ খগেন্দ্রসুরেন্দ্রাখ্যৌ পুত্রপৌত্রাবমুষ্য তু।
গোধরোখান্যকুলজঃ সুবর্ণাখ্যস্তদাত্মজঃ॥ ৪

কলির ছয়শত তিপ্পান্ন (৬৫৩) বৎসর অতীত হইলে কাশ্মীর দেশে গোনন্দ পাণ্ডবগণের আশ্রিতভাবে আধিপত্য (রাজত্ব) করিয়াছেন (ক)। ১

তাঁহার পুত্র দামোদর, তদীয় পত্নী যশোমতী। দামোদরের তনয় দ্বিতীয় গোনন্দ। ২

তাহার পর পঁয়ত্রিশ জন রাজা কাশ্মীরের রাজাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহাদিগের বংশ, নাম ও চরিত্র অজ্ঞাত। তাহার পর লব রাজা হয়েন, কুশ তদীয় পুত্র। ৩

কুশের পুত্র খগেন্দ্র, তাহার পুত্র সুরেন্দ্র। তাহার পর অন্য বংশজাত গোধর, সুবর্ণ তাঁহার তনয়। ৪

(ক) "অধিকে" স্থলে "এাধিকে" পাদ যোজনায় অনুবাদ হইল। নচেৎ সঙ্গতি হয় না।

তজ্জন্মা জনকোপ্যাসীৎস্নুঃ শচ্যাঃ শচীনরঃ।
অথাশোকোভবদ্ভূভৃদ্রাজ্ঞোস্য প্রপিতৃব্যজঃ ॥ ৫
তজ্জো জলৌকাঃ সংদিগ্ধবংশো দামোদরস্ততঃ।
তুল্যাঃ ত্রয়োথ হুষ্কাস্তাস্তুরুষ্কাভিজনোদ্ভবাঃ ॥ ৬
অভিমন্যুস্তৃতীয়শ্চ গোনন্দোথ বিভীষণঃ।
তাবিন্দ্রজিদ্রাবণশ্চ পিতাপুত্রৌ ক্রমান্নৃপৌ ॥ ৭
অন্যৌ বিভীষণঃ সিদ্ধ উৎপলাখ্যশ্চ তৎসুতঃ।
পশ্চাত্ততো হিরণ্যাক্ষো হিরণ্যকুল ইত্যভূৎ ॥ ৮
রাজা বসুকুলস্তস্য সূনুঃ খ্যাতস্ত্রিকোটিহা।
.... ॥ ৯

সুবর্ণের পুত্র জনক, তদীয় পত্নী শচীর গর্ভে শচীনর। তৎপর তাহার (শচীনরের) পিতৃব্যের পিতৃ পুত্র অশোক। ৫

তৎপরবর্ত্তী জলৌকাঃ এবং দ্বিতীয় দামোদর, শেষোক্ত ব্যক্তির বংশ অবিজ্ঞাত। হুষ্ক কনিষ্ক প্রভৃতি তিন জন তৎপরবর্ত্তী তুরুষ্ক জাতীয় রাজা। ৬

তাহার পর অভিমন্যু, তৃতীয় গোনন্দ এবং তদীয় পুত্র বিভীষণ। তাহার পর ইন্দ্রজিৎ, তৎপুত্র রাবণ। ৭

তৎপরবর্ত্তী দ্বিতীয় বিভীষণ, তৎপুত্র উৎপলাক্ষ, তৎপর হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকুল। ৮

তাহার পুত্র বসুকুল, তদীয় পুত্র মিহিরকুল, এই ব্যক্তি তিন কোটি লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, এজন্য 'ত্রিকোটিহা' নামে বিখ্যাত। ৯

ক্ষিতিনন্দো বকাত্মজো বসুনন্দস্তদাত্মজঃ।
নরোঽন্যোঽক্ষস্ততো গোপাদিত্যগোকর্ণকৌ ক্রমাৎ॥ ১০
তস্মান্নরেন্দ্রাদিত্যোঽভূত্তৎপুত্রোঽন্ধযুধিষ্ঠিরঃ।
তস্মিন্‌প্রভ্রংশিতে ভৃত্যৈরন্যাভিজনসংভবঃ॥ ১১
ভূপঃ প্রতাপাদিত্যোঽভূজ্জলৌকোপি তদাত্মজঃ।
তুঞ্জীনো নিঃসুতে তজ্জো বিজয়োঽন্যকুলোদ্ভবঃ॥ ১২
জয়েন্দ্রস্তৎসুতোঽপুত্রঃ সচিবঃ সংধিমানভূৎ।
যুধিষ্ঠিরস্য পৌত্রেণ গোপাদিত্যাত্মজন্মনা॥ ১৩
শ্রীমেঘবাহনেনাথ গোনন্দস্যোদিতঃ কুলে।
ততঃ প্রবরসেনোঽভূদ্ভূপঃ কশ্মীরমণ্ডলে॥ ১৪
তৎসূনুশ্চ হিরণ্যোঽভূৎপালয়ন্‌ক্ষিতিমণ্ডলম্‌।
মাতৃগুপ্তোঽভবদন্তরাজ্যস্তেন শকারিণা॥ ১৫

বকের পুত্র ক্ষিতিনন্দ, তাহার তনয় বসুনন্দ। তৎপর ২য় নর, তৎপুত্র অক্ষ, তৎপুত্র গোপাদিত্য, তাহার সুত গোকর্ণ। ১০

তৎপুত্র নরেন্দ্রাদিত্য, তাহার পুত্র অন্ধরাজ যুধিষ্ঠির। ১১

তিনি ভৃত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে সিংহাসনচ্যুত হইলে অন্য বংশজাত প্রতাপাদিত্য এবং তদীয় পুত্র জলৌকা ক্রমে রাজা হয়েন। ১২

তাঁহার তনয় তুঞ্জীন অপুত্র অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে অন্য বংশজাত বিজয় রাজা হন। তাঁহার পুত্র জয়েন্দ্র। তিনি অনপত্য; এজন্য তদীয় মন্ত্রী সন্ধিমান্‌ রাজ্য লাভ করেন্। তাহার পর গোনন্দের বংশে গোপাদিত্যের পুত্র এবং যুধিষ্ঠিরের পৌত্র শ্রীমেঘবাহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর ২য় প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজা হয়েন। ১৩—১৫

ততঃ প্রবরসেনোঽস্তোরমাণাত্মজঃ ক্ষিতিম্।
লেভে হিরণ্যভ্রাতৃব্যস্তস্য পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১৬
ততো নরেন্দ্রাদিত্যশ্চ রণাদিত্যশ্চ ভূপতিঃ।
ক্রমাদভূতাং তৎপুত্রো বিক্রমাদিত্যভূপতিঃ॥ ১৭
বালাদিত্যস্তথাশ্চোদভবদ্বিক্রমাদিত্যনন্দনঃ।
বালাদিত্যস্য জামাতা ততো দুর্লভবর্দ্ধনঃ॥ ১৮
সূনুর্দুর্লভকস্তস্য চন্দ্রাপীড়োভবত্ততঃ।
তারাপীড়োঽনুজন্মাস্য মুক্তাপীড়োস্য চানুজঃ॥ ১৯
ভূপাবাস্তাং কুবলয়াপীড়ো বৈমাতুরোস্য চ।
বজ্রাদিত্যঃ সুতো রাজ্ঞো মুক্তাপীড়স্য তৎসুতৌ॥ ২০
পৃথিব্যাপীড়সংগ্রামাপীড়াবাস্তাং মহীভুজৌ।
জয়াপীড়োস্য মন্ত্রী চ জজ্জঃ পুত্রাবপি ক্রমাৎ॥ ২১

তৎপর মাতৃগুপ্ত, শক শত্রু প্রবরসেন তাঁহাকে রাজ্য দান করেন। তাহার পর তোরমাণের তনয় ২য় প্রবরসেন, তৎপর হিরণ্যের ভ্রাতৃপুত্র, তাহার পুত্র ২য় যুধিষ্ঠির। ১৬

তৎপর ক্রমে নরেন্দ্রাদিত্য ও রণাদিত্য; শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র বিক্রমাদিত্য। ১৭

তাঁহার পুত্র বলাদিত্য, তাঁহার জামাতা দুর্লভ বর্দ্ধন। ১৮

তৎপুত্র দুর্লভক, তৎপুত্র চন্দ্রাপীড়, তদীয় অনুজ দ্বয় তারাপীড় ও মুক্তাপীড় (ললিতাদিত্য)। ১৯

তাহার পুত্রদ্বয় কুবলয়াপীড় ও বজ্রাদিত্য, উভয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ২০

তাহার পর পৃথিব্যাপীড় ও সংগ্রামপীড় তদীয় পুত্রদ্বয় ক্রমে রাজা হয়। জয়াপীড়ের রাজত্বকালে জজ্জ মন্ত্রিত্ব করে। ২১

ললিতাপীড়সংগ্রামাপীড়ৌ জ্যেষ্ঠাত্মজস্ততঃ।*
শ্রীচিপ্যটজয়াপীড়ঃ কল্যাপাল্যস্তবোভবৎ ॥ ২২
অভিচারেণ তং হত্বা সাংমত্যাদিতরেত্বরম্।
উৎপলাদ্যৈরসংপ্রাপ্তরাজ্যৈস্তম্মাতুলৈঃ কৃতঃ ॥ ২৩
ভ্রাতুঃ পুত্ত্রোজিতাপীড়ো জয়াপীড়স্য উৎপদে।
অনঙ্গাপীড়নামা চ সংগ্রামাপীড়জস্ততঃ ॥ ২৪
তমুৎপাঠ্যোৎপলাপীডোস্তাজিতাপীড়নন্দনঃ।
অবন্তিবর্ম্মা শূরেণ তং নিবার্যাথ মন্ত্রিণা ॥ ২৫
নপ্তোৎপলস্য বিদধে সাম্রাজ্যে সুখবর্ম্মজঃ।
সূনুঃ শংকরবর্ম্মা স গোপালস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৬

---

* তৎপরবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ জয়াপীড়ের পুত্র দ্বয়—ললিতাপীড় ও সংগ্রামাপীড়। ললিতাপীড়ের পুত্র শ্রীচিপ্যট জয়াপীড়, শৌণ্ডিকা গর্ভে উৎপন্ন। ২২

উৎপল প্রভৃতি মাতুল পরম্পরের সম্মতিক্রমে অভিচার (তন্ত্রোক্ত মারণ কর্ম্ম) দ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়া তাহার পদে ক্রমে জয়াপীড়ের ভ্রাতৃপুত্র বিজয়াপীড় ও সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গপীড়কে প্রতিষ্ঠিত করে। ২৩।২৪

অনঙ্গপীড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শূর নামা সচিব তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া উৎপলের পৌত্র এবং সুখবর্ম্মার পুত্র অবন্তি বর্ম্মাকে কাশ্মীরাসনে সংস্থাপিত করে। তৎপুত্র শঙ্করবর্ম্মা, তদীয় তনয় গোপাল ক্রমে রাজা হয়েন। ২৫।২৬

রথ্যাগৃহীতঃ প্রাভূচ্চ তদভ্রাতা সংকটাভিধঃ।
সুগন্ধাখ্যা তয়োর্মাতা তং বিনাশ্যাথ ভূভুজম্॥ ২৭
শূরবর্ম্মপ্রনপ্তারং পঙ্গুং তন্ত্রিপদাতয়ঃ।
চক্রুর্নির্জ্জিতবর্ম্মাণং ততঃ পার্থস্ততঃ ক্রমাৎ॥ ২৮
চক্রবর্ম্মা শূরবর্ম্মা চেতি নির্জ্জিতবর্ম্মজঃ।
চক্রবর্ম্মণ্যতীতেথ পার্থো পার্থাত্মজঃ ক্রমাৎ॥ ২৯
উন্মত্তাবন্তিবর্ম্মাসীত্তৎপুত্রে শূরবর্ম্মণি।
রাজ্যাদ্ভ্রষ্টে দ্বিজৈশ্চক্রে রাজ্যে মন্ত্রী যশস্করঃ॥ ৩০
প্রপিতৃব্যাত্মজস্তস্য বর্ণটস্তনয়োঽস্য তম্।
রাজ্যে বক্রাঙ্ঘ্রি,সংগ্রামস্তস্থৌ নিষ্পাদ্য তং ততঃ॥ ৩১

গোপালের ভ্রাতা সঙ্কটকে রাস্তা হইতে লইয়া রাজা করা হয় এবং তৎপরে তাহাদিগের মাতা সুগন্ধা রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন্। ২৭

সুগন্ধাকে সিংহাসনচ্যুতা করিয়া ক্রমে ও মন্ত্রিবংশীয় পদাতিগণ শূর-বর্ম্মার প্রপৌত্র পার্থ এবং নির্জ্জিত বর্ম্মাকে (ক) রাজা করিয়াছিল। ২৮

নির্জ্জিত বর্ম্মার পুত্রদ্বয় চক্র বর্ম্মা ও শূর বর্ম্মা ক্রমে রাজা হয়। চক্র বর্ম্মার পরে ২য় পার্থ। ২৯

তৎপর দুরাচারী উন্মত্তাবন্তি বর্ম্মা। তদীয় পুত্র শূর বর্ম্মা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা রাজ্য ভ্রষ্ট হয় এবং মন্ত্রী যশস্কর তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩০

তৎপর তদীয় পিতৃব্যের প্রপৌত্র বর্ণট, তৎপর যশস্করের তনয় বক্রপদ (বক্রচরণ) সংগ্রাম। ৩১

(ক) অন্য নাম 'পঙ্গু'।

অমাত্যঃ পর্বগুপ্তাখ্যো রাজ্যং দ্রোহেণ লব্ধবান্।
ক্ষেমগুপ্তঃ সুতোঽস্যাসীদভিমন্যো তদাত্মজে॥ ৩২
শান্তে মাত্রা পাল্যমানে নন্দিগুপ্তেঽপি তৎসুতে।
ততস্ত্রিভুবনে ভীমগুপ্তে চ ক্রূরচেষ্টয়া॥ ৩৩
পৌত্রে তয়ৈব নিহতে স্বয়ং দিদ্দাখ্যয়া কৃতে।
রাজ্যে সংগ্রামরাজোঽপি ভ্রাতৃব্যোঽস্তে নৃপঃ কৃতঃ॥ ৩৪
হরিরাজানন্তদেবাবাপ্তাং তস্যাত্মজৌ ততঃ।
কলশোঽনন্ততনয়ঃ ক্রমাদ্ভূপৌ তদাত্মজৌ॥ ৩৫
উভাবুৎকর্ষহর্ষাখ্যাবপি নিষ্পাঠ্য ভূপতিম্।
হর্ষদেবং তমুদ্দামবিক্রমোঽনন্তবংশজঃ॥ ৩৬

তদন্তে পর্ব্বগুপ্ত নামা মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজা হয়। তৎপুত্র ক্ষেমগুপ্ত, তৎপুত্র অভিমন্যু মাতার কর্তৃত্বকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ৩২

সেই নিষ্ঠুরা রমণী দিদ্দা ক্রমে তদীয় পৌত্র নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন ও ভীমগুপ্তকে নৃশংস ব্যবহারে নিহত করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র সংগ্রাম রাজকে শেষে রাজা করে। ৩৩।৩৪

তাহার তনয় দ্বয় হরিরাজ ও অনন্ত দেব। তাহার পুত্র কলশ। কলশের পুত্রদ্বয় উৎকর্ষ ও হর্ষ ক্রমে রাজা হয়। ৩৫

হর্ষদেবকে উন্মথন করিয়া উৎকট বিক্রম উচ্চল সিংহাসন লাভ করেন। ৩৬

পরিশিষ্ট ।

দাতু পুত্রস্য দিদ্দায়াঃ সংগ্রামরাজস্য বংশজঃ ।
মন্ত্রী তদানাদুৎপন্নো ভূপতাবুচ্চলোঽভবৎ ॥ ৩৬
দ্রোহেণ হতে ... তস্যাগ্রজস্ততঃ ।
শঙ্খরাজাভিধানো রড্ডাখ্যঃ ক্ষণিকো নৃপঃ ৩৮
গর্গেণ নিহতে তস্মিন্নুচ্চলো বৈমাত্রেয়োঽপ্যভূৎ ।
সহ্লোচ্চলমাতৃভর্তুর্গৃহীত্বা নির্বধ্য তং বলী ॥ ৩৯
সুস্সলাখ্যোঽগ্রহীদ্রাজ্যং স্থিরক্ষমকুলোদ্ভবঃ ।
বিরক্তৈঃ পাতিতে তস্মিন্ প্রজাভিস্তৈর্নৃপঃ কৃতঃ ॥ ৪০
মাসান্ ষড় হর্ষদেবস্য নপ্তা ভিক্ষাচরাভিধঃ ।
পুনর্নির্বাস্য তং প্রাপ রাজ্যং সুস্সলভূপতিঃ ॥ ৪১

দিদ্দার ভ্রাতুষ্পুত্র যে সংগ্রামরাজ, তাঁহার পৌত্র বংশ হইতে উচ্চল উৎপন্ন হন। ৩

যখন সেই উচ্চল বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যগণ দ্বারা নিহত হন, তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ সুত রড্ড ক্ষণকালের জন্য শঙ্খরাজ নামে রাজা হইয়াছিল। ৩৮

যখন রড্ড গর্গ দ্বারা নিহত হয়, উচ্চলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সহ্ল (সহল) রাজা হন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া মন্ত্রীগণ উচ্চলের ভ্রাতা সুস্সল রাজ্য গ্রহণ করেন। প্রজাবর্গ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া হর্ষদেবের পৌত্র ভিক্ষাচরকে ছয় মাসের জন্য রাজ্যে স্থাপন করে। সুস্সল রাজ তাঁহাকে (ভিক্ষাচরকে) নির্বাসন করিয়া পুনর্বার রাজ্য হস্তগত করিলেন। ৩৯—৪১

ক্রমাদ্বৃত্তিবিবৃত্তৈর্বৈর্বাজ্যোদ্বেজিতে হতে ।
লবন্যৈর্নির্জিতাংস্তং চ হত্বা ভিক্ষাচরং নৃপম্ ॥ ৪২
সুতঃ সুস্সলভূভর্তুঃ সংপ্রত্যপ্রতিমক্রমঃ ।
নন্দয়ন্মেদিনীমাস্তে জয়সিংহো মহীপতিঃ ॥ ৪৩
গোদাবরী সরিদিবোত্তমুলৈস্তরঙ্গৈ-
র [illegible] সপদি সপ্তভিরাপতন্তী ।
শ্রীকান্তরাজবিপুলাভিজনাব্ধিমধ্যং
বিশ্রান্তয়ে বিশতি রাজতরঙ্গিণীয়ম্ ॥ ৪৪

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

দুপ্ত লবন্যগণ বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া তাহাকে নিহত করিল। সেই সমস্ত লবন্য এবং ভিক্ষাচর ভূপতিকে নিহত করিল। সুস্সল রাজের সুপুত্র অপ্রতিহতশক্তি মহামতি জয়সিংহ মহীপতি শাসনগুণে পৃথিবীর প্রীতি উৎপাদন করত সম্প্রতি বিরাজমান আছেন। ৪২।৪৩

যথা গোদাবরী বারিতুমুল তরঙ্গে,
সপ্তমুখে পশিয়াছে সাগরের অঙ্গে ।
এই রাজতরঙ্গিণী তথা অবিরাম,
কান্তরাজ বংশার্ণবে লভিল বিশ্রাম ॥ ৪৪

সমাপ্তেয়ং রাজতরঙ্গিণী ।